

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব

ত্রয়োদশখণ্ডম্

দ. নাচাৰ্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শঙ্কচাৰ্য্য-পূৰাণশাস্ত্ৰি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্মৃতিবজ্জীৱিসিদ্ধান্তবিজ্ঞালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL

CALCUTTA

12.9.61

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—*—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো নগরাদ্বারণাবতাং ।

সর্বমঙ্গলসংযুক্তা দধাশাস্ত্রমতম্ভিতাঃ ॥১॥

ঐত্য়াতান্ পাণ্ডুপুত্রান্ নানান্যাতনৈঃ সহস্রশঃ ।

অভিজগ্মুনরশ্রেষ্ঠান্ ঐত্য়ৈব পরয়া যুদা ॥২॥ [যুগ্মকম্]

তে সমাসাশ্চ কৌন্তেয়ান্ বারণাবতকা জনাঃ ।

কুত্বা জয়াশিমঃ সর্কে পরিবার্য্যাবতস্থিরে ॥৩॥

তৈর্বতঃ পুরুষব্যাক্তো ধম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বিবৰ্ত্তো দেবসঙ্কশো বজ্রপাণিরিবামরৈঃ ॥৪॥

সংকৃতাতৈশ্চব পৌরৈস্তে পৌরান্ সংকৃত্য চানথাঃ ।

অলঙ্কৃতং জনাকীর্ণং বিবিশুর্দ্বারণাবতম্ ॥৫॥

ভাবঃকৌমদী

তত ইতি । প্রকৃতযঃ প্রজাঃ । সমস্তমঙ্গলসংযুক্তা দধিরাশিসর্ববিদমাদলিকদ্রব্যাম্বিতাঃ

অতম্ভিতা অনলম্ভাঃ । নবশ্রেষ্ঠান পাণ্ডুপুত্রান্ আগতান কুত্বা শতৈর্হিত মদ্রক্ষঃ ॥১—২॥

ত ইতি । বারণাবতকা বারণাবতবাসিনাঃ । পবিবায়্য পবিত্রেষ্ঠা ॥৩॥

তৈর্বতি । দেবসঙ্কশঃ প্রভাবাদিনা দেবতাতুল্যো যুধিষ্ঠিরঃ । বজ্রপাণিরিক্রঃ ॥৪॥

সংকৃত্য ইতি । সংকৃত্য যথাস্থগোষ্ঠিবাদনাদিনা সম্মানিতাঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন ইহা শুনিয়াই সমস্ত লোক শাস্ত্রানুসারে দধি ও দুর্বারভূতি মাজলিক দ্রব্য লইয়া, নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া, উদ্‌যোগী হইয়া, অসংখ্য আনন্দের সহিত বারণাবতনগর হইতে পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাইতে লাগিল ॥১—২॥

সেই বারণাবতবাসী লোক সকল পাণ্ডবগণের নিকটে যাইয়া, জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥৩॥

তখন দেবতার তুল্য প্রভাবশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ ধম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বারণাবতবাসিলোককর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

তাহার পর, পুরবাসীরা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলে, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া, স্রুশোভিত এবং লোকপূর্ণ বারণাবতনগরে প্রবেশ করিলেন ॥৫॥

তে প্রবিশ্চ পুরীং বীরাস্তূর্ণং জগ্মু রথো গৃহান্ ।
 ব্রাহ্মণানাং মহীপাল ! রতানাং শ্বেষু কৰ্ম্মহ ॥৬॥
 নগরাধিকৃতানাঞ্চ গৃহাণি রথিনাং তদা ।
 উপত্যক্তুর্নরশ্রেষ্ঠা বৈশ্চ শূদ্রগৃহাণ্যপি ॥৭॥
 অর্চিতাশ্চ নরৈঃ পৌরৈঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভাঃ ।
 জগ্মু রাবসথং পশ্চাৎ পুরোচনপুরঃসরাঃ ॥৮॥
 তেভ্যো ভক্ষ্যাণি পানানি শয়নানি শুভানি চ ।
 আসনানি চ নৃত্যানি প্রদদৌ স পুরোচনঃ ॥৯॥
 তত্র তে সংকৃতাস্তেন স্তমহার্হপরিচ্ছদাঃ ।
 উপাস্ত্র্যমানাঃ পুরুষৈরুযুঃ পুরনিবাসিনঃ ॥১০॥
 দশরাত্রোষিতানাস্ত তত্র তেষাং পুরোচনঃ ।
 নিবেদয়ামাস গৃহং শিবাখ্যমশিবং তদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । শ্বেষু কৰ্ম্মহ যজ্ঞযাজ্ঞাদিষু, রতানাং ব্রাহ্মণানাং গৃহানিতি সম্বন্ধঃ ॥৬॥
 নগরেতি । নগরাধিকৃতানাং বারণাবতরক্ষকাণাম্, রথিনাং ক্ষত্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥৭॥
 অর্চিতা ইতি । আবসথং তদানীমপি জতুগৃহনিষ্কাশসমাপ্তাভারাদ্যংকিঞ্চিন্তবনাস্তরম্ ॥৮॥
 তেভ্য ইতি । তেভ্যঃ কুন্তীপাণ্ডবেভ্যঃ । পানানি পেয়ানি । শয়নানি শয্যাঃ ॥৯॥
 তত্রোতি । তে কুন্তীপাণ্ডবাঃ, সংকৃতাস্তঃ সমাদৃতাস্তঃ, তেন পুরোচনেন । উযুঃ স্থিতাঃ ॥১০॥
 দশোতি । শিবাখ্যং শিবনামকম্, প্রকৃতে তু অশিবমমঙ্গলম্, আগ্নেয়দ্রব্যময়ত্বেনাগ্নিভয়-
 সম্ভবং । “স্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং কলাপং মঙ্গলং শুভম্” ইত্যমরঃ ॥১১॥

মহাবীর পাণ্ডবগণ নগরে প্রবেশ করিয়াঃস্বরহই (বিনয়নত্ৰতা দেখাইবার
 জন্ত,) আপন আপন কার্য্যে নিরত ব্রাহ্মণগণের গৃহে গমন করিলেন ॥৬॥

তৎপরে তাঁহারা নগরাধিকারী ক্ষত্রিয়গণের, ক্রমে বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণের
 গৃহেও যাইয়া উপস্থিত হইতে থাকিলেন ॥৭॥

সেই পুরবাসী লোকেরা সম্মান করিলে, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পুরোচনকে
 অগ্রবর্তী করিয়া কোন বাসভবনে গমন করিলেন ॥৮॥

তৎপরে পুরোচন তাঁহাদিগকে খাচ, পেয়, ভাল ভাল শয্যা এবং আসন
 নিদিষ্ট করিয়া দিল ॥৯॥

পুরোচন বিশেষ সমাদর করিতে থাকিলে, পাণ্ডবগণ মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণ
 করিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন ; তখন বহুলোক তাঁহাদের সেবা
 করিতে থাকিল ॥১০॥

তত্র তে পুরুষব্যাভ্রা বিবিশুঃ সপরিচ্ছদাঃ ।

পুরোচনস্ত বচনাং কৈলাসমিব গুহকাঃ ॥১২॥

তচ্চাগারমভিপ্ৰেক্ষ্য সর্বধম্মভূতাং বরঃ ।

উবাচাগ্নেয়মিত্যেবং ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩॥

জিত্বন্ সোহস্ম বসাগন্ধং সর্পির্জুতুবিমিশ্রিতম্ ।

কৃতং হি ব্যক্তমাগ্নেয়মিদং বেষ্ম পরন্তপ ! ॥১৪॥

শগসর্জরসং ব্যক্তমানীং গৃহকম্মণি ।

মুঞ্জবল্লজবংশাদি দ্রব্যং সর্বং যুতোক্ষিতম্ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

শিল্পিভিঃ স্কৃতং হ্যষ্টৌবিনীতৈর্বেশ্যকম্মণি ।

বিশ্বস্তং নামরং পাপো দন্ধুকামঃ পুরোচনঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রোতি । তে পাণ্ডবাঃ । কৈলাসং পদতম্, গুহকা যক্ষা ইব ॥১২॥

তচ্চেতি । আগ্নেয়ম্ অগ্ন্যংপাদকদ্রব্যমগ্নম্ । সাংপূজ্যভূত্যাং তদগন্ধাভ্যাং বিমিশ্রিতম্ ।
ব্যক্তং স্পষ্টম্ । মুঞ্জবল্লজৌ তৃণবিশেষৌ বংশো বেষ্মঃ ॥১৩—১৫॥

শিল্পিভিরিতি । স্কৃতং স্কৃতং নির্মিতম্ । অষ্টৌবিনীতঃ শিল্পিতৈঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ আগতানিতি ছেদঃ ॥২—১০॥ শিবমিত্যাখ্যামাত্রম্, অর্থতত্ত্বনিবম্,

এই ভাবে দশ দিন তাহারা সে বাড়ীতে বাস করিলেন, তখন পুরোচন
যাইয়া তাহাদিগকে অষ্ট এক খানি বাড়ীর কথা জানাইল, তাহার নাম—
'শিবভবন', বাস্তবিকপক্ষে তাহা অশিব, অর্থাৎ অমঙ্গলজনক ॥১১॥

যক্ষগণ যেমন কৈলাসপর্বতে প্রবেশ করে, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ
পুরোচনের কথা অনুসারে সমস্ত আসবাব নিয়া সেই বাড়ীতে যাইয়া প্রবেশ
করিলেন ॥১২॥

ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই বাড়ী খানি দেখিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও গালার
গন্ধ মিশ্রিত চর্বিবর গন্ধ পাইয়া ভীমকে বলিলেন—'ভীম! এই বাড়ী খানি
আগ্নেয় বস্তু দিয়া তৈয়ারি করা; নিশ্চয়ই শগ, ধূনা, মুঁজা, কাঁচলা এবং বাঁশ
প্রভৃতি বস্তু যুক্ত করিয়া, তাহা দিয়া এই বাড়ী তৈয়ারি করিয়াছে ॥১৩—১৫॥

বিশ্বস্ত এবং গৃহনির্মাণে সুপটু শিল্পীরাই এই বাড়ী খানি তৈয়ারি করিয়াছে;
ইহাতে আমরা বিশ্বস্ত হইয়া থাকিতে লাগিলে পরই পাপাত্মা পুরোচন আমা-
দিগকে দন্ধ করিতে ইচ্ছা করে ॥১৬॥

তথাহি বর্ত্ততে মন্দঃ সূর্যোধনবশে স্থিতঃ ।
 ইমান্ত তাং মহাবুদ্ধিৰ্বিভুরো দৃষ্টবাংস্তদা ॥১৭॥
 আপদং তেন মাং পার্থ ! স সংবোধিতবান্ পুরা ।
 তে বয়ং বোধিতাস্তেন নিত্যমস্মদ্বিত্তৈষিণা ॥১৮॥
 পিত্রা কনীয়সা স্নেহাদবুদ্ধিমন্তোহশিবং গৃহম্ ।
 অনার্যৈঃ স্কৃতং গৃঢ়ৈর্দুর্যোধনবশান্নুগৈঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম)
 ভীমসেন উবাচ ।
 যদিদং গৃহমাগ্নেয়ং বিহিতং মন্যতে ভবান্ ।
 তত্রৈব সাধু গচ্ছামো যত্র পূর্বোষিতা বয়ম্ ॥২০॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 ইহ যত্নৈর্নিরাকারৈর্বস্তুব্যমিতি রোচয়ে ।
 অপ্রমত্তৈর্বিচিন্ত্যদ্বিগতিমিচ্চাং ধ্রুবামিতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথাহীতি । মন্দঃ ক্ষুদ্রঃ পুরোচনঃ । তামিমামাপদম্ । দৃষ্টবান্ অহ্মমিতবান্ ।
 সংবোধিতবান্ সমাগচ্ছাদিতবান্ । বুদ্ধিমন্তো বয়ম্, তেন বিজুরেণ, অশিবং গৃহং
 বোধিতাঃ ॥১৭—১৯॥

যদীতি । বিহিতং পুরোচননিষ্কুলোঁকনিশ্চিতম্ । উযিতা অবস্থিতাঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

মারপার্থং কৃতত্বাং ॥১১—১৪॥ মূৰ্খঃ শরবন্ধঃ ॥১৫—১৬॥ ইমামাপদং ভাবিনীম্, দৃষ্টবান্
 তত্বিতঃ । তেন হেতুনা অশিবং গৃহমিত্যস্মান্ বোধিতবানিতি সঙ্কল্পঃ ॥১৭—২০॥ যোগ-
 রূপকেন গৃহবাসকণ্ডব্যতামাহ, ইহেতি । নিরাকারৈরনাবিকৃতবাসহচেট্টৈঃ । ইষ্টাং গতিং

কেন না, এই পুরোচন বড়ই নীচাশয় এবং দুর্যোধনের অধীন রহিয়াছে ।
 এদিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বিজুর তখনই আমাদের এই বিপদের বিষয় বুঝিতে
 পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি আমাদের বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া স্নেহবশতঃ এই
 অসমঙ্গলজনক বাসভবনের বিষয় পূর্বেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । কারণ, তিনি
 আমাদের পিতৃদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং সর্বদাই হিতৈষী । নিশ্চয়ই দুর্যোধনের
 অধীন কতকগুলি নীচ লোক গুপ্তভাবে থাকিয়া এই বাড়ী তৈয়ারি
 করিয়াছে ॥১৭—১৯॥

ভীম বলিলেন—‘আপনি যদি বাড়ী খানাকে আগ্নেয়বস্তুনিশ্চিত বলিয়া মনে
 করেন, তবে আমরা ভালয় ভালয় সেই বাড়ীতেই যাই, যেখানে পূর্বে
 ছিলাম’ ॥২০॥

যদি বিন্দেত চাকারমস্মাকং স পুরোচনঃ ।

ক্ষিপ্ৰকারী ততো ভূত্বা প্রসহ্যপি দহেত নঃ ॥২২॥

নায়ং বিভেতু্যপক্ৰোশাদধস্মাদ্বা পুরোচনঃ ।

তথাহি বর্ততে মন্দঃ স্ত্রয়োধনবশে স্থিতঃ ॥২৩॥

অপি চেহ প্রদগ্ধেষু ভীষ্মোহস্মান্ন পিতামহঃ ।

কোপং কুর্যাৎ কিমর্থং বা কৌরবান্ কোপয়ীত সঃ ॥২৪॥

অথবাগীহ দগ্ধেষু ভীষ্মোহস্মাকং পিতামহঃ ।

ধর্ম ইত্যেব কুপ্যেরন্ যে চাশ্চে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ইহেতি । যন্তরাস্ত্ররক্ষায়াং যত্নবদ্ধিঃ, নিরাকারৈঃ অপ্রকাশিতসশঙ্কভাবৈঃ, অপ্রমত্তৈঃ সাবধানৈঃ, এবামবশ্যকর্তব্যাম্, ইষ্টাম্ ইতো গতিং প্রস্থানম্, বিচিহ্নদ্বিবিশিষ্টবিস্মৃতিভিঃ, ইহ গৃহ এব, বস্ত্রবাৎ স্বাতব্যাম্, ইতি রোচয়ে কর্তব্যাতয়া মন্ত্রে ॥২১॥

কৃত ইদমিত্যাহ যদীতি । বিন্দেত লভেত বৃথোত্তেতাংশঃ, আকারং সশঙ্কভাবম্ ॥২২॥

নমস্তু কিং লোকনিন্দাতয়ং পাপভয়ঞ্চ নাস্ত্যিত্যাহ নেতি । উপক্ৰোশার্লোকনিন্দাতঃ ॥২৩॥

অপীতি । অপি চ অগচ্চ ব্রবীমাতাংশঃ । ইষ্ট স্তিহ্না, অস্মান্ন প্রদগ্ধেষু অবসরক্রমেণেদং গৃহং দহংস্তু সংস্তু । কর্তরি ক্ত আঃ । কোপয়াত কোপয়েৎ । কথমপি নেতাংশঃ, অস্মাকং দাহার্থমেব কৃতস্তাস্মাভির্দাহে দোষাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

অথবেতি । ইহ এষু গৃহাদিন্যু পুরোচনেনাস্মদাচাং দগ্ধেষু, ধর্মঃ অগৃহদাহকর্তরি কোপো

ভারতভাবদীপঃ

নিরূপস্রবং মার্গম্ । পক্ষে ইহ দেহে নিরাকারৈরাকারবিশেষমনালম্ব্য স্ত্বেয়ম্ । যন্তৈঃ শমাদি-
পরৈঃ । অপ্রমত্তৈঃ স্ত্রুতিমস্তিঃ । এবাং গতিং মোক্ষম্ ॥২১—২২॥ উপক্ৰোশাৎ গষ্ঠাতঃ
॥২৩॥ অয়ং ভীষ্ম ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥ দগ্ধেষু অস্মান্ন, অগ্নিদেষু কোপো ধর্ম ইত্যেব কারণং

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘ভীম ! আস্ত্ররক্ষায় যত্নবান্ হইয়া, সশঙ্কভাব গোপন রাখিয়া, এবং অবশ্যগন্তব্য স্থান সাবধানে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া, এষ্ট বাড়ীতে আমাদের বাস করিতে হইবে, ইহা আমি ভাল মনে করি ॥২১॥

কারণ, সে পুরোচন যদি আমাদের সশঙ্কভাব বৃদ্ধিতে পারে, তবে হয় ত সত্ত্বর হইয়া বলপূর্ব্বকও আমাদেরিকে দগ্ধ করিতে পারে ॥২২॥

কেন না, এই পুরোচন বেটা লোকনিন্দার ভয়ও করে না, বা পাপের ভয়ও করে না ; বিশেষতঃ ছোট লোক এবং চুর্যোধনেরই অধীনে রহিয়াছে ॥২৩॥

আরও বলিতেছি—এই বাড়ীতে থাকিয়া আমরাই যদি অবসরক্রমে ইহা দগ্ধ করি, তবে পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উপরে কেন ক্রুদ্ধ হইবেন কেনই বা অস্ত্র কৌরবদিগকে ক্রুদ্ধ করিবেন ॥২৪॥

বয়স্তু যদি দাহন্তু বিভ্যতঃ প্রদ্রবেমহি ।
 স্পশৈর্নো ঘাতয়েৎ সর্বান রাজ্যলুক্কাঃ স্ত্রযোধনঃ ॥২৬॥
 অপদস্থান্ পদে তিষ্ঠন্নপক্ষান্ পক্ষসংস্থিতঃ ।
 হীনকোষান্ মহাকোষঃ প্রয়োগৈর্ঘাতয়েদ্ভ্রুবম্ ॥২৭॥
 তদস্মাভিরিমং পাপং তঞ্চ পাপং স্ত্রযোধনম্ ।
 বঞ্চয়ন্তির্নিবস্তব্যং ছন্মাবাসং কচিৎ কচিৎ ॥২৮॥
 তে বয়ং শৃগয়াশীলাশ্চরাম বস্ত্বধামিমাম্ ।
 তথা নো বিদিতা মার্গা ভবিষ্যন্তি পলায়তাম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

লোকস্বভাব ইত্যেব হেতুনা, অস্মাকং পিতামহো ভীষ্মঃ, অস্ত্রে যে কুরুপুত্রবাস্তে সর্ব এব চ
 প্রযোক্তারং দুর্ঘোধানং প্রতি কুপ্যেয়ম্ ॥২৫॥

বয়মিতি । দাহন্তু দাহাং । প্রদ্রবেমহি পলায়ামহে । স্পশৈশ্চরৈঃ ॥২৬॥
 বিক্রম্যাপ্যস্মান্ হস্তং সমর্থ ইত্যাহ অপদস্থানিতি । প্রয়োগৈর্ঘোক্তনিয়োগৈঃ ॥২৭॥
 তদ্বিতি । ইমং পুরোচনম্ । ছন্মা গুপ্ত আবাসো যস্মিন্ কক্ষণি তদ্ব্যথা তথা ॥২৮॥
 ত ইতি । তথা তেন শৃগয়াপবিচরণেন, নঃ অস্মাকম্, পলায়তাং পলায়িত্তমাণানাম্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণা ভীষ্মোহন্তে চ কুপ্যেয়ম্ ॥২৫॥ দাহন্তু দাহাং । স্পশৈশ্চরৈঃ ॥২৬॥ অপদং দেশকোষাচ্চ-
 ক্ষমবম্, তত্র স্থিতান্ । অপক্ষানসংহতান্ । প্রয়োগৈর্গুণাঃ ॥২৭॥ ছন্মাবাসং গুপ্তস্থানম্,

আর, পুরোচন যদি এই সকল দক্ষ করে, তবে নিজগৃহদাহীর উপরে ক্রোধ
 হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্ত্যাত্ম কৌরবশ্রেষ্ঠগণ
 দুর্ঘোধানের উপরেই ক্রুদ্ধ হইবেন ॥২৫॥

কিন্তু আমরা যদি দাহভয়ে পলাইয়া যাই, তাহা হইলে রাজ্যলোভী
 দুর্ঘোধান নিশ্চয়ই চর দ্বারা আমাদের সকলকেই হত্যা করাইবে ॥২৬॥

দুর্ঘোধান স্থানস্থিত, আমরা অস্থানস্থিত; তাহার সহায় আছে, আমাদের
 সহায় নাই এবং সে অত্যন্ত ধনী, আমরা নিধন; সুতরাং সে সৈন্ত দ্বারাও
 আমাদের গণকে হত্যা করাইতে পারে ॥২৭॥

অতএব এই পাপাত্মা পুরোচনকে এবং সেই পাপাত্মা দুর্ঘোধানকে বঞ্চনা
 করিয়া এই বাড়ীতেই আজ কোথাও কাল কোথাও এই ভাবে গুপ্তরূপে
 আমাদের বাস করা উচিত ॥২৮॥

আমরা শৃগয়ায় আসক্ত হইয়া এই দেশের সর্বত্র বিচরণ করিব; তাহাতে
 পলায়ন করিবার সময়ে আমাদের সমস্ত পথই জানা থাকিবে ॥২৯॥

ভৌমঞ্চ বিলম্বেষ করবাম হুসংবৃতম্ ।

গূঢ়স্থান্ ন নস্তত্র হতাশঃ স্প্রধক্ষ্যতি ॥৩০॥

বসতোহত্র যথা চান্মান্ ন বুধ্যত পুরোচনঃ ।

পৌরো বাপি জনঃ কশ্চিত্তথা কার্যমতন্দ্রিতৈঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি জতুগৃহে

ভীমসেনযুধিষ্ঠিরসংবাদো নাম চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ❀

❀❀❀

ভারতকৌমুদী

তদিত্তি । ইমং পুরোচনম্ । ছন্মো গুপ্তঃ শ্বাসোহপি যেমাং তান্, নঃ অশ্মান ॥৩০॥

বসত ইতি । অত্র বিলে । অত্র জিত্তবনলসৈঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগ্গীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভাবতনৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি জতুগৃহে চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

❀❀❀

ভারতভাবদীপঃ

নিবস্তবামধিষ্ঠাতবাম্, ক্ৰচিৎ ক্ৰচিৎ কালে কালে ॥২৮—২৯॥ চরাবাসমেবাহ, ভৌমমিতি ।

গূঢ়ঃ শ্বাসোহপি যেমাং তান্, ইত্যৈববিদিত্তকুপ্যানি হ্যপঃ ॥৩০॥ অত্র বিলে ॥৩১॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠসে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪০॥

❀❀❀

আর, আজ্ঞে আমরা ভূতলে গুপ্তভাবে একটা গহ্ব করিব ; তাহাতে থাকি-
বার সময়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসও গুপ্তভাবেই করিব ; তবে আর অগ্নি আমা-
দিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না ॥৩০॥

সেই গহ্বের থাকিবার সময়ে পুরোচন বা কোন পুরবাসী লোক যাহাতে
আমাদিগকে জানিতে না পারে, সেই ভাবে সতর্ক হইয়া আমাদের চলিতে
হইবে ॥৩১॥

❀❀❀

* ‘...চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ...’ ‘...ষট্চত্বারিংশদধিকঃ...’ ‘...অষ্টপঞ্চাশদধিকঃ...’ ইতি
পাঠভেদাঃ ।

একচত্রারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিদুরস্ত স্নহং কশ্চিৎ খনকঃ কুশলো নরঃ ।

বিবিক্তে পাণ্ডবান্ রাজন্ ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১॥

প্রহিতো বিদুরেণাস্মি খনকঃ কুশলো হুহম্ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়ং কার্য্যমিতি কিং করবাণি বঃ ॥২॥

প্রচ্ছমং বিদুরেণোক্তঃ শ্রেয়স্ত্বমিতি পাণ্ডবান্ ।

প্রতিপাদয় বিশ্বাসাদিতি কিং করবাণি বঃ ॥৩॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং রাত্রাবস্থাং পুরোচনঃ ।

ভবনস্ত তব দ্বারি প্রদাস্ততি হতাশনম্ ॥৪॥

মাত্রা সহ প্রদগ্ধব্যঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ।

ইতি ব্যবসিতং তস্ত ধার্তরাষ্ট্রস্ত দুর্ম্মতেঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

বিদুরস্তেতি । কুশলঃ স্বরূপাধিপনননিপুণঃ । বিবিক্তে নির্জনে ॥১॥

প্রহিত ইতি । পাণ্ডবানাং প্রিয়ং ত্বয়া কাব্যাম্ উক্তাক্তে । বিদুরেণ প্রহিতোহস্বীতান্বয়ঃ ॥২॥

প্রচ্ছন্নমিতি । ইতি অহং বিদুরেণোক্তোহস্মি । কিমিত্যাহ—ত্বম্, বিশ্বাসাং আশ্রয়নি
পাণ্ডবানাং বিশ্বাসমুৎপাদ্য । ল্যবলোপে পঞ্চমী । ইতি তেষামাদেশসম্পাদনরূপং শ্রেয়ঃ,
পাণ্ডবান্ প্রতিপাদয় জ্ঞাপয় । অতএব বো যুয়াকম্, কিং করবাণি, তদাদিশেতি শেষঃ ॥৩॥

দুৰ্যোধনমন্ত্রিতজ্ঞায়িনা বিদুরেণ বিজ্ঞাপিতমাহ কৃষ্ণেতি । অস্তাং সমুৎপাদিত্যম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর এক দিন বিদুরের সখা
এবং খননকার্য্যে নিপুণ একটি লোক আসিয়া নির্জনে পাণ্ডবদের নিকট এই
কথা বলিল— ॥১॥

‘খনক ! তুমি পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য করিবে’ এই কথা বলিয়া বিদুর
আমাকে পাঠাইয়াছেন ; আমি খননকার্য্যে নিপুণ ; আমি আপনাদের কি
করিব, বলুন ॥২॥

বিদুর আমাকে আরও বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের উপরে পাণ্ডবদের
বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে গোপনে এই মাস্কলিক বিষয় জানাইবে যে,
আমি আপনাদের কি করিব ॥৩॥

আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন রাত্রিতে পুরোচন আপনাদের এই বাড়ীর
দ্বারে আগুন লাগাইয়া দিবে ॥৪॥

কিঞ্চিচ্চ বিদুরেণোক্তো ম্লেচ্ছবাচাহসি পাণ্ডব ! ।

অয়া চ তত্তথেষুত্মমেতদ্বিশ্বাসকারণম্ ॥৬॥

উবাচ তং সত্যমুচ্যতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

অভিজানামি সৌম্য ! জ্ঞাং ব্রহ্মদং বিদুরস্ত বৈ ॥৭॥

শুচিমাণ্ড প্রিয়ৈকেব সদা চ দৃঢ়ভক্তিকম্ ।

ন বিদুতে কবেঃ কিঞ্চিদবিজ্ঞাতং প্রয়োজনম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

যথা তস্য তথা নস্যুৎ নির্বিশেষা বয়ং জয়ি ।

ভবতশ্চ যথা তস্য পালয়াম্মান্ যথা কবিঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কথং হতাশনং প্রদাস্ততীত্যাহ মাত্রেতি । প্রদগ্ধব্যাংস্তয়া পুরোচনেন ॥৫॥

আত্মনি বিশ্বাসমুৎপাদয়তি কিঞ্চিদिति । চে পাণ্ডব ! যুধিষ্ঠির ! ম্লেচ্ছবাচা তদানী-
ন্তনানার্যভাষা ভীষ্মাদিভির্যৈরবোধায়া । তং বিদুবোক্তম্, তথা জ্ঞাতমিত্যুক্তম্ । এতৎ
কথনমেব, যয়ি যুগ্মকং বিশ্বাসকারণম্ । তথা চ অয়া তদানীং ম্লেচ্ছভাষ্যৈব জ্ঞাতমিত্যুক্তম্,
তচ্চ কেবলং বিদুরৈবাবগতম্ । এবঞ্চ বিদুরেণ যযি তদজ্ঞাপিতে ময়া কথমিদং বক্তং
শক্যতে । অতো বিদুরস্তৈবাহং ব্রহ্মং, ন পুনর্যোদনস্ত চর ইত্যাদিশব্দঃ ॥৬॥

উবাচেতি । সত্যপ্রতিবিপ্লুত্বিত্রবণেতপি যথার্থধৈর্যশালী । শুচিঃ পবিত্রঃ, আপঃ
বিশুদ্ধম্ । কবেঃ হতাশাভিঃ কুন্তীনাং বিশ্বাসং বর্ণনায়োগাস্ত বিদুবস্ত ॥৭—৮॥

যথেতি । নির্বিশেষা বিদুরাদিভিঃ । বয়ং যথা তস্য রক্ষণীয়স্থা ভবতশ্চ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বিদুরোক্তিঃ ॥২—২॥ ব্রহ্মদং যথা সত্যং তথা পাতবান্ ভেষজঃ ওতিপাদয় ইত্যুক্তোহহং
বঃ কিং করবাণি ॥৩—৫॥ ম্লেচ্ছবাচা ম্লেচ্ছভাষয়া ॥৬—৭॥ কবেঃ সর্বজ্ঞস্তাক্রান্তদর্শিনো বা
॥৮॥ যথা বয়ং তস্য তথা ভবতশ্চ পালনীয়াঃ, অতোচাম্মান্ যথা কবিঃ পালয়তি তথা ব্রহ্মণি

কেন না, পুরোচনেন প্রতি তুর্মতি ছুর্যোধনেন এই আদেশ রহিয়াছে যে,
তুমি কুন্তীর সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবে ॥৫॥

মহারাজ ! বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় কোন বিষয় বলিয়াছিলেন, আপনিও
'বুঝিলাম' বলিয়া সেই ম্লেচ্ছভাষাতেই উত্তর দিয়াছিলেন ; এই যে বলিলাম,
ইহাই আমার উপরে আপনাদের বিশ্বাসের কারণ হউক' ॥৬॥

তখন যথার্থ ধৈর্যশীল যুধিষ্ঠির তাতাকে বলিলেন—'সৌম্য ! আমি
তোমাকে বিদুরের সখা, পবিত্র, বিশ্বস্ত, তাহার প্রিয় এবং তাহার প্রতি দৃঢ়
অমুরাগশালী বলিয়া জানি এবং ইহাও জানি যে, বিদুরের কোন বিষয়ই
অবিদিত থাকে না ॥৭—৮॥

তুমি যেমন বিদুরের, তেমন আমাদের ; আমরাও তোমার বিষয়ে

ইদং শরণমাগ্নেয়ং মদর্থমিতি মে মতিঃ ।
 পুরোচনেন বিহিতং ধার্তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥১০॥
 স পাপঃ কোষবাংশৈশ্চব সহায়শ্চ দুৰ্ম্মতিঃ ।
 অস্মানপি চ পাপাত্মা নিত্যমেব প্রবোধতে ॥১১॥
 স ভবান্ মোক্ষয়ত্স্মান্ যত্নেনাস্মাকুতাশনাৎ ।
 অস্মান্নিহি হি দন্ধেয়ু সকামঃ স্মাৎ সুর্যোধনঃ ॥১২॥
 সম্বন্ধমায়ুধাগারমিদং তস্মৈ দুরাত্মনঃ ।
 বপ্রাস্তং নিশ্চরিতীকারমাত্রিত্যেবং কৃতং মহৎ ॥১৩॥
 ইদং তদন্তুভং নুনং তস্মৈ কশ্ম চিকীৰ্ষিতম্ ।
 প্রাগেব বিহুরো বেদ তেনাস্মানস্ববোধঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । শরণং গৃহম্ । মদর্থম্ অস্বাকং দাহনার্থম্ ॥১০॥
 অর্থস্য কথং ন বিক্রম্য নির্গচ্ছথেত্যাহ স ইতি । স দুর্যোধনঃ ॥১১॥
 স ইতি । স পূর্বোক্তরূপঃ । - সকামঃ পূর্ণাভিলাষঃ ॥১২॥
 সম্বন্ধমিতি । বপ্রাস্তং প্রাচীরাসন্নম্, আশ্রিত্য । নিশ্চরিতীকারং স্বরক্ষিতত্বাৎ ॥১৩॥
 ইদমিতি । তৎ অস্বদাহনরূপম্ । তস্মৈ দুর্যোধনস্ত । সন্ধবিবক্ষয়া যজ্ঞী ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পালয়েত্যর্থঃ ॥৯॥ শরণং গৃহম্ ॥১০—১২॥ বপ্রাস্তং প্রাচীরমূলম্ । নিশ্চরিতীকারং বহি-

বিহুরেরই তুল্য । অতএব আমরা যেমন বিহুরের রক্ষণীয়, তেমন তোমারও রক্ষণীয় । সুতরাং তুমি বিহুরের মতই আমাদেরকে রক্ষা কর ॥৯॥

আমারও ধারণা এই যে, দুর্যোধনেরই আদেশ-অনুসারে আমাদেরকে দণ্ড করিবার জন্য পুরোচন এই আগ্নেয় গৃহ নির্মাণ করিয়াছে ॥১০॥

সেই পাপাত্মা দুৰ্ম্মতি দুর্যোধন, ধন ও সহায়সম্পন্ন বলিয়া আমাদেরকে সর্বদাই উৎপীড়িত করিতে পারিতেছে ॥১১॥

তুমি বিশেষ যত্ন সহকারে আমাদেরকে এই অগ্নি হইতে মুক্ত কর । আমরা এখানে দণ্ড হইলে, দুর্যোধনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥১২॥

পুরোচন প্রাচীরের নিকটে দুরাত্মা দুর্যোধনের একটা দুর্ভেদ্য বিশাল অস্ত্রাগার নির্মাণ করিয়াছে ; উহাতে অস্ত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥১৩॥

সুতরাং এই অমাত্রলিক কার্য্য সেই দুর্যোধনেরই অভিষ্ট ; ইহা পূর্বেই

সেয়মাপদমুপ্রাপ্তা ক্ষত্বা যাং দৃষ্টবান্ পুরা ।
 পুরোচনস্তাবিদিতানস্মাংস্বং প্রতিমোচয় ॥১৫॥
 স তথেন্তি প্রতিশ্রুত্য খনকো যত্নমাস্থিতঃ ।
 পরিখামুৎকিরন্ নাম চকার স্মহদ্বিলম্ ॥১৬॥
 চক্রে চ বেশ্মনস্তস্য মধ্যেনাতিমহদ্বিলম্ ।
 কপাটযুক্তমজ্জাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত ! ॥১৭॥
 পুরোচনভয়াদেব ব্যদধাৎ সংবৃতং মুখম্ ।
 স তস্য তু গৃহদ্বারি বসত্যশুভধীঃ সদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । অমুপ্রাপ্তা উপস্থিতা । ক্ষত্বা বিদুরঃ । দৃষ্টবান্ অহমিতবান্ ॥১৫॥
 স ইতি । আস্থিত আশ্রিতঃ । পরিখাং পুরীপরিবেষ্টনখাতম্, উৎকিরন্ ততো
 মৃত্তিকামুলোলয়ন, নাম তদ্ব্যাপদেশেনেতার্থঃ, স্মহদ্বিলং বাসার্থমেকং গৰ্ভং চকার ॥১৬॥
 চক্র ইতি । অতিমহদ্বিলং সুরঙ্গাখ্যমপরং গৰ্ভম্ ভূম্যাঃ সমং সমানোপরিদেশম্ ॥১৭॥
 পুরোচনেতি । সংবৃতং মৃত্তিকাভিরেবারৃতম্ । স পুরোচনঃ । তস্য যুধিষ্ঠিরস্ত ॥১৮॥

ভারতভাবদীপ

নির্গমনপ্রকারশূন্যম্ ॥১৩—১৫॥ পরিখা প্রাকারপরিবিভূতো গৰ্ভঃ তাম্ । নাম প্রসিদ্ধম্ ।
 উৎকিরন্ পরিখাপরিষ্কারব্যাঞ্জনং বিলাৎ মৃদমুৎকিরন্ বহিঃ ক্ষিপন্ মহাবিলং সুরঙ্গাখ্যং
 চকার ॥১৬॥ মধ্যেনা মধ্যাতঃ ॥১৭॥ ব্যদধৎ . . . তবান্ । স পুরোচনঃ । তে চ পঞ্চ
 বিদুর বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি পরে আমাদিগকে জানাইয়া-
 ছিলেন ॥১৪॥

বিদুর আমাদের সেই বিপদ পূর্বেই বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, এই সেই
 বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে
 মুক্ত কর' ॥১৫॥

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া সেই খনক পাণ্ডবগণের রক্ষার
 জন্য সচেষ্ট হইল এবং পরিখা হইতে মাটি তুলিবার ছলে একটা বিশাল গৰ্ভ
 করিল ॥১৬॥

আর, সেই বাড়ীর মধ্য স্থান হইতে একটা বৃহৎ সুরঙ্গ করিল ; সকলের
 অজ্ঞাতভাবে তাহার উপরে কপাট লাগাইয়া দিল এবং তাহার উপরিভাগ
 ভূমির সমতল করিল ॥১৭॥

পুরোচনের ভয়ে সেই সুরঙ্গের মুখ মাটি দিয়া আবৃত করিল । কেন না,
 সেই ছুটবুদ্ধি পুরোচন সর্বদাই সেই বাড়ীর ছয়ারে বাস করিত

তত্র তে সায়ুধাঃ সৰ্বে বসন্তি স্ব কপাং নৃপ ! ।

দিবা চরন্তি মৃগয়াং পাণ্ডবেয়া বনান্বনম্ ॥১৯॥

বিশ্বস্তবদবিশ্বস্তা বঞ্চয়ন্তঃ পুরোচনম্ ।

অতুষ্কাস্তক্টবদ্রাজন্ ! উষুঃ পরমবিস্মিতাঃ ॥২০॥

ন চৈনানস্ববুধ্যস্ত নরা নগরবাসিনঃ ।

অশ্বত্রু বিহুরামাত্যাত্মনাং খনকসন্তমাং ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি জতুগৃহে
জতুগৃহবাসো নানৈকচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । তত্র বিলে, তে পাণ্ডবেয়াঃ । কপাং রাত্রিম্ ॥১৯॥

বিশ্বস্তবদ্রিতি । উষুঃ ভয়ুঃ, পুরোচনেনাবিজ্ঞানাদেব পরমবিস্মিতাঃ ॥২০॥

নেতি । এনান্ পাণ্ডবান্, নাধবুধ্যস্ত বিলবাসিন্বেন ন জাতবন্তঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি জতুগৃহে একচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

বৃহৎসারি কপাং বসন্তি স্ব ॥১৮॥ দিবা চ মৃগয়াং চরন্তি, অতো ন দৃষ্টুং পুরোচনহিঙ্গ্র
প্রাপেতি ভাবঃ ॥১৯—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে একচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪১॥

—:—

মহারাজ । এদিকে পাণ্ডবগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া সেই গর্ভের ভিতরে
রাত্রিতে বাস করিতেন এবং দিনে এক বন হইতে অপর বনে মৃগয়া করিয়া
বেড়াইতেন ॥১৯॥

তাহারা শস্ত্রযুক্ত হইয়াও নিঃশঙ্কের স্থায় এবং অসম্ভট্ট থাকিয়াও সম্ভট্টের
স্থায় হইয়া, পুরোচনকে বঞ্চনা করিতে থাকিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বাস
করিতে লাগিলেন ॥২০॥

কিন্তু একমাত্র বিহুরের অমাত্য সেই খনক ভিন্ন নগরবাসী কোন লোকই
পাণ্ডবগণের এই ভাব বুঝিতে পারিল না ॥২১॥

—:—

* ‘...পঞ্চচছারিংশদধিকঃ...’ ‘...সপ্তচছারিংশদধিকঃ...’ ‘...উনষষ্ঠ্যধিকঃ ইতি
পাঠান্তরাণি ।

দ্বিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—*—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তাংস্ত দৃষ্ট্বা হ্রয়নসঃ পরিসংবৎসরোষিতান্ ।
 বিশ্বস্তানিব সংলক্ষ্য হর্ষং চক্রে পুরোচনঃ ॥১॥
 পুরোচনে তথা কৃষ্টে কৌন্তেয়োহথ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ যমৌ প্রোবাচ ধর্মবিৎ ॥২॥
 অস্মানরং হ্রবিশ্বস্তান্ বেত্তি পাপঃ পুরোচনঃ ।
 বক্ষিতোহয়ং নৃশংসাত্মা কালং মন্ত্রে পলায়নে ॥৩॥
 আয়ুধাগারমাদীপ্য দধ্নু চৈব পুরোচনম্ ।
 ষট্প্রাণিনো নিধায়েহ দ্রবামোহনভিলক্ষিতাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ভান্নিতি । হ্রয়নসো নিকৃষগচিহ্নান্ । পরিণকোহত্র বর্জনার্থঃ পূর্বং “বধ্যাসাম্ জাত্ব-
 গৃহায়ুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ” ইত্যভিপ্ৰাণ্য । তেন বধ্যাসাবস্থিতানিত্যর্থঃ ॥১॥
 পুরোচন ইতি । ভীমসেনাদীনু চতুরো ভাতৃন্ প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥২॥
 অস্মান্নিতি । পলায়নে অস্মাকমিহ কালং মন্ত্রে ॥৩॥
 আয়ুধেতি । ইহ আয়ুধাগারে, পুরোচনং নিধায়, তজ্জায়ুধাগারম্, অদীপ্য অগ্নিদানে-
 নোদ্ধাত্ত দধ্নু চ, মাতৃতকা ভাতরশ্চ পক্ষেতি ষট্প্রাণিনো বয়ম্, সর্বৈরনভিলক্ষিতাঃ সন্তঃ,
 ভারতভাবদীপঃ

তাৎপৰ্য্যিতি ॥১—৩॥ ষট্প্রাণিন ইতি অন্তথা পলায়নশঙ্কয়া পুনরন্বদেষণে যতিঃ স্তাৎ, সা
 মা ভূদিত্যিতি ভাবঃ ॥৪—২২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ছয় মাস থাকিয়া নিকৃষগ হইয়াছেন
 দেখিয়া এবং তাঁহাদিগকে বিশ্বস্তের জ্ঞায় লক্ষ্য করিয়া পুরোচন আনন্দিত
 হইল ॥১॥

পুরোচন সেইরূপ আনন্দিত হইলে, ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির—ভীম, অর্জুন, নকুল
 ও সহদেবের নিকট বলিলেন—৥২॥

এই পাপাত্মা পুরোচন আমাদের বিধ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেছে ; সুতরাং
 এ নৃশংস বেটা বক্ষিত হইল ; আমাদের পলায়নের এই সময় বলিয়া আমি
 মনে করি ॥৩॥

অথ দানাপদেশেন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজনম্ ।
 চক্রে নিশি মহারাজ ! আজগু স্তত্র যোষিতঃ ॥৫॥
 তা বিহত্য যথাকামং ভুঙ্খা পীত্বা চ ভারত ! ।
 জগু নিশি গৃহানিব সমনুজ্ঞাপ্য যাদবীম্ ॥৬॥
 নিষাদী পঞ্চপুত্রো তু তস্মিন্ ভোজ্যে যদৃচ্ছয়া ।
 অন্নার্থিনী সমভ্যাগাং সপুত্রা কালচোদিতা ॥৭॥
 সা পীত্বা মদিরাং মত্তা সপুত্রা মদবিহ্বলা ।
 সহ সর্বৈঃ হুতৈ রাজন্ ! তস্মিন্মেব নিবেশনে ॥৮॥
 হৃষাপ বিগতজ্ঞানা মৃতকল্পা নরাধিপ ! ।
 অথ প্রবাতে তুমুলে নিশি হুপ্তে জনে তদা ॥৯॥
 তদুপাদীপয়ন্তীমঃ শেতে যত্র পুরোচনঃ ।
 ততো জতুগৃহদ্বারং দীপয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥১০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মাঃ পলায়ামহে । কেচিৎকু অপরাণেব ঘটপ্রাণিনো নিধায়েতি ব্যাচক্ষতে ; তন্ন তথাত্মে
 ধর্মরাজত্বৈব গুরুতরাধোঃপত্যাংপত্তেঃ ॥৪॥

অথেতি । দানাপদেশেন দানকরণস্থলেন । যোষিতো ভোজনার্থিত্বঃ ॥৫॥

তা ইতি । তা যোষিতঃ । যাদবীং যদুবংশোঃপন্নাং কুন্তীম্ ॥৬॥

নিষাদীতি । পঞ্চপুত্রা কাপি নিষাদী ব্যাধপত্নী । কালেন চোদিতা প্রেরিতা ॥৭॥

সেতি । নিবেশনে গৃহে । প্রবাতে মহতি বায়ৌ, তুমুলে সতি । তদুগৃহম্, উপাদীপয়
 অগ্নিদানেনোদভাসয়ৎ । দীপয়ামাস অগ্নিদানেনৈব ॥৮—১০॥

এই পুরোচনটাকে অজ্ঞাগারের ভিতরে রাখিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া
 পোড়াইয়া দিয়া, আমরা ছয় জন অগ্নের অলঙ্কিতভাবে পলাইয়া যাইব ॥৪॥

তাহার পর একদিন কুন্তীদেবী দান করিবার ছলে রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন
 করাইলেন ; তাহাতে অনেক জ্বীলোকও সেখানে আসিল ॥৫॥

তাহারা ইচ্ছানুসারে পান, ভোজন ও বিচরণ করিয়া, কুন্তীর অমুমতি
 লইয়া রাত্রিতে আপন আপন বাড়ীতেই চলিয়া গেল ॥৬॥

কিন্তু পাঁচ পুত্রের মাতা এক ব্যাধপত্নী কালপ্রেরিত হইয়া সেই পুত্রগণের
 সহিত সেই নিমন্ত্রণে ভোজন করিবার জন্ম আসিয়াছিল ॥৭॥

সেই ব্যাধপত্নী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, মত্ত পান করিয়া, মত্তা
 এমন কি মদে বিহ্বল হইয়া, সকল পুত্রের সহিতই অচৈতন্য মৃতপ্রায় থাকিয়া,

(৬) সমনুজ্ঞাপ্য মাধবীম্ ।

সম স্ততো দদৌ পশ্চাদগ্নিং তত্র নিবেশনে ।

জ্ঞাহ্বা তু তদগৃহং সর্বমাদীপ্তং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥

স্বরঙ্গাং বিবিশ্বস্তূর্ণং মাত্রে সার্কময়িন্দমাঃ ।

ততঃ প্রতাপঃ স্তমহান্ শব্দশ্চৈব বিভাবসোঃ ॥১২॥

প্রাচুরাসীত্তদা তেন বুবুধে স জনব্রজঃ ।

তদবেক্ষ্য গৃহং দীপ্তমাহঃ পৌরাঃ কৃশানুন ॥১৩॥ (বিশেষকম্)

পৌরা উচুঃ ।

দুৰ্য্যোধনপ্রযুক্তেন পাপেনাকৃতবুদ্ধিনা ।

গৃহমাণ্ডবিনাশায় কারিতং দাহিতঞ্চ তৎ ॥১৪॥

অহো ধিগ্ধ্বতরাষ্ট্রস্য বুদ্ধির্নাতিসমঞ্জসা ।

যঃ শুচীন্ পাণ্ডুদায়াদান্ দাহয়ামাস শত্রুবৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সমস্তত ইতি । সমস্ততঃ সৰ্বাস্থ দিক্ । নিবেশনে গৃহে । অাদীপ্তম্ অগ্নিজালয়ঃ উদ্ভাসিতম্ । প্রতাপ উত্তাপঃ । জনব্রজঃ পুৰবাসিবর্গঃ, বুবুধে ভাগবতো বভূব । কৃশানুনঃ অগ্নিনা, দীপ্তমুদ্ভাসিতম্ ॥১১—১৩॥

দুৰ্য্যোধনেতি । পাপেন কেনচিচ্ছনেন । অগ্নানাং বিশ্বস্তানাং পাণ্ডবানাং বিনাশায় ॥১৪॥

অহো ইতি । নাতিসমঞ্জসা সৎসর্গনাতিসংঘতা, পাণ্ডবানাং বাজ্ঞাভাগিহ্মাত্ত্ব কিকিৎ সমতৈবেতি ভাবঃ । শুচীন্ পবিত্রান্ নিদোষানিতি যাবৎ, পাণ্ডুদায়াদান্ পুত্রান্ ॥১৫॥

সেই বাড়ীতেই ঘুমাইয়া পড়িল । তাহার পর, প্রবল বায়ু বহিত হইতে থাকিলে এবং সমস্ত লোক ঘুমাইয়া পড়িলে, তখন যে ঘরে পুরোচন শয়ন করিয়াছিল, ভীম সেই ঘরেই প্রথম আগুন লাগাইয়া দিলেন ; তাহার পর তিনি জতুগৃহের ছয়ারেও আগুন ধরাইয়া দিলেন ॥৮—১০॥

তাহার পর, সেই বাড়ীর সকল দিকেই আগুন লাগাইয়া দিলেন ; তাহাতে সে বাড়ী খানা সমস্তই জ্বলিয়া উঠিল ; ইহা দেখিয়া পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত সৰ্ব্বর বাইয়া সেই স্বরঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেন । তাহার পর, সেই আগুনের দারুণ উত্তাপ এবং গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ; তাহাতে পুরবাসী লোক সকল জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা আগুনে বাড়ী খানা পুড়িতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিল ॥১১—১৩॥

পুরবাসীরা বলিল—দুৰ্য্যোধনের প্রেরিত পাপাত্মা ও ছষ্টবুদ্ধি পুরোচন বিশ্বস্ত পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্যই এই বাড়ী খানা করাইয়াছিল, এখন দগ্ধও করাইল ॥১৪॥

দিক্টা দ্বিদানীং পাপাত্মা দন্ধোহন্নমতিচুর্নতিঃ ।

অনাগসঃ স্তবিশ্বতান্ যো দদাহ নরোত্তমান্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তে বিলপন্তি স্ম বারণাবতকা জনাঃ ।

পরিবার্য গৃহং তচ্চ তস্তু রাজৌ সমন্ততঃ ॥১৭॥

পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে সহ মাত্ৰা সুরক্ষিতাঃ ।

বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মুর্জাতমলক্ষিতাঃ ॥১৮॥

তেন নিদ্রোপরোধেন সাধ্বসেন চ পাণ্ডবাঃ ।

ন শোকঃ সহসা গন্তুং সহ মাত্ৰা পরম্পরাঃ ॥১৯॥

ভীমসেনস্ত রাজেন্দ্র ! ভীমবেগপরাক্রমঃ ।

জগাম ভ্রাতৃনাদায় সর্বান মাতরমেব চ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দিক্টোতি । দিক্টা ভাগেন । অনাগসো নিরপরাধান্ । নরোত্তমান্ পাণ্ডবান্ ॥১৬॥

এবমিতি । বারণাবতকা বারণাবতবাসিনঃ । পরিবার্য পরিবেষ্টা ॥১৭॥

পাণ্ডবা ইতি । মাত্ৰা কুন্ত্যা । বিলেন সুরঙ্গরা । অলক্ষিতা লোকৈরদৃষ্টাঃ ॥১৮॥

তেনেতি । নিদ্রায় উপরোধেন ব্যাঘাতেন, সাধ্বসেন ভয়েন চ ॥১৯॥

ভীমেতি । ভীমো বেগপরাক্রমো যন্ত সঃ ॥২০॥

হায় ! ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধিটা সকলের বিশেষ সম্মত নহে ; যিনি নিক্‌দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর আয় দঙ্ক করাইলেন ॥১৫॥

ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা ও দুষ্টবুদ্ধি পুরোচনটা দঙ্ক হইয়াছে ; যে পুরোচন নিরপরাধ, বিশ্বস্ত ও নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে দঙ্ক করিয়াছে ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই সকল বারণাবতবাসী লোক এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল এবং সেই বাড়ী খানার সকল দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রাত্রিতে অবস্থান করিল ॥১৭॥

এদিকে পাণ্ডবেরা সকলেও মাতা কুন্তীর সহিত সুরক্ষিতভাবে সেই সুরঙ্গ-পথ দিয়া বাহিরে নির্গত হইয়া অস্ত্রের অলক্ষিত অবস্থায় ক্রত গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

কিন্তু সেই নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে ভীম ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীদেবী সহসা গমন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৯॥

মহারাজ ! তখন ভয়ঙ্কর বেগ ও পরাক্রমশালী ভীমসেন মাতাকে এবং সকল ভ্রাতাকে বহন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

স্বক্কাৰোপ্য জননীং যমাবন্ধেন বীৰ্য্যবান্ ।

পাৰ্থো গৃহীত্বা পাণিভ্যাং ভ্রাতরৌ স মহাবলঃ ॥২১॥

তরসা পাদপান্ ভঞ্জনং মহীং পদ্ভ্যাং বিদারয়ন্ ।

স জগামাশু তেজস্বী বাতরংহা বৃকোদরঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

জতুগৃহে জতুগৃহদাহো নাম দ্বিচছাৰিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:—

ত্ৰিচছাৰিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু যথাসম্প্ৰত্যয়ং কবিঃ ।

বিহুৰঃ প্ৰেযয়ামাস তদ্বনং পুরুষং শুচিচ্ ॥১॥

আত্মনঃ পাণ্ডবানাঞ্চ বিশ্বাস্তং জ্ঞাতপূৰ্ব্বকম্ ।

গঙ্গাসন্তরণার্থায় জ্ঞাতাভিজ্ঞানবাচিকম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বক্কাৰোপ্য । যমো নকুলসহদেবো, অন্ধেন ক্ৰোড়েন । পাৰ্থো যুধিষ্ঠিৰাৰ্জুনৌ । তরসা বেগেন । বাতস্ত বায়োরিব রংহো বেগো বস্ত তেন ॥২১—২২॥

ইতি শ্ৰীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি জতুগৃহে দ্বিচছাৰিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:—

এতস্মিন্নিতি । যথাসম্প্ৰত্যয়ং বিশ্বাসাত্মসারেণ অস্মিন্ সময়ে পাণ্ডবা গঙ্গাতীরে যাত্ৰ-
স্তীত্যভ্যুদয়ত্যাৰ্থঃ । শুচিং পবিত্ৰত্বভাবম্ । জ্ঞাতঃ পূৰ্ব্বঃ পূৰ্ব্বজ্ঞাতো যেন তম্ । জ্ঞাতং
বিহুৰাদেব প্ৰাপ্তম্ অভিজ্ঞানবাচিকং বিশ্বাসচিহ্নভূতঃ সন্দেহো যেন তম্ ॥১—২॥

মাতা কুন্তীকে স্বক্কে লইয়া, নকুল ও সহদেবকে কোলে করিয়া এবং যুধি-
ষ্ঠির ও অৰ্জুনকে বাহুতে ধারণ করিয়া মহাবল ভীমসেন শরীরের বেগে গাছ
ভাঙ্গিয়া এবং পায়ের আঘাতে ভূতল বিদীৰ্ণ করিয়া, বায়ুর স্রায়ে বেগশালী
হইয়া মহাতেজে সঙ্গর গমন করিতে লাগিলেন ॥২১—২২॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই বৃদ্ধিমান্ বিহুৰ নিজের অহুমান অহু-

(২১) উরসা পাদপান্ ভঞ্জনং... । * ‘...বটচছাৰিংশদধিকঃ...’ ‘...অটচছাৰিংশ-
দধিকঃ...’ ‘...বট্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ । ২ স্নোক্তঃ কচিচ্চাম্ভি ।

স গঙ্গা তু যথোদ্দেশং পাণ্ডবান্ দদৃশে বনে ।

জনন্তা সহ কোরব্য ! মাপয়ানান্ নদীজলম্ ॥৩॥

বিদিতং তন্মহাবুদ্ধের্বিহুরন্ত মহাত্মনঃ ।

ততস্তত্শ্যাপি চারেণ চেষ্টিতং পাপচেতসঃ ॥৪॥

ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিহুরেণ নরস্তদা ।

পার্শ্বান্ সন্দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্ ॥৫॥

সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্ ।

শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রান্তিভিঃ কৃতাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স পুরুষঃ । মাপয়ানান্ পাদাভ্যাং তরীতুং শক্যতে ন বেতি মাপয়তঃ ॥৩॥

অথ বিহুরেণাসৌ পুরুষঃ কথং প্রেষিত ইত্যাহ বিদিতমিতি । পাপচেতসস্তস্ত দুর্যোধনস্ত চারেণাপি, ততো হস্তিনানগরাং, পাণ্ডবেষু যৎ কর্ত্ত্বং চেষ্টিতম্, তদ্বিহুরন্ত বিদিতম্ ॥৪॥

তত ইতি । ততঃ কারণাদেব । মনোমারুতগামিনীম্ অতীবদ্রুতগামিনীম্ । সর্বোভ্যা-
দিকন্ত প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্ । শিবে সর্বমঙ্গলকরে । বিশ্রান্তিভির্বিহুস্তৈঃ ॥৫—৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিস্মৃতি । যথাসম্ভ্রাত্যং যথাসঙ্কেতম্ । শুচিং নাবিকম্ ॥১—২॥ মাপয়ানান্ জলপরি-
মাণং পরীক্ষমাণান্ ॥৩॥ তত্ চেষ্টিতং চারেণ বিহুরন্ত বিদিতং যতন্ততো হেতোঃ বিহুরেণ
সারে পাণ্ডবগণকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্ত তাঁহাদের নিকটে সেই বনের
ভিতরে একটা সম্ভরিত্র লোককে পাঠাইয়া দিলেন ; সে লোকটী বিহুরের ও
পাণ্ডবগণের বিশ্বাসের পাত্র ছিল, পূর্বের ঘটনা জানিত এবং বিহুরের নিকট
হইতেই বিশ্বাসজনক সংবাদ লইয়াছিল ॥১—২॥

সেই লোক বিহুরেরই নির্দেশক্রমে বনের ভিতরে যাইয়া পাণ্ডবগণকে
দেখিতে পাইল ; তখন তাঁহারা কুন্তীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গার জল মাপিয়া
দেখিতেছিলেন ॥৩॥

এদিকে পাণ্ডবরা দুর্যোধনের চরও পাণ্ডবদের সহস্রকে যাহা করিবার জন্ত
সচেষ্ট ছিল, তাহা বুদ্ধিমান্ বিহুরও জানিতেছিলেন ॥৪॥

সেই জন্তই বিহুর তখন সেই অভিজ্ঞ লোকটীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ।
সেই লোকটী যাইয়া পাণ্ডবগণকে দেখাইয়া দিল—মন ও বায়ুর জ্বায় দ্রুতগামী,
সর্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সক্ষম এবং পতাকায়ুক্ত একখানি কলের
নৌকা গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে ; সেই নৌকাখানিকে বিশ্বস্ত লোকেরা মঙ্গলময়
গঙ্গাতীরেই নির্মাণ করিয়াছিল ॥৫—৬॥

(৩)...মাপয়ানান্ নদীজলম্ । (৫)...পার্শ্বানাং দর্শয়ামাস...

ততঃ পুনরথোবাচ জ্ঞাপকং পূর্বচোদিতম্ ।
 যুধিষ্ঠির ! নিবোধেদং সংজ্ঞার্থং বচনং কবেঃ ॥৭॥
 কক্ষয়ঃ শিশিরদ্বন্দ্ব মহাকক্ষে বিলোকসঃ ।
 ন হস্তীত্যেবমাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি ॥৮॥
 তেন মাং প্রেষিতং বিদ্ধি বিশ্বস্তং সংজ্ঞানয়া ।
 ভূয়শ্চৈবাহ মাং ক্ষত্বা বিদ্বুরঃ সর্বতোহর্থবিৎ ॥৯॥
 কর্ণং দুৰ্যোধনৈধৈব ভ্রাতৃত্বিঃ সহিতং রণে ।
 শকুনিধৈব কোন্তেয় ! বিজ্ঞেতাসি ন সংশয়ঃ ॥১০॥
 ইয়ং বারিপথে যুক্তা নৌরপ্পু স্তুথগামিনী ।
 মোচয়িষ্যতি বঃ সর্বানস্মাদ্দেশান্ন সংশয়ঃ ॥১১॥
 অথ তান্ ব্যথিতান্ দৃষ্ট্বা সহ মাত্ৰা নরোত্তমান্ ।
 নাবমারোপ্য গঙ্গারায়ং প্রস্থিতানব্রবীৎ পুনঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জ্ঞাপকম্ আত্মনি বিশ্বাসহচকম্ । সংজ্ঞার্থং ময়ি তদীয়স্বজ্ঞানার্থম্ ॥৭॥
 কিং তদ্বচনমিতাহ কক্ষয় ইতি । ইদমপি প্রাগ্‌বিশদমেব ব্যাখ্যাতম্ ॥৮॥
 তেনেতি । তেন বিদ্বরেণ । অন্যয়া উক্তলোকোক্তিরূপয়া, সংজ্ঞয়া অন্তেরজ্ঞাতসঙ্কেতেন ॥৯॥
 কর্ণমিতি । বিজ্ঞেতাসি বিজ্ঞেয়সে, স্বযোগ্যভাবশাদম্বাক্যম্বাধীদাক্ষেতি ভাবঃ ॥১০॥
 ইয়মিতি । যুক্তা যোগ্যা । স্তুথগামিনী তরঙ্গাদিভিরহুধেলনীযদ্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
 অথেনি । ব্যথিতান্ দুঃখিতান্, দুৰ্যোধনাত্যাচারায়ং স্বদেশপরিত্যাগক্ষেত্যাভিপ্রায়ঃ ॥১২॥

তাহার পর, সেই লোক পুনরায় বিশ্বাসসূচক পূর্ব বৃত্তান্ত বলিল—‘পাণ্ডব-
 শ্রেষ্ঠ ! আমি যে বিদ্বরেরই লোক, তাহা জানিবার জ্ঞান বিদ্বরেরই এই বাক্য
 শ্রবণ করুন’ ॥৭॥

৮ শ্লোকের অনুবাদ পূর্বে (১৫৩২ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য ।

সেই বিদ্বর আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং এই সঙ্কেত দ্বারাই আপনি
 আমাকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করুন । আর, সর্ববিষয়জ্ঞ বিদ্বর পুনরায় আমার
 নিকট বলিয়া দিয়াছেন ॥৯॥

‘হে কুন্তীনন্দন ! কর্ণ, ভ্রাতৃগণের সহিত দুৰ্যোধন এবং শকুনিকে নিশ্চয়ই
 আপনি যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন’ ॥১০॥

জলপথে চলিবার উপযুক্ত এবং জলে স্তুথগামিনী এই নৌকাখানি আপ-
 নাদের সকলকেই এই শত্রুপূর্ণ দেশ হইতে মুক্ত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১১॥

বিদুরো মূৰ্খ্যুপাত্রায় পরিষজ্য বচো মুহুঃ ।

অরিষ্টং গচ্ছতাব্যাগ্রাঃ পস্থানমিতি চাত্রবীৎ ॥১৩॥

ইত্যুক্ত্বা স তু তান্ বীরান্ পুমান্ বিদুরচোদিতঃ ।

তারয়ামাস রাজেন্দ্র ! গঙ্গাং নাবা নরর্থভান্ ॥১৪॥

তারয়িষ্য ততো গঙ্গাং পারং প্রাপ্তাংশ্চ সর্বশঃ ।

জয়াশিষঃ প্রযুক্ত্যাথ যথাগতমগান্ধি সঃ ॥১৫॥

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ প্রতিসন্দিশ্য বৈ কবেঃ ।

গঙ্গামুক্তীর্থ্য বেগেন জগ্মুর্গৃঢ়মলক্ষিতাঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
জতুগৃহে গঙ্গোত্তরণং নাম ত্রিচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

বিদুর ইতি । বচ ইতি বাক্যম্ । অ-রিষ্টং নির্বিঘ্নম্, অব্যাগ্রা অনাকুলাঃ সন্তঃ ॥১৩॥

ইতীতি । বিদুরেণ চোদিতঃ প্রেরিতঃ । নাবা তয়া নৌকয়া ॥১৪॥

তারয়িষ্যেতি । সর্বশঃ সর্বান্ পাণ্ডবান্ প্রতি । স পুরুষঃ ॥১৫॥

পাণ্ডব ইতি । কবেবিদুরস্ত সমীপে, প্রতিসন্দিশ্য সর্বমাত্মবৃত্তান্তং সম্প্রশ্ন্য ॥১৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি জতুগৃহে ত্রিচছারিংশদধিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ স্থানান্নয়ঃ প্রবাসিতঃ প্রেথিত ইতি সাক্ষ্যেন্নোকে । বাক্যম্ ॥৪॥ স নরো
দর্শয়ামাস ॥৫-১৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৩॥

তাহার পর, সেই লোক কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে ছুঃখিত দেখিয়া,
তঁাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া, গঙ্গায় চলিবার সময়ে পুনরায় বলিল-॥১২॥

‘বিদুর আপনাদের মন্তকাজ্ঞাণ এবং স্নেহালিঙ্গন করিয়া বার বার এই কথা
বলিয়া দিয়াছেন—‘তোমরা সুস্থভাবে ও নির্বিঘ্নে পথে গমন করিও’ ॥১৩॥

এই কথা বলিয়া বিদুরের প্রেরিত সেই লোকটী নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর
পাণ্ডবগণকে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল ॥১৪॥

তৎপরে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া সেই লোকটী, তঁহাদের উদ্ভিত পাণ্ডবগণের
প্রতি জয়োচ্চারণ ও আশীর্বাদ করিয়া, যে খান ইহিতে আসিয়াছিল, সেই
খানেই চলিয়া গেল ॥১৫॥

মহাত্মা পাণ্ডবগণও বিদুরের নিকটে আপনাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে

* ‘সপ্তচছারিংশদধিকঃ...’ ‘...উনপঞ্চাশদধিকঃ...’ ‘...একষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

চতুঃসংহারিং শদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ রাজ্যং ব্যতীতায়ামশেষো নাগরো জনঃ ।

তত্রাজগাম হুরিতো দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডুনন্দনান্ ॥১॥

নিৰ্বাপয়ন্তো জলনং তে জনা দদৃশুস্ততঃ ।

জাতুৰং তদগৃহং দক্ষয়মাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ॥২॥

নুনং হুর্যোধনেনেদং বিহিতং পাপকৰ্ম্মণা ।

পাণ্ডুবান্ বিনাশায়ৈত্যেবং তে চুক্লুশুর্জনাঃ ॥৩॥

বিদিতে ধৃতরাষ্ট্রস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রো ন সংশয়ঃ ।

দক্ষবান্ পাণ্ডুদায়াদান্ ন হেনং প্রতিষিদ্ধবান্ ॥৪॥

নুনং শাস্তনবোহপীহ ন ধৰ্ম্মমমুৰ্ব্বর্ততে ।

দ্রোণশ্চ বিহুরশ্চৈব কৃপশ্চাশ্চৈব চ কৌরবাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি । নাগরো বারণাবতনগরবাসী । দিদৃক্ষুঃ দৃষ্টুমিচ্ছুঃ ॥১॥

নিৰ্বাপয়ন্তু ইতি । জলনময়িম্ । অমাত্যং হুর্যোধনসচিবম্ ॥২॥

নুনমিতি । নুনং নিশ্চিতমেব । চুক্লুশুঃ পরস্পরমামশ্রা বিবাদং চক্লুঃ ॥৩॥

নাগরাজামহুমানমাহ বিদিত ইতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রো হুর্যোধনঃ ॥৪॥

নুনমিতি । অমুৰ্ব্বর্ততে অমুসরতি, তেনাপানিয়েধাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

বলিয়া, গঙ্গাতীর অতিক্রম করিয়া, অশ্বের অলঙ্কিত হইয়া, বেগে ও গুপ্তভাবে চলিতে লাগিলেন ॥১৬॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, রাত্রি প্রভাত হইলে, বারণাবতবাসী সমস্ত লোক পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল ॥১॥

তদনন্তর তাহারা অগ্নি নিৰ্বাপণ করিয়া দেখিল—সেই অতৃপ্ত হৃদয় দক্ষ হইয়াছে এবং হুর্যোধনের অমাত্য পুরোচনও দক্ষ হইয়াছে ॥২॥

তৎপরে তাহারা পরস্পর আলোচনা করিল যে, নিশ্চয়, পাপিষ্ঠ হুর্যোধনই পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এই কার্য্য করিয়াছে ॥৩॥

এবং ধৃতরাষ্ট্রের বিদিত অবস্থাতেই হুর্যোধন পাণ্ডবগণকে দক্ষ করিয়াছে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কারণ, ধৃতরাষ্ট্র যখন হুর্যোধনকে নিবেদন করেন নাই ॥৪॥

তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্ত্র প্রেষয়ামো দুরাস্থনঃ ।
 সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দন্ধবানসি ॥৬॥
 ততো ব্যপোহমানাস্তে পাণ্ডবার্ধে হতাশনম্ ।
 নিষাদীং দদৃশুর্দক্ষাং পঞ্চপুত্রাণাং গম ॥৭॥
 খনকেন তু তেনৈব বেষ্ম শোধয়তা বিলম্ ।
 পাংশুভিঃ পিহিতং তচ্চ পুরুষৈস্তৈর্ন লক্ষিতম্ ॥৮॥
 ততস্তে জ্ঞাপয়ামাস্থ ধৃতরাষ্ট্রস্ত্র নাগরাঃ ।
 পাণ্ডবানগ্নিনা দন্ধানমাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ॥৯॥
 শ্রদ্ধা তু ধৃতরাষ্ট্রস্ত্রদ্রাজা স্তমহদপ্রিয়ম্ ।
 বিনাশং পাণ্ডুপুত্রাণাং বিললাপ স্ত্রুংখিতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রেষয়ামো বৃত্তান্তমিমং বক্তুং দূতমিতি শেষঃ । সংবৃত্তঃ সফলো জাতঃ ॥৬॥
 তত ইতি । ব্যপোহমানাস্তর্কয়ন্তঃ অধিগন্ত ইত্যর্থঃ । হতাশনং তদন্ধস্থানম্ ॥৭॥
 অথ পাণ্ডবানগ্নিস্তদ্রাজ্যং হরন্নাং পশুন্তঃ কথং নাগরাঃ পাণ্ডবার্ধে ন সন্নিবৃত্ত ইত্যাহ
 খনকেনেতি । বেষ্ম তদ্বনম্, শোধয়তা পরিকুর্বতা নিঃসন্দেহাৰ্থং যথাপূৰ্ণং কুর্বতেত্যর্থঃ,
 পাংশুভির্ধূলিভিঃ, পিহিতমাবৃতম্ ; ততশ্চাচ্চ, তৈনাগরৈঃ ॥৮॥
 তত ইতি । ধৃতরাষ্ট্রস্ত্র সমীপে । অমাত্যং পুরোচনঞ্চ দন্ধং জ্ঞাপয়ামাস্থঃ ॥৯॥
 শ্রদ্ধেতি । বিনাশং তদ্বিনয়কং বৃত্তম্ ॥১০॥

এবং ভীষ্মও নিশ্চয়ই এবিষয়ে ধর্মের অল্পসরণ করেন নাই ; কিংবা জ্ঞোপ,
 কৃপ, বিদুর বা অগ্ন্যন্ত্র কোরবগণও ধর্মের অপেক্ষা রাখেন নাই ॥৫॥

সে যাহা হউক, আমরা এই বলিয়া ছরাস্ত্রা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে দূত পাঠাইব
 যে, তোমার উৎকট অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ; পাণ্ডবগণকে দন্ধ করিতে
 পারিয়াছ ॥৬॥

তাহার পর, তাহারা পাণ্ডবগণের সন্ধানের জন্য অগ্নিদন্ধ স্থানগুলি খুজিতে
 থাকিয়া দেখিল—নিরপরাধা ব্যাধপত্নী পাঁচটা পুত্রের সহিত দন্ধ হইয়াছে ॥৭॥

কিন্তু সেই খনকই বাড়ীখানি পরিষ্কার করিতে থাকিয়া সেই গর্ভ ও
 সুরকটাকে মাটি দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল । সূতরাং বারণাবত-
 বাসী সেই সকল লোক তাহা দেখিতে পাইয়াছিল না ॥৮॥

তাহার পর, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানাইল যে, পাণ্ডবগণ অগ্নিতে
 দন্ধ হইয়া গিয়াছেন, অমাত্য পুরোচনও দন্ধ হইয়াছে ॥৯॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের মৃত্যুবিষয়ের সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ
 শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বহুতর বিলাপ করিলেন (এবং বলিলেন—) ॥১০॥

অচ্চ পাণ্ডুর্মতো রাজা মম ভ্রাতা মহাযশাঃ ।
 তেষু বীরেষু দধ্বেষু মাত্ৰা সহ বিশেষতঃ ॥১১॥
 গচ্ছন্ত পুরুষাঃ শীঘ্রং নগরং বারণাবতম্ ।
 সংকারয়ন্ত তান্ বীরান্ কুন্তিরাজহৃতাক্ষ তাম্ ॥১২॥
 কারয়ন্ত চ কুল্যানি শুভানি চ বৃহন্তি চ ।
 যে চ তত্র মৃতান্তেষাং স্তূহদো যাস্তু তানপি ॥১৩॥
 এবং গতে ময়া শক্যং যদ্বৎ কারয়িতুং হিতম্ ।
 পাণ্ডবানাঞ্চ কুন্ত্যাশ্চ তৎ সর্বং ক্রিয়তাং ধনৈঃ ॥১৪॥
 সমেতাশ্চ ততঃ সৰ্বে ভীষ্মেণ সহ কৌরবাঃ ।
 ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রশ্চ গঙ্গামভিমুখা যযুঃ ॥১৫॥
 একবস্ত্রা নিরানন্দা নিরাভরণবেষ্টনাঃ ।
 উদকং কর্তৃ কামা বৈ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকয়)

ভারতকৌমুদী

অন্তেতি । পুত্রস্ত পিতৃরূপত্বাৎ পুত্রস্থিতৌ পিতৃস্থিতঃ, তন্নরণে চ তন্নরণমিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
 গচ্ছন্তিতি । সংকারয়ন্ত গৃহদাহে নিঃশেষদাহাসম্ভবাৎ নিঃশেষেণ দহন্তিতার্থঃ ॥১২॥
 কারয়ন্তিতি । কুল্যানি অস্বাকং কৌলিকনিয়মভূবর্ত্তানি আশ্বাদীনি । যে পাণ্ডবে-
 তরে ॥১৩॥

এবমিতি । গতে ক্রতে । যদ্বৎ ঔর্দ্ধদেহিকং দানাদিকম্ ॥১৪॥

সমেতা ইতি । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ । নিরাভরণবেষ্টনা অলকারোক্ষীবশ্চাঃ ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১—৬॥ ব্যাপোহমানা নির্কাপয়ন্তঃ ॥৭—১২॥ কুল্যাগ্ৰস্থীনি, কারয়ন্ত সংস্কার-

সেই মহাবীরগণ তাহাদের মাতার সহিত দধ্ব হওয়ায় অচ্চই আমার
 যশস্বী ভ্রাতা পাণ্ডু যথার্থপক্ষে মরিয়া গেলেন ॥১১॥

সদ্বর বারণাবতনগরে লোক যাউক, যাইয়া সেই বীরগণের ও কুন্তীর
 সংকার করুক ॥১২॥

এবং আমাদের কৌলিক নিয়ম অনুসারে মাস্তলিক ও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য
 করাউক ; আর, অস্ত্রাশ্ব যাহারা সেখানে মরিয়াছে, তাহাদের বজ্রবর্গও তাহাদের
 নিকট যাউক ॥১৩॥

এইরূপ করা হইলে, পাণ্ডবগণের জন্ত এবং কুন্তীর জন্ত আমারও যে যে
 হিতকার্য্য করান উচিত, সে সকলও ধন ব্যয় করিয়া করুক ॥১৪॥

তাহার পর, পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের সহিত সকল কুরুবংশীয়-

১৫—১৬ স্নোকে কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যেতে ।

এবং গঙ্গা ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ।
 উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রৌহিনিকাহতঃ ॥১৭॥
 রুরুহুঃ সহিতাঃ সর্বৈ ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ।
 হা যুধিষ্ঠির! কৌরব্য! হা ভীম! ইতি চাপরে ॥১৮॥
 হা ফাস্তুনেতি চাপ্যে হা যমাবিতি চাপরে ।
 কুন্তীমার্তাশ্চ শোচন্ত উদকং চক্রিরে জনাঃ ॥১৯॥
 অশ্বে পৌরজনাশ্চৈবময়শোচন্ত পাণ্ডবান্ ।
 বিহুরন্তুল্লশ্চক্রে শোকং বেদ পরং হি সঃ ॥২০॥
 পাণ্ডবাশ্চাপি নির্গত্য নগরান্ধারণাবতাৎ ।
 নদীং গঙ্গামনুপ্রাপ্তা মাতৃবৰ্তা মহাবলাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । জ্ঞাতিভির্ভীষ্মাদিভিঃ । উদকম্ উদকেন তর্পণম্ ॥১৭॥
 রুরুহুরিতি । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সমুঃ ॥১৮॥
 ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥১৯॥
 অশ্চ ইতি । হি যম্মাং, স বিহুরঃ, পরং জতুগৃহদাহাং পরবস্তিনঃ বৃত্তান্তম্ ॥২০॥
 পাণ্ডবা ইতি । মাতা বঙ্গী যেমাং তে ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

যন্ত । “কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেশপি চ । ভবনে চ তনৌ ক্লীবং কণ্টকার্যোবদৌ
 গণ মিলিত হইয়া, অলঙ্কার ও উক্ষীষ পরিত্যাগ করিয়া, এক বস্ত্রে এবং বিষম
 মনে মহাত্মা পাণ্ডবগণের তর্পণ করিবার জন্ত গঙ্গার অভিমুখে গমন করি-
 লেন ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর অস্থিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, গঙ্গায় যাইয়া,
 পাণ্ডবগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন ॥১৭॥

তখন সকলে মিলিয়া অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।
 কেহ কেহ বলিলেন—হা যুধিষ্ঠির! অপর কেহ কেহ বলিলেন—হা ভীম! ॥১৮॥

অশ্চ কেহ কেহ কহিলেন—হা অর্জুন! অপরেরা বলিলেন হা নকুল-
 সহদেব! এবং অশ্চ লোকেরা কাতর হইয়া কুন্তীর নিমিত্ত শোক করিতে
 থাকিয়া তর্পণ করিল ॥১৯॥

অশ্চাত্ত পুরবাসীরাও পাণ্ডবগণের জন্ত শোক করিতে লাগিল । কিন্তু বিহুর
 অল্প অল্প শোক করিলেন; কেন না, তিনি জতুগৃহদাহের পরেও পাণ্ডবগণের
 বৃত্তান্ত জানিতেন ॥২০॥

দাশানাং ভুজবেগেন নভাঃ শ্ৰোতোজবেন চ ।
 বায়ুনা চান্নুকুলেন তূর্ণং পারমবাগ্নবন্ ॥২২॥
 ততো নাবং পরিত্যজ্য প্রযযুর্দক্ষিণাং দিশম্ ।
 বিজ্ঞায় নিশি পশ্চানং নক্ষত্রগণসূচিতম্ ॥২৩॥
 যতমানা বনং রাজন্ ! গহনং প্রতিপেদিরে ।
 ততঃ শ্ৰাস্তাঃ পিপাসার্তা নিদ্রাঙ্কাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ।
 পুনরুচূর্মহাবীৰ্য্যং ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২৪॥
 ইতঃ কষ্টতরং কিম্ব যত্নয়ং গহনে বনে ।
 দিশশ্চ ন বিজানীমো গন্তুং ন শক্যম্ ॥২৫॥
 তঞ্চ পাপং ন জানীমো যদি দন্ধঃ পুরোচনঃ ।
 কথং নু বিপ্রমুচ্যেয় ভয়াদম্মাদলক্ষিতাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দাশানামিতি । দাশানাং নৌকাচালকানাং ধীবরণাম্ ॥২২॥
 তত ইতি । প্রযযুঃ পাণ্ডবা ইতি পূর্বাভ্যুত্থঃ । নক্ষত্রগণেন সূচিতং বিজ্ঞাপিতম্ ॥২৩॥
 যতমানা ইতি । যতমানা আশ্রয়স্থানং লব্ধ্ব চেষ্টমানাঃ । যটপদমিদং পশ্যম্ ॥২৪॥
 ইত ইতি । গহনে নিবিড়ে । ন শক্যম্ পরিশ্রান্তত্বাদিগজ্ঞানাচ্চ ॥২৫॥
 তমিতি । যদীতি সম্ভাবনায়াম্ । অলক্ষিতা অশ্চৈরজ্ঞাতাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কুলীতি যেদিনী । কুল্যং স্ত্র্যং কীকসেহপীতি চ কুল্যানি চৈত্যানীত্যন্তে, মহাবৃক্ষেণ বা

এদিকে মহাবল পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবতনগর হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গানদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২১॥

তখন নৌকাচালক ধীবরগণের বাহুর বেগে, নদীর শ্রোতের বেগে এবং অন্নুকুল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা সঙ্করই পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২২॥

তাহার পর, তাঁহারা নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিতেও নক্ষত্র দেখিয়া পথ জানিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

মহারাজ ! পাণ্ডবগণ আশ্রয়স্থান লাভ করিবার জন্ত যত্নবান হইয়া, নিবিড় বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার পর, তাঁহারা পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত এবং নিজায় কাতর হইয়া পুনরায় ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন—॥২৪॥

‘ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখ হইতে পারে যে, আমরা এই নিবিড় বনমধ্যে দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং চলিতেও পারিতেছি না ॥২৫॥

আর, সেই পাপাত্মা পুরোচন দন্ধ হইল কিনা তাহাও জানিতে পারিলাম

পুনরশ্বাসুপাদায় তথৈব ব্রজ ভারত ! ।

স্বং হি নো বলবানেকো যথা সততগন্তথা ॥২৭॥

ইতু্যক্তো ধর্মরাজেন ভীমসেনো মহাবলঃ ।

আদায় কুন্তীং ভ্রাতৃশ্চ জগামাশু মহাবলঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি জতুগৃহে
পাণ্ডববনপ্রবেশো নাম চতুশ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

—:~:—

পঞ্চচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেন বিক্রমমাণেন উরুবেগসমীরিতম্ ।

বনং সবৃক্ষবিটপং ব্যাঘূর্ণিতমিবাভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি । নঃ অশ্বাকং মধ্যে । সততগো বায়ুঃ ॥২৭॥

ইতীতি । আদায় পূর্ববদেব স্বদ্ধাদাবারোপ্য । একো মহাবলো মহাসাহসঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি জতুগৃহে চতুশ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

ভেনেতি । বিক্রমমাণেন বিক্রম্য গচ্ছত । উরুহান্ যো বেগন্তেন সমীরিতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মহাপ্রাসাদেন বা অস্তিতানি চত্বরাণীত্যর্থঃ ॥১৩—২৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুশ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০০॥

—:~:—

না এবং অস্ত্রের অস্ত্রাতভাবে এই ভয় হইতে কি করিয়া মুক্ত হইব, তাহাও
বুঝিতেছি না' ॥২৬॥

(যুধিষ্ঠির বলিলেন—) 'ভীম ! তুমি পুনরায় সেই ভাবেই আমাদের গিকে
বহিয়া লইয়া চল । কেন না, একমাত্র তুমিই আমাদের মধ্যে বায়ুর জ্বা
বলবান্' ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, মহাবল ও মহাসাহস ভীমসেন মাতা কুন্তীকে
এবং ভ্রাতৃগণকে বহিয়া লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২৮॥

—:~:—

* "...অষ্টচছারিংশদধিকঃ..." "...পঞ্চাশদধিকঃ..." "...একষষ্ঠ্যধিকঃ..." ইতি পাঠভেদাঃ ।

জজ্বাবাতো ববো চাস্ত শুচিশুক্ৰাগমে যথা ।

আবর্জিতলতাবৃক্ষং মার্গং চক্রে মহাবলঃ ॥২॥

সমৃদ্ধান্ পুষ্টিতাংশ্চৈব ফলিতাংশ্চ বনস্পতীন্ ।

অবরুজ্য যযৌ গুল্মান্ পথস্তস্ত সমীপজান্ ॥৩॥

স বোধিত ইব ক্রুদ্ধো বনে ভঞ্জন মহাক্রমান্ ।

ত্রিপ্রাকৃতমদঃ শুশ্রী যষ্টিবর্ষী মতঙ্গরাট্ ॥৪॥

গচ্ছতস্তস্ত বেগেন তাক্ষ্যমারুতরংহসঃ ।

ভীমস্ত পাণ্ডুপুত্রোপাং মুচ্ছে ব সমজায়ত ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

জজ্যেতি । শুচিশুক্ৰয়োজ্যৈষ্ঠাষাঢ়য়োরাগমে । আবর্জিতা নতীকৃত লতা বৃক্ষাশ্চ যন্ত তন্ম ॥২॥

সমৃদ্ধানিতি । সমৃদ্ধান্ শাখাপল্লবাদিসম্পন্নান্ । অবরুজ্য ভঙ্কু ॥৩॥

স ইতি । বোধিতঃ প্রতিবৃথপং জ্ঞাপিতঃ । ত্রিভো গওকর্ণপায়ুভ্যঃ প্রকৃতো গলিতো মদো দানজলং যন্ত স তাদৃশঃ, শুশ্রী গর্বেষোক্ষতাশালী, যষ্টিবর্ষী যুবা । স ভীমো যযৌ ॥৪॥

গচ্ছত ইতি । তাক্ষ্যো গরুড়ঃ মারুতো বায়ুশ্চ তয়োবিব রংহো বেগো যন্ত তন্ত ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তেনেতি ॥১॥ শুচিশুক্ৰাগমে জ্যৈষ্ঠাষাঢ়য়োঃ সন্ধিসময়ে । আবর্জিতাঃ সমীকৃত লতা বৃক্ষাশ্চ যস্মিন্ ॥২॥ অবরুজ্য ভঙ্কু ॥৩॥ রোষিতো রোষণ প্রাপিতঃ, ত্রিষু গওকর্ণমূল-শুদ্ধদেশেষু প্রকৃতো মদো যন্ত সঃ, শুশ্রী তেজস্বী “শুশ্রং তেজসি সূর্যো না” ইতি মেদিনী ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম পাদক্ষেপ করিয়া চলিতে থাকিলে, তাহার গুরুতর বেগে বৃক্ষ ও শাখায়ুক্ত বনগুলি সঞ্চালিত হইয়া যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥১॥

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যেমন বায়ু বহিত হয়, সেইরূপ তাঁহার জজ্বার বায়ু বহিত হইতে থাকিল; এই ভাবে তিনি পথের নিকটবর্তী লতা ও বৃক্ষগুলি অবনত করিয়া চলিলেন ॥২॥

পথের নিকটবর্তী শাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ এবং গুল্মসমূহকে ভগ্ন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩॥

যাহার গণ্ড, কর্ণ ও গুহ্রদেশ হইতে মদজল গলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ণ যুবা এবং অন্তরের তেজে গরম হস্তিরাজ যেমন অশ্ব হস্তীর আগমন জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া গমন করে, ভীমও সেই ভাবে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪॥

(৪) স বোধিত ইব ক্রুদ্ধঃ... ।

অসকৃচ্চাপি সন্তীৰ্ঘ্য দূরপারং ভুজম্ভবৈঃ ।
 পথি প্রচ্ছন্নমাসেদুর্ধাভরাষ্ট্রভরাতদা ॥৬॥
 কৃচ্ছ্রেণ মাতরৈকৈব স্কুমারীং যশস্বিনীম্ ।
 অবহৎ স তু পৃষ্ঠেন রোধঃস্ব বিষমেষু চ ॥৭॥
 অগমচ্চ বনোদ্দেশমন্নমূলফলোদকম্ ।
 ক্রূরপক্ষিমৃগং ঘোরং সায়াহ্নে ভরতর্ষভ ! ॥৮॥
 ঘোরা সমভবৎ সন্ধ্যা দারুণা মৃগপক্ষিণঃ ।
 অপ্রকাশা দিশঃ সৰ্বা বাতৈরাসন্নান্তর্ভবৈঃ ॥৯॥
 শীর্ণপর্ণফলৈ রাজন্ ! বহুগুলাকুপৈক্রমৈঃ ।
 ভগ্নাবভুগ্ভূয়িষ্ঠৈর্নানাদ্রুমসমাকুলৈঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অসকৃদিতি । ভুজয়োঃ ম্ভবৈকৎক্ষেপৈঃ, সন্তীৰ্ঘ্য প্রাপ্তা নদীরতিক্রম্য । প্রচ্ছন্নং বনা-
 বৃতম্ ॥৬॥

কৃচ্ছ্রেণেতি । স্কুমারীং কোমলাঙ্গীম্ । রোধঃস্ব নদীতীরেষু, বিষমেষু উচ্চাবচ-
 স্থানেষু ॥৭॥

অগমদিতি । ক্রূরা হিংস্রাঃ পক্ষিণো মৃগাঃ পশবশ্চ যত্র তম্ ॥৮॥

ঘোরেনিতি । অন্তর্ভবৈঃ অন্ততুসম্ভবৈঃ অকালাগতৈরিত্যর্থঃ । বহবো গুল্মকুপা গুল্মবৃক্ষ-
 শাখবৃক্ষা যেষু তৈঃ । ভগ্না অবভুগ্না অবনতাস্ত বৃক্ষা ভূয়িষ্ঠা যেষু তৈঃ । অপ্রকাশা
 আসন্ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

যষ্টিবর্ষীতি পূর্ণযৌবনঃ ॥৪—৫॥ দূরপারং গঙ্গাপ্রবাহম্ । বনহপি তস্যাং বিভ্রাভীতি
 ভাবঃ । ভুজম্ভবৈভূজাত্যাং প্রবনৈঃ, বহুস্বং ব্যাপারভেদাৎ ॥৬॥ রোধঃস্ব উচ্চভাগেষু ॥৭—৮॥

গরুড় ও বায়ুর স্থায় বেগশালী ভীমসেনের গমনের বেগে অস্বাভাৱ পাণ্ডবদের
 যেন মূচ্ছা উপস্থিত হইল ॥৫॥

পাণ্ডবেরা তখন হৃষ্যোদনের ভয়ে পথে পথে বাহু জ্বারাই বার বার অনেক
 নদী উত্তীর্ণ হইয়া দূরবর্তী বৃক্ষ-লতাচ্ছন্ন তীর দেশ প্রাপ্ত হইলেন ॥৬॥

ভীমসেন কোমলাঙ্গী মাতা কুন্তীদেবীকে পিঠে লইয়া অতিকষ্টে নদীর তীরে
 এবং উচু-নীচু জায়গায় বহন করিয়া নিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর, তিনি সন্ধ্যাকালে যাইয়া একটা ভয়ঙ্কর বনের নিকটে উপস্থিত
 হইলেন সেখানে ফল, মূল ও জল অল্প ছিল ; কিন্তু হিংস্র জন্তু ও হিংস্র পক্ষী
 বহুতর ছিল ॥৮॥

ক্রমে ঘোর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষিগণ বিচরণ

তে শ্রমেণ চ কৌরব্যাস্তৃষ্ণয়া চ প্রপীড়িতাঃ ।
নাশরুং বস্তদা গন্তুং নিদ্রয়া চ প্রবুদ্ধয়া ॥১১॥
অবিশস্ত হি তে সৰ্বৈঃ নিরাশ্বাসে মহাবনে ।
ততস্তৃষ্ণাপরিক্রামা কুন্তী পুত্রানথাত্রবীৎ ॥১২॥
মাতা সতী পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং মধ্যতঃ স্থিতা ।
তৃষ্ণয়া হি পরীতান্ধি পুত্রান্ তৃশ্মমথাত্রবীৎ ॥১৩॥
তচ্চ্রোদ্ধা ভীমসেনস্ত মাতৃস্নেহাৎ প্রজ্জ্বলিতম্ ।
কারুণ্যেন মনস্তপ্তং গমনায়োপচক্রমে ॥১৪॥
ততো ভীমো বনং ঘোরং প্রবিষ্টা বিজ্ঞনং মহৎ ।
অগ্রোধং বিপুলচ্ছায়ং রমণীয়ং দদর্শ হ ॥১৫॥

ভারতকোমুদী

ত ইতি। কোরব্যা ভীমেন্তরে পাণ্ডবাঃ। প্রবৃক্ষয়া উৎকটয়া ॥১১॥
 ত্রবিশন্তেতি। নিরাবাদে বাস্তরহিতে অন্তর্যম্বরে বা। তৃক্ষয়া পরিকামা কীপক্ষরা ॥১২॥
 মাতোতি। পরীতা পরিব্যাপ্তকৃৎদেশা। ইতি পুত্নান তৃশমবীং ॥১৩॥
 তদিতি। তৎ প্রজন্মিতং শ্রদ্ধা। কাক্ষণেন দময়া। উপচক্রয়ে ভীমসেনঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

করিতে লাগিল, অকালের বায়ুর বেগে শুকনো পাতা উড়িয়া, কল পড়িয়া, বহুতর স্নলো, ছোট গাছ ও বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এবং নানা গাছ ঘুরিতে থাকিয়া সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ॥৯—১০॥

তখন ভীমভিন্ন অপর পাণ্ডবগণ পরিশ্রমে, পিপাসায় এবং প্রবল নিজার
আবেশে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। ১১।

সুতরাং তাঁহার সকলেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর
কুম্ভী তৃণায় কাতর হইয়া পুত্রগণকে বলিলেন—॥১২॥

‘আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা হইয়া এবং তাহাদেরই মধ্যে থাকিয়া আল-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম’। এই কথা তিনি বার বার পুত্রগণকে বলিলেন ॥১৩॥

তাঁহার সেই কাতরোক্তি শুনিয়া ভীমসেনের হৃদয় মাড়গ্নেহ এবং দয়ায় আকুল হইয়া পড়িল ; তাই তিনি জল আনিবার জন্ত বাইবার উপক্রম করিলেন ॥১৪॥

তত্র নিক্ষিপ্য তান্ সৰ্বানুবাচ ভরতৰ্ষভঃ ।
 পানীয়ং যুগয়ামীহ বিশ্রমধ্বমিতি প্রভো ॥১৬॥
 এতে রুবন্তি মধুরং সারসা জলচারিণঃ ।
 ঙ্গবমত্র জনস্থানং মহচ্চেতি মতির্মম ॥১৭॥
 অশুভ্রাতঃ স গচ্ছেতি ভাত্ৰা জ্যেষ্ঠেন ভারত ! ।
 জগাম তত্র যত্র স্য সারসা জলচারিণঃ ॥১৮॥
 স তত্র পীত্বা পানীয়ং স্নাত্বা চ ভরতৰ্ষভঃ ।
 তেষামৰ্থে চ জগ্রাহ ভাতৃগাং ভাতৃবৎসলঃ ॥১৯॥
 উত্তরীয়েণ পানীয়মানয়ামাস ভারত ! ।
 পঙ্কজানামনৈকৈশ্চ পত্রৈর্বধ্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । শ্রোগ্রোধং বটবৃক্ষম্ ॥১৫॥

তত্রোতি । তত্র শ্রোগ্রোধতলে, নিক্ষিপ্য সংস্থাপ্য । ভরতৰ্ষভো ভীমঃ । যুগয়ামি
 অধিগমি ॥১৬॥

এত ইতি । সারসাঃ পক্ষিবিশেষাঃ । অত্র অজুল্যা নির্দিষ্টে দেশে ॥১৭॥

অধিতি । জ্যেষ্ঠেন ভাত্ৰা যুধিষ্ঠিরেণ । শ্বেতি পাদপূরণে ॥১৮॥

স ইতি । স ভীমসেনঃ । পানীয়ং জলম্ । জগ্রাহ পানীয়মেব ॥১৯॥

অথ কেন পাত্রেণ জগ্রাহেতাহ উত্তরীয়েণেতি । বধ্বা পুটকং কৃষ্যেত্যর্থঃ ॥২০॥

তাহার পর, ভীমসেন ভয়ঙ্কর, নির্জন ও বিশাল বনের ভিতরে প্রবেশ
 করিয়া বিশাল-ছায়াযুক্ত সুন্দর একটা বটগাছ দেখিতে পাইলেন ॥১৫॥

তাহার নীচে সকলকে রাখিয়া বলিলেন—‘আমি জলের অন্বেষণ করি ;
 আপনারা এই খানেই বিশ্রাম করুন’ ॥১৬॥

জলচারী এই সারসপক্ষিগণ মধুর রব করিতেছে ; অতএব আমার মনে হয়
 যে, নিশ্চয়ই ঐ স্থানে বিশাল জলাশয় আছে’ ॥১৭॥

‘যাও, জল আনয়ন কর’ যুধিষ্ঠির এইরূপ অহুমতি করিলে, যেখানে জল-
 চারী সারসগণ রব করিতেছিল, ভীম সেই খানে গমন করিলেন ॥১৮॥

ভাতৃবৎসল : ভারতবংশশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেখানে যাইয়া, জলপান ও স্নান
 করিয়া, ভাতাদের জন্য জল লইলেন ॥১৯॥

অনেক অনেক পদ্মপত্র দ্বারা পৃথক পৃথক পুটক বাঁধিয়া, সে পুটকগুলিকে
 আবার উত্তরীয়বস্ত্রে লইয়া, জল আনয়ন করিলেন ॥২০॥

গব্যুতিমাত্রাদাগত্য স্বরিতো মাতরং প্রতি ।
 শোক-দুঃখ-পরীতাজ্ঞা নিশ্বাসোরগো যথা ॥২১॥
 স হুপ্তং মাতরং দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃশ্চ বহুধাতলে ।
 ভূশং শোকপরীতাজ্ঞা বিলাপ রুকোদরঃ ॥২২॥
 অতঃ কষ্টতরং কিমু দ্রষ্টব্যং হা ভবিষ্যতি ।
 যৎ পশ্যামি মহীশূপ্তান্ ভ্রাতৃনগ্ন হৃদয়ভাক্ ॥২৩॥
 শয়নেষু পরাধ্বৈষু যে পুরা বারণাবতে ।
 নাধিজগ্মুস্তদা নিদ্রাং তেহগ্ন হুপ্তা মহীতলে ॥২৪॥
 স্বসারং বহুদেবস্তু শক্রসংজ্ঞাবমর্দিনঃ ।
 কুন্তিরাজহতাং কুন্তীং সর্বলক্ষণপূজিতাম্ ॥২৫॥
 স্মৃষাং বিচিত্রবীৰ্য্যস্তু ভার্য্যাং পাণ্ডুর্মহাত্মনঃ ।
 তর্থেব চান্সজ্জননীং পুণ্ডরীকোদরপ্রভাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

গব্যুতীতি । গব্যুতিমাত্রাং ক্রোশষপথাৎ । “গব্যুতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগম্” ইত্যমরঃ ॥২১॥
 স ইতি । হুপ্তাং নিদ্রিতাম্ । বহুধাতলে মৃতিকায়ামেব ॥২২॥
 অত ইতি । হৃদয়ং ভাগ্যং ভজত ইতি হৃদয়ভাক্ ॥২৩॥
 শয়নেষু । শয়ান্, পরাধ্বৈষু উৎকৃষ্টে ॥২৪॥
 স্বসারমিতি । স্বসারং ভগিনীম্ । সর্বলক্ষণৈশ্চিহ্নৈঃ পূজিতাং নারীম্ প্রশস্তাম্ ।

ভারতভাবদীপঃ

অবতুরো নামিতঃ ॥১০—১১॥ ত্বা ত্বয়া ॥২—২০॥ গব্যুতিমাত্রাং ক্রোশষপথাৎ ॥২১—২২॥

ভীমসেন এই ভাবে দুই ক্রোশপথ হইতে সম্বর মাতার নিকট আসিয়া,
 শোকে ও দুঃখে কাতর হইয়া, সর্পের ছায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তিনি মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে ভূতলে নিজিত দেখিয়া, শোকে অত্যন্ত কাতর
 হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

‘হায় ! ইহা অপেক্ষা অধিক কি কষ্ট দেখা যাইতে পারে যে, অতিমন্দ-
 ভাগ্য আমি আজ ভ্রাতৃগণকে ভূতলে নিজিত দেখিতেছি ॥২৩॥

যাহারা পূর্বে বারণাবতনগরে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়াও নিজা লাভ
 করেন নাই, তাহারাই আজ ভূতলে নিজা যাইতেছেন ॥২৪॥

শক্রসমূহবিজয়ী বহুদেবের ভগিনী, কুন্তিরাজের কন্যা, সর্বলক্ষণসম্পন্ন,
 বিচিত্রবীৰ্য্য রাজার পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডু রাজার ভার্য্যা, আমাদের মাতা, পদ্ম-

[২৩]...দ্রষ্টব্যং হি ভবিষ্যতি । .. (২৫)...শক্রসংহারমর্দিনঃ...

সুকুমারতরামেনাং মহাইশয়নোচিতাম্ ।

শয়ানাং পশ্চাত্তোহ পৃথিব্যামতথোচিতাম্ ॥২৭॥ (বিশেষকম্)

ধৰ্ম্মাদিস্ত্রাক্ষ বাতাক্ষ স্নুবে বা স্তানিমান্ ।

সেয়ং ভূমৌ পরিজ্ঞাস্তা শেতে প্রাসাদশায়িনী ॥২৮॥

কিম্ দুঃখতরং শক্যং ময়া দ্রষ্টুমতঃ পরম্ ।

যোহহমগ্ন নরব্যাত্তান্ স্তপ্তান্ পশ্যামি ভূতলে ॥২৯॥

ত্রিষু লোকেষু যো রাজ্যং ধৰ্ম্মনিত্যোহর্হতে নৃপঃ ।

সোহয়ং ভূমৌ পরিজ্ঞাস্তঃ শেতে প্রাকৃতবৎ কথম্ ॥৩০॥

অয়ং নীলাম্বুদশ্যামো নরেষুপ্রতিমোহর্জুনঃ ।

শেতে প্রাকৃতবদ্ভূমৌ ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

স্নুয়াং পুত্রবধূম্ । পুণ্ডরীকোদরস্ত পদ্মকোবস্ত্রব প্রভা কান্তির্বিজ্ঞাত্যং বিষজগৌরবর্ণামিতার্থঃ ।

মহাইশয়নোচিতাং মহামূল্যশয্যাযোগ্যাম্ । পশ্চত ময়া সম্ভূতপ্যত ইতি শেষঃ ॥২৫—২৭॥

ধৰ্ম্মাদিতি । প্রাসাদশায়িনী প্রাসাদশয়নযোগ্যা ॥২৮॥

কিরিতি । নরব্যাত্তানিমান্ পাণ্ডবান্ ॥২৯॥

ত্রিষিতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । প্রাকৃতবৎ নীচজনবৎ কথমিতি বিবাদনুচকমব্যয়ম্ ॥৩০॥

অয়মিতি । অপ্রতিমো নিরূপমঃ, শৌর্যধৰ্ম্মাদাবিতি ভাবঃ ॥৩১॥

কোবের স্তায় গৌরবর্ণা, অত্যন্ত কোমলাঙ্গী এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্যা এই কুন্তীদেবী আজ এই বনমধ্যে ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ; অথচ ইনি এইরূপ শয়ন করিবার যোগ্যা নহেন ; ইহাকে এইরূপ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥২৫—২৭॥

হায় ! যিনি ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে এই পুত্র তিনটি প্রসব করিয়াছেন ; অট্টালিকায় শয়নযোগ্যা সেই কুন্তীদেবী পরিজ্ঞাস্ত হইয়া এই যুধিকায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৮॥

আমি ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি দেখিতে পারি, যে আমি আজ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে ভূতলে শয়িত দেখিতেছি ॥২৯॥

সর্বদা ধর্মপরায়ণ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনের রাজত্ব করিবার যোগ্যা, হায় ! তিনি এই পরিজ্ঞাস্ত হইয়া সাধারণ লোকের স্তায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩০॥

শৌর্য-বীৰ্য্যপ্রভৃতি গুণে মহুগ্নমধ্যে বাহার তুলনা নাই, সেই নীলমেঘতুল্য শ্রামবর্ণ অর্জুন সাধারণ লোকের স্তায় এই ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ॥৩১॥

অশ্বিনাবিব দেবানাং যাবিমৌ রূপসম্পদা ।

তৌ প্রাকৃতবদন্তেমৌ প্রমৃগৌ ধরণীতলে ॥৩২॥

জ্ঞাতয়ো যন্ত নৈব শ্যাবিষমাঃ কুলপাংসনাঃ ।

স জীবন্ত স্থখং লোকে গ্রামদ্রুম ইবৈকজঃ ॥৩৩॥

একো বৃক্ষো হি যো গ্রামে ভবেৎ পর্ণফলান্বিতঃ ।

চৈত্যো ভবতি নিজ্জাতিরধ্বনীনৈশ্চ পূজিতঃ ॥৩৪॥

যেষাঞ্চ বহবঃ শূরা জ্ঞাতয়ো ধর্ম্মমাজ্জিতাঃ ।

তে জীবন্তি স্থখং লোকে ভবন্তি চ নিরাময়াঃ ॥৩৫॥

বলবন্তঃ সমৃদ্ধার্থা মিত্রেবান্ধবনন্দনাঃ ।

জীবন্ত্যেচ্ছান্তমাজ্জিত্য দ্রুমাঃ কাননজা ইব ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বিনাবিতি । দেবানাং মধ্যে অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারাবিব । ইমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩২॥

জ্ঞাতয় ইতি । বিষমাঃ খলাঃ, কুলপাংসনাঃ কুলান্ধরাঃ । এক এব জাত ইত্যেকজঃ ॥৩৩॥

নধেকজবৃক্ষস্ত কথং স্থজীবীবিষমিত্যাহ এক ইতি । চৈত্যো দেববৃক্ষঃ । নিজ্জাতি-
বৃক্ষান্তরসম্পর্কশূন্যঃ । অধ্বনীনৈঃ পথিকৈঃ, পূজিত আদৃতঃ, ভরাজাশ্রয়স্থানং ॥৩৪॥

বেধামিতি । নিরাময়া নিরাপদঃ, ধার্মিকজ্ঞাতিভা উপশ্রবাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

বলেতি । সমৃদ্ধার্থা বহুলীভূতধনাঃ, মিত্রাপাং বান্ধবানাঞ্চ নন্দনা আনন্দকরাঃ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বমন্দভাক্ মন্দভাগাঃ ॥২৩—৩২॥ একজঃ এক এব জাতোহসহায়ঃ ॥৩৩—৩৫॥ বান্ধ-

দেবগণের মধ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্থায় যাহারা সৌন্দর্য্যের গুণে সকলের
লোভনীয়, সেই নকুল-সহদেব আজ সাধারণ লোকের স্থায় এই ভূতলে শয়ন
করিয়া রহিয়াছে ॥৩২॥

যাহার খলস্বভাব ও কুলদুষক জ্ঞাতি না থাকে, সে লোক জগতে একটীমাত্র
(অজ্ঞ বৃক্ষের সম্পর্কশূন্য) গ্রাম্য বৃক্ষের স্থায় সুখে জীবন যাপন করে ॥৩৩॥

গ্রামের মধ্যে পত্র ও ফলযুক্ত যে একটীমাত্র বৃক্ষ থাকে, অজ্ঞ বৃক্ষের সংশ্রব-
শূন্য সেই বৃক্ষটী দেববৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয় এবং পথিকেরাও তাহার আদর
করে ॥৩৪॥

আর, যাহাদের জ্ঞাতিরা বীর এবং বহুতর হইয়াও ধার্মিক হয়, তাহারাও
জগতে নিরুপদ্রব হয় এবং সুখে জীবন যাপন করে ॥৩৫॥

কেন না, ধনী, বলবান্ এবং মিত্র ও বন্ধুবর্গের আনন্দজনক সেই সকল

(৩৩)...গ্রামে দ্রুম ইবৈকজঃ । (৩৪)...অধ্বনীনৈঃ স্থপূজিতঃ ।

বরস্তু ধ্বতরাষ্ট্রেণ দুষ্পুত্রেন দুরাশ্রনা ।
 রাজানুক্লেণ মূর্খেণ দুর্গন্ধিসহিতেন বৈ ॥৩৭॥
 দুর্কেনাধঃশীলেন স্বার্থনিষ্ঠৈকবুদ্ধিনা ।
 বিবাসিতা ন দক্ষাশ্চ বধধ্বিন্দৈবসংশ্রয়াৎ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম)
 তস্মান্মুক্তা বয়ং দাহাদিনং বৃক্ষগুপ্তাশ্রিতাঃ ।
 কাং দিশং প্রতিপৎস্ব নঃ প্রাপ্তাঃ ক্লেশমনুভবম ॥৩৯॥
 সকামো ভব দুর্বুদ্ধে ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নদর্শন ! ।
 নুনং দেবাঃ প্রসন্নাস্তে নানুজ্ঞাং মে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪০॥
 প্রায়চ্ছতি বধে ভূভ্যাং তেন জীবসি দুশ্মতে ! ।
 ন ত্বজ্জ হ্রাং মহামাত্যং সর্কর্ণানুজসৌবলম্ ॥৪১॥
 গত্বা ক্রোধসদাধিক্টঃ প্রায়শ্চিত্তে বনফলম্ ।
 কিন্নু শক্যং ময়া হর্তুং নন্তে ন ক্রুধ্যতে নৃপঃ ॥৪২॥
 ধর্ম্মাজ্ঞা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ পাপাচার ! যুধিষ্ঠিরঃ ।
 এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ ক্রোধসন্দীপ্তমানসঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি । স্বার্থনিষ্ঠা একা একনাঃত্রিবিধগামিনী চ বুদ্ধিযশ্চ তেন ॥৩৭—৩৮॥

তস্মাদিতি । প্রতিপৎস্বামো গমিধ্যামঃ । অন্তঃসমভাস্তম্ ॥৩৯॥

সকাম ইতি । হে ধার্ত্তরাষ্ট্র ! দুঃখোপদন ! অদর্শন ! অল্পজ্ঞান ! । ভূভ্যাং ভব ।
 ন তু ন চেৎ । কর্ণে রাধেয়ঃ অত্জ্ঞা দুঃখ, বনাদয়ঃ সৌবলঃ শকুনিস্চৈতি তৈঃ সহৈতি তম্ ।
 জ্ঞাতি বহু বৃক্ষের স্থায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন
 করে ॥৩৬॥

কিন্তু দুষ্টপুত্রবেষ্টিত, দুরাশ্রা, রাজালোভী, মূর্খ, দুষ্ট-মন্ত্রি-সমন্বিত, খলপ্রকৃতি,
 পাপিষ্ঠ, স্বার্থপরায়ণ এবং একগেয়েবুদ্ধি ধ্বতরাষ্ট্র বেটা আমাদেরগকে নির্বাসন
 করিয়া দণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু একটু দৈবের অবলম্বনে আমরা
 দণ্ড হই নাই ॥৩৭—৩৮॥

আমরা সেই দাহভয় হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া, এই বৃক্ষ আশ্রয় করি-
 য়াছি, এখন কোন্ দিক্ বাই, এখানে ত অভ্যস্ত কষ্ট পাইতেছি ॥৩৯॥

হে দুর্বুদ্ধি ! অল্পজ্ঞ ! দুঃখোপদন ! তোর অভিলাষ এখন পূর্ণ হউক ।
 নিশ্চয়ই দেবতার। তোর প্রতি প্রসন্ন আছেন ; সেই জন্যই যুধিষ্ঠির তোকে বধ

(৩৭) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বৃত্তচিন্তাশ্রুতি । (৩৮) ন দক্ষাশ্চ বধধ্বিন্দৈবসংশ্রয়াৎ ।

(৪১) নত্বজ্ঞ সহত্যামাত্যম্... ।

করং করণে নিষ্পিষ্য নিষ্পসন্ দীর্ঘমাতুরঃ ।

পুনর্দীনমনা ভূজা শান্তির্জিবিব পাবকঃ ॥৪৪॥

ভ্রাতৃন্ মহীতলে স্থপ্তানৈকৈকত বৃকোদরঃ ।

বিশ্বস্তানিব সংবিতান্ পুণ্ণজনসমানিব ॥৪৫॥ (কুলকম্)

নাতিদূরেণ নগরং বনাদশাক্ষি লক্ষয়ে ।

জাগর্তব্যে স্বপত্তীমে হস্ত জাগর্ম্যহং স্বয়ম্ ॥৪৬॥

পাস্তান্তীমে জনং পশ্চাৎ প্রতিবুদ্ধা জিতক্লমাঃ ।

ইতি ভীমে ব্যবশ্রব জজাগার স্বয়ং তদা ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাণ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি জতুগৃহে

ভীমজলাহরণং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যক্ষয়ং যমালয়ম্ । হে পাপাচারেতি জ্যোতসংধোদনম্ । ক্রোধেন সন্দীপ্তমুত্তেজিতং
মানসং মনো যন্ত সং । আতুরো দুঃখাভঃ । শান্তির্জিবিবৃতদ্বাণঃ । সংবিতান্ নিদ্রিতান্,
পুণ্ণজনসমান্ নীচলোকভুল্যান্ । ঈব সম্ভাবনায়াম্ ॥৪০—৪৫॥

ভারতভট্টাচার্যঃ

বানঃ নন্দনাঃ স্থখদাঃ ॥৩৬—৩৭॥ ভূজাং ব ॥৪১—৪২॥ লক্ষয়ে যামিকানামাক্রোশা-
দিনা ॥৪৬—৪৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকন্ঠেন ভাষ্যভূতবানঃ পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৫॥
করিবার জন্য আমাকে অস্বপ্নমতি দিতেছে । না : তাহাতেই তুই বাঁচিয়া রহিতে-
হিস্ । না হইলে, আমি আতাই ব্রুদ্ধ হইয়া যাউয়া মদ্বিগণ, কর্ণ, কনিষ্ঠভ্রাতৃ-
গণ ও শকুনির সহিত তোকে যমালয়ে পাঠাইতাম । কিন্তু পাপিষ্ঠ ! তোর
প্রতি ধর্ম্মাশ্রা যুধিষ্ঠিরই যখন ব্রুদ্ধ হইতেছেন না, তখন আমি কি করিতে
পারি ? । এইরূপ বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া, হস্তে
হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, ছুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার শিখা নিবৃতি
পাইলে অগ্নির স্তায় শান্ত হইয়া, সাধারণ ব্যক্তিদের স্তায় আশ্রস্ত হইয়াই যেন
ভূতলে নিদ্রিত ভ্রাতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন (এবং মনে মনে
বলিতে থাকিলেন—) ॥৪০—৪৫॥

এই বন হইতে অনতিদূরে একটা নগর দেখিতেছি । সে যাহা হউক, আমি
জাগিয়া থাকিব বলিয়াই ইহারা নিরুদ্ধেণে নিদ্রা যাউতেছেন ; ভাল, আমিই
জাগিয়া থাকি ॥৪৬॥

(৪৪)...মিঃসন্ দীনমানসঃ... । * '...একোনপঞ্চাশদধিকঃ...' 'একপঞ্চাশদধিকঃ...'

'...ত্রিষ্টাধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ ।

(২। হিড়িম্ববধপর্ব।)

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্র তেহু শয়ানেষু হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ ।
অবিদুরে বনান্তশ্মাচ্ছালবৃক্ষং সমাপ্তিতঃ ॥১॥
ক্রুরো মানুযমাংসাদো মহাবীৰ্য্যপরাক্রমঃ ।
প্রাবৃড়্ জলধরশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণাকৃতিঃ ॥২॥
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুধার্দিতঃ ।
লম্বশ্বিগ্লম্বজঠরো রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহঃ ॥৩॥
মহাবৃক্ষগলন্ধ্রুঃ শঙ্কুর্গো বিভীষণঃ ।
যদৃচ্ছয়া তানপশ্যৎ পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান ॥৪॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

পান্তস্তুতি । প্রতিবৃদ্ধা আগরিতাঃ । ব্যবস্ত মনসা নির্দ্ধার্য্য ॥৪৭॥
ইতি ত্রিহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি জতুগৃহে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

তত্রোতি । অবিদুরে অনতিদূরে । সমাপ্তিত আসীৎ ॥১॥

হিড়িম্বমেব বর্ণয়তি ক্রুর ইতি । ক্রুরো হিংস্রঃ, মানুযমাংসমত্তি ভক্ষয়তীতি মানুয-
মাংসাদঃ । দংষ্ট্রাভির্দন্তৈঃ করালং ভয়ঙ্করং বদনং যন্ত সঃ । পিশিতেপ্সু মাংসভোজনেচ্ছুঃ ।
লম্বশ্বিগ্ দীর্ঘোকমূলঃ । মহাবৃক্ষ ইব গলন্ধ্রো যন্ত সঃ । যদৃচ্ছয়া ঈষত্রেচ্ছয়া ॥২—৪॥

পরে, ইহারা জাগিয়া জল পান করিবেন এবং শ্রাস্তি দূর করিবেন' । ভীম
মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তখন নিজে জাগিয়া রহিলেন ॥৪৭॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি যখন নিজা যাইতেছিলেন,
তখন সেই বনে অনতিদূরে 'হিড়িম্ব' নামে একটা রাক্ষস একটা শাল বৃক্ষের
উপরে ছিল ॥১॥

সে হিংস্রস্বভাব, মানুযমাংসভোজী, অত্যন্ত বল ও পরাক্রমশালী, বর্ষা-
কালের মেঘের স্তায় শ্রামবর্ণ, পিঙ্গলনয়ন, ক্ষুধার্ত, মাংসার্থী এবং ভীষণাকৃতি
ছিল ; তাহার মুখ খানা দস্তসমূহে ভয়ঙ্কর ছিল, পিছনের অংশ ও উদর লম্বা
ছিল, চুল ও দাঁড়িগুলি রক্তবর্ণ ছিল, গলদেশ ও স্বক্ৰদেশ বিশাল বৃক্ষের স্তায়

বিরূপরূপঃ পিঙ্গাক্ষঃ করালো ঘোরদর্শনঃ ।

পিপিত্তেপ্লুঃ ক্ষুধার্ত্তচ তানপশ্যদ্যদৃচ্ছয়া ॥৫॥

উর্দ্ধাঙ্গুলিঃ স কণ্ঠ্যন্ ধূম্বন্ রক্ষান্ শিরোরুহান্ ।

জন্তুমাণো মহাবক্ত্রঃ পুনঃ পুনরবেক্ষ্য চ ॥৬॥

হৃকৌ মানুষমাংসস্ত মহাকায়ো মহাবলঃ ।

আত্মায় মানুষ্যং গন্ধং ভগিনীমিদমব্রবীৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

উপপন্নং চিরস্তাশ্ব ভক্ষ্যং মম মনঃপ্রিয়ম্ ।

জিহ্বতঃ প্রস্রুতা স্নেহাজ্জিহ্বা পর্ঘ্যেতি মে মুখাৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

উক্তপ্রায়মেবার্থং পুনরাহ বিরূপেতি । বিরূপরূপো বিরূতাকৃতিঃ ॥৫॥

উর্দ্ধেতি । উর্দ্ধাঙ্গুলিঃ কণ্ঠ্যনার্থমেব উন্নয়িতাঙ্গুলিঃ । ধূম্বন্ কণ্ঠ্যনেনৈব মণ্ডকং
কম্পয়ন্ । শিরোরুহান্ কেশান্ । জন্তুমাণো মুখং ব্যাদমানঃ । মানুষ্যমাংসস্ত দর্শনাদেব
হৃটঃ ॥৬—৭॥

উপেতি । উপপন্নমুপস্থিতম্ । জিহ্বতো মানুষ্যগন্ধম্ । প্রস্রুতা জলকারিণী । পর্ঘ্যেতি
নির্গচ্ছতি ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্ব্রুতি ॥১—২॥ পিপিত্তেপ্লুঃ মাংসার্থী । ক্ষীক্ জজ্যামূলম্ ॥৩—৭॥ পর্ঘ্যেতি মানুষ-

উচ্চ ছিল এবং কর্ণযুগল পেরেকের স্তায় ক্রমিক সৰু ছিল । সেই ভীষণাকৃতি
রাক্ষস ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইল ॥২—৪॥

বিকৃতাকৃতি, পিঙ্গলনেত্র, মাংসার্থী ও ক্ষুধার্ত্ত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঈশ্বরেচ্ছা-
বশতই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিল ॥৫॥

তখন সেই বিশালদেহ, অত্যন্ত শলবান ও ভীষণবদন রাক্ষস মানুষের গন্ধ
পাইয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করার সম্ভব হওয়ায় আনন্দিত হইয়া, হাত হুঁথানা
উচু করিয়া, রাক্ষ চুলগুলিকে চুলকাইতে থাকিয়া, মাথা কাঁপাইয়া বার
বার পাণ্ডবগণকে দেখিয়া, এবং হাঁ করিয়া, ভগিনী হিড়িম্বাকে এই কথা
বলিল ॥৬—৭॥

‘বহুকালের পর আজ আমার মনের প্রীতিজনক খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে ;
মানুষের গন্ধ পাওয়ায় তাহার লোভে আমার জিহ্বা হইতে জল পড়িতেছে
এবং সে জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইতেছে ॥৮॥

(৮) উপপন্নচিরস্তাশ্ব ভক্ষ্যং মম হৃদ্রিয়ঃ । রেহজবান্ প্রলবতি জিহ্বা পর্ঘ্যেতি
মে হৃদম্ ।

একৌ দংষ্ট্রাঃ স্ত্রীক্লাগ্রাশ্চিরস্থাপাতনুঃসহাঃ ।
 দেহেষু মজ্জয়িষ্যামি স্নিগ্ধেষু পিশিতেষু চ ॥৯॥
 আক্রম্য মানুষং কণ্ঠমাচ্ছিচ্ছ ধমনীমপি ।
 উষঃ নবং প্রপাশ্যামি ফেনিলং রুধিরং বহু ॥১০॥
 গচ্ছ জানীহি কে বৈতে শেরতে বনমাস্ত্রিতাঃ ।
 মানুষো বলবান্ গন্ধো ভ্রাণং তর্পর্যতীব মে ॥১১॥
 হস্তৈতান্ মানুষান্ সর্বানানয়স্ব মমাস্তিকম্ ।
 অশ্বদ্বিষয়স্তুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয়মস্তি তে ॥১২॥
 এষামুৎকৃত্য মাংসানি মানুষাণাং যথেকৃতঃ ।
 ভক্ষয়িষ্যাব সহিতৌ কুরু তূর্ণং বচো মম ॥১৩॥
 ভক্ষয়িত্বা চ মাংসানি মানুষাণাং প্রকামতঃ ।
 নৃত্যাবঃ সহিতাবাবাং দত্ততালাবনেকশঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

মষ্টাবিতি । চিরস্থ বহুকালাং পরম্ । আপাতে প্রথমপাতনমগ্রে দুঃসহঃ ॥৯॥

আক্রমোতি । ধমনীং শিরাম্ । ফেনিলং ফেনযুক্তম্ । বহু প্রচুরম্ ॥১০॥

গচ্ছতি । মানুষো মনুষ্যসংখ্যো । ভ্রাণং নাসিকাম্ ॥১১॥

হস্তৈতি । অশ্বাক্ষেব বিগয়ে দেশে অশ্বিন্ বনে স্তুপ্তেভ্যঃ ॥১২॥

এষামিতি । উৎকৃত্য নঃশিষ্ণুবা । সহিতৌ মিলিতৌ সম্ভাবাবাম্ ॥১৩॥

প্রথম স্পর্শের সময়ে দুঃসহ, অত্যন্ত ভীষণগ্র আটটা দাঁতকে আজ বহু-
কালের পর মানুষের শরীরে এবং তাহার স্নিগ্ধ মাংসের ভিতরে প্রবেশ
করাইব ॥৯॥

মানুষের কণ্ঠ আক্রমণপূর্বক তাহার শিরা ছেদন করিয়া, আজ উষ, নূতন
এবং ফেনযুক্ত প্রচুর রক্ত পান করিব ॥১০॥

হিড়িস্বা ! তুই যা, যাইয়া জান যে, উহারা কে এই বনের ভিতরে শয়ন
করিয়া রহিয়াছে । এই প্রবল মানুষের গন্ধ আমার নাসিকার অভ্যন্ত তৃপ্তি
জন্মাইতেছে ॥১১॥

তুই এই সব কয়টি মানুষকে মেরে আমার কাছে নিয়ে আয় । এরা
আমাদের জায়গায়ই গুয়ে রয়েছে ; সুতরাং তোর কোন ভয় নেই ॥১২॥

আজ তুই আর আমি মিলিত হইয়া ইচ্ছা অনুসারে এই মানুষ কয়টির
মাংস কাটিয়া খাইব ; সুতরাং তুই স্বত্ব আমার আদেশ পালন কর ॥১৩॥

(১১).. কে যেতে... ।

। এবমুক্তা হিড়িষা তু হিড়িসেন তদা বনে ।

৥ জাতুর্কচনমাজ্জায় স্বরমাণেব রাক্ষসী ॥১৫॥

আপ্নু ত্যাপ্নু ত্য চ তরুনগচ্ছৎ পাণ্ডবান্‌ প্রতি ।

৥ জগায় তত্র যত্র স শেরতে পাণ্ডবা বনে ॥১৬॥ (যুগ্মকম্‌)

দদর্শ তত্র সা গহ্বা পাণ্ডবান্‌ পৃথগ্‌া সহ ।

৥ শয়ানান্‌ ভীমসেনঞ্চ জ্ঞাতং অপরাজিতম্‌ ॥১৭॥

দৃষ্টৌ ব ভীমসেনং সা শালপোতমিবোদ্ধতম্‌ ।

রাক্ষসী কামরানাস রূপেণা প্রতিমং ভুবি ॥১৮॥

অয়ং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহদক্ষো মহাত্মতিঃ ।

কঙ্কুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্তা যন্তো ভবেস্মান ॥১৯॥

ভারতকৌমদী

ভক্ষয়িত্বৈতি । প্রকামতঃ পদার্থভ্রাবন । স্যঃ শ্যামঃ । বনেবশো বহুবচন ॥১৫॥

এবমিতি । আত্মায় অর্দ্ধাঙ্গতা । আপত্যাপ্ততা উৎপত্তোৎপত্ততা ॥১৫—১৬॥

দদর্শেতি । পৃথগ্‌া কৃষ্টা । অপরাজিতং বহিষ্ঠাকারকামিহাদিতি ভাবঃ ॥১৭॥

দৃষ্টৌতি । শালস্ত তদাশাস্ত বৃক্ষস্ত পোতঃ শালবৃক্ষ, উদ্গতমুদ্গতম্‌ ॥১৮॥

অয়মিতি । শ্যামঃ প্রয়াগবট ইব দীর্ঘঃ স্থূলশ্চ, “শ্যামো বটে প্রয়াগস্ত” ইত্যাদি মেদিনী ।

ন পুনঃ শ্যামবর্ণঃ, গৌরবর্ণস্ত বক্ষ্যমাণস্তাৎ । পুদরে পদ্মে ইব অঙ্গিণী যস্ত সঃ ॥১৯॥

ভারতভানুদীপঃ

মাংসস্ত লাভং হৃচয়ন্তী চলতীব ১৮—২০ ৥ ধর্ম‌নাং নার্দাম ১১০—১৭ ৥ শালপোতমিব শালা-

তুই আর আমি মিলিয়া, ও চুর পরিমাণে মাংসের মাংস খাইয়া, তাতে
তাল দিয়া দিয়া বহুতর মৃত্যু করিব ॥১৪॥

তখন বনের ভিতরে হিড়িষ রাক্ষস এইরূপ বলিলে, হিড়িষা রাক্ষসী, ভ্রাতার
কথা স্বীকার করিয়া, সত্বর গাছের উপর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া পাণ্ডবগণের
নিকট যাইতে লাগিল, ক্রমে তাহার যোখানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খানে
যাইয়া উপস্থিত হইল ॥১৫—১৬॥

হিড়িষা সেখানে যাইয়া দেখিল—কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ ঘুমাইতেছেন,
আর বলিষ্ঠদেহ ভীম জাগিয়া রহিয়াছেন ॥১৭॥

তখন তরুণ শালবৃক্ষের আয় উন্নত এবং জগতে অতুলনীয় সুন্দর ভীমসেনকে
দেখিয়াই হিড়িষা কামাতুর হইয়া পড়িল এবং ভাবিল— ॥১৮॥

এই পুরুষটার আকৃতি প্রয়াগের বটবৃক্ষের আয় দীর্ঘ ও স্থূল, সিংহের আয়
ক্ষুদ্র, কান্তি উজ্জ্বল, শব্দের আয় গ্রীবা এবং পদ্মের আয় নয়ন, সুতরাং এই
বলিষ্ঠ পুরুষই আমার উপযুক্ত পতি হইবেন ॥১৯॥

নাহং ভ্রাতৃর্কচো জ্ঞাতু কুৰ্ঘ্যাং ক্রুরোপসংহিতম্ ।
 পতিশ্লেহোহতিবলবান্ তথা ন ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ॥২০॥
 মুহূৰ্ত্তমেব তৃপ্তিঞ্চ ভবেদ্ভ্রাতৃমমৈব চ ।
 হতৈরেতৈরহস্থা তু মোদিশ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২১॥
 সা কামরূপিণী রূপং কৃষ্ট্বা মানুষ্মনুত্তমম্ ।
 উপত্যঙ্গে মহাবাহুং ভীমসেনং শনৈঃ শনৈঃ ॥২২॥
 বিলজ্জমানেষ নতা দিব্যাভরণভূষিতা ।
 শ্মিতপূৰ্বমিদং বাক্যং ভীমসেনমথাত্ৰবীৎ ॥২৩॥
 কৃতস্তমসি সম্প্রাপ্তঃ কশ্চাসি পুরুষৰ্ভ ! ।
 ক ইমে শেরতে চেহ পুরুষা দেবরূপিণঃ ॥২৪॥
 কেয়ং বৈ বৃহতী শ্যামা স্নকুমারী তবানঘ ! ।
 শেতে বনমিদং প্রাপ্য বিব্ধস্তা স্বগৃহে যথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ক্রুরোপসংহিতং হিংস্রস্বভাবপ্রযুক্তম্, বচো হত্যাদেশবাক্যম্ ॥২০॥
 মুহূৰ্ত্তমিতি । শাশ্বতীঃ সমা অনেকান্ বৎসরান্ ॥২১॥
 সেতি । কামরূপিণী ইচ্ছাসুসারেণ রূপধারণকমা । উপত্যঙ্গে উপজগাম ॥২২॥
 বিলজ্জমানেনিতি । নতা অবনতপূৰ্ব্বকায়াম্ ॥২৩॥
 কৃত ইতি । সম্প্রাপ্ত আগতঃ । শেরতে স্বপত্তি ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বরমিব ॥১৮॥ শ্রামন্তরূপঃ, অগ্রে নবহেমাতমিতি বক্ষ্যমাণস্তাৎ ॥১৯॥ ক্রুরোপসংহিতং

অতএব ভ্রাতার হিংস্রস্বভাবপ্রযুক্ত আদেশবাক্য আমি কখনও পালন
 করিব না । কারণ, পতিশ্লেহ যত প্রবল, ভ্রাতার সৌহার্দ্য তত প্রবল নহে ॥২০॥
 ইহাদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিলে, আমার ও ভ্রাতার একটু কালমাত্র
 তৃপ্তি হইবে । সুতরাং বধ না করিয়া আমি অনেক কাল আমোদ করিব ॥২১॥

এইরূপ ভাবিয়া কামরূপিণী হিড়িম্বা উত্তম মানুষীরূপ ধারণ করিয়া ধীরে
 ধীরে মহাবাহু ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল ॥২২॥

তৎপরে, দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হিড়িম্বা লজ্জাবশতই যেন অবনত হইয়া,
 ঈশং হাস্য করিয়া, ভীমসেনকে এই কথা বলিল—২৩॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি কে ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন ?
 দেবতার স্থায় রূপবান্ এই পুরুষ কয়টাই বা কাঁহারো এখানে শয়ন করিয়া
 রহিয়াছেন ? ২৪॥

নেদং জানাতি গহনং বনং রাক্ষসসেবিতম্ ।
 বসতি হুত্র পাপান্না হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ ॥২৬॥
 তেনাহং প্রেযিতা ভ্রাত্ৰা দুষ্কভাবেন রক্ষসা ।
 বিভক্ষয়িষ্যতা মাংসং যুস্মাকমমরোপমাঃ ! ॥২৭॥
 সাহং স্বামভিসম্প্রেক্ষ্য দেবগর্ভসমপ্রভম্ ।
 নান্থং ভর্তারমিচ্ছামি সত্যমেতদ্রবীমি তে ॥২৮॥
 এতদ্বিজ্ঞায় ধর্মজ্ঞ ! যুক্তং ময়ি সমাচর ।
 কামোপহতচিত্তান্ধীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্ ॥২৯॥
 ত্রাস্তামি ত্বাং মহাবাহো ! রাক্ষসাং পুরুষাদকাং ।
 বৎস্তাবো গিরিভূর্গেষু ভর্তা ভব মমানঘ ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

কেতি । বৃহতী যহতী, “নীতে স্ত্রবোক্ষসর্গাদৌ গ্রায়ে চ স্থপনীতলা । তপ্তকাক্ষনবর্ণাতা
 সা স্ত্রী শ্রামেতি কথ্যতে ॥” ইতি পরিভাবিতরূপা শ্রামা । সূক্ষ্মারী কোমলা ॥২৫॥
 নেতি । ন জানাতি ইয়মিতি পূর্বাভ্যুত্থঃ । গহনং নিবিড়ম্ ॥২৬॥
 তেনেতি । হে অমরোপমাঃ ! দুষ্কভাবেন হিংসার্তিপ্ৰায়েণ ॥২৭॥
 সেতি । দেবগর্ভসমপ্রভং দেবপুত্রতুল্যম্ ॥২৮॥
 এতদ্বিতি । যুক্তম্ উচিতম্ । তত্ত্বাবং কিমিত্যাহ কামোপহতচিত্তান্ধীমিতি ॥২৯॥
 ত্রাস্তামীতি । ত্রাস্তামি রক্ষিণ্যামি । পুরুষাদকাং মাহুশখাদকাং । বৎস্তাব আবাম্ ॥৩০॥

হে সুন্দর ! তপ্তকাক্ষনবর্ণা এবং অত্যন্ত কোমলাঙ্গী এই মহিলাটাই বা
 আপনার কে হন ? ইনি এই বনে আসিয়া আপন গৃহে যেমন শয়ন করে,
 সেইরূপ নিরুদ্ধেগেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৫॥

এই নিবিড় বন যে রাক্ষসসেবিত, ইহা ইনি জানেন না । এই বনে পাপান্না
 হিড়িম্ব রাক্ষস বাস করে ॥২৬॥

হে দেবতুল্য মনুষ্যগণ ! আপনাদের মাংস খাইবে বলিয়া, আমার ভ্রাতা
 ছরভিসঙ্কিসম্পন্ন সেই রাক্ষসই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে ॥২৭॥

সেই আমি কিন্তু আপনাকে দেবপুত্রের মত দেখিয়া, অস্ত্র পুরুষকে
 পতি করিতে ইচ্ছা করি না ; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥২৮॥

হে ধর্মজ্ঞ ! ইহা জানিয়া আমার বিষয়ে যাহা উপযুক্ত হয়, তাহা করুন ।
 কাম আমার মন ও অঙ্গগুলিকে নিপীড়িত করিতেছে ; তাই আমি আপনার
 আশ্রয় লইতেছি, আপনিও আমাকে গ্রহণ করুন ॥২৯॥

অন্তরীক্ষচরী হুশ্মি কামতো বিচরামি চ ।

অতুলামাপুহি প্রীতিং তত্র তত্র ময়া সহ ॥৩১॥

ভীমসেন উবাচ ।

মাতরং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠানপরানপি ।

পরিত্যজেত কো যদ্ব প্রভবম্বিহ রাক্ষসি ! ॥৩২॥

কো হি হুগ্ধানিমান্ ভ্রাতৃন্ দদ্বা রাক্ষসভোজনম্ ।

মাতরঞ্চ নরো গচ্ছেৎ কামার্ত ইব মম্বিধঃ ॥৩৩॥

রাক্ষস্যাবাচ ।

যন্তে প্রিয়ং তৎ করিষ্যে সর্বানेतান্ প্রবোধয় ।

মোক্শয়িষ্যাম্যহং কামং রাক্ষসাং পুরুষাদিকাং ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্তরীক্ষচরীতি । অতএব কামত ইচ্ছামুসারেণ বিচরামি ॥৩১॥

হিড়িম্বাজ্জাসিতান্ পুরুষান্ দ্বিগুণ বিজ্ঞাপয়ন্ স্থানান্তরগমনানিচ্ছাং জ্যোতরতি মাতর-
মিতি । প্রভবন্ আত্মানমজ্ঞাং রক্ষিতুং শক্লুবন্ । রাক্ষসীতি সধোধনেনানধিকা কচিৎ
সুচিতি ॥৩২॥

ক ইতি । রাক্ষসভোজনং সম্পাদয়িতুম্ । কামার্ত ইবেত্যেনানাঅনোহকামুকং
ধ্বনিতম্ ॥৩৩॥

ভীমসুচিৎ সর্বেবাং রক্ষণং স্বয়মপি সুচয়তি বদিতি । তৎ সর্বেষামেব রক্ষণম্ ॥৩৪॥

হে বলিষ্ঠ পুরুষ ! নরখাদক রাক্ষস হইতে আমিই আপনাকে রক্ষা
করিব ; আমরা পর্ব্বতের দুর্গমস্থানে যাইয়া বাস করিব ; আপনি আমার পতি
হউন ॥৩০॥

আমি আকাশচারিণী ; সুতরাং আমি ইচ্ছামুসারে বিচরণ করিতে পারি ।
অতএব আপনি আমার সহিত সেই সেই স্থানে যাইয়া অতুল আনন্দ লাভ
করুন ॥৩১॥

ভীমসেন বলিলেন—‘রাক্ষসি ! আপনাকে এবং অন্তকে রক্ষা করিতে
সমর্থ হইয়াও কোন্ ব্যক্তি মাতাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? ॥৩২॥

আমার মত কোন্ লোক কামার্তের জ্ঞায় হইয়া, নিজিত মাতাকে এবং
এই সকল ভ্রাতাকে রাক্ষসের ভোজনের জন্ত সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায় ?’ ॥৩৩॥

হিড়িম্বা বলিল—‘আপনার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব ; আপনি

(৩২)...জ্যেষ্ঠং হুগ্ধান্ কথয়মান্ । প্রভবয়িব রাক্ষসি ।

ভীমসেন উবাচ ।

হৃথহৃপ্তান্ বনে ভ্রাতৃনু মাতরঞ্চৈব রাক্ষসি ।।

ন ভয়াবোধয়িষ্যামি ভ্রাতুস্তব হুরাশ্বনঃ ॥৩৫॥

নহি মে রাক্ষসা ভীৰু ! সোঢ়ুং শক্তাঃ পরাক্রমম্ ।

ন মনুষ্যা ন গন্ধৰ্ব্বা ন যক্ষাশ্চাকুলোচনে ! ॥৩৬॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে ! যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু ।

তং বা প্রেষয় তদ্বস্তু ! ভ্রাতরং পুরুষাদকম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি হৈড়িষে

ভীমহিড়িম্বাসংবাদো নাম ষট্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

হৃথেতি । তব হুরাশ্বনো ভ্রাতৃভয়াদিতি সম্বন্ধঃ ॥৩৫॥

অথ তহি মদ্রভ্রাতৃবাগত্য যদি যুদ্ধান্ হস্তাদিত্যাহ নহীতি । হে ভীৰু !
ভ্রাতৃভয়শীলে ! ॥৩৬॥

গচ্ছেতি । দ্বিতীয়ার্দ্ধেনাশ্বনো রাক্ষসনিবর্তিত্বং সূচিতম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসিকান্তবংশীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি হৈড়িষে ষট্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

হিংসায়ুক্তম্ ॥২০—২৬॥ বিভক্ষয়িষ্যতা ভক্ষয়িতুমিচ্ছতা ॥২৭—৩ ॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষট্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৬॥

—:—

ইহাদের সকলকেই জাগরিত করুন ; আমি মানুষভোজী রাক্ষস হইতে সম্পূর্ণ-
রূপে আপনাদের সকলকেই মুক্ত করিব' ॥৩৪॥

ভীমসেন বলিলেন—‘রাক্ষসি ! আমি তোমার ছুরাশ্বা ভ্রাতার ভয়ে এই
বনের ভিতরে স্থখে নিদ্রিত মাতাকে এবং ভ্রাতৃগণকে জাগাইতে পারিবনা ॥৩৫॥

হে ভয়শীলে ! সুন্দরনয়নে । রাক্ষসেরা আমার পরাক্রম সহ্য করিতে
পারিবে না ; কিংবা মনুষ্য, গন্ধৰ্ব্ব, বা যক্ষেরাও নহে ॥৩৬॥

অতএব হে ভদ্রে ! কৃশাস্তি ! তুমি যাও বা থাক, কিংবা যাহা ইচ্ছা কর,
তাহাই কর ; অথবা তোমার সেই মানুষভোজী ভাইকেই এখানে পাঠাইয়া
দাও' ॥৩৭॥

—:—

* ‘...পকাশদধিকঃ...’ ‘...দ্বিপকাশদধিকঃ...’ ‘...চতুষ্টয়দধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তাং বিদিত্বা চিরগতাং হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

অবতীৰ্য্য দ্রুমান্তস্রাদাজ্জগামাশু পাণ্ডবান্ ॥১॥

লোহিতাক্ষো মহাবাহুরূরূক্কেশো মহাননঃ ।

মেঘসংঘাতবর্ষা চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

তমাপতন্তুং দৃষ্টে ব তথা বিকৃতদর্শনম্ ।

হিড়িম্বোবাচ বিব্রস্তা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৩॥

আপতন্ত্যেব দুষ্ঠাত্মা সংক্রুদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ।

সাহং ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং যদ্রবীমি তথা কুরু ॥৪॥

অহং কামগমা বীর ! রক্ষোবলসমম্বিতা ।

আরুহেমাং মম শ্রোণিং নেম্যামি ত্বাং বিহায়সা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । তাং হিড়িম্বাম্ । আস্ত দ্রুমম্ । মহাননো বিশালবদনঃ । মেঘানাং
সংঘাতঃ সমূহ ইব বর্ষা শরীরং যন্ত সঃ । “শরীরং বর্ষা বিগ্রহঃ” ইত্যমরঃ ॥১—২॥

তমিতি । আপতন্তুম্ আগচ্ছন্তম্ । বিকৃতদর্শনং ভীষণাকৃতিম্ । বিব্রস্তা অতীবভীতা ॥৩॥

আপততীতি । আপততি আগচ্ছতি । পুরুষাদকো মাহুষভক্ষকো রাক্ষসঃ ॥৪॥

অহমিতি । কামগমা ইচ্ছানুসারেণ গমনসমর্থা, রক্ষসো রাক্ষসস্ত বলেন সমম্বিতা, শ্রোণিং
নিতম্বদেশম্ । বিহায়সা আকাশমার্গেণ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হিড়িম্বা বহুকাল গিয়াছে জানিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ
হিড়িম্ব সেই বৃক্ষহইতে নামিয়া দ্রুমবেগে পাণ্ডবগণের দিকে আসিতে লাগিল ।
তাহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ, বাহুযুগল বিশাল, চুলগুলি উচু উঁচু, মুখখানা বৃহৎ,
শরীরটা মেঘসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং দাঁতগুলি স্ত্রীতীক্ষ্ণ ; সুতরাং অতিভয়ঙ্কর
আকৃতি ছিল ॥১—২॥

সেইরূপ বিকৃতমূর্তি হিড়িম্ব আসিতেছে দেখিয়াই হিড়িম্বা অত্যন্তভীত
হইয়া ভীমসেনকে এই কথা বলিল—॥৩॥

“নরভক্ষক ছুরাশ্বা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া এই আসিতেছে । অতএব ভ্রাতা-
দের সহিত আপনাকে আমি যাহা বলি, আপনি তাহা করুন ॥৪॥

হে বীর ! আমি ইচ্ছানুসারে গমন করিতে সমর্থ এবং রাক্ষসের বলই

প্রবোধয়ৈতান্ সংস্থপ্তান্ মাতরঞ্চ পরস্তপ ! ।

সর্বানৈব গমিষ্যামি গৃহীত্বা বো বিহায়সা ॥৬॥

ভীমসেন উবাচ ।

মা ভৈষ্ণুং বিপুলশ্রোণি ! নৈব কশিচন্ময়ি স্থিতে ।

হিংসিতুং শরুয়াদ্রক্ষ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৭॥

অহমেনং হনিষ্যামি প্রেক্ষন্ত্যাস্তে স্তমধ্যমে ! ।

নায়াং প্রতিবলো ভীরু ! রাক্ষসাপসদো মম ।

সোঢ়ুং যদি পরিস্পন্দমথবা সর্বরাক্ষসাঃ ॥৮॥

পশ্য বাহু স্বরূতো মে হস্তিহস্তনিভাবিমৌ ।

উরু পরিঘসঙ্কাশৌ সংহতকাপ্যুরো মহৎ ॥৯॥

বিক্রমং মে যথেন্দ্রস্ত সাত্ত্বে দ্রক্ষ্যসি শোভনে ! ।

মাবমংস্থাঃ পৃথুশ্রোণি ! মত্বা মাগিহ মানুযম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পক্ষান্তরমাহ প্রবোধয়েতি । সংস্থপ্তান্ নিদ্রিতান্ । বো যুযান্ ॥৬॥

মেতি । মা ভৈরন ভয়ং কুরু । হে বিপুলশ্রোণি ! বিশালনিভয়ে ! । রক্ষো রাক্ষসঃ ॥৭॥

অহমিতি । প্রেক্ষন্তাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ । প্রতিবলস্ত্যাবলঃ প্রতিপক্ষঃ । পরিস্পন্দং হস্তপদাদিসঞ্চালনব্যাপাবং মম যুষ্টিপ্রহাবাদিকমিতার্থঃ, সোঢ়ুং যদি শরুয়ুরিতি শেষঃ । যট্-পদমিদং পঞ্চম্ ॥৮॥

পশ্যেতি । স্বরূতো স্বগোলো, হস্তিনো হস্তনিভো শুণ্ডাতুলো । সংহতং নিবিড়ম্ ॥৯॥ ধারণ করি । অতএব আপনি আমার এই নিতম্বদেশে আরোহণ করুন ; আমি আপনাকে আকাশপথে লইয়া যাইব ॥১০॥

অথবা আপনি নিদ্রিত মাতাকে এবং ভ্রাতৃগণকে জাগরিত করুন ; আমি আপনাদের সকলকেই লইয়া আকাশপথে চলিয়া যাইব' ॥৬॥

ভীমসেন বলিলেন—হে বিপুলনিভয়ে ! তুমি ভয় করিও না ; আমি থাকিতে কোন রাক্ষসই হিংসা করিতে সমর্থ হইবে না ; ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা ॥৭॥

হে ভয়শীলে ! তোমার সাক্ষাতেই আমি ইহাকে বধ করিব ; কেন না এই রাক্ষসাধম আমার সমান বলবান নহে । সমস্ত রাক্ষস একত্র হইয়া যদি আমার প্রহার সহ্য করিতে পারে, (একাকী এ বেটা ত নহেই) ॥৮॥

তুমি দেখ আমার বাহুদ্বয় হস্তিশৃঙ্গের স্থায় সুদীর্ঘ ও সুগোল, উরুদ্বয় পরি-ঘতুল্য এবং বক্ষ বিশাল ও নিবিড় ॥৯॥

হিড়িম্বোবাচ ।

নাবমন্তে নরব্যাঘ্র ! স্বামহং দেবরূপিণম্ ।

দৃষ্টপ্রভাবাস্তু ময়া মানুষ্যেশ্বর ! রাক্ষসাঃ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা সংজ্ঞতন্তুস্ত ভীমসেনস্ত ভারত !

বাচঃ শুশ্রাব তাঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ পুরুষাদকঃ ॥১২॥

অবেক্ষমাণস্তস্তাশ্চ হিড়িম্বো মানুষ্যং বপুঃ ।

অগ্দ্দামপূরিতিশিখাং সমগ্ৰেন্দুনিভাননাম্ ॥১৩॥

অক্র-নাসাক্ষিকেশান্তাং স্নকুমারনখস্বচম্ ।

সর্বাভরণসংযুক্তাং স্নসূক্ষ্মাস্রধারিণীম্ ॥১৪॥

তাং তথা মানুষ্যং রূপং বিভ্রতীং স্নমনোহরম্ ।

পুংক্ষামাং শঙ্কমানশ্চ চুক্ৰোধ পুরুষাদকঃ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

বিক্রমমিতি । মা অবমংস্ ন অবমন্ত্য । হে পৃথ্বীশোণি । বিশালনিতম্বে ॥১০॥

নেতি । দৃষ্টপ্রভাবা দৃষ্টবলাঃ । অতএব তেভ্যস্বদর্পে বিভ্রতীতি ভাবঃ ॥১১॥

তথেন্তি । সংজ্ঞতঃ কথয়তঃ । রাক্ষসো হিড়িম্বঃ ॥১২॥

অবেক্ষমাণ ইতি । তস্তা হিড়িম্বায়াঃ । সমগ্ৰেন্দুনিভাননাং পূর্ণচন্দ্রতুল্যমুখীম্ । শোভনা
ক্রনাসাক্ষিকেশান্তা যন্তান্তাম্ । পুমাংসং কাময়ত ইতি তাম্ । পুরুষাদকো হিড়িম্বঃ ॥১৩—১৫॥

সুন্দরি । আজ তুমি ইন্দ্রের তুল্য আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে ।
অতএব বিশালনিতম্বে । আমাকে মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিও না' ॥১০॥

হিড়িম্বা বলিল—‘হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ! আপনি দেবরূপী ; সুতরাং আপনাকে
আমি অবজ্ঞা করিতেছি না, তবে রাক্ষসদের শক্তি আমি দেখিয়াছি’ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম সেইরূপ বলিতেছিলেন, সে কথাগুলি হিড়িম্ব
আসিয়া শুনিতে পাইল, তাহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইল ॥১২॥

আর হিড়িম্ব হিড়িম্বার মানুষের রূপ দেখিল,—হিড়িম্বা মাথায় ফুলের
মালা পড়িয়াছে ; মুখখানিকে পূর্ণচন্দ্রের মত করিয়াছে ; অক্ষুণ্ণ, নাসিকা,
নয়নযুগল এবং কেশকলাপকে মনোহর করিয়াছে ; নখ ও চন্দ্র কোমল করি-
য়াছে এবং সমস্ত অলঙ্কার ও সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়াছে । তাহাকে

(১১)....দৃষ্টপ্রভাবাস্তু ময়া মানুষ্যেশ্বর রাক্ষসঃ । (১৩) অগ্দ্দামপূরিতিশিখা ইত্যাদি-
পাঠান্তরম্ ।

সংক্ৰুদ্ধো রাক্ষসস্তস্তা ভগিন্যাঃ কুরুসন্তম ! ।

উৎফালা বিপুলে নেত্রে ততস্তামিদমব্রবীৎ ॥১৬॥

কো হি মে ভোক্তুকামস্তা বিস্মং চরতি দুশ্মতিঃ ।

ন বিভেষি হিড়িম্বে ! কিং মৎকোপাদ্বিপ্রমোহিতা ॥১৭॥

ধিক্ ত্বামসতি ! পুংস্কামে ! মম বিপ্রিয়কারিণি ! ।

পূৰ্বেবাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং সৰ্বেষামযশস্করি ! ॥১৮॥

যানিমানাশ্রিতাহকারীবিপ্রিয়ং স্তমহশ্মম ।

এষ তানন্ত বৈ সৰ্বান্ হনিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥১৯॥

এবমুক্তা হিড়িম্বাং স হিড়িম্বো লোহিতেক্ষণঃ ।

বধায়াভিপপাতৈষাং দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সংক্ৰুদ্ধ ইতি । রাক্ষসো হিড়িম্বঃ । তস্তা হিড়িম্বায়া উপরি । উৎফালা বিক্ষাণ্ড ॥১৬॥

ক ইতি । বিপ্রমোহিতা মাহুধরূপেণাতিশয়মোহিতা ॥১৭॥

ধিগিতি । অসতি ! পুরুষান্তরকামুকত্বাৎ ॥১৮॥

যানিতি । আশ্রিতা রক্ষকত্বেন প্রাপ্তা সতী ॥১৯॥

এবমিতি । অভিপপাত দধাব । উপস্পৃশন্ সংঘটয়ন্ ॥২০॥

সেইরূপ মনোহর মাহুধমুষ্টি ধারণ করিতে দেখিয়াই পুরুষসঙ্কম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ইহা মনে করিয়া হিড়িম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥১৩—১৫॥

হে কোরবশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর হিড়িম্ব, ভগিনী হিড়িম্বার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিশাল নয়নযুগল বিক্ষারিত করিয়া, হিড়িম্বাকে এই কথা বলিল— ॥১৬॥

‘আমি ভোজন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, এ অবস্থায় কোন্ দুশ্মতি তাহার বিস্ম করিতেছে রে ? হিড়িম্বা ! তুই মোহিত হইয়া আমার কোপের ভয় করিতেছিস না ? ॥১৭॥

ধিক্ তোকে ; তুই অণু পুরুষের কামনা করিয়া অসতী হইয়াছিস, আমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিস্ এবং প্রাচীন রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের নিন্দা জন্মাইয়াছিস্ ॥১৮॥

তুই যাহাদের আশ্রয় লইয়া আমার গুরুতর অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিস্, এই এখনই আমি তোর সহিত তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিতেছি’ ॥১৯॥

সেই হিড়িম্ব হিড়িম্বাকে এইরূপ বলিয়া, আরক্তনয়ন হইয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্ত ধাবিত হইল ॥২০॥

তমাপতন্তুং সম্প্রেক্ষ্য ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।

ভং 'সয়ামাস তেজস্বী তিষ্ঠ তিষ্ঠতি চাত্রবীং ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনস্ত তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং প্রহসমিব ।

ভগিনীং প্রতি সংক্লুদ্বমিদং বচনমত্রবীং ॥২২॥

কিং তে হিড়িম্ব ! এতৈর্ব্বা স্তুথস্তৃপ্তৈঃ প্রবোধিতৈঃ ।

মামাসাদয় ছবুর্দ্ধৈ ! তরসা স্ত্বং নরাশন ! ॥২৩॥

ময্যেব প্রহরৈহি স্ত্বং ন স্ত্রিয়ং হস্তমহঁসি ।

বিশেষতো নাপকৃতে পরেণাপকৃতে সতি ॥২৪॥

নহীয়ং স্ববশা বালা কাময়ত্যন্থ মামিহ ।

চোদিতৈষা হনস্নেন শরীরাস্তরচারিণা ।

ভগিনী তব ছবুর্দ্ধ ! রক্ষসাং বৈ যশোহর ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । আপতন্তুমাগচ্ছন্তু । প্রহরতাং বোদ্ধবাম্ ॥২১॥

ভীমেতি । রাক্ষসং হিড়িম্বম্ । ভগিনীং হিড়িম্বাম্ ॥২২॥

কিমিতি । প্রবোধিতৈর্গর্জনেন জাগরিতৈঃ, কিংপ্রয়োজনম্ । তরসা বলেন ॥২৩॥

ময়ীতি । এহি আগচ্ছ । নাপকৃতে অনয়া অপকারকরণাভাবে, পরেণ ময়ৈব অপকৃতে সতি, মদ্রপেণাকর্ষণাদেবানয়া তবাপকারকরণপ্রতীতিরিত্যভাবঃ ॥২৪॥

নহীতি । চোদিতা প্রণোদিতা, অনস্নেন কামেন । যট্পদমিদং পদম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তামিতি । মেঘসম্ভ্রাতবয়সী অতিকৃষ্ণশরীরঃ ॥২—১৩॥ বাসগমিতি সমাসান্তঃ, তেন

যোদ্ধুশ্চেষ্টা ও তেজস্বী ভীমসেন তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিরস্কার করিলেন এবং 'থাম্ থাম্' এই কথা বলিলেন—॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম সেই রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন—॥২২॥

'হিড়িম্ব ! ইহারা স্তুথে নিজা যাইতেছেন, গর্জন করিয়া ইহাদিগকে জাগাইয়া তোর কি ফল হইবে ? ছবুর্দ্ধি রাক্ষস ! তুই বলপূর্ব্বক আমাকেই ধরু ॥২৩॥

আয়, তুই আমাকেই আগে প্রহার কর; তুই জ্বীহত্যা করিতে পারিবি না ; ও, তোর কোন অপকার করে নাই ; আমিই তোর অপকার করিয়াছি ॥২৪॥

[২৪]...বিশেষতোহনপকৃতে...

ষ্মিয়োগেন চৈবেয়ং রূপং মম সমীক্ষ্য চ ।
 কাময়ত্যন্ত মাং ভীৰুস্তব নৈষাপরাধ্যতি ॥২৬॥
 অনঙ্গেন কৃতে দোষে নেমাং গর্হিতুমহঁসি ।
 ময়ি তিষ্ঠতি দুষ্কোঅন্ ! ন স্ত্রিয়ং হস্তমহঁসি ॥২৭॥
 সঙ্গচ্ছ ময়া সার্কমেকেনৈকো নরাশন ! ।
 অহমেকো নয়িষ্যামি স্বামদ্য যমসাদনম্ ॥২৮॥
 অদ্য মদ্বলনিষ্পিক্তং শিরো রাক্ষস ! দীৰ্য্যতাম্ ।
 কুঞ্জরশ্বেব পাদেন বিনিষ্পিক্তং বলীয়সঃ ॥২৯॥
 অদ্য গাত্রাণি তে কঙ্কাঃ শ্চেনা গোমায়বস্তথা ।
 কর্ষন্তু ভুবি সংহৃষ্টা নিহতস্ত ময়া মূধে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ইতি । ষ্মিয়োগেন আগতেতি শেষঃ । ভীৰুস্তব এব ভয়শীলা ॥২৬॥
 অনঙ্গেনেতি । অথ মদাদেশাপালনাদেবনাং গর্হামি হসি চেত্যাহ ময়ীতি ॥২৭॥
 সঙ্গচ্ছেতি । সঙ্গচ্ছ ময়িলিতে ভব । নয়িষ্যামি নেচ্যামি ॥২৮॥
 অস্তেতি । শিরস্তব মন্তকম্ । কুঞ্জরস্ত হস্তিনঃ ॥২৯॥
 অস্তেতি । গাত্রাণি অঙ্গানি । কঙ্কাঃ পক্ষিবিশেষাঃ । গোমায়বঃ শৃগালাঃ ॥৩০॥

হে দুর্বৃত্ত ! হে রাক্ষসগণের যশোনাশক ! এই বালিকা আপন বশে
 কিয়া আজ আমাকে কামনা করে নাই ; শরীরাস্তর্গত কামই উহাকে প্রণো-
 দিত করিয়াছে ॥২৫॥

ও, তোর আদেশে আসিয়া, আমার রূপ দেখিয়াই আমাকে কামনা
 করিতেছে এবং এখনও তোর ভয় করিতেছে ; সুতরাং তোর কাছে কোন
 অপরাধ করে নাই ॥২৬॥

দোষ করিয়াছে কাম ; তাহাতে ইহাকে তিরস্কার করিতে পারিস্ না ।
 হুয়ায়া ! আমি থাকিতে তুই জ্বীহত্যা করিতে পারিবি না ॥২৭॥

নরখাদক ! তুই একা, আমিও একা ; তুই আমার সহিত মিলিত হ ।
 আমি একাই আজ তোকে যমালয়ে পাঠাইব ॥২৮॥

রাক্ষস ! বলবান্ হস্তীর চরণতুল্য মদ্বাহ দ্বারা তোর মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া
 আজ বিদীর্ণ হইয়া যাউক ॥২৯॥

আমি তোকে নিহত করিলে কঙ্ক, শ্চেন ও শৃগালগণ আনন্দিত হইয়া,
 হতললুপ্তিত তোর অঙ্গ সকল আজ আকর্ষণ করুক ॥৩০॥

ক্ষণেনাশ্ব করিষ্যেহমিদং বনমরাক্ষসম্ ।
 পুরা যদ্বিষিতং নিত্যং জয়া ভক্ষয়তা নরান্ ॥৩১॥
 অশ্ব ভাং ভগিনী রক্ষঃ ! কৃশ্যমাণং ময়াহসকৃৎ ।
 দ্রক্ষ্যত্যত্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্বিপম্ ॥৩২॥
 নিরাবাধাস্থয়ি হতে ময়া রাক্ষসপাংসন ! ।
 বনমেতচ্চরিস্বস্তি পুরুষা বনচারিণঃ ॥৩৩॥

হিড়িম্ব উবাচ ।

গর্জিতেন বৃথা কিস্তে কথিতেন চ মানুষ ! ।
 কুত্বতৎ কৰ্ম্মণা সৰ্ব্বং কথ্যেথা মা চিরং কৃথাঃ ॥৩৪॥
 বলিনং মন্থসে যচ্চাপ্যাত্মানং সপরাক্রমম্ ।
 জ্ঞাস্ত্বশৃণু সমাগম্য ময়াত্মানং বলাধিকম্ ॥৩৫॥
 ন তাবদেতান্ হিংসিয়ে স্বপশ্বেতে যথাস্বথম্ ।
 এষ স্বামেব ভুবুঁক্কে ! নিহম্ম্যাচ্চাপ্রিয়ংবদম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষণেনেতি । ক্ষণেনেত্যনেনাস্বনো বলাধিক্যং সূচিতম্ ॥৩১॥
 অশ্বোতি । হে রক্ষঃ ! রাক্ষস ! তব ভগিনী হিড়িম্বা । অত্রিপ্রতীকাশং পৰ্ব্বততুল্যম্ ॥৩২॥
 নিবিতি । নিরাবাধা নিবিঘ্নাঃ । হে রাক্ষসপাংসন ! রাক্ষসাধম্ ॥৩৩॥
 গর্জিতেনেতি । কথিতেন আশ্বপ্লাঘয়া । কথ্যেথাঃ শ্লাঘেথাঃ । চিরং বিলম্বম্ ॥৩৪॥
 বলিনমিতি । ময়া সহ সমাগম্য যুদ্ধায় মিলিষ্য । বলাধিকং ন বা ॥৩৫॥

আমি আজ ক্ষণকালমধ্যেই এই বনটাকে রাক্ষসশৃণু করিব । যে হেতু পূর্বে
 তুমি মানুষ ভক্ষণ করিতে থাকিয়া সর্বদাই এই বনটাকে দূষিত করিয়াছিস্ ॥৩
 রাক্ষস ! সিংহ যেমন বৃহৎ হস্তীকে আকর্ষণ করে, তেমন আমিও অ
 পৰ্ব্বততুল্য তোকে বার বার আকর্ষণ করিব ; ইহা তোমার ভগিনী দেখিবে ॥৩
 রাক্ষসাধম ! আমি তোকে বধ করিলে, বনচারী মনুষ্যগণ নিবিঘ্ন হই
 এই বনে বিচরণ করিবে' ॥৩৩॥

হিড়িম্ব বলিল—‘হে মানুষ ! তোমার অনর্থক গর্জন করায় ফল কি ও
 আশ্বপ্রশংসায়ই বা ফল কি ? মুখে যাহা বলিলি, কার্য্য দ্বারা সে সকল করি
 পরে আশ্বপ্রশংসা কর ; বিলম্ব করিস্ না ॥৩৪॥

তুমি যে আপনাকে আপনি পরাক্রমশালী ও বলবান্ বলিয়া মনে করিতেছি
 আমার সহিত মিলিত হইয়াই তাহা আজ জানিতে পারিবি যে নিজে বল
 কি না ॥৩৫॥

পীত্বা তবামৃগগাত্রেভাস্ততঃ পশ্চাদিমানপি ।

হনিষ্যামি ততঃ পশ্চাদিমাং বিপ্রিয়কারিণীম্ ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো বাহুং প্রগৃহ্য পুরুষাদকঃ ।

অভ্যদ্রবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমরিসন্দমম্ ॥৩৮॥

তস্তাভিদ্ৰবতস্তুর্গং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

বেগেন প্রহিতং বাহুং নিজগ্রাহ হসন্নিব ॥৩৯॥

নিগৃহ্য তং বলাদ্বীমো বিষ্ফুরন্তং চকর্ষ হ ।

তস্মাদ্দেশাঙ্কনং যুক্তৌ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪০॥

ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবেন বলাদ্বিতঃ ।

ভীমসেনং সমালিঙ্গ্য বানদন্তৈরবং রবম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এতান্ হ্রদিতরান্ মাংসান্ । অপ্রিয়ং বদং কটভাষণম্ ॥৩৬॥

পীত্বেতি । অহং গোপিতম্ । ইমান্ গৃহিতান্ মাংসান্ । ইমাং হিড়িম্বাম্ ॥৩৭॥

এবমিতি । প্রগৃহ্য প্রসাধ্য, পুরুষাদকো রাক্ষসো হিড়িম্বঃ ॥৩৮॥

তস্তেতি । তস্তা হিড়িম্বস্ত । প্রহিতং ধারণায় প্রেরিতং প্রসারিতমিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

নিগৃহেতি । বিষ্ফুরন্তং করচরণাদিসঞ্চালনাং স্পন্দমানম্ । অষ্টৌ ধনুষি ষাট্ৰিংশদন্ত-
পরিমিতদেশমিত্যর্থঃ, “চতুर्वিংশাঙ্গুলো হস্তো ধন্তশ্চতুর্দশতরম্” ইতি শ্রুতে: ॥৪০॥

তত ইতি । ভৈরবং ভয়ঙ্করং রবং বানদন্তৈরাকরোদিত্যর্থঃ ॥৪১॥

প্রথমে ইহাদিগকে বধ করিব না, ইহারা যথাস্থখে শয়ন করিয়া থাকুক ।
কিন্তু দুর্দ্দম্য ! তুমি অপ্রিয়ভাষী বলিয়া এই আমি তোকেই বধ করিতেছি ॥৩৬॥

আগে তোমার শরীর হইতে রক্ত পান করিয়া, তাহার পর ইহাদিগকেও বধ
করিব, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী হিড়িম্বাকেও বধ করিব ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া হিড়িম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বাহু
প্রসারিত করিয়া, শক্রহস্তা ভীমের প্রতি ধাবিত হইল ॥৩৮॥

হিড়িম্ব বেগে ধাবিত হইয়া সম্বর বাহু প্রসারণ করিলে, ভয়ঙ্কর-পরাক্রম-
শালী ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন সে বাহু ধারণ করিলেন ॥৩৯॥

তখন হিড়িম্ব অঙ্গসঞ্চালন করিতে থাকিলে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র হরিণকে
লইয়া যায়, সেইরূপ ভীমসেন বলপূর্বক হিড়িম্বকে সে স্থান হইতে বত্রিশ হাত
দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন ॥৪০॥

তাহার পর, হিড়িম্ব ভীমের আক্রমণে পীড়িত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমকে
বাহু দ্বারা বেটন করিয়া ধরিয়া, ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল ॥৪১॥

পুনর্ভীমো বলাদেনং বিচকর্ষ মহাবলঃ ।

মা শব্দঃ স্তম্ভস্থপ্তানাং ভ্রাতৃণাং মে ভবেদিতি ॥৪২॥

অন্তোন্ত্য তৌ সমাসান্ত বিচকর্ষতুরোজসা ।

হিড়িম্বো ভীমসেনশ্চ বিক্রমং চক্রতুঃ পরম্ ॥৪৩॥

বভঞ্জতুস্তদা বৃক্ষাল্লতাশ্চাকর্ষতুস্তদা ।

মত্তাবিব চ সংরকৌ বারণৌ বষ্টিহায়নৌ ॥৪৪॥

তয়োঃ শব্দেন মহতা বিবুদ্ধান্তে নরর্ষভাঃ ।

সহ মাত্রা চ দদৃশুর্হিড়িম্বামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে
ভীমহিড়িম্বযুদ্ধে সপ্তচস্কারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি । ভ্রাতৃণাং নিজাব্যাঘাতকো মা ভবেদিতি হেতোঃ ॥৪২॥

অন্তোন্ত্যমিতি । সমাসান্ত গৃহীত্বা । বিচকর্ষতুরিতি গুণ আধঃ ॥৪৩॥

বভঞ্জতুরিতি । আকর্ষতুরাচক্ৰতুঃ । অভ্যাসলোপো গুণচাধঃ । সংরকৌ ক্রুদ্ধৌ ॥৪৪॥

তয়োরিতি । মাত্রা কৃত্ত্যা সহ, তে যুধিষ্ঠিরদমঃ, বিবুদ্ধা জাগরিতাঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিক্তবাসীগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে সপ্তচস্কারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অকারান্তঃ শব্দঃ ॥১৪—২৭॥ গমিত্যমি গময়িত্যমি । নয়িত্যমীতি বা পাঠঃ ॥২৮—৪৩॥

আকর্ষতুঃ আচক্ৰতুঃ ॥৪৪—৪৫॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তচস্কারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৭॥

সেই শব্দ স্তম্ভনিজিত ভ্রাতাদের নিজার ব্যাঘাত না করে এই জন্ত মহাবল
ভীম বলপূর্বক পুনরায় হিড়িম্বকে আকর্ষণ করিয়া আরও দূরে লইয়া
গেলেন ॥৪২॥

তখন ভীম ও হিড়িম্ব পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে
লাগিলেন এবং বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলেন ॥৪৩॥

তখন বষ্টিবর্ষবয়স্ক (পূর্বযৌবন,) মত্ত ও ক্রুদ্ধ দুইটা হস্তীর ছায় তাঁহারা
গাছ ভাঙিতে লাগিলেন এবং লতা ছিড়িতে থাকিলেন ॥৪৪॥

তাঁহাদের গুরুতর শব্দে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি জাগরিত হইয়া, সম্মুখে
হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৫॥

* ‘...একপকাশদধিকঃ...’ ‘...ত্রিপকাশদধিকঃ...’ ‘...পঞ্চাষ্ট্যদধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রবুদ্ধান্তে হিড়িম্বায়া রূপং দৃষ্ট্ৰাতিমাহুযম্ ।
বিস্মিতাঃ পুরুষব্যাভ্রা বভূবুঃ পৃথয়া সহ ॥১॥
ততঃ কুন্তী সমীকৈক্যনাং বিস্মিতা রূপসম্পদা ।
উবাচ মধুরং বাক্যং সাশ্বপূর্ব্বমিদং শনৈঃ ॥২॥
কশ্য ভ্বং সুরগর্ভাভে ! কা বাহসি বরবর্ণিনি ! ।
কেন কার্য্যেণ সম্প্রাপ্তা কুতশ্চাগমনং তব ॥৩॥
যদি বাহস্য বনস্য ভ্বং দেবতা যদি বাহপ্সরাঃ ।
আচক্ষু মম তৎ সর্ব্বং কিমর্থং বেহ তিষ্ঠসি ॥৪॥

হিড়িম্বোবাচ ।

যদেতৎ পশ্যসি বনং নীলমেঘনিভং মহৎ ।
নিবাসো রাক্ষসশ্চৈষ হিড়িম্বস্য মমৈব চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রবুদ্ধা ইতি । প্রবুদ্ধা ভীমহিড়িম্বয়োগজ্ঞেনে জাগরিতাঃ । পৃথয়া কুন্ত্যা ॥১॥
তত ইতি । রূপসম্পদা হিড়িম্বায়াঃ সৌন্দর্যাতিরেকেণ । সাশ্বপূর্ব্বম্ অহুতম্ ॥২॥
কশ্যেতি । হে সুরগর্ভাভে ! দেববালিকাতুল্যো ! । সম্প্রাপ্তা অত্রোপস্থিতা ॥৩॥
যদীতি । আচক্ষু ক্রুহি ॥৪॥
যদিতি । নিবাসো বসতিস্থানম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি কুন্তীর সহিত জাগরিত হইয়া, হিড়িম্বার অলৌকিক রূপ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১॥

তাহার পর, কুন্তী হিড়িম্বাকে দেখিয়া, তাহার রূপে বিস্মিত হইয়া, বিনয়-সহকারে ধীরে ধীরে এই মধুর বাক্য বলিলেন—৥২॥

‘হে দেববালিকাতুল্যে ! সুন্দরি ! তুমি কে ? বা কাহার ? কি কার্য্যেই বা আসিয়াছ ? কোথা হইতেই বা তোমার আগমন হইয়াছে ? ॥৩॥

তুমি কি এই বনের দেবতা ? না অঙ্গরা ? কি জন্তুই বা এখানে অবস্থান করিতেছ ? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বল’ ॥৪॥

হিড়িম্বা বলিল—‘নীলমেঘের স্তায় এই যে বিশাল বন দেখিতেছেন, ইহাই হিড়িম্ব রাক্ষসের এবং আমার বাসস্থান ॥৫॥

[৫] নিবাসো রাক্ষসশ্চৈব...

তস্ত মাং রাক্ষসেস্তস্ত ভগিনীং বিদ্ধি ভাবিনি ! ।

ভাত্ৰা সস্ত্রেষিতামার্যে ! সপুত্রোং স্বাং জিঘাংসতা ॥৬॥

ক্রূরবুদ্ধেরহং তস্ত বচনাদাগতা স্তিহ ।

অদ্রাক্ষং নবহেমাক্ষং তব পুত্রং মহাবলম্ ॥৭॥

ততোহহং সর্বভূতানাং ভাবে বিচরতা শুভে ।

চোদিতা তব পুত্রস্ত মম্মথেন বশানুগা ॥৮॥

ততো বৃতো ময়া ভর্তা তব পুত্রো মহাবলঃ ।

অপনেতুঞ্চ যতিতো ন চৈব শকিতো ময়া ॥৯॥

চিরায়মাণং মাং জ্ঞাস্বা ততঃ স পুরুষাদকঃ ।

স্বয়মেবাগতো হস্তমিমান্ সর্বাংস্তবাস্ত্রজান্ ॥১০॥

স তেন মম কাস্তেন তব পুত্রেণ ধীমতা ।

বলাদিতো বিনিপ্পিস্ত ব্যপনীতো মহাস্থনা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । বিদ্ধি জানীহি । জিঘাংসতা হস্তমিচ্ছতা ॥৬॥

ক্রূরেতি । নবং হেমব গৌরমলং যন্ত তম্ ॥৭॥

তত ইতি । হে শুভে ! । ভাবে আস্থনি । চোদিতা প্রণোদিতা সতী ॥৮॥

তত ইতি । অপনেতুঞ্চ ইতঃ অপসারয়িতুঞ্চ । যতিতঃ শকিত ইত্যভয়ত্রাপীড়াগম
আর্থঃ ॥৯॥

চিরেতি । চিরায়মাণং বিলম্বমানাম্ । পুরুষাকো নরভক্ষকো হিড়িম্বঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবৃদ্ধা ইতি ॥১—৫॥ জিঘাংসিতুং হস্তং স্বার্থে সন্ ॥৬—৭॥ ভাবে চিন্তে ॥৮—১০॥

আমি সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্বের ভগিনী ; আর্যে ! পুত্রগণের সহিত
আপনাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ভাতাই আমাকে পাঠাইয়াছেন ॥৬॥

আমিও ঋণগ্রস্তি সেই রাক্ষসের আদেশ-অনুসারে এখানে আসিয়া, নব-
কাশনবর্ণ এবং অত্যন্ত বলবান্ আপনার পুত্রকে দেখিলাম ॥৭॥

তাহার পরেই সকল প্রাণীর চিন্তে বিচরণকারী কামদেবের প্রেরণায় আমি
আপনার পুত্রের বশবর্তিনী হইয়া পড়িয়াছি ॥৮॥

তাহার পর আমি আপনার বলবান্ পুত্রকে পতিরূপে বরণ করিলাম এবং
এস্থান হইতে সরাইয়া নিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না ॥৯॥

তৎপরে সেই রাক্ষস আমার বিলম্ব দেখিয়া নিজেই আপনার এই সব কয়টি
পুত্রকেই বধ করিবার জন্ত আসিয়াছিল ॥১০॥

[৬]...সপুত্রোং স্বাং জিঘাংসিতুঞ্চ ।

বিকর্ষন্তো মহাবেগো গর্জমানো পরস্পরম্ ।

পশ্য ত্বং যুধি বিক্রান্তাবেতো চ নররাক্ষসো ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্তাঃ ঐতৈব বচনমুৎপপাত যুধিষ্ঠিরঃ ।

অৰ্জুনো নকুলশ্চৈব সহদেবশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥১৩॥

তো তে দদৃশুরাসক্তৌ বিকর্ষন্তৌ পরস্পরম্ ।

কাজ্জমাণৌ জয়ক্লেব সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥১৪॥

অথাত্মোত্মং সমাল্লিষ্য বিকর্ষন্তৌ পুনঃ পুনঃ ।

দাবামিধুমসদৃশং চক্রভূঃ পার্ধিবং রজঃ ॥১৫॥

বহুধা-রেণু-সংবীতো বহুধাধর-সন্নিভো ।

বভ্রাজ্জুর্ঘথা শৈলৌ নীহারেণাভিসংযুতো ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স হিড়িম্বঃ । ভীমেন জ্ঞাপিত্বাশ্বদেব তব পুত্রেণেত্বাক্তম্ ॥১১॥

বিকর্ষন্তাবিতি । বিক্রান্তৌ মহাশক্তিশালিনৌ ॥১২॥

তস্তা ইতি । তস্তা হিড়িম্বায়াঃ । উৎপপাত শয়নাদুত্তমো ॥১৩॥

তাবিতি । তৌ ভীমহিড়িম্বৌ, তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, আসক্তৌ পরস্পরমিলিতৌ ॥১৪॥

অথেতি । পার্ধিবং ভৌমম্, রজঃ ধূলিম্, চক্রভূঃ উথাপয়ামাসতুঃ ॥১৫॥

বহুধেতি । বহুধারেণুভিঃ পার্ধিবদলিভিঃ সংবীতো আবৃতাক্তৌ । বহুধাধরঃ

পর্কতঃ ॥১৬॥

তখন আমার পতি, আপনার সেই বুদ্ধিমান পুত্র বলপূর্ব্বক সেই রাক্ষসকে
নিষ্পেষণ করিয়া এস্থান হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন ॥১১॥

আপনি দেখুন—ঐসে মানুষ ও রাক্ষস পরস্পর গর্জন ও আকর্ষণ করিতে
থাকিয়া, মহাবেগে ও মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হিড়িম্বার কথা শুনিয়াই বলবান্ যুধিষ্ঠির, অৰ্জুন,
নকুল ও সহদেব গাত্রোত্থান করিলেন ॥১৩॥

তখন তাঁহারা দেখিলেন—বলমত্ত দুইটা সিংহের স্থায় ভীম ও হিড়িম্ব
পরস্পর মিলিত হইয়া আকর্ষণ করতঃ পরস্পর জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥১৪॥

সে সময়ে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, বার বার আকর্ষণ করতঃ
দাবায়ির ধূমের মত ধূলি উড়াইতেছিলেন ॥১৫॥

তখন পর্ব্বততুল্য বিশাল শরীর ভীমসেন ও হিড়িম্ব ধূলিবাণ্ড হইয়া, নীহার-
ব্যাণ্ড পর্ব্বতদ্বয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥

রাক্ষসেন তদা ভীমং ক্লিষ্টমানং নিরীক্ষ্য চ ।

উবাচৈদং বচঃ পার্থঃ প্রহসন্ শনকৈরিব ॥১৭॥

ভীম ! মা ভৈর্মহাবাহো ! ন ত্বাং বুধ্যামহে বয়ম্ ।

সমৈতং ভীমরূপেণ রক্ষমাশ্রমকর্ষিতম্ ॥১৮॥

সাহায্যেহস্মি স্থিতঃ পার্থঃ পাতয়িষ্যামি রাক্ষসস্ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাতরং গোপয়িষ্যতঃ ॥১৯॥

ভীমসেন উবাচ ।

উদাসীনো নিরীক্ষস্ব ন কার্যঃ সস্ত্রমস্তয়া ।

ন জাত্বয়ং পুনর্জীবেন্মদ্ব্যাস্তুরমাগতঃ ॥২০॥

অর্জুন উবাচ ।

কিমেনে চিরং ভীম ! জীবতা পাপরক্ষসা ।

গম্ভব্যে ন চিরং শ্রাতুমিহ শক্যমরিন্দম ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসেনেতি । ক্লিষ্টমানং পীড়মানম্ । পার্থোহর্জুনঃ, যোগ্যস্বাং ॥১৭॥

ভীমেতি । ন বুধ্যামহে জ্যোৎস্নায়াং সত্যামপি রাত্রিবশাং সমাগ্ জানীমহে ॥১৮॥

সাহায্য ইতি । সাহায্যে ভব সাহায্যকরণে । পার্থোহহমর্জুনঃ ॥১৯॥

উদাসীন ইতি । উদাসীনো মৎপক্ষপাতরহিতঃ । সত্ত্বয়ো রাক্ষসবিনাশায় ব্যস্ততা ॥২০॥

কিমিতি । কিং ফলম্, অপি তু কিমপি নেত্যর্থঃ । গম্ভব্যে ইতোহস্মাকং গমনো-
চিত্যে ॥২১॥

তখন হিড়িম্ব ভীমকে নিপীড়ন করিতেছে দেখিয়া অর্জুন হাসিতে হাসিতেই
যেন ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন—॥১৭॥

‘আর্য্য ! মহাবাহু ভীমসেন ! ভয় করিবেন না ; আপনি ভীষণ
রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে
পারিতেছি না ॥১৮॥

আমি অর্জুন ; আপনার সাহায্য করিবার জগ্ন প্রস্তুত হইয়াছি ; আমি
উহাকে নিপাত করিব ; নকুল ও সহদেব মাতৃদেবীকে রক্ষা করিবে’ ॥১৯॥

ভীম বলিলেন—‘অর্জুন ! ব্যস্ত হইও না ; নিরপেক্ষ থাকিয়া নিরীক্ষণ
কব । এই রাক্ষস আমার বাহ্যুগলের ভিতরে আসিয়াছে ; স্তুরাং আর
কখনও বাঁচিতে পারিবে না’ ॥২০॥

অর্জুন বলিলেন—‘আর্য্য ভীম ! এই পাণ্ডায়া রাক্ষসকে বেশী কাল
জীবিত রাখিয়া ফল কি ? আমাদের বাইতে হইবে, এখানে বেশী কাল থাকা
উচিত নহে ॥২১॥

পুরা সংরজ্যতে প্রাচী পুরা সক্ষ্যা প্রবর্ততে ।
 রৌদ্রে মুহূৰ্ত্তে রক্ষাংসি প্রবলানি ভবন্ত্যত ॥২২॥
 স্বরস্ব ভীম ! মা ক্রীড় জহি রক্ষো বিভীষণম্ ।
 পুরা বিকুরুতে মায়াং ভুজয়োঃ সারমর্পয় ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অৰ্জ্জুনেনৈবযুক্তস্ত ভীমো রোসাঙ্জলম্বিব ।
 বলমাহারয়ামাস যদ্বায়োৰ্জগতঃ ক্ষয়ে ॥২৪॥
 ততস্তত্ৰাপ্নুদাভস্ত ভীমো রোষাত্তু রক্ষসঃ ।
 উৎক্ষিপ্যাভ্রাময়দেহং তূর্ণং শতগুণং তদা ॥২৫॥

ভীমসেন উবাচ ।

বৃথা মাংসৈস্ব'ধা পুষ্ঠৌ বৃথা বৃদ্ধৌ বৃথামতিঃ ।
 বৃথা মরণমহংস্বং বৃথাহ ন ভবিষ্যসি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পুয়েতি । পুরা অব্যবহিতপরসময়ে, সংরজ্যতে অরুণোদয়াং রক্তবর্ণা ভবিষ্যতি । পুরা
 ক্রিয়ৎপরম্বেব । রৌদ্রে তদাখ্যে হৃদ্যোদয়াং পূৰ্ণবর্তিনি । রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ ॥২২॥

স্বরস্বেতি । বিভীষণং বিশেষণ ভয়ঙ্করম্ । পুরা পরবর্তিনি রৌদ্রে মুহূৰ্ত্তে, বিকুরুতে
 আবিকুরিষ্যতি, অয়ং রাক্ষস ইতি শেনঃ । সারং সৰ্বং বলম্ ॥২৩॥

অৰ্জ্জুনেতি । যদ্ যাদৃশং বলং ভবতি, তাদৃশং বলম্, আহারয়ামাস বাহোরানিষ্ঠে ॥২৪॥

তত ইতি । অহুদাভস্ত মেঘতুলাকৃষ্ণবর্ণস্ত । উৎক্ষিপ্য উত্তোল্য ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যাপনীতো দূরে নীতঃ ॥১১—২০॥ গন্তব্যো সতি চিরং স্থাতুং ন শক্যম্ ॥২১—২২॥ বিভীষণং
 বিশেষণ ভয়ঙ্করম্, পুরা প্রাগেব মায়াং বিকুরুতে রক্ষো রৌদ্রে মুহূৰ্ত্তে, অতঃ, অশ্বিন্ সারং
 বলম্, অর্পয় নিপাতয়, এনং শীঘ্রং জহীত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ আভ্রাময়ং সমস্তাভ্রামিতবান্ ॥২৫॥

কিছু কাল পরেই পূৰ্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, প্রাতঃসন্ধ্যার কাল
 আসিবে; সেই রৌদ্রমুহূৰ্ত্তে রাক্ষসেরা প্রবল হইয়া থাকে ॥২২॥

অতএব আৰ্য্য ! ভীম ! সত্বর হউন, খেলা করিবেন না, ভীষণ রাক্ষসকে
 মারিয়া ফেলুন; না হইলে, কিছু পরেই ও মায়া বিস্তার করিবে । স্ততরাং
 বাহুদ্বয়ের সম্পূর্ণ বল দিন' ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অৰ্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ভীমসেন ক্রোধে অলিতে
 থাকিয়াই যেন, বাহুযুগলে প্রলয়কালীন বায়ুর তুল্য বল আহরণ করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর, ভীম ক্রোধবশতঃ সেই কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের শরীরটাকে উত্তোলন
 করিয়া তখনই শতগুণ বেগে সত্বর ঘুরাইতে লাগিলেন ॥২৫॥

ক্ষেমমত্ত করিষ্যামি যথা বনমকণ্টকম্ ।

ন পুনরানুযান্ হত্বা ভক্ষয়িষ্যসি রাক্ষস ! ॥২৭॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যদি বা মন্যসে ভারং তুমিমং রাক্ষসং যুধি ।

করোমি তব সাহায্যং শীঘ্রমেব নিপাত্যতাম্ ॥২৮॥

অথবাহপ্যহমেবৈনং হনিষ্যামি বৃকোদর ! ।

কৃতকৰ্ম্মা পরিশ্রান্তঃ সাধু তাবদুপারম ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা ভীমসেনোহত্যমৰ্ষণঃ ।

নিষ্পিষ্টো ন বলাদ্ভূমৌ পশুमारममारय ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

বুধেতি । বৃথা দেবাদিত্যোহদত্তত্বান্নিফলৈর্মানসৈঃ, বৃথা পুষ্টো লোকোপকারাকরণা-
ন্নিফলং সবলীভূতঃ, বৃথা বৃদ্ধো জ্ঞানাহুদয়াৎ, বৃথামতিনিফলবুদ্ধিবিবেকাভাবাৎ, বৃথা মরণং
রোগব্যতিরিক্তকারণেন মৃত্যুং, অর্হঃ প্রাপ্তং যোগ্যত্বম্, অস্ত বৃথা ন ভবিষ্যসি, অপি তু
ভবিষ্যন্তেবেত্যর্থঃ, মৃতত্বাৎ ॥২৬॥

ক্ষেমমিতি । ক্ষেমম্ অস্ত দেশস্ত মঙ্গলম্ । যথা যতঃ, বনমকণ্টকং করিষ্যামি ॥২৭॥

যদীতি । ভারং হস্তং দৃষ্ণম্ ॥২৮॥

অথবেতি । কৃতকৰ্ম্মা রাক্ষসস্ত কাতরতাকরণাদেব কৃতকার্যঃ । উপারম বিরম ॥২৯॥

তস্তেতি । অত্যমৰ্ষণো নিতান্তক্রুদ্ধঃ সন্ । পশোরিব মারো মারণং যস্মিন্ কৰ্ম্মণি
তদযথা তথা ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

বৃথা বৃদ্ধো দীর্ঘত্বং গতঃ, বৃথামরণং বাহযুদ্ধেন হতস্ত স্বর্গকীর্ত্যোরভাবাৎ ॥২৬—২৭॥ ক্রোধো-

ভীমসেন বলিলেন—‘তুই বৃথা মাংস দ্বারা বৃথা পরিপুষ্ট, বৃথা বুদ্ধ ও বৃথা-
বুদ্ধি হইয়াছিস্ ; সুতরাং তোর বৃথা মৃত্যু হওয়াই উচিত ; তুই আজ বৃথা
হইবি না ? ॥২৬॥

আমি আজ এই বনটাকে নিষ্কণ্টক করিয়া এ দেশের মঙ্গল করিব ।
রাক্ষস ! তুই আর মানুষ মারিয়া খাইতে পারিবি না’ ॥২৭॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘আর্য্য ! আপনি যদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভার বলিয়া
মনে করেন, তবে আমি আপনার সাহায্য করিতেছি, সম্বর ইহাকে নিপাত
করুন ॥২৮॥

অথবা আমিই ইহাকে বধ করিব ; আপনি কৃতকার্য্য হইয়া পরিশ্রান্ত
হইয়াছেন ; সুতরাং আপনি বিরত হউন ॥২৯॥

স মাধ্যমাণো ভীমেন ননাদ বিপুলং স্বনম্ ।
 পূবয়ংস্তম্বনং সৰ্বং জলার্জ ইব ছন্দুভিঃ ॥৩১॥
 বাহুভ্যাং যোক্তু যিদ্ধা তং বলবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
 মধ্যে ভঙ্ক্তু মহাবাহুর্হর্যামাস পাণ্ডবান্ ॥৩২॥
 হিড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টান্তে তরস্বিনঃ ।
 অপূজয়ন্নব্যাভ্রং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥৩৩॥
 অভিপূজ্য মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ।
 পুনরেবার্জুনো বাক্যমুবাচেদং রুকোদরম্ ॥৩৪॥
 ন দূরে নগরং মন্ত্রে বনাদস্মাদহং বিভো ! ।
 শীঘ্রং গচ্ছাম ভদ্রং তে ন নো বিঘ্নাৎ স্নযোধনঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । মাধ্যমাণো নিহন্তমানঃ । ননাদ চকার ॥৩১॥
 বাহুভ্যামিতি । আশ্বনো বাহুভ্যাম্, যোক্তু যিদ্ধা পৃষ্ঠোপরি পদং দৃষ্টা শিরসা সহ চরণ-
 দ্বয়ং যোজয়িষ্যত্বা । যোক্তুং যুক্তং কৃষ্যতি যোক্তু যিদ্ধা করোত্যর্থেনস্তাৎ ক্তু ॥৩২॥
 হিড়িম্বমিতি । তে হৃষিক্তিরাদয়ঃ, তরস্বিনো বলবন্তঃ । অপূজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥৩৩॥
 অভিপূজ্যেতি । ইদমহুপদমুচ্যমানম্ ॥৩৪॥
 নেতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমন্তু । নঃ অস্মান্, বিঘ্নাৎ অত্র স্থিতত্বেন জানীয়াৎ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দীপনয়ার্জুন উবাচ । যদি বেতি ॥৩৮—৩১॥ যোক্তু যিদ্ধা নিবধা উরোদেশে গৃহীত্বা প্রতীপং

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অৰ্জুনের সেই কথা শুনিয়া, ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, হিড়িম্বকে বলপূর্বক ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন ॥৩০॥

ভীম যখন হিড়িম্বকে বধ করিতেছিলেন, তখন সে সেই বন পরিপূর্ণ করিয়া জলার্জ ছন্দুভির আয় বিশাল শব্দ করিল ॥৩১॥

বলবান্ ভীমসেন হস্ত দ্বারা হিড়িম্বরাক্ষসের মস্তকের সহিত পাদদ্বয় সংযুক্ত করিয়া, মধ্যদেশে ভাঙ্গিয়া, অপর পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করিলেন ॥৩২॥

তখন বলবান্ পাণ্ডবগণ হিড়িম্বরাক্ষসকে নিহত দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, শক্রহস্তা নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর, অৰ্জুন ঙয়ঙ্কর-শক্তিশালী মহাত্মা ভীমসেনের পূজা করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

‘আর্য্য ! আমি মনে করি—এই বন হইতে নগর অধিক দূরে নহে ।

ततः सर्वे तथेच्छुः । मात्रा सह महारथाः ।

প্রযযুঃ পুরুষব্যাহ্রা হিড়িম্বা চৈব রাক্ষসী ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি
হৈড়িন্বে হিড়িন্বেবধো নামাষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০৥ *

উনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ভীমসেন উবাচ ।

স্মরন্তি বৈরং রক্ষাংসি মায়াশ্রিত্য মোহিনীম্ ।

হিড়িম্বে ! ব্রজ পন্থানং ত্বমিমাং ভ্রাতৃসেবিতম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ଦ୍ରୁକ୍ତୋଽପି ପୁରୁଷବ୍ୟାଘ୍ର ! ଭୀମ ! ମାମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରିୟଂ ବଧୀଃ ।

শরীরপ্ত্যভ্যধিকং ধন্যং গোপায় পাণ্ডব ! ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যাত্রা কুস্তা । হিড়িম্বা চ তৈঃ সার্কং প্রযযৌ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি হৈড়িষে অষ্টচাৰিংশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১০॥

अप्रसूति । इमं गर्भैव कृतम्, तव आत्मा हिङ्गिधेन सेवितमाश्रितं मृत्युमित्यर्थः ॥१॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনাম্য যষ্টিবন্ধাধাংশে ভঙ্ক্ত। ত্রোটিয়িদ্ধা পশুবারমমারয়ং পাণ্ডবাংক হৰ্ষমামসে-
 ত্যব্বয়ঃ ॥৩২—৩৬॥

ইতি আদিপবণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৮॥

সুতরাং আমরা সত্বর সেখানে যাইব; তাহা হইলে আর দুর্ঘোষন আমাদেরকে জানিতে পারিবে না। আপনার মঙ্গল হউক।’’ ৩৫॥

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত যাইতে লাগিলেন ; হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে থাকিল ॥৩৬॥

ভীম বলিলেন—‘রাক্ষসেরা মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং হিড়িম্বা! তুইও তোর ভাইয়ের এই পথেই যা’ ॥১৮

* ‘...षिपकाशदधिकः...’ ‘...चतुःपकाशदधिकः...’ ‘...षट्षष्टाधिकः...’ इति पाठास्तत्राणि ।

[२]...शरणागतशुद्ध्याः च धर्मम् ।

বধাভিপ্ৰায়মায়ান্তমবধীস্থং মহাবলম্ ।
 রক্ষসস্তস্ত ভগিনী কিং নঃ ক্রুদ্ধা করিষ্যতি ॥৩॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হিড়িম্বা তু ততঃ কুন্তীমভিবাচ কৃতাজ্জলিঃ ।
 যুধিষ্ঠিরঞ্চ কোন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪॥
 আৰ্যো ! জানাসি যদুঃখমিহ জ্ঞীগামনস্ৰজম্ ।
 তদিদং মামনুপ্রাপুং ভীমসেনকৃতং শুভে ! ॥৫॥
 সোঢ়ং তৎ পরমং দুঃখং ময়া কালপ্রতীক্ষয়া ।
 সোহয়মভ্যাগতঃ কালো ভবিতা মে স্থথোদয়ঃ ॥৬॥
 ময়া হ্যৎসজ্য সূহৃদঃ স্বধৰ্ম্মং স্বজনং তথা ।
 বৃতোহয়ং পুরুষব্যাক্রান্তব পুত্রঃ পতিঃ শুভে ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি । শরীরস্ত গুপ্তে রক্ষণাদভ্যধিকম্ । গোপায় রক্ষ ॥২॥
 বধেতি । বধস্ত অভিপ্রায়ো যস্ত তৎ হিড়িম্বম্ । তদুপগত্যন্ততো দুর্বলতমিত্যাশয়ঃ ॥৩॥
 হিড়িম্বোতি । ভীমপ্রাপ্তো গতাস্তরাভাবাৎ কুন্তীযুধিষ্ঠিরয়োবচনয়োঃ ॥৪॥
 আৰ্য ইতি । জানাসি, আয়নঃ দ্বীদাদেবেতি ভাবঃ । অনঙ্গং কাম্যজ্ঞাতম্ ॥৫॥
 সোঢ়মিতি । কালপ্রতীক্ষয়া যদি কদাচিন্নানোমতঃ পুরুষঃ প্রাপ্যত ইত্যশয়েত্যর্থঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রবন্তীতি । ভ্রাতৃসেবিতং পদ্যনং যুতাম্ ॥১—৩॥ অভিবাচ্য আৰ্যো ! ইত্যভ্যস্ত,
 যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম ! ক্রুদ্ধ হইয়াও জ্ঞীহৃত্যা করিও না ।
 কারণ, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ধৰ্ম্মরক্ষা অধিক ; সুতরাং সেই ধৰ্ম্ম রক্ষা কর ॥২॥
 মহাবল হিড়িম্ব আমাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়েই আসিয়াছিল, তুমি
 তাহাকে বধ করিয়াছ ; এ অবস্থায় তাহার ভগিনী ক্রুদ্ধ হইয়াই বা আমাদের
 কি করিবে’ ? ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, হিড়িম্বা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন
 করিয়া, কৃতাজ্জলি হইয়া, তাহাদের নিকট এষ্ট কথা বলিল—॥৪॥

‘আৰ্য্যে ! জ্ঞীলোকদের কামজনিত যে কি দুঃখ হয়, তাহা আপনি জানেন ।
 আপনার ভীমসেনকৃত সেই দুঃখ এই আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥৫॥

সেই দারুণ দুঃখ আমি কালপ্রতীক্ষা করিয়া এ যাবৎ সস্ত করিয়াছি ;
 সেই কাল এই উপস্থিত হইয়াছে ; এখন সুখের আবির্ভাব হইবে ॥৬॥

বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি ! ।
 প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৮॥
 তদহঁসি কৃপাং কর্তুং ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি ! ।
 তন্মাং মুচ্যেতি মত্বা ত্বং ভক্তা চানুগতেতি চ ॥৯॥
 ভব্রানেন মহাভাগে ! সংযোজয় স্নাতেন তে ।
 তমুপাদায় গচ্ছেয়ং যথেষ্টং দেবরূপিণম্ ।
 পুনশ্চৈবানয়িষ্যামি বিশ্রান্তং কুরু মে শুভে ! ॥১০॥
 অহং হি মনসা ধ্যাতা সর্বান্নৈষ্যামি বঃ সদা ।
 বৃজিনাতারয়িষ্যামি দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি । স্বধর্মমিত্যনেন রাক্ষসোচিতত্বৈরচারিত্বপরিভোগহচনেনোক্তনঃ পবিত্রতা
 স্থচिता ॥৭॥

বীরেণেতি । অনেন ভীমসেনেন । প্রত্যাখ্যাতা নিরাকৃত্য ॥৮॥

তদ্বিত্তি । মৃঢ়া কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীনী ॥৯॥

ভব্রেনেতি । গচ্ছেয়ং রক্তমিতি শেষঃ । আনয়িষ্যামি তবাস্তিকমেবানৈষ্যামি । বিশ্রান্তং
 ময়ি মথাক্যে চ বিশ্বাসম্ । ষট্পদমিদং পঞ্চম্ ॥১০॥

অহমিতি । ধ্যাতা যুয্যতিশ্চিহ্নিতা । বৃজিনাষিপদঃ । দুর্গেষু দুর্গমেষু ॥১১॥

আমি বন্ধুবর্গ, স্বধর্ম ও স্বজন পরিভোগ করিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার
 এই পুত্রটাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি ॥৭॥

হে যশস্বিনি ! এই বীর ভীমসেন এবং আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান
 করেন, তাহা হইলে আমি বাঁচিব না ; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥৮॥

অতএব আপনি আমাকে মুক্তা, ভক্তা ও অনুগতা মনে করিয়া আমার
 উপরে দয়া করুন ॥৯॥

ভাগ্যবতি ! আপনার এই পুত্রই আমার পতি । সুতরাং আপনি উহার
 সহিত আমাকে সংযুক্ত করিয়া দিন । আমি এই দেবমুণ্ডি পতিকে লইয়া
 অভীষ্ট স্থানে যাইব, আবার আনিয়া দিব ; আপনি আমার উপরে বিশ্বাস
 করুন ॥১০॥

আপনারা আমাকে মনে মনে চিন্তা করিবামাত্রই আমি আপনাদের
 সকলকেই দুর্গম বিষম স্থানেও লইয়া যাইব এবং বিপদ হইতে উদ্ধার
 করিব ॥১১॥

পৃষ্ঠেন বো বহিষ্ঠ্যামি শীজং গতিমভীপ্সতঃ ।

যুয়ং প্রসাদং কুরুত ভীমসেনো ভজ্ঞেত মাম্ ॥১২॥

আপদস্তরণে প্রাণান্ ধারয়েদ্‌যেন তেন বা ।

সৰ্ব্বমাদৃত্য কৰ্তব্যং তং ধৰ্ম্মমমুৰ্বৰ্ততা ॥১৩॥

আপংস্ যো ধারয়তি ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মবিহুস্তমঃ ।

বাসনং হেব ধৰ্ম্মস্তা ধৰ্ম্মিণামাপচুচ্যতে ॥১৪॥

পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে ।

যেন যেনাচরেন্ধৰ্ম্মং তস্মিন্ গৰ্হা ন বিণ্ডতে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পৃষ্ঠেনেতি । বো যুয়ান্, বহিষ্ঠ্যামি বক্ষ্যামি । ইড়াগম আৰ্ঃ । প্রসাদমমুগ্রহম্ ॥১২॥
অথ বিয়ংসাজ্ঞাপনেন স্মিয়ান্তে মহতোব নানতেতাহ আপদ ইতি । অমুৰ্বৰ্ততা-
সরতা ॥১৩॥

কামাপদো যমোদ্ধারেন যুস্মাকং ধৰ্ম্ম এব ভবেদিত্যাহ আপংস্বিতি । য আপংস্ পরস্ত
ধৰ্ম্মম্, ধারয়তি রক্ষতি স এব উত্তমো ধৰ্ম্মবিৎ । তব কা নাম আপদিত্যাহ বাসনমিতি ।
ধৰ্ম্মস্তা বাসনং ভ্রংশঃ । ভীমস্ত পতিত্বেন বরণাদিদানীং পুরুষান্তরগ্রহণে ধৰ্ম্মভ্রংশ এবেতি
ভাবঃ ॥১৪॥

অথ রাক্ষসীপরিণয়ে ভীমস্ত নিন্দা ভবেদিত্যাহ পুণ্যমিতি । ধারয়তি রক্ষতি । অত-
এব পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে । ধৰ্ম্মং তং পুণ্যম্ । গৰ্হা নিন্দা । ভীমেন পরিণয়ভাবে যৎ-
প্রাণা ন স্বাস্তস্তীতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

চৌরাদিকস্ত বদে রূপম্ ॥৪—১১॥ বহিষ্ঠ্যামি প্রাপয়িষ্ঠ্যামি, আপ ইট্ । “প্রবক্ষ্যামি” ইতি
পাঠেইপি বহেবের রূপম্ । গতিং গম্যং দেশম্ ॥১২॥ আবৃত্যাসীকৃত্য ॥১৩॥ বাসনং

আপনারা শীজ যাইতে ইচ্ছা করিলে, আমি আপনাদিগকে পিঠে করিয়া
বহন করিব । আপনারা অমুগ্রহ করুন, ভীম আমার পাণি গ্রহণ করুন ॥১২॥

বিপদ উপস্থিত হইলে, যে কোন উপায়ে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া
প্রাণ ধারণ করিবে এবং ধৰ্ম্মের অনুসরণ করিয়া আদরপূর্বক সকল কার্য্যই
করিবে ॥১৩॥

বিপদের সময় যিনি পরের ধৰ্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মজ্ঞ ; আর
ধৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়াকেই ধার্ম্মিকের বিপদ বলা হয় ॥১৪॥

ধৰ্ম্ম প্রাণ রক্ষা করে, এই জন্তই ধৰ্ম্মকে প্রাণদাতা বলে । অতএব যে যে
উপায়ে ধৰ্ম্ম করা যায়, তাহাতে কোন নিন্দা নাই ॥১৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এবমেব যথাশ্চ স্বং হিড়িম্বে ! নাত্র সংশয়ঃ ।

স্বাতব্যস্ত স্বয়া সত্যে যথা ক্রয়াং স্তমধ্যমে ! ॥১৬॥

স্নাতং কৃতাহ্নিকং ভদ্রে ! কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ।

ভীমসেনং ভজ্ঞেথাস্ত্বং প্রাগস্তগমনাদ্রবেঃ ॥১৭॥

অহঃস্ব বিহরানেন যথাকামং মনোজবা ।

অয়ং স্থানয়িতব্যস্তে ভীমসেনঃ সদা নিশি ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈতি তৎ প্রতিজ্ঞায় ভীমসেনোহব্রবীদিদম্ ।

শৃণু রাক্ষসি ! সত্যেন সময়ং তে বদাম্যহম্ ॥১৯॥

যাবৎ কালেন ভবতি পুত্রস্তোৎপাদনং শুভে ! ।

তাবৎ কালং গমিষ্যামি ত্বয়া সহ স্তমধ্যমে ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । আশ্চর্যবিশিষ্ট । সত্যে স্বাতব্যং ন পুনঃ প্রত্যাহ্বানং কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

স্নাতমিতি । দিবসে তু তাদৃশং রাক্ষসমায়াজ্ঞমস্বাকং নাস্তীত্যশয়ঃ ॥১৭॥

অহঃস্বিতি । অনেন ভীমেন সহ । মনস ইব জবো বেগো যস্তাঃ সা ॥১৮॥

তথৈতি । সময়ং স্বয়া সাক্ষং মম বিহারকালম্ ॥১৯॥

যাবদিতি । গমিষ্যামি যথেষ্টবিহারায়ৈতি ভাবঃ ॥২০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘হিড়িম্বে ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তবে, সুন্দরি ! আমি যেরূপ বলিতেছি, তোমার সেই-রূপ সত্য রক্ষা করিতে হইবে ॥১৬॥

ভদ্রে ! ভীম স্নান, আহ্নিক ও মাস্তলিক বেশ-ভূষাদি করিলে পর, সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি উহার সহিত বিহার করিবে ॥১৭॥

তুমি মনের স্থায় বেগশালিনী হইয়া দিনের বেলায় ইচ্ছানুসারে উহার সহিত বিহার করিবে ; কিন্তু প্রত্যহই রাত্রিবেলায় উহাকে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে হইবে’ ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—‘তাহাই হইবে’ এইরূপ স্বীকার করিয়া ভীম এই কথা বলিলেন—‘রাক্ষসি ! শোন, আমি তোমার নিকট সত্যভাবে বিহারের সময় বলিতেছি— ॥১৯॥

‘সুন্দরি ! যে পর্য্যন্ত তোমার পুত্র জন্মিবে, সেই পর্য্যন্তই আমি তোমার সহিত বিহার করিবার জন্ত গমন করিব, (তাহার পরে আর পারিব না) ॥২০॥

তথেন্তি তৎ প্রতিক্রিয়া হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা ।
 ভীমসেনমুপাদায় শৌৰ্দ্ধমাচক্রেমে ততঃ ॥২১॥
 শৈলশৃঙ্গেষু রম্যেযু দেবতায়তনেষু চ ।
 মৃগপক্ষিবিঘৃষ্টেষু রমণীয়েষু সৰ্বদা ॥২২॥
 কৃষ্ণা চ পরমং রূপং সৰ্বাভরণভূষিতা ।
 সঞ্জলন্তী স্তমধুরং রময়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
 তথৈব বনভূগেষু পুষ্পিতক্রমসানুযু ।
 সরঃসু রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুক্তেষু চ ॥২৪॥
 নদীদ্বীপপ্রদেশেষু বৈদূৰ্য্যসিকতাসু চ ।
 স্তূতীৰ্ধবনতোয়াসু তথা গিরিনদীষু চ ॥২৫॥
 কাননেষু বিচিত্রেষু পুষ্পিতক্রমবল্লিষু ।
 হিমবদ্গিরিকুঞ্জেষু গুহ্যসু বিবিধাসু চ ॥২৬॥
 প্রফুল্লশতপত্রেষু সরঃস্বমলবারিষু ।
 সাগরসু প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তথেন্তি । সা হিড়িম্বা, উৰ্দ্ধম্, আচক্রেমে গভবতী ॥২১॥

শৈলেন্তি । মৃগপক্ষিভিবিঘৃষ্টেষু শব্দিতেষু । পরমং স্তমধরম্ ॥২২—২৩॥

তথেন্তি । সপ্তম্যস্তানাং পদানাং বক্ষ্যমাণস্য রময়ামাসেত্যনয়া ক্রিয়য়াধঃ । বনাস্তেব
 চৰ্গাস্তেষু । পুষ্পিতা ক্রমা যেষু তাদৃশেষু সাহসু পৰ্বতসমতলদেশেষু । বৈদূৰ্য্যরূপাঃ সিকতা-
 স্তাহ । শোভনানি তীর্থানি ঘট্টাঃ বনানি ভোয়ানি চ যাসাং তাহ । পুষ্পিতা ক্রমা বনয়ো
 লতাসু যেষু তেষু । প্রফুল্লানি বিকসিতানি শতপত্রাণি পদ্মানি যেষু তেষু । মণিভির্হেম-

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ স্বীকার করিয়া হিড়িম্বা রাক্ষসী তখনই ভীমকে
 লইয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল ॥২১॥

তাহার পর, হিড়িম্বা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
 হইয়া, অতিমধুর বাক্য বলিতে থাকিয়া, পশু-পক্ষীর রবযুক্ত মনোহর পৰ্ব্বত-
 শৃঙ্গে এবং স্তম্ভর স্তম্ভর দেবতার স্থানে যাইয়া ভীমের সহিত বিহার করিতে
 লাগিল ॥২২—২৩॥

এবং স্তম্ভর বন, পুষ্পিত-বৃক্ষ-পূর্ণ পার্বত্য সমতল ভূমি, পদ্ম ও উৎপলযুক্ত
 মনোহর সরোবর, নদীর দ্বীপ, বৈদূৰ্য্যমণিময়-বালুকাভূমি, স্তম্ভর ঘাট, বন ও
 জলযুক্ত পার্বত্যনদী, পুষ্পিত বৃক্ষ-লতা-পূর্ণ বিচিত্র বন, হিমালয়কুঞ্জ, নানা-

(২৭) পশ্বেষু চ রম্যেযু মহাশালবনেষু চ । দেবারণ্যেযু... ।

পতনেষু চ রম্যেষু তথৈবোপবনেষু চ ।

দেবারণ্যেযু পুণ্যেযু তথা পর্বতসান্নেযু ॥২৮॥

গুহ্যকানাং নিবাসেযু তাপসায়তনেষু চ ।

সর্ব্বভুক্ষলপুষ্পেযু মানসেযু সরঃসু চ ॥২৯॥

বিভ্রতী পরমং রূপং রময়ামাস পাণ্ডবম্ ।

রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা ॥৩০॥ (কুলকম্)

প্রজ্জ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনান্নাহবলম্ ।

বিরূপাক্ষং মহাবক্ত্রং শঙ্করুণং বিভীষণম্ ॥৩১॥

ভীমনাদং স্ততাত্রোষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহারবম্ ।

মহেষাসং মহাবীৰ্য্যং মহাসত্ত্বং মহাভূজম্ ॥৩২॥

মহাজবং মহাকাযং মহামায়মরিন্দমম্ ।

দীর্ঘঘোণং মহোরক্ষং বিকটোদ্বক্ষসিগ্ধিকম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ভিচ্চ চিত্তেযু ব্যাণ্ডেযু । পতনেষু নগরেষু । গুহ্যকানাং যক্ষাণাম্ । সর্ব্বেষু স্বতুষ্ট ফলানি পুষ্পাণি চ যেষু তেষু, মানসেযু তদাখ্যেযু । গৌরবাস্থহবচনম্ । রময়ন্তী হাবভাবাদিনা আনন্দয়ন্তী, মনোজবা মনোবদেব বেগবতী হিড়িম্বা ॥২৪—৩০॥

প্রজ্জ্ঞ ইতি । প্রজ্জ্ঞে জনয়ামাস । সর্করুণকর্ম্মমার্গম্ । রাক্ষসী হিড়িম্বা । বিরূপে বিকৃতে অক্ষিপী যন্ত তম্ । শঙ্করুণং সূক্ষ্মাগ্রৌ কর্ণৌ যন্ত তম্, বিশেষণে ভীষণন্তম্ । মহেষাসং মহাধনুর্ধরম্ । মহাসত্ত্বং বিশেষাধাবসায়শীলম্ । দীর্ঘা ঘোণা নাসিকা যন্ত তম্

ভারতভাবদীপঃ

বাধকম্ ॥২৪—৩০॥ শঙ্করুণং তীক্ষ্ণগ্রন্থকরুণম্ ॥৩১—৩২॥ দীর্ঘঘোণং দীর্ঘনাসিকম্ ।

বিধ গুহা, প্রক্ষুটিত পদ্য ও নির্ম্মল-জলযুক্ত সরোবর, মণিময় ও সুবর্ণময় সমুদ্রতীর, মনোহর নগর ও উপবন, পবিত্র দেববন ও পার্শ্বভ্য সমতল ভূমি, মক্ষালয়, তপস্বীর আশ্রম এবং সকল ঋতুতেই পুষ্প ও ফলযুক্ত মানসসরোবর, এই সকল স্থানে মনের স্রাব্য বেগগামিনী হিড়িম্বা মনোহর :রূপ ধারণ করিয়া, হাব-ভাবাদি দ্বারা ভীমসেনকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া, তাঁহার সহিত বিহার করিল ॥২৪—৩০॥

তাহার পর, হিড়িম্বা ভীমসেন হইতে একটী বলবান্ পুত্র প্রসব করিল ; তাহার নয়নযুগল বিকৃত, মুখমণ্ডল বিশাল, কর্ণযুগল শঙ্কর (পেরেকের) স্রায় সূক্ষ্মগ্র, শব্দ ভয়ঙ্কর, ওষ্ঠ তাদ্রবর্ণ, দন্ত সূতীক, কণ্ঠস্বর বিকট, ধনুর্বিদ্ধা অধিক, তেজ গুরুতর, অধ্যবসায় অভ্যস্ত, বাহুযুগল সূদীর্ঘ, বেগ গুরুতর, শরীর বিশাল,

অমানুষং মানুষজং ভীমবেগং মহাবলম্ ।

যঃ পিশাচানভীত্যান্মান্ বহুবাতীৰ রাক্ষসান্ ॥৩৪॥ (কলাপকম্)

বালোহপি যৌবনং প্রাপ্তোহমানুষেষু বিশাংপতে ! ।

সৰ্বাত্মেষু পরং বীরঃ প্রকর্ষমগমদ্বলী ॥৩৫॥

সদ্যো হি গর্ভান্ রাক্ষসো লভন্তে প্রসবন্তি চ ।

কামরূপধরশ্চৈব ভবন্তি বহুরূপিকাঃ ॥৩৬॥

প্রণম্য বিকচঃ পাদাবগৃহ্নাৎ স পিতৃস্তুদা ।

মাতৃশ্চ পরমেধাসন্তো চ নামাস্তু চক্রতুঃ ॥৩৭॥

ঘটোহাস্তোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত ।

অত্রবীন্তেন নামাস্তু ঘটোৎকচ ইতি স্ম হ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

বিকটং বিশালং যথা স্তম্ভা উৎকচা জাহ্নবুল্ফকায়োর্মধ্যে বৃতা পিণ্ডিকা রথচক্রনাভিবৎ গোল-
মাংসতুপো যেন তম্ । অমানুষং রাক্ষসম্ । অন্তান্ পিশাচান্ রাক্ষসাংস্ত অতীত্য অতীব
বৃদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৩১—৩৪॥

নম্র প্রস্তুতমাজে কথযীদৃশতেত্যাং বাল ইতি । অমানুষেষু রাক্ষসেষু মধ্যে ॥৩৫॥

অথ তথাপি কথমেতদুপপন্নত ইত্যাহ সন্ত ইতি । সন্ত ইতি সর্বত্রাধীমতে ॥৩৬॥

প্রণমোতি । বিশিষ্টাঃ কচাঃ কেশা যন্ত সঃ । পরমেধাসো মহাধনুর্ধরঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বিকটে বক্রে উৎকচে উচ্চে পিণ্ডিকে জাহ্নবুল্ফকায়ন্তরে, পাশ্চাত্যপ্রদেশঃ পিণ্ডিকা, তে যে
বস্ত তং বিকটোৎকচপিণ্ডিকম্ ॥৩৩—৩৬॥ বিকচঃ কেশহীনঃ ॥৩৭॥ ঘট ইতি ঘটসাদৃশ্যং
বটঃ শিরঃ । “বটঃ সমাধিভেদে না শিরঃকটকটেবু চ” ইতি মেদিনী । হৃৎপিণ্ডম্, অন্ত
মায়ী ভয়ঙ্কর, নাসিকা দীর্ঘ, বক্ষ বৃহৎ, জাহ্নু ও গুল্ফের পশ্চাত্তাগ বিশাল ও
গোল এবং আকৃতি অতিভীষণ ছিল ; আর সে মানুষ হইতে জন্মিয়াও অমানুষ
(রাক্ষস) হইয়াছিল এবং অস্ত্রাস্ত্র রাক্ষস ও পিশাচগণকে অতিক্রম করিয়া
তখনই অতিভীষণ হইয়াছিল ॥৩১—৩৪॥

মহারাজ ! সেই হিড়িম্বার পুত্র বালক হইয়াও যৌবন লাভ করিয়াছিল
এবং বলবান্ বীর হইয়া রাক্ষসের মধ্যে সমস্ত অন্ত্রে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ
করিয়াছিল ॥৩৫॥

কারণ, রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তাই প্রসব করে এবং সেই সন্তানও
অতি কামরূপী ও বহুরূপী হইয়া থাকে ॥৩৬॥

বিলক্ষণ-কেশ-যুক্ত সেই হিড়িম্বাপুত্র তখনই পিতা ও মাতাকে নমস্কার
করিয়া তাঁহাদের চরণ ধারণ করিল ; তাঁহারাও উহার নামকরণ করিলেন ॥৩৭॥

অমুরক্তশ্চ তানাসীং পাণ্ডবান্ স ঘটোৎকচঃ ।
 তেবাঞ্চ দয়িতো নিত্যমাত্মভূতো বভূব সং ॥৩৯॥
 সংবাসসময়ো জীর্ণ ইত্যভাষ্য ততস্ত তান্ ।
 হিড়িম্বা সময়ং কৃৎস্না স্বাং গতিং প্রত্যপদ্যত ॥৪০॥
 ঘটোৎকচো মহাকায়ঃ পাণ্ডবান্ পৃথয়া সহ ।
 অভিবাণ্ড যথান্যায়মব্রবীচ্চ প্রভাষ্য তান্ ॥৪১॥
 কিং করোম্যহমার্য্যাণাং নিঃশঙ্কং বদতানঘাঃ ।
 তং ব্রুবন্তঃ ভৈমসেনিং কুন্তী বচনমব্রবীৎ ॥৪২॥
 স্বং কুরুগাং কুলে জাতঃ সাক্ষাস্তীমসমো হসি ।
 জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোহসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক ! ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ঘটেতি । ঘটশ্চৈব উহা বিতর্কো যস্ত তত্তাদৃশং যৎ আশ্রয়ং মুখং মন্তকমিত্যর্থঃ তত্র
 উক্কাঃ কচাঃ কেশা যস্ত সং । ইতি হেতোঃ । অব্রবীৎ লোক ইতি শেষঃ ॥৩৯॥
 অব্রিতি । অম্ব লক্ষ্যীকৃত্য রক্তো ভক্ত্যাসক্তঃ । আশ্রভূত আশ্রয়ান্তর্গতঃ ॥৩৯॥
 সংবাসেতি । সংবাসস্ত ভীমেন সহ বাসস্ত সময়ঃ জীর্ণঃ অতীতঃ, পুত্রোৎপত্তিপূর্ণ্যন্তঃ
 পূর্ণ ভীমেন নিয়মিতস্বাদিত ভাবঃ । সময়ং শপথম্ । স্বাং গতিং স্বস্থানম্ ॥৪০॥
 ঘটোৎকচ ইতি । পৃথয়া কুন্ত্যা । প্রভাষ্য সম্বোধ্য ॥৪১॥
 কিমিতি । আর্য্যাণাং পুজ্যানাং ভবতাম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

পুত্রস্ত উৎকচো বিকেশো যতন্ততো ঘট উৎকচো যন্তেতি যোগাৎ ঘটোৎকচ ইতি নামাব্রবীৎ

সেই হিড়িম্বাপুত্রের মাথাটা ঘটের মত এবং তাহাতে উঁচু উঁচু চুল ছিল
 বলিয়া হিড়িম্বা তাহাকে ‘ঘটোৎকচ’ বলিল ; তাহাতেই সকলে তাহাকে
 ‘ঘটোৎকচ’ বলিয়া ডাকিত ॥৩৮॥

সেই ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের প্রতি অমুরক্ত হইয়াছিল বলিয়া সে তাঁহাদের
 সর্বদা প্রিয় এবং আশ্রয়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল ॥৩৯॥

ভীমের সহিত সহবাস করিবার সময় অতীত হইয়াছিল বলিয়া হিড়িম্বা
 পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া এবং একটি শপথ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া
 গেল ॥৪০॥

বিশালশরীর ঘটোৎকচ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে যথানিয়মে অভিবাদন
 করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—॥৪১॥

‘হে নিষ্পাপগণ ! আমি আপনাদের কি করিব, তাহা নিঃশঙ্কভাবে বলুন’ ।
 ঘটোৎকচ এই কথা বলিলে, কুন্তী তাহাকে বলিলেন—॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পৃথয়াহপ্যেবমুক্তস্ত প্রণম্যৈব বচোহব্রবীৎ ।

যথা হি রাবণো লোকে ইন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ ।

বদ্রবীৰ্য্যসমো লোকে বিশিষ্টশ্চাভবং নৃষু ॥৪৪॥

কৃত্যকাল উপস্থাস্ত্রে পিতৃনিতি ঘটোৎকচঃ ।

আমস্ম্য রক্ষসাং শ্রেষ্ঠঃ প্রতস্থে চোত্তরাং দিশম্ ॥৪৫॥

স হি স্রষ্টো মঘবতা শক্তিহেতোর্মহাত্মনা ।

কর্ণস্থাপ্রতিবীৰ্য্যস্ত প্রতিযোদ্ধা মহারথঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি হৈড়িশ্বে
ঘটোৎকচোৎপত্তির্নামোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্মৃতি । পঞ্চানাম্ পাণ্ডবানাম্ ॥৪৩॥

পৃথয়েতি । ইন্দ্রজিচ্চ তৎপুত্রস্তৎসম এব মহাবল আসীদিতি শেষঃ । তথৈবাহং পিতৃ-
ভীমসেনস্ত বদ্রবীৰ্য্যং দেহেন বীৰ্য্যেণ চ সমঃ অভবম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

কৃত্যেতি । কৃত্যকালে কার্য্যকালে । এতেন হিড়িম্বায়া অপি সময় উক্তঃ ॥৪৫॥

নম্ ঘটোৎকচঃ কথমীদৃশীকৃত্য বিধাতা সৃষ্ট ইত্যাহ স ইতি । মঘবতা ইন্দ্রেন । শক্তি-
হেতোঃ স্বদত্তশক্তিনামাস্রবায়হেতোঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি হৈড়িশ্বে উনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

১৬৮॥ আত্মনিত্যং স্ববশঃ ॥৩৯॥ সংবাসসময়ঃ সহবাসকালঃ, জীর্ণঃ অতীতঃ; পুত্রোৎপত্তি-

‘তুমি কুরুবংশে জন্মিয়াছ, সাক্ষাৎ ভীমের তুল্য হইয়াছ এবং পঞ্চ পাণ্ডবের
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াছ; অতএব পুত্র ! তুমি আমাদের সাহায্য কর’ ॥৪৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—কুন্তী এইরূপ বলিলে, ঘটোৎকচ প্রণাম করিয়া
তাঁহাকে বলিল—‘পূর্বকালে যেমন রাবণ ছিলেন, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজিৎও
তেমনই মহাবল ছিলেন; আমিও সেইরূপ মনুষ্যলোকে আকারে ও বলে
পিতার তুল্যই বিশিষ্ট হইয়াছি ॥৪৪॥

অতএব কার্য্যের সময়ে আমি পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইব’ এই কথা
বলিয়া বিদায় লইয়া, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ উত্তর দিকে চলিয়া গেল ॥৪৫॥

৪১—৪৪ অয়মংশঃ কতিপয়পুস্তকে নাস্তি । * ‘...ত্রিপঞ্চাশদধিকঃ...’ ‘...পঞ্চপঞ্চাশ-
দধিকঃ...’ ‘...উনসত্ত্বত্যন্তরঃ...’ ইতি পাঠান্তরাপি ।

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—
বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে বনেন বনং গচ্ছা স্নস্তো মৃগগণান্ বহুন্ ।

অপক্রম্য যযু রাজন্ ! ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥১॥

মৎস্তান্ ত্রিগৰ্ত্তান্ পাঞ্চালান্ কীচকান্ভুরেণ চ ।

রমণীয়ান্ বনোদ্দেশান্ প্রেক্ষমাণাঃ সরাংসি চ ॥২॥

জটাঃ কৃষ্ণাশ্বানঃ সর্বে বঙ্কলাজিনবাসসঃ ।

সহ কুন্ত্যা মহাত্মানো বিভ্রতস্তাপসং বপুঃ ॥৩॥

কচিদ্ধহস্তো জননীং ত্বরমাণা মহারথাঃ ।

কচিচ্ছন্দেন গচ্ছন্তুস্তে জগ্মুঃ প্রসভং পুনঃ ॥৪॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । বনেন বনপথেন, বনং বনাভ্যন্তরম্ । এতেন পাণ্ডবা হিড়িম্বাশ্রিতবনং বিহায় ঘটোৎকচোৎপত্তিপৰ্য্যন্তং বনাভ্যন্তর এবাসন্নিতি প্রতীয়তে । অপক্রম্য বনান্নিগত্য ॥১॥

মৎস্তানিতি । মৎস্তাদয়ো দেশাঃ । অস্তুরেণ তত্তদ্দেশমধোন । আশ্বান আশ্বান ইতি বীণা জেয়া । বপুর্ভাষ্করম্ । ছন্দেন অভিপ্রায়েণ শনৈঃ শনৈরিত্যর্থঃ । “অভিপ্রায়চ্ছন্দ আশয়ঃ” ইত্যমরঃ । প্রসভং সবলং সবেগমিতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥২—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পৰ্য্যন্তমেব তস্ত কৃতত্বাৎ ॥৪০—৪৪॥ সময়মেবাহ—কৃতোতি ॥৪৫॥ ঘটোৎকচোৎপত্তি-প্রয়োজনমাহ—স হীতি ॥৪৬॥

ইতি আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪২॥

—:—

মহাত্মা ইন্দ্র নিজদত্ত শক্তি-অস্ত্র ব্যয় করাইবার জন্ত অপ্রতিবল কর্ণের প্রতিযোদ্ধা মহারথ কবিবার উদ্দেশে ঘটোৎকচকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পাণ্ডবগণ বনপথে অস্ত্র বনে হাইয়া, বহুতর মৃগ বধ করিয়া, সে বন হইতে নির্গত হইয়া, সন্ধ্যা গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥

তাহারা সকলেই জটা, বঙ্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া, তপস্বী সাজিয়া, মৎস্ত, ত্রিগৰ্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচকদেশের ভিতর দিয়া, মনোহর বনপ্রান্ত্র এবং সরোবর দেখিতে থাকিয়া, কোথাও কুন্তীর সহিত, কোথাও কুন্তীকে বহন

(১) তে বলেন বনং গচ্ছা..., তে বনেন বনং বীরাঃ... । (৪) কচিচ্ছন্দেন...

ব্রাহ্মং বেদমধীয়ান্না বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ ।
 নীতিশাস্ত্রঞ্চ ধর্মজ্ঞা দদৃশুস্তে পিতামহম্ ॥৫॥
 তেহভিবাণ্ড মহাজ্ঞানং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ।
 তস্মুঃ প্রাপ্ত্বলয়ঃ সর্বেষ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥৬॥
 ব্যাস উবাচ ।

ময়েদং ব্যাসনং পূর্বং মনসা বিদিতং নৃপাঃ ! ।
 যথা তু তৈরধর্মোণ ধার্তরাষ্ট্রৈর্বিবাসিতাঃ ॥৭॥
 তদ্বিদিদ্রাস্মি সম্প্রাপ্তশ্চিকীর্ষুঃ পরমং হিতম্ ।
 ন বিষাদোহত্র কর্তব্যঃ সর্বমেতং স্তথায় বঃ ॥৮॥
 সমাস্তে চৈব মে সর্বেষ যুয়ং চৈব ন সংশয়ঃ ।
 দীনতো বালতশ্চৈব স্নেহং কুর্বন্তি বান্ধবাঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মমিতি । ব্রাহ্মং ব্রহ্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রমুপনিষদাদি । পিতামহং ব্যাসম্ ॥৫॥
 ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । মাত্রা কুন্ত্যা ॥৬॥
 ময়েতি । ব্যাসনং বিপং । হে নৃপাঃ ! নৃপপুত্রাঃ ! ॥৭॥
 তদ্বিতি । সম্প্রাপ্তো যুয়াকং সন্নিধাবৃপস্থিতঃ । চিকীর্ষুঃ কণ্ঠমিচ্ছুঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ত ইতি । বনেন বনং বনাধনম্ ॥১—৪॥ ব্রাহ্মং বেদং ব্রহ্মপ্রতিপাদকমুপনিষদ-
 করিয়া লইয়া, কোথাও ধীরে এবং কোথাও বেগে গমন করিতে লাগি-
 লেন ॥২—৪॥

উপনিষদ, বেদ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র পাঠ করিতে থাকিয়া যাইতে
 যাইতে তাঁহারা কোন সময়ে আপনাদের পিতামহ বেদব্যাসকে দেখিতে
 পাইলেন ॥৫॥

তখন কুন্তীর সহিত তাঁহারা সকলেই মহাত্মা বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া,
 কৃতজ্ঞলি হইয়া দাঁড়াইলেন ॥৬॥

তখন বেদব্যাস বলিলেন—‘ব্রাহ্মপুত্রগণ ! আমি পূর্বেই তোমাদের এই
 বিপদের বিষয় মনে মনে জানিতে পারিয়াছি যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অস্ত্রায়
 করিয়া তোমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে ॥৭॥

তাহা জানিয়াই আমি তোমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিবার জন্ত উপস্থিত
 হইয়াছি । তোমরা ইহাতে দুঃখ করিও না ; এ সমস্তই তোমাদের সুখের
 জন্ত হইতেছে ॥৮॥

তস্মাদভ্যধিকঃ স্নেহো যুস্মাং মম সাম্প্রতম্ ।
 স্নেহপূর্বং চিকীর্ষামি হিতং বস্তুমিবোধত ॥১০॥
 ইদং নগরমভ্যাসে রমণীং নিরাময়ম্ ।
 বসতেহ প্রতিচ্ছমা মমাগমনকাজ্জিহ্বাঃ ॥১১॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 এবং স তান্ সমাশ্বাস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।
 একচক্রামভিগতঃ কুন্তীমাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ ॥১২॥
 পুনরেব চ ধর্ম্মাশ্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ।
 ব্যাস উবাচ ।

জীব পুত্রি ! স্নতস্তেহয়ং ধর্ম্মনিত্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সমা ইতি । যুযু, তে ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ সর্ব্ব এব মে সমাস্থল্যাঃ, উভয়ত্রাপি তুল্যসম্পর্কাৎ ।
 দীনতো বালতশ্চেভ্যভয়ত্রাপি ভাবপ্রধাননির্দেশঃ । তেন দৈন্তাশ্বালাদ্বৈতার্থঃ ॥৯॥
 তস্মাদিতি । তস্মাদিদানীং দীনত্বাৎ । বো যুস্মাকম্ ॥১০॥
 ইদমিতি । অভ্যাসে সমীপে । প্রতিচ্ছমা ঈদৃশবেশে নৈব গুপ্তব্রূপাঃ ॥১১॥
 এবমিতি । একচক্রাং তদাধ্যাং নগরীম্, অতি লক্ষ্যীকৃত্য, গতঃ প্রস্থিতঃ ॥১২॥

তোমরা এবং তাহারা সকলেই আমার নিকট সমান ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তথাপি দীনতা ও শিশুতানিবন্ধন বন্ধুগণ অধিক স্নেহ জন্মাইয়া থাকে ॥৯॥

অতএব এখন তোমাদের উপরেই আমার অধিক স্নেহ দাঁড়াইয়াছে । তাই আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাদের হিত করিবার ইচ্ছা করিতেছি ; তাহা শোন ॥১০॥

মনোহর অথ চ রোগপীড়াবিহীন এই একটা নগর নিকটে দেখা যাইতেছে ; পুনরায় আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া তোমরা এই গুপ্তবেশেই এখানে বাস কর' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস এইভাবে পাণ্ডবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, একচক্রাপুরীর দিকে যাইতে থাকিয়া, কুন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ধর্ম্মাশ্বা বেদব্যাস পুনরায় এই কথা বলিলেন । ব্যাস কহিলেন—‘কুন্তি ! ঐচ্ছিয়া থাক ; সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমার এই পুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম

ধৰ্মেণ পৃথিবীং জিহ্বা মহাত্মা পুরুষৰ্ধভঃ ।
 পৃথিব্যাং পার্থিবান্ সৰ্বান্ প্রশাসিষ্যতি ধৰ্ম্মরাট্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 পৃথিবীমখিলাং জিহ্বা সৰ্বাং সাগরমেথলাম্ ।
 ভীমসেনার্জুনবলাদ্ ভোক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫॥
 পুত্রাস্তব চ মাদ্র্যাশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথাঃ ।
 সরাস্ত্রে বিহরিষ্যন্তি স্বেং স্বমনসঃ সদা ॥১৬॥
 যক্ষ্যন্তি চ নরবাত্সা নির্জিত্য পৃথিবীমিমাম্ ।
 রাজসূয়াখমেধাঽগ্নেঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৭॥
 অনুগৃহ্য স্বেদগং ভোগৈশ্বৰ্য্যসুথেন চ ।
 পিতৃপৈতামহং রাজ্যমিমে ভোক্ত্যন্তি তে হুতাঃ ॥১৮॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 এবমুক্ত্বা নিবেশ্যেতান্ ত্রাক্ষণশ্চ নিবেশনে ।
 অত্রবীৎ পাণ্ডবশ্চৈষ্ঠমুখির্দৈপায়নস্তদা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি । ধৰ্ম্মায়া বাসঃ । পুত্রি ! কৃষ্ণি ! । পার্থিবান্ নৃপতীন ॥১৩—১৪॥
 পৃথিবীমিতি । ন বিস্ততে খিলং প্রতিবন্ধকং যন্তামিতাখিলমিত্যপোনরুতাম্ ॥১৫॥
 পুত্রা ইতি । স্বমনসঃ শত্রোরভাবাৎ প্রসন্নচিত্তাঃ ॥১৬॥
 যক্ষ্যন্তীতি । নরবাত্সা ইমে পাণ্ডবাঃ ॥১৭॥
 অধিতি । ভোগৈশ্বৰ্য্যসুথেন তত্তৎসম্পাদনেন ॥১৮॥
 এবমিতি । এতান্ পাণ্ডবান্ । নিবেশনে ভবনে ॥১৯॥

অনুসারে পৃথিবী জয় করিয়া, ধৰ্ম্মরাজ হইয়া, পৃথিবীর সকল রাজাকে শাসন করিবে ॥১৩—১৪॥

যুধিষ্ঠির ভীম ও অৰ্জুনের শক্তিতে বিনা বাধায় সমুজ্জবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভোগ করিবে ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৫॥

তোমার ও মাজীর পুত্রেরা সকলেই মহারথ ; সূতরাং ইহারা সৰ্ব্বদাই আপন রাজ্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া সুখে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এই পৃথিবী জয় করিয়া, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া, রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞ করিবে ॥১৭॥

তোমার এই পুত্রেরা ভোগ, সম্পদ ও সুখ সম্পাদন করিয়া বহুবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিবে' ॥১৮॥

ইহ মাং সম্প্রতীকধ্বমাগমিস্থাম্যাহং পুনঃ ।

দেশকালৌ বিদিত্ত্বৈব লপ্যধ্বং পরমাং মুদম্ ॥২০॥

স তৈঃ প্রাঞ্জলিভিঃ সর্বৈবন্তথৈতু্যক্তো নরাধিপ ! ।

জগাম ভগবান্ ব্যাসো যথাগতমুখিঃ প্রভুঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি
হৈড়িষ্যে একচক্রাপ্রবেশো নাম পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

ইহেতি । দেশকালৌ বিদিত্ত্বা কস্মিন্ দেশে কালৌ বা কিং কর্তব্যমিতি জ্ঞাত্বা ॥২০॥

স ইতি । যথা আগতং তথৈব জগামেত্যর্থঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়াদিপর্বণি হৈড়িষ্যে পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

ভাগং ব্রাহ্মণযোগ্যং বা । পিতামহং ব্যাসম্ ॥৫—১১॥ একচক্রামভিগতঃ তৈঃ সহেতি
শেষঃ ॥১২—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫০॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণকে
কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—১৯॥

‘তোমরা এইখানে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষা কর ; আমি আবার আসিব ।
দেশ ও কাল বুঝিয়া চলিতে পারিলে তোমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে
পারিবে’ ২০॥

মহারাজ ! তখন পাণ্ডবেরা সকলেই কৃতাজ্জলি হইয়া বলিলেন—‘তাহাই
হইবে’ । তখন ভগবান্ বেদব্যাস যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই খানেই
চলিয়া গেলেন ২১॥

—:—

* ‘...চতুঃপঞ্চাশদধিকঃ...’ ‘...ষট্‌পঞ্চাশদধিকঃ...’ ‘...সপ্তত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

(১০। বকবধপর্ক।)

একপঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ ।

অত উর্দ্ধং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ ।

উষুর্নাতিচিরং কালং ব্রাহ্মণশ্চ নিবেশনে ॥২॥

রমণীয়ানি পশ্যন্তো বনানি বিবিধানি চ ।

পার্শ্ববানপি চোদ্দেশান্ সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

চৈকভিক্ষাং তদা তে তু সর্ব এব বিশাংপতে ! ।

বভূবুর্নাগরাণাঞ্চ শৈঙৈঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৪॥

নিবেদয়ন্তি স্ম তদা কুন্ত্যাং ভৈক্ষ্যং সদা নিশি ।

তয়া বিভক্তান্ ভাগাংস্তে ভুঞ্জতে স্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । পাণ্ডবা ইত্যাভাবপি পুনঃ কুন্তীপুত্রা ইত্যাপাদনং তেষাং প্রাধান্তজ্ঞাপনার্থং
গাযুষন্তায়াং ॥১॥

একেতি । উষুঃ স্থিতাঃ । নাতিচিরং যম্মাসান্, “যম্মাসানেকচক্রায়াম্” ইতি পুর্বোক্তেঃ ।
পার্শ্ববান্ ভোমান্, উদ্দেশান্ ঘটচত্বরাধীন ॥২—৩॥

চৈকভিক্ষাং । নাগরাণাং নগরবাসিনাং জনানাম্ । শৈঙৈঃ বিনয়াদিভিঃ । ব্রাহ্মণানাং
স্রাবাদীনাং যুদ্ধব্যবসায় ইব ক্ষত্রিয়ানাপি যুধিষ্ঠিরাদীনাং পাদি ভিক্ষাব্যবসায়ো ন দোষায় ॥৪॥
নিবেদয়ন্তীতি । নিবেদয়ন্তি স্ম অর্পয়ামাস্হঃ । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষারূপং ভ্রব্যম্ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! মহারথ পাণ্ডবগণ একচক্রানগরে
ত গমন করিলেন, তাহার পর তাঁহারা কি করিলেন ? ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারথ পাণ্ডবগণ একচক্রায় যাইয়া মনোহর
নানাবিধ বন, স্থান, নদী ও সরোবর দেখিতে থাকিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে
অনতিদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ॥২—৩॥

মহারাজ ! তখন তাঁহারা সকলেই ভিক্ষা করিতেন এবং আপন আপন
গুণে নগরবাসিগণের প্রিয়দর্শন হইয়া পড়িলেন ॥৪॥

অর্দ্ধং তে ভুঞ্জতে বীরাঃ সহ মাত্রা পরম্পরাঃ ।

অর্দ্ধং ভৈক্ষ্যন্ত সর্বশ্চ ভীমো ভুঙ্ক্তে মহাবলঃ ॥৬॥

তথা তু তেষাং বসতাং তস্মিন্ রাষ্ট্রে মহাত্মনাম্ ।

অতিচক্রাম শ্রমহান্ কালোহথ ভরতর্ষভ ! ॥৭॥

ততঃ কদাচিদ্ভৈক্ষ্যায় গতাস্তে ভরতর্ষভাঃ ।

সঙ্গত্যা ভীমসেনস্ত তত্রাস্তে পৃথয়া সহ ॥৮॥

অথার্ভিজং মহাশব্দং ব্রাহ্মণশ্চ নিবেশনে ।

ভৃশমুৎপতিতং ঘোরং কুন্তী শুশ্রাব ভারত ! ॥৯॥

রোরুয়মাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা পরিদেবয়তশ্চ স্য ।

কারুণ্যাৎ সাধুভাবাচ্চ কুন্তী রাজন্ ! ন চক্ষমে ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অর্দ্ধমিতি । তে ভীমেন্তরে পাণ্ডবাঃ । ভৈক্ষ্যন্ত ভিক্ষালব্ধবাস্ত ॥৬॥

তথেন্ধি । শ্রমহান্ যথাসাম্ব্যকঃ ॥৭॥

তত ইতি । সঙ্গত্যা কার্যবিশেষসম্বন্ধেন দৈবযোগেন বা । আস্তে তিষ্ঠতি শ্চ ॥৮॥

অথেন্ধি । আর্ভিজং পীড়াজাতম্ । উৎপতিতম্ উখিতম্ ॥৯॥

রোরুয়েতি । রোরুয়মাণাং ভৃশং ক্রবত আর্জনাৎ কুরুতঃ । পরিদেবয়তো বিলপতঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

একচক্রামিতি ॥১—২॥ পাণ্ডবান্ পৃথিবীসম্বন্ধিনঃ ॥৩॥ ভৈক্ষ্যং ভিক্ষালব্ধময়ম্, চেক্র-

তঁাহারা দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া রাত্রিতে আসিয়া প্রত্যহই কুন্তীর নিকট ভিক্ষালব্ধ বস্তু সমর্পণ করিতেন ; কুন্তী তাহা ভাগ করিয়া দিলে, তঁাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করিতেন ॥৫॥

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি জন কুন্তীর সহিত ভিক্ষালব্ধ বস্তুর অর্দ্ধ ভোজন করিতেন ; আর অপরাধ্ধ এক ভীমসেনই ভোজন করিতেন ॥৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই ভাবে সেই রাজ্যে বাস করিবার সময়ে তঁাহাদের বহু দিন অতীত হইল ॥৭॥

তাহার পর, এক দিন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি জন ভিক্ষা করিতে গেলেন ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ ভীম কুন্তীর সহিত সেই বাড়ীতেই থাকিলেন ॥৮॥

তৎপরে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর আর্জনাৎ হইতে লাগিল ; কুন্তী তাহা শুনিতে পাইলেন ॥৯॥

তঁাহারা আর্জনাৎ ও বিলাপ করিতেছেন জানিয়া কুন্তী দয়া ও সৌজন্য-বশতঃ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১০॥

মথ্যমানেন দুঃখেন হৃদয়েন পৃথা তদা ।
 উবাচ ভীমং কল্যাণী কৃপাস্থিতমিদং বচঃ ॥১১॥
 বসামঃ স্নুস্বথং পুত্র ! ত্রাঙ্কণশ্চ নিবেশনে ।
 অজ্ঞাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রশ্চ সংকৃতা বীতমগ্নবঃ ॥১২॥
 সা চিন্তয়ে সদা পুত্র ! ত্রাঙ্কণশ্চাস্ত্র কিম্ দুঃখম্ ।
 প্রিয়ং কুর্য্যামিতি গৃহে যৎ কুর্যু'রুবিতাঃ স্নুথম্ ॥১৩॥
 এতাবান্ পুরুষস্তাত ! কৃতং যশ্মিন্ নশ্চতি ।
 যাবচ্চ কুর্য্যাদন্যোহশ্চ কুর্য্যাদভ্যধিকং ততঃ ॥১৪॥
 তদিদং ত্রাঙ্কণশ্চাস্ত্র দুঃখমাপতিতং ধ্রুবম্ ।
 তত্রাস্ত্র যদি সাহায্যং কুর্য্যামুপকৃতং ভবেৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

মথোতি । দুঃখেন মথ্যমানেন হৃদয়েনোপলক্ষিতা, পৃথা কুন্তী ॥১১॥
 বসাম ইতি । সংকৃতা আদৃতাঃ, বীতমগ্নবস্ত্যাক্টদৈন্তাঃ ॥১২॥
 সেতি । গৃহে উবিতাঃ স্থিতা অপরে সজ্জনাঃ, যৎ কুর্যুঃ ॥১৩॥
 এতাবানিতি । যশ্মিন্ পুরুষে, কৃতমুপকৃতম্, ন নশ্চতি প্রত্যাপকারকরণায় নিফলী-
 ভবতি ; স এব এতাবান্ মহান্ পুরুষঃ । অন্তো যুযুজ্জিহ্বঃ । কুর্য্যাৎ অন্তঃপক্ষ ইতি শेषঃ ॥১৪॥
 তদिति । আপতিতমুপস্থিতম্ । উপকৃতং প্রত্যাপকারঃ কৃতো ভবেৎ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তিতবন্তঃ, আপাদি ক্ষত্রিয়গ্রাপি তদৌচিত্যাৎ ॥৪—২॥ পরিদেবয়তো বিবিধং লালপ্যমানান্
 ॥১০—১২॥ গৃহে স্নুস্বথুবিতাঃ দুর্দ্বাসঃ প্রভৃতয় ইব ॥১৩॥ কৃতমুপকৃতম্, ন নশ্চতি প্রত্যাপকারং
 তখন কুন্তী দুঃখবশতঃ উদ্বেলিত হৃদয়ে ভীমের নিকট এই দয়াযুক্ত বাক্য
 বলিলেন—॥১১॥

‘বৎস । আমরা এই ত্রাঙ্কণের বাড়ীতে আদৃত ও দৈন্ত্যহীন হইয়া ছুর্য্যো-
 ধনের অজ্ঞাতভাবে অতিস্নুখে বাস করিতেছি ॥১২॥

বৎস । আমি সর্বদাই চিন্তা করি যে, অজ্ঞান সজ্জনেরা স্নুখে গৃহে বাস
 করিয়া গৃহীর যেরূপ প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন, আমি এই ত্রাঙ্কণের সেইরূপ
 কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি ॥১৩॥

যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যাপকার করে, সে-ই মহাপুরুষ । সুতরাং অশ্বে
 ইহার যে প্রত্যাপকার করিত, তদপেক্ষা অধিক তোমাদের করিতে হইবে ॥১৪॥

নিশ্চয়ই এই ত্রাঙ্কণের কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাতে আমি
 যদি উহার সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে বাস্তবিক প্রত্যাপকার করা
 হইবে ॥১৫॥

ভীমসেন উবাচ ।

জায়তামস্ম বদুঃখং যতশ্চৈব সমুখিতম্ ।

বিদিত্বা ব্যবসিষ্টামি যত্নপি স্মৃতাং হৃদুষ্করম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তৌ কথয়ন্তৌ তু ভূয়ঃ শুশ্রূষতুঃ স্বনম্ ।

আর্তিজং তস্য বিপ্রস্য সভার্যস্য বিশাংপতে ! ॥১৭॥

অন্তঃপুরং ততস্তস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।

বিবেশ স্বরিতা কুন্তী বন্ধবৎসেব সৌরভী ॥১৮॥

ততস্তং ব্রাহ্মণং তত্র ভার্যয়া চ স্নতেন চ ।

দুহিত্রা চৈব সহিতং দদর্শ বিকৃতাননম্ ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ধিগিদং জীবিতং লোকে নলসারমনর্থকম্ ।

দুঃখমূলং পরাধীনং ভ্ৰমপ্রিয়ভাগি চ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

জায়তামিতি । ব্যবসিষ্টামি তদুঃখনাশায় যতিস্মে ॥১৬॥

এবমিতি । তৌ কুন্তীভীমসেনৌ । আর্তিজং গীড়াজাতম্, স্বনং পূর্ববদেব শব্দম্ ॥১৭॥

অন্তরিত । গৃহাভ্যন্তরে বন্ধো বৎসো যস্তাঃ সা, সৌরভী ধেনুরিব ॥১৮॥

তত ইতি । বিকৃতাননং দুঃখমলিনমুখম্ ॥১৯॥

ধিগিতি । নলস্ম তদাখ্যাতৃগণস্বেব সারো যস্য তৎ অন্তঃসারশূন্যমিতিার্থঃ ॥২০॥

ভীম বলিলেন—‘উহার যাহা হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জালুন ; তৎপরে যদি অতিদুষ্করও হয়, তথাপি তাহা করিবার চেষ্টা করিব’ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী ও ভীম পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে-
ছিলেন, তখন আবার তাঁহারা ভার্য্যার সহিত সেই ব্রাহ্মণের আর্জনাদ শুনি-
লেন ॥১৭॥

তাঁহার পর, ঘরের ভিতরে বাছুর বাঁধা থাকিলে, গরু যেমন সেখানে সত্বর
প্রবেশ করে, কুন্তীও সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে সত্বর প্রবেশ
করিলেন ॥১৮॥

কুন্তী যাইয়া দেখিলেন—সেখানে ভার্য্যা, পুত্র ও কস্তার সহিত ব্রাহ্মণ
অবস্থান করিতেছেন ; বিষাদে তাঁহার মুখখানা মলিন হইয়া রহিয়াছে ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ বলিতেছিলেন—‘জগতে এই জীবন নলের মত অসার, অনর্থক,

(১৮) অভ্যন্তরং ততস্তস্য... । (২০) ...হতসারমনর্থকম্... ।

জীবিতে পরমং দুঃখং জীবিতে পরমো জ্বরঃ ।
 জীবিতে বর্তমানস্য দ্বন্দ্বানামাগমো ধ্রুবঃ ॥২১॥
 আত্মা হ্যেকো হি ধর্ম্মার্থো' কামকৈব নিষেবতে ।
 ঐতৈশ্চ বিপ্রয়োগোহপি দুঃখং পরমনন্তকম্ ॥২২॥
 আত্মঃ কেচিৎ পরং মোক্ষং স চ নাস্তি কথঞ্চন ।
 অর্থপ্রাপ্তৌ চ নরকঃ কৃত্বন্ম এবোপপত্ততে ॥২৩॥
 অর্থেষু তা পরং দুঃখমর্থপ্রাপ্তৌ ততোহধিকম্ ।
 জাতেন্নেহস্য চার্থেষু বিপ্রয়োগে মহত্তরম্ ॥২৪॥
 যাবন্তো যস্য সংযোগা দ্রবৈরিকৈর্ভবন্ত্যত ।
 তাবন্তোহস্য নিখন্তন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

জীবিত ইতি । জরো নানাবিষয়কঃ সন্তাপঃ । দ্বন্দ্বানাং পরস্পরবিরোধিনাং শীতোষ্ণা-
 দীনাম্ ॥২১॥
 আত্মোক্তি । আত্মা জীবঃ । বিপ্রয়োগো বিচ্ছেদঃ । দুঃখং দুঃখজনকঃ ॥২২॥
 আহরিতি । নাস্তি তদ্বজ্ঞানভাবাৎ । নরকন্তদভোগদুঃখম্ ॥২৩॥
 অর্থোক্তি । বিপ্রয়োগে ব্যয়েনার্থস্ত বিরহে, মহত্তরমেব দুঃখম্ । ইখমতুজাপ্রাক্তম্ । যথা—
 “অর্থানামর্জনে দুঃখমজ্ঞিতানাঞ্চ রক্ষণে । নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং দিগধং দুঃখভাজনম্ ॥” ২৪॥
 যাবন্ত ইতি । দ্রবৈঃ পুত্রকলত্রধনাদিভিঃ । নিখন্তন্তে বিধাতা, তেবাং বিয়োগ-
 সন্তবাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনা নাবসীদতি, এতাবানেনব পুরুষো ন চান্তঃ ॥১৪—১৭॥ সৌরভী কামধেনুসম্ভতিগৌঃ
 দুঃখভোগের কারণ, পরাধীন এবং অত্যন্ত অপ্রিয়প্রাপ্তির হেতু । অতএব
 ইহাকে ধিক্ ॥২০॥

বাঁচিয়া থাকিলেই গুরুতর দুঃখ, গুরুতর সন্তাপ এবং শীত ও উষ্ণপ্রভৃতি
 পরস্পরবিরোধী ভাব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥২১॥

একমাত্র জীবই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, আবার এই গুলি না
 পাইলেই গুরুতর দুঃখ অনুভব করে ॥২২॥

কেহ কেহ বলেন—পুরুষার্থের মধ্যে যুক্তিই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাহা ত কোন
 প্রকারেই হইবার নহে । তবে, পাওয়া যায় অর্থ ; তাহাতে আবার সমস্ত
 নরক ভোগ হয় ॥২৩॥

অর্থলাভের চেষ্টায় গুরুতর দুঃখ, অর্থলাভ হইয়া গেলে তদপেক্ষা অধিক দুঃখ
 এবং অর্থের প্রতি মমতা জন্মিলে পর, তাহা নষ্ট হইলে, আরও গুরুতর দুঃখ ॥২৪॥

তদিদং জীবিতং প্রাপ্য অল্পকালং মহাভয়ম্ ।
 ত্যাগো হি ন ময়া প্রাপ্তো ভার্ধ্যয়া সহিতেন চ ॥২৬॥
 নহি যোগং প্রপশ্যামি যেন মুচ্যেয়মাপদঃ ।
 পুত্রদারৈণ বা সার্কিং প্রদ্রবেয়মনাময়ম্ ॥২৭॥
 যতিতং বৈ ময়া পূর্বং বেথ ব্রাহ্মণি ! তন্তথা ।
 ক্ষেমং যতন্ততো গন্তং স্বয়া তু মম ন শ্রুতম্ ॥২৮॥
 ইহ জাতা বিরুদ্ধাস্মি পিতা চাপি মমেতি বৈ ।
 উক্তবত্যসি দুশ্মেধে ! যাচ্যমানা ময়াহসকৃৎ ॥২৯॥
 স্বর্গতো হি পিতা বৃদ্ধস্তথা মাতা চিরং তব ।
 বান্ধবা ভূতপূর্বাস্চ তত্র বাসে তু কা রতিঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । ত্যাগো রোগাদিনা জীবিতশ্চৈব । তথা সতীদং দুঃখং ন শ্রাদ্ধিভি ভাবঃ ॥২৬॥
 নহীতি । যোগমুপায়ম্ । প্রহবেয়ং পলায়েয়, অনাময়ং পরলোকমিত্যর্থঃ ॥২৭॥
 যতিভয়িতি । যতো যস্মিন্ দেশে, ক্ষেমং মঙ্গলমস্তি । ততন্তস্মিন্ । শ্রুতং তদ্বাক্যম্ ॥২৮॥
 ইহেতি । ইহ দেশে । যাচ্যমানা নিরাপদং দেশং গন্তং প্রার্থ্যমানা স্বম্ ॥২৯॥
 স্বরতি । মাতাপি স্বর্গতা । বান্ধবাঃ পিতৃব্যাদয়োহপি স্বর্গতা ইতি সম্বন্ধঃ ॥৩০॥

অভীষ্ট বস্তুর সহিত যাহার যতগুলি সংযোগ হয়, বিধাতা তাহার জন্মদে ততগুলি শোক-শঙ্কু (পেরেক) প্রবেশ করাইয়া রাখেন ॥২৫॥

অতএব আমি ভার্ধ্যার সহিত অল্পকালের জন্ত এই দারুণ জীবন লাভ করিয়া, ইহাকে আর ত্যাগ করিতে পারিলাম না ॥২৬॥

আমি সে রূপ কোন উপায় দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি । অথবা স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গেই একেবারে পরলোকে পলাইয়া যাই ॥২৭॥

ব্রাহ্মণি ! আমি পূর্বে যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা তুমি জান । যে খানে কোন বিপদ ছিল না, আমি সেই খানে যাইতে চাহিয়াছিলাম ; তুমি আমার সে কথা ভখন শোন নাই ॥২৮॥

বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণি ! দেশান্তরে যাইবার জন্ত আমি বার বার প্রার্থনা করিলে, তুমি বলিয়াছ—‘এই খানেই জন্মিয়াছি ও বাড়িয়াছি এবং পিতাও এই খানেই ছিলেন’ ॥২৯॥

বহুকাল পূর্বে তোমার পিতা ও মাতা বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, ভূত-

সৌহয়ং তে বন্ধুকামায়া অশৃণুত্যা বচো মম ।

বন্ধুপ্রাণশঃ সম্প্রাপ্তো ভৃশঃ ছুঃখকরো মম ॥৩১॥

অথবা মম্বিনাশোহয়ং নহি শক্যামি কঞ্চন ।

পরিত্যক্তু মহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্মৃশংসবৎ ॥৩২॥

সহধর্ম্যচরীং দাস্তাং নিত্যং মাতৃসমাং মম ।

সখাং বিহিতাং দেবৈর্নিত্যং পরমিকাং গতিম্ ॥৩৩॥

পিত্রা মাত্রা চ বিহিতাং সদা গার্হস্থ্যভাগিনীম্ ।

বরয়িত্বা যথাস্থায়ং মন্ত্রবৎ পরিণীয় চ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বন্ধুকামায়া বন্ধুভিঃ সহ বাসমিচ্ছন্ত্যাঃ । সম্প্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥৩১॥

অথবেতি । অয়ং প্রাপ্তো মম্বিনাশ এব ভবতিত্যর্থঃ । হি যন্মাং ॥৩২॥

অথ স্ত্রীত্বেনাসারাং যামেব পরিত্যজেত্যাহ সহেতি । দাস্তাম্ ইন্দ্রিয়দমনশীলাম্ ।
গৌরবে মাতৃসমামিত্যাশয়ঃ । গতিমাশ্রয়ভূতাম্ । মন্ত্রবদ্বথা স্ত্রাত্বা পরিণীয় আনীতামিতি

ভারতভাবদীপঃ

॥১৮—২৬॥ যোগমুপায়ম্ ॥২৭—২৯॥ ভূতপূর্বাঃ পূর্বং ভূতাঃ, নষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৩০—৩২॥
মাতৃসমাম্ আদিভূমিসমাং গোসমাং বা । “মাতা গোষ্ঠ্যাদিজননী গোত্রান্ধাদিভূমিষু” ইতি
মেদিনী ॥৩৩—৫০॥

ইতি আদিপূর্বর্ষি নৈনকঙ্গীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫১॥

পূর্ব বন্ধুগণও স্বর্গে গিয়াছিলেন ; তবে আর সে দেশে বাস করিবার ইচ্ছা
ছিল কেন ? ॥৩০॥

তুমি বন্ধুগণের সহিত এক দেশে বাস করিবার ইচ্ছায় আমার কথা শোন
নাই ; হায় ! এখন আমার দারুণ ছুঃখজনক সেই বন্ধুনাশই উপস্থিত
হইল ॥৩১॥

অথবা, এটা আমারই বিনাশই হউক । কারণ, আমি ব্রুশংসের মত নিজে
জীবিত থাকিয়া কোন বন্ধুকেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥৩২॥

যিনি সহধর্ম্মিণী, সর্বদা ইন্দ্রিয়সংযমশালিনী এবং মাতৃভুল্যা, দেবতার
ঋহাকে আমার সখী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি সর্বদাই প্রধান আশ্রয়,
পিতা ও মাতা ঋহাকে সর্বদার জন্তই আমার গৃহস্থ ধর্ম্মের অংশভাগিনী
করিয়া দিয়াছেন, আমি ঋহাকে বরণ করিয়া এবং যথানিয়মে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক
পরিণয় করিয়া আনিয়াছি, যিনি সংকুলোৎপন্ন, সংস্খভাবসম্পন্না, সন্তানের
জননী, সচ্চরিত্রা এবং কোন অপকার করেন নাই, আর সর্বদাই যিনি আমার

[৩১]...অশৃণুত্যা বচো মম... । [৩২]...ন হি শক্যামি কঞ্চন...

কুলীনাং শীলসম্পন্নামপত্যজননীমপি ।
 স্বামহং জীবিতস্থার্থে সাধ্বীমনপকারিণীম্ ॥৩৫॥
 পরিত্যক্তুং ন শক্যামি ভাৰ্য্যাং নিত্যমমুত্রতাম্ ।
 কৃত এব পরিত্যক্তুং স্ততাং শক্যাম্যহং স্বয়ম্ ॥৩৬॥
 বালামপ্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্ ।
 ভৰ্ত্তুরর্থায় নিক্ষিপ্তাং স্তাসং ধাত্রা মহাত্মনা ॥৩৭॥
 যয়া দৌহিত্রজাল্লোকানাংশংসে পিতৃভিঃ সহ ।
 স্বয়মুৎপাদ্য তাং বালাং কথমুৎস্রষ্টুমুৎসহে ॥৩৮॥ (কুলকম্)
 মন্যন্তে কেচিদধিকং স্নেহং পুত্রে পিতুনরাঃ ।
 কন্যায়াং কেচিদপরে মম তুল্যাবুভৌ স্মৃতো ॥৩৯॥
 যস্তাং লোকাঃ প্রসূতিশ্চ স্থিতা নিত্যমথো স্তথম্ ।
 অপাপাং তামহং বালাং কথমুৎস্রষ্টুমুৎসহে ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

শেষঃ। জীবিতস্ত মম জীবনস্ত। অমুত্রতামমুকলাম্। ন জাতং ব্যঞ্জনং স্ত্রীস্বহৃৎকং
 স্তনাদিচিহ্নং যস্তাং সা তাদৃশী আকৃতিবিস্তারাম্। স্তাসং নিক্ষেপমিব, নিক্ষিপ্তাং ময়ি
 স্থাপিতাম্। আশংসে প্রাপ্ত্যাশাবিশয়ীকরোমি। উৎস্রষ্টুং ত্যক্তুম্, উৎসহে শক্যোমি।
 কুতোহপি নেত্যর্থঃ ॥৩৩—৩৮॥

মন্যন্ত ইতি। উভৌ কন্যাপুত্রৌ, তুল্যৌ সমানস্নেহভাগিনৌ ॥৩৯॥

যস্তামিতি। প্রসূতিদৌহিত্রঃ, তেন চ লোকাঃ স্বর্গাঃ ॥৪০॥

অমুকুল হইয়া চলিয়া থাকেন, এহেন ভাৰ্য্যাকে আমি পরিত্যাগ করিতে
 পারিব না। তাঁর পর, আমি নিজেই বা কি করিয়া কন্যাটাকে পরিত্যাগ
 করিতে সমর্থ হইব; যে এখনও বালিকা, যাহার এখনও বয়স হয় নাই বা
 স্ত্রীলোকের কোন চিহ্ন হয় নাই এবং আমি পিতৃগণের সহিত যাহা দ্বারা দৌহিত্র-
 সম্পাদিত স্বর্গ লাভ করিবার আশা করি, আর নিজেই যাহাকে উৎপাদন করি-
 য়াছি, সেই বালিকা কন্যাটাকে কি করিয়া আমি ত্যাগ করিতে পারি? ॥৩৩—৩৮॥

পুত্রের উপরেই পিতার অধিক স্নেহ হয় ইহা কতকগুলি লোক মনে করে,
 আবার কন্যার উপরেই অধিক স্নেহ হয় বলিয়া অন্ত লোকেরা মনে করে;
 কিন্তু আমার কাছে দুই-ই তুল্য ॥৩৯॥

আর, যাহার পুত্রের উপরে স্বর্গ লাভ নির্ভর করে এবং যে সর্বদাই সুখের

(৩৬)....স্ততাং শক্যাম্যহং স্বয়ম্। (৩৭) বালামপ্রাপ্তবয়সম্....।

কৃত এব পরিত্যক্তুং হৃতং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্ ।
 প্রার্থয়েয়ং পরাং শ্রীতিং যস্মিন্ স্বর্গফলানি চ ॥৪১॥
 যস্য জাতস্য পিতরো মুখং দৃষ্ট্বা দিবং গতাঃ ।
 অহং মুক্তঃ পিতৃঋণাদবস্য জাতস্য তেজসা ॥৪২॥
 দয়িতং মে কথং বালমহং ত্যক্তু মিহোৎসহে ।
 তমহং জ্যেষ্ঠপুত্রং মে কুলনির্হারকং বিভূম্ ॥৪৩॥
 মম পিণ্ডোদকনিধিং কথং ত্যক্ষ্যামি পুত্রকম্ ।
 ত্যাগোহয়ং মম সম্প্রাপ্তো মম বা মে হৃতস্য বা ॥৪৪॥
 তব বা তব পুত্র্যা বা অত্র বাসস্য তৎ ফলম্ ।

ন শৃণোষি বচো মহ্যং তৎফলং ভুঙ্ক্ষু ভামিনি ! ॥৪৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তচ্চি পুত্রঃ পরিত্যজেত্যাহ কৃত ইতি । যস্মিন্ সতি স্বর্গফলানি চ প্রার্থয়েয়ম্ ॥৪১॥
 যশ্চেতি । দিবং গতাঃ, “লোকানন্ত্যাদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ” ইতি
 দ্বরণাৎ ॥৪২॥

দয়িতমিতি । দ্বিতীয়স্তাহংপদস্য ত্যাক্ষ্যামীতি পরেণাশ্রয়ঃ । অতএব বিশেষকমিদম্ ।
 কুলস্য নির্হারকং সন্তানোৎপাদনাৎ পরত্ৰাপি প্রাপকম্ । ত্যাগো জীবনস্ত । বিষাদান্নমে-
 ত্যস্য দ্বিধিকৃত্যবপি ন দোষঃ, “দৈন্তেহৎ লাট্যহুপ্রাসে” ইত্যাদিসাহিত্যাদর্পণাৎ । মহ্যং
 মম ॥৪৩—৪৫॥

কারণ, সেই নিরপরাধা ও বালিকা কন্যাটাকে আমি কি করিয়া ত্যাগ করিতে
 পারি ? ॥৪০॥

আমি নিজে কি করিয়া পুত্রটাকেই বা পরিত্যাগ করিতে পারিব ? কেন না,
 যাহা দ্বারা পবন আনন্দ এবং স্বর্গ লাভ করিবার ইচ্ছা করি ॥৪১॥

জন্মিবার পরে যাহার মুখ দেখিয়া পিতৃলোকেরা স্বর্গে গমন করিয়াছেন
 এবং আমিও যাহার প্রভাবে পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি ॥৪২॥

আমিই আমার সেই প্রিয় ও বালক পুত্রটাকে কি করিয়া ত্যাগ করিতে
 সমর্থ হইব ? সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, সে আমার বংশরক্ষক এবং আমার শ্রাদ্ধ
 ও তর্পণের একমাত্র অধিকারী ; এসবস্থায় আমি সেই পুত্রকে কি করিয়া
 ত্যাগ করিব । অতএব আমার, আমার পুত্রের, তোমার এবং তোমার কন্যার
 সকলেরই এই প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে । কোপনে ! তুমি যে
 আমার কথা শোন নাই, এখন তাহার ফলভোগ কর ॥৪৩—৪৫॥

৪১ ইতঃ প্রভৃতি সপ্ত শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে ।

অথবাং ন শক্যামি স্বয়ং মৰ্ত্তুং হৃতং মম ।
 একং ত্যক্তুং ন শক্যামি ভবতীঞ্চ হৃতামপি ॥৪৬॥
 অথ মদ্রক্ষণার্থং বা নহি শক্যামি কঞ্চন ।
 পরিত্যক্তুং মহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্ত শংসবৎ ॥৪৭॥
 ত্যক্তা হেতে ময়া ব্যক্তং নেহ শক্যস্তি জীবিতুম্ ।
 এষাঞ্চাত্তমত্যাগো নৃশংসো গর্হিতো বৃধৈঃ ॥৪৮॥
 আত্মত্যাগে কৃতে চেমে মরিস্তাস্তি ময়া বিনা ।
 স কৃচ্ছ মহমাপমো ন শক্তন্তুর্ভূমাপদম্ ॥৪৯॥
 অহো ধিক্ কাং গতিং ভৃগু গমিস্থামি সবাঙ্কবঃ ।
 সর্ষৈঃ সহ মৃতং প্রয়ো ন চ মে জীবিতুং ক্ষমম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
 বকবধে দ্রাক্ষণবিবাদো নামৈকপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । মৰ্ত্তুং প্রাণাংস্ত্যক্তুম্ । ভবতীং স্বাং ভাৰ্য্যাম্ ॥৪৬॥
 অথ বহুস্তরমানীয় ত্যক্তাত্মিত্যাহ অর্থেতি । বন্ধুং ভাৰ্য্যাপুত্রকন্যাভ্যো ভিন্নম্ ॥৪৭॥
 তদা খণ্ডাত্যাগ এব তে প্রেয়ানিত্যাহ ত্যক্তা ইতি । ময়া আত্মানং ত্যক্তা, ত্যক্তা
 বিরহিতাঃ, এতে ভাৰ্য্যাদয়ঃ, ব্যক্তং প্রবমেব ইহ জীবিতুং ন শক্যস্তি, পালকাতাবাং ॥৪৮॥
 উক্তমেবাখং স্পষ্টয়তি আশ্বেতি । কৃচ্ছং কষ্টম্, আপন্নঃ প্রাপ্তঃ ॥৪৯॥

কেবল আমি নিজে মরিতে পারিব না, অথবা একমাত্র পুত্রটিকে, বা
 একমাত্র তোমাকে, কিংবা একমাত্র কন্যাটিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥৪৬॥
 অথবা আমাদের সকলেরই রক্ষার জন্ত আমি নিজে জীবিত থাকিয়া নৃশং-
 সের মত অশু কোন বন্ধুকে আনিয়া দিতে পারিব না ॥৪৭॥

তা'র পর, আমি তোমাগিকে ত্যাগ করিলে, নিশ্চয়ই তোমরা জীবিত
 থাকিতে পারিবে না । তোমাদের মধ্যে কাহাকেও ত্যাগ করা নৃশংসের কার্য্য
 এবং তাহা সজ্জনগর্হিত ॥৪৮॥

আমি যদি জীবন ত্যাগ করি, তবে আমি ব্যতীত তোমরা মরিয়া যাইবে ।
 সুতরাং আমি দারুণ কষ্টে পড়িয়াছি ; এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই
 উপায় নাই ॥৪৯॥

(৪৮) যাবস্তি পুত্ৰকানি পৰ্য্যালোচ্যন্তে, তাবন্ত এবাজ পাঠভেদাঃ পরিলক্ষ্যন্তে ।

* 'পঞ্চপঞ্চাশদধিকঃ...' 'সপ্তপঞ্চাশদধিকঃ...' 'একসপ্তত্যধিকঃ...' ইতি
 পাঠভেদাঃ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—
ব্রাহ্মণ্যবাচ ।

ন সন্তাপস্তয়া কার্যঃ প্রাকৃতেনৈব কহিচিৎ ।
ন হি সন্তাপকালোহয়ং বৈদ্যস্ত তব বিদ্যতে ॥১॥
অবশ্যং নিধনং সর্বৈর্গন্তব্যমিহ মানবৈঃ ।
অবশ্যস্তাবিশ্যর্থৈ বৈ সন্তাপো নেহ বিদ্যতে ॥২॥
ভার্যা পুত্রোহথ দুহিতা সর্বমাত্মার্থমিচ্ছতে ।
ব্যথাং জহি স্ববুদ্ধ্যা স্বং স্বয়ং যাস্তামি তত্র চ ॥৩॥
এতদ্ধি পরমং নার্যাঃ কার্যং লোকে সনাতনম্ ।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদুত্তীর্ণিতমাচরেৎ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অহো ইতি । গতিমুপায়ম্ । গমিষ্যামি প্রাপ্যামি । কমমুচিতম্ ॥৫০॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—
নেতি । প্রাকৃতেন অজ্ঞজ্ঞেনেনৈব । বিদ্যামহুশীলয়তীতি বৈদ্যগুস্ত ॥১॥
অবশ্যমিতি । অর্থে বিষয়ে । সন্তাপো বিষাদঃ ॥২॥
ভাষ্যেতি । ব্যথাং মনঃপীড়াম্ । স্বয়মহম্ । তত্র বকরাশ্চসভোজনস্থানে ॥৩॥
এতদ্বিতি । পবনমুৎকৃষ্টম্ । সনাতনং চিরকালাগতম্ ॥৪॥

হায় । আমি আজ বন্ধুবর্গের সহিত কি উপায় অবলম্বন করিব । যাহা
হউক, সকলেরই এক সঙ্গে মরা ভাল ; কিন্তু আমার জীবিত থাক। উচিত
নহে ॥৫০॥

—:—
ব্রাহ্মণী বলিলেন—‘আপনি কখনও মূর্থলোকের স্থায় বিষাদ প্রকাশ করি-
বেন না । কারণ, আপনি বিদ্বান্ ; সুতরাং আপনার এটা বিষাদ করিবার
সময় নহে ॥১॥

এই ভগতে সকল লোকেরই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, ইহা নিশ্চয় ।
সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ে সন্তাপ করিবার কোন কারণ নাই ॥২॥

ভার্যা, পুত্র ও কন্যা এসমস্তই মানুষ নিজের জন্ত ইচ্ছা করিয়া থাকে ।
অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আমিই সেখানে যাইব ॥৩॥

তচ্চ তত্র কৃতং কৰ্ম তবাপীদং স্থথাবহম্ ।
 ভবত্যমুত্রৈ চাক্ষযাং লোকেহস্মিংশ্চ যশস্করম্ ॥৫॥
 এষ চৈব গুরুৰ্ধমো যং প্রবক্ষ্যাম্যহং তব ।
 অর্থশ্চ তব ধৰ্ম্মশ্চ ভূয়ানত্র প্রদৃশ্যতে ॥৬॥
 যদর্থমিচ্ছতে ভাৰ্য্যা প্রাপ্তঃ সৌহৰ্থস্ত্রয়া ময়ি ।
 কন্যা চৈব কুমাৰশ্চ কৃতাহমনৃণা স্বয়া ॥৭॥
 সমর্থঃ পোষণে চাপি স্ততয়ো রক্ষণে তথা ।
 ন ত্বহং স্ততয়োঃ শক্তা তথা রক্ষণপোষণে ॥৮॥
 মম হি ত্বদ্বিহীনায়াঃ সৰ্ব্বপ্রাণধনেশ্বর ! ।
 কথং স্মাতাং স্ততৌ বালৌ ভবেয়থ কথং ব্রহম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি । তত্র বকভোজনস্থানে, তৎ তস্ত পান্যপ্রাপণরূপং কৰ্ম, ময়া কৃতং সৎ । অমুত্র
 পরলোকে, অক্ষযাং মমাক্ষয়কলজনকম্ ॥৫॥

এম ইতি । গুরুৰ্ধমান্ । ভূয়ান্ বহলঃ ॥৬॥

যদর্থমিতি । কোহসাৰ্থ ইত্যাহ কন্যা কুমাৰশ্চেতি । কৃত কন্যাপুত্রোৎপাদনাৎ ॥৭॥

সমর্থ ইতি । সমর্থো ভবান্ । তথা ভবানিব, ন শক্তা, স্ত্রীত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

মমেতি । কথং কিস্তুতৌ । কথং কৌদৃশী । সবৈথৈব বিকৃত ভবাম ইতি ভাবঃ ॥৯॥

ইহাই স্ত্রীলোকের চিরকালের উৎকৃষ্ট কার্য্য যে, সে প্রাণ পরিভ্যাগ করিয়াও
 ভর্তার হিত সাধন করে ॥৪॥

সুতরাং আমা দ্বারা সেখানে সে কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহা আপনারও
 সুখজনক হইবে, আর আমারও ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় ফল
 জন্মাইবে ॥৫॥

আমি আপনার নিকট যাহা বলিব, তাহাই প্রধান ধৰ্ম্ম এবং তাহাতে
 আপনার ধৰ্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বহুপরিমাণে দেখা যাইতেছে ॥৬॥

লোকে যে জন্তু ভাৰ্য্যা ইচ্ছা করে, তাহা আপনি আমাতে পাইয়াছেন।
 কেন না, আপনি পুত্র ও কন্যা ছ-ই পাইয়াছেন ; এবং আপনিও আমাতে
 পুত্র-কন্যা জন্মাইয়া আমাকে ঋণশূন্য করিয়াছেন ॥৭॥

এখন আপনি সেই পুত্র ও কন্যার ভরণ-পোষণে এবং রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ ;
 কিন্তু আমি আপনার মত তাহাতে সমর্থ নহি ॥৮॥

প্রাণেশ্বর ! স্বামী ! আপনি না থাকিলে, আমার এই শিশু পুত্র ও কন্যা
 কি রকম হইয়া যাইবে, আমিই বা কি রকম হইয়া পড়িব ॥৯॥

কথং হি বিধবাহনাথা বালপুত্রা বিনা স্বয়া ।
 মিথুনং জীবয়িষ্যামি স্থিতা সাধুগতে পথি ॥১০॥
 অহং কৃতাবলেপৈশ্চ প্রার্থ্যমানামিমাং স্ততাম্ ।
 অমৃতৈশ্চৈব সম্বন্ধে কথং শঙ্ক্যামি রক্ষিতুম্ ॥১১॥
 উৎসৃষ্টমামিষং ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা থগাঃ ।
 প্রার্থয়ন্তি জনাঃ সৰ্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ॥১২॥
 সাহসং বিচালামানা বৈ প্রার্থ্যমানা দুৰাস্ত্রভিঃ ।
 স্মাতুং ন পথি শঙ্ক্যামি সজ্জনেষ্টে দ্বিজোত্তম ! ॥১৩॥
 কথং তব কুলশ্ৰেয়সামিমাং বাল্যমসংস্কৃতাম্ ।
 পিতৃপৈতামহে মার্গে নিযোক্তুমহমুৎসহে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । মিথুনং পুত্রকন্যাধরম্ । সাধুগতে সজ্জনচরিতে ॥১০॥
 অহমিতি । কৃতাবলেপৈশ্চ কন্যাগ্রহণে কৃতগর্ভৈর্জনৈঃ । অমৃতৈঃ কুলাদিনা অযোগ্যৈঃ ॥১১॥
 উৎসৃষ্টমিতি । ভূমৌ উৎসৃষ্টং তাক্তম্, অামিষং মাংসম্ ॥১২॥
 সেতি । বিচালামানা সংপথাদবতাধ্যমাণা । সজ্জনেষ্টে সতীজনাভীষ্টে ॥১৩॥
 কথমিতি । অসংস্কৃতাম্ অববিহিতাম্ । মার্গে যোগ্যসম্বন্ধে । উৎসহে শঙ্ক্যামি ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নেতি । বৈশ্বস্ত বিদ্যাবতঃ ॥১—৪॥ তত্র ভর্গুহিতনিমিত্তম্, তচ্চ প্রাণত্যাগরূপং কথং
 ॥৫—১০॥ অহংকৃতাঃ গর্ভিতাঃ, অবলিপাঃ কলঙ্কিতাঃ । “অবলেপস্ত গর্ভে স্ত্রায়েপনে
 আপনিও চলিয়া যাইবেন, পুত্রটীও বালক ; এসবস্থায় আমি বিধবা ও
 অনাথা হইয়া, সংপথে থাকিয়া, কি করিয়া এই ছুইটীকে বাঁচাইব ॥১০॥
 আপনার বংশে সম্বন্ধ করিবার পক্ষে অযোগ্য, অথচ গর্ভিত লোকেরা
 যখন এই কন্যাটীকে চাহিবে, তখন আমি কি করিয়া ইহাকে রক্ষা করিব ॥১১॥
 ভূতলে মাংস ফেলিয়া রাখিলে, পক্ষিগণ যেমন তাহা প্রার্থনা করে, তেমন
 সকল পুরুষই পতিহীনা রমণীকে প্রার্থনা করে ॥১২॥
 হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! দুৰাস্ত্রারা আমাকে প্রার্থনা করিয়া যখন সংপথ হইতে
 বিচলিত করিবে, তখন আমি সে সংপথে থাকিতে পারিব বলিয়া বোধ
 হয় না ॥১৩॥

আপনার বংশে এই একটিমাত্র কন্যা, ইহার এখনও বিবাহ হয় নাই ;
 এ অবস্থায় আমি কি করিয়া আপনার পৈতৃক নিয়মে ইহাকে সংপাত্রে দান
 করিতে সমর্থ হইব ॥১৪॥

কথং শক্যামি বালেহস্মিন্ গুণানাধাতুমীপ্সিতান ।
 অনাথে সর্বতো লুপ্তে যথা ত্বং ধর্মদর্শিবান্ ॥১৫॥
 ইমামপি চ তে বালামনাথাং পরিভূয় মাম্ ।
 অনর্হাঃ প্রার্থয়িস্বস্তি শূদ্রা বেদশ্রুতিং যথা ॥১৬॥
 তাঞ্জেদহং ন দিৎসেয়ং সদগুণৈরুপবৃংহিতাম্ ।
 প্রমথৈথ্যনাং হরেয়ুস্তে হবিষ্মাং জ্ঞান ইবাধ্বরাৎ ॥১৭॥
 সম্প্রেক্ষমাণা পুত্রং তে নানুরূপমিবাঙ্কনঃ ।
 অনর্হবশমাপন্নামিমাঞ্চাপি জ্ঞতাং তব ॥১৮॥
 অবজ্ঞাতা চ লোকেষু তথাত্মানমজানতী ।
 অবলিপ্তৈর্নরৈর্ভ্রক্ষন্ ! মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । গুণান্ বিজ্ঞাদীন্ আধাতুং প্রবর্তয়িতুম্ । সর্বতো লুপ্তে সর্বচারিত্রভ্রষ্টে ॥১৫॥
 ইমামিতি । অনর্হা অযোগ্যা জনাঃ । শ্রুত ইতি শ্রুতিঃ শব্দঃ ॥১৬॥
 তামিতি । দিৎসেয়ং দাতুমিচ্ছ্যেয়ম্ । উপবৃংহিতাং বদ্ধিতাম্ । যাজ্ঞাঃ কাকাঃ ॥১৭॥
 সমিতি । আঙ্কন আশ্রবংশস্ত । অনর্হবশমাপন্নাম্ অযোগ্যপাত্রাধীনতাং প্রাপ্তাম্ ।
 তথা অবজ্ঞাপাত্রত্বেন । অবলিপ্তৈঃ সংকুলত্বাদিনা গর্ষিতৈঃ । মরিষ্যামি আত্মহত্যা ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

দুষণেহপি চ” ইতি মেদিনী ॥১১—১৩॥ মার্গে সংকুলসংস্করণে ॥১৪॥ গুণান্ বিজ্ঞাদীন্

এই বালকটীর কোন অভিভাবক থাকিবে না ; সুতরাং এ, সর্বপ্রকার
 সচ্চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে ; তখন আপনি যেমন পারিবেন, তেমন
 আমি কি করিয়া ইহার অভীষ্ট গুণ শিক্ষা দেওয়াইতে পারিব ॥১৫॥

শূদ্রেরা যেমন বেদলাভের প্রার্থনা করে, তেমন অযোগ্য লোকেরা আমাকে
 অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার এই অনাথা বালিকা কণ্ঠাটিকে প্রার্থনা করিবে ॥১৬॥

তা’র পর, আমি যদি সদগুণসম্পন্না এই কণ্ঠাটিকে দান করিতে ইচ্ছা না
 করি, তবে কাক যেমন যজ্ঞস্থান হইতে হবি হরণ করে, তেমন তাহারা বল-
 পূর্বক আপনার এই কণ্ঠাটিকে হরণ করিবে ॥১৭॥

ক্রমে, পুত্রটি আপনার বংশের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠাটিও অযোগ্য
 পাত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমি দেখিতে থাকিব ; অথচ (নিজের
 কোন ক্ষমতা না থাকায়) আত্মাকে অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া মনে করিব না ; কিন্তু
 গর্ষিত লোকেরা আমাকে অবজ্ঞাই করিতে থাকিবে ; তখন আমি নিশ্চয়ই
 আত্মহত্যা করিয়া মরিব ॥১৮—১৯॥

তৌ চ হীনৌ ময়া বালৌ ত্বয়া চৈব তথাত্তজৌ ।
 বিনশ্চেতাং ন সন্দেহো মৎস্তাবিব জলক্ষয়ে ॥২০॥
 ত্রিতয়ং সৰ্ব্বথাহপোবং বিনশিষ্যত্যাসংশয়ম্ ।
 ত্বয়া বিহীনং তস্মাদ্বং মাং পরিত্যক্তুর্মহসি ॥২১॥
 ব্যাষ্টিরেষা পরা জ্ঞীণাং পূৰ্ব্বং ভৰ্ত্তুঃ পরা গতিঃ ।
 ননু ব্রহ্মন্ ! সপুত্রাণামিতি ধৰ্ম্মবিদো বিহুঃ ॥২২॥
 পরিত্যক্তঃ স্ততশ্চায়াং দুহিতেয়ং তথা ময়া ।
 বান্ধবশ্চ পরিত্যক্তাস্বদৰ্থং জীবিতঞ্চ মে ॥২৩॥
 যজ্ঞৈস্তপোভিনিয়মৈর্দানৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।
 বিশিষ্যতে স্রিয়া ভৰ্ত্তুর্নিত্যং প্রিয়হিতে স্থিতিঃ ॥২৪॥
 তদিদং যচ্চিকীৰ্ষামি ধৰ্ম্মং পরমসম্মতম্ ।
 ইষ্টকৈব হিতকৈব তব চৈব কুলস্ত চ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । বিনশ্চেতাং, আত্মন এবায়োগ্যত্বাৎ অযোগেন পত্যা রক্ষণাসম্ভবাচ্চ ॥২০॥
 ত্রিতয়মিতি । ত্রিতয়ম্—অহং পুত্রঃ কস্তা চেতি ত্রয়ম্ ॥২১॥
 ব্যাষ্টিরিতি । সপুত্রাণাং জ্ঞীণাম্, এষা পরা উৎকৃষ্টা, ব্যাষ্টিঃ সমৃদ্ধিঃ, যৎ, ভৰ্ত্তুঃ পুৰুষম্,
 তাসাং পরা পরলোকসমৃদ্ধিনী গতিৰ্ভবতি । “ব্যাষ্টিঃ ফলে সমৃদ্ধৌ চ” ইত্যমরঃ ॥২২॥
 পরিত্যক্ত ইতি । মে মম জীবিতং জীবনঞ্চ ময়া পরিত্যক্তমিতি সপক্ষঃ ॥২৩॥
 যজ্ঞৈরিতি । নিয়মৈর্দৈতৈঃ । বিশিষ্যতে প্রাধান্যেনাকীক্ৰিয়তে মুনিভিঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

১৫—১৬। ধ্রুজ্জাঃ কাকাঃ ॥১৭—২১। পরা ব্যাষ্টিঃ মহত্তাগ্যম্ । “ব্যাষ্টিঃ ফলে সমৃদ্ধৌ

তখন এই বালক পুত্র ও বালিকা কস্তা ইহারা আপনার ও আমার অভাবে,
 জলাভাবে মৎস্তের স্থায় বিনষ্ট হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥২০॥

এই ভাবে একমাত্র আপনার অভাবে তিনটা লোকই বিনষ্ট হইবে, ইহাতে
 কোন সন্দেহ নাই । অতএব আপনি আমাকেই ত্যাগ করুন ॥২১॥

ব্রাহ্মণ । পুত্রবতী জ্ঞীদিগের ইহা পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ভৰ্ত্তার পূৰ্বে
 পরলোকে গমন করেন ; ইহা ধৰ্ম্মজ্ঞেরা মনে করেন ॥২২॥

আমি আপনার জন্তু নিজের জীবন, এই পুত্র, এই কস্তা এবং সমস্ত বন্ধু-
 বর্গকে পরিত্যাগ করিলাম ॥২৩॥

কেন না, নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্তা, ব্রত ও দান অপেক্ষা সৰ্বদা ভৰ্ত্তার প্রিয় ও
 হিত সাধনে থাকাই জীলোকের প্রধান ধৰ্ম্ম ॥২৪॥

(২২)...পরাং গতিম্ । গন্তং ব্রহ্মন্ ।...

ইষ্টানি চাপ্যপত্যানি দ্রব্যানি স্নহদঃ প্রিয়াঃ ।
 আপদক্লম্প্রমোক্ষায় ভাৰ্য্যা চাপি সতাং মতম্ ॥২৬॥
 আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্রানান্ রক্ষেদ্রনৈরপি ।
 আত্মানং সততং রক্ষেদ্রারৈরপি ধনৈরপি ॥২৭॥
 দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থং হি ভাৰ্য্যা পুত্রো ধনং গৃহম্ ।
 সর্বমেতদ্বিধাতব্যং বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥২৮॥
 একতো বা কুলং কুৎস্মাত্মা বা কুলবর্দ্ধনঃ ।
 ন সমং সর্বমেবেতি বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥২৯॥
 স কুরুষ ময়া কাৰ্য্যং তারয়াত্মনামাত্মনা ।
 অনুজানীহি মামাৰ্য্য ! স্ততো মে পরিপালয় ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি । অহং যং চিকীৰ্ষামি, তদিত্যং পরমসম্বৃতং ধর্ম্মমিত্যাদিসম্বন্ধঃ ॥২৫॥
 ইষ্টানীতি । আপদো ধর্ম্মাদবস্থাতঃ প্রমোক্ষায় ইতি সতাং মতম্ ॥২৬॥
 আপদিতি । আপদর্থে আপদ্বিবুক্তো বিষয়ে ॥২৭॥
 দৃষ্টেতি । দৃষ্টকলং জীবনাদি, অদৃষ্টকলং স্বর্গাদি । বিধাতব্যং নিষৌক্যম্ ॥২৮॥
 একত ইতি । আত্মা বা অপরতঃ । সর্বং তদুভয়ং ন সমম্, আত্মনঃ প্রধানত্বাৎ ॥২৯॥
 স ইতি । কাৰ্য্যং স্বজীবনরক্ষণম্ । আত্মনা আত্মসংরক্ষিত্বা ময়া ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

জী” ইতি মেদিনী ॥২২—২৭॥ ফলার্থং বিধাতব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥ আত্মনা সমং সর্বং
 আমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সাধুসম্মত ধর্ম্ম এবং আপনার
 ও আপনার বংশের অভীষ্ট ও হিতজনক ॥২৫॥

অভীষ্ট সম্ভান, ধন, স্নহদ, প্রিয় লোক এবং ভাৰ্য্যা, এসমস্তই আপদ হইতে
 উদ্ধার পাইবার জন্ত ; ইহা সাধুদিগের মত ॥২৬॥

বিপদ নিবৃত্তির জন্ত ধন রক্ষা করিবে, সে ধন দ্বারাও ভাৰ্য্যা রক্ষা করিবে
 এবং সে ধন ও ভাৰ্য্যা উভয় দ্বারা ই সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে ॥২৭॥

ভাৰ্য্যা, পুত্র, ধন এবং গৃহ, এসমস্তই লৌকিক ফল ও অলৌকিক ফলের
 জন্ত নিয়োগ করিবে ; ইহাই জ্ঞানিগণের মত ॥২৮॥

এক দিকে সমস্ত বংশ এবং জপের দিকে বংশবর্দ্ধক নিজে ; এই দুইও
 সমান নহে ; ইহাও জ্ঞানিগণের মত ॥২৯॥

অতএব আপনি আমা দ্বারা নিজের জীবন রক্ষা করুন, আপনার বস্ত্র
 দ্বারা ই আপনাকে উদ্ধার করুন, আমাকে অল্পমতি দিন, আর আমার সম্ভান
 দুইটাকে প্রতিপালন করিতে থাকুন ॥৩০॥

অবধ্যাং স্ত্রিয়মিত্যাহ্ৰ্ধৰ্ম্মজ্ঞা ধৰ্ম্মনিশ্চয়ে ।
 ধৰ্ম্মজ্ঞান্ রাক্ষসানাহ্ন হন্যাং স চ মামপি ॥৩১॥
 নিঃসংশয়ো বধঃ পুংসাং স্ত্রীণাং সংশয়িতো বধঃ ।
 অতো মামেব ধৰ্ম্মজ্ঞ ! প্রস্থাপয়িতুমহঁসি ॥৩২॥
 ভূক্তং প্রিয়াণ্যবাগ্ধানি ধৰ্ম্মশ্চ চরিতো ময়া ।
 স্বং প্রসূতিঃ প্রিয়া প্রাপ্তা ন মাং তপ্স্যত্যজীবিতম্ ॥৩৩॥
 জাতপুত্রো চ বৃদ্ধা চ প্রিয়কামা চ তে সদা ।
 সমীক্ষ্যোতদহং সৰ্ব্বং ব্যবসায়ং করোম্যতঃ ॥৩৪॥
 উৎসজ্যাপি হি মামার্য্য ! প্রাপ্স্যস্বন্যামপি স্ত্রিয়ম্ ।
 ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধৰ্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

মৎপ্রেরণে মঞ্জীবনস্থিতিরপি সম্ভবতীত্যাহ অবধ্যামিতি । ন হন্যাং পীবৃদ্ধা ॥৩১॥
 নহু রাক্ষসাঃ কথমপি ন ধৰ্ম্মজ্ঞা ইত্যাহ নিরिति । সংশয়িতঃ স্ত্রীস্বাদেব ॥৩২॥
 ভূক্তমিতি । ভূক্তং অক্চন্দনাদিভোগঃ কৃতঃ, প্রিয়াণি তব মপূর্ব্বচনাদানি অবাগ্ধানি ।
 স্বং স্বতঃ, প্রিয়া প্রসূতিঃ সন্তানঃ প্রাপ্তা । জীবিতস্তাভাবঃ অজীবিতং মরণম্ ॥৩৩॥
 জাতেতি । সমীক্ষ্য পর্যালোচ্য । ব্যবসায়ং মরণাধ্যবসায়ম্ ॥৩৪॥
 উৎসজ্যোতি । উৎসজ্য পরিত্যজ্য । ধৰ্ম্মো গার্হস্থ্যম্ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

নেতি এষ বুধানাং নিশ্চয়ঃ ॥২৯—৩২॥ স্বং স্বতঃ, প্রসূতিঃ সপ্ততিঃ । 'সজীবিতং মরণম্'

ধৰ্ম্মজ্ঞেরা ধৰ্ম্মনিশ্চয় করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক অবধ্য ;
 আর রাক্ষসদিগকেও তাঁহারা ধৰ্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন । অতএব সে রাক্ষস আমাকে
 নাও মারিতে পারে ॥৩১॥

পুরুষের বধ নিশ্চিত, আর স্ত্রীলোকের বধ সংশয়িত । সুতরাং আপনি
 আমাকেই পাঠাইয়া দিন ॥৩২॥

আমি ভোগ করিয়াছি, প্রিয় বস্তু পাইয়াছি, ধৰ্ম্ম আচরণ করিয়াছি এবং
 আপনা হইতে প্রিয়তম সন্তান লাভ করিয়াছি । সুতরাং এখন আর আমার
 মৃত্যু আমাকে সম্ভব করিতে পারিবে না ॥৩৩॥

আমার পুত্র জন্মিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি এবং সর্বদাই আপনার
 প্রিয় কামনা করিয়াছি ; এই সকল পর্যালোচনা করিয়া আমি এখন মৃত্যুর
 জন্ত উত্তম করিতেছি ॥৩৪॥

(৩৩)...চরিতো মহান্ । স্বং প্রসূতিং প্রিয়াং প্রাপ্তাম্... ।

ন চাপ্যধর্মঃ কল্যাণ ! বহুপত্নীকতা নৃণাম্ ।

স্রীণামধর্মঃ হুমহান্ ভর্তুঃ পূর্বস্ত লজ্জনে ॥৩৬॥

এতৎ সর্বং সমীক্ষ্য হুমান্বত্যাগঞ্চ গর্হিতম্ ।

আত্মানং তারয়াচ্চাশু কুলক্ষেমো চ দারকো ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া ভর্তা তাং সমালিন্য ভারত ! ।

মুমোচ বাম্পং শনকৈঃ সভার্যো হৃশঙ্খিতঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

বকবধে ব্রাহ্মণীবাধ্যং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি । নৃণাং পুরুষাণাম্ । লজ্জনে অতিক্রমে অশ্লভৎগ্রহণ ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

এতদিতি । সমীক্ষ্য পৰ্যালোচ্য । আত্মত্যাগঞ্চ গর্হিতং সমীক্ষ্যেতি সঘঙ্কঃ ॥৩৭॥

এবমিতি । সভার্যো ভাৰ্য্যাপি বাম্পং মুমোচেত্যর্থঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাণীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৩—৩৫॥ পূর্বস্ত লজ্জনে তং বিনা ভর্তৃশ্রবকরণে ॥৩৬—৩৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫২॥

—:~:—

আৰ্য্য ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও অশ্রু স্রী লাভ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইতেই পুনরায় আপনার গৃহস্থধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥৩৫॥

হে মঙ্গলাম্পদ ! পুরুষের বহুস্ত্রী গ্রহণ করা অধর্ম নহে ; কিন্তু পূর্ব পতি ছাড়িয়া অশ্রু পতি গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের গুরুতর অধর্ম ॥৩৬॥

আপনি এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া এবং আত্মত্যাগ করাকে নিন্দনীয় মনে করিয়া আপনাকে, বংশকে এবং এই সম্ভ্রান দুইটাকে উদ্ধার করুন' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, অত্যন্ত হৃঃখিত হইয়া, তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

—:~:—

* '...বটপঞ্চাশদধিকঃ...' '...অষ্টপঞ্চাশদধিকঃ...' '...দ্বিসপ্ততাদিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তয়োহুঃখিতয়োর্বাক্যমতিমাত্রং নিশম্য তু ।
ততো হুঃখপরীতাপ্তী কন্যা তাবভ্যভাষত ॥১॥
কিমিবং ভূশুঃখার্থো রোরুয়েতামনাথবৎ ।
মমাপি শ্রুয়তাং বাক্যং শ্রুত্বা চ ক্রিয়তাং ক্ষমম্ ॥২॥
ধর্ম্মতোহহং পরিত্যজ্য যুবয়োর্নাত্র সংশয়ঃ ।
ত্যক্তব্যং মাং পরিত্যজ্য ত্রাহি সর্বং ময়ৈকরা ॥৩॥
ইত্যর্থমিচ্ছতেহপত্যং তারয়িষ্যতি মামিতি ।
তস্মিন্মুপস্থিতে কালে তরধ্বং প্রববন্ময়া ॥৪॥
ইহ বা তারয়েদুর্গাতুত বা প্রেত্য তারয়েৎ ।
সর্ব্বথা তারয়েৎ পুত্রঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তয়োৱিতি । তয়োর্মাতাপিত্রোঃ । অতিমাত্রং হুঃখিতয়োৱিতি সধ্বঃ ॥১॥
কিমিতি । রোরুয়েতাম্ আর্জুনাদং কুধ্যাতাম্ । ক্ষমম্ চিত্তম্ ॥২॥
ধর্ম্মত ইতি । পরিত্যজ্য বরায় দেয় । পরিত্যজ্য বকায দত্তা, দানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৩॥
ইতিতি । ঈতি ইদমপত্যম্, মাং বিপদী তারয়িষ্যতি । প্রববং নৌকয়েব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তয়োৱিতি ॥১—২॥ তাত্তব্যাম্ অবশুদেয়াম্, পরিত্যজ্য রক্ষসে দত্তা ॥৩॥ প্রববং
বৈশম্পায়ন বলিলেন—অত্যন্ত হুঃখিত পিতা ও মাতার কথা শুনিয়া কন্যাটী
নিতান্ত হুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—৥১॥

‘আপনারা অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া অনাথের জ্ঞায় কেন এ রকম আর্জুনাদ
করিতেছেন ? আমার কথাও শুনুন, শুনিয়া, যাহা সঙ্গত হয়, তাহা করুন ॥২॥

আপনাদের ত ধর্ম্মানুসারে আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে ; এ বিষয়ে ত
কোন সন্দেহই নাই । অতএব ত্যক্তব্য আমাকে ত্যাগ করিয়া, একা আমা
দ্বারাই সকলকে রক্ষা করুন ॥৩॥

লোকে এই জগুই সম্ভান ইচ্ছা করে যে, সম্ভান বিপদ হইতে উদ্ধার
করিবে । তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং নৌকার জ্ঞায় আমা
দ্বারা আপনারা বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হউন ॥৪॥

[৫]...উত বা প্রেত্য ভারত !...

আকাজ্ঞস্তু চ দৌহিত্রান্ নয়ি নিত্যং পিতামহাঃ ।
 তান্ স্বয়ং বৈ পরিত্রাস্তে রক্ষন্তী জীবিতং পিতুঃ ॥৬॥
 ভ্রাতা চ মম বালোহয়ং গতে লোকমমুং স্বয়ি ।
 অচিরেণৈব কালেন বিনশ্যেত ন সংশয়ঃ ॥৭॥
 তাতেহপি হি গতে স্বর্গং বিনষ্টে চ মমানুজে ।
 পিণ্ডঃ পিতৃণাং ব্যুচ্ছিদ্যেত্তত্তেবাং বিপ্রিয়ং ভবেৎ ॥৮॥
 পিত্রা ত্যক্তা তথা মাত্রা ভ্রাত্রা চাহমসংশয়ম্ ।
 দুঃখান্দুখতরং প্রাপ্য ত্রিয়েহমতথোচिता ॥৯॥
 স্বয়ি স্বরোগে নিম্মুক্তে মাতা ভ্রাতা চ মে শিশুঃ ।
 সম্তানশ্চৈব পিণ্ডশ্চ প্রতিষ্ঠাস্ত্যতসংশয়ম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি অপত্যত্বাবিশেষাৎ পুত্রঃ কথং ন তাদ্ভ্যত ইত্যাহ ইহেতি । প্রেত্য পরলোকে ॥৫॥
 স্বয়ং পুংস্তমানো দৌহিত্রোহপি পুত্রবদেবেত্যাহ আকাজ্ঞস্তু ইতি । স্বয়মহম্ ॥৬॥
 ভ্রাতেতি । অমুং পরম্ । স্বয়ি পিতরি । বিনশ্যেত রক্ষণাভাবাৎ ॥৭॥
 তাত ইতি । ব্যুচ্ছিদ্যেৎ লুপ্যত, দাতুরভাবাৎ । কর্মকর্তরি পরশ্চৈবদমার্ষম্ ॥৮॥
 পিত্রেতি । ত্রিয়ে যুয়াকং শোকেন, অতথোচিতা অশোকমরণযোগ্যা ॥৯॥
 নহু মম্মাত্রমরণে মাতৃভ্রাত্রোরপি কথং শোক ইত্যাহ স্বয়ীতি । নিম্মুক্তে মৃতে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৌকযেব ময়া তরঙ্গঃ দুঃসহদুঃখনদীমতিক্রামধ্বম্ ॥৪॥ পুত্রঃ পুন্নারো নরকাৎ ত্রায়ত ইতি

পুত্র ইহলোকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে এবং পরলোকে নরক হইতে
 উদ্ধার করে ; অতএব পুত্র সর্বপ্রকারেই উদ্ধার করিয়া থাকে । এই জন্তই
 জ্ঞানীরা পুত্র বলিয়া থাকেন ॥৫॥

তবে, পিতৃলোকেরা আমাতেও দৌহিত্রের আশা করেন বটে ; কিন্তু আমি
 পিতার জীবন রক্ষা করিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিব ॥৬॥

আপনি পরলোকে চলিয়া গেলে, আমার এই বালক ভ্রাতাটী অচিরকাল-
 মধ্যেই বিনষ্ট হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

পিতাও স্বর্গে গেলে এবং আমার ছোট ভাইটীও মরিয়া গেলে, পিতৃলোকের
 পিণ্ডলোপই হইবে ; তাহা তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িবে ॥৮॥

শোকে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে ; অথ চ পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা
 ইহারা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি নিশ্চয়ই সংসারে গুরুতর
 দুঃখ পাইয়া শোকেই মরিয়া যাইব ॥৯॥

আত্মা পুত্ৰঃ সখা ভাৰ্য্যা কৃচ্ছ্ৰং স্তু হুহিতা কিল ।
 স কৃচ্ছ্ৰাশ্চোচয়ান্নানং মাঞ্চ ধৰ্ম্মে নিবোজয় ॥১১॥
 অন্তথা কৃপণা বান্ধা যত্র কচন গামিনী ।
 ভবিষ্যামি ত্বয়া তাত ! বিহীনা কৃপণা সদা ॥১২॥
 অথবাহং করিষ্যামি কুলস্তাস্মৈ বিমোচনম্ ।
 ফলসংস্থা ভবিষ্যামি কৃত্বা কৰ্ম্ম স্তুত্বকরম্ ॥১৩॥
 অথবা যাস্তসে তত্র ত্যক্ত্বা মাং দ্বিজসত্তম ! ।
 গীড়িতাহং ভবিষ্যামি তদবেক্ষস্ব মামপি ॥১৪॥
 তদস্মদর্থং ধৰ্ম্মার্থং প্রসবার্থঞ্চ সত্তম ! ।
 আত্মানং পরিরক্ষস্ব ত্যক্তব্যং মাঞ্চ সংত্যজ ।
 অবশ্যকরণীয়ে চ মা ত্বাং কালোহিত্যগাদয়ম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বমরণে যুক্ত্যন্তরমাহ আশ্বেতি । পুত্ৰঃ, আত্মা, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্ৰঃ” ইতি স্বরণাৎ ।
 ভাৰ্য্যা, সখা, লতা বাহুরিত্যাদিবদ্রূপকবিনয়স্বাভিধ্ব্যতায়ঃ । কৃচ্ছ্ৰং কষ্টহেতুমাভ্রম্ ॥১১॥
 অন্তথেতি । কৃপণা দীনী । কৃপণা কথমিত্যাহ ত্বয়া বিহীনাহং সदैব কৃপণা ॥১২॥
 অথবেতি । কৰ্ম্ম রাক্ষসায়ান্নসমর্পণরূপং কাৰ্য্যম্ । ফলসংস্থা সফলজন্মা ॥১৩॥
 অথবেতি । তন্নামপ্যবেক্ষ, অহমপি ত্বয়া সাক্ষং তত্র যাস্তামীতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগাৎ পুত্ৰ ইত্যর্থঃ ॥৫॥ তৎ স্বয়মিতি দৌহিত্র্যপেক্ষয়া সন্নিহিতা হুহিতৈবাহং তারয়া-
 আপনি বিনা রোগে মরিয়া গেলে, আমার মাতা, শিশু ভ্রাতা, আপনার
 বংশ এবং পিতৃলোকের পিণ্ড এসমস্তই নষ্ট হইবে, কোন সন্দেহ নাই ॥১০॥
 পুত্ৰ আত্মস্বরূপ এবং ভাৰ্য্যা সুহৃৎস্বরূপ ; কিন্তু কত্থা কেবল কষ্টেরই
 কারণ । অতএব আপনি সেই কষ্ট হইতে আত্মাকে মুক্ত করুন, আমাকেই
 ধৰ্ম্মার্থে নিযুক্ত করুন ॥১১॥

না হইলে, আমি বালিকা এবং দীনী ; সুতরাং আমার যে কোন জায়গায়
 যাইয়া আশ্রয় লইতে হইবে । কেন না, বাবা ! আপনি না থাকিলে আমি
 দীনীই হইব ॥১২॥

অথবা আমি নিজেই অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া এই বংশের উদ্ধার করিব
 এবং নিজের জন্মকে সফল করিব ॥১৩॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেখানে
 যাইবেন, তাহাতে আমি বড়ই দুঃখিত হইব । অতএব আমারও অপেক্ষা
 করুন ॥১৪॥

কিংবতঃ পরমং দুঃখং যদ্বয়ং স্বর্গতে হয়ি ।

যাচমানাঃ পরাদম্নং পরিধাবেমহি শ্ববৎ ॥১৬॥

হয়ি হুরোগে নিম্মুক্তে ক্লেশাদম্মাৎ সবান্ধবে ।

অম্মতেব সতী লোকে ভবিষ্যামি স্থথাস্থিতা ॥১৭॥

ইতঃ প্রদানে দেবশ্চ পিতরশ্চৈত নঃ শ্রুতম্ ।

হয়া দন্তেন তোয়েন ভবিষ্যন্তি হিতায় বৈ ॥১৮॥

ইত্যেতদুভয়ং তাত ! নিশাম্য তব যদ্বিতম্ ।

তদ্ব্যবস্ত তথাস্থায়া হিতং স্বস্ত্য স্ততস্ত্য চ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । অম্মদর্থং মজ্জলসাকল্যার্থম্ । প্রসবার্থং পুত্রার্থম্ । ষট্‌পদমিদং পদম্ ॥১৫॥

কিংব্রিতি । পরাদম্মাজ্জনাৎ । পরিধাবেমহি সর্ষত্র ধাবেম । শ্ববৎ কুকুরবৎ ॥১৬॥

হয়ীতি । অরোগে নিম্পীড়ে । মৃত্যপি অম্মতেব, যশস্চিরস্থায়িত্বাদিত্যেভ্যো ভাবঃ ॥১৭॥

নম্র তবার্পণে নৌহিত্রাসম্ভবাৎ পিতরো দেবশ্চ মহৎ কুপিগ্ৰস্তাত্যাহ ইত ইতি । ইতঃ স্থানাৎ, রাক্ষসায় মম প্রদানেহপি, হয়া দন্তেন তোয়েনৈব দেবশ্চ পিতরশ্চৈব তব হিতায়ৈব ভবিষ্যন্তি ; নৌহিত্রাপেক্ষয়া পুত্রাদেঃ প্রাধান্ত্যাদিত্যেভ্যো ভাবঃ । ইতি নোহস্মাকং শ্রুতমাসীৎ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মীতার্থঃ ॥৬—১২॥ ফলসংস্থা সফলমরণ ॥১৩॥ তত্র রাক্ষসসমীপে ॥১৪॥ প্রসবার্থং বংশার্থম্

॥১৫—১৬॥ অম্মতেব জীবন্তীব ইহ লোকে কীর্ত্তেঃ সম্বাৎ ॥১৭॥ ইতঃ প্রদানে অম্মিন্

রাক্ষসাহারায় কন্যাদানে দুর্দানত্বাৎ পিতৃদুর্ধরপাচ কন্যায়াঃ দেবশ্চ পিতরশ্চ হিতায় নেতি

হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার জন্ম সফল করিবার জন্ত এবং ধর্ম ও পুত্র রক্ষার জন্ত আত্মরক্ষা করুন ; আমাকে ত ত্যাগ করিবেনই ; স্ততরাং আমাকেই ত্যাগ করুন ; আর অবশ্যকর্তব্য বিষয়ে আপনার এই সময়টাই যেন অনর্থক চলিয়া যায় না ॥১৫॥

বাবা ! ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর কি হইতে পারে যে, আপনি স্বর্গে গেলে পর আমরা কুকুরের মত পরের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকিয়া সর্বত্র ধাবিত হইব ॥১৬॥

আর, আপনি বান্ধবগণের সহিত অনায়াসে এই কষ্ট হইতে নিস্তার পাইলে, আমি সুখী হইব এবং মরিয়াও জগতে অমৃত্যুর মতই থাকিব ॥১৭॥

আপনি এখন হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেও আপনার প্রদত্ত জল দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণ আপনার হিতকারী হইবেন, ইহা আমাদের শুনা আছে ॥১৮॥

মাতাপিত্ৰোশ্চ পুত্ৰোশ্চ ভবিতারো গুণাধিতাঃ ।

ন তু পুত্ৰেণ পিতরৌ পুনৰ্জাতু ভবিষ্যতঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বহুবিধং তস্মা নিশম্য পরিদেবিতম্ ।

পিতা মাতা চ সা চৈব কন্যা প্রকরুতুস্ত্রয়ঃ ॥২১॥

ততঃ প্রকৃদিতান্ সৰ্বান্ নিশম্যাপ স্ততস্তদা ।

উৎফুল্লনয়নো বালঃ কলমব্যাক্রমত্রবীৎ ॥২২॥

মা পিতা রুদ মা মাতর্মা স্বসত্ত্বিতি চাত্রবীৎ ।

প্রহসন্নিব সৰ্বাংস্তানেকৈকমুপসপতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতি। উভয়ং তবাস্থানং মম দানকং । ব্যবস্ত কৰ্ত্তুং যতনং । স্বস্ত স্বকীয়স্ত ॥২০॥
ময়রূপেণি যুবয়োঃ কন্যাস্তরসম্ভাবনাতীত্যাহ মাতেরি। পুত্ৰপদমুভয়ত্রাপাতপরম্ ।
পিতরৌ মাতাপিতরৌ । জাতু কদাচিৎ । অভঃ সৰ্বাধেব মদানং শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥২০॥

এবমিতি । পরিদেবিতং বিলাপোক্তিম্ । ত্রয়ো জনাঃ ॥২১॥

তত ইতি । উৎফুল্লনয়ন উৎসাহাধিকারিতনয়নঃ । কলং বালবাক্যাহাদেব মধুরম্ ॥২২॥
বালস্বভাবং বর্ণয়তি মেতি । পিতরিত্যাদিসংবাদনত্রয়ম্ । হে স্বসত্ত্বিগিনি ! । একৈকং
কৃমা সৰ্বান্বেব তান্ পিত্রাদীন উপসপতি স্ম ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ৰতং যজ্ঞাপি তথাপি স্মা দত্তেন ভোয়েন তব মম চ হিতায় তে ভবিগন্তীত্যর্থঃ ॥১৮—২১॥

বাবা ! এই দুই পক্ষ শুনিয়া, আপনার নিজের, মাতৃদেবীর এবং আপন
পুত্রের যাহাতে হিত হয়, তাহা করিবার জন্ত চেষ্টা করুন ॥১৯॥

মাতা-পিতার অপর গুণবান্ সন্তানও জন্মিতে পারে ; কিন্তু সন্তানের পিতা-
মাতা পুনরায় কখনও হয় না' ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কন্যাটীর এইরূপ নানাবিধ বিলাপোক্তি শুনিয়া
পিতা, মাতা ও সেই কন্যাটী, ইহারা তিন জনই অত্যন্ত রোদন করিতে
লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর, সকলকেই রোদন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের সেই বালক
পুত্রটী উৎফুল্লনয়ন হইয়া, মধুর ও অস্পষ্টভাবে বলিল— ॥২২॥

‘বাবা ! মা ! ভগিনি ! আপনারা কাঁদিবেন না’ এই কথা বলিল এবং
হাসিতে হাসিতেই যেন এক এক করিয়া তাঁহাদের সকলের নিকট গেল ॥২৩॥

১৯—২০ স্নোকে কতিপয়পুস্তকে ন দৃষ্টেতে । (২৩)....একৈকমুপসপতি ।

ততঃ স তৃণমাদায় প্রহৃষ্টঃ পুনরব্রবীৎ ।

অনেনাহং হনিষ্যামি রাক্ষসং পুরুষাদকম্ ॥২৪॥

তথাপি তেষাং দুঃখেন পরীতানাং নিশম্য তৎ ।

বালস্ত্র বাক্যমব্যক্তং হর্ষঃ সমভবন্মহান্ ॥২৫॥

অয়ং কাল ইতি জ্ঞাত্বা কুন্তী সমুপস্থত্য তান্ ।

গতাসুনমুতেনেব জীবয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অনেন তুণেন । পুরুষাদকং নরভক্ষকম্ ॥২৪॥

তথেষতি । দুঃখেন পরীতানাং ব্যাপ্তরুদয়ানামপি তেষাম্ । তথা তাদৃশম্ ॥২৫॥

অয়মিতি । অয়ং কালঃ প্রহুঃ সময়ঃ, কৌতুকহর্ষণেয়াং শোকাশ্রয়ালোদয়াৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

কলং মধুরম্ ॥২২॥ হে পিতঃ ! মা রুদ রোদনং মা ক্লু, এতেন বাললীলাপি ভাবিত্তভাভ-
স্থচিক্বেতি স্থচিতম্ ॥২৩—২৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৩॥

—:—

তাহার পর, সেই বালক একটী তৃণ হাতে করিয়া, প্রহৃষ্ট হইয়া, পুনরায়
বলিল—‘আমি ইহা দ্বারা সেই নরখাদক রাক্ষসকে বধ করিব’ ॥২৪॥

তাহাদের হৃদয় দুঃখে আকুল থাকিলেও, সেইরূপ সেই বালকের গদগদ
বাক্য শুনিয়া গুরুতর আনন্দ জন্মিল ॥২৫॥

‘জিজ্ঞাসা করিবার এই সময়’ ইহা বুঝিয়া, কুন্তী তাহাদের নিকটে বাইয়া,
মৃতপ্রায় সেই লোক কয়টীকে অমৃত দ্বারাই যেন বাঁচাইতে থাকিয়া, এই কথা
বলিলেন— ॥২৬॥

—:—

* ‘...সপ্তপঞ্চাশদধিকঃ...’ ‘...উনষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ‘...ত্রিশপ্তত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ—

কুস্ত্যবাচ ।

কুতোমূলমিদং দুঃখং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ।

বিদিত্বা ব্যাপকর্ষেয়ং শক্যক্ষেদপকষিতুম্ ॥১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপপন্নং সতামেতদ্ যদব্রবীষি তপোধনে ! ।

ন তু দুঃখমিদং শক্যং মানুষ্যেণ ব্যাপোহিতুম্ ॥২॥

তথাপি তদ্বমাখ্যাস্তে দুঃখস্তৈতস্ত্য সম্ভবম্ ।

শক্যং বা যদি বাহশক্যং শৃণু ভদ্রে ! যথাতথম্ ॥৩॥

সমীপে নগরস্ত্যস্ত বকো বসতি রাক্ষসঃ ।

ঈশো জনপদস্ত্যস্ত পুরস্ত্য চ মহাবলঃ ॥৪॥

পুন্ড্রো মানুষ্যমাংসেন ছুরুন্ধিঃ পুরুষাদকঃ ।

রক্ষত্যহররাড্ নিত্যমিমং জনপদং বলী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কুত ইতি । কুতো মূলং যন্তেতি কুতোমূলং কিংকাষণকমিতাৎ । কুত ইত্যব্যয়ম্ ।
ব্যাপকর্ষেয়ং তদুৎসং দূরীকৃত্যম্ । অপকষিতুং দূরীকৃত্বম্ ॥১॥

উপেতি । উপপন্নং যুক্তম্ । ব্যাপোহিতুম্ অপনেত্বম্ ॥২॥

তথ্যেতি । তন্তং সত্যম্ । সম্ভবমুৎপত্তিকারণম্ ॥৩॥

সমীপ ইতি । বকো নাম । ঈশঃ স্বামী ॥৪॥

পুন্ড্র ইতি । অহররাট্ ছুরবিরোধিনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ॥৫॥

কুস্তী বলিলেন—‘আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি । জানিয়া, যদি তাহা দূর করিতে পারি, তবে দূর করিব’ ॥১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘তপস্বিনি ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বলা সজ্জনের সঙ্গতই বটে ; তবে এ দুঃখ দূর করা মানুষের অসাধ্য ॥২॥

তথাপি এই দুঃখের কারণ যথাযথভাবে আপনাকে বলিতেছি ; ভদ্রে ! আপনি ইহা দূর করিতে পারুন বা না-ই পারুন, শুভুন ॥৩॥

এই নগরের নিকটে অত্যন্ত বলবান্ একটা রাক্ষস বাস করে, তাহার নাম-‘বক’ সে এই দেশের এবং এই নগরের অধীশ্বর ॥৪॥

(১)....বিদিত্বাঃব্যাপকর্ষেয়ম্... । (৩) অয়ং শ্লোকঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে ।

নগরৈধৈব দেশঞ্চ রক্ষাবলসমস্থিতম্ ।

তৎকৃতে পরচক্রাক্ষ ভূতেভ্যশ্চ ন নো ভয়ম্ ॥৬॥

বেতনং তস্ত বিহিতং শালিবাহস্য ভোজনম্ ।

মহিমৌ পুরুষশ্চৈকো যন্তদাদায় গচ্ছতি ॥৭॥

একৈকশ্চাপি পুরুষস্তং প্রয়চ্ছতি ভোজনম্ ।

স বারো বহুভির্বৈর্ধৈবত্যন্তরো নরৈঃ ॥৮॥

তদ্বিমোক্ষায় যে কেচিদ্ যতন্তি পুরুষাঃ কচিৎ ।

সপুত্রদারাংস্তান্ হুত্বা তদ্রক্ষো ভক্ষয়তু্যত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নগরমিতি । বলসমস্থিতং রক্ষঃ স রাক্ষসঃ পাতীতি শেষঃ । পরচক্রাৎ পররাজ্যাৎ ॥৬॥

বেতনমিতি । তস্ত বকরাক্ষসস্ত, শালীনাম্ শালিধান্ততুলানাম্ বাহঃ পরিমাণবিশেষ-
স্তস্ত অন্নমিতি শেষঃ । “দশকুস্তো বাহঃ” ইতি স্বামী । বস্ততস্ত প্রচুরময়ম্ । ঘৌ মহিমৌ,
একশ্চ পুরুষঃ, এতেষাং ভোজনম্, বেতনং দেশাদিরক্ষাকৰ্ম্মমূল্যম্, রাজা বিহিতম্ । অথ
কোহসৌ পুরুষ ইত্যাহ—যন্তৎসৰ্বমাদায় তত্র গচ্ছতি ॥৭॥

একৈক ইতি । বারো নিয়মিতদিবসঃ । অন্তরঃ অনায়াসেন তরীতুমশক্যঃ ॥৮॥

তদ্বিতি । ততো বকভোজনবিপদো বিমোক্ষায় । তদ্রক্ষঃ স বকরাক্ষসঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কুত ইতি । কুতোয়লং কুত উখিতমিত্যর্থঃ ॥১—৬॥ শালিবাহো বিংশতিধারীপরি-
মিতশালিতুল্যদানঃ । “বাহো বিংশতিধারীকঃ” ইত্যুক্তেঃ ॥৭॥ বারঃ পর্য্যায়গতো দিবসঃ

সেই ছবুজি রাক্ষস দেববিরোধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সে মানুষের মাংস
খাইয়া পরিপুষ্ট ও বলবান হইয়া সর্বদা এই দেশ রক্ষা করিতেছে ॥৫॥

সেই বলবান রাক্ষস দেশ ও নগর রক্ষা করে বলিয়া আমাদের অন্ত কোন
রাজ্য বা প্রাণী হইতে কোন ভয় নাই ॥৬॥

প্রচুর অন্ন, ছইটী মহিষ, আর এইগুলি লইয়া যাইতে পারে এইরূপ একটী
পুরুষ, এই গুলিকে রাজা সেই বকরাক্ষসের খাণ্ডরূপ বেতন নির্দিষ্ট করিয়া
দিয়াছেন ॥৭॥

প্রতিদিন এই একটী পুরুষ এই খাণ্ড নিয়া বকরাক্ষসকে দিয়া থাকে ।
বহু বৎসর পরে এক এক ব্যক্তির এই পালা পড়িয়া থাকে ; ইহা হইতে নিস্তার
পাওয়া দুষ্কর ॥৮॥

যাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে, পুত্রকলত্রাদির
সহিত তাহাদিগকে বধ করিয়া বকরাক্ষস ভক্ষণ করে ॥৯॥

বেত্রকীয়গৃহে রাজা নায়ং নয়মিহাস্থিতঃ ।
 উপায়ং তং ন কুরুতে যত্নাদপি স মন্দধীঃ ।
 অনাময়ং জনস্তাস্ত্র যেন স্তাদন্ত শাস্ততম্ ॥১০॥
 এতদর্হা বয়ং নুনং বসামো দুর্বলস্ত্র য়ে ।
 বিষয়ে নিত্যমুষ্ণিগাঃ কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ ॥১১॥
 ব্রাহ্মণাঃ কস্ত্র বাস্তব্যাঃ কস্ত্র বা চন্দচারিণঃ ।
 গুণৈরেতে হি বৎসস্তি কামগাঃ পক্ষিণো যথা ॥১২॥
 রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্ ।
 ত্রয়স্ত্র সঞ্চয়েনাস্ত্র স্ত্রাতীন্ পুত্রাংশ্চ তারয়েৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বেত্রিত। বেত্রকীয়গৃহং নাম রাজধানী তত্র। নয়ং প্রজারক্ষানীতিম্, আস্থিত
 আশ্রিতঃ। অনাময়ং রাক্ষসবিপত্তেরভাবঃ। শাস্তং চিরস্থায়ি। যত্নপদং পটমিদম্ ॥১০॥
 এতদিতি। কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ, অতএব নিত্যমুষ্ণিগাঃ, যে বয়ম্, দুর্বলস্ত্র তস্ত্র রাজো
 বিষয়ে দেশে বসামঃ, তে সর্ব্ব এব বয়ম্, এতদর্হা বকরাক্ষসভোজনযোগ্যাঃ ॥১১॥
 ব্রাহ্মণা ইতি। কস্ত্র জনস্ত্র, অধীনাঃ সস্ত্র ইতি শেষঃ, বাস্তব্য। বসেয়ঃ, কস্ত্রাপি নেতাঃ।
 চন্দেন অতিপ্রায়েণ চবস্তীতি তে, কস্ত্রাপি নেতি তাৎপর্য্যম্। এতে ব্রাহ্মণাঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

৮—৯। বেত্রকীয়গৃহে স্থানবিশেষে, ইতঃ অদূরে রাজ্যান্তি অয়মিহ নগরে নয়ং ন আস্থিতঃ
 অস্ত্র নগরস্ত্রাবেকাং ন কবোতীত্যর্থঃ। স্বয়ং রাক্ষসং হস্তমশক্তবাহুপায়মপাত্ত্বারা ন কুরুতে,
 যতো মন্দধীঃ ॥১০॥ এতদর্হাঃ এতস্ত্র দুঃখস্ত্র যোগ্যা বয়ম্, তত্র হেতুঃ বসাম ইত্যাদিঃ। বিষয়ে
 দেশে, নিত্যবাস্তব্য নিত্যং বাসকর্ত্তারঃ। নিত্যমুষ্ণিগা ইত্যপি পঠন্তি ॥১১॥ কস্ত্র কেন
 হেতুনা, কস্ত্র কেন পুংসা, বক্তব্য ইতো যা গচ্ছতেতি বক্তুং শক্যাঃ; কৃগাদিকারিণা-
 ভাবাৎ। অতএব চন্দচারিণঃ। গুণদেশস্ত্র রাজো বা বৎসস্ত্র বাসং করিষ্যন্তি ন তু
 নির্ব্বাচন ইত্যর্থঃ ॥১২॥ সঞ্চয়েন সঞ্চয়্য, অরাজকে হি রাষ্ট্রে কৃত। ভাষ্য। চোরহার্য্য। স্ত্রাৎ।

বেত্রকীয়নামক রাজধানীতে এক রাজা আছেন, তিনি প্রজারক্ষার নীতি
 অনুসরণ করেন না এবং নিত্যস্ত্র অন্নবৃদ্ধি; সুতরাং তিনি সেরূপ উপায় করেন
 না, যাহাতে এই সকল লোক চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে ॥১০॥

আমরা সর্ব্বদাই উদ্ভিগ্ন থাকিয়া সেই দুর্ব্বল নিকট রাজার আজ্ঞারে যাহারা
 বাস করি, তাহারা সকলেই এই বিপদ ভোগ করিবার যোগ্য ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা কাহার অধীন হইয়া বাস করেন? কাহারই বা ইচ্ছানুসারে
 গিয়া থাকেন; (কাহারই নহে); ইহারা পক্ষিগণের স্ত্রায় ইচ্ছানুসারে
 গিয়া বাস করিবেন ॥১২॥

বিপরীতং ময়া চেদং ত্রয়ং সর্বমুপার্জিতম্ ।
 তদিমামাপদং প্রাপ্য ভৃশং তপ্যামহে বয়ম্ ॥১৪॥
 সৌহৃদমস্মাননুপ্রাপ্তৌ বারং কুলবিনাশনঃ ।
 ভোজনং পুরুষশ্চৈকং প্রদেয়ং বেতনং ময়া ॥১৫॥
 ন চ মে বিগতে বিত্তং সংক্ৰেতুং পুরুষং কচিৎ ।
 হৃহুজ্জনং প্রদাতুঞ্চ ন শক্যামি কদাচন ॥১৬॥
 গতিঞ্চৈব ন পশ্যামি তস্মান্মোক্ষায় রক্ষসঃ ।
 সৌহৃদং হুঃখার্ণবে ময়ৌ মহতাস্থতরে ভৃশম্ ॥১৭॥
 সর্হৈবৈতৈগমিষ্যামি বান্ধবৈরহু রাক্ষসম্ ।
 ততো নঃ সহিতান্ ক্ষুদ্রঃ সর্বানিবোপভোক্ষ্যতি ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

রাজানমিতি । বিন্দেৎ আশ্রয়ত্বেন লভেত । সঞ্চয়েন সংগ্রহেণ অবলম্বনেনেত্যর্থঃ ॥১৩॥
 বিপরীতমিতি । রাজো দুর্কলস্বাং, ভাণ্ডায়া অবশ্যস্থতস্বাং ধনস্ত চালস্বাৎবিপরীতা-
 মিতি ভাবঃ ॥১৪॥

স ইতি । বারো নিয়মিতদ্বিবসঃ ॥১৫॥

অথ পুরুষান্তরং ক্রীড়ানীয় হৃহুজ্জনো বা কচ্চিদীয়তামিত্যাহ নেতি । বিত্তং ধনম্ ॥১৬॥

গতিমিতি । গতিমুপায়ম্ । অস্থতরে অনায়াসেন তরীতুমশক্যে ॥১৭॥

সর্হেতি । এতৈঃ পুত্রকলত্রকল্লারূপৈঃ । সর্বশোকনিবৃত্তার্থমিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অভাৰ্ধ্যাস্বাজনো ধনং রাজহাণ্ডং স্বাং ॥১৩॥ বিপরীতং কুরাজ্যে ভার্য্যোদ্ধনং উদ্ধাহান-
 মাহুয প্রথমে রাজাকে, তাহার পর ভার্য্যাকে এবং তাহার পর ধন আশ্রয়
 করে ; এই ভাবে এই তিনের আশ্রয় করিয়া জ্ঞাতি ও সন্তানদিগকে বিপদ
 হইতে উদ্ধার করে ॥১৩॥

কিন্তু আমি এই তিনটাই বিপরীত পাইয়াছি । তাই, এই বিপদ উপস্থিত
 হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সমুপ্ত হইতেছি ॥১৪॥

বংশনাশক সেই পালা আজ আমার উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং সেই
 খাণ্ড এবং একটা পুরুষ আজ আমাকেই দিতে হইবে ॥১৫॥

আমার এমন ধন নাই, যাহা দ্বারা একটা পুরুষ কিনিয়া দিতে পারি এবং
 কখনও কোন বহুজনকেও আমি দিতে পারিব না ॥১৬॥

অথ চ সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির কোন উপায়ও দেখিতেছি না ।
 অতএব আমি বিশাল ও হস্তর হুঃখসাগরে অত্যন্ত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি ॥১৭॥

১৮ শ্লোকাৎ পরং কচ্চিদধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে ।

কুন্ত্যবাচ ।

ন বিবাদস্তুরা কার্যো ভয়াদস্মাৎ কথঞ্চন ।

উপায়ঃ পরিদৃষ্টোহত্র তস্মান্মোক্ষায় রক্ষসঃ ॥১৯॥

একস্তব স্ততো বালঃ কন্ধ্যা চৈকা তপস্বিনী ।

ন চৈতয়োস্তুথা পত্ন্যা গমনং তব রোচয়ে ॥২০॥

মম পঞ্চ স্ততা ব্রহ্মন্ ! তেবামেকো গমিস্মতি ।

ত্বদর্থং বলিমাদায় তস্ত পাংশু রক্ষসঃ ॥২১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহমেতৎ করিস্ম্যমি জীবিতার্থী কথঞ্চন ।

ব্রাহ্মণস্তাতিথেশ্চৈব স্বার্থে প্রাণৈর্বিমোজনম্ ॥২২॥

ন ত্বেতদকুলীনাস্থ নাধস্মিষ্ঠাস্থ চ বিগতে ।

যদব্রাহ্মণার্থং বিসৃজেদাত্মানমপি চাত্ত্বজম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । কার্যঃ কৰ্তব্যঃ ॥১৯॥

এক ইতি । তপস্বিনী কুন্ত্য । তব চ গমনং রোচয়ে ॥২০॥

মমেতি । বলিচ্ উক্তবিধম্পহারম্ ॥২১॥

নেতি । এতৎ প্রাণৈর্বিমোজনমিতি সঙ্কল্পঃ ॥২২॥

(এখন স্থির করিয়াছি যে) আমি আজ এই বন্ধুবর্গের সহিতই রাক্ষসের নিকট যাইব; তাহার পর সেই নীচাশয় রাক্ষস আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে ভোজন করিবে ॥১৮॥

কুন্তী বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আপনি এই ভয়ে কোন রকমেই ছুঃখ করিবেন না । কারণ, সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির জন্ম আমি একটি উপায় দেখিয়াছি ॥১৯॥

আপনার একটীমাত্র বালক পুত্র এবং একটীমাত্র কুন্ড্র কন্ধ্যা, ইহাদের, বা আপনার পত্নীর, কিংবা আপনার গমন করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২০॥

আমার পাঁচটি পুত্র আছে; তাহার একটি পুত্র আপনার জন্ম সেই পাপাত্মা রাক্ষসের উপহার লইয়া সেখানে যাইবে’ ॥২১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘তপস্বিনী ! আমার এবং আমার আত্মীয়বর্গের জীবনের জন্ম, একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি, এহেন ব্যক্তির প্রাণনাশ আমি কোন রকমেই স্বীকার করিতে পারি না ॥২২॥

(২২)....প্রাণৈর্বিমোজনম্ ।

আত্মনস্তু ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যমিতি রোচয়ে ।

ব্রহ্মবধ্যাত্মবধ্যা বা শ্রেয়ানাত্মবধো মম ॥২৪॥

ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপং নিকৃতির্নাত্র বিদ্যতে ।

অবুদ্ধিপূর্বং কৃত্বাপি বরমাত্মবধো মম ॥২৫॥

ন ত্বহং বধমাকাজ্জ্ঞে স্বয়মেবাত্মনঃ শুভে । ।

পরৈঃ কৃতে বধে পাপং ন কিঞ্চিন্ময়ি বিদ্যতে ॥২৬॥

অভিসন্ধিকৃতে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্ত বধে ময়া ।

নিকৃতিং ন প্রপশ্যামি নৃশংসং ক্ষুদ্ৰমেব চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এতত্ত্বাচরণম্, অকুলীনাহ্ম অধর্ষিষ্ঠাহ্ চ জীষু ন বিদ্যতে ॥২৩॥

আত্মন ইতি । স্বংপুত্রসমর্পণাপেক্ষয়া আত্মনঃ সমর্পণমেব ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যম্ ।
অতন্তদেব রোচয়ে । ব্রহ্মবধ্যা ব্রহ্মহত্যা, আত্মবধ্যা আত্মহত্যা, এতদ্যোর্মধ্যে শ্রেয়ান্ ॥২৪॥

উক্তার্থে হেতুমাহ ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপম্ । অতন্তৎ অবুদ্ধিপূর্বং কৃত্বাপি
নিকৃতিস্ততো নিন্তারঃ, অত্র জগতি ন বিদ্যতে । অতো মমাত্মবধ এব শ্রেয়ান্ ॥২৫॥

তাহি কিমাত্মবধমেবাকাজ্জসীত্যাহ ন দ্বিতি । পরৈঃ কৃতে আত্মনো বধে ॥২৬॥

অভীতি । অভিসন্ধিনা আত্মনো বান্ধবানাঞ্চ রক্ষণোদ্দেশেন কৃতে । তচ্চ ব্রাহ্মণহননম্,
নৃশংসং নিষ্টরাচরণম্, ক্ষুদ্ৰং ক্ষুদ্ৰজনকাঞ্চ্যক ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্তবঃ ধনলাভাচ্ ॥১৪—১৮॥ ন বিবাহ ইতি ॥১৯—২২॥ এতৎ স্বহৃদম্ অকুলীনাহ্ম অধর্ষিষ্ঠা-
হ্মপি প্রজাহ্ম ন বিদ্যতে তৎ কথং মাদৃশেষু স্তাৎ ইত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণার্থমাত্মাদিবিসর্জনমেব
আত্মনঃ শ্রেয়ো ময়া বোদ্ধব্যমিতি সঙ্কঃ ॥২৩—২৪॥ অবুদ্ধিপূর্বকব্রহ্মবধ্যং বুদ্ধিপূর্বং কৃতে
আত্মবধে স্বল্পং পাপং তদপি মম পরেণ কৃতে বধে নাস্তীত্যাহ, সাক্ষেন অবুদ্ধীত্যাধিনা

এইরূপ আচরণ অসংকুলোৎপন্ন বা পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের হইতে পারে না
যে, ব্রাহ্মণের জন্ত আপনাকে বা আপন পুত্রকে সমর্পণ করে ॥২৩॥

আপনার পুত্রকে সমর্পণ অপেক্ষা নিজেকে সমর্পণ করাই ভাল এবং
তাহাই আমি ইচ্ছা করি । কারণ, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মহত্যা, এই দুয়ের মধ্যে
আত্মহত্যাই ভাল ॥২৪॥

ব্রহ্মহত্যায় গুরুতর পাপ হয় ; সুতরাং তাহা না জানিয়া করিলেও তাহা
হইতে নিন্তার নাই । অতএব আমার আত্মহত্যাই তদপেক্ষা ভাল ॥২৫॥

তবে, আমি নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছি না ; অথো যদি আমাকে
বধ করে, তাহাতে আমার কোন পাপ নাই ॥২৬॥

কিন্তু আপনার ও আপন লোকের জীবনের জন্ত আমি যদি ব্রহ্মহত্যা

আগতস্ত গৃহে ত্যাগন্তুধেব শরণার্থিনঃ ।
 যাচমানস্ত চ বধো নৃশংসো গর্হিতো বুধৈঃ ॥২৮॥
 কুর্য্যাম নিন্দিতং কৰ্ম্ম ন নৃশংসং কথঞ্চন ।
 ইতি পূৰ্বে মহাত্মান আপদ্রক্ষ্মবিদো বিদুঃ ॥২৯॥
 শ্রেয়াংস্ত্ব সহদারস্ত্ব বিনাশোহঘ্ৰ মম স্বয়ম্ ।
 ত্রাঙ্ক্ষণস্ত্ব বধং নাহমনু মংস্ত্বে কদাচন ॥৩০॥

কুন্ত্যবাচ ।

মমাপ্যেবা মতিব্রক্ষ্মন্ ! বিপ্রা রক্ষ্যা ইতি স্থিরা ।
 ন চাপ্যানিষ্টঃ পুত্রো মে যদি পুত্রশতং ভবেৎ ॥৩১॥
 ন চার্সৌ রাক্ষসঃ শক্তো মম পুত্রবিনাশনে ।
 বীৰ্য্যবান্ মন্ত্ৰসিদ্ধশ্চ তেজস্বী চ স্ততো মম ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

আগতস্তেতি । গৃহে আগতস্ত, তথা শরণার্থিনো জনস্ত বধায় ত্যাগঃ ॥২৮॥
 কুর্য্যাদিতি । পূৰ্বে প্রাচীনঃ ॥২৯॥
 ত্বিহি পুত্রাদিসহিতৈশ্চ তে বিনাশো ভবিষ্যতীত্যাহ শ্রেয়ানিতি । স্বয়মাত্মনঃ ॥৩০॥
 মমেতি । এতেন ক্ষত্রিয়মৎপুত্রৈরেব ভবন্তো বিপ্রা রক্ষণীয়া ইতি ধ্বনিতম্ ॥৩১॥
 অথ তহীষ্টমেব তে পুত্রং রাক্ষসো বিনাশয়েদিত্যাহ ন চেতি । তেজস্বী উৎসাহী ॥৩২॥

করি, তবে, তাহার নিষ্কৃতির উপায় দেখি না এবং তাহা নৃশংস ও ক্ষুদ্রলোকের
 কার্য্য ॥২৭॥

গৃহাগত ও শরণাগত ব্যক্তিকে মৃত্যুপথে সমর্পণ করা এবং প্রার্থী লোককে
 হত্যা করা এই কার্য্যগুলিকে জ্ঞানীরা নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥২৮॥

মানুষ কোন কারণেই নিন্দিত বা নৃশংস কার্য্য করিবে না ইহাই প্রাচীন
 ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা বলিয়াছেন ॥২৯॥

আজ নিজেই পত্নীর সহিত নিজের বিনাশ করান বরং ভাল ; তথাপি
 আমি কখনও ত্রাঙ্ক্ষণবধের অনুমোদন করিতে পারিব না ॥৩০॥

কুন্তী বলিলেন—‘ত্রাঙ্ক্ষণ। আমারও এই দৃঢ় ধারণা যে, ত্রাঙ্ক্ষণগণকে
 রক্ষা করিতে হয় । তা’র পর, আমার যদি এক শত পুত্রও হইত, তথাপি কোন
 পুত্রই আমার বিদ্বেষের পাত্র হইত না (শুতরাং আমি বিদ্বেষবশতঃ সে পুত্রকে
 পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি না) ॥৩১॥

(২৮) আগতস্ত গৃহে ত্যাগঃ...

রাক্ষসায় চ তৎ সৰ্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্ ।

মোক্শয়িষ্যতি চাত্মানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৩৩॥

সমাগতাশ্চ বীরেণ দৃষ্টপূৰ্ব্বাশ্চ রাক্ষসাঃ ।

বলবন্তো মহাকায়া নিহতাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥৩৪॥

ন হি দং কেষু চিদ্রক্ষন্ ! ব্যাহৰ্তব্যং কথঞ্চন ।

বিচার্থিনো হি মে পুত্রান্ বিপ্রকুর্যুঃ কুতূহলাৎ ॥৩৫॥

গুরুণা চাননুজাতো গ্রাহয়েদ্যং সূতো মম ।

ন স কুর্য্যান্তরা কার্য্যং বিদ্বয়েতি সতাং মতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসায়ৈতি । প্রাপয়িষ্যতি স মম সূত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

নদীদৃশমতিনিষ্ঠয়ে কে হেতুরিত্যাহ সমাগতা ইতি । বীরেণ মম পুত্রেণ সহ ॥৩৪॥

নেতি । ইদং মং পুত্রস্ত মন্ত্রসিদ্ধত্বং তৎপ্রেরণঞ্চ, ব্যাহৰ্তব্যং ত্বয়া বক্তব্যম্ । হি যক্ষাঃ, বিচার্থিনস্তমন্ত্রশিক্ষার্থিনো জনাঃ । বিপ্রকুর্যুঃ স্তমন্ত্রশিক্ষা প্রদারয়েযুঃ ॥৩৫॥

অথাভ্যং বিপ্রকারন্তথাপি পরোপকারয়ার্সৌ মন্ত্রঃ পশ্যৈ দাতব্য এবত্যাহ গুরুণেতি । কিঞ্চ মম সূতো গুরুণা পরশ্চৈ তন্নয়দানে অননুজাতঃ সন, যং জনম্, গ্রাহয়েৎ তং মন্ত্রং শিক্ষয়েৎ, স জনঃ, তয়া বিত্তদা মন্ত্রেণ, কিমপি কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ কৰ্ত্ত্বং ন শক্যুয়াৎ, গুরোরননুজানাদেবেতি ভাবঃ । ইতি সতাং মতম্ । ব্রাহ্মণজীবনার্থত্বাৎ মিথোক্ত্যপি কৃত্য ন পাতকম্ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

২৫—২৬। অভিসন্ধিক্রুতে বুদ্ধিপূৰ্ণং ক্রুতে ২৭—৩৪। বিপ্রকুর্যুঃ বাধেরন ৩৫। নময়মপি

সে রাক্ষসও আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না । কারণ, আমার সে পুত্র বলবান, মন্ত্রসিদ্ধ এবং তেজস্বী ॥৩২॥

সুতরাং আমার সে পুত্র রাক্ষসের নিকট তাহার সমস্ত খাণ্ড পৌছাইয়া দিবে এবং তাহার হাত হইতে আপনাকে মুক্তও করিবে, ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা ॥৩৩॥

অনেক রাক্ষসই যুদ্ধের জন্ত আমার বীর পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং বলবান ও বিশালাকৃতি অনেক রাক্ষসকে সে বিনাশও করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ॥৩৪॥

তবে, ব্রাহ্মণ ! আপনি এই বিষয়টী কাহারও নিকটে কোন কারণেই বলিতে পারিবে না । কারণ, হয় ত অনেকেই কৌতুকবশতঃ সেই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমার পুত্রগণকে প্রতারিত করিবে ॥৩৫॥

আর, গুরুর অনুমতি ব্যতীত আমার পুত্র বাহাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিবে,

এবমুক্তস্ত পৃথয়া স বিপ্রো ভাৰ্য্যা সহ ।

হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস তদ্বাক্যমমৃতোপমম্ ॥৩৭॥

ততঃ কুন্তী চ বিপ্রশ্চ সহিতাবনিলাজ্জম্ ।

তমক্ৰতাং কুরুষেতি স তথৈতাব্রবীচ্চ তৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বকবধে

ভীমবকবধানীকারো নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পৃথয়া কুন্ত্যা । অমৃতোপমং স্ববৰ্গজীবনহেতুয়াদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥

তত ইতি । সহিতৌ মিলিতৌ, অনিলাজ্জং ভীমম্ । কুরুষ এতৎ কাৰ্য্যম্ । স ভীমঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্ৰীহরিদাসদিকান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বকবধে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

তান্ বাদতাং নেতাহ, গুরুণা চেতি । গ্রাহয়েৎ গ্রাহবদাচরেৎ, কবলয়েৎ, স মম হৃতন্তং কাৰ্য্যং তথা ন কুৰ্য্যাৎ যথা বিদ্যা শিক্ষয়া গুৰীজয়া কুৰ্যাদিতি ॥৩৬—৩৮॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৪॥

—:~:—

সে ব্যক্তি সে মন্ত্ৰ দ্বারা কোন কাৰ্য্যই 'কৰিতে সমৰ্থ হইবে না, ইহাই সেই গুরুর মত ॥৩৬॥

কুন্তী এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ আপন ভাৰ্য্যার সহিত আনন্দিত হইয়া কুন্তীর সেই অমৃততুল্য বাক্যের অনেক প্রশংসা করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর, কুন্তী ও ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে যাইয়া ভীমকে বলিলেন—'ভীম । তুমি এই কাৰ্য্য সম্পাদন কর' । তখন ভীম তাঁহাদিগকে বলিলেন—'তাহাই করিব' ॥৩৮॥

—:~:—

* '...একোনষষ্ঠ্যধিকঃ...' '...একষষ্ঠ্যধিকঃ' '...পঞ্চসপ্তত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

করিষ্য ইতি ভীমেন প্রতিজ্ঞাতেহৈতং ভারত ! ।
আজগ্মুস্তে ততঃ সর্বৈ বৈক্যমাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১॥
আকারেণৈব তং জ্ঞান্ন পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
রহঃ সমুপবিশ্চৈকান্ততঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং চিকীর্ষত্যয়ং কৰ্ম ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
ভবত্যানুমতে কচ্চিৎ স্বয়ং বা কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ ।

মমৈব বচনাদেষ করিষ্যতি পরন্তপঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে মহৎ কৃত্যং মোক্ষায় নগরস্ত চ ॥৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমিদং সাহসং তীক্ষ্ণং ভবত্যা দুষ্করং কৃতম্ ।
পরিত্যাগং হি পুত্রস্ত ন প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

করিষ্য ইতি । অথেষাধ্যায়ান্তরাস্তে । করিষ্যে বকবধম্ । তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ॥১॥
আকারেণেতি । আকারেণ প্রসন্নবদনহাদিনা । যুদ্ধসম্ভবে ভীমস্ত হৃৎ প্রসিক্ ॥২॥
কিমিতি । ভবত্যান্তব অল্পমতে ভবত্যল্পমতে । সৰ্ব্বনাশো বৃষ্ঠো পুংবস্ত্বাবাভাব আধঃ ॥৩॥
মমেতি । কৃত্যং বকরাক্ষসবধরূপং কার্যম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ‘করিব’ বলিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা করিলে,
তৎপরে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির ভীমের আকৃতি দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে
পারিয়া, নির্জনে যাইয়া, কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মা ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি কার্য্য করিবার ইচ্ছা
করিতেছে ? তাহা কি আপনার অল্পমতিক্রমে ? না নিজেই করিবার ইচ্ছা
করিতেছে ? ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—‘শক্রসম্ভাপক ভীমসেন আমার আদেশেই ব্রাহ্মণের
জীবনরক্ষার জন্ত এবং এই নগরকে মুক্ত করিবার জন্ত গুরুতর কার্য্যকরিবে’ ॥৪॥

(১) করিষ্যমীতি ভীমেন... ।

কথং পরহৃতস্তার্থে স্বহৃতং ত্যক্তুমিচ্ছসি ।
 লোকবেদবিরুদ্ধং হি পুত্রত্যাগাৎ কৃতং ত্বয়া ॥৬॥
 যন্ত বাহু সমাপ্তিত্য জ্ঞথং সর্বে শয়ামহে ।
 রাজ্যাকাপহৃতং কুদ্ভৈরাজিহীর্ষামহে পুনঃ ॥৭॥
 যন্ত দুর্ঘোধানো বীর্ঘ্যং চিন্তয়ন্নমিতৌজসঃ ।
 ন শেতে রজনীঃ সর্বা দুঃখাচ্ছকুনিমি সহ ॥৮॥
 যন্ত বীরন্ত বীর্ঘ্যেণ মুক্তা জতুগৃহাঙ্ঘ্রয়ম্ ।
 অশ্বেভ্যশ্চৈব পাপেভ্যো নিহতশ্চ পুরোচনঃ ॥৯॥
 যন্ত বীর্ঘ্যং সমাপ্তিত্য বহুপূর্ণাং বহুক্ষরাম্ ।
 ইমাং মন্যামহে প্রাপ্তাং নিহত্য ধৃতরাষ্ট্রজান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পূর্বআদেবাবগতবকরাঙ্কসাত্যাচারো যুধিষ্ঠিরন্তুত্বমেববাহুমায পৃচ্ছতি কিমিতি । তৌকং দারুণম্ ॥৫॥

কথমিতি । ব্রাহ্মণার্থ ইতি অবশ্যাদেবাহ পরহৃতস্তার্থ ইতি ॥৬॥
 যন্তেতি । বাহু বাহুবোর্বলম্ । কুদ্ভৈঃ কুদ্ভ্রদয়ে দুর্ঘোধানাদিভিঃ ॥৭॥
 যন্তেতি । ন শেতে নিত্রাং ন লভতে, দুঃখাৎ দারুণোবেগকষ্টাৎ ॥৮॥
 যন্তেতি । পাপেভ্যো হিড়িম্বরাঙ্কসাদিভ্যঃ, মুক্তা ইতি সহস্রঃ ॥৯॥
 যন্তেতি । বহুপূর্ণাং ধনপূর্ণাম্ ॥১০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মা ! আপনি কেন এই ছুর ভয়ঙ্কর সাহস করিলেন ? সজ্জনেরা পুত্র পরিত্যাগের প্রশংসা করেন না ॥৫॥

কেন আপনি পরের পুত্রের জন্ত নিজের পুত্রকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ? আপনি পুত্রত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকবিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন ॥৬॥

আমরা সকলেই যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া স্তূখে নিত্রা যাইয়া থাকি এবং নীচাশয়-দুর্ঘোধানকর্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করি ॥৭॥

যে মহাবীরের বল চিন্তা করিয়া দুর্ঘোধান শকুনির সহিত দারুণ উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি নিত্রা যায় না ॥৮॥

যে মহাবীরের বাহুবলে আমরা জতুগৃহ ও অশ্বাশু পাপাশ্বাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি এবং পুরোচন নিহত হইয়াছে ॥৯॥

এবং যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া আমরা দুর্ঘোধানপ্রভৃতিকে নিহত করিয়া এই ধন-রত্ন-পূর্ণ পৃথিবীটাকে লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি ॥১০॥

তস্য ব্যবসিতস্ত্যাগো বুদ্ধিশাস্ত্রায় কাং ক্রয়া ।
কচ্চিমু দুঃখৈবুদ্ধিস্তে বিলুপ্তা গতচেতসঃ ॥১১॥

কুন্ত্যবাচ ।

যুধিষ্ঠির ! ন সন্তাপস্তয়া কার্যো বৃকোদরে ।
ন চায়ং বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥১২॥
ইহ বিপ্রস্ত্য ভবনে বয়ং পুত্র ! স্থথোষিতাঃ ।
অজ্ঞাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সংকৃতা বীতমত্তবঃ ॥১৩॥
তস্য প্রতিক্রিয়া পার্থ ! ময়েয়ং প্রসমীক্ষিতা ।
এতাবানৈব পুরুষঃ কৃতং যস্মিন্ম নশ্চতি ॥১৪॥
যাবচ্চ কুর্যাদন্যোহস্ম কুর্যাদ্বহুগুণং ততঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে মহান্ ধর্ম্মো জানামীথং বৃকোদরে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । ব্যবসিতঃ কৰ্ত্তৃমারকঃ । আশ্রয় আশ্রিত্য । গতচেতসো নষ্টচেতস্তায়াঃ ॥১১॥
যুধীতি । ব্যবসায়ে রাক্ষসান্তিকে প্রেরণেচ্ছমঃ ॥১২॥
ইহেতি । সংকৃতা অনেন ব্রাহ্মণেনৈবাদৃতাঃ, বীতমত্তবস্ত্যক্ৰদৈজ্ঞাচ ॥১৩॥
তস্মেতি । তস্য উপকারস্ত, প্রতিক্রিয়া প্রত্যাপকারঃ । প্রসমীক্ষিতা পর্যালোচিতা ॥১৪॥
যাবদ্বিতি । অন্তো জনঃ, অস্ত উপকৰ্ত্তুঃ, যাবৎ প্রত্যাপকারং কুর্য্যাৎ, ততো বহুগুণং
প্রত্যাপকারং সংপুরুষঃ কুর্য্যাৎ । ব্রাহ্মণার্থে ইথং করণে, বৃকোদরে মহান্ ধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি
জানামি ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

করিষ্য ইতি ॥১—৩॥ মোক্ষায় বরভয়াদিতি শেষঃ ॥৪—১৪॥ বিশ্বাসঃ অসাধ্যমপি
আপনি কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার উপক্রম
করিয়াছেন । দারুণ কষ্টে আপনার কি জ্ঞানও চৈতন্য লোপ পাইয়াছে । ॥১১॥
কুন্তী বলিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! তুমি ভীমের বিষয়ে সন্তাপ করিও না ;
আমিও বুদ্ধির দোষে এই উপক্রম করি নাই ॥১২॥
পুত্র ! আমরা এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে স্থখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রের
পুত্রেরা জানিতে পারে নাই এবং উনি আদর করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের
কোন দৈমন্ত্য নাই ॥১৩॥
যুধিষ্ঠির ! আমি পর্যালোচনা করিয়া সেই উপকারের এই প্রত্যাপকার
স্থির করিয়াছি । কারণ, সে-ই পুরুষ, বাহার ব্যবহারে কৃত-উপকার নষ্ট
হয় না ॥১৪॥

দৃষ্ট্ৱ। ভীমস্ত বিক্রান্তং তদা জতুগৃহে মহৎ ।
 হিড়িম্বস্ত বধাচ্চৈব বিশ্বাসো মে বুকোদরে ॥১৬॥
 বাহোর্বলং হি ভীমস্ত নাগায়ুতসমং মহৎ ।
 যেন যুয়ং গজপ্রখ্যা নিবুঢ়া বারণাবতাং ॥১৭॥
 বুকোদরেণ সদৃশো বলেনাত্মো ন বিদ্রুতে ।
 যো ব্যতীয়াদযুধি শ্রেষ্ঠমপি বজ্রধরং স্বয়ম্ ॥১৮॥
 জাতমাত্রঃ পুরা চৈব মমাক্ষাং পতিতো গিরৌ ।
 শরীরগৌরবাদস্ত শিলা গাত্রৈর্বিচূর্ণিতা ॥১৯॥
 তদহং প্রজ্ঞয়া জ্ঞাত্বা বলং ভীমস্ত পাণ্ডব ! ।
 প্রতিকার্যো চ বিপ্রস্ত ততঃ কৃতবতী মতিম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । বিক্রান্তং পুরোচনদাহাদিনা বিক্রমম্ । বিশ্বাসো মহাবলতয়া ॥১৬॥
 বাহোৱিতি । গজপ্রখ্যা হস্তিত্ব্যাবিশালকৃতয়োহপি যুয়ম্, নিবুঢ়াঃ কৃতবহ্নাঃ ॥১৭॥
 বুকোদরেণেতি । স্বয়ং বজ্রধরমিগ্রমপি, ব্যতীয়াং বলেনাতিক্রমেৎ ॥১৮॥
 জাতেতি । অস্ত ভীমস্ত, শরীরগৌরবাদেহভারাৎ ॥১৯॥
 তদিতি । প্রজ্ঞয়া স্থিরবুদ্ধ্যা । প্রতিকার্যো অবশ্যকর্তব্যে প্রত্যাপকারে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সাধয়েদিতি প্রত্যয়ঃ ॥১৫—১৬॥ নিবুঢ়া স্বল্পে কৃষা বহিনিক্ষাশিতাঃ । “নিপুঢ়াঃ” ইতি
 পাঠে গুঢ়া রক্ষিতাঃ । বারণাবতাং বারণাবতং তাকু। পথীতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥ প্রতিকার্যো
 অপর লোক উপকারীর যত চুকু প্রত্যাপকার করে, সংপূরক বৃদ্ধপেক্ষা
 বহুগুণ অধিক প্রত্যাপকার করিবেন । সুতরাং ব্রাহ্মণের জন্ত এইরূপ করিলে,
 ভীমের গুরুতর ধর্ম হইবে বলিয়া আমি জানি ॥১৫॥

তখন জতুগৃহে ভীমের গুরুতর বিক্রম এবং হিড়িম্বরাক্ষসের বধ দেখিয়া
 আমার ভীমের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে ॥১৬॥

ভীমের বাহুবল দশ হাজার হাতীর বলের মত অধিক ; যেহেতু সে, বারণা-
 বত হইতে হাতীর মত তোমাদের কয় জনকে বহন করিয়া আনিয়াছে ॥১৭॥

ভীমের সমান বলবান বর্তমানে অস্ত্র কেহই নাই ; যে ভীম যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ
 বলবান স্বয়ং দেবরাক্ষকেও অতিক্রম করিতে পারে ॥১৮॥

পূর্বে ভীম জন্মিবামাত্র আমার ক্রোড় হইতে পর্বতের উপরে পড়িয়া
 গিয়াছিল ; তখন উহার শরীরের ভারে এবং অঙ্গের আঘাতে এক খানা পাথর
 ভাঙ্গিয়াছিল ॥১৯॥

নেদং লোভাম চাঙ্গানাম চ মোহাধিনিশ্চিতম্ ।
 বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু ধর্ম্মস্য ব্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥২১॥
 অর্থো দ্বাবপি নিষ্পন্নৌ যুধিষ্ঠির ! ভবিষ্যতঃ ।
 প্রতীকারশ্চ বাসস্তু ধর্ম্মশ্চাচরিতো মহান্ ॥২২॥
 যো ব্রাহ্মণস্তু সাহায্যং কুর্যাদর্থেষু কহিচিৎ ।
 ক্ষত্রিয়ঃ স শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়শ্চৈব কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো বধমোক্ষণম্ ।
 বিপুলাং কীর্ত্তিমাশ্নোতি লোকেহস্মিংশ্চ পরত্র চ ॥২৪॥
 বৈশ্যস্তার্থে চ সাহায্যং কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূবি ।
 স সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু প্রজা রঞ্জয়তি ধ্রুবম্ ॥২৫॥
 শূদ্রস্তু মোচয়েদ্রাজা শরণার্থিনমাগতম্ ।
 প্রাপ্নোতীহ কূলে জন্ম সদ্ভব্যো রাজপূজিতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ধর্ম্মস্তু ব্রাহ্মণপ্রত্যুপকারনিবন্ধনপুণ্যস্ত, ব্যবসায়ো বিধানোক্তম্ ॥২১॥
 অর্থাবিতি । অর্থো বিষয়ো । বাসস্তু অশ্বদ্বাসদানোপকারস্ত, প্রতীকারঃ প্রত্যুপকারঃ ॥২২॥
 য ইতি । অর্থেষু প্রয়োজনেষু । মে ব্যাসস্ত, 'বাসঃ প্রোবাচ' ইতি বক্ষ্যমাণাং ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়শ্চৈতি । কীর্ত্তিং ধর্ম্মনিবন্ধনাং প্রশংসাম্ ॥২৪॥
 বৈশ্যশ্চৈতি । প্রজা রঞ্জয়তি, স্বগুণপ্রদর্শনেন সর্বাধিকার্যাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভীমের সেইরূপ বল আছে ইহা আমি স্থির বুদ্ধিতে জানিয়া, তা'র পরেই
 ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥২০॥

আমি অঙ্গান, লোভ বা মোহবশতঃ এই বিষয় স্থির করিনাই, জ্ঞানপূর্ব্বকই
 এই ধর্ম্মের কার্য্য করাইবার উপক্রম করিয়াছি ॥২১॥

যুধিষ্ঠির ! এই কার্য্য করিলে, তুইটা বিষয় সম্পন্ন হইবে ; এক—বাস করার
 দরুণ উপকারের প্রত্যুপকার ; আর, দ্বিতীয়—গুরুতর ধর্ম্ম ॥২২॥

যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য করেন, সে ক্ষত্রিয়
 সর্ব্বমঙ্গলময় স্বর্গ লাভ করেন ; ইহাই আমার ধারণা ॥২৩॥

ক্ষত্রিয়, অপর ক্ষত্রিয়কে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে
 বিশাল কীর্ত্তি লাভ করেন ॥২৪॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাহায্য করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রজাবর্গকে অমুরক্ত করিতে
 পারেন ॥২৫॥

পৰ্বনি

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

১৬৪৯

এবং মাং ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কোরবনন্দন ! ।

প্রোবাচাহকরপ্রজ্ঞন্তস্মাদেবং চিকীৰ্ষিতম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বকবধে
কুন্তীযুধিষ্ঠিরসংবাদো নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উপপন্নমিদং মাতং ! হুয়া যদ্বুদ্ধিপূৰ্বকম্ ।

আৰ্ত্তস্থ ব্রাহ্মণশ্চৈতদনুক্ৰোশাদিদং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

শূদ্রমিতি । ইহ জগতি । সন্তি বিস্তমানানি অব্যাপি ধনানি যন্ত তস্মিন্ ॥২৬॥

এবমিতি । অহু করা অনার্যাসেনাসাধা প্রজ্ঞা জ্ঞানং যন্ত সঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বকবধে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

উপেতি । ইদম্, উপপন্নং ভীমশ্চ মহাবলবাদ্যুক্তম্ । এতদনুক্ৰোশাৎ এতদ্ব্যতঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শত্রৌ মতিং কৃতবতী প্রতিকর্ষু মতি শেষঃ ॥২০—২১॥ প্রতীকারঃ প্রত্যাপকারঃ ॥২২—২৭॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৫॥

—:—

ক্ষত্রিয়, শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলে, তিনি ইহলোকে
ধনসম্পন্ন এবং রাজসম্মানিত বংশে জন্ম লাভ করেন ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির ! অসাধারণ জ্ঞানী ভগবান্ বেদব্যাস পূৰ্বে আমার নিকট এই-
রূপ বলিয়াছিলেন । সেই জন্তই আমি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥২৭॥

—:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মা ! আপনার এ কার্য যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ।
কেন না, আপনি যখন এই সমস্ত বুঝিয়াই দয়াবশতঃ বিপন্ন ব্রাহ্মণের জন্ত ইহা
করিয়াছেন ॥১॥

[২৭]...প্রোবাচাহকরপ্রজ্ঞঃ ॥০॥ * ‘...ব্রহ্মাধিকঃ...’ ‘...ঋষিধিকঃ...’ ‘...ষট্‌সপ্ততা-
ধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ঋবমেম্মতি ভীমোহয়ং নিহত্য পুরুষাদকম্ ।

সৰ্ব্বথা ব্রাহ্মণস্তার্থে যদনুক্ৰোশবত্যসি ॥২॥

যথা ত্বিদং ন বিন্দেয়ুর্নরা নগরবাসিনঃ ।

তথাহয়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রাহ্যশ্চ যত্নতঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামন্নমাদায় পাণ্ডবঃ ।

ভীমসেনো যযৌ তত্র যত্রাসৌ পুরুষাদকঃ ॥৪॥

আসাত্ত তু বনং তস্মৈ রাক্ষসঃ পাণ্ডবো বলী ।

আজুহাব ততো নাম্না তদন্নমুপপাদয়ন্ ॥৫॥

ততঃ স রাক্ষসঃ শ্রুত্বা ভীমস্ত বচনং তদা ।

আজগাম স্তসংক্রুদ্ধো যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥৬॥

মহাকায়ো মহাবেগো দারয়ম্নিব মেদিনীম্ ।

লোহিতাক্ষঃ করালশ্চ লোহিতশ্মশ্রুমুর্দ্ধজঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঋবমিতি । পুরুষাদকং নরখাদকং রাক্ষসম্ । অনুক্ৰোশবতী দয়াশালিনী ॥২॥

যথেতি । ইদং ভীমস্ত পাণ্ডবস্বম্ । বিন্দেয়ুর্জানীয়ঃ । পরিগ্রাহ্যো জ্ঞাপ্যঃ ॥৩॥

তত ইতি । ব্যতীতায়াম্ প্রভাতায়াম্ । পুরুষাদকো নরভক্ষকো রাক্ষসঃ ॥৪॥

আসাচ্ছেতি । পাণ্ডবো ভীমঃ । নাম্না বকেতি সস্বোধনেন । উপপাদয়ন্ ভুজানঃ ॥৫॥

তত ইতি । বচনং সস্বোধনোক্তিম্ । দারয়ম্নিব পদভরণে । করালো বিকটঃ ।

নিশ্চয়ই ভীম, রাক্ষস বধ করিয়া আসিবে । যে হেতু, আপনি ব্রাহ্মণের উপরে সর্বপ্রকারে দয়াশালিনী হইয়াছেন ॥২॥

কিন্তু নগরবাসী লোকেরা যাহাতে ভীমের পরিচয় না পায়, সেইরূপ আপনি ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিবেন এবং যত্নপূর্বক বুঝাইয়া দিবেন ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, রাত্রি প্রভাত হইলে, ভীমসেন খাচ্চ লইয়া সেই খানে গেলেন, যেখানে সেই রাক্ষস ছিল ॥৪॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন বকরাক্ষসের বনের নিকটে যাইয়া, তাহার অন্ন খাইতে থাকিয়া, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন ॥৫॥

তাহার পর, বকরাক্ষস ভীমের উক্তি শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীম যে খানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই খানে উপস্থিত হইল । তাহার আকৃতি বিশাল, বেগ ভয়ঙ্কর, নয়নযুগল রক্তবর্ণ, শৃঙ্গ এবং কেশও রক্তবর্ণ, বিকট

(৬)....ক্রুদ্ধো ভীমস্ত বচনাত্মনা.... ।

আকর্ণাভিমবক্তৃশ্চ শঙ্ককর্ণো বিভীষণঃ ।

ত্রিশিখাং ক্রকুটীং কৃত্বা সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥৮॥ (বিশেষকম্)

ভুজ্ঞানমন্নং তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং স রাক্ষসঃ ।

বিবৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রवीৎ ॥৯॥

কোহয়মন্নমিদং ভুঙ্তে মদর্থমুপকল্পিতম্ ।

পশ্যতো মম হুবুর্জিহ্বীয়াস্বর্থমসাদনম্ ॥১০॥

ভীমসেনস্ত তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্নিব ভারত ! ।

রাক্ষসং তমনাদৃত্য ভুঙ্তে এব পরাঙ্মুখঃ ॥১১॥

রবং স ভৈরবং কৃত্বা সমুচ্চম্য করাবুভৌ ।

অভ্যদ্রবস্তীমসেনং জিঘাংসঃ পুরুষাদকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

আকর্ণাং কর্ণপর্যন্তম্, ভিন্নবক্ত্রে। বিবৃতমুখগঠঃ। শঙ্ককর্ণঃ শঙ্কবদেব ক্রমিকহস্তকর্ণাগ্রঃ, বিভীষণঃ অতিভয়ঙ্করঃ। ত্রিশিখাং রেখাত্রয়যুক্তাম্। দশনচ্ছদমোষ্টম্ ॥৮—৮॥

ভুজ্ঞানমিতি। নয়নে নয়নদ্বয়ম্, বিবৃত্য বিস্তার্য ॥৯॥

ক ইতি। পশ্যতো মম পশ্যন্তং মাননাদৃত্য, অনাদরে যষ্ট ॥১০॥

ভীমেতি। প্রহসন্নিব, অবজ্ঞয়া অন্তরে হাস্যং কুর্সন্নিব ॥১১॥

রবমিতি। ভৈরবং ভয়ঙ্করম্। সমুচ্চম্য প্রহারার্থমুত্তোলায় ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নমিতি। কৃতং জ্ঞাপমিতি শেষঃ ॥১—২॥ পরিগ্রাহঃ অচ্যুগ্রাহঃ ॥৩—৭॥ ভিন্ন-বক্ত্রে। বিদীর্ণবক্তৃঃ, ত্রিশিখাং ত্রিরেখাম্, ক্রকুটীং ক্রমধাম্ ॥৮—৯॥ যিঘাংসঃ গন্ধমিচ্ছুঃ, মূষ্টি, মুখবিবর কর্ণ পর্য্যন্ত এবং কর্ণমুগল শঙ্কুর ন্যায় (পেরেকের মত) ক্রমিক সূক্ষ্ম। এহেন ভীষণাকৃতি বকরাক্ষস রেখাত্রয়যুক্ত ক্রকুটী করিয়া এবং ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকিয়া, পদভরে ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে উপস্থিত হইল ॥৬—৮॥

ভীমসেন সেই অন্ন ভোজন করিতেছেন দেখিয়া, বকরাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া, নয়নমুগল বিস্তৃত করিয়া, এই কথা বলিল—॥৯॥

‘আমি দেখিতেছি, এই অবস্থায় আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আমারই জন্ত প্রস্তুত এই অন্ন কে খাইতেছে রে! কোন্ হুবুর্জি যমালয়ে খাইতে ইচ্ছা করিতেছে রে!’ ॥১০॥

ভীমসেন কিন্তু তাহা শুনিয়া, মনে মনে যেন হাসিতে থাকিয়া, সে রাক্ষসকে অবজ্ঞা করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, খাইতেই থাকিলেন ॥১১॥

তথাপি পরিভূয়ৈনং প্রেক্ষমাণো বৃকোদরঃ ।

রাক্ষসঃ ভুঙ্ক্তু এবামং পাণ্ডবঃ পরবীরহা ॥১৩॥

অমর্ষণে তু সম্পূর্ণঃ কুন্তীপুত্রং বৃকোদরম্ ।

জঘান পৃষ্ঠে পাণিভ্যাংমুভাভ্যাং পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥১৪॥

তথা বলবতা ভীমঃ পাণিভ্যাং ভূশমাহতঃ ।

নৈবাবলোকয়ামাস রাক্ষসং ভুঙ্ক্তু এব সঃ ॥১৫॥

ততঃ স ভূয়ঃ সংক্রুদ্ধো বৃক্ষমাদায় রাক্ষসঃ ।

তাড়য়িষ্যংস্তদা ভীমং পুনরভ্যদ্রবক্ষনী ॥১৬॥

ততো ভীমঃ শনৈর্ভুঙ্ক্তু । তদমং পুরুষবর্ষভঃ ।

বায়ুপিস্পৃশ্য সংক্ৰান্তস্তস্মৈ যুধি মহাবলঃ ॥১৭॥

ক্ষিপুং ক্রুদ্ধেন তং বৃক্ষং প্রতিজগ্রাহ বীৰ্য্যবান্ ।

সব্যেন পাণিনা ভীমঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তথাপীতি । পরিভূয় অবজায় । পরবীরহা শক্রবীরহন্তা ॥১৩॥

অমর্ষণেতি । অমর্ষণে কোধেন, সম্পূর্ণো ব্যাপ্তাস্তঃকরণঃ । পৃষ্ঠতঃ স্থিতো বকঃ ॥১৪॥

তথেন্টি । পরিণীতহিড়িম্বারাক্ষসীসমানজাতীয়হাঘকস্ত স্পর্শেইপি ভীমস্ত ভোজনম্ ॥১৫॥

তত ইতি । হস্তাভ্যাং তাড়নেইপি ভীমবৈকল্যাদর্শনাদবৃক্ষাদানম্ ॥১৬॥

তত ইতি । শনৈরিত্যেনেন সমুপাভাবঃ স্থচিতঃ । বায়ুপিস্পৃশ্য বারিণা আচম্য ॥১৭॥

তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া, ছই হাত তুলিয়া, ভীমসেনকে বধ করিবার জন্ত ধাবিত হইল ॥১২॥

তথাপি শক্রহন্তা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অবজ্ঞাপূর্বক রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই অন্ন ভোজন করিতেই লাগিলেন ॥১৩॥

তখন বক্ররাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, পিঠের দিকে থাকিয়া, ছই হাত দিয়াই ভীমের পিঠে আঘাত করিল ॥১৪॥

কিন্তু বলবান্ রাক্ষস হস্তযুগল দ্বারা সেইরূপ গুরুতর আঘাত করিলেও ভীমসেন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, খাইতেই থাকিলেন ॥১৫॥

তাহার পর, বলবান্ বক্ররাক্ষস আবার ক্রুদ্ধ হইয়া, একটা গাছ তুলিয়া লইয়া, ভীমকে আঘাত করিবে বলিয়া, পুনরায় ধাবিত হইল ॥১৬॥

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ধীরে ধীরে সেই সমস্ত অন্ন ভোজনপূর্বক আচমন করিয়া, অত্যন্ত ঝট হইয়া, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকিলেন ॥১৭॥

(১৬)....তাড়িয়া। তদা ভীমঃ.... ।

ততঃ স পুনরুচ্চম্য বৃক্ষান্ বহুবিধান্ বলী ।

প্রাহিণৌস্তীমসেনায় তস্মৈ ভীমশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১৯॥

তদ্বৃক্ষযুদ্ধমভবমহীক্লহবিনাশনম্ ।

ঘোররূপং মহারাজ ! নররাক্ষসরাজয়োঃ ॥২০॥

নাম বিজ্রাব্য তু বকঃ সমভিধ্রুত্য পাণ্ডবম্ ।

ভুজাভ্যাং পরিজগ্রাহ ভীমসেনং মহাবলম্ ॥২১॥

ভীমসেনোহপি তদ্রক্ষঃ পরিরভ্য মহাভুজঃ ।

বিস্কুরন্তং মহাবেগং বিচক্ৰ্ষ বলাদ্বলী ॥২২॥

স কৃশ্যমাণো ভীমেন কর্ষমাণশ্চ পাণ্ডবম্ ।

সমযুজ্যত তীত্রেণ ক্লমেন পুরুষাদকঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্লিপ্তমিতি । ক্লেন রাক্ষসেন । সর্বোদ্যমেন ॥১৮॥

তত ইতি । উচ্চম্য উৎপাট্য । প্রাহিণোঃ ব্যক্তিপং । তস্মৈ রাক্ষসায়, ভীমশ্চ
প্রাহিণোঃ ॥১৯॥

তদ্বিতি । মহীক্লহাণাং বৃক্ষাণাং বিনাশনম্, উত্তোলনাদিতি ভাবঃ ॥২০॥

নামেতি । নামবিশ্রাবণং প্রসিক্তাস্থ্যনো ভীষণভাজ্ঞাপনাথম্ ॥২১॥

ভীমেতি । তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্, পরিরভ্য বাহভামাবেষ্টা । বিষ্কুরন্তং স্পন্দমানম্,
“শন্ধাভিধেয়ে লিঙ্গং স্তাচ্ছন্দলিঙ্গমথাপি বা” ইত্যুক্তেবকন্ত পুংস্বাং পুংস্তম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

যমসাদনং যমগৃহম্ ॥১০—১৪॥ উপদেবত্বাদ্রাক্ষসস্ত তৎস্পর্শেহপি দোষাভাব্যং বুদ্ধক

তখন বকরাক্ষস সেই বৃক্ষটা নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু বলবান্ ভীমসেন
হাসিতে হাসিতেই যেন বাম হস্ত দ্বারা সেই বৃক্ষটা ধরিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

তাহার পর, বলশালী বকরাক্ষস নানাবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভীমের
উপরে নিক্ষেপ করিল ; ভীমও তাহার উপরে সেইরূপ করিলেন ॥২১॥

মহারাজ ! মানুষ ও রাক্ষসের সেই বৃক্ষযুদ্ধ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল এবং
তাহাতে বহুতর বৃক্ষেরই ধ্বংস হইয়াছিল ॥২০॥

তাহার পর, বকরাক্ষস আপন নাম শুনাইয়া, বেগে যাইয়া, বাহুবল দ্বারা
পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেনকে জড়াইয়া ধরিল ॥২১॥

মহাবাহু বলবান্ ভীমসেনও সেই রাক্ষসকে জড়াইয়া ধরিয়া বলপূর্বক
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; তখন রাক্ষস মহাবেগে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা
করিতে লাগিল ॥২২॥

তয়োর্ব্বেনে মহতা পৃথিবী সমকম্পত ।
 পাদপাংশ্চ মহাকায়াংশ্চূর্ণয়ামাসতুস্তদা ॥২৪॥
 হীয়মানস্ত তদ্রক্ষঃ সমীক্ষ্য পুরুষাদকম্ ।
 নিষ্পিণ্ড ভূমৌ জামুভ্যাং সমাজ্ঞে রুকোদরঃ ॥২৫॥
 ততোহস্ম জামুনা পৃষ্ঠমবপীড্য বলাদিব ।
 বাহুনা পরিজগ্রাহ দক্ষিণেন শিরোধরাম্ ॥২৬॥
 সব্যেন চ কটীদেশে গৃহ্য বাসসি পাণ্ডবঃ ।
 তদ্রক্ষো দ্বিগুণং চক্রে রুবন্তং ভৈরবং রবম্ ॥২৭॥
 ততোহস্ম রুধিরং বক্ত্রাং প্রোচুরাসীদ্বিশাম্পতে ! ।
 ভজ্যমানস্ম ভীমেন তস্ম ঘোরস্ম রক্ষসঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বকবধে
 ভীমবকযুদ্ধং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কর্ণমাণঃ কর্ণন, পাণ্ডবং ভীমম্ । ক্রমেন পরিশ্রমেণ ॥২৩॥
 তয়োৱিতি । পৃথিবী তত্রতাভূমিঃ । চূর্ণয়ামাসতুৰ্ভজতুৰ্ভীমরাক্ষসৌ ॥২৪॥
 হীয়েতি । বলেন হীয়মানমত্যন্তমেবাবসন্নম্ । সমাজ্ঞে আহতবান্ ॥২৫॥
 তত ইতি । ভীমঃ স্বকীয়েন জামুনা, অস্ত বকস্ত পৃষ্ঠম্ । শিরোধরাং গ্রীবাম্ ॥২৬॥
 সব্যেনেতি । সব্যেন বামেন বাহুনা । বাসসি বস্ত্রপরিধানস্থানে ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবেতি ভাবঃ ॥১৫—২০॥ পরিজগ্রাহ আলিঙ্গিতবান্ ॥২১॥ বিদুরস্তমিতি পুংস্বং বক-

ভীম রাক্ষসকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; রাক্ষসও ভীমকে আকর্ষণ
 করিতে লাগিল ; ক্রমে রাক্ষস অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল ॥২৩॥

তখন ভীম ও রাক্ষসের গুরুতর বেগে সেই স্থানটা কাঁপিতে লাগিল এবং
 তাহারা বড় বড় গাছ ভাঙিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ভীমসেন নরখাদক সেই রাক্ষসকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া, তাহাকে
 ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া, জামু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তাহার পর, ভীম বলপূর্ব্বক জামু দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া
 দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন ॥২৬॥

এবং বাম হস্ত দ্বারা কটীদেশ ধারণ করিয়া বস্ত্রপরিধানস্থানে দ্বিগুণ (দুই
 ডাক) করিতে লাগিলেন ; তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিল ॥২৭॥

* '...একষষ্ঠাধিকঃ...' '...ত্রিষষ্ঠাধিকঃ...' '...সপ্তসপ্তাধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স ভগ্নপার্শ্বাঙ্গো নদিত্বা ভৈরবং রবম্ ।

শৈলরাজপ্রতীকাশো গতাস্থরভবধ্বকঃ ॥১॥

তেন শব্দেন বিত্রস্তো জনস্তস্থাপি রক্ষসঃ ।

নিম্পপাত গৃহাদ্রাজন্ ! সৰ্হেব পরিচারিভিঃ ॥২॥

তান্ ভীতান্ বিগতজ্ঞানান্ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।

সাস্থয়ামাস বলবান্ সময়ে চ শ্রবেশয়ৎ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রাচুরাসীং নিঃসৃতমভবৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

তত ইতি । শৈলবাজপ্রতীকাশো বৃহৎপৰ্বতপ্রমাণঃ, গতাস্থনির্গতপ্রাণঃ ॥১॥

তেনেতি । তস্ত বকস্ত, জনঃ পরিজনঃ, নিম্পপাত নির্জগাম ॥২॥

তানিতি । তান্ বকপরিজনান্ । সময়ে শপথে, শ্রবেশয়ৎ স্থাপিতবান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

নামলিঙ্গাপেক্ষা ॥২২—২৫॥ শিরোধরাং কক্ষরাম্ ॥২৬॥ চক্রে কৃতম্, কটিকক্ষরযোঃজ্ঞেনন
পৃষ্ঠবংশং বভঞ্জেত্যর্থঃ । রবন্তমিতি রববং প্রাণং লিঙ্গম্ ॥২৭—২৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৬॥

—:০:—

তৎপরে ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে ভগ্ন করিতে লাগিলে, তাহার মুখ
হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥২৮॥

—:০:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পৰ্বতপ্রমাণ বকরাক্ষসের মেরুদণ্ড এবং অস্থাস্থ
অঙ্গ ভগ্ন হইলে, সে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥১॥

তাহার পর, সেই বকরাক্ষসের পরিজনবর্গ সেই শব্দ শুনিয়া, অত্যন্ত ভীত
হইয়া, দাস-দাসীপ্রভৃতির সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইল ॥২॥

তখন মহাবীর ভীমসেন, ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় সেই বক-পরিজনগণকে আশস্ত
করিলেন এবং একটা প্রতিজ্ঞা করাইলেন ॥৩॥

ন হিংস্রা মানুষা ভূয়ো যুগ্মাভিরিহ কর্হিচিৎ ।
 হিংসতাং হি বধঃ শীঘ্রমেবমেব ভবেদ্বিতি ॥৪॥
 তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা তানি রক্ষাংসি ভারত ! ।
 এবমস্থিতি তং প্রাহুর্জগৃহঃ সময়ঞ্চ তম্ ॥৫॥
 ততঃ প্রস্তুতি রক্ষাংসি তত্র সৌম্যানি ভারত ! ।
 নগরে প্রত্যদৃশ্যন্ত নরৈর্নগরবাসিভিঃ ॥৬॥
 ততো ভীমস্তুমাদায় গতাহং পুরুষাদকম্ ।
 দ্বারদেশে বিনিক্ষিপ্য জগামানুপলক্ষিতঃ ॥৭॥
 দৃষ্ট্ৱা ভীমবলোদ্ধূতং বকং বিনিহতং তদা ।
 জ্ঞাতয়োহস্ম ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রতিজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥৮॥
 ততঃ স ভীমস্তং হৃদ্বা গম্বা ব্রাহ্মণবেশ্য তৎ ।
 আচচক্ষে যথা বৃত্তং রাজঃ সর্বমশেষতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ কোহসৌ সময় ইত্যাহ নেতি । ন হিংস্রা ন বিনাশনীয়াঃ ॥৪॥
 তস্মেতি । তস্ম ভীমস্ত । তং ভীমোক্তম্, সময়ং শপথঞ্চ, জগৃহঃ স্বীকৃতবস্তুঃ ॥৫॥
 তত ইতি । সৌম্যানি হিংসাপরিত্যাগেন শান্তস্বভাবানি ॥৬॥
 তত ইতি । গতাহং মৃতম্ । দ্বারদেশে নগরস্ত । অনুপলক্ষিতঃ অস্ত্রেরজাতঃ ॥৭॥
 দৃষ্টেতি । ভীমস্ত বলেন উদ্ধূতং দ্বারদেশে নিক্ষিপ্তম্ । ভয়েন উদ্বিগ্না ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮॥
 তত ইতি । রাজো যুদ্ধিষ্ঠিরস্ত সমীপে । অশেষতঃ শেষমরক্ষিত্বা ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । ভগ্নানি পার্শ্বানি পর্শবঃ অত্যানি চ হস্তপাদাদীনি চ যন্ত স তথা ॥১—৮॥

‘তোমরা আর কখনও মানুষের হিংসা করিতে পারিবে না; যদি কর, তবে এইরূপই তোমাদেরও সমস্ত প্রাণবিনাশ হইবে’ ॥৪॥

মহারাজ! ভীমের সেই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা ‘ইহাই হউক’ এই কথা ভীমকে বলিল এবং সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল ॥৫॥

তদবধি নগরবাসী লোকেরা সেই রাক্ষসগণকে শাস্তমুষ্টিই দেখিতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর, ভীমসেন বকরাক্ষসের সেই শরীরটাকে নিয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিয়া, অস্ত্রের অজ্ঞাতভাবে চলিয়া গেলেন ॥৭॥

তখন বকরাক্ষসের জ্ঞাতিরা বকরাক্ষসকে ভীমকর্তৃক নিহত ও নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, ভয়ে অস্থির হইয়া সেই সেই স্থানে চলিয়া গেল ॥৮॥

ততো নরা বিনিজ্ঞাস্তা নগরাং কল্যমেব তু ।
 দদৃশুর্নিহতং ভূমৌ রাক্ষসং রুধিরোক্ষিতম্ ॥১০॥
 তমদ্রিকূটসদৃশং বিনিকীর্ণং ভয়ানকম্ ।
 দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টরোমাণো বভূবুস্তত্র নাগরাঃ ॥১১॥
 একচক্রাং ততো গত্বা প্রবৃত্তিঃ প্রদহুঃ পুরে ।
 ততঃ সহস্রশো রাজন্ ! নরা নগরবাসিনঃ ।
 তত্রাজগ্মুর্বকং দ্রষ্টুং সস্ত্রীযদ্ধকুমারকাঃ ॥১২॥
 ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্বৈ কৰ্ম্ম দৃষ্ট্বাতিমানুষম্ ।
 দৈবতান্শর্চয়াক্ষত্ৰুঃ সর্ব্ব এব বিশাংপতে ! ॥১৩॥
 ততঃ প্রগণয়ামাস্তঃ কশ্চ বারোহত্ভ ভোজনে ।
 জ্ঞাত্বা চাগম্য তং বিপ্রং পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কল্যং প্রভাতং প্রাপ্যৈব । “প্রত্যুষোহহমুখং কলাম্” ইত্যমরঃ ॥১০॥
 তমিতি । অদ্রিকূটসদৃশং পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যম্, বিনিকীর্ণং নগরদ্বারে নিকিপ্তম্ ॥১১॥
 একেতি । প্রবৃত্তিঃ বকবধবৃত্তান্তম্ । পুরে একচক্রায়ামেব । যটপদমিদং পঞ্চম্ ॥১২॥
 তত ইতি । সর্ব্বৈ বিস্মিতাঃ, সর্ব্ব এব চ দৈবতান্শর্চয়াক্ষত্ৰুরিতি সর্গশব্দস্তাপোন-
 দ্বক্ত্যম্ ॥১৩॥

তত ইতি । ভোজনে রাক্ষসার ভোজনোপগে । বারং জ্ঞাত্বা ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গত্বা গন্তবান্, “অন্তেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে” ইতি গমেঃ কনিপ্, ততোহহুনাসিকলোপে তুগাগমে
 এদিকে ভীমসেন বকরাক্ষসকে বধ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইয়া
 যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥৯॥

তাহার পর, প্রভাতকালেই বহুতর লোক নগর হইতে নির্গত হইয়া ভূতলে
 বকরাক্ষসকে নিহত ও রুধিরলিপ্ত অবস্থায় দর্শন করিল ॥১০॥

তখন নগরবাসী লোকেরা পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য সেই ভয়ঙ্কর বকরাক্ষসকে নগর-
 দ্বারে নিকিপ্ত দেখিয়া বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইল ॥১১॥

তাহার পর, তাহারা একচক্রাপুরীতে যাইয়া সেই সংবাদ জানাইল । তদ-
 নন্তর, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের সহিত সেই সহস্র সহস্র নগরবাসী লোক বক-
 রাক্ষসকে দেখিবার জন্ত সেই নগরদ্বারে উপস্থিত হইল ॥১২॥

তৎপরে, তাহারা সকলে মানুষ্যের অসাধ্য কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল
 এবং সকলে মিলিয়াই দেবার্চনা করিল ॥১৩॥

এবং পৃষ্ঠঃ স বহুশো রক্ষমাণশ্চ পাণ্ডবান্ ।
 উবাচ নাগরান্ সন্ধীনদং বিপ্রঐভক্তদা ॥১৫॥
 আজ্ঞাপিতং রামশনে রুদন্তং সহ বন্ধুভিঃ ।
 দদর্শ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎসম্ভ্রাসিকো মহামনাঃ ॥১৬॥
 পরিপৃচ্ছ্য স মাং পূর্বং পরিক্লেশং পূরয় চ ।
 অত্রবীদব্রাহ্মণশ্চেষ্ঠো বিশ্বাস্ত প্রহসম্বিব ॥১৭॥
 প্রাপয়িষ্যাম্যহং তস্মা অন্নমেতদ্ধুরাত্মনে ।
 মম্মিত্তং ভয়ঞ্চাপি ন কার্ষ্যমিতি চাত্রবীৎ ॥১৮॥
 স তদন্নমুপাদায় গতৌ বকবনং প্রতি ।
 তেন নুনং ভবেদেতৎ কৰ্ম্ম লোকহিতং কৃতম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । রক্ষমাণো লোকেভ্যো গোপয়ন্ ॥১৫॥
 আজ্ঞাপিতমিতি । অশনে রাক্ষসভোজনবিষয়ে, রাজা আজ্ঞাপিতম্ ॥১৬॥
 পরীতি । পরিক্লেশং রাক্ষসকৃতং কষ্টম্ । বিশ্বাস্ত রাক্ষসাবধাৎ বিশ্বাসমুৎপাদ ॥১৭॥
 প্রাপয়িষ্যামিতি । তন্মৈ বকরাক্ষসায় । ন কার্ষ্যং যুযাভিন্ন কর্তব্যম্ ॥১৮॥
 স ইতি । স মন্ত্রসিকো ব্রাহ্মণঃ । নুনং নিশ্চিতম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চৈতন্যপম্ । আচক্ষে ব্রাহ্মণ ইতি শেষঃ ॥২॥ কল্যাঃ প্রাতঃকালে ॥১০—১৫॥ আজ্ঞা-

তাহার পর, তাহার সর্বলই হিসাব করিতে লাগিল যে, আজ রাক্ষসকে খাওয়া দিবার পালা কাহার ছিল ; তৎপরে তাহা ঠিক করিয়া আসিয়া তাহার সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল ॥১৪॥

তখন বহুলোকেই এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণকে গোপন রাখিয়া সমস্ত নগরবাসীকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

‘রাক্ষসের খাওয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত রাজা আমাকে আদেশ করিলে, আমি বন্ধুবর্গের সহিত রোদন করিতেছিলাম ; তখন মন্ত্রসিদ্ধ এবং উদারচেতা কোন ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়াছিলেন ॥১৬॥

তখন তিনি প্রথমে আমার নিকট এই নগরের উৎপাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিলেন—॥১৭॥

‘আমি এই অন্ন সেই ছুরাচ্ছা রাক্ষসের নিকট লইয়া যাইব ; আপনারা আমার জন্ত কোন ভয় করিবেন না’ একথাও বলিলেন ॥১৮॥

ততন্তে ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ হুবিম্বিতাঃ ।

বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুদিতাশ্চক্রুর্ব্রাহ্মমহং তদা ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো জ্ঞানপদাঃ সৰ্ব্বে আজগুর্নগরং প্রতি ।

তদন্তুততমং দৃষ্ট্বা পার্থাস্তত্ৰৈব চাবসন্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
বকবধে বকবধো নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—*—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ব্রহ্মমহং বকরাক্ষসঘাতিব্রাহ্মণোদ্দেশে তৎসম্মানায়োৎসবম্ ॥২০॥

তত ইতি । পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, স্তত্রৈব তদব্রাহ্মণগৃহ এব ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বকবধে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—*—

ভারতভাবদীপঃ

পিতং রাজকীয়ৈরিতি শেষঃ । অশনে রাক্ষসস্ত ভোজনার্থম্ ॥১৬—১৯॥ ব্রহ্মমহং ব্রাহ্মণেন
রাক্ষসো হত ইতি শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং স্বপার্থং মহিম্বংসবং ব্রাহ্মণপূজনাদিকং চক্রুঃ ॥২০—২১॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৭॥

—:—

তিনি সেই অন্ন লইয়া বকবনে গিয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই তিনি এই লোক-
হিতকর কার্য্য করিয়া থাকিবেন' ॥১৯॥

তাহার পর, সেই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা অত্যন্ত বিম্বিত
ও আনন্দিত হইয়া তখনই সেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব করিলেন ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দেশবাসীরা সকলে সেই বিশেষ
আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া নগরে আসিল ; আর, পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই
বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

—:—

* ‘...ষষ্টিাধিকঃ...’ ‘...চতুঃষষ্টিাধিকঃ...’ ‘...অষ্টসপ্তত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

জনমেজয় উবাচ ।

তে তথা পুরুষব্যাভ্রা নিহত্য বকরাঙ্কসম্ ।

অত উৰ্দ্ধং ততো ব্রহ্মন্ ! কিমকুর্ষত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈব শুবসন্ রাজন্ ! নিহত্য বকরাঙ্কসম্ ।

অধীযানাঃ পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে ॥২॥

ততঃ কতিপয়াহস্ত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।

প্রতিশ্রয়াণী তদেষ্ম ব্রাহ্মণস্তাজগাম হ ॥৩॥

স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং বিপ্রং বিপ্রর্ষভস্তদা ।

দদৌ প্রতিশ্রয়ং তস্মৈ সদা সর্বাতিথিব্রতঃ ॥৪॥

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বেষ সহ কুন্ত্যা নরর্ষভাঃ ।

উপাসাক্ষত্রিরে বিপ্রং কথয়ন্তং কথাঃ শুভাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সাক্ষাঙ্গীয়েন হননেহপি কৌশলোপদেশায়া সর্বেষামেব তৎকর্তৃত্বম্ ॥১॥

তথেন্ধি । ব্রহ্ম বেদম্ । “বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্ম বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ” ইত্যমরঃ ॥২॥

তত ইতি । কতিপয়াহস্ত অতিক্রমে । ব্রাহ্মণঃ অস্তঃ কশ্চিৎ । প্রতিশ্রয়াণী বাস্যাণী ॥৩॥

স ইতি । স গৃহস্থানী । সর্বেষেব জনেষু অতিথিব্রতং যস্য সঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তে তথা পুরুষব্যাভ্রা ইতি ॥১॥ ব্রহ্ম উপনিষদং পরমত্যন্তমধীযানা ইতি সম্বন্ধঃ ॥২॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি! বৈশম্পায়ন! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেই ভাবে বকরাঙ্কসকে বধ করিয়া, তাহার পর সেখানে কি করিলেন?’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই ভাবে বকরাঙ্কসকে বধ করিয়া বিশেষভাবে বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

তাহার পর, কয়েক দিন অতীত হইলে, ব্রতচারী অপর কোন ব্রাহ্মণ কয়েক দিন অতিথিরূপে বাস করিবার জন্ত সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলেন ॥৩॥

তখন সর্বদা সর্বপ্রকার অতিথিরই আশ্রয়দাতা গৃহস্থানী সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আগন্তুক ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন ॥৪॥

কথয়ামাস দেশাংশ্চ তীর্থানি সরিতন্তথা ।
 রাজ্ঞশ্চ বিবিধাশ্চর্য্যান্ দেশাংশ্চৈব পুরাণি চ ॥৬॥
 স তত্রাকথয়দ্বিপ্রঃ কথাস্তে জনমেজয় ! ।
 পাঞ্চালেষুতাকারং যাজ্ঞসেন্যঃ স্বয়ংবরম্ ॥৭॥
 ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ চোৎপত্তিমুৎপত্তিঞ্চ শিখণ্ডিনঃ ।
 অযোনিজঙ্ঘং কৃষ্ণায়া ক্রপদস্য মহামথৈ ॥৮॥
 তদদ্ভুততমং শ্রেষ্ঠা লোকে তস্য মহাত্মনঃ ।
 বিস্তরেনৈব পপ্রচ্ছুঃ কথাস্তে পুরুষৰ্ষভাঃ ॥৯॥
 পাণ্ডবা উচুঃ ।
 কথং ক্রপদপুত্রস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পাবকাং ।
 বেদিমধ্যাচ্চ কৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কথমদ্ভুতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উপাসাঞ্চকিরে শুশ্রূষিতবন্তঃ, বিপ্রম্ অধিতিকৃতম্ ॥৫॥
 কথয়ামাসেতি । বিবিধানি আশ্চর্যাণি চরিত্রেণু সেমাং তান্ । দেশান্ তেষাং
 রাজ্যানি ॥৬॥
 স ইতি । কথাস্তে কথামধো । পাঞ্চালেষু পাঞ্চালদেশে । যাজ্ঞসেন্যো যৌপত্যঃ ॥৭॥
 গৃষ্টেতি । কৃষ্ণায়া যৌপত্যঃ । মহামথৈ মহাযজ্ঞে । অকথয়দিত্যন্তকণঃ ॥৮॥
 তদিতি । তস্য ক্রপদস্য । পুরুষৰ্ষভাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শংসিতব্রত ইতি তালবাদিদিত্যাদিপাঠে শংস প্রশংসা সজ্ঞাত। যন্ত তচ্ছংসিতং ব্রতং যন্ত সঃ
 প্রশস্তব্রত ইত্যর্থঃ । প্রতিশ্রুতার্থী বাসার্থী ॥৩॥ অতিথিব্রতোতিথিপূজনৈকনিষ্ঠঃ ॥৪—৬॥
 তদনন্তর, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের পরি-
 চর্যা করিতে লাগিলেন ; সে ব্রাহ্মণও নানাবিধ উপাখ্যান বলিতে থাকিলেন ॥৫॥
 সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ অনেক দেশ, তীর্থ, নদী, নানাবিধ-আশ্চর্য্য চরিত্র-
 সম্পন্ন রাজগণ, তাঁহাদের রাজ্য ও রাজধানীর বিষয় বলিতে থাকিলেন ॥৬॥
 মহারাজ ! তখন সেই ব্রাহ্মণ উপাখ্যানের মধ্যেই পাঞ্চালদেশে যৌপদীর
 অদ্ভুত স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিলেন ॥৭॥
 আর, তিনি ক্রপদ রাজার মহাযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি এবং
 যৌপদীর অযোনি-জঙ্ঘের কথাও বলিলেন ॥৮॥
 মহাত্মা ক্রপদ-রাজার জগতের মধ্যে সেই অদ্ভুত যজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনিয়া
 পাণ্ডবগণ কথার অবসরে বিস্তরক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

কথং দ্রোণান্মহেশ্বাসাং সৰ্বাণ্যাস্ত্রাণ্যশিক্ত ।

কথং বিপ্র ! সখায়ৌ তৌ ভিন্নৌ কস্ত কৃতেন বা ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তৈশ্চোদিতো রাজন্ ! স বিপ্রঃ পুরুষবর্ষভৈঃ ।

কথয়ামাস তৎ সৰ্বং দ্রোণদীসম্ভবং তদা ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
চৈত্রবর্ষে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পাবকাদয়েঃ । এষাং নামানি পাণ্ডবৈঃ শ্রতানীতি প্রশ্নসম্ভবঃ ॥১০॥

কথমিতি । তৌ দ্রোণকৃপদৌ, ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ, কস্ত কতরস্ত, কৃতেন কর্মণা ॥১১॥

এবমিতি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, চোদিতো বক্তুং প্রণোদিতঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্রবর্ষে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

যাজ্ঞসেন্য। দ্রোণভাঃ ॥৭—১০॥ হে বিপ্র ! তৌ দ্রোণকৃপদৌ ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ ॥১১—১২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৮॥

—:—

পাণ্ডবগণ বলিলেন—‘কৃপদরাজার পুত্র ধৃষ্টকৃষ্ণের যজ্ঞাগ্নি হইতে এবং
দ্রোণদীর যজ্ঞবেদি হইতে কি প্রকারে সেই অদ্ভুত উৎপত্তি হইয়াছিল ? ॥১০॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে মহাধর্ম্মের দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিলেন ?
কি প্রকারেই বা দ্রোণ ও কৃপদ পরস্পর সখা হইয়াছিলেন ? আবার কাহার
দোষেই বা তাঁহারা পরস্পর শত্রু হইলেন ? ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পাণ্ডবগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,
সেই ব্রাহ্মণ সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং দ্রোণদীর উৎপত্তির বৃত্তান্ত বলিতে
লাগিলেন ॥১২॥

—:—

* ‘...ত্রিবর্ষাধিকঃ...’, ‘...পঞ্চবর্ষাধিকঃ...’ ‘...উনাব্দীত্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

উনষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—५५—

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গঙ্গাধারং প্রতি মহান্ বভূবর্ষিমহাতপাঃ ।

ভরদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ সততং সংশিতব্রতঃ ॥১॥

সোহভিষেক্তুং গতৌ গঙ্গাং পূর্বমেবাগতাং নদীম্ ।

দদর্শাপ্সরসং তত্র ঘৃতাচীমান্ পুতামুখিঃ ॥২॥

তস্মা বায়ুর্নদীতীরে বসনং ব্যহরন্তদা ।

অপকৃষ্টাস্বরাং দৃষ্ট্বা তামুখিশ্চকমে তদা ॥৩॥

তস্মাং সংসক্তমনসঃ কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ।

চিরস্থ রেতশ্চক্ষন্দ তদৃষির্দ্রোণ আদধে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গন্ধেতি । গঙ্গাধারং প্রতি গঙ্গায়া নির্গমস্থানে ॥১॥

স ইতি । পূর্বং ভরদ্বাজাগমনাং প্রাক্, অভিষেক্তুং স্নাতুম্বেবাগতাম্ । আপুত্যাং স্নাতাম্ ॥২॥

তপ্তা ইতি । ব্যহরং অপহরং । ঋষিভরদ্বাজঃ ॥৩॥

তস্মামিতি । কৌমারাস্বয়স আরভৌব ব্রহ্মচারিণঃ । রেতঃ শুক্রম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গঙ্গাধারমিতি ॥১॥ “ততো গঙ্গাম্” ইতি পাঠে তু গঙ্গাং ততঃ পূর্বং ভরদ্বাজাগমনাং পূর্বমভিষেক্তুমাগতামিতিার্থঃ ॥২॥ ব্যহরং বিশেষণে হৃতবান্ । চকমে কামিতবান্ ॥৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—গঙ্গার নির্গমস্থানে সর্বদা ব্রতপরায়ণ এবং অত্যন্ত তপস্বী ও বিদ্বান্ ভরদ্বাজনামে এক মহর্ষি ছিলেন ॥১॥

তিনি একদা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার পূর্বেই ঘৃতাচী-নামে এক অঙ্গুরা গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছিল, ঋষি তাহাকে দেখিলেন ॥২॥

তখন নদীতীরের উন্মুক্ত বায়ু ঘৃতাচীর বস্ত্র অপহরণ করিল ; সেই অব-স্থায় তাহাকে দেখিয়া ঋষি কামার্ষ হইয়া পড়িলেন ॥৩॥

তিনি কৌমারবয়স হইতেই ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথাপি ঘৃতাচীর প্রতি চিত্ত আসক্ত হওয়ায় তাঁহার শুক্রস্থলন হইল, তাহা তিনি একটা কলসীতে রাখিলেন ॥৪॥

ততঃ সমভবদ্রোণঃ কুমারস্তস্মৈ ধীমতঃ ।
 অধ্যাঙ্গীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ ॥৫॥
 ভরদ্বাজস্তু তু সখা পৃথতো নাম পার্থিবঃ ।
 তস্মাপি ক্রপদো নাম তদা সমভবৎ স্ততঃ ॥৬॥
 স নিত্যোগ্রাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্ষিতঃ ।
 চিক্রীড়াধায়নকৈব চকার ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥৭॥
 ততস্তু পৃথতেহতীতে স রাজা ক্রপদোহভবৎ ।
 দ্রোণোহপি রামঃ শুশ্রাব দিৎসতঃ বহু সর্দশঃ ॥৮॥
 বনস্তু প্রস্থিতঃ রামঃ ভরদ্বাজস্ততোহব্রবীৎ ।
 আগতং বিত্তকামং নাং বিদ্ধি দ্রোণঃ দ্বিজোত্তম ! ॥৯॥
 রাম উবাচ ।

শরীরমাত্রমেবাগ নবেদমবশেষিতম্ ।
 অঙ্গানি বা শরীরং বা ব্রহ্মলোকতরং বৃণু ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তস্য ভরদ্বাজস্য । অধ্যাঙ্গীষ্ট অধাতবান্ ॥৫॥
 ভবেতি । তস্য পুত্রতস্মাপি । তদা ভরদ্বাজপুত্রত্বকালে ॥৬॥
 স ইতি । স ক্রপদঃ । দ্রোণে জাত তবা দ্রোণাপোনে ভরদ্বাজপুত্রত্ব ॥৭॥
 তত ইতি । যতঃ তে মুতে । সাশঃ সন্দন, বত দনম্, দিৎসতঃ দাতুমিচ্ছন্তম্ ॥৮॥
 বনমিতি । বিত্তকামং পন্যথিনম্ ॥৯॥

তাহা হইতেই ভরদ্বাজের দ্রোণনামে একটি পুত্র জন্মিল : সেই দ্রোণ সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৫॥

এ দিকে ভরদ্বাজের সখা পৃথতনামে এক রাজা ছিলেন ; তাহারও ক্রপদ নামে একটি পুত্র সেই সময়েই জন্মিয়াছিল ॥৬॥

সেই ক্রপদ প্রত্যহই ভরদ্বাজের আশ্রমে যাওয়া দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন ॥৭॥

তাহার পর, পৃথও পবলোকে গমন করিলে, ক্রপদ রাজা হইলেন ; দ্রোণও জ্ঞানিলেন যে, পরশুরাম নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ॥৮॥

পরশুরাম বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে যাওয়া দ্রোণ তাহাকে বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি ধনার্থী হইয়া আসিয়াছি ; আমার নাম—‘দ্রোণ’ ॥৯॥

(১০) • ব্রহ্মলোকতরং বৃণু ।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব

চতুর্দশখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শঙ্করাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সংখ্যরত্ন-ব্যাকরণভীর্ষ-কাব্যভীর্ষ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যোণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকপুরিষদ্ব'সিদ্ধান্তবিভাগলয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতক

দ্রোণ উবাচ ।

অস্ত্রাণি চৈব সৰ্ব্বাণি তেষাং সংহারমেব চ ।

প্রয়োগকৈব সৰ্ব্বেবাং দাতুমহীতি মে ভবান্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

তথেষুভ্যক্তু ততস্তস্মৈ প্রদদৌ ভৃগুনন্দনঃ ।

পরিগৃহ্য তদা দ্রোণঃ কৃতকৃত্যোহভবত্তদা ॥১২॥

সম্প্রহৃষ্টমনা দ্রোণো রামাং পরমসম্মতম্ ।

ব্রহ্মাস্ত্রং সমুপ্রাপ্য নরেষুভাধিকোহভবৎ ॥১৩॥

ততো ঋপদমাসাশু ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

অব্রবীৎ পুরুষব্যাস্ত্র ! সখায়াং বিদ্ধি মামিতি ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

শরীরমিতি । অবশেষিতম্, অস্ত্রং সৰ্ব্বমেব দত্তমিতি ভাবঃ ॥১০॥

অস্ত্রাণিতি । সংহারং নিবৰ্ত্তনম্ । প্রয়োগং লক্ষ্যে ব্যাপারণম্ ॥১১॥

তথেষিতি । তস্মৈ দ্রোণায় । ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥১২॥

সম্মতি । পরমসম্মতম্ অতীবাভীষ্টম্ । অভাধিকঃ সৰ্ব্বপ্রধানো যোদ্ধা ॥১৩॥

তত ইতি । ভারদ্বাজে দ্রোণঃ, প্রতাপবান্ সৰ্ব্বাশ্রলাভাদেবেতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কুমারায় সনৎকুমারাদীনাং সমূহঃ কোমারং তন্তুল্যস্ত ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪—৯॥ একতমমেক-
তরম্ । অস্ত্রসমুদায়স্তাবিবক্ষিত্বা তমপ্ ॥১০—১২॥ তমহুজ্জপ্য নিশম্য, “সারণ্যতোষণ-
নিশামনেমু জা” ইতি মিথ্যাং ব্রুবঃ । জ্ঞাপ্যেত্যপপাঠঃ । প্রাপ্যেত্যপি পঠন্তি ॥১৩—১৪॥

পরশুরাম বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আমি এখন কেবল এই শরীরটাকেই
অবশিষ্ট রাখিয়াছি । অতএব অস্ত্র বা শরীর, ইহার একটিই নিতে পারেন ॥১০॥

দ্রোণ বলিলেন—‘সমস্ত অস্ত্র এবং তাহার প্রয়োগ ও উপসংহার আপনি
আমাকে দান করুন’ ॥১১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া পরশুরাম দ্রোণকে
সেই সমস্ত দান করিলেন ; দ্রোণও তাহা পাইয়া কৃতকার্য হইলেন ॥১২॥

দ্রোণ পরশুরামের নিকট একান্ত অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত
হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং মনুষ্যের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান যোদ্ধা হইলেন ॥১৩॥

তাহার পর, প্রতাপশালী দ্রোণ ঋপদ রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘হে
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে সখা বলিয়া মনে করুন’ ॥১৪॥

ক্রপদ উবাচ ।

নাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্ব নারথী রথিনঃ সখা ।

নারাজা পার্ধিবস্তাপি সখিপূৰ্ণং কিমিচ্ছতে ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

স বিনিশ্চিত্য মনসা পাঞ্চাল্যং প্রতি বুদ্ধিমান্ ।

জগাম কুরুমুখ্যানাং নগরং নাগসাহসরম্ ॥১৬॥

তস্মৈ পৌত্রান্ সমাদায় বসুনি বিবিধানি চ ।

প্রাপ্তায় প্রদদৌ ভীষ্মঃ শিষ্যান্ দ্রোণায় ধীমতে ॥১৭॥

দ্রোণঃ শিষ্যাংস্ততঃ সৰ্বানিদং বচনমব্রবীৎ ।

সমানীয় তু তান্ শিষ্যান্ ক্রপদস্তাস্থখায় বৈ ॥১৮॥

আচার্য্যবেতনং কিঞ্চিদ্ধৃদি যদ্বর্ততে মম ।

কৃতাত্রেস্তং প্রদেয়ং স্মাতদৃতং বদতানঘাঃ ! ।

সোহর্জুনপ্রমুখৈরুত্তমস্তথাশ্রিতি গুরুস্তদা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । শ্রোত্রিয়স্ব বেদজব্রাহ্মণস্ব । সখিপূৰ্ণং সখিজনবন্ধনম্ ॥১৫॥

স ইতি । পাঞ্চাল্যং ক্রপদং প্রতি, কর্তব্যং বিনিশ্চিত্য ॥১৬॥

তস্মা ইতি । বসুনি ধনানি । প্রাপ্তায় উপস্থিতায় ॥১৭॥

দ্রোণ ইতি । অস্থখায় জয়েন দুঃখোৎপাদনায় ॥১৮॥

আচার্য্যেতি । আচার্য্যবেতনং শিক্ষকস্ত শিক্ষাস্বত্বম্ । কৃতাত্রেয়ম্ভাতিঃ । স্বতং সত্যম্ । স্বত্পাদমিদং পঞ্চম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পূৰ্ণং সখা ইতি সখিপূৰ্ণম্, বাল্যে কৃতং সখ্যং কিং কথমিচ্ছতে প্রাজ্ঞৈঃ ? ন কথমপীত্যর্থঃ ।
বালো হি মৌঢ্যাদভুলোনাপি সখ্যমিচ্ছতি ন তু প্রাজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥ সমাদায়

ক্রপদ বলিলেন—‘অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের, অরথী রথীর এবং অরাজা রাজার
সখা হয় না । (সে যাহা হউক), আপনি সখিজনবন্ধন কি চাহিতেছেন ?’ ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বুদ্ধিমান্ দ্রোণ মনে মনে ক্রপদের প্রতি কর্তব্যবিশিষ্ট
করিয়া কৌরবদিগের রাজধানী হস্তিনায় গমন করিলেন ॥১৬॥

বুদ্ধিমান্ দ্রোণ উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নানাবিধ ধন দান করিয়া,
ঔহার নিকট আপন পৌত্রগণকে শিষ্যরূপে সমর্পণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, দ্রোণ সেই সকল শিষ্যকে নিকটে আনিয়া, ক্রপদরাজার
দুঃখ উৎপাদনের জন্ত এই কথা বলিলেন— ॥১৮॥

যদা চ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৃতাজ্জাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
 ততো দ্রোণেহব্রবীদুয়ো বেতনার্থমিদং বচঃ ॥২০॥
 পার্ধতো ঋপদো নাম ছত্রবত্যাং নরেশ্বরঃ ।
 তস্মাদাকৃষ্য তদ্রাজ্যং মম শীঘ্রং প্রদীয়তাম্ ॥২১॥
 ততঃ পাণ্ডুহতাঃ পঞ্চ নির্জিত্য ঋপদং যুধি ।
 দ্রোণায় দর্শয়ামাস্ত্বৰ্দ্ধা সসচিবং তদা ॥২২॥

দ্রোণ উবাচ ।

প্রার্থয়ামি ত্বয়া সখ্যং পুনরেব নরাধিপ ! ।
 অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমর্হতি ॥২৩॥
 অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ! ত্বয়া সহ ।
 রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি । কৃতনিশ্চয়া দ্রোণাভীষ্টসম্পাদনে । ততস্তদা । বেতনার্থং শুদ্ধার্থম্ ॥২০॥
 পার্ধত ইতি । পার্ধতঃ পৃষতপুত্রঃ । ছত্রবত্যাং তদাখ্যায়াঃ নগর্ধ্যাম্ ॥২১॥
 তত ইতি । ধার্তরাষ্ট্রাণাং তত্র পরাজিতবান্ তেষাম্পাদনম্ ॥২২॥
 প্রেতি । ত্বয়া সাক্ষম্ । অরাজেতি স্বম্নতাত্তসারাদেবেতি ভাবঃ ॥২৩॥
 অত ইতি । রাজ্যে রাজত্বকরণে । ভাগীরথ্যাহমিতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ
 সন্ধিরার্থঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

হন্তে গৃহীত্ব প্রদদৌ ॥১৭—২০॥ ছত্রবতামহিচ্ছত্রে ॥২১—২৩॥ রাজো রাজ্যার্থম্, ত্বয়া
 'হে নিম্পাপ শিষ্যগণ ! আমার মনে যে শিক্ষকের বেতনের বিষয় রহি-
 য়াছে, তোমরা অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাহা আমাকে দিবে, সত্য বল' । তখন
 অর্জুনপ্রভৃতি শিষ্যগণ জ্ঞোণকে বলিলেন— 'তাহাই হইবে' ॥২১॥

তাহার পর, পাণ্ডবপ্রভৃতি শিষ্যগণ অস্ত্রশিক্ষা করিয়া যখন জ্ঞোণের অতীষ্ট
 যুগের জন্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ; তখন জ্ঞোণ আবার এই কথা বলিলেন ॥২০॥
 'পৃষতের পুত্র ঋপদনামে এক ব্যক্তি ছত্রবতীর রাজা ; তোমরা সত্বর তাঁহার
 নিকট হইতে তাঁহার রাজ্য আনিয়া আমাকে দান কর' ॥২১॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত ঋপদকে বাঁধিয়া
 আনিয়া জ্ঞোণকে দেখাইলেন ॥২২॥

জ্ঞোণ বলিলেন— 'রাজা ! আমি পুনরায় আপনার সখিত্ব প্রার্থনা করি ;
 অথ চ (আপনার মতে) অরাজা রাজার সখা হইতে পারে না ॥২৩॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্তো হি পাঞ্চাল্যো ভারদ্বাজেন ধীমতা ।

উবাচান্ধ্রবিদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং ব্রাহ্মণসত্তমম্ ॥২৫॥

এবং ভবতু ভদ্রং তে ভারদ্বাজ ! মহামতে ! !

সখ্যং তদেব ভবতু শশ্বদ্বদভিমন্তসে ॥২৬॥

এবমন্তোত্তমুক্তা তৌ কৃত্বা সখ্যমনুত্তমম্ ।

জগ্মতুর্দ্রোণপাঞ্চাল্যো যথাগতমরিন্দমৌ ॥২৭॥

অসৎকারঃ স তু মহান্ মুহূর্তমপি তস্ত তু ।

নাপৈতি হৃদয়াদ্রোক্তো দুর্মনাঃ স কৃশোহিবৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

চৈত্ররথে দ্রোপদীসম্ভবে ঊনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পাঞ্চাল্যো জ্ঞপদঃ । ভারদ্বাজেন দ্রোণেন ॥২৫॥

এবমিতি । শশ্বৎ চিরস্থায়ী ॥২৬॥

এবমিতি । অনুত্তমং সৌজ্ঞাতালিঙ্গনাদিনা সর্বোৎকৃষ্টম্ ॥২৭॥

অসদ্বিতি । অসৎকারো রাজ্যহরণাদিনা দ্রোণকৃতোহপকারঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ঊনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

সহ সঙ্গম্যোতি শ্রেণঃ । ভাগীরথ্যাহমিতি সন্ধিরাগঃ ॥২৪—২৬॥ উক্তা বচনেনৈব সখ্যং কৃত্বা ন তু মনসা, ব্রাহ্মণজ্ঞাদ্রোহিবেহপি ক্ষত্রিয়স্ত দীর্ঘদ্রোহিষ্যং ॥২৭॥ তদেবাহ অসৎকার ইতি ॥২৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ঊনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৯॥

অতএব আমি আপনার সহিত একত্র রাজ্য করিবার জন্যই এই যত্ন করিয়াছি । আপনি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাজ্য হইলেন ; আর আমি তাহার উত্তর তীরে রাজ্য হইলাম' ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন—বৃদ্ধিমান্ দ্রোণ এইরূপ বলিলে, পাঞ্চালরাজ জ্ঞপদ অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অথ চ ব্রাহ্মণপ্রধান দ্রোণকে বলিলেন—॥২৫॥

‘মহামতি দ্রোণ ! আপনার মঙ্গল হউক, এইরূপই হউক ; আপনার সহিত সেই সখিত্বই চিরস্থায়ী হউক, আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন’ ॥২৬॥

শক্রজ্ঞেতা দ্রোণ ও জ্ঞপদ পরস্পর এইরূপ বলিয়া, উৎকৃষ্ট সখিত্ব স্থাপন করিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

* ‘...চতুষ্টয়িকঃ...’ ‘...ষট্‌ষট্‌যটিকঃ...’ ‘...অষ্টাষ্ট্যটিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

ষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—३००—

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অমৰ্ষাদ্ৰুপদো রাজা কশ্মসিদ্ধান্ দ্বিজৰ্বভান্ ।
অশ্বিচ্ছন্ পরিচক্রাম ব্রাহ্মণাবসথান্ বহুন্ ॥১॥
পুত্রজন্ম পরীপ্সন্ বৈ শোকোপহতচেতনঃ ।
নাস্তি শ্রেষ্ঠমপত্যং মে ইতি নিত্যমচিন্তয়ৎ ॥২॥
জাতান্ পুত্রান্ স নির্বেদাদ্বিগ্ভবন্ধুনিতি চাত্ৰবীং ।
নিশ্বাসপরমশ্চাসীদ্দ্রোণং প্রতি চিকীৰ্ষয়া ॥৩॥
প্রভাবং বিনয়ং শিক্ষাং দ্রোণস্ত চরিতানি চ ।
ক্ষাত্রেণ চ বলেনাস্ত চিন্তয়ন্ন্যাধ্যগচ্ছত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অমৰ্ষাদিতি । অমৰ্ষাং দ্রোণং প্রতি সঙ্কিতকোথাৎ । কশ্মহ প্রত্যক্ষফলসাধকযাগাদি-
কার্যেষু সিদ্ধান্ প্রসিদ্ধান্ । অশ্বিচ্ছন্ মার্গয়ন্ । ব্রাহ্মণানাম্ আবসথান্ আবাসান্ ॥১॥
পুত্রেতি । পরীপ্সন্ লঙ্ঘমিচ্ছন্ । শ্রেষ্ঠমপত্যং দ্রোণপ্রতীকারসমর্থ উৎকৃষ্টপুত্রঃ ॥২॥
জাতানিতি । জাতান্ পুৰোঃপন্নান্ । চিকীৰ্ষয়া প্রতাপকারকরণেচ্ছয়া ॥৩॥
প্রভাবমিতি । ক্ষাত্রেণ বলেন, ন্যাধ্যগচ্ছত পরাভবসম্ভাবনাং নাক্ষত্রোঃ ॥৪॥

কিন্তু দ্রোণকৃত সেই গুরুতর অপকার মুহূর্ত কালের জন্যও রুপদ রাজার
চিন্তা হইতে গেল না এবং তিনি বিষন্নচিন্তা থাকিয়া ক্রমে ক্রমে হইতে লাগি-
লেন ॥২৮॥

—:—

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রুপদ রাজা দ্রোণের প্রতি ক্রোধবশতঃ যাগাদিকার্যে
প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অশ্বেষণ করিতে থাকিয়া বহুতর ব্রাহ্মণের বসতিস্থানে
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

‘আমার উৎকৃষ্ট পুত্র নাই’ এইরূপ চিন্তা সৰ্ব্বদাই করিতে লাগিলেন এবং
সেই শোকেই মুগ্ধপ্রায় হইয়া উৎকৃষ্ট পুত্র ইচ্ছা করিতে থাকিলেন ॥২॥

নির্বেদবশতঃ পূৰ্বজাত পুত্রগণকে এবং বন্ধুবর্গকে ধিকার দিতে লাগিলেন
এবং দ্রোণের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় সৰ্ব্বদাই নিশ্বাসত্যাগ করিতে থাকি-
লেন ॥৩॥

(১) অমৰ্ষা রুপদো রাজা... ।

প্রতিকর্ত্তুং নরশ্রেষ্ঠো যতমানোহপি ভারত ! ।

অভিতঃ সোহধ কল্মাষীং গঙ্গাকূলে পরিভ্রমন্ ॥৫॥

ব্রাহ্মণাবসথং পুণ্যমাসাদি মহীপতিঃ ।

তত্র নাস্রাতকঃ কশ্চিন্ন চাসীদব্রতী দ্বিজঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তথৈব চ মহাভাগঃ সোহপশ্যৎ সংশিতব্রতো ।

যাজ্ঞোপযাজৌ ব্রহ্মর্ষী শাম্যন্তৌ পরমেষ্ঠিনৌ ॥৭॥

তারণে যুক্তরূপৌ তৌ ব্রাহ্মণাব্বিসত্তমৌ ।

স তাবামন্তর্যামাস সর্বকামৈরতন্ত্রিতঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

বুদ্ধা বলং তয়োস্তুত্র কনীয়াংসমুপহ্বরে ।

প্রপেদে চন্দ্রয়ন্ কামৈরুপযাজং ধৃতব্রতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । কল্মাষীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনাম্, অভিতঃ সমীপে, গঙ্গাকূলে চ । অস্রাতকঃ অনিত্যস্বায়ী অব্রহ্মচারী বা ॥৫—৬॥

তথৈতি । যাজ্ঞোপযাজৌ তদাখ্যৌ । শাম্যন্তৌ শমগুণাঘ্নিতৌ, পরমেষ্ঠিনৌ সাক্ষাদ-ব্রহ্মণাবিব । তারণে লোকানাং বিপদ উদ্ধারণে । সর্বকামৈঃ সবাভীষ্টদানাদীকারণৈঃ ॥৭—৮॥

নৃক্ষেতি । উপহ্বরে নিজনে । কামৈরভীষ্টদানাদীকারণৈঃ, চন্দ্রয়ন্ প্রলোভয়ন্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অমরীতি ॥১—২॥ পুত্রান্ বন্ধুংশ্চ যিগিতাব্রবীদিত্যদ্বয়ঃ ॥৩—৪॥ কল্মাষীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনামভিতঃ গঙ্গাকূলে চ পরিভ্রমন্ ; কল্মাষপাদস্ত পুত্রীং কল্মাষীমভিতঃ সমীপে ইত্যন্তে ॥৫—৬॥ পরমেব্রহ্মণি বেদে বা স্বাতুং শীলং যয়োন্তৌ ॥৭॥ তারণেয়ো কুমারীপ্রভবৌ কণবৎ কানীনৌ “তরণিত্বাংগে পুংসি কুমারীনৌকয়োঃ স্নিয়াম্” ইতি মেদিনী । সূর্য্যভক্তৌ বা,

কিন্তু জ্ঞোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্র চিন্তা করিয়া, ক্ষত্রিয়শক্তি দ্বারা তাঁহার পরাভবের সম্ভাবনা করিতে পারিলেন না ॥৪॥

তাহার পর, ক্রপদ রাজা জ্ঞোণের প্রতীকার করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে থাকিয়া, গঙ্গা ও যমুনার উভয় তীরেই বিচরণ করতঃ একটী পবিত্র ব্রাহ্মণবসতি পাইলেন ; সেখানে কোন ব্রাহ্মণই অব্রহ্মচারী বা অব্রতী ছিলেন না ॥৫—৬॥

ক্রপদ রাজা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া যাজ্ঞ ও উপযাজনামে দুইটী ব্রহ্মর্ষিকে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারা ব্রহ্মচারী, শমগুণাঘ্নিত, ব্রহ্মার তুল্য প্রভাবশালী এবং লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ছিলেন । আলস্য-হীন ক্রপদ রাজা সমস্ত অভীষ্ট দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া যজ্ঞ করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৭—৮॥

(৭) তথৈব নামহাভাগঃ... ।

পাদশুশ্রূষণে যুক্তঃ প্রিয়বাক্ সর্বকামদঃ ।

অৰ্চ্চয়িত্বা যথাস্থায়মুপযাজমুবাচ সঃ ॥১০॥

যেন মে কৰ্ম্মণা ব্রহ্মন্ ! পুত্রঃ স্যাদদ্রোণম্নত্যবে ।

উপযাজ ! কৃতে তস্মিন্ গবাং দাতাস্মি তেহবুর্দম্ ॥১১॥

যদ্বা তেহৃদ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! মনসঃ হুপ্রিয়ং ভবেৎ ।

সর্বং ততে প্রদাতাহং নহি মেহত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥১২॥

ইতু্যক্তো নাহমিত্যেবং তম্বিঃ প্রত্যভাষত ।

আরাধয়িষ্যন্ ক্রপদঃ স তং পর্যাচরৎ পুনঃ ॥১৩॥

ততঃ সংবৎসরস্তান্তে ক্রপদং স দ্বিজোত্তমঃ ।

উপযাজোহব্রবীৎ কালে রাজন্ ! মধুরয়া গিরা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পাদেতি । যুক্তো নিরতঃ । সর্বকামদঃ সৰ্বাভীষ্টদানাক্ষীকারা । স ক্রপদঃ ॥১০॥

যেনেতি । তস্মিন্ কৰ্ম্মণি । অবুর্দং দশকোটিঃ । অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১১॥

যদিতি । হুপ্রিয়ম্ অতীবাভীষ্টম্ । প্রদাতেতি ত্বন্ ॥১২॥

ইতীতি । অহং ন তং করিষ্যামিতি শেঘঃ । আরাধয়িষ্যন্ সন্তোষয়িষ্যন্ ॥১৩॥

তত ইতি । সংবৎসরস্তান্তে কাল ইতি সম্বন্ধঃ । হে রাজন্ ! রাজতুল্যাক্রুতে ! ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিদো । ঋষিসত্তমো ময়ত্ৰষ্টম্ শ্ৰেষ্ঠো ॥৮॥ উপস্বরে একান্তে । প্রাপেদে

সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পারিয়া, সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার
অঙ্গীকারে প্রলোভন দেখাইয়া, ব্রতচারী কনিষ্ঠ উপযাজের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন, তিনি উপযাজের পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইয়া, প্রিয় বাক্য বলিতে
থাকিয়া সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং যথানিয়মে
সম্মান দেখাইয়া, উপযাজকে বলিলেন— ॥১০॥

‘ব্রহ্মর্ষি ! যে কার্য্য দ্বারা জ্ঞোণবধের জন্ত আমার পুত্র জন্মে, আপনি
সেই কার্য্য করিলে, আপনাকে আমি বহুতর গরু দান করিব ॥১১॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ ! অস্ত্র যে সকল বস্তু আপনার অত্যন্ত অভীষ্ট
হইবে, সেই সকল বস্তুই আমি আপনাকে দান করিব ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই’ ॥১২॥

ক্রপদ এইরূপ বলিলে, উপযাজ তাঁহাকে বলিলেন—‘আমি উহা করিব
না’ । তাহার পর, উপযাজকে সম্ভট করিবার জন্ত ক্রপদ পুনরায় তাঁহার
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর, এক বৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ উপযাজ মধুর বাক্যে
ক্রপদকে বলিলেন— ॥১৪॥

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা মমাগৃহাধিচরন্ গহনে বনে ।

অপরিজ্ঞাতশৌচায়াং ভূমৌ নিপতিতং ফলম্ ॥১৫॥

তদপশ্বমহং ভ্রাতুরসাম্প্রতমমুত্রজন্ ।

বিমর্শং সঙ্করাদানে নায়াং কুর্যাৎ কদাচন ॥১৬॥

দৃষ্ট্বা ফলম্ নাপশ্বদোষান্ পাপানু বজ্জকান্ ।

বিবিনক্তি ন শৌচং যঃ সোহন্যত্রাপি কথং ভবেৎ ॥১৭॥

সংহিতাধ্যয়নং কুর্ক্বন্ বসন্ গুরুকূলে চ যঃ ।

ভৈক্ষ্যমুৎসৃষ্টমন্তোষাং ভুঙক্তে স্ম চ যদা তদা ॥১৮॥

কীর্তয়ন্ গুণমন্নানামঘৃণী চ পুনঃ পুনঃ ।

তং বৈ ফলার্থিনং মন্ত্রে ভ্রাতরং তর্কচক্ষুষা ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জ্যেষ্ঠ ইতি । ন পরিজ্ঞাতং শৌচং পবিত্রতা যস্তাস্তত্ত্বাম্ ॥১৫॥

তদिति । অমৃতজন্মম্, ভ্রাতৃভ্রাতৃং অসাম্প্রতং শৌচাশৌচপবিত্রানাভাবাদযুক্তং ফলগ্রহণম্, অপশ্বম্ । অতএবায়াং মম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কদাচনাপি, সঙ্করস্ত শৌচাশৌচসম্বন্ধবস্তন আদানে, বিমর্শং বিচারং ন কুর্যাৎ । “যুক্তে যে সাম্প্রতং স্থানে” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

তত্র হেতুমাং দৃষ্টেতি । পাপানুবজ্জকান্ পাপজনকান্, দোষান্ অশৌচরূপান্ । বিবিনক্তি বিচারয়তি কথং ভবেৎ শৌচবিবেকীতি শেষঃ ॥১৭॥

হেতুস্তরমাং সংহিতেতি । উৎসৃষ্টং পরিত্যক্তং ভুক্তাবশিষ্টমিত্যর্থঃ । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা-লব্ধমন্নম্ । অঘৃণী উৎসৃষ্টম্বেহপি ঘৃণারহিতঃ । ফলার্থিনং যাজ্ঞানাদিনা ধনার্থিনম্ ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শরণং গতবান্ ॥২—১০॥ তস্মিন্ কার্যে কৃতে সতি অর্কুদং দশকোটিঃ দাতাম্মি দাতাম্মি ॥১১—১৫॥ অসাম্প্রতম্ অযুক্তম্ । অমৃতজন্ম অপশ্বম্, বিমর্শং বিচারম্, সঙ্করাদানে সঙ্করো দোষসম্পর্কঃ তদযুক্তবস্থাদানে ॥১৬—১৭॥ উৎসৃষ্টম্ উচ্ছিষ্টম্ ॥১৮॥ অঘৃণী লজ্জাহীনঃ ॥১৯॥

একদা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবিড় বনে বিচরণ করিতে থাকিয়া, ভূমির পবিত্রতা না জানিয়াই তাহাতে নিপতিত একটি ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

আমি পিছনে যাইতে যাইতে ভ্রাতার সেই অসঙ্গত কার্য দেখিয়াছিলাম । সুতরাং উনি কখনও পবিত্রতা বা অপবিত্রতায়ুক্ত বস্তু গ্রহণ করিতে বিবেচনা করিবেন না ॥১৬॥

যিনি ফলটী দেখিয়াই তাহার পাপজনক দোষের কোন পর্যালোচনা করিয়াছিলেন না এবং তাহার পবিত্রতার বিষয়েও কোন বিবেচনা করিয়াছিলেন না, তিনি অশ্রু স্থানেই বা কেন তাহা করিবেন ॥১৭॥

আর যিনি গুরুগৃহে বাস করিবার সময়ে বেদপাঠ করিতেন, অথ চ বখন

তং বৈ গচ্ছস্ব নৃপতে ! স স্বাং সংযাজয়িস্বতি ।
 জুগুপ্সমানো নৃপতির্মনসেদং বিচিন্তয়ন্ ॥২০॥
 উপযাজবচঃ শ্রদ্ধা যাজ্ঞশ্রামমভ্যাগাৎ ।
 অভিসম্পূজ্য পূজাহমথ যাজম্বাচ হ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 অযুতানি দদাম্যকৌ গবাং যাজয় মাং বিভো ! !
 দ্রোণবৈরাভিসম্ভৃৎ প্রহ্লাদয়িতুমর্হসি ॥২২॥
 স হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাজ্ঞে চাপ্যনুত্তমঃ ।
 তস্মাদ্দ্রোণঃ পরাজৈক্যে মাং বৈ স সধিবিগ্রহে ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তস্তাশ্রাং পৃথিব্যাং কশ্চিদগ্রণীঃ ।
 কৌরবাচার্য্যমুখ্যস্ত ভারত্বাজস্ত ধীমতঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উপযাজবচঃ শ্রদ্ধা, ইদং যাজ্ঞার্থ্যং বিচিন্তয়ন্, মনসা জুগুপ্সমানো যাজ্ঞ
 নিম্নন্ । পূজাহং মনিষাং পূজাযোগ্যম্ ॥২০—২১॥
 অযুতানীতি । অত্রাপ্যযুতানীতি বহুসংখ্যাপরম্ । প্রহ্লাদয়িতুমানন্দয়িতুম্ ॥২২॥
 স ইতি । পরাজৈক্যে পরাজিতবান্ । সখোরাবয়োধিগ্রহে যুদ্ধে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

হে নৃপতে ! তং গচ্ছ, হে স্ব ! হে আত্মীয় ! মনসা ইদং যাজ্ঞচরিতং জুগুপ্সমানো নিম্নন্,
 বিচিন্তয়ন্ স্বকার্য্যকেতি শেষঃ ॥২০—২১॥ অষ্টাবযুতানি দদানি “রিক্তপাণিন পশ্চত রাজানং
 দেবতাং গুরুম্” ইতি স্মৃতেকুপায়নমাত্রমেতৎ, ন দক্ষিণা, অর্কুদপ্রতিজ্ঞানাং ॥২২॥ পরাজৈক্যে
 তখন অশ্বের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষায় ভোজন করিতেন এবং ঘৃণাশূন্য হইয়া বার বার
 সেই অশ্বের প্রশংসা করিতেন, সেই ভ্রাতাকে আমি তর্ক দ্বারা ধনলোভী
 বলিয়া মনে করি ॥১৮—১৯॥

অতএব রাজা । আপনি আমার সেই ভ্রাতার নিকট গমন করুন, তিনিই
 আপনাকে পূত্রার্থে যজ্ঞ করাইবেন’ । ঋগ্বেদ রাজা উপযাজের সেই কথা
 শুনিয়া, যাজ্ঞের কার্য্যের পর্যালোচনা করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে নিন্দা করিতে
 থাকিয়া, তাঁহারই আশ্রমে গেলেন, তৎপরে তাঁহার পূজা করিয়া বলি-
 লেন— ॥২০—২১॥

‘মহর্ষি ! আপনি আমার যজ্ঞ করুন ; আমি আপনাকে বহুতর গরু
 দান করিব । আমি জ্ঞোণের শক্রতাচরণে বড়ই সম্ভৃৎ হইয়াছি ; আপনি
 আমাকে আনন্দিত করুন ॥২২॥

তিনি বেদজ্ঞের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাজ্ঞেও সর্ব্বপ্রধান ; তাহাতেই তিনি
 আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

দ্রোণস্ত শরজালানি প্রাণিদেহহরাণি চ ।
 বড়রত্নি ধনুশ্চাস্ত দৃশ্যতে পরমং মহৎ ॥২৫॥
 স হি ব্রাহ্মণবেশেন ক্রাত্বং বেগমসংশয়ম্ ।
 প্রতিহন্তি মহেধাসো ভারতাক্রো মহামনাঃ ॥২৬॥
 কত্রোচ্ছেদায় বিহিতো জামদগ্ন্য ইব স্থিতঃ ।
 তস্ত হস্ত্রবলং ঘোরমপ্রধৃষ্মা নরৈর্ভুবি ॥২৭॥
 ব্রাহ্মং সন্ধারয়ন্তেজো হুতাহতিরিবানলঃ ।
 সমেত্য সংদহত্যাক্রো ক্রাত্বং ব্রহ্মপুরঃসরঃ ॥২৮॥
 ব্রহ্মকত্রে চ বিহিতে ব্রাহ্মং তেজো বিশিষ্মতে ।
 সোহহং কত্রবলাস্তীতো ব্রাহ্মং তেজঃ প্রপেদিবান্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

কত্রিয় ইতি । ভারতাক্রো ভারতাক্রো, অগ্রণীঃ প্রধানঃ ॥২৪॥
 দ্রোণস্তেতি । বট্ অরত্নয়ো নিকনিষ্ঠমুঠয়ঃ প্রমাণমস্তেতি বড়রত্নি ॥২৫॥
 স ইতি । ব্রাহ্মণবেশেন ব্রাহ্মতেজসা । বেগং শক্তিনিবন্ধনম্ ॥২৬॥
 কত্রোতি । বিহিতো বিধাতা । অপ্রধৃষ্ম অজয়ম্ ॥২৭॥
 ব্রাহ্মমিতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মং তেজঃ পুরঃসরং যস্ত তৎ ক্রাত্বং তেজঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥২৮॥
 ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মকত্রে তয়োস্তেজসী, বিহিতে বিধাতা । প্রপেদিবান্ আশ্রিতবান্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পরাক্রান্তবান্, “বিপরাভ্যাং জেঃ” ইতি ভড় ॥২৩॥ তস্ত তন্মাৎ । অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২৪—২৮॥
 ব্রহ্মকত্রে ইতি সার্দঃ শ্লোকঃ, চোহপ্যর্থ, ব্রহ্মতেজঃসহিতকত্রতেজসি দ্রোণগতে বিহিতে
 শ্রেষ্ঠে সত্যপি কেবলং ব্রাহ্মং অদীযং বিশিষ্মতে ক্রাত্বাবলাৎ, অহং তু হীনো ব্রাহ্মবলেন ।

কৌরবগণের অন্ত্রশিক্ষক ও বুদ্ধিমান্ সেই দ্রোণ অপেক্ষা প্রধান যোদ্ধা
 এই পৃথিবীতে কোন কত্রিয়ই নাই ॥২৪॥

দ্রোণের বাণ-সমূহ প্রাণিগণের দেহ হইতে প্রাণ হরণ করে এবং তাঁহার
 ধনু খানা ছয় অরত্নি প্রমাণ সুবৃহৎ ॥২৫॥

মহাধনুর্দ্ধর ও মহামনা সেই দ্রোণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম তেজে ক্রাত্ব তেজ প্রত্নিত
 করেন ॥২৬॥

বিধাতা তাঁহাকে পরশুরামের আয় কত্রিয়ধ্বংসের জন্তই নির্মাণ করিয়া-
 ছেন । সেই জন্তই তাঁহার অন্ত্রবল ভয়ঙ্কর এবং জগতে মহুস্তের অজ্জয় ॥২৭॥

আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির আয় তিনি ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করেন এবং সেই ব্রাহ্ম-
 তেজকে অগ্রবর্তী করিয়া, ক্রাত্ব তেজ ধারণপূর্বক যুদ্ধে বিপক্ষদিগকে দগ্ধ
 করেন ॥২৮॥

দ্রোণাশ্বিশিষ্টমাসান্ন ভবন্তু ব্রহ্মবিস্তমম্ ।
 দ্রোণাস্তকমহং পুত্রং লভেয়ং যুধি দুর্জয়ম্ ॥৩০॥
 তৎ কৰ্ম্ম কুরু মে যাজ্ঞ ! বিতরাম্যবুদং গবাম্ ।
 তথেষুতুভু । তু তং যাজ্ঞো যাজ্ঞার্থমুপকল্পয়ৎ ॥৩১॥
 গুৰ্ব্বৰ্ধ ইতি চাকামমুপযাজমচোদয়ৎ ।
 যাজ্ঞো দ্রোণবিনাশায় প্রতিজ্ঞে তথা চ সঃ ॥৩২॥
 ততস্তস্মৈ নরেন্দ্রস্য উপযাজো মহাতপাঃ ।
 আচথ্যো কৰ্ম্ম বৈতানং তদা পুত্রফলায় বৈ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি । বিশিষ্টং প্রধানম্, ব্রহ্মবিস্তমং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥
 ভদ্রিতি । যাজ্ঞ এবার্থো বিষয়স্তম্, উপকল্পয়ৎ অঙ্গীকৃতবান্ । অড়ভাব আৰ্ঘ্যঃ ॥৩১॥
 গুৰ্ব্বৰ্ধিতি । গুৰ্ব্বৰ্ধঃ পুত্রফলকযোগো দুষ্করঃ, ইতি হেতোঃ, অকামং তত্রানিচ্ছুমপি, উপ-
 যাজং তদাখ্যমহুজম্, অচোদয়ৎ তদ্বাগস্ত জবাসস্তারং বক্তুং প্রৈরয়ৎ স্বয়মসকলজ্ঞঃ ॥৩২॥
 তত ইতি । বৈতানং শ্রৌতহোমং তদীয়জবাসস্তারমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীত ইতি পাঠে ব্রাহ্মাঙ্ঘলাং ভীতো ব্রাহ্ম তেজঃ প্রাপেদ্বান্ শরণং কৃতবান্ ॥২২—৩০॥
 যেন পুত্রং লভেয়ং তৎকৰ্ম্ম কুরু, যাজ্ঞার্থং ক্রপদশ্রেষ্ঠসাধনং যাগমুপকল্পয়ৎ মনসা তৎপ্রয়োগং
 কৃতবান্, অড়ভাব আৰ্ঘ্যঃ ॥৩১॥ গুৰ্ব্বৰ্ধো গুরুশাসাবৰ্থশ্চেতি, অতিভারোহয়ং যৎ দ্রোণহন্তঃ
 পুত্রস্তোত্রপাদনম্, ইতি হেতোঃ উপযাজমকামমপ্যচোদয়ৎ উৎকল্পনে প্রেরিতবান্ । “আত্মস্ত-
 প্রত্যয়ং চেতঃ” ইতি ত্রায়েন উপযাজমপি নিশ্চয়ার্থং সংবাদিতবান্ ॥৩২॥ বৈতানং শ্রৌতায়ি-

বিধাতা ব্রাহ্ম ও ক্ষত্র এই দুইটী তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে
 ব্রাহ্ম তেজই শ্রেষ্ঠ । সেই জন্মই আমি ক্ষত্র তেজ থাকিতেও ভীত হইয়াই
 ব্রাহ্ম তেজের আশ্রয় লইয়াছি ॥২৯॥

জ্ঞোণ অপেক্ষা প্রধান বেদজ্ঞ আপনাকে পাইয়া আমি, যুদ্ধে দুর্জয় ও
 জ্ঞোণহস্তা পুত্র লাভ করিব ॥৩০॥

মহর্ষি যাজ্ঞ ! আপনি আমার সেই যজ্ঞ করুন ; আমি বহুতর গুরু দক্ষিণা
 দিব' । ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া যাজ্ঞ ক্রপদকে যজ্ঞমান বলিয়া স্বীকার
 করিলেন ॥৩১॥

পুত্রবাগ অত্যন্ত দুষ্কর এই জন্ম যাজ্ঞ তাহার জবাসস্তারের কথা বলিয়া
 দিবার জন্ত উপযাজকে বলিলেন এবং জ্ঞোণবিনাশার্থ যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞ
 হইলেন ॥৩২॥

স চ পুত্রো মহাবীৰ্য্যো মহাতেজা মহাবলঃ ।
 ইহাতে যক্ষিণো রাজন্ ! ভবিতা তে তথাবিধঃ ॥৩৪॥
 ভারত্বাজস্ত হস্তারং সৌভিসন্ধায় ভূপতিঃ ।
 আজহ্রে তন্তথা সৰ্বং ক্রপদঃ কৰ্ম্ম সিদ্ধয়ে ॥৩৫॥
 যাজস্ত হবনস্তাস্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ন্তদা ।
 প্রৈহি মাং রাজি ! পৃথতি ! মিথুনং ত্রায়ুপস্থিতম্ ॥৩৬॥
 রাজ্যুবাচ ।
 অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মন্ ! দিব্যান্ গন্ধান্ বিভর্ষি চ ।
 হৃতার্থে নোপলক্স্মি তিষ্ঠ যাজ ! মম প্রিয়ে ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

উপযাজোক্তিমহুবদতি স ইতি । সম্যকফলধেন ভাবী ॥৩৪॥
 ভাৱেতি । হস্তারং পুত্রম্ । আজহ্রে অহুষ্টিভবান্ । সিদ্ধয়ে তাদৃশপুত্রনিষ্পত্তয়ে ॥৩৫॥
 যাজ ইতি । হবনস্ত হোমস্ত । দেবীং ক্রপদমহিবীম্ । হে পৃথতি ! তদাৰ্থে ॥৩৬॥
 অবতি । অবলিপ্তং লালাদিদ্ৰুতম্ । বিভর্ষি অধুনাপি ধারয়ামি । উভয়ত্রাপি

ভারতভাবদীপঃ

সাধ্যম্ । আচখ্যো আখ্যাতবান্ ॥৩৩॥ স চেতি উপযাজ উবাচ ॥৩৪॥ বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 ভারত্বাজস্তেতি । আজহ্রে কৃতবান্, কৰ্ম্মসিদ্ধয়ে কৰ্ম্মফলসিদ্ধার্থম্ ॥৩৫॥ প্রৈহি প্রকর্ষণে
 শীঘ্রমেহি, হবিগ্রহীভূমিতি শেষঃ । পৃথতি পৃথতম্ভুযে ! ইত এব সম্বন্ধাৎ পুংযোগে ভীষ্ম ।
 অস্ত্রে তু পাৰ্শ্বভীতি পাঠং কল্পয়ন্তি ॥৩৬॥ অবলিপ্তং দ্রুতিং লালাদিনা অপ্রকালিতত্বাদিতি
 ভাবঃ । “অবলেপ্ত গর্ষে স্ত্রাৱেপনে দৃশ্যেহপি চ” ইতি মেদিনী । গন্ধান্ অন্ধরাগাদিকান্ ।
 অস্নাতাস্মীতি ভাবঃ । “যা দত্তো ধাবতে তস্মৈ স্ত্রাবদন্ যা স্নাতি তস্তা অস্পৃয়া কক্”
 ইত্যাদ্যুক্ত্য । “ভিশ্রো রাজীৱতং চরেৎ” ইতি বিহিতৌ অস্পৃশ্যৌ অধর্ষ্যাবেতৌ । তদেবাহ
 নোপলক্স্মি উপলক্সুং শ্রষ্টুং যোগ্যা নাস্মি । তস্মায়লব্ধাসদা ন সংবদেতেতি তয়া সহ
 সংবাদস্ত্রাপি নিবেদ্য, অতো হেতোঃ হে যাজ ! মম প্রিয়ে ইষ্টে হৃতার্থে হৃতরূপে প্রয়ো-

তাহার পর, তখনই অত্যন্ত তপস্বী উপযাজ পুত্রলাভের জন্য ক্রপদ রাজার
 নিকট পুত্রযোগের সমস্ত জব্যের কথা বলিলেন, (আরও বলিলেন যে,) ॥৩৩॥

‘মহারাজ ! আপনি যে প্রকার মহোৎসাহী, মহাপ্রতাপ ও মহাবল পুত্র
 লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, আপনার সেই প্রকার পুত্রই হইবে’ ॥৩৪॥

তদনন্তর, ক্রপদ রাজা, জ্যেষ্ঠপুত্র লাভ করিবার ইচ্ছায় এবং তাহার
 সিদ্ধির জন্য যাজ ও উপযাজের উপদেশক্রমে সেই পুত্রযোগ সম্পন্ন করিলেন ॥৩৫॥

যাগ হইয়া গেলে, তখন যাজ ক্রপদের মহিবীকে বলিলেন—‘রাজি !

অৱতি । আপনি স্নাতক হইয়া আসুন । আপনার দন্তেই সন্ধান উপযাজকে করিয়াছেন’ ॥৩৬॥

যাজ্ঞ উবাচ ।

যাজ্ঞেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজ্ঞাভিমন্ত্রিতম্ ।

কথং কামং ন সন্দধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রৈহি তিষ্ঠ বা ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্ত্যু। তু যাজ্ঞেন হুতে হবিষি সংকৃতে ।

উত্তমৌ পাবকাতশ্রাৎ কুমারো দেবসম্মিতঃ ॥৩৯॥

জ্ঞালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরাটী বর্ষ চোত্তমম্ ।

বিভ্রৎ সখড়গঃ সশরো ধনুস্থান্ বিনদন্ মুহুঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

সোহধ্যারোহদ্রথবরং তেন চ প্রযযৌ তদা ।

ততঃ প্রণেদুঃ পাঞ্চালাঃ প্রহৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অন্নাতত্বাদিতি ভাবঃ । অতএব যম প্রিয়েহপি হুতার্থে পুত্রবিষয়ে, ন উপলক্ষ্যি হবাং ন গ্রহীত্বামি ॥৩৭॥

যাজ্ঞেনেতি । শ্রপিতং পকম্ । কামম্ অভীষ্টম্ । সন্দধ্যাৎ জনয়েৎ ॥৩৮॥

এবমিতি । সংকৃতে অভিমন্ত্রিতে । জ্ঞালাবর্ণঃ অগ্নিশিখাবর্ণঃ ॥৩৯—৪০॥

স ইতি । স কুমারঃ । প্রণেদুঃ কোলাহলং চকুঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

জনে তিষ্ঠ শুদ্ধিকালং প্রতীক্ষ্যেতার্থঃ ॥৩৭॥ শ্রপিতং পকম্, ক্ষেত্রং রেতঃসেকঞ্চ বিনা আবদ্যোঃ সামর্থ্যান্নিগুনমুৎপৎস্বত ইত্যর্থঃ । বিপ্রৈহি দুরং বা গচ্ছ তিষ্ঠ বা । প্রযোগবিধিঙ্

রাণী বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আমি এখনও মুখ প্রক্ষালন করি নাই এবং স্নান না করায় এখনও অঙ্গে তৈলের সুন্দর সৌরভ রহিয়াছে । অতএব যাজ্ঞ ! একটু অপেক্ষা করুন ; পুত্র আমার প্রিয় হইলেও এখনই আমি হব্য গ্রহণ করিতে পারি না’ ॥৩৭॥

যাজ্ঞ বলিলেন—‘যাজ্ঞ পাক করিয়াছেন, উপযাজ্ঞ অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন । সুতরাং এই হবি কেন অভীষ্ট ফল জন্মাইবে না ? । অতএব রাণি ! আপনি আশ্বন বা থাকুন’ ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—যাজ্ঞ এইরূপ বলিয়া অভিমন্ত্রিত হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ অগ্নির দ্বারা উজ্জ্বলবর্ণ, ভয়ঙ্করাকৃতি এবং কিরাট, উত্তম বর্ষ, তরবারি, বাণ ও কাম্বুকধারী, দেবতার তুল্য একটা কুমার গর্জন করিতে করিতে সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইল ॥৩৯—৪০॥

এবং তখনই সেই কুমার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া গমন করিল । তাহাতে পাঞ্চালগণ আনন্দিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিল ॥৪১॥

হর্ষাবিষ্টাংস্ততশ্চৈতান্ নেয়ং সেহে বহুঙ্করা ।

ভয়াপহো রাজপুত্রঃ পাঞ্চালানাং যশঙ্করঃ ॥৪২॥

রাজ্ঞঃ শোকাপহো জাত এষ দ্রোণবধায় বৈ ।

ইতুবাচ মহন্তু তমদৃশ্যং খেচরং তদা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাং সমুখিতা ।

সুভগা দর্শনীয়াক্ষী স্মৃতিয়াতলোচনা ॥৪৪॥

শ্রামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা ।

তাত্র-তুঙ্গ-নথী স্ত্রীশ্চাঙ্গপীনপয়োধরা ॥৪৫॥

মানুষং বিগ্রহং কৃৎস্না সাক্ষাদমরবর্ণিনী ।

নীলোৎপলসমো গন্ধো যন্তাঃ ক্রোশাৎ প্রধাবিতঃ ॥৪৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

হর্ষেতি । এতান্ পাঞ্চালান্ । ন সেহে ধারয়িতুং ন শশাক । রাজ্ঞো দ্রুপদস্ত ।
কৃতং প্রাণী । তচ্চ স্বরগাঙ্কীর্ষাদহুমিতমিতি বোধ্যম্ ॥৪২—৪৩॥

কুমারীতি । কুমারী কাচিং কৃৎস্না । সুভগা স্ত্রীক । শোভনে অসিতে কৃষ্ণে আয়তে
দীর্ঘে চ লোচনে যন্তাঃ সা । শ্রামা শ্রামবর্ণা । তাম্রাণি তুঙ্গানি উন্নতানি চ নথানি যন্তাঃ
সা । বিগ্রহমাকৃতিম্ । অমরবর্ণিনী দেবী ॥৪৪—৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বিলম্বং সহতে ইত্যর্থঃ ॥৪৮—৪১॥ নেয়ং সেহে ন সোচবতী, অযোনিজন্ত ধৃষ্টহ্যয়ন্ত

তখন এই পৃথিবী হর্ষাবিষ্ট পাঞ্চালগণকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া
উঠিলেন । আর, সেই সময়ে গগনচর অদৃশ্য এক মহাপ্রাণী এই কথা বলিল
যে, দ্রোণবধের জন্ত উৎপন্ন এই রাজপুত্র পাঞ্চালগণের ভয় দূর করিবে এবং
যশ জন্মাইবে, আবার রাজারও শোক নষ্ট করিবে ॥৪২—৪৩॥

আর, যজ্ঞবেদির মধ্য হইতে একটা কণ্ঠা উখিত হইল ; তাহার নাম—
‘পাঞ্চালী’, দেহের কান্তি মনোহর, অঙ্গ সকল সুদৃশ্য, নয়নযুগল সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ
এবং সুদীর্ঘ, শরীরের বর্ণ শ্রাম, নয়নযুগল পদ্মপত্রের স্তায়, কেশকলাপ কুঞ্চিত
ও কৃষ্ণবর্ণ, নখসমূহ তাম্রবর্ণ ও উন্নত, ভ্রুযুগল মনোহর, আর স্তন দুইটা সুন্দর
ও স্থূল । স্তন্যরাং কোন দেবী যেন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়া-
ছিলেন ; আর তাহার অঙ্গের নীলোৎপলতুল্য গন্ধ এক ক্রোশের উপরেও
যাইতেছিল ॥৪৪—৪৬॥

[৪৬]...ক্রোশাৎ প্রধাবতি, ক্রোশাৎ প্রবাতি বৈ ।

যা বিভর্তি পরং রূপং যন্তা নাস্ত্যাপমা ভূবি ।
 দেবদানবযক্ষাণামীপ্সিতা দেবরূপিণী ॥৪৭॥
 তাঞ্চাপি জাতাং স্ত্রোত্রাণীং বাণ্ডবাচাশরীরিণী ।
 সর্বযোষিধরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্ ॥৪৮॥
 স্রবকার্যমিয়ং কালে করিষ্যতি স্রমধ্যমা ।
 অস্তা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদ্রুৎপৎস্রতে ভয়ম্ ॥৪৯॥
 তচ্শ্রদ্ধা সর্বপাঞ্চালাঃ প্রণেতুঃ সিংহসংঘবৎ ।
 ন চৈতান্ হর্ষসম্পূর্ণানিয়ং সেহে বহুধরা ॥৫০॥
 তৌ দৃষ্ট্ৱা পার্ধতী যাজং প্রপেদে বৈ স্তুতার্থিনী ।
 ন বৈ মদন্ত্যং জননীং জানীয়াতামিমাংসি ॥৫১॥
 তথৈতু্যবাচ তাং যাজো রাজঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 তয়োশ্চ নামনী চতুর্দ্বিজাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

যেতি । পরমংকষ্টম্ । ঈপ্সিতা হস্তা । অতএব দেবেভ্যাদৌ যষ্টা ॥৪৭॥
 তামিতি । স্ত্রোত্রাণীং শোভননিত্যম্ । নিনীষুর্নেতুমিচ্ছুঃ ॥৪৮॥
 স্রবতি । স্রবকার্যং দুৰ্যোধনাদিন্দ্রংসরূপং দেবকার্যম্ ॥৪৯॥
 তদ্বিতি । প্রণেতুংস্রবানন্দকোলাহলং চক্ৰুঃ । সেহে ধারয়িতুং শপাক ॥৫০॥
 তাংবিতি । পার্ধতী পুণ্ড্রপুত্ররূপদমহিনী । প্রপেদে প্রাপ্তা । ইতি বদন্তী সতী ॥৫১॥

আর, যে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং জগতে যাহার উপমা ছিল না । স্তুতরাং সেই দেবরূপিণী কণ্ঠাটী দেব, দানব ও যক্ষগণেরও অভীষ্ট ছিল ॥৪৭॥

সুন্দরনিতম্বা সেই কণ্ঠাটী জন্মিলে পরও দৈববাণী হইয়াছিল যে, ‘এই কণ্ঠাটির নাম—‘কৃষ্ণা’ এবং এ সকল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠা, আর এ ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংসের কারণ হইবে ॥৪৮॥

এই সুন্দরী যথাকালে দেবকার্য সম্পাদন করিবে; আর ইহার জন্মই কুরুবংশের গুরুতর ভয় আসিবে’ ॥৪৯॥

সেই দৈববাণী শুনিয়া পাঞ্চালগণ সিংহসমূহের স্তায় কোলাহল করিতে লাগিল । তখন এই পৃথিবী সেই আনন্দপূর্ণ পাঞ্চালগণকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না ॥৫০॥

এদিকে রূপদরাজার মহিষী সেই কুমার ও কুমারীকে দেখিয়া, তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা করিবার ইচ্ছায় যাজ্ঞের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, ‘ইহারা যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে জননী বলিয়া না জানে’ ॥৫১॥

ধৃষ্টদ্যাদতিধৃষ্টাক্ষ ধৃষ্টাদ্ভ্যন্নতরাদপি ।
 ধৃষ্টদ্যন্নঃ কুমারোহয়ং ক্রপদস্ত ভবত্বিত্তি ॥৫৩॥
 কৃষ্ণেত্যেবাক্রবন্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ ।
 তথা তন্নিধুনং জজ্ঞে ক্রপদস্ত মহামথে ॥৫৪॥
 ধৃষ্টদ্যন্নস্ত পাঞ্চাল্যামানীয় সং নিবেশনম্ ।
 উপাকরোদন্ত্রহেতোর্ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তথেন্ধি । তয়োক্তংপরয়োঃ জীপুরুষয়োঃ । সম্পূর্ণমানসাঃ সফলমনোরথাঃ ॥৫২॥

ধৃষ্টদ্যাদিতি । অতিপ্রুঠাৎ অত্যন্তাৎ, ধৃষ্টদ্যাৎ ধর্ম্মাৎ প্রগল্ভদ্বরূপগুণাৎ, দ্যন্নতরাৎ প্রচুর-
 ধনলভ্যকবচকুণ্ডলাদিদাহিত্যেনৈবোৎপত্তেরপি চ হেতোঃ, অয়ং ক্রপদস্ত কুমারঃ, নাম্না
 ধৃষ্টদ্যন্নো ভবতু, ইতি তে দ্বিষা উক্তবস্ত ইত্যর্থঃ । “হিরণ্যং ত্রিবিণং দ্যন্নমর্থ-রৈ-বিভবা
 অপি” ইত্যমরঃ ॥৫৩॥

কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণাং শ্রামবর্ণামিমাং কন্ধ্যাম্, কৃষ্ণা ইত্যেব পূর্ব্বং দেবা অক্রবন্, তথা
 বর্ণতস্ত সা কৃষ্ণা, ইত্যেব হেতোঃ, সা নাম্নাপি কৃষ্ণাভূৎ । তৎ কৃষ্ণাধৃষ্টদ্যন্নরূপম্ ॥৫৪॥

ধৃষ্টেতি । অন্ত্রহেতোঃ অন্ত্রশিক্ষাদানেনেত্যর্থঃ, উপাকরোৎ উপকৃতবান্ ॥৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দুঃসহদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৫২—৫৫॥ অমরবর্ণিনী দেবকুমারী ধৃষ্টবধাযোদ্ধতা দুর্গেত্যর্থঃ
 ॥৫৬—৫২॥ ধৃষ্টদ্যাৎ প্রগল্ভদ্যাৎ, “ধৃষ্ণুদ্যাৎ” ইতি পাঠে পালনে শক্তদ্যাৎ, অত্যন্তমমঘঃ
 শত্রুৎকর্শাসহিষ্ণুৎ তদ্বদ্যাৎ । দ্যন্নং বিত্তং তচ্চ রাজ্যং বলমেব কবচকুণ্ডলাদিকং বা সহোৎ-
 পন্নং তদাদিবস্ত শস্ত্রান্নর্শোর্ধোৎসাহাদেঃ তৎ দ্যন্নাদি, তন্ত্বেৎসম্ভবাৎ উৎকর্ষণোৎপত্তেষ্চ
 ॥৫৩—৫৪॥ উপাকরোদুপকৃতবান্, অন্ত্রহেতোঃ অন্ত্রদানেন হেতুনা, রাজ্যাদ্ভ্যস্ত হৃতদ্যাৎ

যাজ্ঞ ও রাজার সম্ভাব জন্মাইবার ইচ্ছায় মহিষীকে বলিলেন যে, ‘তাহাই
 হইবে’ । তৎপরে পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণগণ তাহাদের নাম করণ করিলেন—॥৫২॥

‘অত্যন্ত প্রগল্ভ হইয়াছে বলিয়া এবং বহুমূল্য কবচ ও কুণ্ডলপ্রভৃতির সহিতই
 উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই ক্রপদরাজার পুত্রটীর নাম হউক—‘ধৃষ্টদ্যন্ন’ ॥৫৩॥

আর, দৈববাণী এই শ্রামাঙ্গীকে কৃষ্ণা বলিয়াছে এবং বর্ণেও এ শ্রামাই
 হইয়াছে; সুতরাং ইহার নাম হইল—‘কৃষ্ণা’ । ক্রপদরাজার মহাযজ্ঞে সেই
 ভাবে সেই কুমার ও কুমারী জন্মিয়াছিল ॥৫৪॥

তাহার পর, প্রতাপশালী জ্যেষ্ঠ ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যান্নকে আপন ভবনে
 আনয়ন করিয়া, অন্ত্রশিক্ষা দিয়া তাহার উপকার করিলেন ॥৫৫॥

অমোক্ষণীয়ং দৈবং হি ভাবি মত্বা মহামতিঃ ।

তথা তৎ কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্যমুরক্ষণাৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
চৈত্ররথে দ্রোপদীসম্ভবো নাম ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্শ্রোত্বা তু কৌন্তেয়াঃ শল্যবিদ্ধা ইবাভবন্ ।

সৰ্বে চান্ধস্থমনসো বভূবুস্তে মহাবলাঃ ॥১॥

ততঃ কুন্তী স্তনান্ দৃষ্ট্বা সৰ্বাংস্তদগতচেতসঃ ।

যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং বচনং সত্যবাদিনী ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নগ্নাস্ববিনাশার্থমেব জাতস্ত তথাহেন জাতস্ত চ ধৃষ্টদ্যায়স্ত কথমগ্নশিক্ষাদানেনোপকারং
কৃতবানিত্যাহ অমোক্ষণীয়মিতি । অমোক্ষণীয়ম্ অনিবারণীয়ম্ । আত্মকীর্ত্যমুরক্ষণাৎ
তদভিপ্রেতোত্যর্থঃ । অগ্নথা ভয়েন নিবৃত্তিরিতি লোকাপবাদঃ স্মাদিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথে ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এতদিতি । শল্যবিদ্ধা ইবাভবন্, দ্রোণবধসম্ভাবনয়া উষেগাতিশয়াদিতি ভাবঃ ॥১॥

তত ইতি । তদগতচেতসো দ্রোণবধাদিবিষয়কমনোবৃত্তীন্ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবতৈবোপাকরোঃ ॥৫৫॥ কীর্ত্যমুরক্ষণাৎ অগ্নথা দ্রোণো ঘেবাৎ ভয়াক্ত ন বিজ্ঞাং দন্তবা-
নিত্যকীর্তিঃ স্তাৎ ॥৫৬॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬০॥

কারণ, অনিবার্য্য দৈব অবশ্যই হইবে ইহা ভাবিয়াই মহামতি দ্রোণ
আপনার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সেই ভাবে তাহা করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই উপাখ্যান শুনিয়া সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা
সকলেই শল্যবিদ্ধের ছায় হইলেন এবং অশুস্থচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥১॥

* ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ‘সপ্তষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ‘...একাদশতীতধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

কুন্ত্যবাচ ।

চিররাত্রোষিতাঃ স্নেহ ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে ।

রমমাণাঃ পুরে রম্যে লব্ধভৈক্ষ্য মহাস্বনঃ ॥৩॥

যানীহ রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ।

সর্বানি তানি দৃষ্টানি পুনঃ পুনররিন্দম ! ॥৪॥

পুনর্দ্রষ্টুং হি তানীহ গ্ৰীণয়ন্তি ন নন্তথা ।

ভৈক্ষ্যঞ্চ ন তথা বীর ! লভ্যতে কুরুনন্দন ! ॥৫॥

তে বয়ং সাধু পঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মন্যসে ।

অপূর্বদর্শনং বীর ! রমণীয়ং ভবিষ্যতি ॥৬॥

হুভিক্ষাশৈশব পাঞ্চালাঃ শ্রেয়ন্তে শত্রুকর্ষণ ! ।

যজ্ঞসেনশ্চ রাজাসৌ ব্রহ্মণ্য ইতি শুভ্রম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

চিরেতি । চিররাত্রোষিতাশ্চিরস্থিতাঃ, “চিরায় চিররাত্রায়” ইত্যাম্বয়ঃ ॥৩॥

যানীতি । ইহ নগরে ॥৪॥

পুনরিতি । পুনর্দ্রষ্টুং প্রবৃত্তানিতি শেষঃ । নঃ অস্বান্ । তথা পূর্ববৎ ॥৫॥

ত ইতি । অপূর্ণাণাং পূর্ণমদৃষ্টানাং বনানীনাং দর্শনম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিতি । “এতচ্ছূদ্বা তু কৌশ্বেয়া” ইতি স্পষ্টার্থোহধ্যায়ঃ ॥১—১১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬১॥

—:—

তাহার পর, সত্যবাদিনী কুন্তী সকল পুত্রকেই সেই বিষয় ভাবিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন— ॥২॥

কুন্তী বলিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! আমরা এই মনোহর নগরে আনন্দে বিচরণ করতঃ ভিক্ষা লাভ করিতে থাকিয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দীর্ঘকাল থাকিলাম ॥৩॥

এখানে মনোহর যত বন বা উপবন আছে, সে সমস্তই আমরা বার বার দেখিয়াছি ॥৪॥

এখন আবার তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে গুলি আমাদের কাছে সে রূপ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না ; বিশেষতঃ এখন ভিক্ষাও সে রূপ পাওয়া যাইতেছে না ॥৫॥

অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পঞ্চালদেশে যাই ; সেখানে নূতন বস্ত্র দেখা ভালই হইবে ॥৬॥

একত্র চিরবাসশ্চ ক্রমো ন চ মতো মম ।

তে তত্র সাধু গচ্ছামো যদি ত্বং পুত্র ! মন্থসে ॥৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবত্যা যশ্মতং কার্য্যং তদস্মাকং পরং হিতম্ ।

অনুজাংস্ত্ব ন জানামি গচ্ছেয়ুর্নেতি বা পুনঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কুন্তী ভীমসেনমর্জ্জুনং যমজৌ তথা ।

উবাচ গমনং তে চ তথোত্যাব্যাক্রবৎস্তদা ॥১০॥

তত আমন্ত্য তং বিপ্রং কুন্তী রাজন্ ! স্নতৈঃ সহ ।

প্রতস্থে নগরীং রম্যাং দ্রুপদস্ত মহাত্মনঃ ॥১১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বনি

চৈত্ররথৈ পাঞ্চালযাত্রা নামৈকষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্মৃতিকা ইতি । ব্রহ্মভো ব্রাহ্মণেভ্যো হিত ইতি ব্রহ্মণাঃ ॥৭॥

একদ্বৈতি । ন ক্ষম উচিতঃ, তত্র প্রণয়াকরণেন রূপমণ্ডকহাপাতাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

ভবত্যা ইতি । যং কাব্যং মতং কর্ত্তুমভিপ্রেতম্ । গচ্ছেৎপুংস্বমিচ্ছেয়ুঃ ॥৯॥

তত ইতি । যমজৌ নকুলসহদেবৌ ॥১০॥

তত ইতি । তং গৃহস্বামিনম্ । প্রতস্থে প্রস্থানায়োস্বেগং কৃতবতী ॥১১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাপ্যামাদিপৰ্বনি চৈত্ররথৈ একষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১০॥

যুধিষ্ঠির ! শুনিতে পাই যে, পাঞ্চালদেশে অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং সেই দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণদের বিশেষ হিতকারী ॥৭॥

আর, এক জায়গায়ও দীর্ঘকাল থাকা উচিত বলিয়া আমি মনে করি না । অতএব আমরা সেই খানেই যাই, যদি তোমার মত হয় ॥৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মা ! আপনি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমাদের অত্যন্ত হিতকর । কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যাইতে ইচ্ছা করিবে কি না জানি না’ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কুন্তী ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকটেও পাঞ্চালদেশে যাইবার কথা বলিলেন ; তখন তাঁহারাও বলিলেন—‘তাহাই হউক’ ॥১০॥

* ‘...বট্ঠ্যধিকঃ...’ ‘...অষ্টষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ‘...ত্র্যশীত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

দ্বিষষ্ঠাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

—*—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বসংস্র তেষু প্রচ্ছন্নং পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণাণাং তান্ দ্রষ্টুং ব্যাসঃ সত্যবতীকৃতঃ ॥১॥
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য প্রত্যাগম্য পরস্তুপাঃ ।
প্রণিপত্যাভিবাট্টেনং তস্তুঃ প্রাঞ্জলয়ন্তদা ॥২॥
সমস্তুজ্ঞাপ্য তান্ সর্বানাসীনান্ মুনিরব্রবীৎ ।
প্রসন্নঃ পূজিতঃ পার্থৈঃ শ্রীতিপূর্বমিদং বচঃ ॥৩॥
অয়ি ! ধর্মেণ বর্ভধ্বং শাস্ত্রেণ চ পরস্তুপাঃ ।
অয়ি ! বিপ্রেষু পূজা বঃ পূজার্হেষু ন হীয়তে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বসংস্রতি । বসংস্র তদব্রাহ্মণাবসথ এব ; অত্থা পূর্বোক্তব্যাসাগমনপ্রতীকাত্মকঃ স্রাৎ ॥১॥
তমিতি । পরস্তুপাঃ পাণ্ডবাঃ । প্রণিপত্য ভূমৌ পতিষ্যেতি নার্থপোনরুত্বম্ ॥২॥
সমিতি । সমস্তুজ্ঞাপ্য উপবেষ্টুমিতি শেষঃ ॥৩॥
অয়ীতি । অয়ীতি সন্নেহসম্বোধনে । বর্ভধ্বং তিষ্ঠ ॥৪॥

মহারাজ ! তৎপরে কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই গৃহ-
স্বামী ব্রাহ্মণের নিকট অন্নমতি লইয়া, মহাত্মা ক্রপদের মনোহর রাজধানীতে
যাইবার উপক্রম করিলেন ॥১১॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গুপ্তভাবে
থাকিতে থাকিতেই সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিলেন ॥১॥

তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ প্রত্যাগমনপূর্বক ছুতলে লুপ্তিত হইয়া,
নমস্কার করিয়া, তাঁহার সম্মুখে কৃতাজ্ঞা লইয়া অবস্থান করিলেন ॥২॥

তখন বেদব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশন করিবার আদেশ করিলে, তাঁহারা
উপবেশন করিলেন ; পরে বেদব্যাস পাণ্ডবগণের পূজায় প্রসন্ন হইয়া শ্রীতি-
পূর্বক এই কথা বলিলেন—॥৩॥

‘বৎসগণ ! তোমরা ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসারে চলিতেছ ত ? এবং পূজনীয়
ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যতিক্রম হয় নাই ত ?’ ॥৪॥

অথ ধর্মার্থবদ্যাক্যমুক্তা স ভগবানৃষিঃ ।
 বিচিত্রাশ্চ কথাস্তান্তাঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥৫॥
 আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ ।
 বিলগ্নমধ্যা স্ত্রোশ্রোগী স্ত্রজঃ সর্বগুণাস্বিতা ॥৬॥
 কশ্মভিঃ স্বকৃতৈঃ সা তু দুর্ভগা সমপদ্যত ।
 নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৭॥
 তপস্তপু মুখারেভে পত্যর্থমস্থখা ততঃ ।
 তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রাণ শঙ্করম্ ॥৮॥
 তস্তাঃ স ভগবাংস্তুষ্ট্যমুবাচ যশস্বিনীম্ ।
 বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোহস্মীতি শঙ্করঃ ॥৯॥
 অথেশ্বরমুবাচেদমাত্মনঃ সা বচো হিতম্ ।
 পতিং সর্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অথেনিতি । তাস্তা উপাখ্যানাস্তরাণি ॥৫॥
 আসীদিতি । বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদ্বৎস্রাঃ কটাদেশো যন্তাঃ সা কৃশকটীদেশেত্যর্থঃ ॥৬॥
 কশ্মভিরিতি । দুর্ভগা অচরিতার্থকামা । তত্র হেতুমাৎ নাধ্যগচ্ছদিত্যাদি ॥৭॥
 তপ ইতি । অস্থখা পত্নীভাৎ স্ত্রগীনা । উগ্রেণ ভয়ঙ্করেন ॥৮॥
 তস্তা ইতি । ভদ্রম্ আয়নো মঙ্গলভূতং বরম্, বরয় প্রার্থয় ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বসংস্রিতি । প্রত্যহ ইত্যুক্তং ততঃ প্রাগেবাজ্জগামেত্যর্থঃ ॥১—৩॥ অস্মীতি কোমলা-
 তাহার পর, তিনি ধর্ম ও অর্থসম্বন্ধে কথা বলিয়া এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য
 বহু উপাখ্যান বলিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন— ॥৫॥

‘এক তপোবনে এক মহর্ষির একটি কন্যা ছিল ; তাহার কটীদেশে পিপী-
 লিকার আয় কৃশ এবং নিতম্বযুগল ও ক্র্যুগল সুন্দর ছিল, আর তাহাতে সমস্ত
 গুণই ছিল ॥৬॥

সে আপন কশ্মের ফলে দুর্ভগা হইয়াছিল । কেন না, সে সুন্দরী হইয়াও
 উপযুক্ত পতি পাইয়াছিল না ॥৭॥

তাহার পর, সেই দুঃখিনী কন্যাটি উপযুক্ত পতি লাভ করিবার জন্য তপস্তা
 করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে ভয়ঙ্কর তপস্তা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট
 করিল ॥৮॥

মহাদেব সেই কন্যাটির উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাকে বলিলেন—‘আমি
 তোমাকে বর দিব । সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর’ ॥৯॥

তামথ প্রত্যাচেষদমীশানো বদতাং বরঃ ।
 পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ! ভবিষ্যন্তীতি ভারতাঃ ॥১১॥
 এবমুক্তা ততঃ কন্যা দেবং বরদমব্রবীৎ ।
 একমিচ্ছাম্যহং দেব ! ত্বংপ্রসাদাৎ পতিং প্রভো ! ॥১২॥
 পুনরেবাব্রবীদেব ইদং বচনমুক্তমম্ ।
 পঞ্চকৃৎস্নয়া হ্যুক্তঃ পতিং দেহীত্যহং পুনঃ ।
 দেহমগ্ধং গতায়ান্তে যথোক্তং তদ্বিষ্যতি ॥১৩॥
 ঋপদস্ত কূলে জ্ঞেস্তে সা কন্যা দেবরূপিণী ।
 নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্শ্বতানিদ্ভিতা ॥১৪॥
 পাঞ্চালনগরে তস্মান্নিবসঞ্চং মহাবলাঃ ! ।
 স্মৃথিনস্তামনুপ্রাপ্য ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অর্থোতি । সা কন্যা । পুনঃ পুনঃ পঞ্চকৃৎস্ন ইত্যর্থঃ ॥১০॥
 তামিতি । ভারতা ভরতবংশীয়াঃ ॥১১॥
 এবমিতি । বরদং দেবং মহাদেবম্ ॥১২॥
 পুনরिति । হি যস্মাৎ, ত্বয়া অহম্, পতিং দেহীতি পঞ্চকৃৎ উক্তঃ । ঘটপদমিদং পঞ্চম্ ॥১৩॥
 ঋপদস্তেতি । নির্দিষ্টা তেনশ্বরেণৈব । পৃথতস্মাপত্যং পৌত্রীতি পার্শ্বতী ॥১৪॥
 পাঞ্চালোতি । হে মহাবলাঃ ! । ত্বাং কৃষ্ণাম্ ॥১৫॥

তাহার পর, ‘সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি’ এই আপন হিতকর বাক্যটি পাঁচ বার মহাদেবের নিকট সেই কন্যাটি বলিল ॥১০॥

তখন মহাদেব তাহাকে বলিলেন—‘ভদ্রে ! তোমার ভরতবংশীয় পাঁচটি পতি হইবে’ ॥১১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, সেই কন্যাটি বরদাতা মহাদেবকে বলিল—‘দেব ! প্রভো ! আপনার অনুগ্রহে আমি একটি পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি’ ॥১২॥

তখন মহাদেব পুনরায় এই উত্তম কথা বলিলেন যে, ‘পতি দান করুন’ এই কথাটি তুমি আমাকে পাঁচ বার বলিয়াছ । সুতরাং জন্মান্তরে তোমার পাঁচটি পতিই হইবে’ ॥১৩॥

সেই দেবরূপিণী কন্যাটি ঋপদেব বংশে জন্মিয়াছে ; সুতরাং পৃথতপৌত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী সেই কৃষ্ণানারী কন্যাটিকে মহাদেবই তোমাদের পত্নী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৪॥

অতএব বীরগণ ! তোমরা পাঞ্চালনগরে যাইয়াই বাস কর ; পরে সেই কন্যাটিকে লাভ করিয়া স্মৃথী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥১৫॥

এবমুক্ত্বা মহাভাগঃ পাণ্ডবান্ স পিতামহঃ ।

পাৰ্থানামস্ত্র্য কুন্তীক প্রাতিষ্ঠত মহাতপাঃ ॥১৬॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্বণি চৈত্ৰব্রজে

দ্রোপদীজন্মান্তরকথনং নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্ৰিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে ভগবতি ব্যাসে পাণ্ডবা হৃষ্টমানসাঃ ।

আমস্ত্য ব্রাহ্মণং পূৰ্বমভিবাগ্ভাভিমাগ্ভ চ ॥১॥

তে প্রতস্থুঃ পুরস্কৃত্য মাতরং পুরুষৰ্ষভাঃ ।

সমৈরুদম্বুথৈর্মার্গৈর্ষথোদ্ভিক্ং পরস্তপাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পিতামহঃ পাণ্ডবানামেব । আমস্ত্য প্রস্থানায় সন্ধ্যায় ॥১৬॥

ইতি শ্ৰীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়াদিপৰ্বণি চৈত্ৰব্রজে দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

গত ইতি । ব্রাহ্মণং গৃহস্থামিনম্ । অভিমাগ্ভ অভিবাদনেনৈব সম্পূজ্য । সমৈঃ
সরলৈঃ । যথোদ্ভিক্ং পাকালদেশম্ ॥১—২॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্রণে ॥৪—৫॥ বিলম্বমধ্যাক্রমমধ্যাক্রম ॥৬—১৩॥ পার্শ্বতী পার্শ্বতদুহিতা ॥১৪—১৬॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬২॥

পাণ্ডবগণকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ মহাতপা বেদব্যাস তাঁহা-
দের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বেদব্যাস চলিয়া গেলে, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুদমনকারী
পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, গৃহস্থামী ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূর্বক সম্মানিত করিয়া
এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, মাতা কুন্তীকে সম্মুখে রাখিয়া, উত্তরমুখ
সরল পথে পাকালদেশে যাত্রা করিলেন ॥১—২॥

* ‘...সপ্তষষ্ঠ্যধিকঃ...’ ‘...উনসপ্তত্যধিকঃ...’ ‘...চতুরশীত্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

(২) শনৈরুদম্বুথৈঃ... ।

তে ভগচ্ছমহোরাত্রাতীর্থং সোমাপ্রয়ায়ণম্ ।
 আসেদুঃ পুরুষব্যাত্রা গঙ্গায়াং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৩॥
 উল্লুকস্ত সমুদ্রম্য তেষামগ্রে ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রকাশার্থং যযৌ তত্র রক্ষার্থঞ্চ মহারথঃ ॥৪॥
 তত্র গঙ্গাজলে রম্যে বিবিস্তে ক্রীড়য়ন্ স্ত্রিয়ঃ ।
 ঈষু'র্গন্ধর্বরাজো বৈ জলক্রীড়ামুপাগতঃ ॥৫॥
 শব্দং তেষাং স শুশ্রাব নদীং সমুপসর্পতাম্ ।
 তেন শব্দেন চাবিস্টচুক্রোধ বলবত্বলী ॥৬॥
 স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাস্তত্র মাত্রা সহ পরন্তপান্ ।
 বিস্ফারয়ন্ ধনুর্ঘোরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭॥
 সন্ধ্যা সংরজ্যতে ঘোরা পূর্বরাত্রাগমেষু যা ।
 অশীলিভিনরৈর্হীনং তন্মুহূর্তং প্রচক্ৰতে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সোমাপ্রয়ায়ণং নাম তীর্থম্ । আসেদুঃপাতাঃ ॥৩॥
 উল্লুকমিতি । উল্লুকং প্রজলিতায়িকং কাষ্ঠম্ । প্রকাশার্থম্ আলোকার্থম্ ॥৪॥
 তত্রৈতি । বিবিস্তে নির্জনে । ঈষুঃ পরম্পরানাদিকমসহিষুঃ ॥৫॥
 শব্দমিতি । সমুপসর্পতামাগচ্ছতাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, শব্দং কণ্ঠস্বরম্ ॥৬॥
 স ইতি । স গন্ধর্বরাজঃ । বিস্ফারয়ন্ আকর্ষণেন বিস্তারয়ন্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ সোমাপ্রয়ায়ণং নাম তীর্থং ॥৩॥ উল্লুকং
 সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এক অহোরাত্রের পর সোমাপ্রয়ায়ণনামক তীর্থে
 গমন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

মহারথ অর্জুন পথ দেখিবার জন্য এবং আশ্রয়ক্ষার জন্য এক খানা জলং
 কাষ্ঠ তুলিয়া ধরিয়া সকলের আগে আগে গঙ্গার দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

এদিকে কোপনস্বভাব গন্ধর্বরাজ সেই মনোহর অথ চ নির্জন গঙ্গাজলে
 স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্য আসিয়াছিলেন ॥৫॥

তিনি গঙ্গায় যাইবার সময়ে পাণ্ডবগণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং
 সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৬॥

তাহার পর, তিনি মাতার সহিত পাণ্ডবগণকে সে খানে দেখিয়াই ভয়ঙ্কর
 ধনু বিস্ফারিত করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥৭॥

(৩)...সোমাপ্রয়ায়ণম্ । (৮)...অশীলিভিনরৈর্হীনম্...

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষগন্ধর্বরক্ষসাম্ ।

শেষমশ্রুত্বানুষ্ঠাণাং কামচারেষু বৈ শ্রুতম্ ॥৯॥

লোভাৎ প্রচারং চরতস্তাস্থ বেলান্থ বৈ নরান্ ।

উপক্রান্তান্ নিগৃহীমো রাক্ষসৈঃ সহ বালিশান্ ॥১০॥

অতো রাক্ষৌ প্রাপ্ত্ব বতো জলং ব্রহ্মবিদো জনাঃ ।

গর্হয়ন্তি নরান্ সর্বান্ বলস্থান্ নৃপতীনপি ॥১১॥

আরাতিষ্ঠত মা মহং সমীপমুপসর্পত ।

কস্মান্মাং নাভিজানীত প্রাপ্তং ভাগীরথীজলম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সঙ্ঘোতি । পূর্বরাত্রাগমেষু রাত্রেঃ পূর্বভাগোপস্থিতিষু, যা ঘোরা সঙ্ঘা, সংরজ্যতে রক্ত-
বর্ণা ভবতি ; তমুর্হস্তম্, অগ্নিতিরসচরিত্রৈর্নরৈঃ, হোনং বজ্রিতম্, প্রচক্ষতে ক্রবন্তি মুনয়ঃ ।
সচ্চরিত্রৈর্মুস্তাদিতিল্প নবৈঃ সঙ্ঘ্যাবল্লনাশ্রবং সেবিতমেবেতি ভাবঃ । “সায়াত্রুর্নমুর্হস্তঃ স্ত্রাং
প্রাক্ষং তত্র ন কারয়েৎ । রাক্ষসী নাম সা বেলো গর্হিতা সর্বকর্মহ ॥” ইতি তিথিতত্ত্বত-
বচনমপ্যত্র প্রমাণম্ ॥৮॥

বিহিতমিতি । বিহিতং তমুর্হস্তং বিধাত্রেতি শেষঃ । কামচারেষু ইচ্ছাবিহারেষু ॥৯॥

লোভাদিতি । প্রচারং চরতো গমনং কুর্ষতঃ । উপক্রান্তান্ উপস্থিতান্ ॥১০॥

অত ইতি । বলস্থান্ সেনামধ্যস্থান্ । অশ্রেষু কা কথ্যেতি ভাবঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

জলং কাক্ষম্ ॥৪—৫॥ বলবৎ অতিশয়িতম্ ॥৬—৭॥ পূর্বরাত্রাগমেষু পশ্চিমায়াং দীর্ঘা
অর্দ্ধান্তমিতাকর্মগুণরূপা যা সঙ্ঘা সংরজ্যতে রক্তা ভবতি তস্তাং মুর্হস্তং প্রস্থানকালমগ্নীতিভি-
লবৈনিমেযাদৈর্গহীনং প্রচক্ষতে ॥৮॥ তদেব মুর্হস্তং যক্ষাদীনাং কর্মচারেষু বিহিতম্ ।
অগ্নয়মুষ্ঠাণাং কর্মচারেষু শ্রুতমিত্যশ্রয়ঃ । সঙ্ঘায়ামগ্নীতিলবোপরি রাক্ষৌ যক্ষাদীনামেব
‘প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইলে, যে সঙ্ঘা ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সেই
মুর্হস্তটাকে মুনরা অসচ্চরিত্র লোকের বজ্রিত বলিয়া কহিয়া থাকেন ॥৮॥

এবং সেই মুর্হস্তটা কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসদিগের জন্ত নিদ্দিষ্ট
রহিয়াছে ; অবশিষ্ট অগ্ন মুর্হস্তগুলিই মনুষ্যদিগের ইচ্ছাবিহারের সময় ॥৯॥

সেই সময়ে মনুষ্যেরা লোভবশতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া উপস্থিত হইলে,
আমরা রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া
থাকি ॥১০॥

অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্য, এমন কি সৈন্যবেষ্টিত রাজারাও যদি রাত্রিতে
নদীর জলে উপস্থিত হন, তবে ব্রহ্মজ লোকেরা তাহাদের নিন্দা করেন ॥১১॥

(৯)...কর্মচারেষু বৈ শ্রুতম্ । (১১)...বলস্থান্ নৃপতীনপি” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘু-
নন্দনমৃত্যুঃ পাঠঃ । (১২)...সমীপমুপতিষ্ঠত...

অঙ্গারপর্ণং গন্ধৰ্বং বিত্ত মাং স্ববলাশ্রয়ম্ ।

অহং হি মানী চেৰ্ষুশ্চ কুবেরস্ত প্রিয়ঃ সখা ॥১৩॥

অঙ্গারপর্ণমিত্যেবং খ্যাতক্ষেদং বনং মম ।

অনুগঙ্গং চরন্ কামাংশ্চিত্রং যত্র রমাম্যহম্ ॥১৪॥

ন কোণপাঃ শৃঙ্গিণো বা ন দেবা ন চ মানুষাঃ ।

ইদং সমুপসর্পস্তু তং কিং সমুপসর্পথ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আরাদিতি । আরাং দূরে । মহং মম । ন অভিজানীত ন অবগচ্ছত ॥১২॥

অঙ্গারেতি । অঙ্গারপর্ণং তদাখ্যম্ । বিত্ত জানীত । স্ববলাশ্রয়ম্ অস্তবলনিরপেক্ষম্ ॥১৩॥

অঙ্গারেতি । ইদং দৃশ্যমানম্ । অনুগঙ্গং গঙ্গাসমীপে । কামান্ চরন্ । যত্র বনে ॥১৪॥

নেতি । কোণপা রাক্ষসাঃ ; শৃঙ্গিণো গবাদয়ঃ । সমুপসর্পস্তু মদ্বিহারকালে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কারকালঃ, অস্ত্রদহমুহুরাণামিতার্থঃ ॥২—১০॥ জলং প্রাপ্তবতো নরান্ ॥১১—১৪॥ “ন নংহসাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ দেবাজ্ঞনস্রজঃ । কুবেরস্ত যথোক্ষীযং কিং মাং সমুপসর্পথ” ইতি প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিভির্বিখ্যাতত্বাৎ প্রামাণিকঃ, অস্ত্রায়মর্থঃ—হৃদস্তি বিকসন্তি তে হসাঃ নমস্তো হসা যেষাং তে নংহসাঃ তক্তানুগ্রাহকা দেবাঃ সর্বত্রাপ্রতিহতগত্যন্তে ভবন্তো ন ভূচরত্বাৎ, “কোণপাঃ” ইতি পাঠে তু রাক্ষসাঃ করালাকৃতয়ো যুষং ন রম্যাকৃতিত্বাৎ, “ন কুলসাঃ” ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ ; কুলং স্তুতি অস্তং নয়স্তি তে কুলসাঃ কুলকণ্টকা ইত্যর্থঃ । শৃঙ্গিণঃ কাপালিকা আভিচারিকা বীরসাধনাদিপরাঃ, তেহপি নিশীথে জলপ্রবেশার্থঃ, ন চ শৃঙ্গকপালাদিতচ্ছিন্নং যুযাং দৃশ্যতে, ন চ দেবাজ্ঞনস্রজঃ দেবানাং সখ্যকীন্তনাদীনি দিব্যদৃষ্টি-প্রদানি স্রজশ্চ আকাশাদিগতিপ্রদা যেষু স্তুতি তে গন্ধৰ্ব্বযক্ষাদয়ঃ উদ্বুদ্ধাধিরিত্বাৎ জলে শব্দ-করত্বাচ্চ যক্ষাদিসম্বিবদামপ্যজ্ঞাতত্বাৎ । যথা কুবেরস্তোক্ষীযমিবোক্ষীযং শিরোমণ্ডনভূতং সন্তং মাং কিং সমুপসর্পথ হেলয়া উপযাথ ? যথা কুবেরস্ত কুংসিতশরীরস্ত হীনশক্তেঃ যথা

সুতরাং তোমরা দূরে থাক, আমার নিকটে আসিও না । আমি যে গঙ্গার জলে বিহার করিতেছি, তাহা তোমরা বুঝিতেছ না কেন ? ॥১২॥

আমি গন্ধৰ্ব্ব, আমার নাম অঙ্গারপর্ণ এবং আমি আপন শক্তি অনুসারেই চলিয়া থাকি ইহা জানিও, আর আমি অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা ॥১৩॥

“অঙ্গারপর্ণ”—নামে বিখ্যাত এই বন আমার ; আমি গঙ্গার নিকটে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া যে বনে নানাপ্রকার বিহার করিয়া থাকি ॥১৪॥

(১৪)....অনু গঙ্গাং রাকীক চিত্রং যত্র রমাম্যহম্ । (১৫) ননংহসাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ দেবাজ্ঞনস্রজঃ । কুবেরস্ত যথোক্ষীযং কিং মাং সমুপসর্পথ ॥ ঈদৃশঃ পাঠঃ কচিং ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নদ্যামস্তাঞ্চ দুৰ্ম্মতে ! ।

রাত্রাবহনি সন্ধ্যায়াং কস্ত গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥১৬॥

ভুক্তো বাপ্যথবাহভুক্তো রাত্রাবহনি খেচর ! ।

ন কালনিয়মো হস্তি গঙ্গাং প্রাপ্য সরিষরাম্ ॥১৭॥

বয়ঞ্চ শক্তিসম্পন্ন্য অকালে স্বামধ্বক্ষ্মম ।

অশক্তা হি রণে ক্রূর ! যুগ্মানর্চস্তি মানবাঃ ॥১৮॥

পুরা হিমবতশ্চৈষা হৈমশৃঙ্গান্বিনিঃসৃত্য ।

গঙ্গা গঙ্গা সমুদ্রান্তঃ সপ্তধা সমগচ্ছত ॥১৯॥

গঙ্গাঞ্চ যমুনাকৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীম্ ।

রথস্বাং সরযুকৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা ।

অপমূৰ্য্যিতপাপাস্তে নদীঃ সপ্ত পিবন্তি যে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্র ইতি । কস্ত পরিগ্রহো জলগ্রহণম্, গুপ্তো বারিতঃ, কস্তাপি নেতৃত্বঃ ॥১৬॥

ভুক্ত ইতি । ভুক্তাদীনাং কস্তাপি জলগ্রহণে কালনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

বয়মিতি । অকালে স্বাধিহারসময় ইত্যর্থঃ, অধ্বক্ষ্মম প্রগলভয়া বাচ্য অনিন্দ্যম । “এষা গঙ্গা প্রাগলভ্যা” ইতি স্বাধিগ্রহণাতোহ্যন্তত্যা উত্তমপুরুষবদ্বচনে রূপম্ ॥১৮॥

পুরেতি । সপ্তধা গঙ্গাদিভিঃ সপ্তভিঃ প্রকারৈঃ, সমুদ্রান্তঃ সমগচ্ছত ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্ষীযং যঃ কশ্চিৎ হেলয়া উপসর্পতি তদ্বৎ মাং কথং জানীথেত্যর্থঃ ॥১৫॥ যং তু রাজৌ জগৎ ন স্পষ্টব্যামিত্যুক্তং তত্রাহ, সমুদ্রে ইতি ॥১৬—১৭॥ অহং হি মানীত্ব্যুক্তং তত্রাহ, বয়-

দেবতা, রাক্ষস, মানুষ, বা পশু কোন প্রাণীই আমার জলবিহারের সময়ে এখানে আসে না ; সুতরাং তোমরা আসিয়াছ কেন ? ॥১৫॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘দুৰ্ম্মতি ! সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে এবং এই গঙ্গা-নদীতে দিনে, রাত্রিতে, বা সন্ধ্যাকালে জলগ্রহণ করিতে কাহার বাধা আছে ? ॥১৬॥

ভুক্তই হউক, আর অভুক্তই হউক, দিন হউক, বা রাত্রি হউক, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গার জল গ্রহণ করিতে কাহারও কোন কালনিয়ম নাই ॥১৭॥

আমরা শক্তিশালী বলিয়াই তোমাকে তিরস্কার করিলাম ; আর যুদ্ধে অসমর্থ মানুষেরাই তোমাদের পূজা করিয়া থাকে ॥১৮॥

এই গঙ্গা পূর্বকালে হিমালয়ের হৈমশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া বাইয়া সপ্ত-প্রকারে সমুদ্রের জলে মিশিয়াছে ॥১৯॥

ইয়ং ভূত্বা চৈকবপ্রা শুচিরাকাশগা পুনঃ ।

দেবেষু গঙ্গা গন্ধর্ব্ব ! প্রাপ্নোত্যলকনন্দতাম্ ॥২১॥

তথা পিতৃনু বৈতরণী দুস্তরা পাপকন্দভিঃ ।

গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহত্রবীৎ ॥২২॥

অসংবাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনী শুভা ।

কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২৩॥

অনিবার্যমসংবাধং তব বাচা কথং বয়ম্ ।

ন স্পৃশেম যথাকামং পুণ্যং ভাগীরথীজলম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অথ কে তে সপ্ত প্রকারা ইত্যাহ গঙ্গামিতি । রথস্থায়ং রথবদ্রুমতগিরিশৃঙ্গনির্গতামিতি সরযু বিশেষণম্, অতো নাষ্টপ্রকারাপত্তিঃ । ন পশুর্ঘৃষিতং পরদিনেহপি স্থিতং পাপং যেষাং তে সপ্ত এব নষ্টপাপা ইত্যর্থঃ । যটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ইয়মিতি । ইয়ং শুচিঃ পবিত্রা গঙ্গা, একমাকাশমাত্রং বপ্রং তটং যন্তাঃ সা তাদৃশী আকাশগা সতী, দেবেষু দেবলোকেষু, অলকনন্দতাম্ অলকনন্দেতি নাম প্রাপ্নোতি । সংজ্ঞায়ামপি ব্রহ্মস্বমাধম্ । “পিতৃকেদারয়োর্বপ্রো বপ্রঃ প্রাকাররোধসোঃ” ইতি বিশ্বঃ ॥২১॥

তথেন্তি । গঙ্গা পিতৃনু পিতৃলোকান্ প্রাপ্য পাপকন্দভির্জনৈছুস্তরা বৈতরণী ভবতী-
তাস্থয়ঃ ॥২২॥

অসমিতি । অসংবাধা কেনাপ্যবাধনীয় ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি । অধুজুম ঘৃষিতবন্তঃ ॥১৮॥ সপ্তধা—বশ্বৌকসারা নলিনী পাবনী সীতা চক্ৰঃ শিক্খ-
রলকনন্দেতি সপ্তধা । গঙ্গা সমুদ্রান্তঃ সমপত্ততেতি যোজনা । অপশুর্ঘৃষিতপাপা নিঃশেষিত-
পাপাঃ ॥১৯—২০॥ একমাকাশরূপং বপ্রং তটং যন্তাঃ সা, “তটং বপ্রম্” ইতি মেদিনী
॥২১—২২॥ অসংবাধা নিঃসঙ্কটা, ইতরনদীবৎ প্রায়ুষি রজস্বলাভেন ক্ষণমপ্যস্পৃশ্যত্বং ন

গঙ্গা, যমুনা, গন্ধজাতা, সরস্বতী, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সাতটী
নদীর জল যাহারা পান করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের পাপ নষ্ট হয় ॥২০॥

এই পবিত্রগঙ্গা আকাশপথে যাইয়া দেবলোকে ‘অলকনন্দা’—নাম ধারণ
করিয়াছে ॥২১॥

আবার, এই গঙ্গাই পিতৃলোকে যাইয়া পাপিষ্ঠ লোকের দুস্তরগীয়া বৈতরণী
নদী হইয়াছে ; এই সকল কথা স্বয়ং বেদব্যাস বলিয়াছেন ॥২২॥

অতএব স্বর্গ ও সর্বপ্রকার মঙ্গলজনিকা এই গঙ্গার জল ব্যবহার করিতে
কেহই বাধা দিতে পারে না ; তুমি বাধা দিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ইহা ত
সনাতন ধর্ম্ম নহে । ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অঙ্গারপৰ্ণস্তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধ আয়ম্য কাম্মুৰ্কম্ ।
মুমোচ বাণামিশিতানহীনানীবিষানিব ॥২৫॥
উল্লুকং ভ্রাময়ন্তূর্ণং পাণ্ডবশ্চক্ষ্ম চোত্তমম্ ।
ব্যপোবাহ শরাংস্তস্মৈ সর্বানৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬॥

অৰ্জুন উবাচ ।

বিভীষিকা বৈ গন্ধৰ্ব ! নাস্ত্রজেষু প্রযুক্ত্যতে ।
অস্ত্রজেষু প্রযুক্তেষু ফেনবৎ প্রবিলীয়তে ॥২৭॥
মানুষ্যানতিগন্ধৰ্বান্ সর্বান্ গন্ধৰ্ব ! লক্ষয়ে ।
তস্মাদস্ত্রেণ দিব্যেন যোৎস্নেহং ন তু মায়য়া ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অনিবার্যমিতি । কেনাপানিবার্যম্, অসংবাধং শাস্ত্রনিষেধরহিতঞ্চ ॥২৪॥
অঙ্গারেতি । আশী বিষান্ তীক্ষ্ণবিষান্, অহীন সর্পানিব ॥২৫॥
উল্লুকমিতি । উল্লুকং হস্তধৃতং জলংকাষ্ঠম্ । ব্যপোবাহ নিবারয়ামাস ॥২৬॥
বিভীষিকেতি । বিভীষিকা ভয়প্রদর্শনম্ । ইয়ং বিভীষিক। ॥২৭॥
মানুষ্যানিতি । সর্বানৈব গন্ধৰ্বান্, মানুষান্, অতি বলেনাতিক্রান্তান্ । দিব্যেন
ঋগীয়েণ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তোতি ইত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ অহীন সর্পান্, আশীবিষান্ বিষদংষ্ট্রান্ ॥২৫॥ চক্ষুচ্ছত্রাকার-

যাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না, বা শাস্ত্রীয় কোন নিষেধ নাই ; কেবল
তোমার কথায় আমরা সেই পবিত্র গজাজল ইচ্ছামুসারে কেন স্পর্শ
করিব না ? ॥২৪॥ "

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অঙ্গারপর্ণ অৰ্জুনের উক্তি শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া,
ধনু আয়ত্ত করিয়া, তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ছায় অনেক নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিল ॥২৫॥
তখন অৰ্জুন হস্তস্থিত জলংকাষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট চর্ম (তাল) ঘুরাইতে থাকিয়া
সমুদ্রই অঙ্গারপর্ণের সমস্ত বাণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥২৬॥

পরে, অৰ্জুন বলিলেন—“গন্ধৰ্ব ! অস্ত্রজদিগের প্রতি তোমাদের এই
ভয়প্রদর্শন সফল হয় না ; কেন না, অস্ত্রজদিগের প্রতি এইরূপ ভয়প্রদর্শন
করিলে, তাহা ক্ষেত্রের ছায় লয় পাইয়া যায় ॥২৭॥

গন্ধৰ্ব ! সকল গন্ধৰ্বকেই মানুষ অপেক্ষা প্রবল দেখিতে পাই । অতএব
আমি তোমার সহিত ঋগীয়ে অস্ত্র দ্বারাই যুদ্ধ করিব, কিন্তু মায়্যা দ্বারা নহে ॥২৮॥

পুরাঙ্গমিদমাগ্নেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহস্পতিঃ ।
 ভরদ্বাজায় গন্ধর্ব ! গুরুর্বাণ্ডঃ শতক্রতোঃ ॥২৯॥
 ভরদ্বাজাদয়িবেশ্যো অগ্নিবেশ্যাদ্গুরুর্মম ।
 সাধ্বিদং মহমদদদ্রোণো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধো গন্ধর্বায মুমোচ হ ।
 প্রদীপ্তমস্ত্রমাগ্নেয়ং দদাহাস্ত্য রথস্ত তৎ ॥৩১॥
 বিরথং বিপ্লুতং তস্ত স গন্ধর্বং মহাবলম্ ।
 অস্ত্রতেজঃপ্রমুচঞ্চ প্রপতন্তমবাস্থুখম্ ॥৩২॥
 শিরোরুহেয়ু জগ্রাহ মাল্যবৎস ধনঞ্জয়ঃ ।
 ভ্রাতৃনু প্রতি চকর্ষাথ সৌহস্ত্রপাতাদচেতসম্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । শতক্রতোরিজ্ঞস্ত গুরুঃ, অতএব তস্তাপি মায়াঃ । ততস্তাস্ত্রাবার্থত্বম্ ॥২৯॥
 ভরেতি । প্রথমাঙ্কে প্রাপ্তবানিতি শেষঃ । সাধু সম্যক্ ॥৩০॥
 ইতীতি । পাণ্ডবোহর্জুনঃ । তদাগ্নেয়মস্ত্রং কর্তৃ । অস্ত্র অস্ত্রারপণস্ত ॥৩১॥
 বিরথমিতি । বিপ্লুতং বিহ্বলম্ । স ধনঞ্জয়ঃ । অস্ত্রতেজসা প্রমুচং মুচ্ছিতম্ । মাল্য-
 বৎস পুষ্পমালাশোভিতেন, শিরোরুহেয়ু কেশেযু । অচেতসং সংজ্ঞাহীনম্ ॥৩২—৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মাযুধপাতদ্রাঘম্ । ব্যাপোহত অপসারিতবান্ ॥২৬॥ মাহুধানতি মাহুসাধিকান্ লক্ষ্যে

গন্ধর্ব । দেবরাজের গুরু ও মাননীয় স্বয়ং বৃহস্পতি পূর্বকালে এই
 আগ্নেয় অস্ত্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে দিয়াছিলেন ॥২৯॥

ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য এবং অগ্নিবেশ্য হইতে আমার গুরু দ্রোণ ইহা
 পাইয়াছিলেন ; সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আবার আমাকে ইহা দান করিয়া-
 ছেন ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জুন এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই প্রছলিত
 আগ্নেয় অস্ত্র গন্ধর্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; সেই অস্ত্র গন্ধর্বের রথ খানা
 দগ্ধ করিল ॥৩১॥

তখন মহাবলশালী সেই গন্ধর্ব রথহীন, বিহ্বল এবং অস্ত্রের তেজে অচৈ-
 তন্ত হইয়া অধোমুখে পড়িতে লাগিল ; সেই সময়ে অর্জুন বাইয়া তাহার
 পুষ্পমালাশোভিত কেশকলাপ ধারণ করিলেন এবং অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্ত সেই
 গন্ধর্বকে ভ্রাতৃগণের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিলেন ॥৩২—৩৩॥

যুধিষ্ঠিরং তস্মৈ ভাৰ্য্যা প্রপেদে শরণাৰ্ধিনী ।

নান্মা কুন্তীনসী নাম পতিব্রাণমভীপ্সতী ॥৩৪॥

গন্ধৰ্ব্যুবাচ ।

ব্রাহ্মণ মাং মহাভাগ ! পতিক্লেমং বিমুঞ্চ মে ।

গন্ধৰ্বীং শরণং প্রাপ্তাং নান্মা কুন্তীনসীং প্রভো ! ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যুদ্ধে জিতং যশোহীনং স্ত্রীনাথমপরাক্রমম্ ।

কো নিহত্যাঙ্গিপিং তাত ! যুদ্ধে মং রিপুসুদন ! ॥৩৬॥

অৰ্জুন উবাচ ।

জীবিতং প্রতিপদ্যস্ব গচ্ছ গন্ধৰ্ব ! মা শুচঃ ।

প্রদিশত্যভয়ং তেহস্ত কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

জিতোহহং পূৰ্ব্বকং নাম যুগ্মায়াঙ্গারপৰ্ণতাম্ ।

ন চ শ্লাঘে বলেনাস্ত ! ন নান্মা জনসংসদি ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি । প্রপেদে প্রাপ্তা । নাম প্রসিদ্ধা । অভীপ্সতী ইচ্ছন্তী । নলোপ আধঃ ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণেতি । পত্ন্যর্মোচনেনৈব যম জ্ঞাপয়িত্ব ভাবঃ ॥৩৫॥

যুদ্ধ ইতি । স্ত্রী ভাৰ্য্যাব নাথো রক্ষিকা যস্ত তম্ ॥৩৬॥

জাবিতমিতি । প্রতিপদ্যস্ব লভ্যস্ব । মা শুচঃ পরাভববশাৎ শোকং ন কুরু ॥৩৭॥

তখন কুন্তীনসীনাম্নী সেই গন্ধৰ্বের ভাৰ্য্যা পতির প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ যাইয়া যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল ॥৩৪॥

গন্ধৰ্বী বলিল—‘হে প্রভো ! হে মহাশ্বন ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার এই পতিকে ছাড়িয়া দিন ; আমিও গন্ধৰ্বী, আমার নাম কুন্তীনসী, আমি আপনার শরণাগতা ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘যুদ্ধে জয় করায় যাহার যশ নাই, পরাক্রম নাই এবং স্ত্রীনাথই রক্ষক, সে শত্রুকে কোন্ ব্যক্তি বধ করে ? অতএব অৰ্জুন ! ইহাকে তুমি ছাড়িয়া দাও’ ॥৩৬॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘গন্ধৰ্ব ! জীবন লাভ কর এবং চলিয়া যাও, শোক করিও না । কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে অভয় দিয়াছেন’ ॥৩৭॥

(৩৫) ইতঃ পরম্ ‘দৃষ্টোবাচ মহাবাহঃ কাস্তনং বৈ যুধিষ্ঠিরঃ’ ইত্যৰ্দ্ধমধিকং কচিং ।

(৩৮) ...ন চ শ্লাঘে বলেনাস্ত... ।

সাধিবং লক্ষবান্ভাং যোহহং দিব্যাস্ত্রধারিণম্ ।
 গান্ধৰ্ব্য মায়েচ্ছামি সংযোজয়িতুমৰ্জুনম্ ॥৩৯॥
 অস্ত্রাঘ্নিনা বিচিত্রোহয়ং দন্ধো মে রথ উত্তমঃ ।
 সোহহং চিত্ররথো ভূত্বা নান্না দন্ধরথোহভবম্ ॥৪০॥
 সম্ভূতা চৈব বিদ্যেয়ং তপসেহ ময়া পুরা ।
 নিবেদয়িষ্যে তামগ্ন প্রাণদায় মহাত্মনে ॥৪১॥
 সংস্তুভয়িত্বা তরসা জিতং শরণমাগতম্ ।
 যো রিপুং যোজয়েৎ প্রাট্ণৈঃ কল্যাণং কিং ন সোহহতি ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

জিত ইতি । অন্ধারো জলং কাষ্ঠং তথ্যং পৰ্ণং বাহনং রথো যন্ত সঃ অন্ধারপৰ্ণন্তত্ত্বাং
 তদ্রূপমিতার্থঃ, পূৰ্ণকং পূৰ্ণবৰ্জিতং । ন্নাবে আত্মগৌরবং কৰোমি । অন্ধেতি সৰ্বোধনে ॥৩৯॥
 সাধ্বিতি । লাভং লাভবদেব স্বথম্ । যুধিষ্ঠিরঃ প্রদিশতীত্যেনেনাহুমানাদৰ্জুন-
 মিত্যুক্তম্ ॥৩৯॥

অন্থেতি । দন্ধরথো ভূত্বা, নান্না চিত্ররথঃ অভবমিত্যর্থঃ ॥৪০॥

সম্ভূতেতি । সম্ভূতা প্রাপ্তা । নিবেদয়িষ্যে জ্ঞাপয়িষ্যামি ॥৪১॥

সমিতি । তরসা বলেন, সংস্তুভয়িত্বা সংজ্ঞালোপেন স্তব্ধীকৃত্য ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অতো দিব্যানাশ্রয়েণ যোহহং ॥২৭—৩১॥ বিপ্লুতং রথাক্ষ্যাতম্, অতএব প্রমুচম্ ॥৩২—৩৫॥
 জী নাথো রক্ষিতা যন্ত তম্ ॥৩৬—৩৭॥ অন্ধারবৎ ভাষ্যরং চুস্পর্শক পৰ্ণং বাহনং রথো যন্ত
 সোহহং পৰ্ণন্তত্ত্বা ভাবন্তত্ত্বাম্ ॥৩৮॥ লাভং লাভবৎস্বথং স্বথায়ম্ ॥৩৯—৪০॥ সম্ভূতা

গান্ধৰ্ব বলিল—‘আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়া পূৰ্বেই ‘অন্ধারপৰ্ণ’ নাম
 পরিত্যাগ করিলাম ; আর লোকসভায় শক্তি বা নাম দ্বারা আত্মপ্রাধা করিব
 না ॥৩৯॥

আমি এটা ভাল লাভ করিলাম যে, আমি দিব্যাস্ত্রধারী অৰ্জুনকে গান্ধৰ্বী
 মায়ায় সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিতে পারিতেছি ॥৩৯॥

অস্ত্রাঘ্নি আমার এই বিচিত্র উত্তম রথখানিকে দন্ধ করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং
 আমি দন্ধরথ হইয়া নামতঃ ‘চিত্ররথ’ হইলাম ॥৪০॥

আমি পূৰ্বে তপস্তা দ্বারা এই বিজ্ঞাটী লাভ করিয়াছিলাম ; আজ তাহা
 প্রাণদাতা মহাত্মাকে দান করিব ॥৪১॥

যিনি আপন শক্তিতে জয় করিয়া শত্রুকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, পরে আবার

চাক্ষুৰী নাম বিত্তেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ ।
 দদৌ স বিশ্বাবসবে মম বিশ্বাবসুদদৌ ॥৪৩॥
 সেয়ং কাপুরুষপ্রাপ্তা গুরুদত্তা প্রণশ্ৰুতি ।
 আগমোহস্তা ময়া প্রোক্তো বীৰ্য্যং প্রতিনিবোধ মে ॥৪৪॥
 যচ্চক্ষুৰা দ্রষ্টুমিচ্ছেজ্জিহ্ব লোকেষু কিঞ্চন ।
 তৎ পশ্চেদযাদৃশক্ষেচ্ছেত্তাদৃশং দ্রষ্টুমৰ্হতি ॥৪৫॥
 একপাদেন যথাসান্ স্থিতো বিত্যাং লভেদমাম্ ।
 অনুনেষ্যাম্যহং বিত্যাং স্বয়ং ভূভ্যং ত্রতেহকৃতে ॥৪৬॥
 বিত্যা হনয়া রাজন্ ! বয়ং নৃভ্যো বিশেষিতাঃ ।
 অবিশিষ্টাশ্চ দেবানামনুভাবপ্রদর্শিনঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

চাক্ষুৰীতি । সোমায় চব্রায় । বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধৰ্ব্বঃ ॥৪৩॥
 সেতি । প্রণশ্ৰুতি নিফলা ভবতি । আগমঃ পরম্পরয়া প্রাপ্তিঃ । বীৰ্য্যং শক্তিঃ ॥৪৪॥
 যদিতি । যাদৃশং যদযক্ষবিশিষ্টম্ । তাদৃশং তত্ত্বযক্ষবিশিষ্টম্ ॥৪৫॥
 একেতি । ত্রতে একপাদেন যথাসংস্থিতিরূপে নিয়মে, অয়া অকৃতংহপি, স্বয়মেবাহম্,
 তুভ্যম্, অনুনেষ্যামি প্রাপয়িষ্যামি দাস্তামীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অজ্জিতা তপসা ॥৪১॥ প্রাণৈর্ঘোজয়েৎ ন হস্তাৎ ॥৪২—৪৪॥ যদিতি । তৎ ধর্ম্মিষক্লপং
 পশ্চেৎ, যাদৃশং যক্ষবিশিষ্টং সামান্ত্রতো বিশেষতশ্চ সর্বং সর্বাংস্বং বস্ত সর্বদা অসক্লান্ত-
 সারেণ পশ্চেদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥ অনুনেষ্যামি পশ্চাৎ প্রাপয়িষ্যামি ॥৪৬॥ বিশেষিতাঃ বিশিষ্টাঃ,
 সেই শত্ৰু শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন, তিনি কোন্ মঙ্গল-
 কর বস্তু না পাইতে পারেন ? ॥৪২॥

এই বিত্তার নাম — ‘চাক্ষুৰী’, যাহা মনু চন্দ্রকে দিয়াছিলেন, চন্দ্র বিশ্বাবসুকে
 দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু আবার আমাকে দিয়াছেন ॥৪৩॥

গুরুপ্রদত্ত এই বিত্তা কাপুরুষের নিকট গেলে বিনষ্ট হইয়া যায় । ইহার
 প্রাপ্তির বিষয় আমি বলিলাম ; এখন শক্তির বিষয় অবগণ করুন ॥৪৪॥

লোক জিভুবনের মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করিবে, এই বিত্তার
 প্রভাবে তাহাই দেখিতে পাইবে এবং যে রকম দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই
 রকমই দেখিতে পারিবে ॥৪৫॥

ছয় মাস যাবৎ এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই বিত্তা লাভ করিতে পারে ;
 কিন্তু আপনি এ ত্রত না করিয়া থাকিলেও আমি নিজেই আপনাকে এই বিত্তা
 দিব ॥৪৬॥

গন্ধর্বজ্ঞানামশ্বানামহং পুরুষসত্তম ! ।

ভ্রাতৃভ্যস্তব ভূভাঞ্চ পৃথগ্ দাতা শতং শতম্ ॥৪৮॥

দেব ! গন্ধর্ববাহাস্তে দিব্যবর্ণা মনোজবাঃ ।

ক্ষীণাক্ষীণা ভবন্ত্যেতে ন হীয়ন্তে চ রংহসঃ ॥৪৯॥

পুরা কৃতং মহেন্দ্রস্ত বজ্রং বৃত্রনিবর্হণম্ ।

দশধা শতধা চৈব তচ্ছীর্ণং বৃত্রমুর্দ্ধনি ॥৫০॥

ততো ভাগীকৃতো দৈবৈর্বজ্রভাগ উপাস্রুতে ।

লোকে যশোধনং কিঞ্চিৎ সা বৈ বজ্রতনুঃ স্মৃতা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

বিদ্যয়েতি । নৃত্যো মহাশ্রেষ্ঠাঃ, বিশেষিতা অধিকীকৃতাঃ । অবশিষ্টাঃ সমানাঃ, অমু-
ভাবপ্রদর্শিনঃ প্রভাবপ্রদর্শনকমাঃ । “অমুভাবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

গন্ধর্বেতি । গন্ধর্বজ্ঞানং তদেবজ্ঞাতানাম্ । দাতা দাস্ত্রায়ি । ত্বংপ্রত্যয়ঃ ॥৪৮॥

দেবেতি । হে দেব ! রাজন্ ! রাজপুত্রেতি ঘাবৎ, গন্ধর্বাণাং বাহা অশ্বাঃ । ক্ষীণা-
ক্ষীণাঃ প্রয়োজনানুসারেণ কৃশা অকৃশাশ্চ । রংহসো বেগাৎ, ক্ষীণেহপি ন হীয়ন্তে ॥৪৯॥

তদশোৎকর্ষং বস্তুমুপক্রমতে পুরেতি । বৃত্রনিবর্হণং বৃত্রাসুরনাশকম্ । দশধা শতধা
দশগুণিতশতধা সহস্রধেত্যর্থঃ, শীর্ণং ভগ্নম্ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

অবশিষ্টাস্তল্যাঃ, অমুভাবস্ত আকাশগমনাদৃশ্যাদেঃ প্রদর্শিনো দর্শনশীলাঃ ॥৪৭—৪৮॥ ক্ষীণাশ্চ
অক্ষীণাশ্চ ক্ষীণাক্ষীণাঃ বৃদ্ধা অক্ষীণান্তকৃশা বা এতে ন ভবন্তি, রংহসো বেগাচ্চ ন হীয়ন্তে
ইতি নকারানুসরণেণ যোজ্যম্ । “ক্ষীণাঃ ক্ষীণা” ইতি পাঠে সমর্থ্যঃ অসমর্থ্য ইত্যর্থঃ,
ঐশ্বর্যার্থস্ত ক্ষমতেঃ কঠরি নিষ্ঠায়ৈর্দৈর্ঘ্যং গৃহক । এতে রংহসো বেগাতিশয়াৎ ন হীয়ন্তে
অপি তু অধিকমধিকং সমর্থ্য ভবন্তীত্যর্থঃ । রংহসো বেগাৎ ॥৪৯॥ অশ্বোৎপত্তিমাং চতুর্ভিঃ
পুরেতি ॥৫০॥ ভাগীকৃতঃ শীর্ণবাদনেকথাভূতো বজ্রভাগঃ তেষু তেষু স্থানেষু দৈবৈরুপাস্রুতে ।

রাজপুত্র ! আমরা এই বিভার গুণেই মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং
দেবগণের সমানই প্রভাব দেখাইতে পারি ॥৪৭॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার ভ্রাতৃগণকে এবং আপনাকে পৃথক্ পৃথক্
ভাবে এক শত করিয়া গন্ধর্বদেবীয় অশ্ব দান করিব ॥৪৮॥

রাজপুত্র ! গন্ধর্বদেবীয় সেই অশ্বগুলি সুন্দরবর্ণ, মনের ছায় বেগবান
এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্ষীণ ও অক্ষীণ হইতে পারে, আর কখনও বেগভ্রষ্ট
হয় না ॥৪৯॥

পূর্বকালে বৃত্রাসুরবধের জন্ত ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হইয়াছিল ; পরে তাহা
বৃত্রাসুরেরই মস্তকে পতিত হইয়া সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥৫০॥

বজ্রপাণিঃ ক্রাণঃ স্ত্রাং কত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্ ।

বৈশ্ণা বৈ দানবজ্রাশ্চ কৰ্মবজ্রা যবীয়সঃ ॥৫২॥

কত্রবজ্রস্ত ভাগেন অবধ্যা বাজিনঃ স্মৃতাঃ ।

রথান্নং বড়বা সূতে শূরাশ্চাশ্বেষু যে মতাঃ ॥৫৩॥

কামবর্ণাঃ কামজবাঃ কামতঃ সমুপস্থিতাঃ ।

ইতি গন্ধর্ব্বজাঃ কামং পূরয়িষ্যন্তি মে হয়ঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ভাগীকৃতো বৃত্রমূর্ধৈব খণ্ডখণ্ডীকৃতঃ । যশোদনমুক্তকটম্ ॥৫১॥

বজ্রেতি । বজ্রমুক্তকটং হবিঃ পার্ণো যন্ত সঃ । বজ্রং তদ্বক্ষ্যসাধকো রথো যন্ত তৎ । দানমেব বজ্রমুক্তকটং যেবাং তে । যবীয়সো যবীয়াসঃ কনিষ্ঠাঃ শূদ্রাঃ, কৰ্ম্ম বিজ্ঞেসেবৈব বজ্র-মুক্তকটং যেবাং তে । হবিঃপ্রদানাদিনা পাণ্যাদয় এব ব্রাহ্মণাদীনাং বজ্রা বা ॥৫২॥

কত্রেতি । উক্তরীত্যা কত্রস্ত বজ্রং রথস্তস্ত ভাগেন চালকতয়া অংশভূতত্বেন হেতুনা, বাজিনোহিঃ, অবধ্যা অনায়াসেন হস্তমশক্যাঃ । কে তে ইত্যাহ—বড়বা অশ্বা ন পুনরশ্ব-তরতার্থঃ, যং রথান্নমশ্বম্, সূতে, অশ্বেষু মধ্যে যে চ শূরাঃ ॥৫৩॥

কামেতি । কামবর্ণা ইচ্ছামুসারেণ বর্ণধারিণ ইত্যর্থঃ । এবমস্তত্রাপি । গন্ধর্ব্বজা গন্ধর্ব্ব-দেশজাভাঃ, মে মম, হয় অশ্বাঃ, ইতি পূর্বোক্তেভ্যো হেতুভাঃ, তব কামং পূরয়িষ্যন্তি ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থানান্তেব সামান্ততো বিশেষতশ্চাহ, লোকে ইতি । যশোদনম্ উৎকটং স্পৃহণীয়ম্ ; সৈব বজ্রতমঃ বজ্রস্ত স্বরূপম্ । সৈবেতি বিধেয়লিপিকাপেক্ষয়া স্বীয়ম্ । “তপ্তে পয়সি দদ্যানয়তি সা স্থানেষু বৈষদেব্যামিকা” ইতিবৎ ॥৫১॥ ব্রাহ্মণস্ত পাণিঃ হবিঃপ্রদত্তাং বজ্রঃ, ইতরেষা-মাস্তিহ্মাভাবেন হবিঃপ্রক্ষেপানর্হত্বাং ; অতঃ স দেবৈরুপাস্ততে । রথো হি দেবব্রাহ্মণষিবাং নাশহেতুত্বাং বজ্রং দেবোপাস্তম্ । দানকৰ্ম্মণোরপি ব্রহ্মকত্রপ্রীতিকরত্বাং বজ্রত্বম্ । তেন বজ্রবস্তো ব্রাহ্মণাদয়ো দেবৈরুপজীব্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥৫২॥ প্রকৃতে কিমায়াতং তদাহ, কত্রেতি । কত্রবজ্রং রথস্তস্ত ভাগেন অংশত্বেন অবধ্যা অবধিভূতাঃ বাজিনো বেগবন্তঃ । রথস্ত বজ্রত্বাৎ অখোংকৰ্ষ এব মুখ্যং কারণং ন ধ্বজাদিকমিত্যর্থঃ । রথান্নং রথচালকম্ । বড়বা অশ্বা । যে শূরাস্তে চ রথান্নম্ । রথিনা তুল্যোহশ্ব ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ স্বীয়েষু বিশেষমাহ, কামেতি ।

তদবধি দেবতারা সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বজ্রখণ্ডগুলির আদর করিয়া আসিতেছেন ।

জগতে যাহা কিছু উৎকট আছে, সে সমস্তই বজ্রের অংশ ॥৫১॥

ব্রাহ্মণের হাত বজ্র, ক্ষত্রিয়ের রথ বজ্র, বৈশ্যের দান বজ্র এবং শূত্রের সেবা বজ্র ॥৫২॥

অশ্বা যে অশ্বকে প্রসব করে, কিংবা অশ্বের মধ্যে যে গুলি বীর, সে গুলি ক্ষত্রিয়ের বজ্রস্বরূপ রথের অংশ । সূতরাং সে গুলিকে অনায়াসে বধ করা যায় না ॥৫৩॥

অর্জুন উবাচ ।

যদি প্রীতেন মে দত্তং সংশয়ে জীবিতস্ত বা ।

বিদ্যা ধনং শ্রুতং বাপি ন তদগন্ধর্ব ! রোচয়ে ॥৫৫॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

সংযোগো বৈ প্রীতিকরো মহৎশ্রু প্রতিদৃশ্যতে ।

জীবিতস্ত প্রদানেন প্রীতো বিদ্যাং দদামি তে ॥৫৬॥

ত্বতোহপ্যহং গ্রহীষ্যামি অস্ত্রমাগ্নেয়মুত্তমম্ ।

তথৈব সখ্যং বীভৎসো ! চিরায় ভরতর্ষভ ! ॥৫৭॥

অর্জুন উবাচ ।

ত্বতোহস্ত্রেণ যুগোম্যস্থান্ সংযোগঃ শাস্ত্বতোহস্ত্র নো ।

সথে ! তদক্রুহি গন্ধর্ব ! যুগ্মস্ত্যো যন্তয়ং ভবেৎ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । জীবিতস্ত সংশয়ে স্থিতেন বেত্যর্থঃ । বিদ্যা উক্তরূপা, শ্রুতং ধনম্ উক্তরূপা
অশ্বাঃ, শ্রুতং শাস্ত্রং বা । তৎ সর্বমহং নেতুং ন রোচয়ে, প্রতিদানশক্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

সংযোগ ইতি । অয়া মহৎ জীবনং দত্তম্, অহমপি তুভ্যং বিদ্যাধিকং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৬॥

অথ সতো জীবনস্ত ময়া কথং দানং সম্ভবতীত্যাহ ত্বত ইতি । চিরায় সখ্যম্ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গন্ধর্বজাঃ গন্ধর্বলোকজাঃ ॥৫৪॥ প্রীতেন দত্তমপি প্রতিপ্রদানমন্তরেণ ন রোচয়ে । “দদাতি
প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্মমাখ্যাতি পুচ্ছতি । ভুক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধঃ প্রীতিলক্ষণম্”

আমাদের গন্ধর্বদেশীয় অশ্বগুলি ইচ্ছানুসারে রূপ ধরিতে পারে, ইচ্ছানু-
সারে বেগবান্ হইতে পারে এবং ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হইতে পারে ; অতএব
অবশ্যই সে গুলি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে’ ॥৫৪॥

অর্জুন বলিলেন—‘গন্ধর্ব ! আপনি সম্ভষ্ট হইয়া, অথবা জীবনে সংশয়াপন্ন
হইয়া আমাকে যে বিদ্যা, ধন এবং উপদেশ দিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন, তাহার
প্রতিদান করিতে পারিব না বলিয়া তাহা আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা
করি না’ ॥৫৫॥

গন্ধর্ব বলিল—‘প্রধান লোকের সংসর্গই সন্তোষজনক হয়, ইহা দেখা যায় ।
সে যাহা হউক, আপনি আমাকে জীবন দিয়াছেন, আমি সম্ভষ্ট হইয়া তাহার
পরিবর্তে চাক্ষুষী বিদ্যা দিতেছি ॥৫৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! আমিও আপনার নিকট হইতে উত্তম আগ্নেয় অস্ত্র
এবং চিরস্থায়ী সখিত্ব গ্রহণ করিব’ ॥৫৭॥

(৫৭)...তথৈব যোগ্যং বীভৎসো !... ।

কারণং ক্রহি গন্ধর্ব ! কিং তদ্যেন স্ম ধৰ্মিতাঃ ।

যাস্তো বেদবিদঃ সৰ্বে সন্তো রাজ্রাবরিন্দমাঃ ॥৫৯॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

অনগ্নয়োহিনাহুতয়ো ন চ বিপ্রপুরুষতাঃ ।

যুয়ং ততো ধৰ্মিতাঃ স্ম ময়া বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬০॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগদানবাঃ ।

বিস্তং কুরুবংশস্ত ধীমন্তঃ কথয়ন্তি তে ॥৬১॥

নারদপ্রভৃতীনাস্ত দেবর্ষীণাং ময়া শ্রুতম্ ।

গুণান্ কথয়তাং বীর ! পূর্বেষাং তব ধীমতাম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । অস্ত্রেণ আগ্নেয়াস্বদানেন । বৃণোমি গৃহ্নামি । সংযোগঃ সখ্যম্, শাস্ত-
শিরস্থায়ী, নো আবয়োঃ । যুয়ন্তো যুয়ং । অদাদেশোভাব আৰ্ঘ্যঃ ॥৫৮॥

কারণমিতি । বয়ং সৰ্ব এব বেদবিদঃ অরিদমাশ্চ সন্তঃ, রাজ্রৌ যাস্ত এব যেন স্বয়
ধর্মিতা আক্রান্তাঃ, তত্তদীয়ং কারণং ক্রহি ॥৫৯॥

অনেনিতি । অনগ্নয়ো বিবাহাকরণান্ত্রাপ্যস্থাপিতাগ্নয়ঃ, অনাহুতয়ঃ অন্ত্রাপ্যদহতয়ঃ,
বিপ্রঃ পুরুষতঃ অগ্রগামীকৃতো যৈস্তে তাদৃশাশ্চ ন ॥৬০॥

যজ্ঞেতি । বিস্তরম্ অনন্তসাধারণকর্মণাং তৎকীর্তীনাঞ্চ বাহ্যম্ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যুক্তেঃ । অন্যথা মম ঋণিরং স্তাদিতি ভাবঃ । পক্ষান্তরে তু মম যশোহানিঃ ॥৫৫॥ আন্তঃ
পক্ষমাদন্তে সংযোগ ইত্যাদিনা ॥৫৬—৫৭॥ যুয়ন্তো যুয়ন্তঃ, বং যন্মাক্ষেতোঃ ॥৫৮—৫৯॥

অর্জুন বলিলেন—‘গন্ধর্ব ! আমি তোমাকে অস্ত্র দান করিয়া তোমার
নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিব, আর আমাদের চিরস্থায়ী সখ্য হউক । কিন্তু
সখে ! তোমাদের নিকট হইতে মানুষের যে ভয় হয়, তাহার কারণ কি
বল ॥৫৮॥

গন্ধর্ব ! আমরা সকলেই বেদজ্ঞ ও শত্রুদমনকারী হইয়াও রাজ্রিতে
চলিতে থাকিয়াই তোমাকর্তৃক যে আক্রান্ত হইলাম, তাহার কারণ কি,
বল ॥৫৯॥

গন্ধর্ব বলিল—পাণ্ডবগণ ! তোমরা অগ্নি স্থাপন কর নাই, বা অস্ত্র অগ্নিতেও
আহুতি দাও নাই, কিংবা ব্রাহ্মণকেও সম্মুখে করিয়া চল নাই, তাহাতেই
আমাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে ॥৬০॥

সখে ! বুদ্ধিমান্ যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও দানবগণ তোমার
কুরুবংশের বহু বৃত্তান্ত বলিয়া থাকে ॥৬১॥

স্বয়ংকপি ময়া দৃষ্টশ্চরতা সাগরান্ধরাম্ ।
 ইমাং বহুমতীং কৃৎস্নাং প্রভাবঃ স্বকুলস্ত তে ॥৬৩॥
 বেদে ধনুশ্চি চাচার্য্যমভিজ্ঞানামি তেহর্জুন ! ।
 বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ভারত্বাজং যশস্বিনম্ ॥৬৪॥
 ধর্ম্যং বায়ুঞ্চ শক্রঞ্চ বিজ্ঞানাম্যশ্বিনৌ তথা ।
 পাণ্ডুঞ্চ কুরুশার্দ্দুল ! বড়েতান্ কুরুবর্দ্ধনান্ ।
 পিতৃনেতানহং পার্থ ! দেবমানুষসত্তমান্ ॥৬৫॥
 বিভীষ্মানো মহাত্মানঃ সর্বশস্ত্রভূতাং বরাঃ ।
 ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্বৈঃ সূচরিতব্রতাঃ ॥৬৬॥
 উত্তমাঞ্চ মনোবুদ্ধিং ভবতাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
 জানমপি চ বঃ পার্থ ! কৃতবানিহ ধর্ম্যণাম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি । তব পূর্বেবাং পূর্বপুরুষাণাম্ ॥৬২॥
 স্বয়মিতি । স্বকুলস্ত সৎশস্ত্র তত্রোৎপন্নপূর্বপুরুষগণস্তেতার্থঃ ॥৬৩॥
 বেদ ইতি । আচার্য্যং শিক্ষকম্ । বিশ্রুতং বিখ্যাতম্ । ভারত্বাজং ভ্রোণম্ ॥৬৪॥
 ধর্ম্মমিতি । শক্রমিদ্ৰম্ । দেবসত্তমা ধর্ম্মাদয়ঃ পঞ্চ, মানুষসত্তমশ্চ পাণ্ডুঃ । বিজ্ঞানামি
 লোকপরম্পরয়া অবগাদিতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৫॥
 বিচ্ছেতি । বিভীষ্মানি যেষাং তে । সূচরিতং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং যৈস্তে ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অনয়সো দারহীনহাং । অনাহতয়ঃ সমাবৃতহাং । আশ্রমবিশেষহীনঃ অত্মাশ্রমে ধর্ম্মগায়
 বীর ! জ্ঞানী নারদপ্রভৃতি দেববর্গিণ্য যখন তোমার পূর্বপুরুষগণের গুণ-
 কীর্তন করেন, তখন আমি তাহা শুনিয়াছি ॥৬২॥

আর, আমি নিজেও এই সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে থাকিয়া
 তোমার বংশজাত পূর্বপুরুষগণের প্রভাব দেখিয়াছি ॥৬৩॥

অর্জুন ! ত্রিভুবনবিখ্যাত ও যশস্বী ভ্রোণ তোমাকে বেদ ও ধনুর্বেদ শিক্ষা
 দিয়াছেন, ইহা আমি জানি ॥৬৪॥

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পাঁচ জন
 দেবশ্রেষ্ঠ, আর মহুয়শ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই কুরুবংশবর্দ্ধক ছয় জন তোমাদের পিতা
 ইহাও আমি জানি ॥৬৫॥

আর, তোমরা সব কয়টা ভাইই যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়াছ, বিদ্বান্
 হইয়াছ এবং উদারচেতা ও সকল অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে প্রধান বীর হইয়াছ ॥৬৬॥

(৬৩)...প্রভাবঃ স্বকুলস্ত তে ।

ত্ৰীসকাশে চ কৌৰব্য ! ন পুমান্ কস্তমহতি ।
 ধৰ্ষণামান্ননঃ পশ্চন্ বাহুদ্রবিণমাত্ৰিতঃ ॥৬৮॥
 নক্তঞ্চ বলমস্মাকং ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে ।
 যতন্ততো মাং কৌন্তেয় ! সদারং মন্যুরাশিৎ ॥৬৯॥
 সোহহং ত্বয়েহ বিজিতঃ সংখ্যে তাপত্যবৰ্দ্ধন ! ।
 যেন তেনেহ বিধিনা কীৰ্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭০॥
 ব্রহ্মচৰ্য্যং পৰো ধৰ্ম্মঃ স চাপি নিয়তস্তুয়ি ।
 যস্মান্তস্মাদহং পার্থ ! রণেহস্মি বিজিতস্তুয়া ॥৭১॥
 যন্তু স্ত্র্যাং ক্ষত্ৰিয়ঃ কশ্চিৎ কামবৃত্তঃ পরন্তপ ! ।
 নক্তঞ্চ যুধি যুধ্যত ন স জীবৎ কথঞ্চন ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

উত্তমামিতি । মনোযুক্তা বুদ্ধিরিতি মনোবুদ্ধিশ্চাম্ । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৬৭॥
 জীতি । ধৰ্ষণামবমাননাম্ । বাহুদ্রবিণং বাহুবলম্ ॥৬৮॥
 নক্তমিতি । নক্তং রাত্ৰৌ । মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৬৯॥
 স ইতি । সংখ্যে যুদ্ধে । তেন তদ্বিষয়কেন ॥৭০॥
 ব্রহ্মেতি । নিয়তো নিয়মেন স্থিতঃ ॥৭১॥
 য ইতি । কাম এব বৃত্তং ব্যবহারো যন্ত সঃ । নক্তং রাত্ৰৌ ॥৭২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥৬০—৬৬॥ মনোবুদ্ধিং মনঃসহিতাং বুদ্ধিং সঙ্কল্পনিষ্ঠায়ো, ভাবিতাত্মনাং শোধিত-

অৰ্জুন ! তোমাদের মন ও বুদ্ধি ভাল এবং শিক্ষা দ্বারা আত্মাও বিশুদ্ধ হইয়াছে ; ইহা আমি জানিয়াও তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম ॥৬৭॥

তাহার কারণ এই যে, বাহুবলসম্পন্ন পুরুষ জ্ঞীর শাস্তিতে নিজের অপমান দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না ॥৬৮॥

বিশেষতঃ, রাত্ৰিতে আমাদের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । সেই জন্তই আমার ও আমার জ্ঞীর ক্রোধ জন্মিয়াছিল ॥৬৯॥

তথাপি তুমি আমাকে যে কারণে যুদ্ধে জয় করিয়াছ, তাহা আমি যথা-নিয়মে বলিতেছি, শোন ॥৭০॥

অৰ্জুন ! ব্রহ্মচৰ্য্যই উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম ; তাহাও যে হেতু নিয়তভাবে তোমাতে রহিয়াছে, সেই হেতুই তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিয়াছ ॥৭১॥

অৰ্জুন । যে ক্ষত্ৰিয় কামপরায়ণ হয়, সে যদি রাত্ৰিতে যুদ্ধ করে, তবে সে কোন প্রকারেই জীবিত থাকে না ॥৭২॥

যন্তু স্মাৎ কামরূতোহপি স্মাচ্চ ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ ।
 জয়েমন্তক্ষরান্ সর্বান্ স ধৃগতপুরোহিতঃ ॥৭৩॥
 তস্মাত্তাপত্য । যৎকিঞ্চিদৃগাং জ্যেয় ইহেপ্সিতম্ ।
 তস্মিন্ কর্ম্মণি যোক্তব্য্য দাস্তাস্তানঃ পুরোহিতাঃ ॥৭৪॥
 বেদে ষড়ঙ্গ নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ ।
 ধর্মান্নানঃ কৃতান্নানঃ স্ত্যান্'পাণাং পুরোহিতাঃ ॥৭৫॥
 জয়শ্চ নিরতো রাজ্ঞঃ স্বর্গশ্চ তদনন্তরম্ ।
 যন্তু স্মাক্ষম্বিষাণী পুরোধাঃ শীলবান্ শুচিঃ ॥৭৬॥
 লাভং লব্ধু মলকং বা লব্ধং বা পরিরক্ষিতুম্ ।
 পুরোহিতং প্রকুবীত রাজা গুণসমম্বিতম্ ॥৭৭॥
 পুরোহিতমতে তিষ্ঠেদৃ য ইচ্ছেদ্ভূতিমান্ননঃ ।
 প্রাপ্তুং বহুমতীং সর্বাং সর্বশঃ সাগরাম্বরাম্ ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ পুরস্কৃতো যেন সঃ । নক্তকরান্ রাত্রিচরান্ গন্ধর্ষরাক্ষসাদীন্ ।
 ধূরং কৌশলাদ্যপদেশদানভারং গতঃ প্রাপ্তঃ পুরোহিতো যন্তু সঃ ॥৭৩॥
 তস্মাদিতি । দাস্তাস্তানঃ কামবিষয়ান্নিবারিতচিত্তাঃ ॥৭৪॥
 বেদ ইতি । শুচয়ঃ পবিত্রাঃ । কৃতান্নানঃ সর্ববিষয়েষু শিক্ষিতাঃ ॥৭৫॥
 জয় ইতি । স্বর্গশ্চ নিরত ইতি সধক্ষঃ । পুরোধাঃ পুরোহিতঃ ॥৭৬॥
 লাভমিতি । লভ্যত ইতি লাভো ধনং তম্ । প্রকুবীত তদুপদেশাদিলাভায় ॥৭৭॥

কিন্তু যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করে,
 সে সেই পুরোহিত-ব্রাহ্মণের উপদেশেই সমস্ত রাত্রিচরকে জয় করিতে
 পারে ॥৭৩॥

অতএব হে তাপত্য ! এই জগতে মনুষ্যদিগের যে কিছু মাত্রলিক বিষয়
 অভীষ্ট আছে, তাহাতেই সংযতচিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইবে ॥৭৪॥

রাজাদের এমন পুরোহিত হওয়া চাই, যাহারা ষড়ঙ্গ বেদে নিরত থাকেন
 এবং পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্মান্না ও শিক্ষিত হন ॥৭৫॥

যে রাজার ধর্মজ্ঞ, বাগ্মী, সংস্খভাব ও পবিত্র পুরোহিত থাকেন, সে রাজার
 ইহকালেও জয় নিশ্চিত, পরকালেও স্বর্গ নিশ্চিত ॥৭৬॥

রাজা অলব্ধ ধন লাভ করিবার জন্ত, কিংবা লব্ধ ধন রক্ষা করিবার জন্ত
 গুণবান্ পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন ॥৭৭॥

(৭৩)....স চেদব্রহ্মপুরস্কৃতঃ, পার্শ্ব ! ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ ।...স পুরোহিতধৃগতঃ ।

নহি কেবলশৌর্য্যেণ তাপত্যাভিজনেন চ ।

জয়েদব্রাহ্মণঃ কশ্চিদভূমিং ভূমিপতিঃ কচিৎ ॥৭৯॥

তস্মাদেবং বিজানীহি কুরুণাং বংশবর্দ্ধন ! ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখং রাজ্যং শক্যং পালয়িতুং চিরম্ ॥৮০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
চৈত্ররথো গন্ধর্ব্বপরাভবো নাম ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

পুরোহিতেতি । ভূতিং সম্পদম্ । সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ॥৭৮॥

নহীতি । অভিজনেন কুলেন । অব্রাহ্মণঃ পুরোহিতব্রাহ্মণরহিতঃ ॥৭৯॥

তস্মাদিতি । ব্রাহ্মণ এব প্রমুখম্ উপদেশাদিদানায় অগ্রবর্ত্তী যস্মিন্ত্বং ॥৮০॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথো ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

চিত্তানাম্ ॥৬৭॥ বাহুবলিং বাহুবলম্ ॥৬৮—৭১॥ কামবৃত্তঃ কৃতদারঃ ॥৭২—৭৬॥ লাভং
লক্ষ্যং ধনম্ ॥৭৭—৮০॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৩॥

—:~:~:~:—

যে রাজা নিজের সম্পদ ইচ্ছা করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত
পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরোহিতের মতে চলিবেন ॥৭৮॥

অর্জুন ! কোন রাজাই পুরোহিত না রাখিয়া কেবল বীরস্বৈ বা কেবল
কৌলীন্তে কখনও রাজ্য জয় করিতে পারেন না ॥৭৯॥

অতএব সখে ! ইহা জানিও যে, ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়াই চিরকাল রাজ্য
পালন করিতে পারা যায় ॥৮০॥

—:~:~:~:—

* ‘...অষ্টমষ্ট্যধিকঃ...’ ‘...সপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...ষড়্ভীত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠাস্তরাণি ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—:—

অৰ্জুন উবাচ ।

তাপত্য ইতি যদ্বাক্যমুক্তবানসি মামিহ ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপত্যার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥১॥

তপতী নাম কা চৈষা তাপত্যা যৎকৃতে বয়ম্ ।

কৌন্তেয়া হি বয়ং সাধো ! তদ্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স গন্ধৰ্বঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ।

বিশ্রুতাং ত্রিষু লোকেষু শ্রাবয়ামাস বৈ কথাম্ ॥৩॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

হন্ত ! তে কথয়িষ্যামি কথামেতাং মনোরমাম্ ।

যথাবদখিলাং পার্থ ! সর্ববুদ্ধিমতাং বর ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তাপত্যসম্বোধনহেতুং জিজ্ঞাসতে তাপত্য ইতি । তাপত্যার্থস্তাপত্যশব্দার্থো বিনিশ্চীয়তে
অনেনেতি তন্ম অস্মাহ তাপত্যশব্দপ্রয়োগহেতুর্মিতার্থঃ ॥১॥

তাপত্য ইতাপত্যার্থপ্রত্যয়ান্তাবগমাত্তত্র চ পূর্বেষাং পুংসাং নামজ্ঞানাং স্ত্রীণাঞ্চ তদ-
জ্ঞানাং স্ত্রীধ্বেন পৃচ্ছতি তপতীতি । যৎকৃতে যদ্বমিচ্ছতে । তদ্বম্ অস্মাহ তাপত্যত্বম্ ॥২॥

এবমিতি । বিশ্রুতাং বিখ্যাতাম্ । কথামুপাখ্যানম্ ॥৩॥

হন্তেতি । হৃৎশ্চোতকমিদম্ । হৃৎশ্চ মনোরমকথাংকথনারম্ভাদেব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরুষোহিতপ্রসাদাদেব তাপত্যত্বং ধাপয়িতুং “তাপত্য” ইতি সম্বোধনং কৃতম্ ; তদর্থং

অৰ্জুন বলিলেন—‘সখে ! তুমি আমার প্রতি যে ‘তাপত্য’ এইরূপ শব্দ
প্রয়োগ করিয়াছ, আমি তাহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

তপতী নামে ইনি কে ? যাহার জন্ত আমরা ‘তাপত্য’ হইয়াছি ; বস্তুতঃ
আমরা ত ‘কৌন্তেয়’ । অতএব ইহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অৰ্জুন এইরূপ বলিলে, সেই গন্ধৰ্ব্ব অৰ্জুনকে
ত্রিভুবনবিখ্যাত উপাখ্যান শুনাইতে লাগিল ॥৩॥

গন্ধৰ্ব্ব বলিল—‘অৰ্জুন ! তোমার নিকট এই মনোহর উপাখ্যানটী যথা-
যথভাবে সম্পূর্ণই বলিব ॥৪॥

উক্তবানস্মি যেন স্বাং তাপত্য ইতি যদ্বচঃ ।
 তন্ত্বেহং কথয়িষ্যামি শৃণুধৈকমনা ভব ॥৫॥
 য এষ দিবি ধিক্ষেণ নাকং ব্যাপ্নোতি তেজসা ।
 এতস্ম তপতী নাম বভূব সদৃশী স্ততা ॥৬॥
 বিবস্বতো বৈ দেবস্ম সাবিত্র্যাবরজা বিভো ! ।
 বিজ্ঞতা ত্রিষু লোকেষু তপতী তপসা যুতা ॥৭॥
 ন দেবী নাসুরী চৈব ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী ।
 নাপ্সরা ন চ গন্ধর্ব্বী তথা রূপেণ কাচন ॥৮॥
 স্ত্রবিভক্তানবঢ়াঙ্গী স্মসিতায়তলোচনা ।
 স্বাচারা চৈব সাধ্বী চ স্ত্রবেশা চৈব ভাবিনী ॥৯॥
 ন তস্তাঃ সদৃশং কক্ষিত্রিষু লোকেষু ভারত ! ।
 ভর্তারং সবিতা মেনে রূপশীলগুণশ্রুতৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

উক্তবানিতি । একমনা মন্বন্তরো একাগ্রচিত্তঃ ॥৫॥
 য ইতি । ধিক্ষেণ শুদ্ধেন অগ্নিময়েন বা, “ধিক্ষাঃ শুদ্ধে চ পাবকে” ইত্যাক্ষদন্তঃ ॥৬॥
 বিবস্বত ইতি । সাবিত্র্যাবরজা সাবিত্রীতঃ কনিষ্ঠা ॥৭॥
 নেতি । তথা তাদৃশী তপতীসদৃশীত্যাৎ ॥৮॥
 স্মিত । স্ত্রবিভক্তানি বিধাত্রা স্ত্র বিভজ্যা নিম্বিতানি অনবঢ়ানি অনিন্দনীয়ানি অঙ্গানি
 যস্তাঃ সা, স্ত্রু অসিতে কৃষ্ণে আয়তে চ লোচনে যস্তাঃ সা । ভাবিনী শৃঙ্গারভাবান্বিতা ॥৯॥
 আমি তোমার প্রতি যে কারণে ‘তাপত্য’ এই রূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি,
 তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শোন ॥৫॥
 যিনি এই আকাশে থাকিয়া অগ্নিময় তেজ দ্বারা সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত
 করেন, ইহারই ‘তপতী’ নামে নিজের অনুরূপ একটা কন্যা হইয়াছিল ॥৬॥
 এই সূর্য্যদেবেরই কন্যা সাবিত্রী অপেক্ষা তপতী কনিষ্ঠা ছিলেন এবং তিনি
 ত্রিভুবনবিখ্যাত তপস্বিনী হইয়াছিলেন ॥৭॥
 দেবী, অসুরী, যক্ষী, রাক্ষসী, অপ্সরা, কিংবা গন্ধর্ব্বী, ইহাদের মধ্যে কোন
 রমণীই রূপে তপতীর তুল্য ছিলেন না ॥৮॥
 তাঁহার সকল অঙ্গই সুগঠিত ও অনিন্দিত ছিল এবং নয়নযুগল দীর্ঘ ও
 কৃষ্ণবর্ণ ছিল ; আর তিনি সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্রা, স্ত্রবেশা ও হাবভাবযুক্তা
 ছিলেন ॥৯॥

সম্প্রাপ্তমৌবনাং পশ্চন্ দেয়াং দুহিতরঞ্চ তাম্ ।

নোপলেভে ততঃ শাস্তিং সম্প্রদানং বিচিস্তয়ন্ ॥১১॥

অধৰ্ক্ষপুত্রঃ কৌন্তেয় ! কুরুণামুষভো বলী ।

সূর্য্যমারাধয়ামাস নৃপঃ সম্বরণস্তদা ॥১২॥

অৰ্ঘ্যমাল্যোপহারাদিগৈর্দৈক্ষ্যৈশ্চ নিয়তঃ শুচিঃ ।

নিয়মৈরুপবাসৈশ্চ তপোভির্বিবিধৈরপি ॥১৩॥

শুশ্রূষুরনহংবাদী শুচিঃ পৌরবনন্দনঃ ।

অংশুমন্তং সমুদ্রন্তং পূজয়ামাস ভক্তিমান্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ততঃ কৃতজ্ঞং ধৰ্ম্মজ্ঞং রূপেণাসদৃশং ভুবি ।

তপত্যাঃ সদৃশং মেনে সূর্য্যঃ সম্বরণং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । সবিভা তপত্যাঃ পিতা সূর্য্যঃ । স্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্ ॥১০॥

সম্প্রাপ্তোতি । সম্প্রদীয়তে যস্মৈ ইতি সম্প্রদানং ববম্ ॥১১॥

অথেনি । ঋক্ষ ঋক্ষবংশীয়ঃ অজমীঢ়স্তস্ত পুত্রঃ, কুরুণাং তৎপূৰ্ব্বপুরুষাণাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ । ঈদৃশব্যাখ্যানাভাবে পূৰ্ব্বোক্তবিরোধাপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১২॥

অর্থেনি ! নিয়তো নিত্যপ্রবৃত্তঃ । অনহংবাদী অহঙ্কারশূন্যঃ । অংশুমন্তং সূর্য্যম্ ॥১৩—১৪॥

তত ইতি । তপত্যাঃ সদৃশমত্বরূপং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পুচ্ছতি তাপত্য ইতি । তাপত্যার্থং তাপত্যপদার্থম্ ॥১—৫॥ বিক্ষোভন মণ্ডলেন ॥৬—১০॥

রূপ, গুণ, স্বভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ত্রিভুবনের মধ্যে কোন পুরুষকেই তপতীর অনুরূপ বর বলিয়া সূর্য্য মনে করিতে পারিয়াছিলেন না ॥১০॥

অথ চ তপতীর ঘোবন উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দান করা আবশ্যক হইয়া পড়িল ; কিন্তু তাঁহার বরের বিষয় চিন্তা করিয়া সূর্য্য শাস্তি পাইতে লাগিলেন না ॥১১॥

অৰ্জুন ! সেই সময়ে ঋক্ষবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র এবং কুরুবংশের মধ্যে প্রধান বলবান্ সম্বরণ রাজা সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥১২॥

তিনি প্রত্যহ পবিত্র হইয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া এবং শুষ্কায় প্রবৃত্ত থাকিয়া, অৰ্ঘ্য, মালা ও গন্ধপ্রভৃতি উপহার, ব্রত, উপবাস ও নানাপ্রকার তপস্তা দ্বারা ভক্তিসহকারে উদয়কালে সূর্য্যের পূজা করিতে লাগিলেন ॥১৩—১৪॥

তাঁহার পর, কৃতজ্ঞ, ধার্মিক এবং জগতে অতুলনীয় রূপবান্ সম্বরণকেই তপতীর অনুরূপ বর বলিয়া সূর্য্যদেব মনে করিলেন ॥১৫॥

দাতুমেচ্ছততঃ কন্যাং তস্মৈ সম্বরণায় তাম্ ।

নৃপোত্তমায় কৌরব্য ! বিশ্রুতাভিজনায চ ॥১৬॥

যথা হি দিবি দীপ্তাংশুঃ প্রভাসয়তি তেজসা ।

তথা ভুবি মহীপালো দীপ্ত্যা সম্বরণোহভবৎ ॥১৭॥

যথার্ক্যস্তি চাদিত্যমুদন্তং ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তথা সম্বরণং পার্থ ! ব্রাহ্মণাবরজাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥

স সোমমতি কাস্ত্বাদাদিত্যমতি তেজসা ।

বভূব নৃপতিঃ শ্রীমান্ স্নহদাং দুহৃদামপি ॥১৯॥

এবংগুণস্য নৃপতেস্তথারুতস্য কৌরব ! ।

তস্মৈ দাতুং মনশ্চক্রে তপতীং তপনঃ স্বয়ম্ ॥২০॥

স কদাচিদথো রাজা শ্রীমানমিতবিক্রমঃ ।

চচার যুগয়াং পার্থ ! পর্বতোপবনে কিল ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দাতুমিতি । বিশ্রুতাভিজনায বিখ্যাতবংশায় ॥১৬॥

যথেতি । দীপ্তাংশুঃ সূর্য্যঃ । অভবৎ প্রভাসক ইতি শেষঃ ॥১৭॥

যথেতি । ব্রাহ্মণাদবরজাঃ পরজ্ঞাতাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥১৮॥

স ইতি । শ্রীমান্ কাশ্মিয়ান্ স নৃপতিঃ সম্বরণঃ, কাস্ত্বাদাং কমনীয়গুণশালিত্বাৎ, স্নহদাং পক্ষে সোমং চন্দ্রম্, অতি অতিক্রান্তঃ অতীবসম্ভাষক ইত্যর্থঃ, তথা তেজসা, দুহৃদাং পক্ষে-
হপি চ আদিত্যম্ অতি অতিক্রান্তঃ অতীবতাপক ইতি তাৎপর্য্যম্, বভূব । সৃষ্ট যথাসংখ্যা-
মলম্বারঃ ॥১৯॥

এবমিতি । নৃপতেঃ স্থিতবাদিতি শেষঃ ॥২০॥

তাহার পর, সূর্য্য, রাজশ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাতবংশসম্বৃত সেই সম্বরণকেই সেই
কন্যাটী দান করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

কারণ, সূর্য্য যেমন আপন তেজে আকাশে আলোক বিস্তার করেন, সম্বরণ
রাজাও তেমনই আপন তেজে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১৭॥

ব্রহ্মপ্তেরা যেমন উদয়কালীন সূর্য্যের অর্চনা করেন, তেমন ক্ষত্রিয়প্রভৃতি
প্রজারা সম্বরণ রাজার অর্চনা করিত ॥১৮॥

মনোহরমূর্ত্তি সম্বরণ রাজা কমনীয়তাগুণে বহুবর্গের পক্ষে চন্দ্রকে অতিক্রম
করিয়াছিলেন ; আবার আপন প্রতাপে শক্রবর্গের পক্ষে সূর্য্যকেও অতিক্রম
করিয়াছিলেন ॥১৯॥

অর্জুন ! সম্বরণ রাজা এইরূপ গুণবান্ ও আচারবান্ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং
সূর্য্যদেবই তাহার হস্তে তপতীকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২০॥

চরতো মৃগয়াং তস্ত ক্ষুৎপিপাসাসম্বিতঃ ।
 মমার রাজঃ কোন্তেয় ! গিরাবপ্রতিমো হয়ঃ ॥২২॥
 স মৃত্যশ্চরন্ পার্ধ ! পদ্ম্যামেব গিরৌ নৃপঃ ।
 দদর্শাসদৃশীং লোকে কন্যামায়তলোচনাম্ ॥২৩॥
 স এক একামাসান্ন কন্যাং পরবলার্দনঃ ।
 তস্মৌ নৃপতিশার্দূলঃ পশ্চমবিচলেক্ষণঃ ॥২৪॥
 স হি তাং তর্কয়ামাস রূপতো নৃপতিঃ শ্রিয়ম্ ।
 পুনঃ স তর্কয়ামাস রবেত্র কৌমিব প্রভাম্ ॥২৫॥
 বপুযা বর্জসা চৈব শিখামিব বিভাবসোঃ ।
 প্রসন্নত্বে চ কান্ত্যা চ চন্দ্রেখামিবামলাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পর্বতোপবনে পর্বতসমীপবস্থিবনে ॥২১॥
 চরত ইতি । অপ্রতিমঃ অশ্রেষ্ঠ নিরূপমঃ, হয়ঃ অর্থঃ ॥২২॥
 স ইতি । মৃতঃ অর্থে যস্ত সঃ, অতএব পদ্ম্যাং চরন্ ॥২৩॥
 স ইতি । পরবলার্দনঃ শত্রুসৈন্যবিজ্ঞতা । অবিচলেক্ষণো নির্নিমেষনয়নঃ ॥২৪॥
 স ইতি । রূপতো রূপদর্শনাৎ । শ্রিয়ং লক্ষ্মীদেবীম্ । প্রভাং জ্যৈষ্ঠধারিণীম্ ॥২৫॥
 বপুযেতি । বপুযা উজ্জলেন, বর্জসা তেজসা । তর্কয়ামাসেতি পূর্বানুকর্ষণঃ ॥২৬॥

তাহার পর, মনোহরমূর্ত্তি ও অসাধারণবিক্রমশালী সম্বরণ রাজা কোন সময়ে পর্বতের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করেন ॥২১॥

তিনি মৃগয়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার নিরূপম অশ্রুটি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্বতেই প্রাণত্যাগ করিল ॥২২॥

তখন সেই রাজা চরণযুগল দ্বারাই সেই পর্বতে বিচরণ করিতে থাকিয়া জগতে অতুলনীয় দীর্ঘনয়না একটা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥২৩॥

শত্রুসৈন্যবিজয়ী একাকী সম্বরণ রাজা একাকিনী সেই কন্যাটী দেখিয়া নির্নিমেষনয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

এবং তিনি তাহার রূপ দেখিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বলিয়া এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্যুত জ্যৈষ্ঠধারিণী সূর্য্যপ্রভার স্তায় মনে করিতে থাকি-
 লেন ॥২৫॥

আবার, তাহার উজ্জল আকৃতি ও উজ্জল তেজ দেখিয়া অগ্নিশিখার স্তায় এবং নির্মলতা ও মনোহরতা দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রকলার স্তায় ধারণা করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

গিরিপৃষ্ঠে চ সা তস্মিন্ স্থিতা স্বসিতলোচনা ।
 বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী ॥২৭॥
 তস্তা রূপেণ স গিরির্বেশেন চ বিশেষতঃ ।
 সমরুক্ষক্ষুপলতো হিরণ্ময় ইবাভবৎ ॥২৮॥
 অবমেনে চ তাং দৃষ্ট্বা সৰ্বলোকেষু যোষিতঃ ।
 অবাণ্ডং চান্মনো মেনে স রাজা চক্ষুষঃ ফলম্ ॥২৯॥
 জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিদদৃষ্টবান্ স মহীপতিঃ ।
 রূপং ন সদৃশং তস্তাস্তৰ্কয়ামাস কিঞ্চন ॥৩০॥
 তয়া বন্ধমনশ্চক্ষুঃ পাশৈশ্চ গম্যৈস্তদা ।
 ন চচাল ততো দেশাদবুবুধে ন চ কিঞ্চন ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

গিরীতি । স্বহৃৎ অসিতে কক্ষবর্ণে লোচনে যন্তাঃ সা, হিরণ্ময়ী স্বর্ণনির্মিতা ॥২৭॥
 তস্তা ইতি । রূপেণ উজ্জ্বলতেজসা । সমা তেজসৈবাবকাশপূরণাৎ সমানা বৃক্ষাঃ
 ক্ষুপা হৃষশাখা বৃক্ষা লতাশ্চ যস্মিন্ সঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ ॥২৮॥
 অবেতি । অবমেনে রূপতো নিকর্ষাদবজ্জয়ে । অবাণ্ডং লক্ষম্ ॥২৯॥
 জন্মেতি । তস্তাঃ কন্যায়া রূপেণ সদৃশং কিঞ্চন ন তর্কয়ামাস ॥৩০॥
 তয়েতি । তয়া কন্যায়া কত্র্যা, গুণময়ৈ রূপাদিগুণস্বরূপৈঃ পাশৈঃ করণৈর্বন্ধমনশ্চক্ষুঃ
 সম্বরণঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পদানং দানমাত্রম্ ॥১১—১৮॥ স্বল্পদাং দুহুদামপি মধ্যে ক্রীমান্ ॥১৯—২৭॥ ক্ষুপঃ গুহ্মঃ ।

সেই নীলনয়না কন্যাটী পৰ্ব্বতের উপরে থাকিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমার স্থায়
 শোভা পাইতেছিল ॥২৭॥

তাহার রূপের ও পরিচ্ছদের কারণে সেই পৰ্ব্বতের উচ্চ বৃক্ষ, ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং
 লতা সকল যেন সমান হইয়া গিয়াছিল এবং পৰ্ব্বতটাই যেন স্বর্ণময় হইয়া-
 ছিল ॥২৮॥

সম্বরণ রাজা সেই কন্যাটীকে দেখিয়া ত্রিভুবনের সকল রমণীকেই অবজ্ঞা
 করিতে লাগিলেন এবং নিজের চোখের ফল পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে
 থাকিলেন ॥২৯॥

আর, তিনি জন্মাবধি যত কিছু রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন রূপই
 সেই কন্যাটীর রূপের তুল্য নহে বলিয়া ধারণা করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

তখন সেই কন্যাটী নিজের গুণরূপ রজ্জু দ্বারা রাজার মন ও চক্ষু বন্ধন

অস্তা নুনং বিশালাক্ষ্যাঃ সদেবাস্বরমানুষম্ ।

লোকং নির্মথ্য ধাত্রেদং রূপমাবিকৃতং কৃতম্ ॥৩২॥

এবং সম্ভবকীয়ামাস রূপদ্রবিণসম্পদা ।

কন্যামসদৃশীং লোকে নৃপঃ সম্বরণস্তদা ॥৩৩॥

তাক্ষ দৃষ্টে ব কল্যাণীং কল্যাণাভিজনো নৃপঃ ।

জগাম মনসা চিন্তাং কামবাণেন পীড়িতঃ ॥৩৪॥

দহমানঃ স তীত্রেণ নৃপতির্মগ্নাথাগ্নিনা ।

অপ্রগল্ভাং প্রগল্ভস্থাং তদোবাচ মনোহরাম্ ॥৩৫॥

কাসি কন্যাসি রস্তোরু ! কিমর্থক্ষেহ তিষ্ঠসি ।

কথঞ্চ নির্জনেহরণ্যে চরন্তেকা শুচিস্মিতে ! ॥৩৬॥

ত্বং হি সর্বানবদ্যাসী সর্বাভরণভূষিতা ।

বিভূষণমিবেতেষাং ভূষণানামভীপ্সিতম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অস্তা ইতি । দেবাস্বরভাষাং লোকাভাষাং স্বর্ণপাতাভাষাং সহৈতি সদেবাস্বরো মাছুষো
লোকস্তম্ ॥৩২॥

এবমিতি । রূপমেব দ্রবিণম্ আদরণীয়স্থানং তৎসম্পদা, অসদৃশীমতুলনীয়াম্ ॥৩৩॥

তামিতি । কল্যাণাভিজনো মঙ্গলময়বংশঃ ॥৩৪॥

দহমান ইতি । প্রগল্ভে প্রগল্ভতাযোগ্যে যৌবনে বয়সি তিষ্ঠতীতি তামপি ॥৩৫॥

কাসীতি । কস্ত কন্যা ভাৰ্যা বা চরন্তেকা একাকিনী ॥৩৬॥

করিয়া ফেলিল বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে যাইতে বা অস্থ কিছু জানিতে
পারিলেন না ॥৩১॥

বিধাতা নিশ্চয়ই দেবলোক, অসুরলোক ও মনুষ্যলোক মন্থন করিয়া এই
বিশালনয়নার এই মনোহর রূপ বাহির করিয়াছিলেন ॥৩২॥

সম্বরণ রাজা উক্তরূপ ধারণা করিলেন এবং তাহার রূপরাশি দেখিয়া
তাহাকে জগতে অতুলনীয় বলিয়া মনে করিলেন ॥৩৩॥

সেই স্ত্রন্দরীকে দেখিয়াই সদ্ধংশজাত সম্বরণ রাজা কামবাণে পীড়িত হইয়া
মনে মনে অনেক বিষয় চিন্তা করিলেন ॥৩৪॥

সম্বরণ রাজা তখন দারুণ কামানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া সেই সরলা স্ত্রন্দরী
যুবতিকে বলিলেন— ॥৩৫॥

‘স্তন্দরী ! তুমি কে ? কাহার কন্যা বা ভাৰ্যা ? কি জন্তুই বা এখানে
অবস্থান করিতেছ ? একাকিনীই বা কেন নির্জন বনে বিচরণ করিতেছ ? ॥৩৬॥

ন দেবীং নাস্তুরীক্ষেব ন যক্ষীং ন চ রাক্ষসীম্ ।

ন চ ভোগবতীং মন্ত্রে ন গন্ধর্ব্বীং ন মানুষ্যীম্ ॥৩৮॥

যা হি দৃষ্টা ময়া কাশ্চিচ্ছ্রুতা বাপি বরাস্থনাঃ ।

ন তাসাং সদৃশীং মন্ত্রে ত্বামহং মন্তকাশিনি ! ॥৩৯॥

দৃষ্টেইব চারুবদনে ! চন্দ্রাৎ কাস্ততরং তব ।

বদনং পদ্মপত্রাক্ষং মাং মথুাতীব মন্থথঃ ॥৪০॥

এবং তাং স মহীপালো বভাষে ন তু সা তদা ।

কামার্তং নির্জনেহরণ্যে প্রত্যভাষত কিঞ্চন ॥৪১॥

ততো লালপ্যমানশ্চ পার্ধিবস্ত্রায়তেক্ষণা ।

সৌদামিনীব চাত্রেষু তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স্বমিতি । বিভূষণম্ অলঙ্করণমিব, শোভাতিশয়জননাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥

নেতি । ভোগবতীং নাগীম্ । ন মন্ত্রে স্বসদৃশীমিতি শেষঃ ॥৩৮॥

যা ইতি । যৌবনমদেন মত্তা সত্যী কাশতে শোভত ইতি তৎসংবোধনম্ ॥৩৯॥

দৃষ্টেতি । কাস্ততরং সুন্দরতরম্ । পদ্মপত্রে ইব অক্ষিণী যন্ত তৎ ॥৪০॥

এবমিতি । কামার্তং রাজানম্ । কিঞ্চন কিঞ্চিদপি ॥৪১॥

তত ইতি । লালপ্যমানশ্চ পুৰোক্তবদেব পুনঃ পুনরপিতো ক্রবতঃ । অত্রেষু মেঘেষু ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

“ঐশ্বশাখা শিফঃ কৃপঃ” ইত্যমরঃ ॥২২—৩৮॥ মন্ত্রেব কাশত ইতি মন্তকাশিনি ॥৩৯—৪২॥

তোমার সকল অঙ্গই সুন্দর । সুতরাং তুমি সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এই অলঙ্কারগুলিরই যেন অভীষ্ট বিশেষ অলঙ্কার হইয়াছ ॥৩৭॥

তোমার তুল্য রূপবতী কোন দেবী, অমুরী, যক্ষী, রাক্ষসী, নাগী, গন্ধর্ব্বী বা মানুষ্যী আছে বলিয়া আমি মনে করি না ॥৩৮॥

হে যৌবনমন্ত্রে ! আমি যত কিছু সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের তুল্য বলিয়া মনে করিতে পারি না ॥৩৯॥

চারুবদনে ! পদ্মদলতুল্য-নয়নযুক্ত তোমার মুখ খানিকে চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর দেখিয়াই কামদেব যেন আমাকে মন্থন করিতেছেন ॥৪০॥

সম্বরণ রাজা এইরূপ তাহাকে বলিলেন ; কিন্তু সে রমণী তখন সেই নির্জন বনমধ্যেও তাঁহার নিকট কোন প্রত্যাস্তরই করিল না ॥৪১॥

তথাপি রাজা বার বারই সেইরূপ বলিতে লাগিলে, বিহ্ব্যৎ যেমন মেঘের ভিতরে অস্তহিত হয়, তেমনই সেই দীর্ঘনয়না সেই খানেই অস্তহিত হইল ॥৪২॥

তাম্বেষ্টুং স নৃপতিঃ পরিচক্রাম সর্বতঃ ।

বনং বনজপত্রাক্ষীং ভ্রমন্নুত্তবত্তদা ॥৪৩॥

অপশ্চমানঃ স তু তাং বহু তত্র বিলপ্য চ ।

নিশ্চেষ্টঃ পার্শ্ববিশ্রেষ্ঠো যুহুর্ভুং স ব্যতিষ্ঠত ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে

তপত্যাখ্যানেন চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

গন্ধর্ব উবাচ ।

অথ তস্মাদদৃশ্যাং নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।

পাতনঃ শক্রসংবানং পপাত ধরণীতলে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । বনজপত্রাক্ষীং পদ্মদলতুল্যনয়নাম্ । “বনে সলিলকাননে” ইত্যমরঃ ॥৪৩॥

অপশ্চমান ইতি । আত্মনেপদবিষয় ধানশব্দতায় আধঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীহরিনাসনিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

শমাধ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তথেষতি । পাতয়তীতি পাতনঃ সংহর্ষা । নন্দ্যাদিভ্যাং কর্তরি য়ুঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বনজপত্রাক্ষীং জলজপত্রাক্ষীম্ ॥৪৩—৪৪॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৪॥

—:~:—

তখন রাজা সেই পদ্মনয়না রমণীকে অধ্বেষণ করিবার জন্য উদ্ভক্তের আয়
ভ্রমণ করিতে থাকিয়া সমস্ত বন বিচরণ করিলেন ॥৪৩॥

কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আবার সেই খানে আসিয়া বহু বিলাপ করিয়া
রাজশ্রেষ্ঠ সম্বরণ নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছু কাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥৪৪॥

—:~:—

গন্ধর্ব বলিল—সেই কন্ডাটী অদৃশ্য হইলে, শক্রবিজয়ী সম্বরণ রাজা কাম-
পীড়নে মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

* ‘...একোনসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...একসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্তাশীত্যাধিকঃ...’ ইতি
পাঠভেদাঃ ।

তস্মিন্ নিপতিতে ভূমাবথ সা চারুহাসিনী ।
 পুনঃ পীনায়তশ্ৰোগী দৰ্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥২॥
 তং কুরুগাং কুলকরং কামাভিহতচেতসম্ ।
 উবাচ মধুরং বাক্যং তপতী প্রহসন্ত্যপি ॥৩॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে ন হুমহঁস্তরিন্দম ! ।
 মোহং নৃপতিশাৰ্দূল ! গন্তুমাবিকৃতঃ কিতৌ ॥৪॥
 এবমুক্তোহথ নৃপতির্বাচা মধুরয়া তদা ।
 দদৰ্শ বিপুলশ্ৰোগীং তামেবাভিমুখে স্থিতাম্ ॥৫॥
 অথ তামসিতাপাস্ত্রীমাবভাষে স পার্থিবঃ ।
 মন্থথাগ্নিপরীতান্না সন্দিগ্ধাকুরয়া গিরা ॥৬॥
 সাধু হুমসিতাপাস্ত্রি ! কামার্তং মতকাশিনি ! ।
 ভজস্ব ভজমানং মাং প্রাণা হি প্রজহন্তি মাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্ৱিতি । দৰ্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥২॥
 তমিতি । কুলকরম্ অবিচ্ছিন্নবংশপ্রবর্তকম্ । প্রহসন্তী শ্রয়মানা ॥৩॥
 উত্তিষ্ঠেতি । তে তব ভদ্রমস্ত । আবিকৃতো বিধাতা আবির্ভাবিতঃ ॥৪॥
 এবমিতি । বাচা উক্তরূপয়া ॥৫॥
 অথেতি । মন্থথাগ্নিপরীতান্না কামানলব্যাগ্ৰচিত্তঃ । সন্দিগ্ধাকুরয়া অম্পষ্টবাৎ ॥৬॥
 ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১—২॥ প্রহসন্ অস্ত ইব ॥৩॥ আবিকৃতঃ প্রধাতঃ । স্ত্রীলিঙ্গপাঠে তু
 তিনি ভূতলে পতিত হইলে, মধুরহাসিনী ও সুনিতম্বা সেই কস্তাটী আসিয়া
 পুনরায় রাজাকে দেখা দিল ॥২॥

এবং মুহূ হস্ত করিতে করিতে কুরুবংশরক্ষক কামার্ত রাজাকে এই মধুর
 বাক্য বলিল— ॥৩॥

‘হে শক্রবিজয়ী রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি উঠুন উঠুন ; আপনার মঙ্গল হউক ;
 বিধাতা আপনাকে রাজা করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছেন ; সুতরাং আপনি অন্ন
 কারণে মূচ্ছিত হইতে পারেন না’ ॥৪॥

রাজা মধুর বাক্যে এইরূপ অভিহিত হইয়া তখনই সম্মুখস্থিত সেই বিশাল-
 নিতম্বা কস্তাটীকে দেখিতে পাইলেন ॥৫॥

তাহার পর, কামাকুলহৃদয় সম্বরণ রাজা অম্পষ্ট বাক্যে সেই সুলোচনা
 কস্তাটীকে বলিতে লাগিলেন— ॥৬॥

(৩)...তপতী প্রহসন্তি, তপতী হাস্তীৰ সা ।

তদর্থং হি বিশালাক্ষি ! মাময়ং নিশিঠৈঃ শরৈঃ ।
 কামঃ কমলগর্ভাতে ! প্রতিবিধান্ ন শাম্যতি ॥৮॥
 দষ্টমেবমনাক্রন্দে ! ভদ্রে ! কামমহাহিনা !
 সা ত্বং গীনায়তজ্রোণি ! মামাংগু হি বরাননে ! ॥৯॥
 ত্বদধীনা হি মে প্রাণাঃ কিমরোদগীতভাষিণি ! ।
 চারুসর্বানবচ্চাঙ্গি ! পদ্মেন্দুপ্রতিমাননে ! ॥১০॥
 নহহং ত্বদৃতে ভীরু ! শঙ্ক্যামি খলু জীবিতুম্ ।
 কামঃ কমলপত্রাক্ষি ! প্রতিবিধ্যতি মাময়ম্ ॥১১॥
 তস্ম্যাৎ কুরু বিশালাক্ষি ! ময্যানুক্ৰোশমঙ্গনে ! ।
 ভক্তং মামসিতাপাঙ্গি ! ন পরিত্যক্তুমহঁসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সাপ্নিতি । প্রজহন্তি পরিত্যজন্তি । নকারলোপাভাব অর্থঃ ॥৭॥
 ষদ্বিতি । কমলগর্ভস্ত পদ্মকোষস্ত আভা ইব আভা যস্তাপ্তংসোধনম্ ॥৮॥
 দষ্টমিতি । কাম এব মহাহিমহাসপ্তেন দষ্টং মাম্ । ন বিজ্ঞতে আক্রন্দো মদাশ্বাসন-
 শব্দো যস্তাপ্তংসোধনম্ । “আরাবে রুদিতে ত্রাতর্ধ্যাক্রন্দো দাক্ষণে রণে” ইত্যমরঃ ॥৯॥
 ষদ্বিতি । কিমরস্ত উদগীতবদ্বৎকৃষ্টগানবৎ ভাষত ইতি তৎসোধনম্ ॥১০॥
 নহীতি । ত্বদৃতে স্বাং বিনা । প্রতিবিধ্যতি শরৈরিত্যি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

আবিভূতাস্মি ॥৪—৬॥ প্রজহন্তি প্রজহতি ॥৮॥ অনাক্রন্দে অত্রাতরি কালে । “আক্রন্দঃ
 ‘ভাল ; হে সুলোচনে ! হে যৌবনমন্তে ! আমি কামার্ভ হইয়া তোমাতে
 আসক্ত হইয়াছি, তুমিও আমাতে আসক্ত হও ; না হইলে প্রাণ আমাকে
 পরিত্যাগ করিবে ॥৭॥

হে বিশালনয়নে ! হে পদ্মকোষবর্ণে ! তোমার জগুই কাম আমাকে
 নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিয়া কিছুতেই নিবৃত্তি পাইতেছে না ॥৮॥

ভদ্রে ! কামরূপ মহাসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে ; কিন্তু সুন্দরি !
 তুমি আমার প্রতি আশ্বাসবাক্যও বলিতেছ না, সত্ত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা
 কর ॥৯॥

হে অনিন্দ্যসুন্দরি ! তোমার কণ্ঠস্থর কিম্বরের উৎকৃষ্ট গানের শ্রায় এবং
 তোমার মুখখানি পদ্ম ও চন্দ্রের তুল্য ; সুতরাং আমার প্রাণ তোমারই অধীন
 হইয়াছে ॥১০॥

সুন্দরি ! তোমাকে ছাড়িয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না । কারণ,
 এই কাম আমাকে অনবরত বিদ্ধ করিতেছে ॥১১॥

ত্বং হি মাং শ্রীতিযোগেন ত্রাতুমহঁসি ভাবিনি ! ।

ত্বদর্শনকৃতস্নেহং মনশ্চলতি মে ভৃশম্ ॥১৩॥

ন ত্বাং দৃষ্ট্বা পুনশ্চাত্মাং দ্রষ্টুং কল্যাণি ! রোচতে ।

প্রসীদ বশগোহং তে ভক্তং মাং ভজ ভাবিনি ! ॥১৪॥

দৃষ্টৌ ব ত্বাং বরারোহে ! মম্মথো ভৃশমঙ্গনে ! ।

অন্তর্গতং বিশালাক্ষি ! বিধ্যতি স্ম পতন্ত্রিভিঃ ॥১৫॥

মম্মথায়িসমুদ্ভূতং দাহং কমললোচনে ! ।

শ্রীতিসংযোগযুক্তাভিরম্ভিঃ প্রহ্লাদয়স্ব মে ॥১৬॥

পুষ্পায়ুধং ছুরাধর্ষং প্রচণ্ডশরকাম্মুকম্ ।

ত্বদর্শনসমুদ্ভূতং বিধ্যস্তং দুঃসহৈঃ শরৈঃ ।

উপশাময় কল্যাণি ! আত্মদানেন ভাবিনি ! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । অমুক্রোশং দয়াম্ । হে অঙ্গনে ! উত্তমস্মি ! ॥১২॥

স্মৃতি । শ্রীত্যা যোগো রমণায় সংযোগস্তেন । চলতি অধীরং ভবতি ॥১৩॥

নেতি । অত্যাং রমণীম্ । এতেন সপত্নীসম্ভাবনাপি তে নাস্তীতি স্মৃতিতম্ ॥১৪॥

দৃষ্টৌতি । অন্তর্গতং যথা স্মৃত্যু বিধ্যতি । স্মৃতি পাদপূরণে । পতন্ত্রিভির্বাণৈঃ ॥১৫॥

মম্মথেতি । শ্রীত্যা সংযোগে যুক্তাঃ সঙ্গতাঃ শ্রীতিসংযোগরূপাভিরম্ভাৎ, অস্তিত্বলৈঃ, প্রহ্লাদয়স্ব প্রহ্লাদনপূর্বকং শময়স্ব ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রন্দনে ছানেন মিত্রদারুণযুদ্ধয়োঃ । ভ্রাতৃধাপি চ পুংসি স্ত্রাং ইতি মেদিনী ॥২—১৬॥

অতএব বিশালনয়নে ! তুমি আমার প্রতিদয়া কর ; আমি তোমার ভক্ত ; স্মৃতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না ॥১২॥

সুন্দরি ! তুমি শ্রীতিপূর্বক সংযোগ ঘটাইয়া আমাকে রক্ষা কর ; তোমাকে দেখার পরে আমার মনে অমুরাগ জন্মিয়াছে, তাই সে মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ॥১৩॥

কল্যাণি ! তোমাকে দেখিয়া আর আমার অমুরাগকে দেখিবারও ইচ্ছা হইতেছে না, তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার অধীন এবং ভক্ত ; অতএব আমাকে ভজন কর ॥১৪॥

সুন্দরি ! তোমাকে দেখার পরেই কামদেব বাণ দ্বারা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত বিদ্ধ করিতেছেন ॥১৫॥

কমলনয়নে ! কামানল হইতে আমার যে দাহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি নিজের প্রণয়সংযোগরূপ জল দ্বারা নিবারিত কর ॥১৬॥

(১৪)...পুনরত্মা...কল্যাণি ! রোচয়ে... ।

গান্ধর্বেণ বিবাহেন মামুপৈহি বরান্ধনে ! ।

বিবাহানাং হি রস্তোরু ! গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১৮॥

তপত্ব্যবাচ ।

নাহমীশান্ননো রাজন্ ! কন্যা পিতৃমতী হৃহম্ ।

ময়ি চেদন্তি তে প্রীতির্ষাচস্ব পিতরং মম ॥১৯॥

যথা হি তে ময়া প্রাণাঃ সংগৃহীতা নরেশ্বর ! ।

দর্শনাদেব ভূয়স্ত্বং তথা প্রাণান্ মমাহবঃ ॥২০॥

ন চাহমীশা দেহস্ত তস্মান্ পতিসন্তম ! ।

সমীপং নোপগচ্ছামি ন স্বতন্ত্রা হি যোষিতঃ ॥২১॥

কা হি সর্কেষু লোকেষু বিশ্রুতাভিজ্ঞানং নৃপম্ ।

কন্যা নাভিলষেমাং ত্বর্তারং ভক্তবৎসলম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্পেতি । তব দর্শনেনৈব সমুত্তমং পরম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

গান্ধর্বেণেতি । শ্রেষ্ঠ আহরাণ্ডপেক্ষয়া ॥১৮॥

নেতি । আত্মনো ন ঈশা দানাদৌ সমর্থ । হি যস্মাদহং পিতৃমতী ॥১৯॥

যথেতি । সংগৃহীতা আকৃষ্টাঃ । ভূয়ঃ অধিকং যথাস্তাত্থা, অহরো কৃতবান্ ॥২০॥

নেতি । অহং মম দেহেনৈব ন ঈশা দানাদৌ সমর্থ । সমীপং তবোত্থঃ ॥২১॥

কল্যাণি । তোমার দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে কাম জন্মিয়াছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ কাম বিশাল বাণ ও ধনু ধারণ করিয়া ছঃসহ বাণ দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিতেছে ; অতএব স্তম্ভরি ! তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে শাস্ত কর ॥১৭॥

স্তম্ভরি ! তুমি গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে আমার সহিত মিলিত হও । রস্তোরু ! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ বিবাহ ॥১৮॥

তপতী বলিলেন—‘রাজা ! আমার দেহের উপরে আমার আধিপত্য নাই । কারণ, আমার পিতা আছেন । সুতরাং আপনার যদি আমার উপরে প্রণয় জন্মিয়া থাকে, তবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥১৯॥

রাজা ! আমি যেমন দর্শনমাত্রই আপনার প্রাণ হরণ করিয়াছি, আপনিও তেমন আমা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছেন ॥২০॥

কিন্তু আমি আমার দেহের প্রভু নহি ; তাই আমি আপনার নিকট যাইতেছি না । কারণ, স্ত্রীজাতি স্বাধীন নহে ॥২১॥

ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ কন্যা বিখ্যাতবংশসম্ভূত এবং ভক্তবৎসল রাজাকে প্রতিপালক ও পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে ? ॥২২॥

তস্মাদেবং গতে কালে যাচস্ব পিতরং মম ।
 আদিত্যং প্রণিপাতেন তপসা নিয়মেন চ ॥২৩॥
 স চেৎ কাময়তে দাতুং তব মামরিসূদন ! ।
 ভবিষ্যাম্যথ তে রাজন্ ! সততং বশবর্তিনী ॥২৪॥
 অহং হি তপতী নাম সাবিদ্যাবরজা হুতা ।
 অস্ম লোকপ্রদীপস্ম সবিভূঃ ক্ষত্রিয়র্ধব ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
 চৈত্ৰেণ তপত্যে পঞ্চযষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—❖❖—

ভারতকৌমুদী

কেতি । বিপ্রতাভিজ্ঞনং বিখ্যাতবংশম্ । নাথং বক্ষকম্ ॥২২॥
 তস্মাদিতি । এবং গতে ইথভূতে আবয়োঃ পরম্পরাহুৱাগসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ ॥২৩॥
 স ইতি । কাময়তে ইচ্ছতি । তব হন্তে ॥২৪॥
 অহমিতি । সাবজ্ঞাতঃ অবরজা কনিষ্ঠা । সবিভূঃ সূর্য্যাস্ত ॥২৫॥
 ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
 সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ৰেণ তপত্যে পঞ্চযষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—❖❖—

ভারতভাবদীপঃ

রোচতে রুচির্ভবতি ॥১৪—১৯॥ ভূয়োহধিকং অহরঃ কৃতবানসি ॥২০॥ তহি কিম্বতাং সঙ্গ
 ইতি চেৎ তজ্জাহ—ন চেতি ॥২১—২৫॥
 ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চযষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৫॥

—❖❖❖—

অতএব আপনি এইরূপ সময়ে প্রণিপাত, তপস্যা ও ব্রত দ্বারা আমার
 পিতা সূর্য্যদেবের নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥২৩॥
 মহারাজ ! তিনি যদি আমাকে আপনার হাতে দিতে ইচ্ছা করেন, তবে
 আমি চিরকালের জন্মই আপনার বশবর্তিনী হইব ॥২৪॥
 হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! জগতের প্রদীপ এই সূর্য্যদেবের কণ্ঠা সাবিত্রী ; আমি
 তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী ; আমার নাম—‘তপতী’ ॥২৫॥

—❖❖—

* ‘...সপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্বিসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্টাশীত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

এবমুদ্ভদ্রা ততস্তুৰ্ণং জগামোৰ্দ্ধমনিন্দিতা ।

স তু রাজা পুনৰ্ভূমৌ তত্রৈব নিপপাত হ ॥১॥

অধেষমাণঃ সবলন্তং রাজানং নৃপোত্তমম্ ।

অমাত্যঃ সানুযাত্রশ্চ তং দদর্শ মহাবনে ॥২॥

ক্ষিতৌ নিপতিতং কালে শক্রধ্বজমিবোচ্ছি তম্ ।

তং হি দৃষ্ট্বা মহেষাসং নিরশ্বং পতিতং ভুবি ॥৩॥

বভূব সোহস্র সচিবঃ সম্প্রদীপ্ত ইবাগ্নিনা ।

স্বরয়া চোপসঙ্গম্য স্নেহাদাগতসঙ্গমঃ ॥৪॥

তং সমুখাপয়ামাস নৃপতিং কামমোহিতম্ ।

ভূতলান্তুমিপালেশং পিতের পতিতং স্মৃতম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অনিন্দিতা সৰ্বান্ধশুন্দরী তপতী । রাজা সম্বরণঃ ॥১॥

অধেষমাণ ইতি । সবলঃ সৈন্যঃ । সানুযাত্রঃ সানুচরঃ ॥২॥

ক্ষিতাবিতি । উচ্ছি তং প্রাণতোলিতম্, কালে নিপতিতং শক্রধ্বজমিব । নিরশ্বং বাহনীভূতাশ্বশৃগুম্ । সম্প্রদীপ্তো জলিত ইব সস্তাপাতিরেকাৎ । আগতসঙ্গম উপস্থিতা-
ধৈর্য্যঃ । নৃপতিং সম্বরণম্ ॥৩—৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ অসুযাত্রঃ শিবিরভাণ্ডান্তাহর্ভূভিঃ সহিতঃ সানুযাত্রঃ ॥২॥ নিরশ্বং তপত্যা

গন্ধৰ্ব বলিল—সৰ্বান্ধশুন্দরী তপতী এইরূপ বলিয়া, তাহার পরেই উপরের
দিকে চলিয়া গেলেন ; কিন্তু সম্বরণ রাজা পুনরায় সেই খানেই ভূতলে পতিত
হইলেন ॥১॥

তাহার পর, সৈন্যগণ ও অসুচরগণের সহিত মন্ত্রী অধেষণ করিতে করিতে
সেই মহাবনেই আসিয়া সেই অবস্থায় রাজাকে দেখিতে পাইলেন ॥২॥

এবং যথাসময়ে উত্তোলিত আবার ভূতলে পতিত ইন্দ্রধ্বজের স্তায় মহাধনু-
র্জ্বর রাজাকে অশ্ববিহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সেই মন্ত্রী সস্তাপানলে
জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সম্বর যাইয়া, স্নেহের বশে ব্যস্ত হইয়া, পিতা যেমন

(৩)‘... নিরশ্বং পতিতং ভুবি’ ইতি নীলকণ্ঠসম্মতঃ পাঠঃ ।

প্রজ্ঞয়া বয়সা চৈব বৃদ্ধঃ কীর্ত্ত্যা নয়েন চ ।
 অমাত্যন্তং সমুখাপ্য বভূব বিগতজ্বরঃ ॥৬॥
 উবাচ চৈনং কল্যাণ্য বাচা মধুরোপস্থিতম্ ।
 মা ভৈর্মমুজশাদ্দূল ! ভদ্রমস্ত তবানঘ ! ॥৭॥
 ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তং তর্কয়ামাস বৈ নৃপম্ ।
 পতিতং পাতনং সংখ্যে শাত্রবাণাং মহীতলে ॥৮॥
 বারিণা চ হ্রশীতেন শিরস্তস্ত্রাভ্যেচয়ৎ ।
 অক্ষুটমুকুটং রাজ্ঞঃ পুণ্ডরীকহৃগন্ধিনা ॥৯॥
 ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণস্তদ্বলং বলবান্ নৃপঃ ।
 সর্বং বিসর্জয়ানাস তমেকং সচিবং বিনা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

প্রজ্ঞয়েতি । প্রজ্ঞয়া বুদ্ধা । নয়েন নাতিজ্ঞানেন চ । বিগতজ্বরঃ সম্ভাপশূন্যঃ ॥৬॥
 উবাচেতি । কল্যাণ্য মঙ্গলজনিকম্ । ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৭॥
 ক্ষুদ্বিতি । ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তম্, অতএব পতিতম্ । পাতনং নিপাতকম্, সংখ্যে
 যুদ্ধে ॥৮॥

বারিণেতি । অক্ষুটং বারিসেকেন ধূল্যাদিমল্যাপগমাৎ উজ্জলমতবৎ ॥৯॥

তত ইতি । প্রত্যাগতপ্রাণ উপস্থিতচেতনঃ । বলং সৈন্যম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তাক্তম্ ॥৩॥ আগতসংখ্যো জ্ঞাতব্যঃ ॥৪—৮॥ পুণ্ডরীকযুক্তেন হৃগন্ধিনা উশীরমূলে নিশ্চিতং
 মুকুটং দাষ্ট্যাপনয়নাং রাজ্ঞঃ শিরসি নিহিতমাত্রমক্ষুটং বিশিষ্টং মৃগঃ শুভমভূৎ ঐতথঃ ।
 পুত্রকে উস্তোলন করেন, তেমনই কামমোহিত ভূতল পতিত রাজাকে ভূতল
 হইতে উস্তোলন করিলেন ॥৩—৫॥

জ্ঞানে, বয়সে, যশে ও নীতিকৌশলে বৃদ্ধ সেই মন্ত্রী রাজা সম্বরণকে উস্তো-
 লন করিয়া সম্ভাপশূন্য হইলেন ॥৬॥

এবং তিনি মঙ্গলময় মধুর বাক্যে সম্মুখস্থিত রাজাকে কহিলেন—‘রাজশ্রেষ্ঠ ।
 আপনি ভীত হইবেন না, আপনার মঙ্গল হউক’ ॥৭॥

আর, মন্ত্রী মনে করিলেন—‘যুদ্ধে শত্রুনিপাতকারী রাজা ক্ষুধা ও পিপাসায়
 কাতর হইয়াই ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন’ ॥৮॥

তাহার পর, তিনি পদ্মসৌরভযুক্ত শীতল জল দ্বারা রাজার মস্তক সিক্ত
 করিলেন; তাহাতে ময়লা দূর হওয়ায় রাজার মুকুট খানি আরও উজ্জল
 হইল ॥৯॥

(২) . অক্ষুটমুকুটং রাজ্ঞঃ.... ।

ততস্তম্ভাজ্জরা রাজ্ঞো বিপ্রতন্থে মহম্বলম্ ।
 স তু রাজা গিরিপ্রস্থে তস্মিন্ পুনরুপাविशत् ॥১১॥
 ততস্তস্মিন্ গিরিবরে শুচিভূত্বা কৃতাজ্জলিঃ ।
 আরিরাধয়িষুঃ সূর্য্যং তস্মাবৃদ্ধমুখং ক্ষিতৌ ॥১২॥
 জগাম মনসা চৈব বশিষ্ঠমুখিসত্তমম্ ।
 পুরোহিতমমিত্রয়স্তুদা সম্বরণো নৃপঃ ॥১৩॥
 নক্তন্দিনমর্থৈকত্র স্থিতে তস্মিন্ জনাধিপে ।
 অথাজগাম বিপ্রযিস্তুদা দ্বাদশমেহহনি ॥১৪॥
 স বিদিত্বৈব নৃপতিং তপত্যা হতমানসম্ ।
 দিব্যেন বিধিনা জ্ঞাস্তা ভাবিতাস্তা মহানৃষিঃ ॥১৫॥
 তথা তু নিয়তাস্তানং তং নৃপং মুনিসত্তমঃ ।
 আবভাষে স ধর্ম্মাজ্ঞা তশ্চৈবার্থচিকীর্ষয়া ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । মহম্বলং মহতী চম্বঃ । গিরিপ্রস্থে পর্ব্বতসানৌ ॥১১॥
 তত ইতি । আরিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ । তস্মৌ স রাজা ॥১২॥
 জগামেতি । জগাম সম্ভার । অমিত্রয়ঃ শক্রহন্তা ॥১৩॥
 নক্তমিতি । নক্তন্দিনং দিবরাত্রম্ । দ্বাদশমে দ্বাদশসংখ্যাপরিমিতে ॥১৪॥
 স ইতি । দিব্যেন অলৌকিকেন বিধিনা ধ্যানেনেত্যর্থঃ, ভাবিতাস্তা জ্ঞানপোষিত-
 চিন্তাঃ । তস্ম নৃপতৈব, অর্থচিকীর্ষয়া প্রয়োজনসাধনেচ্ছয়া ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠান্তরে স্পষ্টোক্তার্থঃ ॥২॥ বলং সৈন্তম্ ॥১০॥ গিরিপ্রস্থে শৈলশিখরে ॥১১—১৩॥ দ্বাদশমে

পরে, রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া, কেবল সেই মন্ত্রী ব্যতীত সমস্ত সৈন্তকেই
 বিদায় করিলেন ॥১০॥

তদনন্তর, রাজার আদেশে সেই বিশাল সৈন্ত রাজধানীর দিকে প্রস্থান
 করিল ; কিন্তু রাজা সেই পর্ব্বতের সমতল ভূমিতেই পুনরায় উপবেশন করি-
 লেন ॥১১॥

তাহার পর, তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার ইচ্ছায় সেই পর্ব্বতেই
 পবিত্র ও কৃতাজ্জলি হইয়া উর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

এবং মনে মনে ঋষিচ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

রাজা এই ভাবে সেই স্থানে দিবরাত্র অবস্থান করিতে থাকিলে, বার
 দিনের দিন ত্রয়োবিংশি বশিষ্ঠ সেখানে আগমন করিলেন ॥১৪॥

জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মহর্ষি বশিষ্ঠ তপতীই যে সম্বরণ রাজার চিন্তা অপহরণ

স তস্ম মনুজেন্দ্রস্য পশ্যতো ভগবানৃষিঃ ।
 উর্দ্ধমাচক্রে দ্রষ্টুং ভাস্করং ভাস্করদ্ব্যতিঃ ॥১৭॥
 সহস্রাংশুং ততো বিপ্রঃ কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।
 বশিষ্ঠোহহমিতি প্রীত্যা স চান্মানং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮॥
 তমুবাচ মহাতেজা বিবস্বান্ মুনিসত্তমম্ ।
 মহর্ষে ! স্বাগতং তেহস্ত কথয়স্ব যথেষ্পিতম্ ॥১৯॥
 যদিচ্ছসি মহাভাগ ! মন্তঃ প্রবদতাং বর ! ।
 তন্তে দদ্যামভিপ্রেতং যদপি স্মাত্ স্তুত্বকরম্ ॥২০॥
 এবমুক্তঃ স তেনর্ষির্বশিষ্ঠঃ প্রত্যভাষত ।
 প্রণিপত্য বিবস্বন্তং ভানুমন্তং মহাতপাঃ ॥২১॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 যৈষা তে তপতী নাম সাবিত্র্যবরজা হুতা ।
 তাং ত্বাং সম্বরণস্তার্থে বরয়ামি বিভাবসো ! ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তস্ম তমনাদৃত্য । আচক্রে জগাম ॥১৭॥
 সহস্রেতি । সহস্রাংশুং স্ব্যাম্ ॥১৮॥
 তমিতি । বিবস্বান্ স্বর্ঘ্যঃ । স্বাগতং স্বাগতপ্রদ্বেন সমাদরণম্ ॥১৯॥
 বদতি । মন্তো যম সকাশাং ॥২০॥
 এবমিতি । ভানুমন্তং প্রশস্তকিরণং সহস্রকিরণং বা ॥২১॥
 যেতি । বরয়ামি প্রার্থয়ামি । প্রার্থনার্থবাদ্বিকল্পকম্ ॥২২॥
 করিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার
 সহিত কিছু আলাপ করিলেন ॥১৫—১৬॥
 পরে, রাজা দেখিতেছিলেন, এই অবস্থায়ই সূর্য্যের ভূল্য তেজস্বী ভগবান্
 বশিষ্ঠ সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত উপরের দিকে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥
 তাহার পর, বশিষ্ঠ কৃতাজ্জলি হইয়া সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং
 ‘আমি বশিষ্ঠ’ এইরূপে প্রণয়পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিলেন ॥১৮॥
 তখন সূর্য্যদেব মুনিস্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—‘মহর্ষি ! আপনার উপযুক্ত
 অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনি অভীষ্ট বিষয় বলুন ॥১৯॥
 মহান্ন ! আপনি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা অতিদ্রুত
 হইলেও আমি আপনাকে দিব’ ॥২০॥
 সূর্য্যদেব এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥২১॥

স হি রাজা বৃহৎকৌর্টির্ধর্মার্থবিদুদারধীঃ ।
 যুক্তঃ সম্বরণো ভর্তা দুহিতুস্তে বিহঙ্গমঃ ॥২৩॥
 ইতু্যুক্তঃ স তদা তেন দদানীত্যেব নিশ্চিতঃ ।
 প্রত্যভাষত তং বিপ্রং প্রতিনন্দ্য দিবাকরঃ ॥২৪॥
 বরঃ সম্বরণো রাজ্ঞাং ত্বম্বধীণাং বরো যুনে ! ।
 তপতী বোষিতাং শ্রেষ্ঠা কিমশ্রুদপসর্জনাং ॥২৫॥
 ততঃ সর্বানবচ্যাস্তীং তপতীং তপনঃ স্বয়ম্ ।
 দদৌ সম্বরণশ্রার্থে বশিষ্ঠায় মহান্ননে ॥২৬॥
 প্রতিজগ্রাহ তাং কন্যাং মহাযন্তপতীং তদা ।
 বশিষ্ঠোহহং বিশ্বকস্তু পুনরেবাজগাম হ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিহারসা আকাশেন গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ স্বর্ঘ্যস্তংস্বোধনম্ ॥২৩॥
 ইতীতি । নিশ্চিতঃ পূর্নমেব নিশ্চয়েন কৃতসঙ্করঃ । প্রতিনন্দ্য আদৃত্য ॥২৪॥
 বর ইতি । বরঃ শ্রেষ্ঠঃ । অপসর্জনাং দানাং, অশ্রুৎ কিং কর্তব্যমস্তি ॥২৫॥
 তত ইতি । তপনঃ স্বর্ঘ্যঃ, স্বয়মাস্ত্রনৈব ন পুনরশ্রুদ্বারা ॥২৬॥
 প্রতীতি । বিশ্বকস্তুঃ স্বসোপেতি শেষঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বাদশসংখ্যা মিতে ॥১৪॥ দিব্যেন বিধিনা যোগবলেন ॥১৫—১৬॥ পৃথতঃ সতঃ পৃথতো-
 বশিষ্ঠ বলিলেন—‘স্বর্ঘ্যদেব ! সাবিত্রীর কনিষ্ঠা তপতী নামে আপনার যে
 একটা কন্যা আছে, সেটীকে সম্বরণ রাজার জন্ত আপনার নিকট আমি প্রার্থনা
 করি ॥২২॥

সম্বরণ রাজা অত্যন্ত যশস্বী, ধর্ম্মার্থজ্ঞ এবং উদারচেতা ; সুতরাং তিনিই
 আপনার কন্যার উপযুক্ত বর’ ॥২৩॥

স্বর্ঘ্যদেব পূর্বেই সম্বরণ রাজাকে কন্যা দান করিবেন এইরূপ স্থির করিয়া-
 ছিলেন ; সুতরাং তখন বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, তাঁহাকে আদর করিয়া
 বলিলেন—॥২৪॥

‘মহর্ষি ! সম্বরণ, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 এবং তপতীও নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা । অতএব সম্বরণের হস্তে তপতীকে দান

করা দিই আর কি করিব ॥২৫॥

তারপর, স্বর্ঘ্যদেব নিজেই সম্বরণ রাজার জন্ত সর্বদ্বন্দ্বমুন্দরী তপতীকে
 মহান্না বশিষ্ঠের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥২৬॥

যত্র বিখ্যাতকীর্তিঃ স কুরুণামুযভোহভবৎ ।
 স রাজা নম্রথা বিকৃতদগতেনান্তরাগ্ননা ॥২৮॥
 দৃষ্ট্বা চ দেবকন্যাং তাং তপতীং চারুহাসিনীম্ ।
 বশিষ্ঠেন সহায়ান্তীং সংহক্টোহভ্যধিকং বভৌ ॥২৯॥
 রুরুচে সাধিকং স্তম্ভরাপতন্তী নভস্তলাং ।
 সৌদামিনীব বিজ্ঞক্টা ছোতয়ন্তী দিশাং দ্বিমা ॥৩০॥
 কৃচ্ছাদ্বাদশরাত্রে তু তস্মা রাজ্ঞঃ সমাহিতে ।
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥৩১॥
 তপসারাদ্য বরদং দেবং গোপতিমীশ্বরম্ ।
 লেভে সম্বরণো ভার্য্যাং বশিষ্ঠশ্চৈব তেজসা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যদ্রেতি । তদগতেন তপতীগতেন । নম্রধাবিষ্টঃ অভবদতি সপদঃ ॥২৮॥
 দৃষ্টেতি । সংজ্ঞঃ অতীবানন্দিতঃ সম্বরণ ইতি শেষঃ ॥২৯॥
 রুরুচে ইতি । আপতন্তা আগচ্ছন্তা । সৌদামিনী বিহ্বাং । দ্বিমা শরীরকাস্তা ॥৩০॥
 কৃচ্ছাদিতি । দ্বাদশরাত্রে, কৃচ্ছাং নব্যত্রতাচরণকষ্টাং, সমাহিতে সমাদিনা অতি-
 বাহিতে ॥৩১॥

তপসেতি । গোপতিং তেজসাং পতিম্, ঈশ্বরং হ্যম্ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

হর্থে বা ॥১৭—২২॥ বিহ্বদম্ ! হে পেচব ! ॥২৩—২৪॥ বিমুক্তচেঃ স্তম্ভ, অপবত্তনাং দানাং
 ॥২৫—৩০॥ কৃচ্ছাং ক্লেশাং, দ্বাদশরাক্ষমাপো সমাহিতে সমাদৌ নিবসে সমাপ্তে সতি ॥৩১॥

মহর্ষি বশিষ্ঠও তখন তপতীনন্দী সেট কন্যাটাকে গ্রহণ করিলেন এবং
 সূর্য্যদেবের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় চলিয়া আসিলেন ॥২৭॥

বিখ্যাতকীর্ত্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বরণ রাজা তপতীকে ভার্য্যেত্ব থাকিয়া কামাবিষ্ট
 হইয়া যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥২৮॥

রাজা, চারুহাসিনী দেবকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠের সন্তিত আসিতে দেখিয়া,
 অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

সুন্দরী তপতীও মেঘবিচ্যুত বিদ্যুতের ছায় আপন কাঙ্ক্ষি দ্বারা সমস্ত দিক্
 আলোকিত করিয়া, আকাশ হইতে আসিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥৩০॥

তখন রাজা কষ্টসাধ্য সূর্য্যোপাসনায় দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে, শুদ্ধ-
 চিত্ত বশিষ্ঠ তপতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৩১॥

ততস্তস্মিন্ গিরিশ্চেষ্ঠে দেবগন্ধর্বসেবিতো ।
 জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং তপত্যাঃ স নরর্ষভঃ ॥৩৩॥
 বশিষ্ঠেনাভানুজ্ঞাতস্তস্মিন্নিমেব ধরাধরে ।
 সৌহক্যময়ত রাজর্ষির্বিহর্তুং সহ ভার্যয়া ॥৩৪॥
 ততঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ বনেষুপবনেষু চ ।
 আদিদেশ মহীপালস্তমেব সচিবং তদা ॥৩৫॥
 নৃপতিং ভ্রাতৃভ্রাতৃপ্য বশিষ্ঠৌহথাপচক্রমে ।
 সৌহৃথ রাজা গিরৌ তস্মিন্ বিজহারামরো যথা ॥৩৬॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি কাননেষু বনেষু চ ।
 রেমে তস্মিন্ গিরৌ রাজা তর্যৈব সহ ভার্যয়া ॥৩৭॥
 তস্মৈ রাজ্ঞঃ পুরে তস্মিন্ সমা দ্বাদশ সত্তম ! ।
 ন ববর্ষ সহস্রাক্ষো রাষ্ট্রে চৈবাস্ত ভারত ! ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স নরর্ষভঃ সধরণঃ ॥৩৩॥
 বশিষ্ঠেনেতি । ধরাধরে পর্বতে । অকাময়ত ঐচ্ছৎ ॥৩৪॥
 তত ইতি । আদিদেশ শাসনাদিকং বিধাতুমিতি শেষঃ ॥৩৫॥
 নৃপতিমিতি । অপচক্রমে প্রত্যস্তে ॥৩৬॥
 তত ইতি । কাননেষু মহারণেষু, বনেষু উপবনেষু ॥৩৭॥
 তত্বেতি । সমা বৎসরান্ । সহস্রাক্ষ ইন্দ্ৰঃ । রাষ্ট্রে রাজ্যে ॥৩৮॥

সধরণ রাজা তপস্তা দ্বারা বরদাতা জগদীশ্বর সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া
 এবং বশিষ্ঠের প্রভাবে তপতীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর, দেবগণ ও গন্ধর্বগণসেবিত সেই পর্বতে থাকিয়াই সধরণ
 রাজা যথাবিধানে তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন ॥৩৩॥

পরে, বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে রাজা সেই পর্বতে থাকিয়াই ভার্য্যা তপতীর
 সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে, তিনি রাজধানী, রাজ্য, বন ও উপবনপ্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার
 জন্ত সেই মন্ত্রীকেই আদেশ করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ রাজাকে ঐরূপ অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন ; রাজাও
 সেই পর্বতে থাকিয়া দেবতার স্রায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে রাজা বার বৎসরপর্য্যন্ত সেই পর্বতে থাকিয়া বনে ও উপবনে
 সেই ভার্য্যার সহিত রমণ করিলেন ॥৩৭॥

ততস্তস্মান্নারুহ্য প্রবৃত্তায়ামরিন্দম্ ।
 প্রজাঃ ক্ষয়মুপাজগ্মুঃ সৰ্ব্বাঃ সস্বাণ্ডজঙ্গমাঃ ॥৩৯॥
 তস্মিন্স্থথাবিধে কালে বর্তমানে স্তদারুণে ।
 নাবশ্যায়ঃ পপাতোৰ্ব্বাং ততঃ শস্মানি নারুহন্ ॥৪০॥
 ততো বিভ্রাস্তমনসো জনাঃ ক্ষুদ্রয়পীড়িতাঃ ।
 গৃহাণি সম্পরিত্যজ্য বভ্রমুঃ প্রদিশো দিশঃ ॥৪১॥
 ততস্তস্মিন্ পুরে রাষ্ট্রে ত্যক্তদারপরিগ্রহাঃ ।
 পরস্পরমমৰ্ষাদাঃ ক্ষুধার্তা জজিরে জনাঃ ॥৪২॥
 তৎক্ষুধার্তৈর্নিরাহারৈঃ শবভূতৈস্তথা নরৈঃ ।
 অভবৎ প্রেতরাজস্ব পুরং প্রেতৈরিবারতম্ ॥৪৩॥
 ততস্তদাদৃশং দৃষ্ট্বা স এব ভগবানৃষিঃ ।
 প্রত্যপগত ধৰ্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রবৃত্তায়ং জাতায়াম্ । সস্বাণ্ডজঙ্গমাঃ সচরাচরাঃ ॥৩৯॥
 তস্মিন্স্থিতি । অবশ্যায়স্বধারোহপি । নারুহন্ নোৎপন্নানি ॥৪০॥
 তত ইতি । বিভ্রাস্তমনসঃ অস্থিরচিত্তাঃ । প্রদিশো দিগন্তরালানি ॥৪১॥
 তত ইতি । পরিগ্রহাঃ পরিজননাঃ । অমৰ্ষাদাঃ কর্তব্যনিয়মশূন্যতাঃ ॥৪২॥
 তদিতি । তৎ রাজপুৰম্ । শবভূতৈর্মৃতপ্রায়েঃ । প্রেতরাজস্ব যমস্ব ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গোপতিং স্বৰ্ঘ্যম্ ॥৩২—৩৭॥ ন ববধ রাজ্ঞঃ কামসক্তা বার্ষিকজ্যোতিষ্টোমাদিক্রিয়ালোপাৎ

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! সেই বার বৎসরের মধ্যে সেই রাজার রাজ্য ও রাজধানীতে
 ইন্দ্র বর্ষা করিলেন না ॥৩৮॥

সেই অনাবৃষ্টি চলিতে থাকিলে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রজাই ক্রমশঃ ক্ষয়
 পাইতে লাগিল ॥৩৯॥

সেইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে ভূতলে হিমবিন্দুও পড়ে নাই ; তাহাতে কোন
 শস্যই জন্মে নাই ॥৪০॥

তাহাতে লোক সকল ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অস্থির-
 চিত্তে দিক্‌বিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৪১॥

এবং সেই রাজ্য ও রাজধানীর মানুষেরা ক্ষুধার্ত হইয়া ভাৰ্ঘ্যা ও পরিজন-
 বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কর্তব্যহীন হইয়া পড়িল ॥৪২॥

ক্ষুধার্ত অথ চ উপবাসী মৃতপ্রায় লোকে পরিপূর্ণ সেই রাজধানীটা, প্রেতে
 পরিপূর্ণ বমালয়ের স্থায় হইয়া পড়িল ॥৪৩॥

তঞ্চ পার্থিবশাৰ্দূলমানয়াস তৎ পুরম্ ।
 তপত্যা সহিতং রাজন্ ! বর্ষে দ্বাদশমে গতে ।
 ততঃ প্রবৃত্তন্ত্রাসীদযথাপূর্বং সুরারিহা ॥৪৫॥
 তস্মিন্ নৃপতিশাৰ্দূলে প্রবিষ্টে নগরং পুনঃ ।
 প্রববর্ষ সহস্রাঙ্কঃ শস্ত্রানি জনয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬॥
 ততঃ সরাষ্ট্রং যুগ্মদে তৎ পুরং পরয়া মূদা ।
 তেন পার্থিবযুগ্মেন ভাপিতং ভাবিতান্ননা ॥৪৭॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পুনরীজে নরাধিপঃ ।
 তপত্যা সহিতং পত্ন্যা যথা শচ্যা মরুৎপতিঃ ॥৪৮॥
 এবমাসীন্মহাভাগা তপতী নাম পৌর্বিকী ।
 তব বৈবস্বতী পার্থ ! তাপত্যস্তুং যয়া মতঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তৎ রাজপুরম্, তাদৃশং ক্লিষ্টজনাকুলম্ । প্রতাপত্বত আগচ্ছৎ ॥৪৫॥
 তমিতি । মানয়ামাস আনিয়া । দ্বাদশ মা মানং পরিমাণং যন্ত তস্মিন্ । সুরারিহা
 ইন্দ্রঃ, যথাপূর্বং পূর্ববদেব, তত্র দেশে, প্রবৃত্তো বধণকারী । নৃপাদৌহং শ্লোকঃ ॥৪৬॥
 তস্মিন্নিতি । সহস্রাঙ্ক ইন্দ্রঃ । জনয়ন্ জনয়িগ্মন্ ॥৪৬॥
 তত ইতি । ভাবিতং মৌভাগ্যশালীকৃতম্ । ভাবিতান্ননা নিশ্চলীকৃতমনসা ॥৪৭॥
 তত ইতি । ইন্দ্রে যজ্ঞং চকার । মরুৎপতিরিন্দ্রঃ ॥৪৮॥
 এবমিতি । পৌর্বিকী পূর্বমুৎপন্ন। বৈবস্বতী বিবস্বতঃ কন্যা ॥৪৯॥

তাহার পর, সেই রাজধানীটাকে সেইরূপ দেখিয়া, ধর্ম্মাশ্রা মুনিশ্রেষ্ঠ সেই
 বশিষ্ঠই সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি বার বৎসর অতীত হইলে, তপতীর সহিত সম্বরণ রাজাকে সেই
 রাজধানীতে আনয়ন করিলেন ; তাহার পর, সেই দেশে দেবরাজ পূর্বের আয়
 বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥

সম্বরণ রাজা রাজধানীতে প্রবেশ করিলে,, দেবরাজ শস্ত্র জম্মাইবেন
 বলিয়া বর্ষা করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

নির্ম্মলহৃদয় সম্বরণ রাজা ভাগ্য ফিরাইয়া আনিলে, রাজ্যের সহিত সেই
 রাজধানী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥৪৭॥

তাহার পর, শচীদেবীর সহিত মিলিত দেবরাজের আয় সম্বরণ রাজা
 তপতীর সহিত মিলিত হইয়া, আবার বার বৎসর যজ্ঞ করিলেন ॥৪৮॥

(৪৫)....রাজয় যিতং দ্বাদশাঃ সমাঃ, ব্যুযিতং শাস্বতীঃ সমাঃ... ।

তস্তাং স জনয়ামাস কুরুং সম্বরণো নৃপঃ ।

তপত্যাং তপতাং শ্রেষ্ঠ ! তাপতাত্বং ততোহৰ্জুন ! ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

চৈত্ররথে তাপত্যাং নাম ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — ০ঃ৩ঃ০ — —

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

— — ০ঃঃ — —

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স গন্ধৰ্ববচঃ শ্রেষ্ঠা তত্তদা ভরতৰ্ভ ! ।

অৰ্জুনঃ পরয়া প্রীত্যা পূৰ্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্তামিতি । তপতাং প্রতাপেন শক্রতাপিনাম্ । তপত্যা অপত্যমিতি তাপতাম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— — ০ঃ৩ঃ০ — —

স ইতি । প্রীত্যা মহাজনবংশে জয়প্রবণানন্দেন । পূৰ্ণচন্দ্র ইব উৎফুরাকারহাং ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৮—৩৯॥ অবস্থায়ঃ নীহারোহপি ন পপাত কুতো বৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥৪০—৪২॥ তৎ তদা,

শবভূতৈঃ মৃতসদৃশৈঃ ॥৪৩—৫০॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৬॥

— — ০ঃঃ — —

অৰ্জুন ! তোমা হইতে পূৰ্বেওপন্ন সূর্য্যকন্ধ্যা তপতী এইরূপ ভাগ্যবতী ছিলেন ; ষাঁহার নাম অনুসারে তুমি ‘তাপত্য’ হইয়াছ ॥৪৯॥

হে বীরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন ! সেই সম্বরণ রাজা সেই তপতীর গর্ভে ‘কুরু’ নামে একটা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । তপতীর বংশে জন্মিয়াছ বলিয়া তুমি ‘তাপত্য’ ॥৫০॥

— — ০ঃঃ — —

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অৰ্জুন সেই গন্ধৰ্বের কথায় শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দে পূৰ্ণচন্দ্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

* ‘...একসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রিসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...একোননবত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি । (১)...পরয়া ভক্ত্যা... ।

উবাচ চ মহেশাসো গন্ধর্বং কুরুসত্তমঃ ।
 জাতকৌতুহলোহ্তীব বশিষ্ঠস্ত তপোবলাৎ ॥২॥
 বশিষ্ঠ ইতি যশ্চৈতদূষেণাম ত্বয়েরিতম্ ।
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাবত্তদ্বদস্ব মে ॥৩॥
 য এষ গন্ধর্বপতে ! পূর্বেষাং নঃ পুরোহিতঃ ।
 আসীদেতন্মামাচক্ষু ক এষ ভগবানৃষিঃ ॥৪॥
 গন্ধর্ব উবাচ ।
 ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোহরুদ্রতীপতিঃ ।
 তপসা নির্জিতো শশ্বদজ্যেয়াবমরৈরপি ॥৫॥
 কামক্রোধাবুভৌ যস্ত চরণৌ সংববাহতুঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণাং বশকরো বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 যথা কামশ্চ ক্রোধশ্চ নির্জিতাবজ্রিতৌ নরৈঃ ।
 জিতারয়ো জিতা লোকাঃ পশ্চানশ্চ জিতা দিশঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

উবাচেতি । মহেশাসো মহাধনুর্ধরঃ । তপোবলাৎ তপোবলশ্রবণাৎ ॥২॥
 বশিষ্ঠ ইতি । ঈরিতমুক্তম্ । তৎ বশিষ্ঠোপাখ্যানম্ ॥৩॥
 য ইতি । নঃ অস্মাকম্, পূর্বেষাং পূর্বপুরুষাণাম্ ॥৪॥
 ব্রহ্মণ ইতি । মানসো মনঃসঙ্কল্পমাত্রেনৈব জাতঃ । শশ্বৎ সর্বদা, অমরৈরপি অজ্ঞেয়ো
 কামক্রোধৌ নির্জিতাবিতি সদ্বৃদ্ধঃ । তৌ চোভৌ, যস্ত চরণৌ, সংববাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ
 চরণসংবাহকৌ ভূত্যাবিব বশীভূত্বরিভাঃ । আগোহয়ং প্রয়োগঃ ॥৫—৬॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর অর্জুন বশিষ্ঠের তপস্তার প্রভাব শুনিয়া অত্যন্ত
 কৌতুকাবিত হইয়া গন্ধর্বকে বলিলেন—॥২॥

‘সখে ! তুমি যে মহর্ষির ‘বশিষ্ঠ’ এই নাম বলিলে, তাঁহার বৃত্তান্ত আমি
 শুনিতে ইচ্ছা করি ; সুতরাং আমার নিকট তাহা তুমি বল ॥৩॥

গন্ধর্বরাজ ! যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, এই
 মহর্ষি কে ? তাহা আমার নিকট বল’ ॥৪॥

গন্ধর্ব বলিল—বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং অরুদ্রতীর পতি ; ইনি
 তপস্তার প্রভাবে দেবগণেরও অজ্ঞেয় কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছেন ; তাই
 কাম ও ক্রোধ ভূতের গায় তাঁহার বশীভূত এবং তিনি অশাস্ত ইন্দ্রিয়কেও
 বশ করিয়াছেন ; তাহাতেই লোকে তাঁহাকে ‘বশিষ্ঠ’ বলে ॥৫—৬॥

(৬)....চরণৌ সংববাহতুঃ । ৭ লোকঃ কুত্রচিৎ পুত্রকে ন দত্ততে ।

যস্ত নোচ্ছেদনং চক্রে কুশিকানামুদারধীঃ ।

বিশ্বামিত্রাপরাধেন ধারয়ন্ মন্থ্যমুত্তমম্ ॥৮॥

পুত্রব্যাসনসন্তপ্তঃ শক্তিমানপ্যশক্তবৎ ।

বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কৰ্ম দারুণম্ ॥৯॥

মৃত্যুশ্চ পুনরাহৰ্ত্তুং যঃ স পুত্রান্ যমক্ষয়াৎ ।

কৃতান্তং নাতিচক্রাম বেলামিব মহোদধিঃ ॥১০॥

যং প্রাপ্য বিজিতান্নানং মহান্নানং নরাধিপাঃ ।

ইক্ষ্বাকবো মহীপালা লেভিরে পৃথিবীমিমাম্ ॥১১॥

পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্ঠমুন্নিমুত্তমম্ ।

ঈজিরে ক্রতুভিঃশ্চৈব নৃপাস্তে কুরুনন্দন ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠনামি যোগান্তরমাহ যথেন্তি । অরয়ো লোভাদরোহন্তঃশত্রবঃ । জিতা ইতি বিসর্গ
লোপেহপি পুনঃ সন্ধিরাধঃ । পুত্ৰানঃ কামাদীনামন্তঃশত্রুণাং প্রসরণমার্গাশ্চ ॥৭॥

য ইতি । উত্তমমুৎকটম্, মন্থ্যং ক্রোধম্, ধারয়ন্ অন্তরেব নিরুদ্ধম্ ॥৮॥

পুত্রেন্তি । পুত্রব্যাসনসন্তপ্তঃ শতপুত্রবধেনোত্তেজিতঃ । কৰ্ম্ম যতিচারাদিকম্ ॥৯॥

মৃত্যুনিতি । যমশ্চ ক্ষয়ান্তবনাৎ । কৃতান্তং তমেব যমম্ । বেলাং তীরম্ ॥১০॥

যমিতি । বিজিতান্নানং বশীকৃতেন্দ্রিয়ম্ । ইক্ষ্বাকব ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১১॥

পুরোহিতমিতি । ঈজিরে দেবান্ পূজয়ামাস্থঃ । তে ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১২॥

তিনি মানুষ্যের অজ্ঞেয় কাম ও ক্রোধকে যেমন জয় করিয়াছেন, তেমন
লোভপ্রভৃতি শত্রু, সমস্ত লোক, কামাদির পথ এবং সকল দিক্ও জয়
করিয়াছেন ॥৭॥

যে মহাত্মা দারুণ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের অপরাধে
উঁহার কুশিকবংশেরই উচ্ছেদ করেন নাই ॥৮॥

যিনি পুত্রবধে উত্তেজিত এবং প্রতিবিধানে সমর্থ হইয়াও অসমর্থেরই মত
খাকিয়া বিশ্বামিত্রের বিনাশের জন্য কোন ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন
নাই ॥৯॥

যিনি যমালয় হইতে মৃত পুত্রগণকে পুনরায় আনিবার জন্য, সমুদ্র যেমন
তীর অতিক্রম করে না, সেইরূপ যমকে অতিক্রম করেন নাই ॥১০॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা যে জিতেদ্রিয় মহাত্মাকে পুরোহিত পাইয়া এই
পৃথিবী লাভ করিয়া গিয়াছেন ॥১১॥

এবং সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা ঋষিশ্রেষ্ঠ যে বশিষ্ঠকে পুরোহিত পাইয়া
নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন ॥১২॥

স হি তান্ যাজ্যামাস সর্বান্ নৃপতিসন্তমান্ ।
 ব্রহ্মর্ষিঃ পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠ ! বৃহস্পতিরিবামরান্ ॥১৩॥
 তস্মাক্ষ্মপ্রধানাত্মা বেদধর্মবিদীপিতঃ ।
 ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোধাঃ প্রতিদৃশ্যতাম্ ॥১৪॥
 ক্ষত্রিয়েণাভিজাতেন পৃথিবীং জেতুমিচ্ছত ।
 পূর্বং পুরোহিতঃ কার্য্যঃ পার্থ ! রাজ্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥১৫॥
 মহীং জিগীষতা রাজ্ঞা ব্রহ্ম কার্য্যং পুরঃসরম্ ।
 তস্মাৎ পুরোহিতঃ কশ্চিৎ গুণবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 বিদ্বান্ ভবতু বো বিপ্রো ধর্মকামার্থতত্ত্ববিৎ ॥১৬॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
 চৈত্ররথে বাশিষ্ঠে সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তান্ ইক্ষ্বাকুংশীয়ান্ ॥১৩॥
 তস্মাদিতি । পুরোধাঃ পুরোহিতঃ, প্রতিদৃশ্যতাম্ অঘিগ্ৰ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৪॥
 ক্ষত্রিয়েণেতি । অভিজাতেন সংকুলোৎপন্নেন ॥১৫॥
 মহীমতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মণগতো বেদঃ, বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ । ষট্‌পদমিদং পঞ্চম্ ॥১৬॥
 ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
 সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

স গন্ধর্ষেতি ॥১—৭॥ অপরাধেন পুত্রশতবধরূপেণ ॥৮—১৫॥ প্রকরণার্থমুপসংহরতি
 তস্মাদিতি ॥১৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তষষ্ঠ্যধিঃ শততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৭॥

বৃহস্পতি যেমন দেবগণের যাজন করেন, তেমন সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত
 সূর্য্যবংশীয় রাজাদের যাজন করিয়াছেন ॥১৩॥

অতএব সখে । ধার্মিক, বেদজ্ঞ ও গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত
 করিবার জন্ত তোমরা অন্বেষণ কর ॥১৪॥

অর্জুন ! পৃথিবীজিগীষু সংকুলোৎপন্ন ক্ষত্রিয় রাজ্যবৃদ্ধির জন্ত সকল
 কার্যের পূর্বে পুরোহিত নির্বাচন করিবেন ॥১৫॥

রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করিবেন ।
 অতএব ধর্ম, অর্থ ও কামের উদ্ভজ্ঞ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় এবং গুণবান্ কোন
 ব্রাহ্মণ তোমাদের পুরোহিত হউন ॥১৬॥

* ‘...বিসপ্তত্যধিকঃ...’ ‘...চতুঃসপ্তত্যধিকঃ...’ ‘...নবত্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

অৰ্জুন উবাচ ।

কিংনিমিত্তমভূদ্বৈরং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ।

বসতোরাশ্রমে দিব্যে শংস নঃ সৰ্বমেব তৎ ॥১॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

ইদং বাশিষ্ঠমাখ্যানং পুরাণং পরিচক্ষতে ।

পার্থ ! সৰ্বেষু লোকেষু যথাবত্তমিবোধ মে ॥২॥

কান্নকুঞ্জে মহানাসীৎ পার্থিবো ভরতৰ্ষভ ! ।

গাধীতি বিশ্রুতো লোকে কুশিকস্ত্রাস্ত্রসম্ভবঃ ॥৩॥

তস্তা ধৰ্ম্মাস্ত্রনঃ পুত্রঃ সমুদ্রবলবাহনঃ ।

বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো বভূব রিপুমর্দনঃ ॥৪॥

স চচার সহামাত্যো মৃগয়াং গহনে বনে ।

মৃগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ রম্যেযু মরুধন্থস্ব ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আশ্রমে বসতো হেবাদিশৃঙ্গাধৈরশ্চৈবাসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥১॥

ইদমিতি । আখ্যানং বৃত্তান্তম্, পুরাণং প্রাচীনম্ ॥২॥

কান্তেতি । কান্নকুঞ্জে তদাখ্যে দেশে । বিশ্রুতো বিখ্যাতঃ ॥৩॥

তস্তেতি । তস্তা গাধেঃ । সমুদ্রানি প্রচরাণি বলানি সৈন্যানি বাহনানি চ যন্ত সঃ ॥৪॥

স ইতি । মরুযু নিজলেযু ধন্যসু সজলেযু চ স্থলেযু । “ধন্থ স্থলচাপয়োঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কিংনিমিত্তমিতি ॥১—৪॥ মরুধন্থস্ব মরুসংজ্ঞকেযু অল্পজলপ্রদেশেষু । “ধন্থা তু মরুদেশে

অৰ্জুন বলিলেন—‘বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট তপোবনে বাস করিতেন ; সুতরাং তাঁহাদের পবনস্পর্শ শত্রুতা হইয়াছিল কেন ? সেই সমস্ত বৃত্তান্তই আমাদের নিকট বল’ ॥১॥

গন্ধৰ্ব বলিল—‘অৰ্জুন ! সমস্ত জগতের লোকই এই বশিষ্ঠের উপাখ্যান প্রাচীন বলিয়া থাকে ; তাহা আমার নিকট যথাযথভাবে শোন ॥২॥

কান্নকুঞ্জে কুশিক রাজার পুত্র ‘গাধি’—নামে জগদ্বিখ্যাত এক মহারাজ ছিলেন ॥৩॥

সেই ধৰ্ম্মাত্মা গাধি রাজার ‘বিশ্বামিত্র’—নামে একটা পুত্র জন্মে ; সেই বিশ্বামিত্রের প্রচুর সৈন্য ও বাহন ছিল এবং তিনি শত্রুবিজয়ী হইয়াছিলেন ॥৪॥

ব্যায়ামকর্ষিতঃ সৌধে মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ ।
 আজগাম নরশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠস্তাত্মমং প্রতি ॥৬॥
 তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃণিঃ ।
 বিশ্বামিত্রং নরশ্রেষ্ঠং প্রতিজ্ঞগ্রাহ পূজয়া ॥৭॥
 পাণ্ডার্য্যচমনীয়েন্থ স্বাগতেন চ ভারত ।
 তথৈব পরিজ্ঞগ্রাহ বন্থেন হবিষা তথা ॥৮॥
 তস্তাথ কামধুগুণ্ধেনুর্বশিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ।
 উক্তা কামান্ প্রযচ্ছেতি সা কামান্ দুহুহে ততঃ ॥৯॥
 বাপ্পাঢ্য্যশৌদনশ্চৈব রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ।
 নিষ্ঠানানি চ সুপাংশ্চ দধিকুল্যান্তথৈব চ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ব্যায়ামেতি । ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ কর্ষিতঃ স্লিষ্টঃ ॥৬॥
 তমিতি । শ্রেষ্ঠভাক্ প্রধানত্বাৎ শ্রেষ্ঠস্থানভাগী । প্রতিজ্ঞগ্রাহ আদৃতবান্ ॥৭॥
 পাণ্ডেতি । হবিষা হোমযোগেন নীবারৌদনাদিনা ॥৮॥
 তস্তেতি । কামান্ দোষ্যতি কামধুক্ অভীষ্টদাত্রী । কামান্ কাম্যবন্তুনী ॥৯॥
 বাপ্পেতি । বাপ্পাঢ্য্যস্ত বাপ্পযুক্তস্ত, ওদনস্ত অন্নস্ত, রাশয়ো ধেনা দুহুহিরে ইতি বাক্য-
 ভেদঃ । নিষ্ঠানানি ব্যঞ্জনানি । “জ্ঞাত্তেমনস্ত নিষ্ঠানম্” ইত্যমরঃ । দধঃ কুল্যাঃ কৃত্রিম-
 ভারতভাবদীপঃ

না ক্রীবে চাপে শ্লেহপি চ” ইতি মেদিনী ॥৫॥ ব্যায়ামকর্ষিতঃ শ্রমেণ শ্লানঃ ॥৬॥ শ্রেষ্ঠভাক্

একদা সেই বিশ্বামিত্র মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া গহন বনে প্রবেশ
 করিয়া, মরুভূমিতে এবং রম্য স্থানে হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করিতে থাকিয়া
 মৃগয়া করেন ॥৫॥

তাহার পর, মৃগলিপ্সু বিশ্বামিত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত্ত হইয়া
 বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন ॥৬॥

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ সেই বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া যথেষ্ট
 আদর করেন ॥৭॥

এবং পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্বাগতপ্রশ্ন ও বস্ত্র খাণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের
 সৎকার করেন ॥৮॥

মহাত্মা বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল ; তিনি তাহার নিকট যাইয়া
 বলিলেন—‘আমার অভীষ্ট বস্তু সকল দান কর’ । পরে, সেই কামধেনু বশিষ্ঠের
 অভীষ্ট বস্তু সকল দান করিল ॥৯॥

পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ অগ্নের রাশি, নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ডা’ল, দধির ক্ষুদ্র নদী,

কৃপাংশ্চ স্মৃতসম্পূর্ণান্ গোভ্যামানি সহস্রশঃ ।

ইকুন্ মধুনি লাক্ষাংশ্চ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্ ॥১১॥

গ্রাম্যারণ্যাশ্চৌষধীশ্চ ছুহুহে পয় এব চ ।

ষড়্ রসকাম্বতনিভং রসায়নমনুত্তমম্ ॥১২॥

ভোজনীয়ানি পেয়ানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।

লেখ্যাস্মৃতকল্পানি চোষ্যাণি চ তথার্জুন ! ॥১৩॥

রত্নানি চ মহার্হাণি বাসাংসি বিবিধানি চ ।

তৈঃ কাঠৈঃ সৰ্ব্বসম্পূর্ণৈঃ পূজিতশ্চ মহীপতিঃ ।

সামাত্যঃ সবলশৈব তুতোষ স ভূশং তদা ॥১৪॥ (কুলকম্)

ষড়্ মতাং স্থপার্বীরুং পৃথুপঞ্চসমাবৃতাম্ ।

মণ্ডুকনেত্রাং স্বাকারাং পীনোধসমনিন্দিতাম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কুদ্রনদীঃ । গৌভ্যামানি শুভযুক্তানি । মৈরেয়ান্ বরাসবান্ ইত্যভয়মপি যন্তবিশেষ-
পরম্ । তথা চ মাধবঃ—“শীঘুরিকুরসৈঃ পট্টকরপট্টকরাসবো ভবেৎ । মৈরেয়ং ধাতুকীপুস্প-
শুভধাত্বাভ্যসংহিতম্ ॥” অত্র মৈরেয়ানিতি পুংস্বমার্ষম্ । গ্রাম্যা ওষধীষবাধীঃ, আরণ্যাশ্চ
নীবারাদীঃ, পয়ো দুগ্ধম্ । ষড়্ রসং মধুরাদি, রসায়নং পুষ্টিকরং ভ্রব্যম্ । ভোজনীয়ানি
পায়সাদীনি, পেয়ানি তরলানি, ভক্ষ্যাণি চৰ্কাণি পিষ্টকাদীনি, লেহানি ঘনীকৃতদ্রব্যাদীনি,
চোষ্যাণি পূপবিশেষান্ । মহার্হাণি মহামূল্যানি । কাঠৈঃ কাম্যবস্তুভিঃ । মহীপতি-
বিশ্বামিত্রঃ, পূজিতো বশিষ্ঠেনেতি শেষঃ । সবলঃ সসৈন্তঃ । স বিশ্বামিত্রঃ । চতুর্দশ-
পদ্যং ষট্ পদম্ ॥১০—১৪॥

যড়িতি । ষট্ শিরোগ্রীবাসকর্ণিগলকম্বললাঙ্গুলন্তনা উন্নতা যস্তাতাম্, শোভনো পার্শ্বো

ভারতভাবদীপঃ

পূজ্যপূজকঃ ॥৭॥ পরিজ্ঞাত্বাহ নিমজ্জিতবান্ ৪৮—১১। গ্রাম্যা ব্রীহাদয়ঃ । আরণ্যা নীবারাদয়ঃ ।
ষড়্ রসা মধুরাদয়ঃ । রসায়নং দিব্যাগ্ৰেহতাপাদকম্ ॥১২॥ পেয়ানি ক্ষীরাদীনি । ভক্ষ্যাণি
দন্তৈরবধগুনীয়াক্তপূপাদীনি । লেহানি পায়সাদীনি । চোষ্যাণি ইক্ষুকাণাদীনি । সবলঃ
স্মৃতপূর্ণ কৃপ, সহস্রপ্রকার শুভযুক্ত অন্ন, ইক্ষু, মধু, ঐ, মৈরেয়মত্ত, উৎকৃষ্ট
আমবমত্ত, গ্রাম্য ও বজ্র ওষধি, দুগ্ধ, অমৃততুল্য ষড়্ বিধ রস, উৎকৃষ্ট রসায়ন,
নানাবিধ ঋত, পেয়, চৰ্ক্যা, অমৃতকল্প লেহ, চোষ্য, মহামূল্য রত্ন এবং নানা-
প্রকার বস্ত্র, এই সকল বস্তুই কামধেনু দান করিল । তখন বশিষ্ঠ সেই অভীষ্ট
বস্তুগুলি দ্বারা বিশ্বামিত্রের সংকার করিলেন; তখন বিশ্বামিত্র মন্ত্রিগণ ও
সৈন্তগণের সহিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥১০—১৪॥

স্ববালধিং শঙ্কুৰ্ণাং চারুশৃঙ্গাং মনোরমাম্ ।

পুষ্ঠায়তশিরোগ্রীব্যাং বিস্মিতঃ সোহভিবীক্য তাম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

অভিনন্দ্য স তাং রাজন্ ! নন্দিনীং গাধিনন্দনঃ ।

অত্রবীচ্চ ভৃশং তুষ্টঃ স রাজা তমুষিং তদা ॥১৭॥

অবু'দেন গবাং ব্রহ্মন্ ! মম রাজ্যেন বা পুনঃ ।

নন্দিনীং সম্প্রায়চ্ছস্ব ভুঙ্কু রাজ্যং মহামুনে ! ॥১৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দেবতাতিথিপিত্রর্থমিজ্যার্থঞ্চ পয়স্বিনী ।

অদেয়া নন্দিনীয়ং বৈ রাজ্যেনাপি তবানঘ ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

যন্তান্তাম্, পৃথুভিঃবিশালৈঃ পঞ্চভিঃ ললাট-কর্ণধর-নয়নযুগলৈঃ সমাবৃত্তা সমন্বিতা তাম্, মাণ্ডুকস্ত
ভেক্তেব উৎসুরে নেত্রে যন্তান্তাম্, শোভন আকারো যন্তান্তাম্, তথা পীনং স্থূলম্ উধো
দৃষ্টধারণাঞ্চ যন্তান্তাম্, স্ববালধিং স্বন্দরলাদ্বীলাম্, শঙ্কুৰ্ণাং শঙ্কুবৎ ক্রমিকস্বল্পকর্ণাগ্রাম্,
পুষ্ঠে স্থূলে আয়তে দীর্ঘে চ শিরোগ্রীবো যন্তান্তাম্। ভাং কামধেয়ম্। স
বিশ্বামিত্রঃ ॥১৫—১৬॥

অভীতি । অভিনন্দ্য প্রশস্ত । নন্দিনীং তদাখ্যাম্ ॥১৭॥

অবু'দেনেতি । অবু'দেন দশভিঃ কোটিভিঃ । অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১৮॥

দেবতেতি । ইজ্যার্থং যজ্ঞার্থম্ । পয়স্বিনী প্রচুরদুগ্ধা ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সংস্কৃতঃ ॥১৩—১৪॥ যদুন্নতাং যড়ায়তাম্, “শিরো গ্রীবা সঞ্চিনি চ সান্না পুচ্ছমথ স্তনাঃ ।
স্তভাস্তেতানি ধেনুনায়াতানি প্রচকতে ॥” তথা পৃথুভিঃ পঞ্চভিরনৈঃ সমাবৃত্তাং যুক্তাম্
“ললাটং শ্রবণৌ চৈব নয়নযুগলং তথা । পৃথুস্তেতানি শস্তস্তে ধেনুনাং পঞ্চ হরভিঃ ॥”
মাণ্ডুকস্তেব উচ্ছূনে নেত্রে যন্তাঃ পীনমুখঃ কীরীশযো যন্তান্তাং পীনোদসম্ ॥১৫॥ স্ববালধিং

মস্তকপ্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ উন্নত, ললাটপ্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ বিস্তৃত, নয়নযুগল
ভেকের স্থায় ক্ষীত, পালানটী স্থূল, লাকুলটী ও শৃঙ্গ দুইটি মনোহর, কর্ণযুগল
শঙ্কুর (পেরেকের) স্থায় ক্রমিক সূক্ষ্ম এবং মস্তক ও গ্রীবা স্থূল ও বৃহৎ, এহেন
অনিন্দ্য-সুন্দরাকৃতি কামধেয়টী দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইলেন ॥১৫—১৬॥

তখন বিশ্বামিত্র রাজা সেই নন্দিনীর অনেক প্রশংসা করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট
হইয়া, বশিষ্ঠকে বলিলেন— ॥১৭॥

‘মহর্ষি ! আপনি বহুসংখ্যক ধেনু, অথবা আমার রাজ্য গ্রহণ করিয়া,
এই নন্দিনীকে দান করুন, পরে রাজ্য ভোগ করুন’ ॥১৮॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘মহারাজ ! দেবতা, অতিথি ও পিতৃলোকের কার্য্য

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কত্রিয়োহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ ।

ব্রাহ্মণেষু কুতো বীৰ্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাস্থ ॥২০॥

অবুদ্ভেন গবাং যন্তুং ন দদাসি মমেন্দ্রিতম্ ।

স্বধর্ম্মং ন প্রহাস্তামি নেম্যামি চ বলেন গাম্ ॥২১॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

বলস্বচাসি রাজা চ বাহুবীৰ্য্যশ্চ কত্রিয়ঃ ।

যথেষ্টসি তথা ক্ষিপ্রং কুরু মা ত্বং বিচারয় ॥২২॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ ।

এবমুক্তস্তদা পার্থ ! বিশ্বামিত্রো বলাদিব ।

হংসচন্দ্রপ্রতীকাশাং নন্দিনীং তাং জহার গাম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

কত্রিয় ইতি । তপঃ স্বাধ্যায়ং বেদপাঠঞ্চ সাধয়তীতি সঃ । প্রশান্তেষু শমগুণাধিতেষু, ধৃতাস্থ সংযতেন্দ্রিয়েষু । এষেব নিরতস্বাধীর্ঘ্যাতাব ইত্যশয়ঃ ॥২০॥

অবুদ্ভেনৈতি । স্বধর্ম্মং প্রসহহরণরূপম্, ন প্রহাস্তামি ন ত্যক্তামি ॥২১॥

বলেতি । বলস্বঃ সৈন্তবেষ্টিতঃ । বাহুবীর্ঘ্যং যন্তু সঃ । ক্ষিপ্রং শীঘ্রম্ ॥২২॥

এবমিতি । বলাদিব বলপ্রয়োগাদেবেতার্থঃ । হংসচন্দ্রপ্রতীকাশামত্যন্তশত্রুমা ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শোভনপুচ্ছাম্, শঙ্কু ইব তীক্ষ্ণাগ্রৌ কর্ণৌ যন্তাঃ সা ॥১৬॥ নন্দিনীং নামতঃ ॥১৭—২৩॥

এবং যজ্ঞসম্পাদন করিবার জন্তু আপনার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও এই দুঃখবতী নন্দিনীকে দেওয়া যাইতে পারে না' ॥১৯॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন—‘আমি কত্রিয় ; আর আপনি তপস্বী ও বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণ । সুতরাং শমগুণাধিত ও সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের বল কোথায় ? ॥২০॥

আপনি যখন বহুসংখ্যক গরু নিয়াও আমার অভীষ্ট বস্তু দিতেছেন না, তখন আমি কত্রিয়ের ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না, বলপূর্ব্বকই গরুটী লইব’ ॥২১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘আপনি সৈন্তপরিবেষ্টিত, রাজা এবং বাহুবলসম্পন্ন কত্রিয় । সুতরাং আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সম্বরণ করুন, কোন বিবেচনা করিবেন না’ ॥২২॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—‘অজ্ঞান ! বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বিশ্বামিত্র তখনই বলপূর্ব্বক হংস ও চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণী সেই নন্দিনীকে হরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩) এবমুক্তস্তদা পার্থ !...

কশাদগুপ্রতিহতা কাল্যামান্য ততন্ততঃ ।

হস্যমান্য কল্যাণী বশিষ্ঠস্তাথ নন্দিনী ॥২৪॥

আগম্যাভিমুখী পার্ধ ! তস্মৈ ভগবদুমুখী ।

ভৃশঞ্চ তাদ্যমান্য বৈ ন জগামাশ্রমাত্ততঃ ॥২৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

শৃণোমি তে রবং ভদ্রে ! বিনদন্ত্যঃ পুনঃ পুনঃ ।

হ্রিয়সে স্বং বলান্তদ্রে ! বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি ! ।

কিং কর্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো হুহম্ ॥২৬॥

গন্ধর্ক উবাচ ।

স। ভয়ানন্দিনী তেবাং বলানাং ভরতর্ষভ ! ।

বিশ্বামিত্রভয়োদ্বিগ্না বশিষ্ঠং সমুপাগমৎ ॥২৭॥

গৌরুবাচ ।

কশাদগুপ্রতিহতাং ক্রোশন্তীং মামনাথবৎ ।

বিশ্বামিত্রবলৈর্ঘোরৈর্ভগবন্ ! কিমুপেক্ষসে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কশেতি । কশৈব দণ্ডেন প্রতিহতা তড়িতা, কাল্যামান্য চালামান্য হস্যমান্য হস্মারবং কুব্ধতী । ভগবতো বশিষ্ঠস্ত উমুখী সতী ॥২৪—২৫॥

শৃণোমীতি । তত্র তব হরণবিষয়ে । হি যস্মাৎ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

সেতি । বলানাং সৈন্তানাম্ । বিশ্বামিত্রভয়েন উদ্বিগ্না অস্থিরা ॥২৭॥

কশেতি । ক্রোশন্তীং বিলপন্তীম্ । উপেক্ষসে অমং বিশ্বামিত্রং মাঞ্চ ॥২৮॥

তিনি চাবুক দিয়া আঘাত করিয়া নন্দিনীকে এদিক্ ওদিক্ চালাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু নন্দিনী বশিষ্ঠের অভিমুখে আসিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অত্যন্ত তাড়ন করিতে থাকিলেও সে আশ্রম হইতে গেল না ॥২৪—২৫॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘নন্দিনি ! বিশ্বামিত্র বলপূর্বক তোমাকে হরণ করিতেছেন ; তাহাতে তুমি বার বার বিলাপ করিতেছ ; আমিও সেরব শুনিতেছি ; তথাপি আমার সে বিষয়ে কি কর্তব্য হইতে পারে ? আমি ত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ’ ॥২৬॥

গন্ধর্ক বলিল—‘অজ্ঞান ! নন্দিনী, বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার সৈন্তগণের ভয়ে অস্থির হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গেল ॥২৭॥

(২৪) কশাদগুপ্রতিহতাং কাল্যামান্যমিতন্ততঃ...

গন্ধর্ব উবাচ ।

নন্দিত্যামেবং ক্রন্দন্ত্যাং ধর্মিতায়াং মহামুনিঃ ।

ন চুক্ষুভে তদা ধৈর্য্যাম চচাল ধৃতব্রতঃ ॥২৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্ ।

ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদগম্যতাং যদি রোচতে ॥৩০॥

গৌরবাচ ।*

কিম্ম ত্যক্তান্মি ভগবন্ ! যদেবং ত্বং প্রভাষসে ।

অত্যন্তাহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ! নেতুং শক্যং ন বৈ বলাৎ ॥৩১॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ন ত্বাং ত্যজামি কল্যাণি ! স্থীয়তাং যদি শক্যতে ।

দৃঢ়েন দান্না বন্ধৈষ বৎসস্তে ত্রিয়তে বলাৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নন্দিত্যামিতি । ধর্মিতায়াং বিশ্বামিত্রেণ বলাদায়ত্তীকৃতায়াম্ । মহামুনির্বশিষ্ঠঃ ॥২৯॥

ক্ষত্রিয়াণামিতি । তেজঃ প্রতাপঃ । নন্দিনীং প্রতুষ্টিরিয়ম্ ॥৩০॥

কিম্মিতি । ত্যক্তা স্বয়েতি শেষঃ ॥৩১॥

নেতি । দান্না রজ্জ্বা । ত্রিয়তে বিশ্বামিত্রলোকেন ॥৩২॥

এবং সে বলিল—‘ভগবন্ ! বিশ্বামিত্রের নিষ্ঠুর সৈন্যেরা চাবুক দিয়া আমাকে আঘাত করিতেছে, আর আমি অন্যায় শ্রায় বিলাপ করিতেছি ; এ অবস্থায় আপনি কেন উপেক্ষা করিতেছেন ?’ ॥২৮॥

গন্ধর্ব বলিল—‘বিশ্বামিত্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নন্দিনী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ক্ষমাশীল বশিষ্ঠ ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না’ ॥২৯॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘ক্ষত্রিয়ের বল প্রতাপ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা । স্মৃতরাং ক্ষমা যখন আমাকে এখনও অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তখন তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যাইতে পার’ ॥৩০॥

নন্দিনী বলিল—‘ভগবন্ ! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিলেন যে, এই-রূপ বলিতেছেন ? । যদি আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে বলপূর্ব্বক আমাকে কেহই নিতে পারিবে না’ ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘কল্যাণি ! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই ; স্মৃতরাং

নন্দিত্যুবাচ ।

গন্ধর্ব্ব উবাচ ।

স্বীয়তামিতি তচ্ছ্রুত্বা বশিষ্ঠস্য পয়স্বিনী ।
 উৰ্দ্ধাঙ্কিতশিরোগ্রীবা প্রবর্ত্তে রৌদ্রদর্শনা ॥৩৩॥
 ক্রোধরন্তেক্ষণা সা গোহঁস্বারবঘনস্বনা ।
 বিশ্বামিত্রস্য তৎ সৈন্ত্যং ব্যাদ্রাবয়ত সর্বশঃ ॥৩৪॥
 কশাংগদণ্ডাভিহতা কাল্যামানা ততস্ততঃ ।
 ক্রোধরন্তেক্ষণা ক্রোধং ভূয় এব সমাদদে ॥৩৫॥
 আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে ক্রোধদীপ্তবপুর্ব্বভৌ ।
 অঙ্গারবর্ষণ মুঞ্চন্তী মুহূৰ্ভালধিতো মহৎ ॥৩৬॥
 অশ্রুজং পহুবান্ পুচ্ছাং প্রত্ৰবাদ্দ্রবিড়াঙ্কান্ ।
 যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকুতঃ শবরান্ বহুন্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স্বীয়তামিতি । পয়স্বিনী গৌঃ, উৰ্দ্ধম্ অঙ্কিতে নীতে শিরোগ্রীবে যয়া সা ॥৩৩॥
 ক্রোধেতি । হর্ষেতি রব এব ঘনো নিরন্তরঃ স্বনঃ শব্দো যন্তাঃ সা ॥৩৪॥
 কশেতি । কাল্যামানা চালায়ামানা । সমাদদে ধৃতবতী ॥৩৫॥
 আদিত্য ইতি । অঙ্গারবর্ষণ জলংকাষ্টখণ্ডবৃষ্টিম্ । বালধিতো লাক্সলাং ॥৩৬॥
 অশ্রুজদিতি । পহুবাদয়ো জাতিবিশেষাঃ । প্রত্ৰবাদ্রব্যং । শকুতো গোময়াং ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কশাংগপ্রগুদিতাং কশাঘাতেন খেদং প্রাপিতাম্, কাল্যামানামিত্যন্তো নিরোধমানাম্
 যদি পার, তবে থাক । কিন্তু দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার বৎসটিকে
 বলপূর্ব্বক নিয়া যাইতেছে' ॥৩২॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—‘থাক’ এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠের কামধেনু মন্তক ও গ্রীবা
 উত্তোলন করিয়া, ভয়ঙ্করমুষ্টি হইয়া দাঁড়াইল ॥৩৩॥

ক্রোধে তাহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল ; সে ঘন ঘন ‘হস্বা’—রব করিতে
 লাগিল এবং বিশ্বামিত্রের সেই সৈন্তগণকে সকল দিকে তাড়াইয়া দিল ॥৩৪॥

পরে, আবার সেই সৈন্তেরা চাবুক আঘাত করিয়া তাহাকে সেই সেই
 দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; তখন নন্দিনী ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া
 দারুণ ক্রোধ প্রকাশ করিল ॥৩৫॥

নন্দিনী আপন লাক্সল হইতে অনবরত বিশাল অগ্নিময় অঙ্গার বর্ষণ করিতে
 থাকিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের স্তায় ক্রোধে দীপ্তিময়দেহ হইয়া প্রকাশ পাইতে
 লাগিল ॥৩৬॥

মূত্রতশ্চাশ্বজং কাংশ্চিচ্ছবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ ।

পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্বরান্ খশান্ ॥৩৮॥

চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হুনান্ সকেরলান্ ।

সসর্জ ফেনতঃ সা গৌল্লৈচ্ছান্ বহুবিধানপি ॥৩৯॥

তৈর্বিশ্বকৈর্মহাসৈশ্চৈর্নানান্নৈচ্ছগণৈস্তদা ।

নানাবরণসংছন্নৈর্নানান্নুধধরৈস্তথা ॥৪০॥

অবাকীর্যত সংরকৈবিশ্বামিত্রস্ত পশ্চতঃ ।

একৈকশ্চ তদা যোধঃ পঞ্চভিঃ সপ্তভিবৃতঃ ॥৪১॥ (যুগ্মকম্)

অস্ত্রবর্ষণ মহতা বধ্যমানং বলং তদা ।

প্রভগ্নং সর্বতস্তস্তং বিশ্বামিত্রস্ত পশ্চতঃ ॥৪২॥

ন চ প্রাগৈর্বিশ্বজ্যন্তে কেচিত্তত্রাস্ত সৈনিকাস্ ।

বিশ্বামিত্রস্ত সংক্রুদ্ধৈর্বাশিষ্ঠৈর্ভরতর্ষভ ! ।

সা গৌস্তং সকলং সৈন্তং কালয়ামাস দূরতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

মূত্রত ইতি । কাংশ্চৎ শক্ৰতো জাতেতরান্ । পার্শ্বতশ্চ পৌণ্ড্রাদীন ॥৩৮॥

চিবুকানিতি । ফেনতো দুগ্ধফেনাং মুগ্ধফেনাচ্চ ॥৩৯॥

তৈরिति । নানাবরণসংছন্নৈর্বহুবিধবর্ষ্যাবৃতৈঃ । সংরকৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ । যোধো বিশ্বামিত্রস্ত
যোদ্ধা, পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ বশিষ্ঠযোধৈঃ, বৃতো যোদ্ধুং পরিবেষ্টিতঃ ॥৪০—৪১॥

অগ্নেতি । অস্ত্রবর্ষণে বশিষ্ঠযোধানামিতি শেষঃ । প্রভগ্নং পরাক্রান্তম্ ॥৪২॥

এবং সে লাঙ্গুল হইতে পহুব, ঘর্ম্ম হইতে দ্রবিড় ও শক, যোনি হইতে
যবন এবং শকুং (বিষ্ঠা) হইতে বহুতর শবর সৃষ্টি করিল ॥৩৭॥

আর, মূত্র হইতে কতকগুলি শবর এবং দুই পার্শ্বদেশ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত,
যবন, সিংহল, বর্বর ও খশ সৃষ্টি করিল ॥৩৮॥

এবং নন্দিনী মুগ্ধফেন ও দুগ্ধফেন হইতে চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হুন, কেরল
ও বহুবিধ ম্লেচ্ছ উৎপাদন করিল ॥৩৯॥

নানাবিধ আবরণে আবৃত এবং নানাবিধ-অস্ত্রধারী সেই নানাবিধ ম্লেচ্ছসৈন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া, পাঁচ সাত জনে মিলিয়া, বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার এক এক
জন সৈন্তকে পরিবেষ্টন করিল ॥৪০—৪১॥

এবং তাহাদের বিশাল অস্ত্রবৃষ্টিতে আহত ও ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের
সমক্ষেই তাঁহার সৈন্তগণ সকল দিকেই পরাভূত হইল ॥৪২॥

(৩৮) মূত্রতশ্চাশ্বজং কাকীন... ।

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୋଽସ୍ତ ତଂ ସୈନ୍ଧବଂ କାଲ୍ୟାଣୀଂ ତ୍ରିଷୋଽଞ୍ଜନଂ ।
 କ୍ରୋଶମାନଂ ଭୟୋଽସ୍ଥିଗ୍ଧଂ ତ୍ରାତାରଂ ନାଧ୍ୟଗଚ୍ଛତ ॥୪୫॥
 ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୋଽସ୍ତତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଟଃ ସ ରୋଦସୀ ।
 ବର୍ବରଂ ଶରବର୍ଷାଞ୍ଚି ବଶିଷ୍ଠେ ମୁନିସନ୍ତମେ ॥୪୬॥
 ଘୋରରୂପାଂଶୁଚ ନାରାଚାନ୍ ହୁରାନ୍ ଭଲ୍ଲାନ୍ ମହାମୁନିଃ ।
 ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୋଽସ୍ତୁକ୍ତାଂସ୍ତାନୁ ବୈଶବେନ ବ୍ୟାମୋଚୟଂ ॥୪୭॥
 ବଶିଷ୍ଠସ୍ତ ତଦା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କର୍ମକୌଶଳମାହବେ ।
 ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୋଽପି କୋପେନ ଭୃଃ ଶତ୍ରୁନିପାତନଃ ।
 ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରବର୍ଷଂ ତସ୍ମୈ ସ ପ୍ରାହିଣୋଽମ୍ଭୁନୟେ ରୁଷା ॥୪୮॥
 ଆଗ୍ନେୟଂ ବାରୁଣଈଽନ୍ତ୍ରଂ ଯାମ୍ୟଂ ବାୟବ୍ୟମେବ ଚ ।
 ବିସମର୍ଜ୍ଜ ମହାଭାଗେ ବଶିଷ୍ଠେ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ହୃତେ ॥୪୯॥

ଭାରତକୌମୁଦୀ

ନେତି । ବିୟୁଜ୍ୟାସ୍ତ୍ୱ ଇତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଞ୍ଚୁମତୀତତ୍ତ୍ୱଂ । ପ୍ରାଣବିଯୋଜନେ ବଶିଷ୍ଠସ୍ତ କ୍ଷମାଭଞ୍ଜ
 ଇତି ଭାବଃ । କାଲ୍ୟାଣୀଂ ଉତ୍ପାଦିତସ୍ତୈଶ୍ଚୈର୍ଦମ୍ୟାମାସ । ଷଟ୍ପଦମିଦଂ ପଞ୍ଚମ୍ ॥୪୭॥
 ବିଷେତି । ତ୍ରିଷୋଽଞ୍ଜନଂ ତ୍ରିଷୋଽଞ୍ଜନବ୍ୟାପି । କ୍ରୋଶମାନଂ ବିଳପଂ ॥୪୮॥
 ବିଷେତି । ରୋଦସୀ ଭୃମ୍ୟାକାଶୋ ବ୍ୟାପ୍ୟା । ବଶିଷ୍ଠସ୍ତେବ ପ୍ରାଧାନଶତ୍ରୁଦ୍ୱାଦିତି ଭାବଃ ॥୪୯॥
 ଘୋରେତି । ମହାମୁନିବଶିଷ୍ଠଃ । ବୈଶବେନ ବଂଶଦଣ୍ଡେନ । ବ୍ୟାମୋଚୟଂ ବ୍ୟାଘ୍ରକୃତବାନ୍ ॥୪୯॥
 ବଶିଷ୍ଠସ୍ତେତି । କର୍ମଣଃ ଅସ୍ତ୍ରନିବାରଣସ୍ତ କୌଶଳଂ ନୈପୁଣ୍ୟମ୍ । କୋପେନ ଶତ୍ରୁନିପାତନ ଇତି
 ସଂହତ୍ୟାଂ ଋଷେତ୍ୟନେନ ନ ପୌନଃକ୍ରମ୍ୟମ୍ । ଇଦମପି ଷଟ୍ପଦଂ ପଞ୍ଚମ୍ ॥୪୯॥
 ଆଗ୍ନେୟମିତି । ବିସମର୍ଜ୍ଜ ଚିକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇତି ଶେଷଃ ॥୪୯॥

ଅର୍ଜୁନ । ବଶିଷ୍ଠେର ସୈନ୍ଧୋରା ଦ୍ରୁଢ଼ ହୈୟାଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର କୋନ ସୈନ୍ଧୋରହି
 ପ୍ରାଣବିଯୋଗ କରଲ ନା । ନନ୍ଦିନୀ ଏହି ଭାବେ ଦୂରେ ଥାକିୟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର ସମସ୍ତ
 ସୈନ୍ଧୋକେହି ଦମନ କରଲ ॥୪୭॥

ତଥନ ତ୍ରିଷୋଽଞ୍ଜନବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରସୈନ୍ଧୋ ଭାୟେ ଅସ୍ଥିର ହୈୟା, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିତେ
 ଥାକିୟା, କାହାକେଓ ରକ୍ତକ ପାଇଲ ନା ॥୪୮॥

ତାହାର ପର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାହା ଦେଖିୟା, ଦ୍ରୁଢ଼ ହୈୟା, ଭୂମଣ୍ଡଳ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
 ବ୍ୟାପ୍ତ କରିୟା, ମୁନିବ୍ରହ୍ମଣ ବଶିଷ୍ଠେର ପ୍ରୀତି ବାଣ ବର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୪୯॥

କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏକଥାନି ବଂଶଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରାହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରନିକ୍ଷିପ୍ତ ସେହି ସକଳ
 ଗୁଣ୍ଡର ନାରାଚ, ହୁର ଓ ଭଲ୍ଲଗୁଲିକେ ବାର୍ଥ କରିଲେନ ॥୪୯॥

ତଥନ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଓ ଯୁଦ୍ଧେ ବଶିଷ୍ଠେର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖିୟା,
 କ୍ରୋଧବଶତଃ ପୁନରାୟ ତାହାର ପ୍ରୀତି ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ବର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୪୯॥

অজ্ঞানি সৰ্বতো জ্ঞানাং বিশ্বজন্তি প্রপেদিরে ।
 যুগান্তসময়ে ঘোরাঃ পতঙ্গশ্চৈব রশ্ময়ঃ ॥৪৯॥
 বশিষ্ঠোহপি মহাতেজা ব্রহ্মশক্তিপ্রযুক্তয়া ।
 যষ্ঠ্য নিবারয়ামাস সৰ্বাণ্যজ্ঞানি স শ্ময়ন্ ॥৫০॥
 ততস্তে ভস্মসাদ্ভূতাঃ পতন্তি স্ম মহীতলে ।
 অপোহু দিব্যাশ্চজ্ঞানি বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫১॥
 নির্জিতোহসি মহারাজ ! ছুরাশ্মন্ ! গাধিনন্দন ! ।
 যদি তেহস্তি পরং শৌৰ্য্যং তদদর্শয় ময়ি স্থিতে ॥৫২॥
 দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মতেজোভবং তদা ।
 বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্ৰভাবান্নিৰ্বিণ্ণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৩॥
 ধিঞ্চলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্ ।
 বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিগীতি । জ্ঞানাম্ অগ্নিশিখাম্, বিশ্বজন্তি উদ্গিরন্তি । পতঙ্গশ্চ সূর্য্যশ্চ ॥৪৯॥
 বশিষ্ঠ ইতি । ব্রহ্মশক্তিপ্রযুক্তয়া ব্রাহ্মণ্যতেজঃপ্রগুম্ভয়া । শ্ময়ন্ ঈষৎসন্ ॥৫০॥
 তত ইতি । তে বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তা অঙ্গসমূহাঃ । অপোহু নিবার্য্য ॥৫১॥
 নির্জিত ইতি । পরম্ অগ্ন্যং ॥৫২॥
 দৃষ্টেতি । ক্ষত্ৰভাবাদাশ্মনঃ ক্ষত্রিয়হাদ্ভেতোঃ, নিৰ্বিণ্ণ আশ্মমানিযুক্তঃ ॥৫৩॥
 ধিগীতি । ব্রহ্মতেজোবলমেব বলম্ উৎকৃষ্টং বলমিত্যর্থঃ । বলাবলং বিনিশ্চিত্য
 বলাবলয়োবিনিশ্চয়মধিকৃতা, তপ এব পরমুৎকৃষ্টং বলং মত্ত ইতি শেষঃ ॥৫৪॥

তিনি, ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রতি আয়েয়, বাক্য, ঐন্দ্র, যাম্য এবং
 বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৮॥

সেই অস্ত্রগুলি সকল দিকে অগ্নিশিখা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইয়া, যুগান্ত-
 কালীন ভয়ঙ্কর সূর্য্যরশ্মির স্থায় পড়িতে লাগিল ॥৪৯॥

অত্যন্ত তেজস্বী বশিষ্ঠও মূঢ় হাশ্ব করিতে করিতে ব্রহ্মতেজঃপ্রযুক্ত যষ্টি
 দ্বারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সেই অস্ত্রগুলি ভস্ম হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল । এই ভাবে
 সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া বশিষ্ঠ এই কথা বলিলেন—॥৫১॥

‘ছুরাশ্মা বিশ্বামিত্র ! তুই পরাজিত হইয়াছিস্, যদি তোর অশ্বপ্রকার
 বীরত্ব থাকে, তবে তাহাও দেখা ; আমি রহিলাম’ ॥৫২॥

বিশ্বামিত্র তখন ব্রহ্মতেজের সেই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া, নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব-
 নিবন্ধন আত্মধিকার করিয়া বলিলেন— ॥৫৩॥

স রাজ্যং ক্ষীতমুৎসৃজ্য তাক্ষ দীপ্তাং নৃপশ্রিয়ম্ ।

ভোগাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃতা তপশ্চেব মনো দধে ॥৫৫॥

স গতা তপসা সিদ্ধিং লোকান্ বিষ্ণভ্য তেজসা ।

ততাপ সৰ্বান্ দীপ্তোজা ব্রাহ্মণহুমবাণ্ডবান্ ॥৫৬॥

অপিবচ্চ ততঃ সোমমিদ্ৰেণ সহ কৌশিকঃ ।

এবংবীৰ্য্যস্ত রাজর্ষিঃ ক্ৰাৰ্ঘ্যৈঃ সম্ভূত্ব হ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে
বাশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রপরাভবো নামাষ্টবক্ষ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বিশ্বামিত্রঃ । ক্ষীতং বিস্তুতম্ । পৃষ্ঠতঃ কৃতা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥৫৫॥

স ইতি । স বিশ্বামিত্রঃ । বিষ্ণভ্য বিশ্বয়োৎপাদনেন স্তব্ধীকৃত্য ॥৫৬॥

অপিবদিত্তি । সোমং যজ্ঞীয়ং সোমরসম্ । এবংবীৰ্য্য ঈদৃশশক্তিকঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে অষ্টষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

৥২৪—৩৬॥ পুরুবাদয়ো মেচ্ছবিশেষাঃ, প্রস্রবাং উধঃপ্রদেশাং, শকুতো গোময়াং ॥৩৭—৫৫॥

বিষ্ণভ্য ব্যাপ্য ॥৫৬—৫৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৮॥

‘ক্ষত্রিয়বলে ধিক্ ; ব্রহ্মতেজই প্রধান বল । উৎকৃষ্ট বল এবং নিকৃষ্ট বল
নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ব্রহ্মতেজকেই উৎকৃষ্ট বল বলিয়া মনে
করি’ ॥৫৪॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র বিস্তুত রাজ্য, উজ্জল রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত ভোগ
পরিত্যাগ করিয়া তপস্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন ॥৫৫॥

পরে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং আপন তেজে সমস্ত জগৎকে
স্তব্ধ করিয়া এবং ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন । এইরূপ
শক্তিশালী বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন ॥৫৭॥

* ‘...ত্রিশপ্তত্যাদিকঃ...’ ‘...পঞ্চসপ্তত্যাদিকঃ...’ ‘একনবত্যাদিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

উনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

কল্যাণপাদ ইত্যেবং লোকে রাজা বভূব হ ।
ইক্ষাকুবংশজঃ পার্থ ! তেজসাহসদৃশো ভূবি ॥১॥
স কদাচিদ্ধনং রাজা মৃগয়াং নির্ঘৰৌ পুরাৎ ।
মৃগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ চচার রিপুমৰ্দ্দনঃ ॥২॥
তস্মিন্ বনে মহাঘোরে খড়্গাংশ্চ বহুশোহনৎ ।
হস্তা চ স্তচিরং শ্রান্তো রাজা নিবসতে ততঃ ॥৩॥
অকাময়ন্তং যাজ্ঞ্যার্থে বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।
স তু রাজা মহাত্মানং বাশিষ্ঠমুষিমুত্তমম্ ॥৪॥
তৃষ্ণার্ভশ্চ ক্ষুধার্ভশ্চ একায়নগতঃ পথি ।
অপশ্যদজিতঃ সংখ্যে মুনিং প্রতিমুখাগতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কল্যাণপাদ ইতি । ভূবি লোক ইতি সৰ্বদ্ব্যঃ । তেজসা প্রতাপেন, অসদৃশো নিরূপমঃ ॥১॥

স ইতি । মৃগয়াং কৰ্ত্তৃমিতি শেষঃ ॥২॥

তস্মিন্মিতি । খড়্গান্ গণ্ডকান্ । অহনদিত্তি বিকরণলোপাভাব আশং ॥৩॥

অকাময়দিত্তি । যাজ্ঞ্যার্থে যাজ্ঞ্যং কৰ্ত্তৃমিত্যর্থঃ । বাশিষ্ঠং বাশিষ্ঠপুত্রম্ । একত্রৈব

ভারতভাবদীপঃ

কল্যাণপাদ ইতি । অসদৃশো নাতি সদৃশস্তল্যো যন্ত সঃ ॥১—৩॥ যাজ্ঞ্যার্থে অয়ং মম
যাজ্ঞ্যো ভবন্তিত্যেতদৰ্থে ॥৪॥ একায়নগত একত্রৈব অয়নং গমনং যত্র তত্র গতঃ অতি-

গন্ধৰ্ব বলিল—অৰ্জুন ! মৰ্ত্যলোকে অতুলনীয় প্রতাপশালী ‘কল্যাণপাদ’
নামে ইক্ষাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন ॥১॥

তিনি কোন সময়ে মৃগয়া করিবার জন্ত রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া বনে
গমন করেন এবং তথায় হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করতঃ বিচরণ করেন ॥২॥

রাজা সেই ভয়ঙ্কর বনে বহুতর গণ্ডারও বধ করেন ; তাহার পর তিনি
পরিশ্রান্ত হইয়া তথ্য হইতে ফিরিয়া আসিতে থাকেন ॥৩॥

এদিকে বিশ্বামিত্রমুনি সেই কল্যাণপাদ রাজাকে যজ্ঞমান করিবার ইচ্ছা
করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তৃষ্ণার্ভ ও ক্ষুধার্ভ কল্যাণপাদ রাজা এমন
একটা ক্ষুদ্র পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সে পথে একজন ভিন্ন যাইতে বা
আসিতে পারে না । তখন মহাত্মা বাশিষ্ঠের এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র

শক্তিঃ নাম মহাভাগং বশিষ্ঠকুলবর্জনম্ ।
 জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুত্রশতাব্বশিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ॥৬॥ (বিশেষকম)
 অপগচ্ছ পথোহস্মাকমিত্যেবং পার্থিবোহব্রবীৎ ।
 তথা ঋষিরুবাচেনং সাস্বয়ন্ শ্লক্ষ্ময়া গিরা ॥৭॥
 মম পস্থা মহারাজ ! ধর্ম্য এব সনাতনঃ ।
 রাজ্ঞা সর্বেষু ধর্মেষু দেয়ঃ পস্থা দ্বিজাতয়ে ॥৮॥
 এবং পরস্পরং তৌ তু পথোহর্থং বাক্যমুচতুঃ ।
 অপসর্পাপসর্পেতি বাণ্ডন্তরমকুর্বতাম্ ॥৯॥
 ঋষিস্ত নাপচক্রাম তস্মিন্ ধর্ম্যপথে স্থিতঃ ।
 নাপি রাজা মুনের্মনাৎ ক্রোধাচ্চাপজগাম হ ॥১০॥
 অমুঞ্চন্তস্ত পস্থানং তন্বষিং নৃপসত্তমঃ ।
 জঘান কশয়া মোহান্তদা রাক্ষসবশ্মুনিম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জনস্ত অয়নং কুজরূপস্বাদগমনং যত্র তাদৃশে স্থানে গতঃ । সংখ্যে যুদ্ধে । পুত্রশতাৎ
 জ্যেষ্ঠম্ ॥৬—৬॥

অপেতি । পথ একজনমাত্রগমনযোগ্যমার্গাৎ । শ্লক্ষ্ময়া কোমলয়া ॥৭॥

মমেতি । ধর্ম্য আচারঃ । ধর্মেষু অবস্থাহ । দেয়ো বর্ণগুরুত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি । বাচা উত্তরং বাণ্ডন্তরম্ ॥৯॥

ঋষিরিতি । ধর্ম্যপথে আচারসিদ্ধনিয়েম । মানাদগৌরবাৎ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কচিতমার্গে গত ইত্যর্থঃ ॥৬—৬॥ পথো মার্গাৎ ॥৭॥ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ “রাজঃ পস্থা ব্রাহ্মণেনা-
 সমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণশ্চৈব পস্থাঃ ।” ইত্যাদিশাস্ত্রবিহিতঃ ॥৮—৯॥ মানাৎ ক্রোধাচ্চ
 শক্তিঃ সেই পথ দিয়াই রাজার দিকে আসিতে লাগিলেন ; সেই অবস্থায়
 যুদ্ধবিজয়ী কল্যাণপাদ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৮—৬॥

তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন—‘তুমি আমার পথ হইতে সরিয়া যাও’ ।
 ঋষিও কোমল বাক্যে রাজাকে শাস্তভাবে বলিলেন—॥৭॥

‘মহারাজ ! এটা আমারই পথ । কেন না, রাজা সকল অবস্থাতেই
 ব্রাহ্মণকে পথ ছাড়িয়া দিবেন, ইহাই চিরন্তন লোকাচার’ ॥৮॥

তাঁহার ছুই জনেই পথের জন্ত পরস্পর এইরূপ কথা বলিলেন এবং ‘সরিয়া
 যান’ ‘সরিয়া যান’ এইরূপও পরস্পর কহিলেন ॥৯॥

কিন্তু ঋষিও প্রাচীন আচারেব অম্লবর্জিতা নিবন্ধন সরিয়া গেলেন না এবং
 রাজাও ক্রোধবশতঃ মুনির সম্মানার্থে অপমৃত হইলেন না ॥১০॥

কশাপ্রহারাভিহতস্ততঃ স মুনিসত্তমঃ ।

তং শশাপ নৃপশ্রেষ্ঠং বাশিষ্ঠঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥১২॥

হংসি রাক্ষসবদম্যাদ্রাজাপসদ ! তাপসম্ ।

তস্মাদ্বমগ্ন প্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যসি ॥১৩॥

মনুষ্যপিপিতে সত্তশচরিষ্যসি মহীমিমাম্ ।

গচ্ছ রাজাধমেত্যান্তঃ শক্তিগা বীৰ্য্যশক্তিনা ॥১৪॥

ততো যাজ্ঞানিমিত্তস্ত বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ।

বৈরমাসীত্তদা তস্ত বিশ্বামিত্রোহম্বপগ্নত ॥১৫॥

তয়োৰ্বিবদতোরেবং সমীপমুপচক্রমে ।

ঋষিরুগ্রতপাঃ পার্থ ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অমুঞ্চন্তমিতি । ঋষিমন্ত্রব্রষ্টা মুনিস্ত মননশীল ইত্যাভ্যোর্ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥১১॥

কশেতি । বাশিষ্ঠো বশিষ্ঠপুত্রঃ শক্তিঃ । ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ কৰ্ত্তব্যজ্ঞানহীনঃ ॥১২॥

হংসীতি । রাক্ষসবদবিবেকেনেতি ভাবঃ । পুরুষাদো নরমাংসভোক্তা ॥১৩॥

মহুগ্নেতি । মহুগ্নস্ত পিপিতে মাংসে । বীৰ্য্যং তপঃপ্রভাব এব শক্তির্ধনু তেন ॥১৪॥

তত ইতি । যাজ্ঞানিমিত্তম্ একস্ত কল্যাণপাদস্ত যাজ্ঞানিমিত্তম্ । আসীৎ পূৰ্ব্বত এব ।

তদা শক্তিগা সহ বিবাদকালে, তং কল্যাণপাদম্, অম্বপগ্নত প্রাপ্তবান্ ॥১৫॥

তয়োৰিতি । এবং পুরোক্তপ্রকারম্, বিবদতোঃ, তয়োঃ শক্তি-কল্যাণপাদয়োঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মুনেৰ্মাংগাপচক্রাম্, অথ হঠাতিশয়ানন্তরম্ ॥১০—১৪॥ তত ইতি । এবং বিশ্বামিত্রঃ স্ববিজ্ঞা-
বলাৎ শক্তি-নৃপয়োৰ্ধ্বৈরমুংপগ্নত তং নৃপং যাজ্ঞাং যদা বিশ্বামিত্রোহম্বপগ্নত তদা তয়োৰৈব-
শক্তি-মুনি যখন পথ ছাড়িলেন না, তখনই রাজা রাক্ষসের স্রায় মোহবশতঃ

কশা (চাবুক) দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥১১॥

তখন শক্তি-মুনি কশার আঘাতে ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ
কল্যাণপাদকে অভিসম্পাত করিলেন—(বলিলেন—) ॥১২॥

‘রাজাধম ! তুমি যখন রাক্ষসের স্রায় তপস্বীকে আঘাত করিলে, তখন
তুমি আজ হইতেই নরমাংসভোজী রাক্ষস হইবে ॥১৩॥

তুমি মহুগ্নমাংসে আসক্ত থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ; যাও
রাজাধম !’ তপঃপ্রভাবশালী শক্তি-এইরূপ বলিলেন ॥১৪॥

কল্যাণপাদ রাজাকে যজ্ঞমান করিবার জন্ত পূৰ্ব্ব হইতেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বা-
মিত্রের পরস্পর শত্রুতা ছিল ; সুতরাং বিশ্বামিত্র তখন সেই সুযোগ পাইয়া
কল্যাণপাদের অমুসন্ধানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ততঃ স বুবুধে পশ্চাত্তম্বিং নৃপসত্তমঃ ।
 ঋষেঃ পুত্রং বশিষ্ঠস্ত বশিষ্ঠমিব তেজসা ॥১৭॥
 অন্তর্ধায় তদাত্মানং বিশ্বামিত্রোহপি ভারত ! ।
 তাবুভাবতিচক্রাম চিকীর্ষমাশ্রুণঃ প্রিয়ম্ ॥১৮॥
 স তু শপ্তস্তুদা তেন শক্তিঃ শাপদাতারম্ ।
 জগাম শরণং শক্তিঃ প্রসাদয়িতুমর্হয়ন্ ॥১৯॥
 তস্ত ভাবং বিদিত্বা স নৃপতেঃ কুরুসত্তম ! ।
 বিশ্বামিত্রস্ততো রক্ষ আদিশে নৃপং প্রতি ॥২০॥
 শাপাত্তস্ত তু বিপ্রার্হেবিশ্বামিত্রস্ত চাক্ষয় ।
 রাক্ষসঃ কিল্লরো নাম বিবেশ নৃপতিং তদা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পশ্চাদিত্যয়ঃ । তং শাপদাতারম্ ॥১৭॥
 অন্তরিতি । অতিচক্রাম রক্ষস আদেশাৎ কিয়দ রং জগাম ॥১৮॥
 স ইতি । অর্হয়ন্ চরণধারণাদিনা পূজয়ন্ ॥১৯॥
 তস্তেতি । রক্ষঃ কক্ষিঃ রাক্ষসম্ । নৃপং প্রতি নৃপদেহমধিষ্ঠাতুম্ ॥২০॥
 শাপাদিতি । তস্ত শক্তেঃ । বিবেশ অধিষ্ঠিতবান্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মাসীং ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ তয়োঃ শক্তিঃ নৃপয়োবিবদতোঃ সতোঃ, ঋষী রাজাশিঃ ॥১৬॥ পশ্চাৎ
 বিশ্বামিত্রাগমনান্তরম্, ঋষিঃ শক্তিম্ ॥১৭॥ ততোহাত্মানং তত আত্মানম্ উভৌ শক্তি-
 রাজানৌ, অতিচক্রাম বক্ষিতবান্ ॥১৮—১৯॥ তস্ত রাজ্ঞো ভাবমন্তরভিপ্রায়ঃ শক্তিঃ প্রসাদন-

অর্জুন ! ভয়ঙ্কর তপস্বী ও প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র পূর্বোক্তপ্রকার বিবাদ
 করিবার সময়েই শক্তি ও কল্যাণপাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর, রাজশ্রেষ্ঠ কল্যাণপাদ সেই শাপদাতাকে বশিষ্ঠমুনির পুত্র এবং
 বশিষ্ঠেরই তুল্য তেজস্বী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥১৭॥

অর্জুন ! তখন বিশ্বামিত্রও নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছায় নিজের
 শরীরটাকে অদৃশ্য করিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই অতিক্রম করিলেন ॥১৮॥

এদিকে রাজা শক্তি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য
 তাহার শরণাপন্ন হইতে চলিলেন ॥১৯॥

তখন বিশ্বামিত্র তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাহার শরীরে প্রবেশ করিবার
 জন্য একটা রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥২০॥

(১৮) অন্তর্ধায় ততোহাত্মানম্...

রক্ষসা তং গৃহীতস্ত বিদিত্বা মুনিসত্তমঃ ।

বিশ্বামিত্রোহ্যপ্যাপ্যক্রামন্তস্মাদ্দেশাদবিন্দম ! ॥২২॥

ততঃ স নৃপতিস্তেন রক্ষসাস্তগতেন চ ।

বলবৎ পীড়িতঃ পার্থ ! নাস্ববুধ্যত কিঞ্চন ॥২৩॥

দদর্শাথ দ্বিজঃ কশ্চিদ্রাজানং প্রস্থিতং বনম্ ।

অযাচত ক্ষুধাপমঃ সমাংসং ভোজনং তদা ॥২৪॥

তমুবাচাথ রাজর্ষির্দ্বিজং মিত্রসহস্রদা ।

আস্বস্ত্রক্ষাংস্তমত্রৈব মুহূর্ত্তং প্রতিপালয়ন্ ॥২৫॥

নিবৃত্তঃ প্রতিদাস্মামি ভোজনং তে যথেষ্পিতম্ ।

ইত্যুক্ত্য প্রযযৌ রাজা তস্মৌ স দ্বিজসত্তমঃ ॥২৬॥

ততো রাজা পরিক্রম্য যথাকামং যথাস্থখম্ ।

নিবৃত্তোহন্তঃপুরং পার্থ ! প্রবিবেশ মহামনাঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষসেতি । অপ্যক্রামং অপকৃতবান্ ॥২২॥

তত ইতি । বক্ষসা রাক্ষসেন । বলবৎ একান্তম্ । নাস্ববুধ্যত কর্তব্যম্ ॥২৩॥

দদর্শেতি । প্রস্থিতমাগতম্ । ভুক্ত্যত ইতি ভোজনমমম ॥২৪॥

তমিতি । মিত্রং সহত ইতি মিত্রসহঃ স্বজনপ্রাথনাপ্রক ইত্যর্থঃ । আস্বস্তি ॥২৫॥

নিবৃত্ত ইতি । নিবৃত্তো গৃহাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ । প্রযযৌ স্বগৃহম্ ॥২৬॥

তত ইতি । নিবৃত্তঃ স্বগৃহং গতঃ ॥২৭॥

সেই সময়ে শক্তির শাপে এবং বিশ্বামিত্রের আদেশে কিঙ্করনামক সেই রাক্ষস কল্মাষপাদ রাজার শরীরে প্রবেশ করিল ॥২১॥

রাক্ষস কল্মাষপাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া মুনি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রও সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন ॥২২॥

অর্জুন । তাহার পর, রাজা শরীরপ্রবিষ্ট রাক্ষস দ্বারা অত্যন্ত বিকলচিত্ত হইয়া কোন কর্তব্য বিষয়ই বুঝিতে পারিলেন না ॥২৩॥

এই সময়ে ক্ষুধার্ত্ত কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে বনের ভিতরে উপস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে চাহিলেন ॥২৪॥

তখন বহুজনপ্রতিপালক রাজা সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ । আপনি এই খানেই আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া কিছু কাল অবস্থান করুন ॥২৫॥

আমি কিরিয়া আসিয়া আপনার অভীষ্ট অন্ন দান করিব’ এই কথা বলিয়া রাজা আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ; ব্রাহ্মণ সেই খানেই রহিলেন ॥২৬॥

ততোহির্দ্বারত্রি উথায় সূদমানায়া সত্বরম্ ।

উবাচ রাজা সংস্কৃত্য ব্রাহ্মণশ্চ প্রতিশ্রুতম্ ॥২৮॥

গচ্ছামুগ্মিন্ বনোদ্দেশে ব্রাহ্মণো মাং প্রতীক্ষতে ।

অন্নার্থী তং ক্রমেন্নৈন সমাংসেনোপপাদয় ॥২৯॥

এবমুক্তান্ততঃ সূদঃ সোহনাসাচ্চামিষং কচিৎ ।

নিবেদয়ামাস তদা তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যথান্বিতঃ ॥৩০॥

রাজা তু রক্ষসাবিষ্টঃ সূদমাহ গতব্যথং ।

অপ্যনং নরমাংসেন ভোজয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥৩১॥

তথেষ্তুজ্জুতা ততঃ সূদঃ সংস্থানং বধ্যবাতিনম্ ।

গত্বাজহারে ত্বরিতো নরমাংসমপেতভীঃ ॥৩২॥

স তং সংস্কৃত্য বিধিবদম্নোপহিতমাশু বৈ ।

তস্মৈ প্রাদাদব্রাহ্মণায় ক্ষুধিতায় তপস্বিনে ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উথায় নিব্রাতঃ । রাজসাবেশাদেব চ বিশ্বরূপেন নিব্রা । সূদং পাচকম্ ॥২৮॥

গচ্ছতি । অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ । উপপাদয় ক্ষুধাহীনং কুরু ॥২৯॥

এবমিতি । সূদঃ স পাচকঃ । আমিষং মাংসম্, অনাসাচ্চ অপ্রাপ্য ॥৩০॥

রাজেতি । রক্ষসা আবিষ্টহাদেব এবমাহেত্যশয়ঃ । নরমাংসেনোপীতি সত্বরম্ ॥৩১॥

তথেষতি । সংস্থানং দেশম্ । আজহার আনিয়া । রাজাদেশাদেবাপেতভীর্ভয়ঃ ॥৩২॥

তাহার পর, রাজা বাড়ী যাওয়া, ইচ্ছানুসারে ও যথাস্থখে একটু বিচরণ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২৭॥

তৎপরে তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় গাত্রোত্থান করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় অরণ করিয়া, সত্বর পাচককে আনাইয়া বলিলেন— ॥২৮॥

‘পাচক । তুমি যাও, এই বনের ভিতরে ক্ষুধার্ত এক ব্রাহ্মণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ; তুমি মাংসযুক্ত অন্ন দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর’ ॥২৯॥

রাজা এই কথা বলিলে, সেই পাচক কোথাও মাংস না পাইয়া, দুঃখিত হইয়া, সে বিষয় রাজাকে জানাইল ॥৩০॥

কিন্তু রাক্ষসাবিষ্ট রাজা :দুঃখিত না হইয়াই বার বার সেই পাচককে বলিলেন— ‘তুমি সেই ব্রাহ্মণকে নরমাংসও ভোজন করাও’ ॥৩১॥

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া সে পাচক বধ্যভূমিতে যাওয়া সত্বরই নির্ভয়ে নরমাংস লইয়া আসিল ॥৩২॥

(২২) দ্বোকাং পরং ‘গন্ধর্ব উবাচ’ ইতি কচিদধিকঃ পাঠঃ ।

স সিদ্ধচক্ষুবা দৃষ্ট্বা তদমং দ্বিজসত্তমঃ ।

অভোজ্যমিদমিত্যাহ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যস্মাদভোজ্যমমং মে দদাতি স নৃপাধমঃ ।

তস্মাত্তৈশ্চৈব মুচ্যন্ত ভবিষ্যত্যত্র লোলুপা ॥৩৫॥

সন্তো মানুষমাংসেষু যথোক্তঃ শক্তিগা পুরা ।

উদ্বৈজনীয়ো ভূতানাং চরিস্থতি মহীমিমাম্ ॥৩৬॥

দ্বিরত্র ব্যাহতো রাজ্ঞঃ স শাপো বলবানভূৎ ।

রক্ষাবলসমাবিক্টো বিসংজ্ঞশ্চাভবম্পৃপঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স হৃদঃ । সংস্কৃত্য পক্ষা । অন্নোপহিতম্ অন্নযুক্তম্ ॥৩৩॥

স ইতি । সিদ্ধচক্ষুবা যোগবলাদনন্তদৃশ্যদৃষ্টিকমনয়নেন ॥৩৪॥

যস্মাদিতি । অভোজ্যং নরমাংসযুক্তবাদিতি ভাবঃ । লোলুপা লোভঃ ॥৩৫॥

সক ইতি । সন্তো ভোজনবাসনো । উদ্বৈজয়তীত্যুদ্বৈজনীয়ঃ, কর্তৃধানীয়ঃ ॥৩৬॥

দ্বিরিতি । দ্বিগো বাবো, ব্যাহতঃ শক্তিগা তেন ব্রাহ্মণেন চ উক্তঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পরং জ্ঞাত্বা তদন্তরে রক্ষঃ প্রবেশিতবান্ ॥২০—২২॥ বলবৎসম্ভব ॥২৩—৩৪॥ অত্র নর-

এবং সে তাহা যথাবিধানে পাক করিয়া, অন্নের সহিত নিয়া সঘরই সেই ক্ষুধার্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিল ॥৩৩॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সেই অন্ন দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিলেন—‘এ অন্ন অখাচ্ছ’ ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন—‘যখন সেই রাজাধমটা আমাকে অখাচ্ছ অন্ন দিয়াছে, তখন সেই মূর্খের এই অন্নে লোভ হইবে ॥৩৫॥

আর, পূর্বের শক্তি, যেমন বলিয়াছেন, সেই ভাবেই সে রাজা নরমাংস-ভোজনে আসক্ত থাকিয়া, প্রাণিগণের ভয়জনক হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে’ ॥৩৬॥

শক্তি এং সেই ব্রাহ্মণ একপ্রকারই ছই বার বলায় রাজার সে শাপ অত্যন্ত প্রবল হইল; তাহাতেই রাজা রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া কর্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩৭॥

ততঃ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো রাক্ষসোপহতেজ্জিয়ঃ ।
 উবাচ শক্তিঃ তং দৃষ্ট্বা ন চিরাদিব ভারত ! ॥৩৮॥
 যস্মাদসদৃশঃ শাপঃ প্রযুক্তোহয়ং ময়ি ত্বয়া ।
 তস্মাদ্ভুতঃ প্রবর্তিষ্যে খাদিতুং মানুযানহম্ ॥৩৯॥
 এবমুক্ত্বা ততঃ সত্ত্বস্তং প্রাণৈর্বিপ্রযুক্ত্য সঃ ।
 তং শক্তিঃ ভক্ষয়ামাস ব্যাত্রঃ পশুমিবেপ্সিতম্ ॥৪০॥
 তং শক্তিঃ নিহতং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রঃ পুনঃ পুনঃ ।
 বশিষ্ঠশ্চৈব পুত্রেষু তদ্রক্ষঃ সন্নিদেশ হ ॥৪১॥
 স তান্ শত্ৰু্যবরান্ পুত্রান্ বশিষ্ঠশ্চ মহাঙ্গনঃ ।
 ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমুগানিব ॥৪২॥
 বশিষ্ঠো ঘাতিতান্ শ্রদ্ধা বিশ্বামিত্রেণ তান্ স্ততান্ ।
 ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিবিব মেদিনীম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । রাক্ষসেন উপহতেজ্জিয়ো বিকলীকৃতচিহ্নাদিঃ সন্ ॥৩৮॥
 যস্মাদিতি । অসদৃশো নির্দোষে দোষপ্রবর্তনাদয়োগ্যঃ । ভুতঃ স্বামারভ্যে ॥৩৯॥
 এবমিতি । বিপ্রযুক্ত্য আঘাতেন বিযুক্তীকৃত্য ॥৪০॥
 তমিতি । পুত্রেষু হত্যার্থং প্রবর্তিতুমিতি শেষঃ । তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্ ॥৪১॥
 স ইতি । স রাক্ষসাৰিষ্টো রাজা । শত্ৰু্যবরান্ শত্ৰুঃ কনিষ্ঠান্ ॥৪২॥
 বশিষ্ঠ ইতি । ঘাতিতান্ রাক্ষসেন প্রযোজ্যকর্ত্রা । ধারয়ামাস, অন্তর্নিরূপেণ ॥৪৩॥

এবং রাক্ষসের প্রভাবে রাজার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিকৃত হইয়া গেল ;
 তাহাতেই রাজা অচিরকাল মধ্যে শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন—॥৩৮॥

‘যখন তুমি আমার প্রতি অসঙ্গত শাপ দিয়াছ, তখন আমি তোমা হইতে
 আরম্ভ করিয়াই মানুষ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব’ ॥৩৯॥

এই কথা বলিয়াই রাজা তৎক্ষণাৎ শক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া, ব্যাত্র যেমন
 পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ শক্তিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৪০॥

সেই শক্তিকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রগণকেই ভক্ষণ করি-
 বার জন্ত বার বার সেই রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ক্ষুদ্র মুগসমূহকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ
 রাজা শক্তির কনিষ্ঠ সেই বশিষ্ঠপুত্রগণকে ভক্ষণ করিলেন ॥৪২॥

(৩৮)...রাক্ষসোপহতেজ্জিয়ঃ । (৪৩)...ঘাতিতান্ দৃষ্ট্বা... ;

চক্রে চান্নবিনাশায় বৃদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ ।

ন হ্বেবং কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাং বরঃ ॥৪৪॥

স মেরুকূটাদান্নানং মুমোচ ভগবান্‌বিশ্বঃ ।

গিরেন্তস্ত শিলায়াস্ত তুলরাশাবিপাতং ॥৪৫॥

ন মমার চ পাতেন স যদা তেন পাণ্ডব ! ।

তদায়িমিদ্ধং ভগবান্‌ সংবিবেশ মহাবনে ॥৪৬॥

তং তদা স্তমিকোহপি ন দদাহ হতাশনঃ ।

দীপ্যমানোহ্যমিত্রেন্ন ! শীতোহগ্নিরভবন্ততঃ ॥৪৭॥

স সমুদ্রেমভিপ্ৰেক্ষ্য শোকাবিষ্টো মহামুনিঃ ।

বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুৰ্ব্বাং নিপপাত তদাস্তসি ।

স সমুদ্রোৰ্ম্মিবেগেন স্থলে ঝস্তো মহামুনিঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

চক্র ইতি । স বশিষ্ঠঃ । কৌশিকোচ্ছেদং বিশ্বামিত্রবিনাশম্, ন মেনে কর্ত্বং নাভিললাষ । যতো মতিমতাং বরো জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ । তদ্বিনাশেহপি পুনঃ পুত্রপ্ৰাপ্ত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ । অমুক্তেৰ্বলবাৎস্কিত্তবিক্ষেপো বিশ্বাসমপি বিকলীকরোতীতি বিশ্বামিত্রস্ত ব্রহ্মহত্যায়াং বাক্ষসপ্রবৰ্জনা বশিষ্ঠস্তাপ্যাত্মহত্যায়াং প্রবৃত্তিরিতি দিক্ ॥৪৪॥

স ইতি । মেরুকূটাং স্তমেকশৃঙ্গাং, আত্মানং শরীরম্, মুমোচ পাতয়ামাস ॥৪৫॥

নেতি । ইদ্ধং মহাবনে সংস্কৃত্যদেব প্রজ্জলিতম্ ॥৪৬॥

তমিতি । স্তমিকোহপি অত্যন্তপ্রজ্জলিতোহপি, অতএব চ দীপ্যমানো দীপ্তিমান্ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মাংসে লোলুপা লম্পটত্বম্ ; আসক্তিরিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৪॥ মুমোচ পাতয়ামাস, আত্মানং দেহম্

বিশ্বামিত্র রাক্ষস দ্বারা পুত্রগণকে হত্যা করাইয়াছেন শুনিয়া, মহাপৰ্বত যেমন পৃথিবী ধারণ করে, বশিষ্ঠও তেমনই সে শোক ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সেই শোকে আত্মহত্যা করিবারই ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন না ॥৪৪॥

তিনি স্তমেকশৃঙ্গবস্তের শৃঙ্গ হইতে আপন শরীরটাকে নিপাতিত করিলেন ; কিন্তু সে শরীর তুলরাশির উপরে যেমন পড়ে, তেমন আসিয়া তাহার পাথরের উপরে পড়িল ॥৪৫॥

যখন বশিষ্ঠ সেই পতনেও মরিলেন না, তখন তিনি প্রজ্জলিত দাবাগ্নিতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৪৬॥

তখন প্রজ্জলিত ও দীপ্তিশালী সেই দাবাগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিল না, কিন্তু তাঁহার পক্ষে শীতল হইয়া গেল ॥৪৭॥

ন মমার যদা বিপ্রঃ কথঞ্চিং সংশিতব্রতঃ ।

জগাম স ততঃ খিন্নঃ পুনরেকাশ্রমং প্রতি ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্বণি চৈত্ৰব্রতে
বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠশোকো নামোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং রহিতং তৈঃ স্ততৈমূ নিঃ ।

নির্জগাম স্তূভুঃখার্তঃ পুনরপ্যাশ্রমাত্ততঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । গুৰীং বিশালাম্ । স্তূভুঃ নিক্শিপ্তঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥

নেতি । বিপ্রো বশিষ্ঠঃ । সংশিতব্রতো দীর্ঘজীবিত্বসম্পাদকপ্রাণায়ামাদিত্রতশালী ॥৪৯॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়াদিপৰ্বণি চৈত্ৰব্রতে উনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

তত ইতি । আশ্রমপদম্ আশ্রমরূপং স্থানম্ । মূনিবশিষ্ঠঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

১৪৫—৪৮। “কৌশিকঃ কৃত্রিমো বিপ্রো জয়েহ্মার্থে শতং মুনীন্ । জাতিবিপ্রো বশিষ্ঠস্ত
খেদিতোহপি ক্ষমাপরঃ” ॥৪৯॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে উনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৯॥

তখন শোকাবিষ্ট বশিষ্ঠ সমুজ্জ দেখিয়া, একটা বিশাল প্রস্তর কঠদেশে বন্ধন
করিয়া, জলে পতিত হইলেন ; কিন্তু সমুজ্জের তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে তীরে
নিক্ষেপ করিল ॥৪৮॥

অত্ৰচারী বশিষ্ঠ যখন কোন প্রকারেই মরিতে পারিলেন না, তখন তিনি
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে গেলেন ॥৪৯॥

গন্ধৰ্ব বলিল—বশিষ্ঠ আপন আশ্রমটীকে সমস্ত-পুত্র-বিহীন দেখিয়া,
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পুনরায় তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

* ‘...চতুঃসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...ষট্‌সপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্বিবিপত্যধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

সোহপশ্চৎ সরিতং পূৰ্ণাং প্রাবৃট্‌কালে নবাস্তসা ।
 বৃক্ষান্ বহুবিধান্ পার্শ্ব ! হরন্তীং তীরজান্ বহুন্ ॥২॥
 অথ চিন্তাং সমাপেদে পুনঃ কৌরবনন্দন ! ।
 অস্ত্যস্ত্য নিমজ্জয়মিতি ছঃখসমস্থিতঃ ॥৩॥
 ততঃ পাশৈস্তদাত্মানং গাঢ়ং বন্ধা মহানুনিঃ ।
 তস্ত্যা জলে মহানত্যা নিমমজ্জ স্তুচ্ছঃখিতঃ ॥৪॥
 অথ ছিত্বা নদী পাশাংস্তস্ত্যরিবলসূদন ! ।
 স্থলস্থং তমুযিং কৃষ্টা বিপাশং সমবাস্তজ্ঞৎ ॥৫॥
 উত্ততার ততঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ স মহানুবিঃ ।
 বিপাশেতি চ নামাস্ত্যা নস্ত্যাশ্চক্রে মহানুবিঃ ॥৬॥
 শোকে বুদ্ধিং তদা চক্রে ন চৈকত্র ব্যতিষ্ঠত ।
 সোহগচ্ছৎ পৰ্বতাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সরিতং কাঞ্চিন্দীম্ । প্রাবৃট্‌কালে বর্ষাকালে ॥২॥
 অথেতি । সমাপেদে প্রাপ বশিষ্ঠ এব ॥৩॥
 তত ইতি । আত্মানম্ আত্মনো হস্তপদাস্তদম্ ॥৪॥
 অথেতি । বেগেন বিপাশং পাশবন্ধনহীনম্, তরলেন চ স্থলস্থং কৃষ্টা ॥৫॥
 উত্ততারেতি । বিগতঃ পাশো যয়েতি যোগাধিপাশেতি নাম ॥৬॥
 শোক ইতি । একত্ৰানবস্থানমেব দর্শয়তি সোহগচ্ছদिति ॥৭॥

তিনি যাইয়া দেখিলেন—একটা নদী বর্ষাকালে নূতন জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তীরস্থ নানাপ্রকার বহুতর বৃক্ষ হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে ॥২॥
 অর্জুন ! তাহার পর, পুত্রশোকাকর্ষ বশিষ্ঠ পুনরায় চিন্তা করিলেন যে, ‘এই নদীর জলে নিমগ্ন হইব’ ॥৩॥

তদনন্তর তিনি লতাপ্রভৃতি দ্বারা দৃঢ়ভাবে হস্ত-পদাদি বন্ধন করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

তাহার পর, নদীটা তাঁহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং তাঁহাকে পাশবিহীন অবস্থায় তীরে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিল ॥৫॥

তখন বশিষ্ঠ পাশযুক্ত অবস্থায় উঠিলেন এবং সেই নদীটার নাম করিলেন—‘বিপাশা’ ॥৬॥

তখন তিনি কেবলই শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেন ; কোন এক জায়গায় থাকিতেন না ; সর্বদা নদী, পর্বত ও হ্রদে বিচরণ করিতেন ॥৭॥

স দৃষ্ট্বা পুনরেবর্ষিনদীং হৈমবতীং তদা ।
 চণ্ডগ্রাহবতীং ভীমাং তস্যাঃ স্রোতস্থথাপতৎ ॥৮॥
 সা তমগ্নিসমং বিপ্রমনুচিন্ত্য সরিধরা ।
 শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুগিরিতি বিশ্রুতা ॥৯॥
 ততঃ স্থলগতং দৃষ্ট্বা তত্রাপ্যাত্মানমাত্মনা ।
 মৰ্ত্তুং ন শক্যামীভ্যুক্ত্বা পুনরেবাশ্রমং যযৌ ॥১০॥
 স গতা বিবিধান্ শৈলান্ দেশান্ বহুবিধাংস্তথা ।
 অদৃশ্যন্ত্যাখ্যায়া বধ্বাহথাশ্রমেহনুসৃতোহভবৎ ॥১১॥
 অথ শুশ্রাব সঙ্গত্যা বেদাধ্যয়ননিশ্চয়ম্ ।
 পৃষ্ঠতঃ পরিপূর্ণার্থং ষড়্ভিরঙ্গৈরলঙ্কতম্ ॥১২॥
 অনুব্রজতি কো যেষ মামিত্যেবাথ সোহব্রবীৎ ।
 অদৃশ্যন্ত্যেবমুক্তা বৈ তং স্নুযা প্রত্যভাষত ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হৈমবতীং হিমবতো নির্গতাম্, চণ্ডগ্রাহবতীম্ উগ্রজলজঙ্গমঙ্গলানাম্ ॥৮॥
 সেতি । বিদ্রুতা তরঙ্গবেগেন বশিষ্ঠমুত্তার্য্য প্রস্থিতা ॥৯॥
 তত ইতি । আত্মনা স্বয়ং মৰ্ত্তুং ন শক্যামীভ্যুক্ত্বা তদ্বয়ঃ । দৈবাদিকোহয়ং শকধাতুঃ ॥১০॥
 স ইতি । স বশিষ্ঠঃ । বধ্বা পুত্রবধ্বা, অহুসৃতঃ অহুগতঃ ॥১১॥
 অথেতি । সঙ্গত্যা স্বরাদিসংলগ্নভাবেন । পৃষ্ঠতঃ শুশ্রাবেতি সম্বন্ধঃ । পরিপূর্ণার্থম্
 উচ্চারণভঙ্গৌব পরিপূর্ণার্থপ্রকাশকম্ । অলঙ্কতং ষড়্ভ্যাহুসরণাধিসুন্দরম্ ॥১২॥
 একদা হিমালয় হইতে নির্গত হিংস্রজলজন্তুতে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর একটা নদী
 দেখিয়া বশিষ্ঠ পুনরায় তাহার স্রোতে ঝাপাইয়া পড়িলেন ॥৮॥

কিন্তু সে নদীটা বশিষ্ঠকে অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ ভাবিয়া, তরঙ্গের বেগে তাঁহাকে
 তীরে তুলিয়া দিয়া, শতগুণ বেগে প্রস্থান করিল ; তাহাতেই তাহার নাম
 হইল—‘শতদ্রু’ ॥৯॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ সে ঘটনাতেও আপনাকে স্থলগত দেখিয়া, ‘নিজে
 মরিতে পারিব না’ এই কথা বলিয়া পুনরায় আশ্রমের দিকে চলিলেন ॥১০॥

তিনি নানাবিধ পর্বত এবং নানাবিধ দেশ অতিক্রম করিয়া আপন
 আশ্রমের নিকটবর্তী হইলে, অদৃশ্যস্ত্রীনারী পুত্রবধূ তাঁহার অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর, তিনি পিছনের দিকে বেদপাঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন ; সে

(১৩)....অহমিতাদৃশ্যস্ত্রীম্ সা স্নুযা প্রত্যভাষত ।...অহং হৃদশ্রুতী নাম তং স্নুযা প্রত্য-
 ভাষত ।

শক্ৰে ভাৰ্য্যা মহাভাগ ! তপোযুক্তা তপস্বিনী ।

অহমেকাকিনী চাপি হুয়া গচ্ছামি নাপরঃ ॥১৪॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পুত্রি ! কশ্চৈষ সাক্ষস্তু বেদস্তাধ্যয়নশ্বনঃ ।

পুরা সাক্ষস্তু বেদস্তু শক্ৰে রিব ময়া শ্রুতঃ ॥১৫॥

অদৃশ্যস্ত্যবাচ ।

অয়ং কুক্ষৌ সমুৎপন্নঃ শক্ৰে গৰ্ভঃ স্মৃতস্ত তে ।

সমা দ্বাদশ তস্মৈহ বেদানভ্যসতো মূনে ! ॥১৬॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া হৃষ্টো বশিষ্ঠঃ শ্ৰেষ্ঠভাগৃণিঃ ।

অস্তি সন্তানমিত্যুক্ত্বা মৃত্যোঃ পার্থ ! শ্রবর্তত ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অধিতি । স বশিষ্ঠঃ । অদৃশ্যস্তী তদাখ্যা, স্ত্রীয়া পুত্রবধুঃ ॥১৩॥

শক্ৰে রিতি । তপোযুক্তা বৈধব্যত্রতশালিনী, অতএব তপস্বিনী দীনা ॥১৪॥

পুত্রীতি । পুরা ময়া শ্রুতঃ, শক্ৰেঃ সাক্ষস্তু বেদস্তু অধ্যয়নশ্বন ইবেতি সধ্বন্ধঃ ॥১৫॥

অয়মিতি । হে মূনে ! অয়ং কুক্ষৌ মমোদরে সমুৎপন্নঃ, তে তব স্মৃতস্ত শক্ৰে গৰ্ভঃ পুত্রঃ । ইহ ইদানীম্, বেদানভ্যাসতস্তস্ত, দ্বাদশ সমা বৎসরা বর্তন্তে ॥১৬॥

এবমিতি । শ্ৰেষ্ঠভাক্ মুনিসু শ্ৰেষ্ঠস্থানবর্তী । মৃত্যোর্মরণাৎ ॥১৭॥

ধ্বনি ব্যাকরণপ্রভৃতি ষড়ঙ্গবিগুহ, সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক এবং উদাত্তাদিস্বরসঙ্গত হইতেছিল ॥১২॥

তদনন্তর তিনি বলিলেন—‘এ কে আমার পিছনে আসিতেছে ?’ । তিনি এইরূপ বলিলে, সেই অদৃশ্যস্ত্রীনারী পুত্রবধু তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৩॥

‘মহাশূন্য ! আমি বৈধব্যত্রতচারিণী ও দীনা আপনার পুত্র শক্ৰের ভাৰ্য্যা ; আমি একাকিনীই আপনার সহিত যাইতেছি, অস্ত্র কেহ নহে’ ॥১৪॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘তনয়ে ! আমি পূর্বের শক্ৰের যেমন সাক্ষ-বেদ-পাঠের ধ্বনি শুনিতাম, সেইরূপ কাহার এই সাক্ষ-বেদ-পাঠের ধ্বনি ?’ ॥১৫॥

অদৃশ্যস্তী বলিলেন—‘ভগবন্ ! আমার গর্ভে একটা পুত্র রহিয়াছে, এটা আপনার পুত্র শক্ৰ হইতে উৎপন্ন ; বর্তমান সময়ে ইহার বার বৎসর বয়স হইয়াছে ; এই-ই বেদপাঠ করিতেছে’ ॥১৬॥

গন্ধৰ্ব বলিল—অদৃশ্যস্তী এই কথা বলিলে, মুনিস্ৰেষ্ঠ বশিষ্ঠ অত্যন্ত আন-

(১৪)...তপোযুক্তা তপস্বিনী । কচিদ্ধৃত্যধ্বং নাস্তি । (১৫)...বেদাধ্যয়ননিশ্বনঃ...

ততঃ প্রতিনিবৃত্তঃ স তয়া বধ্বা সহানঘ ! ।
 কল্মাষপাদমাসীনং দদর্শ বিজনে বমে ॥১৮॥
 স তু দৃষ্টে ব তং রাজা ক্রুদ্ধ উত্থায় ভারত ! ।
 আবিষ্টো রক্ষসোগ্রাণ ইয়েষাতুং তদা মুনিম্ ॥১৯॥
 অদৃশ্যন্তী তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুরকর্ণাণমগ্রতঃ ।
 ভয়সংবিগ্না বাচা বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥২০॥
 অসৌ মৃত্যুরিবোগ্রাণ দণ্ডেন ভগবন্মিতঃ ।
 প্রগৃহীতেন কাঠেন রাক্ষসোহভ্যেতি দারুণঃ ॥২১॥
 তং নিবারয়িতুং শক্তো নাত্যোহস্তু ভুবি কশ্চন ।
 হৃদতেহং মহাভাগ ! সর্ববেদবিদাং বর ! ॥২২॥
 পাহি মাং ভগবন্ ! পাপাদম্মাদারুণদর্শনাৎ ।
 রাক্ষসোহয়মিহাতুং বৈ নুনমাবাং সমীহতে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রতিনিবৃত্ত আশ্রমং প্রতি গচ্ছন্ ॥১৮॥
 স ইতি । উগ্রাণ রক্ষসারাক্ষসেনাবিষ্টঃ । অন্তঃ ভক্ষয়িতুম্ ॥১৯॥
 অদৃশ্যন্তীতি । ভয়েন সংবিগ্না বিকলয়া অস্পষ্টয়েতি যাবৎ ॥২০॥
 অসাবিতি । কাঠেন কাঠময়েন দণ্ডেনোপলক্ষিতঃ ॥২১॥
 তমিতি । হৃদতে ত্বাং বিনা ॥২২॥

ন্দিত হইলেন এবং ‘বংশ রহিয়াছে’ এই কথা বলিয়া মৃত্যু হইতে নিবৃত্তি পাইলেন ॥১৭॥

তাহার পর তিনি পুত্রবধুর সহিত আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন, তখন নির্জন-বন-মধ্যে কল্মাষপাদ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিলেন ॥১৮॥

অর্জুন ! ভয়ঙ্কররাক্ষসাবিষ্ট সেই রাজা বশিষ্ঠকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া, উঠিয়া, তখনই তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৯॥

তখন অদৃশ্যন্তী সেই হিংস্রস্বভাব রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়বিকলবাক্যে বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

‘ভগবন্ ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর আয় ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষস কাঠময় ভয়ঙ্কর দণ্ড উদ্ভোলন করিয়া এই দিকেই আসিতেছে !’ ॥২১॥

হে মহাশয় ! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্যতীত জগতে অন্য কোন লোকই আজ উহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মা ভৈঃ পুত্রি ! ন ভেতব্যাং রাক্ষসাত্ত্ব কথঞ্চন ।
নৈতদ্রক্ষো ভয়ং যস্মাৎ পশ্যসি হ্রস্বপস্থিতম্ ॥২৪॥
রাক্ষা কস্মাৎপাদোহয়ং বীৰ্য্যবান্ প্রথিতো ভূবি ।
স এবোহস্মিন্ বনোদ্দেশে নিবসত্যতিভীষণঃ ॥২৫॥

গন্ধৰ্ব্ব উবাচ ।

তমাপতন্তুং সম্প্রেক্ষ্য বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
বারয়ামাস তেজস্বী হৃদ্ধারেণৈব ভারত ! ॥২৬॥
মন্ত্রপূতেন চ পুনঃ স তমভ্যুক্ষ্য বারিণা ।
মোক্ষয়ামাস বৈ শাপাত্মাদ্ঘোরান্নরাধিপম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাহীতি । পাপাৎ পাপিষ্ঠাৎ, অস্মাৎ রাক্ষসাৎ । অন্তুং ভক্ষয়িতুম্ ॥২৩॥
মেতি । এতৎ রক্ষো রাক্ষসো ন ॥২৪॥
রাক্ষেতি । বীৰ্য্যবান্ প্রথিতো বীৰ্য্যবত্ত্বাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥২৫॥
তমিতি । আপতন্তুম্ আগচ্ছন্তুম্ ॥২৬॥
মন্ত্রেতি । শাপাৎ শাপনিবন্ধনরাক্ষসভাবাৎ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ভতো দৃষ্টেতি ॥১—১০॥ বধা স্মৃয়া ॥১১—২৩॥ মা ভৈঃ মা ভৈর্বাঃ, গাতিস্থেতি হৃদ্রেভা
ইতি বিভেতেরপি গ্রহণপক্ষে সিচো লুক্ ॥২৪—২৬॥ তস্মাদ্ যোগাৎ, অত্যাশ্ৰয়াৎ যোগজ-
ভগবন্ । আপনি এই ভয়ঙ্করাকৃতি পাপিষ্ঠ রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা
করুন । নিশ্চয়ই এই রাক্ষস এখনই আমাদের গলায় ভক্ষণ করিবার চেষ্টা
করিবে ॥২৩॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘পুত্রি ! ভয় করিও না, এ রাক্ষস হইতে কোন
প্রকারেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই । কারণ, এ রাক্ষস নহে, যাহা হইতে ভয়
উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে করিতেছ ॥২৪॥

ইনি জগতে বলবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ কস্মাৎপাদ রাক্ষা ; তিনিই এই ভয়ঙ্কর
আকৃতি ধারণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছেন’ ॥২৫॥

গন্ধৰ্ব্ব বলিল—ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া হৃদ্ধার
দ্বারাই বারণ করিলেন ॥২৬॥

এবং তিনি মন্ত্রপুত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই রাক্ষসকে সেই ভয়ঙ্কর
শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৭॥

স হি দ্বাদশ বর্ষাণি বাশিষ্ঠশ্চৈব তেজসা ।
 গ্রন্থ আসীদগ্রহেণৈব পর্বকালে দিবাকরঃ ॥২৮॥
 রক্ষসা বিপ্রমুক্তোহথ স নৃপসুত্বনং মহৎ ।
 তেজসা রঞ্জয়ামাস সন্ধ্যাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥২৯॥
 প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামভিবাচ কৃতাজ্জলিঃ ।
 উবাচ নৃপতিঃ কালে বশিষ্ঠমুখিসত্তমম্ ॥৩০॥
 সৌদাসোহহং মহাভাগ ! যাজ্ঞস্তে মুনিসত্তম ! ।
 অগ্নিন্ কালে যদিষ্টস্তে ক্রহি তৎ করবাণি কিম্ ॥৩১॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

বৃভমেতদ্যথাকালং গচ্ছ রাজ্যং প্রশোধি বৈ ।
 ত্রাঙ্কণাংস্তু মনুষ্যেন্দ্র ! মাৰমংস্থাঃ কদাচন ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বাশিষ্ঠশ্চৈব পূজুঃ । গ্রহেণ রাহুঃ । পর্বকালে অমাবস্তায়াম্ ॥২৮॥
 রক্ষসেতি । বিপ্রমুক্তোক্তঃ । সন্ধ্যাভ্রং সন্ধ্যাকালীনং মেঘম্ ॥২৯॥
 প্রতীতি । সংজ্ঞাং পূর্বচৈতন্তম্ ॥৩০॥
 সৌদাস ইতি । কল্যাণপাদশ্চৈব সৌদাস ইতি নামান্তরম্ ॥৩১॥
 বৃত্তমিতি । বৃত্তং জাতম্, এতত্ত্বং রাক্ষসত্বম্ । ততো ন দুঃখং কৰ্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

সামর্থ্যাৎ ॥২৭॥ প্রাগৈবৈতৎ কুতো ন কৃতমিত্যত আহ—স হীতি । বশিষ্ঠশ্চ শক্তিরূপশ্চ

অমাবস্তার দিন সূর্য্য যেমন রাহু দ্বারা আক্রান্ত হন, সেইরূপ কল্যাণপাদ রাজা বশিষ্ঠপুত্র শক্তিরই অভিসম্পাতে বার বৎসরপর্য্যন্ত আক্রান্ত ছিলেন ॥২৮॥

রাক্ষস ছাড়িয়া গেলে, সূর্য্য যেমন আপন তেজে সন্ধ্যাকালীন মেঘকে রঞ্জিত করেন, রাজাও তেমন আপন কান্তিতে সেই বিশাল বনটাকে রঞ্জিত করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর, রাজা পূর্ব চৈতন্ত লাভ করিয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥৩০॥

‘মহাশ্বন ! আমি সৌদাস, আপনার যজ্ঞমান । এখন আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা বলুন, আমি কি করিব’ ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—‘তোমার এই অবস্থা যথাসময়ে ঘটিয়াছিল । এখন যাও, রাজ্য শাসন কর ; কিন্তু রাজা ! কখনও ত্রাঙ্কণের অপমান করিও না’ ॥৩২॥

(৩১)...ক্রহি কিং করবাণি তে ।

রাজোবাচ ।

নাবমংস্ত্রে মহাভাগ ! কদাচিদ্রোক্ষগৰ্ভভান্ ।

ত্বমিদেগে স্থিতঃ সম্যক্ পূজয়িষ্যাম্যহং দ্বিজান্ ॥৩৩॥

ইক্ষাকুণাঞ্চ যেনাহম্ অনৃণঃ স্ত্রাং দ্বিজোত্তম ! ।

তত্ত্বত্তঃ প্রাপ্তু মিচ্ছামি সৰ্ববেদবিদাং বর ! ॥৩৪॥

অপতামীপ্সিতং মহ্যং দাতুমহিসি সত্তম ! ।

শীলরূপগুণোপেতমিক্ষাকুকুলবৃদ্ধয়ে ॥৩৫॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

দদানীত্যেব তং তত্র রাজানং প্রভুত্যাচ হ ।

বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠাসং সত্যসন্ধো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৬॥

ততঃ প্রতিবৰ্ষো কালে বশিষ্ঠঃ সহ তেন বৈ ।

ধ্যাতাং পুরীমিমাং লোকেষ্বযোধ্যাং মনুজেশ্বর ! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ত্বমিদেগে তবদেশেইবাবধীনতায়াম্ ॥৩৩॥

ইক্ষাকুণামিতি । অনৃণঃ স্ত্রাং পুত্রলাভেনেত্যায়ঃ । তত্ত্বত্তব সকাশাং ॥৩৪॥

তচ্চ কিমিত্যাহ অপত্যমিতি । অপত্যং পুত্রম্ ॥৩৫॥

দদানীতি । পরমেষ্ঠাসং মহাধাতুসম্ । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥৩৬॥

তত ইতি । তেন রাজা । হে মনুজেশ্বর ! মনুজশ্রেষ্ঠ ! ইত্যৰ্জুনসম্বোধনম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৮—৩১॥ বৃত্তং নিপন্নম্, এতৎ যৎ অয়া কৰ্তব্যমস্মদ্বিষ্টম্, বিরুদ্ধলক্ষণয়া ইয়মুক্তিঃ । অথৈব

রাজা বলিলেন—‘মহাঅনু ! আমি আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিব না ; বরং আপনার আদেশের অধীন থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মানই করিব ॥৩৩॥

হে ব্রাহ্মণোত্তম ! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আমি যাহা দ্বারা ইক্ষাকুবংশীয় পূৰ্বপুরুষগণের ঋণমুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনার নিকট লাভ করিবার ইচ্ছা করি ॥৩৪॥

ইক্ষাকুবংশের বৃদ্ধির জন্য রূপ, গুণ ও সংস্কারবযুক্ত একটা পুত্র আমাকে দান করুন ॥৩৫॥

গন্ধৰ্ব বলিল—সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মহাধাতুস্বরের রাজাকে কহিলেন—‘তোমাকে পুত্র দান করিব’ ॥৩৬॥

অৰ্জুন ! তাহার পর বশিষ্ঠ সেই রাজার সহিত যথাসময়ে জগদ্বিখ্যাত অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তং প্রজাঃ প্রতিমোদন্ত্যঃ সর্বাঃ প্রত্যাঙ্গতাস্তদা ।
 অপাপ্পানং মহাত্মানং দিবৌকস ইবেশ্বরম্ ॥৩৮॥
 হুচিরায় মনুষ্যেষ্ট্রো নগরীং পুণ্যলক্ষণাম্ ।
 বিবেশ সহিতস্তেন বশিষ্ঠেন মহর্ষিণা ॥৩৯॥
 দদৃশুস্তং মহীপালমযোধ্যাবাসিনো জনাঃ ।
 পুরোহিতেন সহিতং দিবাকরমিবোদিতম্ ॥৪০॥
 স চ তাং পুরয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষ্মীবতাং বরঃ ।
 অযোধ্যাং ব্যোম শীতাংশুঃ শরৎকাল ইবোদিতঃ ॥৪১॥
 সংসিক্তমুষ্ণপস্থানং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ।
 মনঃ প্রহ্লাদয়ামাস তস্য তৎ পুরমুক্তমম্ ॥৪২॥
 তুষ্ণপুষ্টজনাকীর্ণা সা পুরী কুরুনন্দন ! ।
 অশোভত তদা তেন শক্রেণেবামরাবতী ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । প্রতিমোদন্ত্যো রাজো দর্শনাদেবানমন্ত্যঃ । ঈশ্বরং দেবরাজম্ ॥৩৮॥
 হুচিরায়ৈতি । মনুষ্যেভ্যঃ কল্যাণপাদঃ । নগরীমযোধ্যাম্ ॥৩৯॥
 দদৃশুরিতি । পুরোহিতেন বশিষ্ঠেন ॥৪০॥
 স ইতি । লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা । লক্ষ্মীবতাং কান্তিমতাম্ । যোপধ্বাদ্ব্যগ্রতায়ঃ । ব্যোম
 আকাশমিব । শীতাংশুভ্যঃ ॥৪১॥
 সংসিক্তেতি । আদৌ সংসিক্তাঃ পরঞ্চ মুষ্টাঃ পস্থানো যজ্ঞ তৎ । আর্ঘ্যমিদং পদম্ ॥৪২॥

তখন দেবতারা যেমন দেবরাজের প্রত্যাঙ্গমন করেন, তেমন সমস্ত প্রজা
 আনন্দিত হইয়া সেই নিম্পাপ ও মহাত্মা রাজার প্রত্যাঙ্গমন করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর, বহুকাল পরে রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্য-
 লক্ষণা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

তখন অযোধ্যাবাসী লোকেরা উদিত সূর্য্যের স্থায় বশিষ্ঠের সহিত রাজাকে
 দেখিতে লাগিল ॥৪০॥

শরৎকালোদিত চন্দ্র যেমন আপন কান্তি দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন,
 সুল্লরশ্রেষ্ঠ রাজাও তেমন আপন কান্তি দ্বারা অযোধ্যানগরী পরিপূর্ণ করি-
 লেন ॥৪১॥

ভূত্বোরা অযোধ্যার পথগুলিকে পূর্বেই প্রক্ষালিত ও পরিমার্জিত করিয়া
 রাখিয়াছিল এবং ধ্বজপতাকা দ্বারা শোভিত করিয়াছিল ; হুতরাং সে পুরী
 রাজার মন আনন্দিত করিল ॥৪২॥

ততঃ প্রবিষ্টে রাজর্ষৌ তস্মিন্স্থং পুরমুত্তমম্ ।

রাজস্তুশ্চাজ্জয়া দেবী বশিষ্ঠমুপচক্রমে ॥৪৪॥

মহর্ষিঃ সংবিদং কৃতা সূমভূব তয়া সহ ।

দেব্যা দিব্যেন বিধিনা বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ ॥৪৫॥

ততস্তস্তাং সমুৎপন্নে গৰ্ভে স মুনিসত্তমঃ ।

রাজ্জাভিবাদিতস্তেন জগাম পুনরাশ্রমম্ ॥৪৬॥

দীর্ঘকালেন সা গৰ্ভং হুমুবে ন তু তং যদা ।

তদা দেব্যশ্মনা কুক্ষিং নির্বিভেদ যশস্বিনী ॥৪৭॥

তদা দ্বাদশমে বর্ষে স জজ্ঞে পুরুষর্ষভঃ ।

অশ্মকো নাম রাজর্ষিঃ পৌদম্যং যো ঋবেশয়ৎ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি চৈত্ৰরথে
বাশিষ্ঠে সৌদাসস্বতোৎপত্তিনাম সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥ *

ভারতকৌমুদী

তুষ্টেতি । সা অযোধ্যা । তেন রাজা । শক্ৰেণ ইন্দ্রেণ ॥৪৩॥

তত ইতি । দেবী কল্যাণপাদমহিষী । উপচক্রমে পুত্রজননায়োপগতা বভূব ॥৪৪॥

মহর্ষিরিতি । সংবিদং কৃতা ‘অস্তাং যঃ পুত্রোঃ জায়েত স রাজ্ঞ এব ভবেৎ’ ইত্যেবং
প্রতিজ্ঞাং বিধায় । ‘সংবিদাগ্নিঃ প্রতিজ্ঞানম্’ ইত্যমরঃ । সখভূব রমণায় মিলিত ইতি
শেষঃ । দিব্যেন অলৌকিকেন অকামুকভাবেনেত্যর্থঃ ॥৪৫॥

তত ইতি । তস্তাং মহিষ্যাম্ । স বশিষ্ঠঃ ॥৪৬॥

দীর্ঘেতি । দেবী মহিষী, অশ্মনা হৃদ্যারেণ প্রস্বরেণ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

রক্ষোহভিভূতেন মম পুত্রশতং ভক্তিযমিতি ভাবঃ ॥৩২—৩১॥ পহানমিত্যর্থং পুংস্বম্

অজ্ঞান । হৃষ্ট পুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ সেই অযোধ্যানগরী, ইন্দ্র দ্বারা অমরা-
বতীর স্তায় তখন রাজা দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৩॥

রাজর্ষি কল্যাণপাদ মনোহর অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলে, তাঁহারই
আদেশ অনুসারে তাঁহার মহিষী আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৪॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও শপথ করিয়া অকামুকভাবে সেই মহিষীর সহিত রমণ
করিলেন ॥৪৫॥

তাঁহার পর, মহিষীর গর্ভ উৎপন্ন হইলে, রাজা বশিষ্ঠকে অভিবাদন
করিলেন ; পরে বশিষ্ঠ পুনরায় আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৪৬॥

(৪৮) ততোহপি দ্বাদশে বর্ষে... । * ‘...পঞ্চসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্তসপ্তত্যাধিকঃ...’
‘...অষ্টসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রিনবত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

আশ্রমস্থা তত্র পুত্রমদৃশস্তী ব্যজায়ত ।

শক্তে : কুলকরং রাজন্ ! দ্বিতীয়মিব শক্তিঃ পুত্রম্ ॥১॥

জাতকৰ্ম্মাদিকাস্তস্ত ক্রিয়াঃ স মুনিসত্তমঃ ।

পৌত্রস্ত ভরতশ্চেষ্ট ! চকার ভগবান্ স্বয়ম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদেতি । দ্বাদশ মা মানং সংখ্যা যন্ত তস্মিন্ । পৌদন্ত্যং নাম নগরম্ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথে সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—:—

আশ্রমেতি । অদৃশস্তী তদাখ্যা সা বশিষ্ঠপুত্রবধূঃ, ব্যজায়ত অজন্ময়ং । সপ্তর্ষকঙ্ক-
মার্মম্ । অশ্বাদেব প্রমাণাং শক্তিশব ইকারাস্তো নকারান্তশ্চ মন্তব্যঃ ॥১॥

জাতেতি । ক্রিয়াঃ সংস্কারকৰ্ম্মাণি । স বশিষ্ঠঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪২—৪৪॥ সংবিদমৈকমত্যম্, সমভূব মিথুনীবভূব, দিব্যেন স্বর্গ্যেণ অলৌল্যেন ইত্যর্থঃ

॥৪৫—৪৭॥ পৌদন্ত্যং পুরম্, “বৌদন্ত্যম্” ইতি তু পঠিত্বং যুক্তম্, আদিবিকারো বা । বোদনং
নিশামনং তদইম্, বোদনমিতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধম্ ॥৪৮॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭০॥

—:—:—

এদিকে সেই মহিষী যখন দীর্ঘকালেও সে গর্ভ প্রসব করিতে পারিলেন না,
তখন তিনি একখানি সুধার পাষাণ দ্বারা উদর বিদীর্ণ করিলেন ॥৪৭॥

তখন বার বৎসরের সময়ে সেই গর্ভ নির্গত হইল, যে পুরুষশ্চেষ্ট পরবর্তী
কালে ‘অশ্বক’—নামে রাজর্ষি হইয়া পৌদন্ত্যনামক রাজধানী স্থাপন করিয়া-
ছিলেন ॥৪৮॥

—:—:—

গন্ধৰ্ব বলিল—অৰ্জুন ! এদিকে বশিষ্ঠের পুত্রবধু অদৃশস্তীদেবী সেই
আশ্রমে থাকিয়া শক্তির বংশকর দ্বিতীয় শক্তির আয় একটি পুত্র প্রসব
করিলেন ॥১॥

মুনিশ্চেষ্ট বশিষ্ঠ নিজেই সেই পৌত্রটীর জাতকৰ্ম্মপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারকার্য্য
করিলেন ॥২॥

পরাস্থঃ স্থাপিতস্তেন বশিষ্ঠঃ স যতো মুনিঃ ।
 গৰ্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ ॥৩॥
 অমন্যত স ধৰ্ম্মান্না বশিষ্ঠং পিতরং মুনিম্ ।
 জন্মপ্রভৃতি তস্মিংস্ত পিতরীবাশ্ববর্তত ॥৪॥
 স তাত ইতি বিপ্রাযিং বশিষ্ঠং প্রত্যভাষত ।
 মাতুঃ সমক্ষং কৌন্তেয় ! অদৃশ্যন্ত্যাঃ পরন্তপ ! ॥৫॥
 তাতেতি পরিপূর্ণার্থং তস্ম তন্মধুরং বচঃ ।
 অদৃশ্যন্ত্যাক্ষপূর্ণাক্ষী শৃণুতী তমুবাচ হ ॥৬॥
 মা তাত তাত তাতেতি ক্রহেনং পিতরং পিতুঃ ।
 রক্ষসা ভক্ষিতস্তাত ! তব তাতো বনান্তরে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

পরেতি । তেন গৰ্ভস্থেন শক্তিপুঞ্জেন, যতো হেতোঃ, পরাস্থবংশলোপাশঙ্কয়া নিশ্চাণ ইব, স বশিষ্ঠো মুনিঃ, স্থাপিত আত্মনা সবংশো রক্ষিতঃ; ততো হেতোঃ, স শক্তিপুঞ্জঃ, পরাশর ইতি নামা লোকে স্মৃতঃ । তথা চ পরাস্থং পিতামহবশিষ্ঠস্ত পরাস্থভাবং শৃণোতি হিনস্তীতি পরাশরঃ, পুষোদরাদিত্যাত্মদ্যাবস্তিস্থকলোপঃ, শৃণোতেশ্চ পচাদিত্যাদচ্ ॥৩॥

অমন্যতেতি । স পরাশরঃ । অশ্ববর্তত পিতৃসম্বোধনাদিনা ॥৪॥

স ইতি । স পরাশরঃ । অদৃশ্যন্ত্যাদাখ্যায় মাতুঃ ॥৫॥

তাতেতি । পরিপূর্ণার্থং সঙ্গতার্থম্, স্বধারা তেনৈব বংশতননাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

মেতি । পিতুঃ পিতরং পিতামহং বশিষ্ঠম্ । হে তাত ! বৎস ! ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

আশ্রমস্থেতি ॥১—২॥ পরাস্থরिति পরাসৌরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, পরা

সেই শক্তির পুত্রটি বংশরক্ষা করিয়া যে হেতু মৃতপ্রায় বশিষ্ঠকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই হেতু জগতে তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘পরাশর’ ॥৩॥

পরাশর বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জন্মাবধি পিতার নিকট যেমন ভাবে চলিতে হয়, বশিষ্ঠের নিকট তেমন ভাবেই চলিতেন ॥৪॥

এবং তিনি মাতা অদৃশ্যস্তীদেবীর সমক্ষেই বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ॥৫॥

একদিন বশিষ্ঠের প্রতি সেই পরাশরের ‘তাত !’ এইরূপ যোগার্থযুক্ত মধুর বাক্য শুনিয়া অদৃশ্যস্তীদেবী অক্ষপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন— ॥৬॥

‘বৎস ! তুমি তোমার এই পিতামহকে ‘তাত ! তাত !’ বলিয়া সম্বোধন করিও না ; এক রাক্ষস বনের ভিতরে তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে ॥৭॥

(৩) পরাস্থক যতন্তেন... । (৫)...বিপ্রাযিবশিষ্ঠম্... ।

মন্তসে যং তু তাতেতি নৈষ তাতস্তবানঘ ! ।
 আৰ্য্য এষ পিতা তস্য পিতৃস্তুব যশস্বিনঃ ॥৮॥
 স এবমুক্তো দুঃখার্তঃ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ ।
 সৰ্বলোকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥৯॥
 তং তথা নিশ্চিতাত্মানং স মহাত্মা মহাতপাঃ ।
 ঋষির্ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মৈত্রাবরুণিরগ্রধীঃ ।
 বশিষ্ঠো বারয়ামাস হেতুনা যেন তচ্ছৃণু ॥১০॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 কৃতবীৰ্য্য ইতি খ্যাতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ।
 যাজ্ঞ্যো বেদবিদাং লোকে ভৃগুগাং পার্ধিবর্ষভঃ ॥১১॥
 স তানগ্রভূজস্তাত ! ধাত্মেন চ ধনেন চ ।
 সোমাস্তে তর্পয়ামাস বিপুলেন বিশাংপতিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মন্তস ইতি । আৰ্য্যঃ শত্ৰুহায়ম মন্তঃ ॥৮॥
 স ইতি । স পরাশরঃ । সৰ্ব্বেষাং লোকানাং রাক্ষসানাং বিনাশায় ॥৯॥
 তমিতি । নিশ্চিতাত্মানং সৰ্ব্বরাক্ষসবিনাশায় নিদ্ধারিতচিত্তম্ । মৈত্রাবরুণিমিত্রাবরুণ-
 যোঃ পুত্রঃ, অগ্রা শ্রেষ্ঠা ধীবুদ্ধিষ্ঠ সঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
 কৃতেতি । ভৃগুগাং তদ্বংশীয়ানাম্ ॥১১॥
 স ইতি । স কৃতবীৰ্য্যঃ । অগ্রভূজঃ পুরোহিতবাদ্যে ভোক্তৃন্ । সোমস্য যাগস্তান্তে ॥১২॥
 বৎস । তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া মনে করিয়াছ, তিনি তোমার পিতা
 নহেন । এই মাননীয় ব্যক্তি তোমার পিতার পিতা' ॥৮॥
 মাতা এইরূপ বলিলে, সত্যবাদী ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া
 সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯॥
 তিনি সেইরূপ স্থির করিলে, মিত্রাবরুণনন্দন, বুদ্ধিমান, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং
 প্রধান তপস্বী বশিষ্ঠ যে ভাবে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, তাহা শোন ॥১০॥
 বশিষ্ঠ বলিলেন—বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজ্ঞমান কৃতবীৰ্য্যনামে বিখ্যাত এক
 রাজা ছিলেন ॥১১॥
 সেই কৃতবীৰ্য্য রাজা নিজের সোমযাগ সমাপ্ত হইলে, দক্ষিণাশ্বরূপ প্রচুর
 ধন-ধাত্ম দ্বারা সেই ভৃগুবংশীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন ॥১২॥

তস্মিন্ নৃপতিশাৰ্দূলে স্বৰ্ঘাতেহথ কথকন ।
 বভূব তৎকুলেয়ানাং দ্রব্যার্থায়ুপস্থিতম্ ॥১৩॥
 ভৃগুশাস্ত্র ধনং জ্ঞাত্বা রাজানঃ সৰ্ব্ব এব তে ।
 যাচিষ্ণবোহভিজগ্মুস্তাংস্ততো ভার্গবসন্তমান্ ॥১৪॥
 ভূমৌ তু নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনমক্ষয়ম্ ।
 দদুঃ কেচিদ্ভিজ্জাতিভো জ্ঞাত্বা ক্ষত্রিয়তো ভয়ম্ ॥১৫॥
 ভৃগবস্ত দদুঃ কেচিভৈষাং বিত্তং যথেষ্পিতম্ ।
 ক্ষত্রিয়াণাং তদা তাত ! কারণান্তরদৰ্শনাৎ ॥১৬॥
 ততো মহীতলং তাত ! ক্ষত্রিয়েণ যদৃচ্ছয়া ।
 ধনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি ॥১৭॥
 তদ্বিত্তং দদৃশুঃ সৰ্বে সমেতাঃ ক্ষত্রিয়ৰ্ভাঃ ।
 অবমন্ত ততঃ ক্রোধাদ্ভৃগুংস্তান্ শরণাগতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্মিতি । তৎকুলেয়ানাং তৎকুলজ্ঞাতানাম্ । দ্রব্যার্থাং ধনসাধ্যং কৰ্ম্ম ॥১৩॥
 ভৃগুশাস্ত্রমিতি । ধনং ধনান্তিভ্যম্ । যাচিষ্ণব ইত্যর্গ্ৰহাদিষ্ণুচ্ ॥১৪॥
 ভূমাবিতি । ভূমৌ ভূম্যভ্যন্তরে । অক্ষয়ং কৰ্ত্তৃমিতি শেষঃ ॥১৫॥
 ভৃগব ইতি । কারণান্তরদৰ্শনাৎ ক্ষত্রিয়েৰ্ধলপ্রয়োগেণ গ্রহণাত্মমানাৎ ॥১৬॥
 তত ইতি । অধিগতং প্রাপ্তম্, বিত্তং ধনম্ । কন্তচিদ্ভৃগুর্বেশ্মনি ॥১৭॥
 তদ্বিতি । অবমন্ত স্থিতেহপি ধনে তদগোপনাদবজায় ॥১৮॥

তাহার পর, কৃতবীৰ্য্য পরলোক গমন করিলে, একদা তাঁহার বংশধরদিগের
 ধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল ॥১৩॥

তাই তাঁহারা সকলেই ভৃগুবংশীয়দিগের ধন আছে জানিয়া তাহা প্রার্থনা
 করিবার জন্ত সেই ভৃগুবংশীয়গণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

কতকগুলি ভৃগুবংশীয় ধনকে অক্ষয় করিবার জন্ত তাহা মাটির ভিতরে
 রাখিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয়দের ভয়ে ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া ফেলিয়া-
 ছিলেন ॥১৫॥

এবং না দিলে ক্ষত্রিয়েরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া অনেকে
 তখনই সেই ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ধন সমর্পণ করিলেন ॥১৬॥

বৎস ! তাহার পর কোন ক্ষত্রিয় কোন ভার্গবের ঘরের মাটা খুঁড়িতে
 থাকিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধন পাইলেন ॥১৭॥

তৎপরে সকল ক্ষত্রিয়ই আসিয়া, ক্রোধবশতঃ সেই শরণাগত ভার্গবদিগকে
 অবজ্ঞা করিয়া সেই ধন দেখিতে লাগিলেন ॥১৮॥

নিজস্বঃ পরমেধাসাঃ সর্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

আগর্ভাদবকৃন্তুশ্চৈরুঃ সর্বাং বহুধরাম্ ॥১৯॥

তত উচ্ছিন্নমানেষু ভৃগুশ্চৈবং ভয়াত্তদা ।

ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে ॥২০॥

তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্বৈ মনোজসম্ ।

উরুগৈকেন বামোরুর্ভূতঃ কুলবিস্ক্রয়ে ॥২১॥

তং গর্ভমুপলভ্যাশু ব্রাহ্মণ্যেকা ভয়াদ্ভিতা ।

গত্বা বৈ কথয়ামাস ক্ষত্রিয়াণামুপহ্বরে ॥২২॥

ততস্তে ক্ষত্রিয়া জগুস্তং গর্ভং হস্তমুত্ততাঃ ।

দদৃশুর্ব্রাহ্মণীং তেহথ দীপ্যমানাং স্মতেজসা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নিজস্বরুতি । পরমেধাসা মহাধাহুকাঃ ক্ষত্রিয়াঃ । আগর্ভাকার্ত্তমারভ্য ॥১৯॥

তত ইতি । দুর্গং দুর্গম্ । প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥২০॥

তাসামিতি । বামোরুঃ হৃদরোরুদ্ধয়া । একেন উরুণা দ্ব্যে উদরাদানীয় যুতবতী ॥২১॥

তমিতি । উপলভ্য জ্ঞাত্বা । উপহ্বরে নির্জনে ॥২২॥

তত ইতি । অথ গমনানন্তরম্ । তে ক্ষত্রিয়াঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

আঙপূর্বাং শাসের্ডরন্ প্রত্যয়ঃ কল্যাঃ ॥৩—২॥ মৈত্রাবরুণির্মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রঃ, অন্ত্যধীঃ
অন্তে সিদ্ধান্তে সাক্ষী অন্ত্যধীঃ যন্ত সৌহন্ত্যধীঃ ॥১০—২১॥ তদগর্ভং তস্তা গর্ভমুপলভ্য
ব্রাহ্মণী যা কাচিং ভয়াদ্ভিতা জ্ঞাতস্তাপি গর্ভস্ত কিমিতি গোপনং কৃতমিতি হেতোর্ভীতা

তদনন্তর মহাধমুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণ নিশিত বাণ দ্বারা সেই সকল ভার্গবকে বধ
করিলেন এবং গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতে থাকিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগি-
লেন ॥১৯॥

এই ভাবে ভৃগুবংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, তাঁহাদের পত্নীরা ভয়বশতঃ সেই
সময়েই দুর্গম হিমালয়পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন ॥২০॥

তাঁহাদের মধ্যে কোন ভৃগুপত্নী ভর্তার বংশরক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের
ভয়ে এক খানি উরু দ্বারা গর্ভটীকে ধারণ করিলেন ॥২১॥

তখন কোন ব্রাহ্মণী সেই গর্ভের বিষয় জানিয়া, ভয়বশতঃ সম্বর যাইয়া,
নির্জনে ক্ষত্রিয়দের নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন ॥২২॥

তাহার পর, সেই ক্ষত্রিয়েরা সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য উত্তত হইয়া উপ-
(২২)....ব্রাহ্মণী যা ভয়াদ্ভিতা । গর্ভেকা কথয়ামাস.... ।

অথ গৰ্ভঃ স ভিহ্মোরুং ব্রাহ্মণ্য নিৰ্জগাম হ ।
 মুঞ্চন্ দৃষ্টীঃ কত্রিয়াণাং মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করঃ ।
 ততশ্চক্ষুর্বিহীনাস্তে গিরিভূর্গেষু বভ্রমুঃ ॥২৪॥
 ততস্তে মোঘসঙ্করা ভয়াৰ্ত্তাঃ কত্রিয়াঃ পুনঃ ।
 ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্দুৰ্ভ্যর্থং তামনিন্দিতাম্ ॥২৫॥
 উচুশ্চৈনাং মহাভাগাং কত্রিয়াস্তে বিচেতসঃ ।
 জ্যোতিঃপ্রহীণা দুঃখাৰ্ত্তাঃ শাস্তাৰ্জিব ইবাগ্নয়ঃ ॥২৬॥
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন গচ্ছেৎ কত্রমনাময়ম্ ।
 উপারম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকৰ্ম্মণঃ ॥২৭॥
 সপুত্রো জ্বং প্রসাদং নঃ কৰ্ত্তুর্মহিসি শোভনে ! ।
 পুনর্দৃষ্টিপ্রদানেন রাজ্ঞঃ সন্ত্রাভুর্মহিসি ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
 চৈত্ৰরথে ঠুৰ্বে একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথেতি । মুঞ্চন্ হরন্ নাশয়ন্নিত্যর্থঃ । দৃষ্টীশ্চক্ষুঃ । “দৃগদৃষ্টিঃ” ইত্যমরঃ । পূৰ্ব্ব-
 জন্মার্জিতঃ পৈতৃকো বাহয়ং তপঃপ্রভাবো গৰ্ভজঃ । অয়মপি যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥
 তত ইতি । মোঘসঙ্করা হননাশক্ৰাদ্বাখ্যাভিলাষাঃ । দৃষ্টার্থং চক্ষুর্ভাৰ্থম্ ॥২৫॥
 উচুরিত । জ্যোতিঃপ্রহীণা নয়নতেজঃশূন্যাঃ । শাস্তাৰ্জিবো নিবৃত্তশিখাঃ ॥২৬॥
 ভগবত্যা ইতি । অনাময়ং নীরোগং সৎ । পাপকৰ্ম্মণঃ সকাশাৎ উপারম্য নিবৃত্ত্য ॥২৭॥
 স্থিত হইলেন ; পরে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণীকে আপন তেজে জ্বালায়মানা
 দেখিলেন ॥২৮॥

তদনন্তর, সেই গৰ্ভ ব্রাহ্মণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের
 স্থায় সেই কত্রিয়দিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতঃ নির্গত হইল । তৎপরে সেই
 কত্রিয়েরা অন্ধ হইয়া সেই পৰ্ব্বতেই কিছুকাল ভ্রমণ করিলেন ॥২৪॥

পরে, তাঁহারা ব্যর্থসঙ্কল্প ও ভয়াৰ্ত্ত হইয়া, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার
 জন্ত সেই প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণীরই শরণাপন্ন হইলেন ॥২৫॥

এবং নির্বাপিতপ্রায় অগ্নির স্থায় নয়নতেজোবিহীন সেই কত্রিয়েরা আকুল-
 চিত্ত ও দুঃখাৰ্ত্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—॥২৬॥

(২৫) ততস্তে মোহমাগ্না রাজানো নষ্টদৃষ্টয়ঃ... । (২৭)....গচ্ছেৎ কত্রং সচক্ষুষ্ম... ।

* ‘...যট্পাদ্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্টসপ্তত্যাধিকঃ...’ ‘...উনাবীত্যাধিকঃ...’ ‘...চতুর্নবত্যা-
 ধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

ব্রাহ্মণ্যবাচ ।

নাহং গৃহ্মামি বস্ত্রাতাঃ ! দৃষ্টীর্নাশ্মি রুমাশ্বিতা ।

অয়ন্তু ভার্গবো নুনমুরুজঃ কুপিতোহুগ বঃ ॥১॥

তেন চক্ষুংষি বস্ত্রাতাঃ ! ব্যক্তং কোপান্মহাঅনা ।

অরতা নিহতান্ বন্ধুনাদন্তানি ন সংশয়ঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

সপুত্রোতি । রাজঃ ক্ষত্রিয়ান্মান । “রাজা বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্” ইত্যমরঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাণীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্বরথে একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

নেতি । বো যুগাকম্, দৃষ্টীক্ষুংষি, ন গৃহ্মামি ন নাশয়ামীত্যর্থঃ ॥১॥

তেনেতি । ব্যক্তং ক্রবম্ । আদন্তানি গৃহীতানি নাশিতানি ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপস্থরে সমীপে ॥২২॥ “দুহুদ্বুস্তামিনিক্টিভাম্” ইতি পাঠে হৃদ্বমিতি শেষঃ ॥২৩—২৬॥

উপারম্য পাপনিবৃত্তিং কৃত্বা, পাপকৰ্ম্মণোহপি বয়ম্ ॥২৭—২৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭১॥

—:~:—

‘দেবি ! অপর ক্ষত্রিয়েরা আপনার অমুগ্রেহে ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরাও এই পাপের কার্য্য হইতে নিবৃত্তি পাইয়া সম্মিলিত হইয়াই চলিয়া যাইব ॥২৭॥

অতএব আপনি আমাদের প্রতি অমুগ্রেহ করুন, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করুন’ ॥২৮॥

—:~:~:~:—

ব্রাহ্মণী বলিলেন—‘বৎসগণ ! আমি কুপিত হইয়া তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই, কিন্তু নিশ্চয় এই উরুজাত ভৃগুবংশীয় বালকই তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ॥১॥

বৎসগণ ! তোমরা উহার বন্ধুবর্গকে বধ করিয়াছ, তাহা স্বরণ করিয়া নিশ্চয়ই সেই বালক ক্রোধবশতঃ তোমাদের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে ॥২॥

গৰ্ভানপি যদা যুয়ং ভৃগুণাং স্নত পুত্রকাঃ ।।
 তদাহয়মুরুণা গৰ্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥৩॥
 ষড়ঙ্গশ্চাখিলো বেদ ইমং গর্ভস্বমেব হ ।
 বিবেশ ভৃগুবংশস্ত ভূয়ঃপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৪॥
 সোহয়ং পিতৃবধাভ্যন্তং ক্রোধাদ্ধো হস্তগিচ্ছতি ।
 তেজসা তস্ত দিব্যেন চক্ষুঃষি মুষিতানি বঃ ॥৫॥
 তমেব যুয়ং বাচধর্মোর্ব্বং মম স্নতোত্তমম্ ।
 অয়ং বঃ প্রণিপাতেন তুষ্কো দৃষ্টীঃ প্রমোক্ষ্যতি ॥৬॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 এবমুক্তান্ততঃ সর্বে রাজানস্তে তমুরুজম্ ।
 উচুঃ প্রসীদেতি তদা প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গতানিতি । যদা বতঃ । স্নত বান্যায়ত । অভাগমাত্তাব আয়ঃ । তদা ততঃ ॥৩॥
 ষড়্ভিত্তিঃ । বিবেশ প্রাপ । ভূয়ঃপ্রিয়াণাং প্রচুরপীতিকরকার্যাপাং চিকীর্ষয়া ॥৪॥
 স ইতি । দিব্যেন অলৌকিকেন । মুষিতানি হস্তানি ॥৫॥
 তমিতি । উরুতো ব্রাত ইত্যৌদন্তং তদাপ্যম্ । প্রমোক্ষ্যতি ত্যজ্যতি ॥৬॥
 এবমিতি । রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ । স ঐর্ষ্যঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাহমিতি । ভো তাতাঃ ॥১॥ আদভানি আত্মানি, দদ দানেতস্ত রূপম্ ॥২--৫॥ তাত !
 পুত্রগণ ! যখন তোমরা ভৃগুপুত্রীগণের গর্ভপর্ষ্যন্ত নষ্ট করিতেছিলে, তখন
 আমি দীর্ঘকালপর্ষ্যন্ত উরু দ্বারা এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম ॥৩॥
 ছয়টি অঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের শ্রীতিসম্পাদনের জন্ত গর্ভস্থ
 অবস্থাতেই এই বালকের অন্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥৪॥
 নিশ্চয়, সেই বালকই পিতৃবধনিবন্ধন ক্রোধবশতঃ তোমাদিগকেও বধ
 করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং তাহার অলৌকিক তেজেই তোমাদের দৃষ্টি হরণ
 করিয়াছে ॥৫॥

অতএব তোমরা আমার পুত্র সেই ঐর্ষের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা কর,
 তোমাদের অনুনয়ে সম্ভষ্ট হইয়া সে তোমাদের দৃষ্টি ছাড়িয়া দিবে' ॥৬॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—ব্রাহ্মণী এইরূপ কহিলে, সেই ক্ষত্রিয়েরা সকলেই যাইয়া
 ঐর্ষকে বলিলেন যে, 'আপনি প্রসন্ন হউন' । তখন ঐর্ষ প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

[৩] গর্ভানপি যদা নূনং... । (৬) তমিমং তাত ! বাচধর্মম্... ।

অনেনৈব চ বিখ্যাতো নান্না লোকেষু সন্তমঃ ।
 স ঔৰ্ব্ব ইতি বিপ্রাধিরূপং ভিদ্ধা ব্যজায়ত ॥৮॥
 চক্ষুংষি প্রতিলক্ণ। চ প্রতিজগ্ম স্ততো নৃপাঃ ।
 ভার্গবস্ত মুনির্মেনে সর্বলোকপরাভবম্ ॥৯॥
 স চক্রে তাত ! লোকানাং বিনাশায় মহামনাঃ ।
 সর্বেষামেব কাং স্নোয় মনঃ প্রবণমাত্মনঃ ॥১০॥
 ইচ্ছমপচিতিং কর্তুং ভৃগুণাং ভৃগুনন্দনঃ ।
 সর্বলোকবিনাশায় তপসা মহতৈধিতঃ ॥১১॥
 তাপয়ামাস লোকান্ স সদেবাস্থরমানুষান্ ।
 তপসোগ্রাণে মহতা নন্দয়িষ্যন্ পিতামহান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নম্ব “যাচক্ষমোর্দম্” ইত্যুক্তো কো হেতুরিত্যাহ অনেনেতি । যত উরুং ভিদ্ধা ব্যজায়ত, অতঃ সন্তমঃ স বিপ্রাদিঃ ‘ঔৰ্ব্বঃ’ ইত্যনেনৈব নান্না লোকেষু বিখ্যাতঃ ; উরুতো জাত ইতি যোগাৎ ॥৮॥

চক্ষুংষীতি । সর্কেষু লোকেষু তেষাং প্রাধান্ত্যন্তপরাভবেনৈব সর্বপরাভব ইতি ভাবঃ ॥৯॥

স ইতি । কাং স্নোয় সাকল্যেন । আত্মনো মনঃ, প্রবণমুখম্, চক্রে ॥১০॥

ইচ্ছমিতি । অপচিতিং পূজাং পূজাহেতুভূতং গৌরবমিত্যাৎ । এদিতো বর্দ্ধিতঃ ॥১১॥

তাপয়ামাসেতি । নন্দয়িষ্যন্ প্রমোদয়িষ্যন্, পিতামহান্ পিতৃলোকান্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

হে তাতা ! সন্ধ্যোখনাথো নিপাতো বাহুয়ম্ ॥৬—৭॥ উরুত উৎপন্ন ঔৰ্ব্ব ইতি নিরুক্তিমাহ,

যে হেতু তিনি মাতার উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই হেতুই সেই প্রধান ব্রহ্মর্ষি ‘ঔৰ্ব্ব’—নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥৮॥

তদনন্তর, ক্ষত্রিয়েরা পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন ; তাহাতেই ঔৰ্ব্বমুনি সমস্ত লোকের পরাভব হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥৯॥

বৎস ! তৎপরে ঔৰ্ব্ব সমস্ত লোক বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১০॥

তিনি ভৃগুবংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিয়া সমস্ত লোক বিনাশের জন্ত ক্রমে গুরুতর তপস্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন ॥১১॥

তিনি পিতৃলোককে আনন্দিত করিবেন বলিয়া ক্রমে গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্তা দ্বারা দেবতা; অশুর ও মানুষাদির সহিত সমস্ত লোক সমুপ্ত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ততন্তু পিতরস্তাত ! বিজ্ঞায় কুলনন্দনম্ ।
 পিতৃলোকানুপাগম্য সৰ্ব্ব উচুৰিদং বচঃ ॥১৩॥
 ঔৰ্ব্ব ! দৃষ্টঃ প্রভাবস্তে তপসোগ্রস্ত পুত্রক ! ।
 প্রসাদং কুরু লোকানাং নিয়চ্ছ ক্রোধমাস্ত্রনং ॥১৪॥
 নানীশৈর্হি তদা তাত ! ভৃগুভির্ভাবিতাস্ত্রভিঃ ।
 বধো হ্যাপেক্ষিতঃ সৰ্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিহিংসতাম্ ॥১৫॥
 আয়ুৰ্বা বিপ্রকৃষ্টেন যদা নঃ খেদ আবিশৎ ।
 তদাস্মাভির্বধস্তাত ! ক্ষত্রিয়ৈরীপ্সিতঃ স্বয়ম্ ॥১৬॥
 নিখাতং যচ্চ বৈ বিত্তং ভৃগুভির্ভৃগুবেশ্মনি ।
 বৈরায়ৈব তদানন্তং ক্ষত্রিয়ান্ কোপয়িষ্যুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তং সৰ্বলোকবিনাশায়োন্মুখম্, বিজ্ঞায় ॥১৩॥
 ঔৰ্ব্বেক্তি । তপস ইতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরাধঃ । নিয়চ্ছ সংবৃণু ॥১৪॥
 নেতি । হে তাত ! বৎস ! তদা ক্ষত্রিয়ৈঃ স্ববধসময়ে, ভাবিতাস্ত্রভিত্তপসা সক্ষমী-
 ক্তাস্ত্রভিঃ সৰ্বৈর্ভৃগুভিঃ, অনীশৈশ্চেষাং ক্ষত্রিয়াণাং বধে অসমর্থৈঃ সন্ধিঃ, বিহিংসতাং
 ক্ষত্রিয়াণাম্, বধো নোপেক্ষিতঃ, অপি ভু কারণাস্ত্রবাদেবোপেক্ষিত ইতি ভাবঃ ॥১৫॥
 আয়ুৰ্বেতি । বিপ্রকৃষ্টেন দ্রবর্ভিনা দীর্ঘেণেতাং । খেদো দুঃখম্ ॥১৬॥
 নিখাতমিতি । আন্তস্তং ভূমৌ রোপিতম্ । কোপয়িষ্যুঃ ভিরিত্যং ইচ্ছুচপ্রত্যয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অনেনেতি ॥৮—৯॥ আস্ত্রনো মনঃ সৰ্বেষামপচিতিং কৰ্ত্ত্বং প্রবণম্ উন্মুখম্, ইচ্ছন্ স্বমনো-

বৎস । তাহার পর, পিতৃলোকে রা তাঁহাকে সমস্ত-লোক-বিনাশে উদ্ধত
 জানিয়া, পিতৃলোক হইতে আসিয়া এই কথা বলিলেন—৥১৩॥

‘পুত্র ! ঔৰ্ব্ব ! তোমার দারুণ তপস্তার প্রভাব আমরা দেখিয়াছি ; তুমি
 জগতের উপরে প্রসন্ন হও, ক্রোধ সম্বরণ কর ॥১৪॥

বৎস ! তখন প্রভাবশালী ভৃগুবংশীয়েরা অসমর্থ হইয়া হিংসাকারী ক্ষত্রিয়-
 দেব বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন না ॥১৫॥

বৎস ! আমাদের দীর্ঘ আয়ু আছে ভাবিয়া যখন খেদ উপস্থিত হইয়াছিল,
 তখন আমরা নিজেরাই ক্ষত্রিয় দ্বারা নিজেদের বধ ইচ্ছা করিয়াছিলাম ॥১৬॥

তা’র পর, ভৃগুবংশীয়েরা ঘরের ভিতরে যে ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন,

১৩ শ্লোকাৎ পরম্ ‘পিতর উচুঃ’ ইতি কচিং পাঠঃ । [১৩]...ক্রোধ আবিশৎ ... ।

[১৭]...কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি... ।

কিং হি বিভেন নঃ কার্যং স্বর্গেশূনাং দ্বিজোত্তম ! ।

যদস্মাকং ধনাধাক্ষঃ প্রভূতং ধনমাহরৎ ॥১৮॥

যদা তু মৃত্যুরাদাতুং ন নঃ শক্নোতি সর্বশঃ ।

তদাস্মাভিরয়ং দৃষ্ট উপায়স্তাত ! সম্মতঃ ॥১৯॥

আত্মহা চ পুমাংস্তাত ! ন লোকান্ন ভতে শুভান্ ।

ততোহস্মাভিঃ সমীক্ষ্যেবং নাত্মনাত্মা নিপাতিতঃ ॥২০॥

ন চৈতন্মঃ প্রিয়ং তাত ! যদিদং কর্তুমিচ্ছসি ।

নিরছেদং মনঃ পাপাং সর্বলোকপরাভবাং ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । বিভেন ধনেন । ধনাধাক্ষঃ কুবেরঃ, আহরৎ আনীয় দত্তবান্ ॥১৮॥

যদেতি । অয়ং ক্ষয়িকর্ষকবধরূপঃ । সখ্যতঃ সর্বাভিপ্রেতঃ ॥১৯॥

অথ ক্ষত্রিয়ৈরাশ্ববধং কলঙ্কজনকমকারয়িত্বা কথং স্বয়মেব তং ন কৃতবন্ত ইত্যাহ আত্ম-
হেতি । আত্মহা আত্মঘাতী । সমীক্ষ্য পর্যালোচ্য । নিপাতিতো বিনাশিতঃ ॥২০॥

অথ মম সর্বলোকবিনাশে যুযাকং বা ক্ষতিরিত্যাহ নেতি । নিরচ্ছ নিবর্তয় ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

হপচিতিং কর্তুং যোজয়তীত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ বিপ্রকৃষ্টেন অতিদুরগেণ বহুনা, ক্ষত্রিয়ে-
নিমিত্তমাত্রৈঃ ॥১৬—১৯॥ আত্মহেতি । এতেন ভৃগুপতনাদিনা যরণং ত্রাঙ্কণেতরবিষয়ং

তাহা ক্ষত্রিয়গণকে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত শক্রতা জন্মাইবার জন্তই
করিয়াছিলেন ॥১৭॥

কেন না, আমরা স্বর্গলিপ্সু ছিলাম; সুতরাং আমাদের ধন দ্বারা কি
প্রয়োজন ছিল ? । বিশেষতঃ কুবেরই আমাদের গুরু ধন আনিয়া
দিতেন ॥১৮॥

বৎস ! যম যখন আমাদের গুরু গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, তখনই
আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই উপায় পর্যালোচনা করিয়াছিলাম ॥১৯॥

বৎস ! আত্মঘাতী লোক স্বর্গে যাইতে পারে না; এইরূপ পর্যালোচনা
করিয়াই আমরা আত্মঘাতী হই নাই ॥২০॥

বৎস ! তুমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, ইহা আমাদের প্রীতিকর
নহে । সুতরাং তুমি সমস্তলোকবিনাশরূপ পাপকার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত
কর ॥২১॥

ଓକ୍ଷେ ଓକ୍ଷବାରଣଂ ନାମ ଦ୍ଵିସପ୍ତାଦିକ୍ଷତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥୦॥ *

অনিস্তোর্ণে। হি মাং রোষো দহেদগ্নিরিবারিণি ॥২॥

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্কণি চৈত্ৰৱথে দ্বিসপ্তত্যাধিকাশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১

ইতি আদিপবণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিসপ্ততাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১৭২॥

* ‘...সমুদ্রসংস্কারিকঃ...’ ‘...উনানীতাদিকঃ...’ ‘...অশীতাদিকঃ...’ ‘...পঞ্চনবতাদিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি।

যো হি কারণতঃ ক্রোধঃ সজ্জাতং কল্মষহীতি ।
 নালং স মনুজঃ সম্যক্ ত্রিবর্গং পরিরক্ষিতুম্ ॥৩॥
 অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা ।
 স্থানে রোষঃ প্রযুক্তঃ শ্রাম্ পৈঃ সর্বজিগীষুভিঃ ॥৪॥
 অশ্রৌষমহমুরুহো গর্ভশয়্যাগতন্তদা ।
 আরাবং মাতৃবর্গস্ত ভৃগুণাং ক্ষত্রিয়ৈর্বধে ॥৫॥
 সংহারো হি যদা লোকে ভৃগুণাং ক্ষত্রিয়াধমৈঃ ।
 আগর্ভোচ্ছেদনাং ক্রান্তন্তদা মাং মনুরাবিশং ॥৬॥
 প্রকীর্ণকেশাঃ কিল মে মাতরঃ পিতরন্তথা ।
 ভয়াং সর্বেষু লোকেষু নাষিজগ্মুঃ পরায়ণম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বুধেতি । অনিত্তীর্ণঃ তাঃ প্রতিজ্ঞামনুত্তীর্ণঃ । অরিণম্ অগ্নাংপাদনকাঠম্ ॥২॥
 য ইতি । কারণতো জ্ঞাপ্যপৰ্যাপ্তকারণাং সজ্জাতম্ । কল্মঃ পোহুং সধরীভূমিতার্থঃ ।
 অলং সমর্থঃ । এভেনান্জাযাপৰ্যাপ্তকারণজাত এব ক্রোধঃ সধরণীয় ইতি সূচিতম্ ॥৩॥
 জ্ঞাপ্যপৰ্যাপ্তক্রোধাসধরণে দৃষ্টান্তমাহ অশিষ্টানামিতি । স্থানে উপযুক্তবিষয়ে ॥৪॥
 আশ্বনঃ কোধস্ত জ্ঞাপ্যপৰ্যাপ্তকারণজ্ঞসমাহ অশ্রৌষমিতি । আরাবং বিলাপম্ ॥৫॥
 সংহার ইতি । আগর্ভোচ্ছেদনাং সংহারঃ, ক্রান্ত অরক্ষঃ । মনুরাঃ ক্রোধঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবানিতি ॥১॥ অনিত্তীর্ণঃ অকৃতকার্যঃ ॥২॥ বুধোংপন্নঃ ক্রোধো ভ্বেতব্যো ন তু
 সকারণক ইত্যাহ, যো হীতি ॥৩॥ কোধকারণজাতাহ, অশিষ্টানামিতি । স্থানে যুক্তম্ ॥৪॥
 আমি আমার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাকে নিষ্ফল করিতে পারিব না । কেন না,
 আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, অগ্নি যেমন অরণিকাষ্ঠকে
 দগ্ধ করে, তেমন ক্রোধ আমাকে দগ্ধ করিবে ॥২॥

যে মানুষ কারণসজ্জত ক্রোধ সধরণ করে, সে মানুষ সম্যক্ ভাকে ত্রিবর্গ-
 (ধর্ম, অর্থ ও কাম-) রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥৩॥

সমস্ত বিজয়াভিলাষী রাজারা অশিষ্টদিগের নিয়ামক ও শিষ্টদিগের রক্ষক
 ক্রোধকে উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥৪॥

ক্ষত্রিয়েরা যখন ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করে, আমি তখন মাতার উরুদেশে
 গর্ভে থাকিয়া মাতৃবর্গের সেই বিলাপ শুনিয়াছিলাম ॥৫॥

ক্ষত্রিয়াধমেরা যে পর্যাস্ত ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করিয়াছিল, সে পর্যাস্ত আমি
 সন্ত করিয়াছিলাম ; তা'র পর, যখন গর্ভপর্যাস্ত নষ্ট করিতে লাগিল, তখন
 আমার ক্রোধ জ্বলিল ॥৬॥

তান্ ভৃগুণাং যদা দারান্ কশ্চিদ্ভ্যাপপন্ততে ।
 মাতা তদা দধারৈয়মূরুণৈকেন মাং শুভা ॥৮॥
 প্রতিষেদ্ধা হি পাপস্ত যদা লোকেষু বিস্ততে ।
 তদা লোকেষু সর্বেষু পাপকৃম্বোপপন্ততে ॥৯॥
 যদা তু প্রতিষেদ্ধারং পাপো ন লভতে কচিৎ ।
 তিষ্ঠন্তি বহবো লোকাস্তদা পাপেষু কৰ্ম্মহ ॥১০॥
 জ্ঞানমপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিয়চ্ছতি ।
 ঈশঃ সন্ সোহপি তেনৈব কৰ্ম্মণা সম্প্রযুক্ত্যতে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রকীর্তেতি । পরায়ণং বিশেষাশ্রয়ং রক্ষকমিতি যাবৎ । নাথিঙ্গগুর্ন প্রাপ্তবন্তঃ ॥৭॥
 তানিতি । নাত্যাপপন্ততে রক্ষিতুং নাস্রয়তি ॥৮॥
 প্রতীতি । নোপপন্ততে ন ভবতি ॥৯॥
 যদেতি । পাপঃ পাপকারী । তিষ্ঠন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥১০॥
 জ্ঞানমিতি । শক্তিমান্ অস্ত্রাদিনা সমর্থঃ । ঈশস্তপসা সমর্থো বা ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ঐষিপরীতং ক্ষত্রিয়াশ্চকুরিত্যাহ, অশ্রোযমিতি ॥৫॥ ক্রান্তঃ উপক্রান্তঃ ॥৬॥ তর্হি ক্ষত্রিয়া
 ইব বধ্যা ন তু লোকা ইত্যত আহ, সম্পূর্ণেতি স্বাভ্যাম্ । কেশো জরায়ুরূপা মাংসপেশী,
 সম্পূর্ণঃ কেশো বাসাং তাঃ পরিপকগর্ভা ইত্যর্থঃ । “কোশোহর্থসকয়ে মাংসপেশ্যাম্” ইতি
 বৎসঃ । “সম্পূর্ণশোক” ইতাপি পঠিত্তি, লোকৈকঃ সত্যপি সামর্থ্যে মম্বাতৃগাং ত্রাণং ন কৃত-
 তন্তেহপি বধ্যা এবৈত্যাঃ ॥৭—৮॥ এতদেবোপপাদয়তি, প্রতিষেদ্ধেতি । প্রতিষেদ্ধরি-
 তি পাপকৃদেব নোপলভ্যতে, অসতি তু সর্বোহপি পাপ এব প্রবর্ত্তত ইতি শ্লোকস্বার্থঃ

আমার মাতৃগণ ও পিতৃগণ ভয়ে মুক্তকেশ হইয়া সমস্ত জগতেই রক্ষক
 পাইয়া ছিলেন না ॥৭॥

যখন কোন লোকই ভৃগুপত্নীদিগকে রক্ষা করিল না, তখন আমার কল্যাণা-
 থিনী এই মাতা এক খানি উরুতে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥৮॥

যদি জগতে পাপের প্রতিষেদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগতে কেহই
 পাপকারী হয় না ॥৯॥

আর, যদি পাপকারী কোথাও প্রতিষেদ্ধা না পায়, তবে বহু লোকই পাপ-
 কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ॥১০॥

এবং দৈহিকশক্তিশালী কিংবা তপঃশক্তিশালী যে লোক জানিয়াও পাপ-
 কার্য্যের নিষেধ না করে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ॥১১॥

রাজভিশ্চৈশ্বর্যৈশ্চৈব যদি বৈ পিতরো মম ।

শক্তৈর্ন শক্তিতাস্ত্রাতুমিচ্ছং মম্বেহ জীবিতম্ ॥১২॥

অত এবামহং ক্রুদ্ধো লোকানামীশ্বরো হৃহম্ ।

ভবতাঞ্চ বচো নালমহং সমভিবর্তিতুম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

মমাপি চেষ্টবেদেবমীশ্বরস্ত সতো মহৎ ।

উপেক্ষমাণস্ত পুনর্লোকানাং কিল্বিষান্তয়ম্ ॥১৪॥

যশ্চায়ং মন্যুজো মেহ্মিল্লোকানাদাতুমিচ্ছতি ।

দহেদেষ চ মামেব নিগৃহীতঃ স্বতেজসা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ভবতাঞ্চ বিজানামি সর্বলোকহিতেপ্সুতাম্ ।

তস্মাদ্বিধধ্বং যচ্ছ্রয়ো লোকানাং মম চেশ্বরঃ ! ॥১৬॥

পিতর উচুঃ ।

য এব মন্যুজস্তেহ্মিল্লোকানাদাতুমিচ্ছতি ।

অপ্সুং তং মুঞ্চ ভদ্রস্তে লোকা হপ্সু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

রাজভিরিতি । ঈশ্বরৈস্তপঃশক্তিশালিভিঃ । যদি যতঃ । ইহ জীবিতমিচ্ছং মম্বেহ জীবন-
নাশাশঙ্কয়েত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্তপঃশক্তিশালী । সমভিবর্তিতুম্ অহুসর্গম্, নালাং ন সমর্থঃ ॥১২—১৩॥

মমেতি । লোকানাং নাশজনিতাদিতি শেষঃ । তদেতি পূরণীয়ম্ । আদাতুং নাশয়িতু-
মিত্যর্থঃ । নিগৃহীতো নিরুদ্ধঃ, স্বতেজসা নিজসংযমপ্রভাবেণ ॥১৪—১৫॥

ভবতামিতি । বিধধ্বং কুরুত । হে ঈশ্বরঃ ! শক্তিমন্তঃ পিতরঃ ! ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১—১০॥ পাপং পাপকারিণম্ ॥১১—১৩॥ কিল্বিষাং অশাসনজাং ॥১৪—১৬॥ আদাতু-

রাজারা ও তপস্বীরা সমর্থ থাকিয়াও আপনাদের জীবন পরম প্রিয়তম
মনে করিয়া যখন আমার পিতৃগণকে রক্ষা করেন নাই, তখন আমি তপঃশক্তি-
শালী এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও এই জনসাধারণের ও আপনাদের কথার অহুসরণ
করিতে পারিব না ॥১২—১৩॥

আমি তপঃশক্তিশালী ; এ অবস্থাতেও আমি যদি এই লোকসংহার উপেক্ষা
করি, কিংবা আমারও লোকসংহারপাপের ভয় হয়, তবে আমার এই যে
কোপানল লোকসংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছে, এই কোপানল নিজসংযমে
নিরুদ্ধ হইয়া আমাকেই দগ্ধ করিবে ॥১৪—১৫॥

আবার আমি আপনাদেরও সর্বলোক-হিতৈষিতা জানি । অতএব হে ঈশ্বর-
গণ ! যাহাতে জগতের ও আমার মঙ্গল হয়, তাহা আপনারা করুন ॥১৬॥

আপোময়াঃ সৰ্বরসাঃ সৰ্বমাপোময়ং জগৎ ।

তস্মাদপ্সু বিমুঞ্চেমং ক্রোধায়িং দ্বিজসন্তম ! ॥১৮॥

অয়ং তিষ্ঠতু তে বিপ্র ! যদীচ্ছসি মহোদধৌ ।

মন্যুজোহগ্নিদহম্মাপো লোকা হ্যাপোময়াঃ স্মৃতাঃ ॥১৯॥

এবং প্রতিজ্ঞা সত্যেয়ং তবানব ! ভবিষ্যতি ।

ন চৈবং সামরা লোকা গমিষ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ততস্তং ক্রোধজং তাত ! ঔৰ্বেবাহগ্নিং বরুণালয়ে ।

উৎসসর্জ্জ স চৈবাপ উপযুক্তে মহোদধৌ ॥২১॥

মহদ্ধয়শিরো ভূত্বা যতদ্বৈদবিদো বিদুঃ ।

তমগ্নিমুদ্বিরদ্ধত্বা পিবত্যাপো মহোদধৌ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । মহাজঃ ক্রোধজাতঃ । আদাতুং নাশয়িতুম্ । অপ্সু জলে ॥১৭॥

জলে ক্ষেপণে হেতুস্তরমাহ আপ ইতি । আপঃশব্দঃ সকারান্তোহপি ॥১৮॥

অয়মিতি । অয়ং মন্যুজোহগ্নিবিতি সম্বন্ধঃ । আপো জলম্ ॥১৯॥

এবমিতি । এবমিথং করণে । সামরাঃ সদেবাঃ । পরাভবং নাশম্ ॥২০॥

তত ইতি । বরুণালয়ে সমুদ্রে । স চাগ্নিঃ । উপযুক্তে ভক্ষয়তি ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মুচ্ছেতুম্ ॥১৭॥ আপোময়া ইতি । কারণীকৃতাস্থ অপ্সু দদ্ধান্ত লোকা অপি দদ্ধপ্রায় ইত্যর্থঃ

পিতৃলোকেরা বলিলেন—ঔৰ্ব ! তোমার মঙ্গল হউক ; তোমার যে ক্রোধানল জগৎ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা তুমি জলে নিক্ষেপ কর । কেন না, জলেই ত জগৎ রহিয়াছে ॥১৭॥

সমস্ত রস জলময় এবং সমস্ত জগৎ জলময় । অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমার এই ক্রোধানল জলে নিক্ষেপ কর ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমার এই ক্রোধানল জল দদ্ধ করিতে থাকিয়া সমুদ্রেই অবস্থান করুক । কারণ, লোক সকল জলময় ॥১৯॥

হে নিম্পাপ ঔৰ্ব ! এইরূপ করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাও সত্য হইবে, দেবতাদের সহিত সমস্ত জগৎও নষ্ট হইবে না' ॥২০॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—বৎস ! পরাশর ! তাহার পর ঔৰ্ব সেই ক্রোধানলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন ; সেই ক্রোধানলই সমুদ্রে থাকিয়া তাহার জল পান করে ॥২১॥

তস্মাদ্ভিমপি ভদ্রেস্তে ন লোকান্ হস্তমহঁসি ।

পরশর ! পরাশ্রোঁকান্ জানন্ জ্ঞানবতাং বর ! ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

চৈত্ররথে ঔর্বে ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — ০ঃ০ঃ — —

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

— — * * * — —

গন্ধর্ব উবাচ ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।

শ্রুযচ্ছদাত্মনঃ ক্রোধং সর্বলোকপরাভবাৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

মহদিতি । হয়শিরো বড়বামস্তকম্ । তম্ ঔর্বক্রোধজম্ । আপো জলম্ ॥২২॥

তস্মাদিতি । লোকান্, পরান্ উৎকৃষ্টান্ জানন্, তান্ লোকান্, হস্তং নাইসি ॥২৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— — * * * — —

এবমিতি । স পরাশরঃ । শ্রুযচ্ছং নিবর্তিতবান্ । সর্বোমাং লোকানাং পরাভবা-
ঘিনাশাং ॥১॥ .

ভারতভাবদীপঃ

১৮—২০। উপযুক্তে ভক্ষয়তি ॥২ঃ॥ হয়শিরঃ বড়বামুগম্ ॥২২—২৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৩॥

— — ০ঃ০ঃ — —

বেদজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—ঔর্বের ক্রোধ বিশাল বড়বামস্তক হইয়া,
তাহার মুখ হইতে সেই অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকিয়া, সমুদ্রের জল পান
করে ॥২২॥

অতএব হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পরাশর ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমিও জগৎকে
উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহা নষ্ট করিতে পায় না ॥২৩॥

— — : : : — —

গন্ধর্ব বলিল—মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, পরাশর সমস্ত জগৎ বিনাশ
বিষয় হইতে আপন ক্রোধকে নিবর্তিত করিলেন ॥১॥

* ...অষ্টসপ্তত্যাধিকঃ... '...অশীত্যাধিকঃ... '...ষট্শতত্যাধিকঃ... ইতি পাঠভেদাঃ ।

ঐজে চ স মহাতেজাঃ সৰ্ববেদবিদাং বরঃ ।
 ঋষী রাক্ষসসত্ত্বেণ শাক্তে য়োহথ পরাশরঃ ॥২॥
 ততো বৃদ্ধাংশ্চ বালান্শ্চ রাক্ষসান্ স মহামুনিঃ ।
 দদাহ বিততে যজেত শাক্তে বধমশ্বস্বরন্ ॥৩॥
 নহি তং বারয়ামাস বশিষ্ঠো রক্ষসাং বধাৎ ।
 দ্বিতীয়ামশ্ব মা ভাজ্জং প্রতিজামিতি নিশ্চয়াৎ ॥৪॥
 ত্রয়াণাং পাবকানাং স সত্রে তস্মিন্ মহামুনিঃ ।
 আসীৎ পুরস্তাদীপ্তানাং চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥৫॥
 তেন যজেন শুভ্ৰেণ হুয়মানেন শক্তিতঃ ।
 তদ্ধি দীপিতমাকাশং সূর্য্যেণেব ঘনাত্যয়ে ॥৬॥
 তং বশিষ্ঠাদয়ঃ সৰ্কে মুনয়স্তত্র মেনিরে ।
 তেজসা দীপ্যমানং তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঐজ ইতি । রাক্ষসসত্ত্বেণ ঐজে রাক্ষসসদ্রাণাং যজ্ঞং কৃতবান্ । শাক্তেয়ঃ শক্তিপুত্রঃ ॥২॥
 তত ইতি । বিততে অঙ্গাশ্চানাদিনা বিস্তাবিতে ॥৩॥
 নহীতি । অশ্ব পরাশরশ্চ । মা ভাজ্জং ন নিবৰ্ত্তয়েম ॥৪॥
 ত্রয়াণামিতি । ত্রয়াণাং দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যানাম্ ॥৫॥
 তেনেতি । শুভ্ৰেণ ত্রায়াজিতত্বাদিদোষেণ ঘৃতাদিনা ত্রয়োণ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ মা ভাজ্জং ন নাশয়েম ॥৪—৫॥ শুভ্ৰেণ পাপিনাং নিগ্রহাৎ নিশ্চলেন
 তাহার পর, অত্যন্ত তেজস্বী সকল-বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ শক্তিপুত্র পরাশরমুনি
 রাক্ষসসত্ৰনামক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২॥

তদনন্তর তিনি পিতৃহত্যা স্মরণ করিয়া সেই যজ্ঞে বালক ও বৃদ্ধ সকল
 রাক্ষসকেই দগ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

কিন্তু পরাশরের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা আর ভঙ্গ করিব না এইরূপ স্থির করিয়া
 বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবারণ করিলেন না ॥৪॥

সুতরাং পরাশর সেই যজ্ঞে সম্মুখে দীপ্যমান তিনটি অগ্নির চতুর্থ অগ্নির
 স্থায় হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫॥

বর্ষাকাল জ্বলিত হইলে সূর্য্য দ্বারা আকাশ যেমন উদ্ভাসিত হয়, তেমন
 শক্তি অনুসারে উৎকৃষ্ট জব্য আহৃত হইতে থাকিলে সেই যজ্ঞদ্বারাও আকাশ
 উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ॥৬॥

ততঃ পরমদুঃশ্রাপ্যমশ্লে ঋষিরুদারধীঃ ।
 সমাপিপরিষুঃ সত্রং তমত্রিঃ সমুপাগমৎ ॥৮॥
 তথা পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুশ্চৈব মহাক্রতুঃ ।
 তত্রাজগ্মু রমিত্রয় ! রক্ষসাং জীবিতেপ্সয়া ॥৯॥
 পুলস্ত্যস্ত বধান্তেষাং রক্ষসাং ভরতর্ষভ ! ।
 উবাচেনং বচঃ পার্থ ! পরাশরমরিন্দমম্ ॥১০॥
 কচ্ছিতাতাপবিয়ং তে কচ্ছিন্নন্দসি পুত্রক ! ।
 অজ্ঞানতামদোষণাং সর্বেষাং রক্ষসাং বধাৎ ॥১১॥
 প্রজোচ্ছেদমিমং মহং নহি কৰ্ত্তুং ত্বমর্হসি ।
 নৈষ তাত ! দ্বিজাতীনাং ধর্মো দৃষ্টপ্তপশ্বিনাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং প্রসিদ্ধম্ । তং প্রজাস্তং পরাশরম্ ॥৭॥
 তত ইতি । অশ্লে ঋষিভিঃ, পরমদুঃশ্রাপ্যম্ অতীবদুষ্করম্ ॥৮॥
 তথেন্ । জীবিতেপ্সয়া জীবনরক্ষেষু ॥৯॥
 পুলস্ত্য ইতি । বধাঙ্কেতোঃ । অরিন্দমং রাক্ষসরূপশক্রনাশকম্ ॥১০॥
 কচ্ছিতিতি । অপবিয়ং নির্বিঘ্নং কার্যম্ । অজ্ঞানতাং ঋষিপিতৃবধবৃত্তান্তমপি অনব-
 গচ্ছতাম্, অভাবাদদোষণাম্, রক্ষসাম্, বধাৎ, নন্দসি আনন্দমহুভবসি ॥১১॥
 প্রজেন্ । প্রজোচ্ছেদং সন্তানবিলোপম্ । মহং মম ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তেন যজ্ঞেন যজ্ঞিয়েন ত্র্যেণ হুয়মানেন ॥৬—১০॥ অপবিয়ং তে সত্রমিতি শেষঃ, অজ্ঞানতা-

বশিষ্ঠপ্রভৃতি সমস্ত মুনিরাই সেই যজ্ঞে পরাশরকে দ্বিতীয় সুর্য্যের জ্বায়
 তেজ দ্বারা দীপ্তমান্ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর, অশ্লে রাক্ষস সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় উদারবুদ্ধি
 অত্রিমুনি পরাশরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৮॥

অর্জুন । পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং মহাক্রতু ইহারাও রাক্ষসগণের জীবন
 রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সেখানে আসিলেন ॥৯॥

কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসগণের হত্যা চলিতেছিল বলিয়া শক্র-
 হস্তা পরাশরকে এই কথা বলিলেন— ॥১০॥

‘বৎস ! তোমার কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত ? পুত্র ! যাহারা
 তোমার পিতৃবধের বৃত্তান্তও জানে না, সেই নির্দোষ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া
 তুমি আনন্দ লাভ করিতেছ ত ? ॥১১॥

শম এব পরো ধৰ্ম্মস্তমাচর পরাশর ! ।

অধশ্মিষ্ঠং বরিষ্ঠং সন্ কুরুষে ত্বং পরাশর ! ॥১৩॥

শক্তিঞ্চাপি হি ধৰ্ম্মজং নাতিক্রান্তুমিহাসি ।

প্রজায়াশ্চ মমোচ্ছেদং ন চৈবং কৰ্ত্তুমহসি ॥১৪॥

শাপাদ্বি শক্তে বীশিষ্ঠ ! তদা তদুপপাদিতম্ ।

আত্মজেন স দোষণে শক্তির্নাত ইতো দিবম্ ॥১৫॥

নহি তং রাক্ষসঃ কশিচ্ছতো ভক্ষয়িতুং যুনে ! ।

আত্মনৈবাশ্রনন্তেন স্কটৌ যুভ্যস্তদাভবৎ ॥১৬॥

নিমিত্তভূতস্তত্রাসীদ্বিশ্বামিত্রঃ পরাশর ! ।

রাজা কল্যাণপাদশ্চ দিবমারুহ্য মোদতে ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শম ইতি । শমঃ কামক্রোধাদিনিবৃত্তিঃ । অধশ্মিষ্ঠম্ অধৰ্ম্ম্যামিদং হিংসনম্ ॥১৩॥

শক্তির্মিতি । নাতিক্রান্তং পাপাশ্রুষ্ঠানেন লক্ষয়িতুম্ । প্রজায়াঃ সন্তানস্ত ॥১৪॥

শাপাদিতি । তৎ শক্তেবেব হননম্, উপপাদিতং রক্ষণা কৃতম্ ॥১৫॥

নহীতি । নহি শক্তঃ, প্রভাবাতিরেকাদিতি ভাবঃ । তেন শক্তিণা ॥১৬॥

নিমিত্তেতি । তত্র শক্তিবধে, বিশ্বামিত্রে রাজা কল্যাণপাদশ্চ নিমিত্তভূত আসীৎ, একেন কল্যাণপাদশরীরে রাক্ষসপ্রবেশনাৎ অপরেণ চ স্বশরীরে রাক্ষসধারণাদিতি ভাবঃ । তেন চ শক্তির্দিবমারুহ্য মোদতে । অতএবার রাক্ষসস্ত নাথিকোইপরাধ ইত্যশয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি পাপমপি কৃত্বা নন্দনীতি সাধিক্ষেপঃ প্রশ্নঃ ॥১১॥ মহং মম ॥১২—১৩॥ শক্তি-
ক্ষেতি পুত্রদোষেণ পিতা নশুভীভূতম্ ॥১৪॥ শাপাৎ শক্তিণা শপ্তো রাজা শক্তিমেব

বৎস । তুমি আমার বংশনাশ করিতে পারিবে না । কারণ, তপস্বী
ব্রাহ্মণদের একরূপ ধৰ্ম্ম আমরা কখনও দেখি নাই ॥১২॥

পরাশর ! শাস্তিই ব্রাহ্মণদের পরম ধৰ্ম্ম ; তুমি তাহাই অবলম্বন কর ।
কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া এটা অধর্ম্মের কার্য্য করিতেছ ॥১৩॥

তোমার পিতা শক্তি ধৰ্ম্মজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তুমি পাপাশ্রুষ্ঠান করিয়া
তাঁহার পথ অতিক্রম করিও না ; তুমি আমার বংশনাশ করিও না ॥১৪॥

পরাশর ! শক্তির শাপেই তখন সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সুতরাং শক্তি
নিজের দোষেই স্বর্গে গিয়াছেন ॥১৫॥

শক্তি তখন নিজেই নিজের মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; না হইলে কোন
রাক্ষসই তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না ॥১৬॥

যে চ শক্র্যবরাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য মহামুনেঃ ।
 তে চ সৰ্বে মুদা যুক্তা মোদন্তে সহিতাঃ স্বরৈঃ ॥১৮॥
 সৰ্বমেতদ্বশিষ্ঠস্য বিদিতং বৈ মহামুনে ! ।
 রক্ষসাক্ষ সমুচ্ছেদ এষ তাত ! তপস্বিনাম্ ॥১৯॥
 নিমিত্তভূতস্বকাত্রে ক্রতো বশিষ্ঠনন্দন ! ।
 তৎ সত্রং মুঞ্চ ভদ্রং তে সমাপ্তমিদমস্ত তে ॥২০॥
 গন্ধৰ্ব উবাচ ।
 এবমুক্তঃ পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন চ ধীমতা ।
 তদা সমাপয়ামাস সত্রং শাক্তে মহামুনিঃ ॥২১॥
 সৰ্ব্বরাক্ষসসত্রায় সম্ভূতং পাবকং তদা ।
 উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে উৎসসজ্জ মহাবনে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । শক্র্যবরাঃ শক্রিভূতঃ কনিষ্ঠাঃ । তত্রাপি তাবাব নিমিত্তভূতাবিত্যর্থঃ ॥১৮॥
 সৰ্বমিতি । সমুচ্ছেদো জাত ইতি শেষঃ । তপস্বিনাং শোচ্যানাম্ ॥১৯॥
 নিমিত্তেতি । বশিষ্ঠঃ শক্রিভূতঃ নন্দন ! পুত্র ! । মুঞ্চ ত্যজ ॥২০॥
 এবমিতি । শাক্ত্যঃ শক্রিপুত্রঃ পরাশরঃ ॥২১॥
 সৰ্ব্বৈতি । সৰ্ব্বৈষাং রাক্ষসানাং সত্রায় ববর্ধকযজ্ঞায়, সম্ভূতং সংগৃহীতম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভক্তিভবান্, অতঃ শক্র্যবরো অয়মপরাধো ন রক্ষসামিত্যর্থঃ ॥১৫—১৬॥ মোদতে শক্তিঃ
 সূতরাং পরাশর ! তাহাতে বিশ্বামিত্র এবং কল্মাষপাদ রাজা নিমিত্ত
 ছিলেন ; এখন শক্তি স্বর্গে আরোহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন ॥১৭॥
 আর, শক্তির কনিষ্ঠ যে সকল বশিষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাঁহারাও এখন সেই
 কারণেই আনন্দিত হইয়া দেবগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন ॥১৮॥
 বৎস পরাশর ! এ সমস্তই মহর্ষি বশিষ্ঠের বিদিত আছে । আর, এখন
 শোচনীয় রাক্ষসগণের এই উচ্ছেদ হইল ॥১৯॥
 শক্তিনন্দন ! এ যজ্ঞেও তুমি নিমিত্ত । অতএব তুমি এ যজ্ঞ ত্যাগ কর,
 তোমার মঙ্গল হউক, তোমার এ যজ্ঞ এই খানেই সমাপ্ত হউক ॥২০॥
 গন্ধৰ্ব বলিল—জ্ঞানী পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, মহর্ষি পরাশর
 তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥২১॥
 এবং তিনি রাক্ষসসত্রের জন্ত সংগৃহীত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে
 গহন বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

স তত্রোত্থাপি বৃক্ষাংসি বৃক্ষানশ্মন এব চ ।

ভক্ষয়ন্ দৃশ্যতে বহিঃ সদা পৰ্বণি পৰ্বণি ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

চৈত্ররথৈ চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:৩৩:—

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:৪:—

অৰ্জুন উবাচ ।

রাজা কল্যাণপাদেন গুরৌ ব্রহ্মবিদাং বরে ।

কারণং কিং পুরস্কৃত্য ভাৰ্য্যা বৈ সন্নিযোজিতা ॥১॥

জানতা বৈ পরং ধৰ্ম্মং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।

অগম্যাগমনং কস্মাৎ কৃতং তেন মহর্ষিণা ॥২॥

অধর্ম্মিষ্ঠং বশিষ্ঠেন কৃতঞ্চাপি পুরা সখে ! ।

এতন্মে সংশয়ং সর্বং ছেত্তুর্মহিসি পৃচ্ছতঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

*স ইতি । অশ্মনঃ পাষাণান্ । পৰ্বণি পৰ্বণি প্রত্যেকচতুর্দশাদৌ ॥২৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথৈ চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:০:৩৩:০—

রাজেতি । পুরস্কৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ । সন্নিযোজিতা রমণীয়ৈতি শেষঃ ॥১॥

জানতেতি । পরভাৰ্য্যাং পুত্রবধূতুল্যাং অগম্যত্বমিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—১৮॥ সমুচ্ছেদে এষ স্বং নিমিত্তভূত ইতি যোজনা ॥১৯॥ মুঞ্চ ভ্যজ ॥২০—২৩॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৪॥

অত্থাপি সেখানে প্রত্যেক পৰ্বেই সেই অগ্নি রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর দগ্ধ করিয়া থাকে দেখা যায় ॥২৩॥

—:৪:—

অৰ্জুন বলিলেন—সখে । গুরু এবং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকটে কল্যাণ-পাদ রাজা কি কারণে আপন ভাৰ্য্যাটীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ? ॥১॥

আবার, মহাত্মা ও মহর্ষি বশিষ্ঠই বা কেন ধৰ্ম্মের পরম তত্ত্ব জানিয়াও অগম্যাগমন করিয়াছিলেন ? ॥২॥

* ‘...একোনাশীত্যাধিকঃ...’ ‘...একান্বীত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্ব্যশীত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্তনবত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

গন্ধর্ব উবাচ ।

ধনঞ্জয় ! নিবোধেদং যন্মাং স্বং পরিপৃচ্ছসি ।
 বশিষ্ঠং প্রতি ভূর্ধ্ব ! তথা মিত্রসহং নৃপম্ ॥৪॥
 কথিতং তে ময়া সর্বং যথা শপ্তঃ স পার্থিবঃ ।
 শক্তিং গা ভরতশ্রেষ্ঠ ! বাশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥৫॥
 স তু শাপবশং প্রাপ্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
 নির্জগাম পুরাদ্রাজা সহদারঃ পরস্তপঃ ॥৬॥
 অরণ্যং নির্জনং গঙ্গা সদারঃ পরিচক্রমে ।
 নানামৃগগণাকীর্ণং নানাসদ্বসমাকুলম্ ॥৭॥
 নানাগুললতাচ্ছন্নং নানাক্রমসমাবৃতম্ ।
 অরণ্যং ঘোরসমাদং শাপগ্রস্তঃ পরিভ্রমন্ ॥৮॥
 স কদাচিত্ ক্ৰোধাবিক্টো মৃগয়ন্ ভক্ষ্যমান্ননঃ ।
 দদর্শ স্থপরিব্রীক্টঃ কশ্মিংশ্চির্মির্জনে বনে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধ্বিষ্টমিতি । এতৎ পৃচ্ছতে। মে ইতি সম্বন্ধাদেতদিত্যন্ত ক্ৰীবস্বম্ ॥৩॥

ধনেতি । মিত্রসহং কল্যাণপাদম্ । তমোকৃতয়োবিষয় ইত্যর্থঃ ॥৪॥

কথিতমিতি । স পার্থিবঃ কল্যাণপাদঃ ॥৫॥

স ইতি । ক্রোধেন পর্য্যাকুলেক্ষণঃ অস্থিরনয়নঃ ॥৬॥

অরণ্যমিতি । পরিচক্রমে বিচারণা । নানা সশৈবজন্তুভিঃ সমাকুলং পূর্ণম্ ॥৭॥

বশিষ্ঠ কেন এমন অধর্মের কার্য্য করিয়াছিলেন ? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সকল সংশয় দূর কর' ॥৩॥

গন্ধর্ব বলিল—মহাবীর অর্জুন । বশিষ্ঠ ও কল্যাণপাদ রাজার বিষয়ে তুমি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শোন ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ । মহাত্মা শক্তি, যে কল্যাণপাদ রাজাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিয়াছি ॥৫॥

কল্যাণপাদ রাজা অভিশপ্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ আত্মগীত নয়নে ভাৰ্য্যার সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৬॥

নানাবিধ পশু ও প্রাণিগণে পরিপূর্ণ নির্জন বনে যাইয়া তিনি ভাৰ্য্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

শাপগ্রস্ত সেই রাজা কোন সময়ে নানাবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সমাচ্ছন্ন এবং হিংস্রজন্তুর ভয়ঙ্কর গর্জনে মুখরিত সেই বনमध्ये বিচরণ করিতে থাকিয়া, ক্ষুধায়

ব্রাহ্মণীং ব্রাহ্মণকৈব মৈথুনায়োপসঙ্গতো ।
 তৌ তং বীক্ষ্য হ্রবিজন্তাবকৃতার্থো প্রধাবিতৌ ॥১০॥ (বিশেষকম্)
 তয়োৰ্বিদ্রবতোৰ্বিপ্রঃ জগ্রাহ নৃপতিৰ্বলাং ।
 দৃষ্ট্বা গৃহীতং ভৰ্ত্তারমথ ব্রাহ্মণ্যভাষত ॥১১॥
 শৃণু রাজন্ ! মম বচো যদ্বাং বক্ষ্যামি স্তত্রত ! ।
 আদিত্যবংশপ্রভবস্তং হি লোকে পরিশ্রুতং ॥১২॥
 অপ্রমত্তঃ স্থিতো ধৰ্ম্মে গুরুশুশ্রূষণে রতঃ ।
 শাপোপহত ! দুর্দ্ধৰ্ষ ! ন পাপং কৰ্ত্তুমহঁসি ॥১৩॥
 ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে ভৰ্ত্তব্যসনকৰ্ষিতা ।
 অকৃতার্থা হুহং ভক্তা প্রসবার্থং সমাগতা ।
 প্রসীদ নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! ভৰ্ত্তাহয়ং মে বিশ্বজ্যতাম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নানেন্দি । ঘোরাঃ সমাদা হিংস্রজন্তুনাং রবা যত্র তং । যুগয়ন্ অধিগম্ । অকৃতার্থো
 রাজো দর্শনাদেব অসম্পাদিতরমণৌ, প্রধাবিতৌ ক্রতং পলায়িতুমারম্ভবন্তৌ ॥৮—১০॥

তয়োৰিতি । বিদ্রবতোক্রতং পলায়মানয়োস্তয়োর্মধ্যে ॥১১॥

শৃণ্বতি । আদিত্যবংশপ্রভবঃ সূর্য্যবংশোৎপন্নঃ ॥১২॥

অপ্রমত্ত ইতি । অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ ॥১৩॥

ঋষিতি । ভৰ্ত্তব্যসনেন কোপজদোষণ মানেনেত্যর্থঃ, কৰ্ষিতা ক্লিষ্টা । প্রসবার্থং
 পুত্রার্থম্ । বিশ্বজ্যতাং পরিত্যজ্যতাম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

কাতব হইয়া, খাণ্ড অশ্বেষণ করতঃ, কোন নির্জন স্থানে মৈথুনের জন্ত উপস্থিত
 এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পাইলেন । সে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রাজাকে
 দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়া অপূর্ণমনোরথে ক্রত পলায়ন করিতে লাগি-
 লেন ॥৮—১০॥

তঁাহারা পলায়ন করিতে লাগিলে, রাজা বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ধরিয়া
 ফেলিলেন এবং ব্রাহ্মণ ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন—১১॥

‘রাজা ! আমি আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন । আপনি
 সূর্য্যবংশোৎপন্ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥১২॥

এবং অবহিত হইয়া ধৰ্ম্মে অবস্থান করিতেছেন ও গুরুশুশ্রূষায় রত আছেন ;
 অতএব হে শাপগ্রস্ত মহাবীর ! আপনি পাপ করিবেন না ॥১৩॥

আমার ঋতুকাল উপস্থিত, অথ চ গৃহে ভৰ্ত্তার দোষে হুঃখভোগ করিয়াছি ;
 তাই তথায় অকৃতার্থ হইয়া পুত্রোৎপাদনের জন্ত তঁাহারই সহিত এই স্থানে

এবং বিকোশমানায়ান্তস্তাস্তু স নৃশংসবৎ ।
 ভর্তারং ভক্ষয়ামাস ব্যাত্তো মৃগমিবেপ্লিতম্ ॥১৫॥
 তস্তাঃ ক্রোধাভিভূতায়ান্নশ্রুণ্যপতন্ ভুবি ।
 সোহগ্নিঃ সমভবদ্বীপুস্তঞ্চ দেশং ব্যদীপয়ৎ ॥১৬॥
 ততঃ সা শোকসন্তপ্তা ভৰ্ভব্যসনকর্ষিতা ।
 কল্মাষপাদং রাজর্ষিমশপদব্রাহ্মণী রুবা ॥১৭॥
 যস্মাশ্মমাকৃতার্থায়ান্তুরা ক্ষুদ্র ! নৃশংসবৎ ।
 প্রেক্ষন্ত্য ভক্ষিতো মেহত প্রিয়ো ভর্তা মহাযশাঃ ॥১৮॥
 তস্মাত্ত্বমপি ছবুঁক্ষে ! মচ্ছাপপরিবিক্ষতঃ ।
 পত্নীমৃতাবনুপ্রাপ্য সত্তন্ত্যক্ষ্যসি জীবিতম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
 যন্ত চর্ষেবশিষ্ঠন্ত ত্বয়া পুত্রো বিনাশিতাঃ ।
 তেন সঙ্গম্য তে ভার্য্যা তনয়ং জনয়িস্থতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বিকোশমানায়া বিলপন্ত্যাঃ, তস্তা ব্রাহ্মণ্যাঃ ॥১৫॥
 তস্তা ইতি । অগ্নিঃ অগ্নিরিব । ব্যদীপয়ৎ প্রাজ্জলয়দিব, তদ্বদনিষ্টসাধনাৎ ॥১৬॥
 তত ইতি । ভৰ্ভব্যসনেন বিপদা মরণেনেত্যর্থঃ, কষিতা ক্লিষ্টা ॥১৭॥
 যস্মাদিতি । অকৃতার্থায়া ইদানীমপি পুত্রাঙ্ঘ্রপত্তেয়িতি ভাবঃ । মম শাপেন পরি-
 বিক্ষতো নষ্টবুদ্ধিঃ । ঋতৌ ঋতুকালে, অহুপ্রাপ্য মৈথুনায় লব্ধ্বা ॥১৮—১৯॥

আসিয়াছি । অতএব হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার ভর্তাকে
 ছাড়িয়া দিন ॥১৪॥

ব্রাহ্মণী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ব্যাত্ত যেমন হরিণ ভক্ষণ করে,
 তেমনই রাজা নৃশংসের স্ত্রায় তাঁহার ভর্তাকে ভক্ষণ করিলেন ॥১৫॥

তখন ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার যে সকল অশ্রুবিন্দু পতিত
 হইল, তাহা অগ্নির স্ত্রায় হইয়া সে দেশটাকেই যেন জ্বালাইয়া দিতে
 লাগিল ॥১৬॥

তাহার পর, ভর্তার মৃত্যুতে হুঃখিতা ও শোকাভূরা সেই ব্রাহ্মণী ক্রোধবশতঃ
 কল্মাষপাদ রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন—॥১৭॥

‘হে ক্ষুদ্রহৃদয় ছবুঁজি রাজা ! অত্থাপি আমার পুত্র হয় নাই, এই অবস্থায়
 আমার সমক্ষেই নৃশংসের স্ত্রায় তুমি যখন আমার প্রিয়তম ভর্তাকে ভক্ষণ
 করিলে, তখন তুমিও আমার শাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া, ঋতুকালে পত্নীর সহিত
 মিলিত হইয়া, তখনই জীবন ত্যাগ করিবে ॥১৮—১৯॥

স তে বংশকরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি নৃপাধম ! ।
 এবং শপ্ত্বা তু রাজানং সা তমঙ্গিরসী শুভা ॥২১॥
 তস্মৈব সন্নিধৌ দীপ্তং প্রবিবেশ হৃতাশনম্ ।
 বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগঃ সৰ্ব্বমেতদবৈক্ষত ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 জ্ঞানযোগেন মহতা তপসা স পরন্তপ ! ।
 মুক্তশাপশ্চ রাজর্ষিঃ কালেন মহতা ততঃ ॥২৩॥
 ঋতুকালেহভিপতিতো মদয়ন্ত্য। নিবারিতঃ ।
 নহি সন্মার স নৃপন্তং শাপং কামমোহিতঃ ॥২৪॥
 দেব্যাঃ সৌহৃৎ বচঃ শ্রেষ্ঠা সজ্জাস্তো নৃপসত্তমঃ ।
 তং শাপমমুসংস্থত্য পর্য্যতপ্যদভুশং তদা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । তেন বশিষ্ঠেন সহ ॥২০॥
 স ইতি । অঙ্গিরসী অঙ্গিরোগোজোৎপন্ন। দীপ্তং প্রজ্জলিতম্ । অবৈক্ষত ধ্যান-
 মহিমা অবগতবান্ ॥২১—২২॥
 জ্ঞানেতি । শাপেন শঙ্কুরভিসম্পাতেন মুক্তঃ চকার। বশিষ্ঠাভুগ্রহেণ চ ॥২৩॥
 ঋষিতি । অভিপতিতো রক্তমুগ্ধতঃ । মদয়ন্ত্য। তদাখ্য। ভাষ্যয়া ॥২৪॥
 দেব্যা ইতি । দেব্যা মহিষ্যাঃ । সজ্জাস্তকিতঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজেতি ॥১॥ অগম্যা স্মৃণাতুলাত্যাং ॥২—৩॥ অকৃতার্থো অকৃতপুত্রত্যাং ॥১০—২৩॥
 মদয়ন্ত্য। মহিষ্যা ॥২৪—২৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৫॥

তা'র পর, যে বশিষ্ঠমুনির পুত্রগণকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, সেই বশিষ্ঠের
 সহিত সঙ্গম করিয়াই তোমার স্ত্রী পুত্র জন্মাইবে ॥২০॥

এবং সেই পুত্রই তোমার বংশকর হইবে' । অঙ্গিরার গোত্রসম্বৃত্তা সেই
 ব্রাহ্মণী রাজাকে এই অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে
 প্রবেশ করিলেন । মহাত্মা বশিষ্ঠ এসমস্ত বিষয়ই ধ্যানে জানিতে পারিয়া-
 ছিলেন ॥২১—২২॥

তাহার বহুকাল পরে, জ্ঞান, যোগ, গুরুতর তপস্বী এবং বশিষ্ঠের অহুগ্রহে
 রাজর্ষি কল্যাণপাদ সেই শক্তির শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥২৩॥

তাহার পর, মহিষীর ঋতুসময়ে রাজা তাঁহার সহিত রমণ করিতে উদ্ভত
 হন, তখন মহিষী বারণ করেন ; তথাপি কামমোহিত রাজা সে শাপ স্মরণ
 করিলেন না ॥২৪॥

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজা বশিষ্ঠং সম্মাযোজয়ৎ ।

স্বদারেষু নরশ্রেষ্ঠ ! শাপদোষসমম্বিতঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ৰরথে
বশিষ্ঠং সমাপ্তং নাম পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

অৰ্জুন উবাচ ।

অস্মাকমনুরূপো বৈ যঃ শ্রাদ্ধগন্ধৰ্ব ! বেদবিৎ ।

পুরোহিতস্তমাচক্ষু সৰ্ব্বং হি বিদিতং তব ॥১॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

যবীয়ান্ দেবলশৈশ্ব বনে ভ্রাতা তপস্ততি ।

ধোম্য উৎকোচকে তীর্থে তং ব্রুধ্বং যদিচ্ছথ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মাদিতি । শাপদোষসমম্বিতো ব্রাহ্মণীশাপগ্রস্ত এব ॥২৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ৰরথে পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অস্মাকমিতি । অনুরূপঃ শুচিস্বাদিনা যোগ্যঃ । আচক্ষুঃ ক্রহি ॥১॥

যবীয়ানিতি । যবীয়ান্ কনিষ্ঠঃ । উৎকোচকে তদাখে ॥২॥

তদনন্তর মহিষীর কথা শুনিয়া রাজা চকিত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণীর
শাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অমুতাপ করিলেন ॥২৫॥

অৰ্জুন । এই কারণেই সেই ব্রাহ্মণীর শাপগ্রস্ত রাজা আপন ভাৰ্য্যার
সহিত সঙ্গত হইবার জন্য বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥২৬॥

—:~:~:~:—

অৰ্জুন বলিলেন—‘গন্ধৰ্বরাজ । যিনি আমাদের উপযুক্ত পুরোহিত হইতে
পারেন, তাঁহার বিষয় তুমি বল । কেন না, তোমারও সমস্তই জানা আছে ॥১॥

গন্ধৰ্ব কহিল—‘অৰ্জুন । দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধোম্য উৎকোচকতীর্থে
তপোবনে থাকিয়া তপস্তা করিতেছেন ; যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে তাঁহাকেই
যাইয়া পৌরোহিত্যে বরণ কর’ ॥২॥

* ‘...অশীত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্ব্যশীত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্ৰ্যশীত্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্টনবত্যাধিকঃ...’
ইতি পাঠান্তরাণি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহৰ্জুনোহব্রুমায়েয়ং প্রদদৌ তদযথাবিধি ।
 গন্ধৰ্বায় তদা প্রীতো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥৩॥
 স্বযেব তাবন্তিষ্ঠন্তু হয়া গন্ধৰ্বসত্তম ! ।
 কার্যকালে এহীষ্যামঃ স্বস্তি তেহস্তিতি চাব্রবীৎ ॥৪॥
 তেহন্যোন্মমভিসম্পূজ্য গন্ধৰ্বঃ পাণ্ডবাশ্চ হ ।
 রম্যাত্মাগীরথীতীরাদযথাকামং প্রতস্থিরে ॥৫॥
 তত উৎকোচকং তীর্থং গঙ্গা ধোম্যাশ্রমস্ত তে ।
 তং বক্রঃ পাণ্ডবা ধোম্যং পৌরোহিত্যয় ভারত ! ॥৬॥
 তান্ ধোম্যঃ প্রতিজগ্রাহ সর্ববেদবিদাং বরঃ ।
 বন্তেন ফলমুলেন পৌরোহিত্যেন চৈব হ ॥৭॥
 তে সমাশংসিরে লক্কাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 ব্রাহ্মণং তং পুরস্কৃত্য পাঞ্চালীঞ্চ স্বয়ংবরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তং গন্ধৰ্বজয়হেতুভূতম্ ॥৩॥
 স্বয়ীতি । হয়াঃ স্বয়া মন্ত্ৰং দাতুমিষ্টা অশ্বাঃ । স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪॥
 ত ইতি । অভিসম্পূজ্য নমস্কারাদিনা সম্যাক্ত ॥৫॥
 তত ইতি । তীর্থং তত্রত্যং ধোম্যাশ্রমঞ্চ গচ্ছেত্যর্থঃ ॥৬॥
 তানিতি । বন্তেন ফলমুলেনাতিথিতয়া প্রতিজগ্রাহ আদ্রে ; পৌরোহিত্যেন তদঙ্গী-
 কারেণ চ প্রতিজগ্রাহ স্বীচকার আত্মীয়ীচকারেত্যর্থঃ ॥৭॥
 ত ইতি । রাজ্যঞ্চ লক্ষ্যং, পাঞ্চালীঞ্চ লক্ষ্যম্, সমাশংসিরে আশাবিষয়ীচক্ৰঃ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অৰ্জুন গন্ধৰ্বকে যথাবিধানে সেই
 আয়েয় অস্ত্র দান করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা কহিলেন—॥৩॥

‘গন্ধৰ্বরাজ । সেই ঘোড়াগুলি তোমার কাছেই থাকুক, আমরা যথাসময়ে
 সে গুলি লইব । তোমার মঙ্গল হউক’ একথাও বলিলেন ॥৪॥

তাহার পর, গন্ধৰ্ব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মান দেখাইয়া সেই মনোহর
 গঙ্গাতীর হইতে ইচ্ছামুসারে প্রস্থান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচকতীর্থে ধোম্যের আশ্রমে বাইয়া সেই ধোম্য-
 কেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬॥

সর্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধোম্যও বহু ফল-মূল দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে
 গ্রহণ করিলেন এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন ॥৭॥

পুরোহিতেন তেনাথ গুরুশা সঙ্গতান্তদা ।
 নাথবস্ত্রমিবাঙ্গানং মেনিরে ভরতর্ভাঃ ॥৯॥
 স হি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞস্তেবাং গুরুরুদারধীঃ ।
 তেন ধর্মবিদা পার্থা যাজ্ঞা ধর্মবিদঃ কৃত্যঃ ॥১০॥
 বীরাংস্ত স হি তান্ মেনে প্রাপ্তরাজ্যান্ স্বধর্মতঃ ।
 বুদ্ধি-বীর্ষ্য-বলোৎসাহৈযুক্তান্ দেবানিব দ্বিজঃ ॥১১॥
 কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তেন ততস্তে মনুজাধিপাঃ ।
 মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চাল্যাস্তং স্বয়ংবরম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈক্সরথে
 ধোম্যপুরোহিতকরণং নাম ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুরোহিতেনেতি । সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ । নাথবস্ত্রম্ অভিভাবকবস্ত্রম্ ॥৯॥
 স ইতি । গুরুঃ অভূৎ । পরঞ্চ তেন গুরুণা ধোম্যেন ॥১০॥
 বীরানিতি । বীর্ষ্যং দৈহিকং সামর্থ্যম্, বলঞ্চ মানসং সামর্থ্যম্ ॥১১॥
 কৃতেন্তি । কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলসাধকং দেবপূজাদি যেষ্টে । মেনিরে ঈষৎ ॥১২॥
 ইতি শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
 সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈক্সরথে ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্মাকমিতি ॥১—৬॥ প্রতিজ্ঞগ্রাহ অদীচকার ॥৭॥ পাঞ্চালীক লক্ষ্যমাংশসিহ্নে ॥৮—১২॥
 ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৬॥

পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকে পুরোহিত পাইয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী এবং স্বয়ংবরে
 জ্যোপদীকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া আশা করিতে লাগিলেন ॥৮॥

এবং তাঁহারা তখন উপদেষ্টা ধোম্য পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া
 আপনাদিগকে অভিভাবকশালী বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥৯॥

বেদজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি ধোম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে
 ক্রমশঃ ধর্মজ্ঞ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আর, দেবতার স্তায় দৈহিক বল, মানসিক বল ও উৎসাহশালী মহাবীর
 পাণ্ডবগণ ধর্ম অমুসারেই রাজ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ধোম্য মনে করিতে
 থাকিলেন ॥১১॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া ধোম্য পুরোহিতের সহিতই জ্যোপ-
 দীর স্বয়ংবরে বাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

* ‘...একান্ধিত্যধিকঃ...’ ‘...দ্ব্যন্বিত্যধিকঃ...’ ‘...চতুরশীত্যধিকঃ...’ ‘...একো-
 দ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহৰ্জুনোহব্রুমায়েয়ং প্রদদৌ তদযথাবিধি ।
 গন্ধৰ্বায় তদা প্রীতো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥৩॥
 স্বযেব তাবন্তিষ্ঠন্তু হয় গন্ধৰ্বসত্তম ! ।
 কার্যকালে এইষ্যামঃ স্বস্তি তেহস্তিতি চাব্রবীৎ ॥৪॥
 তেহন্যোন্মমভিসম্পূজ্য গন্ধৰ্বঃ পাণ্ডবাশ্চ হ ।
 রম্যাস্তাগীরথীতীরাদযথাকামং প্রতস্থিরে ॥৫॥
 তত উৎকোচকং তীর্থং গঙ্গা ধোম্যাশ্রমস্ত তে ।
 তং বক্রঃ পাণ্ডবা ধোম্যং পৌরোহিত্যয় ভারত ! ॥৬॥
 তান্ ধোম্যঃ প্রতিজগ্রাহ সর্ববেদবিদাং বরঃ ।
 বন্তেন ফলমুলেন পৌরোহিত্যেন চৈব হ ॥৭॥
 তে সমাশংসিরে লক্সাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 ব্রাহ্মণং তং পুরস্কৃত্য পাঞ্চালীঞ্চ স্বয়ংবরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তং গন্ধৰ্বজয়হেতুভূতম্ ॥৩॥
 স্বয়ীতি । হয়ঃ স্বয়া মন্তং দাতুমিষ্টা অশাঃ । স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪॥
 ত ইতি । অভিসম্পূজ্য নমস্কারাদিনা সম্যক ॥৫॥
 তত ইতি । তীর্থং তত্রত্যং ধোম্যাশ্রমঞ্চ গচ্ছেত্যর্থঃ ॥৬॥
 তানিতি । বন্তেন ফলমুলেনাতিথিতয়া প্রতিজগ্রাহ আদ্রে ; পৌরোহিত্যেন তদঙ্গী-
 কারেণ চ প্রতিজগ্রাহ স্বীচকার আত্মস্বীচকারেত্যর্থঃ ॥৭॥
 ত ইতি । রাজ্যঞ্চ লক্ষ্যং, পাঞ্চালীঞ্চ লক্ষ্যম্, সমাশংসিরে আশাবিষয়ীচক্ৰঃ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অৰ্জুন গন্ধৰ্বকে যথাবিধানে সেই
 আয়েয় অস্ত্র দান করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা কহিলেন—॥৩॥

‘গন্ধৰ্বরাজ । সেই ঘোড়াগুলি তোমার কাছেই থাকুক, আমরা যথাসময়ে
 সে গুলি লইব । তোমার মঙ্গল হউক’ একথাও বলিলেন ॥৪॥

তাহার পর, গন্ধৰ্ব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মান দেখাইয়া সেই মনোহর
 গঙ্গাতীর হইতে ইচ্ছামুসারে প্রস্থান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচকতীর্থে ধোম্যের আশ্রমে বাইয়া সেই ধোম্য-
 কেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬॥

সর্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধোম্যও বহু ফল-মূল দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে
 গ্রহণ করিলেন এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া আত্মস্বীকৃত্য স্থাপন করিলেন ॥৭॥

(১২ । স্বয়ংবরপর্ক ।)

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে নরশার্দূলা ভাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
প্রযয়ুর্দ্রৌপদীং দ্রুতং তঞ্চ দেশং মহোৎসবম্ ॥১॥
তে প্রয়াতা নরব্যাত্রা সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ।
ব্রাহ্মণান্ দদৃশুর্মার্গে গচ্ছতঃ সঙ্গতান্ বহুন্ ॥২॥
ত উচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্ ! পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ ।
ক ভবন্তো গমিষ্যন্তি কৃতো বাভ্যাগতা ইহ ॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আগতানেকচক্রায়াঃ সোদর্য্যানেকচারিণঃ ।
ভবন্তো বৈ বিজানন্তু সহ মাত্রা দ্বিজবর্ভাঃ ! ॥৪॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

গচ্ছতাংৈব পাঞ্চালান্ দ্রুপদস্য নিবেশনে ।
স্বয়ংবরো মহাংস্তত্র ভবিতা স্মহাধনঃ ॥৫॥

ভাবতকৌমুদী

তত ইতি । মহান্ উৎসবো যত্র তন্ম্, ৩২ দ্রৌপদীসম্বন্ধিনং দেশঞ্চ ব্রটুন্ ॥১॥
ত ইতি । প্রয়াতাঃ প্রয়াস্ত ইত্যর্থঃ । সঙ্গতান্ সম্মিলিতান্ ॥২॥
ত ইতি । ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচাৰিবিশম্ভরান্ ॥৩॥
আগতানিতি । সোদর্য্যান্ ভ্রাতৃনিত্যর্থঃ । একং সচিস্তং চবন্তীতি তান্ ॥৪॥
গচ্ছতঃ । স্মহাশক্তি বাশীহুতানি ধনানি ব্যসোথুগানি যত্র যঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই দ্রৌপ-
দীকে এবং মহোৎসবসম্পন্ন সেই দেশটাকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥১॥

মহুগশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবগণ কুন্তীর সহিত যাইতে থাকিয়া, পথে সম্মিলিত
অবস্থায় বহু ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিলেন ॥২॥

মহারাজ ! তখন সেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচারি-বেশধারী পাণ্ডবগণকে বলিলেন—
'আপনারা কোথায় যাইবেন ? কোথা হইতেই বা আসিলেন ?' ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা ইহাই জ্ঞানন যে, আমরা
পাঁচ ভাই মাতার সহিত এক সঙ্গে একচক্রানগরী হইতে আসিয়াছি' ॥৪॥

একসার্থং প্রয়াতাঃ স্মা বয়ং তত্রৈব গামিনঃ ।

তত্র হৃদ্বুতসঙ্কশো ভবিতা স্মহোৎসবঃ ॥৬॥

যজ্ঞসেনস্ব দুহিতা দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ ।

বেদীমধ্যাৎ সমুৎপন্না পদপত্রনিভেক্ষণা ॥৭॥

দর্শনীয়াহনবগাস্তী স্কুমারী মনস্বিনী ।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী দ্রোণশত্রোঃ প্রতাপিনঃ ॥৮॥ (যুথকম্)

যো জাতঃ কবচী খড়্গী শশরঃ শশরাসনঃ ।

সুসমিক্তে মহাবাহুঃ পাবকে পাবকোপমঃ ॥৯॥

স্বসা তস্তানবগাস্তী দ্রৌপদী তনুমধ্যমা ।

নীলোৎপলসমো গঙ্গো যস্তাঃ ক্রোশাৎ প্রবাতি বৈ ॥১০॥

যজ্ঞসেনস্ব চ স্ততাং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্ ।

গচ্ছামো বৈ বয়ং দ্রেক্তুং তপঃ দিব্যং মহোৎসবম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । একে একত্র মিলিতাঃ সার্থাঃ সমানপ্রয়োজনা যস্মিন্ কশ্মণি তদ্ব্যথা তথা ॥৬॥

যজ্ঞেতি । বেদীমধ্যাৎ যজ্ঞঃসেনাদী হঃ । অনবগাস্তী অনিন্দ্যসর্গাবয়বা ॥৭ - ৮॥

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিশিষ্ট ই ইতি । সুসমিক্তে প্রজ্জলিতে । পাবকে বহ্নৌ ॥৯॥

স্বসেতি । স্বসা একাধিতো জাতকৃত্যস্বিনী । তনুমধ্যমা কৃশকটীদেশা ॥১০॥

যজ্ঞেতি । স্বয়মাহনৈব বরে বরনির্দ্ধারণে কৃতঃ ক্ষণ ঔৎসুক্যং যস্মা তাম্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—‘আপনারা অতাই পাঞ্চালদেশে গমন করুন ; সেখানে দ্রুপদ রাজার বাড়ীতে বহু ব্যয়ে বিশাল একটি স্বয়ংবরসভা হইবে ॥৫॥

আমরাও একসঙ্গে মিলিয়া সেইখানেই যাইতেছি । কেন না, সেখানে একটি অদ্ভুত মহোৎসব হইবে ॥৬॥

মহাত্মা দ্রুপদ রাজার কথা পদ্মনয়না দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । আর তিনি প্রণতহৃদয় এবং দ্রোণশত্রু প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ॥৭—৮॥

যে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কবচ, তরবারি, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্জলিত যজ্ঞাগ্নি হইতে অগ্নির তুল্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৯॥

অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষীণমধ্যা দ্রৌপদী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নেরই ভগিনী, যাঁহার নীলোৎপলভূল্য শরীরের গন্ধ এক ক্রোশ দূর হইতে বহিত হইয়া থাকে ॥১০॥

সেই দ্রুপদকন্যা নিজেই বর নির্বাচনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন ; তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং সেই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা যাইতেছি ॥১১॥

কৃত্তে বিবাহে ক্রপদো ধনং দদৌ মহারথেন্ভ্যো বহুরুপমুত্তমম্ ।

শতং রথানাং বরহেমমালিনাং চতুর্যুজাং হেমখলীনশালিনাম্ ॥২৪॥

শতং গজানামপি পদ্মিনাং তথা শতং গিরীণামিব হেমশৃঙ্গিণাম্ ।

তথৈব দাসীশতমগ্র্যায়োবনং মহাহিবেশাভরণাম্বরশ্রজম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথ কৃষ্ণায়াঃ পাণ্ডবেষু প্রত্যেকং কীদৃশঃ সম্বন্ধ আদীদিত্যাহ পতীতি । অত্র শতর-
পদং শতরবদ্ব্যনানীরক্ষাং পতুর্জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপদম্ । স চ ভ্রাতৃশতর ইভ্যুচ্যতে দায়তাপাদিশু
তথা দর্শনাৎ । দেবরপদঞ্চ পতুঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃপদম্ । তথা চ জ্যেষ্ঠে যুধিষ্ঠিরে, পাণ্ডাল্যা
দ্রৌপদ্যাঃ, পতিশতরতা পদিগয়াং পতিত্বং পতিভূতভীমাদিজ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ ভ্রাতৃশতরতা,
ন পুনর্দেবরত্বং কুতোহপি, তস্ত সর্কজ্যেষ্ঠত্বাৎ । অহুজে কনিষ্ঠে সহদেবে, পতিদেবরতা
পরিগয়াং পি-ত্বম্, পতিভূতভীমাদিকনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরত্বম্, ন পুনর্ভ্রাতৃশতরত্বং কুতোহপি,
তস্ত সর্ককনিষ্ঠত্বাৎ । মধ্যমেষু চ ত্রিণি ভীমার্জুননকুলেষু, ত্রিতয়ং ত্রিতয়ম্—পতিত্বং ভ্রাতৃ-
শতরত্বং দেববত্বকেতি ত্রয়ং ত্রয়মেবাসীৎ । তথা চ ভীমে পরিগয়াং পতিত্বম্, অর্জুন্যন্ত-
পেক্ষয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতৃভ্রাতৃশতরত্বম্, যুধিষ্ঠিরতঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরত্বমিতি । এবমর্জুন-
নকুলয়োরাপুত্রম্ ॥২৩॥

কৃত ইতি । মহারথেন্ভ্যোঃ পাণ্ডবেভ্যোঃ । চতুর্যুজাম্ অশ্বচতুর্দশযুক্রানাম্, হেমখলীনৈঃ
সুবর্ণকবিকভিঃ শালস্ত ইতি ভেষাম্ । “কবিকা তু খলীনোহস্ত্রী” ইত্যমরঃ ॥২৪॥

শতমিতি । পদ্মিনাং পদ্মাকারশিরোভূষণসুক্রানাম্ । হেমশৃঙ্গিণাং স্বর্ণময়শিখরশালি-
নাম্ গিরীণাং পর্বতানামিব । অগ্র্যাণি উত্তমানি যৌবনানি যন্ত তৎ । দদাবিত্যমুকর্ষঃ ।
শ্রক্শকাদংপ্রত্যয় আর্ষঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তপঃ ॥২—৭॥ পৌণ্ড্রং পুণ্ড্রাত্যনেনেতি তং ন তু পুণ্ড্রং তস্তাবৈবাহিকত্বাৎ, পৌণ্ড্রমিতি পাঠে
পুণ্ড্রা হিতং বহুসমৃদ্ধিপ্রদমিত্যর্থঃ । হে আত্ম ! হে জ্যেষ্ঠ ! ॥৮—২৩॥ চতুর্যুজাশ্ব-
চতুর্দশযুক্রাম্, হেমময়ং খলীনমখমুখং নিয়ামকং “লগাম” ইতি ভাষয়া প্রসিদ্ধম্, রথপ্রদানাং

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পতি ও কেবল ভাসুর হইলেন এবং সহদেব তাঁহার পতি
ও কেবল দেবর হইলেন, আর ভীম, অর্জুন ও নকুল ইহারা প্রত্যেকেই তাঁহার
পতি, ভাসুর ও দেবর হইলেন ॥২৩॥

বিবাহ হইয়া গেলে, ক্রপদ রাজা পাণ্ডবগণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধন এবং
এক শত রথ যৌতুক দিলেন ; তাহার প্রত্যেক রথে সোণার ঝালর ও সোণার
লাগামযুক্ত চারিটা করিয়া অশ্ব ছিল ॥২৪॥

স্বর্ণময়-শৃঙ্গযুক্ত এক শত পর্বতের স্তায় স্বর্ণভূষিত এক শত হস্তী এবং

(২৪)....হেমখলীনমালিনাম্ ।

পৃথক্ পৃথগ্দিব্যদৃশাং পুনর্দদৌ তদা ধনং সৌমিকিরয়িসাক্ষিকম্ ।

তথৈব বস্ত্রাণি বিভূষণানি প্রভাবযুক্তানি মহানুভাবঃ ॥২৬॥

কৃতে বিবাহে তু ততস্ত পাণ্ডবাঃ প্রভূতরত্নামুপলভ্য তাং শ্রিয়ম্ ।

বিজহুরিদ্ভ্রুপ্রতিমা মহাবলাঃ পুরে তু পাঞ্চালনৃপস্ত তস্ত হ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকে

দ্রোপদীবিবাহে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

— ০ —

ভারতকৌমুদী

পৃথগিতি । দিব্যদৃশাং সুন্দরনয়নানাং দাসীনাং শতমিত্যেককর্ষঃ । সৌমিকিদ্ভ্রুপদঃ ॥২৬॥

কৃত ইতি । প্রভুতানি প্রচুরানি রত্নালঙ্কারা যন্তান্তাম্, শ্রিয়ং স্বর্গশ্রিয়োহিবতার-
ভূতাং দ্রোপদীম্ । ইদ্ভ্রুপ্রতিমা হদ্ভ্রুতুল্যাঃ ॥২৭॥

ইতি মহাযহোপাধ্যায়-ভারতচাধ্য-শ্রীচরিতামসিক্যাস্তবাপাশ চট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

— * —

ভারত ভাবদীপঃ

বা খলীনং যুগং তেন মালিনাম্ যুক্রাসিৎার্থঃ ॥২৪॥ পদ্মানি গজোত্তমলক্ষণানি তদ্বতাং
পদ্মিনাম্, শ্রীমতাং বা । যদ্বা ছেমশঙ্খিনামিতি দৃষ্টান্তাহুণ্যাং পদ্মাকারং গজপল্যাপমষ্ট-
কোণমষ্টশুভ্রং শিখরকলশাদিয়ুক্তং তদ্বতাম্ ॥২৬--২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীষ ভাবতভাবদীপে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১॥

— ০ : ০ : —

মহামূল্য বেশ, আভরণ, বস্ত্র ও মাল্যযুক্ত পূর্ণযুবতি এক শত দাসী দান
করিলেন ॥২৫॥

আর, মহাত্মা ক্রপদ রাজা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পাণ্ডবগণের প্রত্যেককেই
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্নাননয়না অনেক দাসী, প্রচুর ধন, মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার
দান করিলেন । ২৬'।

বিবাহ হইয়া গেলে, ইদ্ভ্রুতুল্য বলবান্ পাণ্ডবগণ প্রচুর রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত
স্বর্ণলক্ষ্মীরূপা সেই দ্রোপদীকে লইয়া ক্রপদের পুত্রে বিহার করিতে
ল্যগিলেন ॥২৭॥

— ০ : ০ : —

* ‘...বস্ত্রবত্যধিকঃ...’, ‘...অষ্টনবত্যধিকঃ...’, ‘...বিশততমঃ...’, ‘...পঞ্চদশাধিকবিশত-
তমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তাঃ প্রয়াতাস্তে পাণ্ডবা জনমেজয় ! ।
রাজ্ঞা দক্ষিণপাঞ্চালান্ দ্রুপদেনোভিরক্ষিতান্ ॥১॥
ততস্তে তু মহাত্মানং শুদ্ধাত্মানমকল্যাণম্ ।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা বীরা নুনিং দ্বৈপায়নং তদা ॥২॥
তস্মৈ যথাবৎ সৎকারং কৃত্বা তেন চ সৎকৃতাঃ ।
কথাস্তে চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রযযুর্দ্ৰুপদক্ষয়ম্ ॥৩॥
পশ্যন্তো রমণীয়ানি বনানি চ সরাংসি চ ।
তত্র তত্র বসন্তশ্চ শনৈর্জগ্মুর্হারথাঃ ॥৪॥
স্বাধ্যায়বস্ত্রঃ শুচয়ো মধুরাঃ প্রিয়বাদিনঃ ।
আনুপূর্ব্যেণ সম্প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ব্রাহ্মণৈরেবমুক্তাঃ । প্রয়াতাঃ প্রস্থিতাঃ ॥১॥
তত ইতি । শুদ্ধাত্মানং পবিত্রচিত্তম্, অকল্যাণং ওপসা নিধৃতপাপম্ ॥২॥
তস্মা ইতি । সৎকারং নমস্কারম্ । সৎকৃতা আদৃতাঃ । দ্রুপদস্ত কথং ভবনম্ ॥৩॥
পশ্যন্ত ইতি । তত্র তত্র বনেষু সরাংসু চ । মহারথাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪॥
স্বেতি । স্বাধ্যায়বস্ত্রঃ কৃতবেদপাঠাঃ । মধুরা মনোহরাকৃতয়ঃ । আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, পাণ্ডবগণ
দ্রুপদরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্রচিত্ত ও নিষ্পাপ মহাত্মা বেদব্যাসকে দেখিতে
পাইলেন ॥২॥

তখন পাণ্ডবেরা বেদব্যাসকে নমস্কার করিলে, তিনিও তাঁহাদের আদর
করিলেন । তৎপরে ছই চারিটি কথার পর বেদব্যাসের অমমতক্রমে পাণ্ডবেরা
দ্রুপদনগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥

তাঁহার পথে মনোহর বন ও সরোবর দেখিতে থাকিয়া এবং সেই সেই স্থানে
কিছু কাল কিছু কাল অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

বেদপাঠী, পবিত্রচিত্ত, মনোহরাকৃতি এবং প্রিয়বাদী পাণ্ডবগণ ক্রমে
পাঞ্চালদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তে তু দৃষ্ট। পুরং তচ্চ স্বক্কাবারং পাণ্ডবাঃ ।
 কুন্তকারস্ত শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা ॥৬॥
 তত্র ভৈক্ষ্যং সমাজহুঃ ব্রাহ্মণীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ ।
 তান্ সম্প্রাপ্তাংস্তথা বীরান্ জজিরে ন নরাঃ কচিৎ ॥৭॥
 যজ্ঞসেনস্ত কামস্ত পাণ্ডবায় কিরীটিনে ।
 কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা ন চৈতদ্বিরুণোতি সঃ ॥৮॥
 সোহস্মৈবমাণঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চাল্যো জনমেজয় ! ।
 দৃঢ়ং ধনুরনানম্যং কারয়ামাস ভারত ! ॥৯॥
 যন্তুং বৈহায়সঞ্চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্ ।
 তেন যজ্ঞেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । স্বক্ং সৈন্তবাহম্ আযুগোতীতি স্বক্কাবারং সেনানিবাসস্তম্ ॥৬॥
 তত্রোতি । ব্রাহ্মণীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ, আপদি সর্কেষামেব বৃত্ত্যন্তরবিধানাং ॥৭॥
 যজ্ঞেতি । কিরীটিনে অর্জুনায় । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । বিবুণোতি লোকায় প্রকাশয়তি স্ম ॥৮॥
 স ইতি । স দ্রুপদঃ, কৌন্তেয়ং দ্রোণেনারম্পরাজয়কালে পরীক্ষিতশক্তিকমর্জুনম্ ।
 আনম্যম্ অত্বেরানময়িতুমশক্যম্ । অর্জুনসদৃশপুরুষস্ত গৃহদাহেন দাহঃ বহুসম্ভব এব ।
 তেন চাসৌ কুতাপি প্রচ্ছন্নস্তিষ্ঠেৎ ইমং অয়ংবরবৃত্তান্তং শ্রদ্ধা চাগচ্ছেৎ স এব চেদং ধনুরান-
 ময়েৎ লক্ষ্যঞ্চ বিষেৎ । এবঞ্চার্জুনায় কৃষ্ণাদানং সিধ্যাतीতি বিভাব্য দ্রুপদেনেদং কৃতমিতি
 বোধ্যম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ স্বক্কাবারং রাজগৃহপ্রাকারং লোকসমুৎস্থানং বা । “স্বক্ঃ স্তান্-
 পতাংসং সাম্পরায়সমুৎস্থোঃ” ইতি মেদিনী ॥৬॥ ন জজিরে ন জাতবন্তঃ ॥৭—৮॥ আনানম্যং
 নময়িতুমশক্যম্ ॥৯॥ বৈহায়সমন্তরিক্ষগতম্ । যন্তুং ভীরবেগবস্তয়া ভ্রমণেন লক্ষ্যমার্গ-

প্রথমে তাঁহার রাজধানী এবং সেনানিবাস সকল দেখিয়া কোন কুন্তকারের
 বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৬॥

সেখানে তাঁহার ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে
 লাগিলেন ; সুতরাং তত্রত্য লোকেরা কখনও তাঁহাদিগকে চিনিতে
 পারিল না ॥৭॥

দ্রুপদ রাজার সর্বদাই এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, ‘পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের হস্তে
 দ্রৌপদীকে দান করিব ; কিন্তু তিনি এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাই ॥৮॥

সেই নিমিত্তই তিনি অর্জুনকে অমসহান করিয়া বাহির করিবার জন্ত
 এমন একখানি ধনু নির্মাণ করাইলেন, যাহা অস্ত্রে নোয়াইতে পারিবে না ॥৯॥

দ্রুপদ উবাচ ।

ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃদ্ধা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ ।

অতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা স লক্ষা মৎসুতামিতি ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি স দ্রুপদো রাজা স্বয়ংবরমবোময়ৎ ।

তচ্শ্রুত্বা পার্থিবাঃ সৰ্বে সমীযুক্তত্র ভারত ! ॥১২॥

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষবঃ ।

দুর্যোধনপুরোগাশ্চ সর্কণাঃ কুরবো নৃপ ! ॥১৩॥ (যুথাকম্)

ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগা দেশেভ্যঃ সমুপাগমন্ ।

ততোহর্চিতা রাজগণা দ্রুপদেন মহাত্মনা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞমিতি । বিহাযসি আকাশে স্থিতমিতি বৈহাযসম্ । সমিতং সংলগ্নম্ ॥১০॥

ইদমিতি । সজ্যম্ আরোপিতশূন্যকম্ । অতীত্য অধঃস্থিতং যজ্ঞমতিক্রম্য ॥১১॥

ইতীতি । স্বয়ংবরে কণ্ঠার্থিভিঃ কর্তব্যম্ । কর্ণেন সহিত সর্কণাঃ ॥১২—১৩॥

ব্রাহ্মণা ইতি । অর্চিতা অন্নপানাদিভ্যঃ সংকৃতাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কোচকমগ্নরাবদ্ধম্ । সমিতং যজ্ঞচ্ছিন্নহারোপলক্ষিতম্, লক্ষ্যমপি বৈহাযসমিত্যর্থঃ । অস্ত্র-
শিক্ষায়ামেকেনাজ্জেনৈব চললক্ষ্যপাতনং কৃতম্, অস্তঃ স এব চলয়ন্ত্বায়া লক্ষ্যং ভেৎস্বতি
মাত্ত ইতি তদধেষণায়াং যজ্ঞো দ্রুপদেন কৃতঃ । যতপি কর্ণস্ত্রাপ্যন্তং নু করং তথাপি
হীনকুলঙ্কাং স স্পরিহর ইতি ভাবঃ ॥১০॥ সজ্যং ধনুঃ কৃদ্ধা ইদং যজ্ঞমতীত্য লক্ষ্যং যো
বেদ্ধা বেদ্যং সমর্থঃ ॥১১—১৪॥ উপোপবিষ্টাঃ পাদপূর্বগাৰ্থা উপোত্যস্ত্যাবুস্তিঃ, “প্রসমুপোদঃ

আর, তিনি আকাশে একটি কৃত্রিম যজ্ঞ নির্মাণ করাইলেন এবং তাহার উপরি-
ভাগে তৎসংলগ্নভাবে একটি লক্ষ্যও তৈয়ারী করাইলেন ॥১০॥

তাহার পর দ্রুপদ বলিলেন—‘যিনি এই ধনুতে গুণারোপণ করিয়া এই
বাণ কয়টা দ্বারা যজ্ঞ অতিক্রমপূর্বক এই লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন, তিনিই
আমার কণ্ঠা লাভ করিবেন’ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ রাজা এই ভাবে স্বয়ংবরে কণ্ঠাপ্রার্থীদের
কর্তব্য ঘোষণা করিলেন; তাহা শুনিয়া অচ্যাত্ত রাজারা, কর্ণের সহিত দুর্যো-
ধনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়েরা এবং স্বয়ংবরদর্শনার্থী ঋষিরা সেখানে আসি-
লেন ॥১২—১৩॥

নানাদেশ হইতে ব্রাহ্মণেরাও দেখিতে আসিলেন । তাহার পর দ্রুপদ রাজা
অন্নপানাদি দ্বারা আগন্তুক রাজাদের সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥১৪॥

উপোপবিষ্টা মঞ্চেষু দ্রষ্টু কামাঃ স্নয়ংবরম্ ।
 ততঃ পৌরজনাঃ সৰ্বে সাগরোদ্ধৃতিমিস্ননাঃ ॥১৫॥
 শিশুমারশিরঃ প্রাপ্য স্নয়সংস্থে চ পার্থিবাঃ ।
 প্রাপ্তভরেণ নগরাদুমিভাগে সমে শুভে ॥১৬॥
 সমাজবাটঃ শুশুভে ভবনৈঃ সৰ্বতো বৃতঃ ।
 প্রাকারপরিখোপেতো দ্বারতোরণমণ্ডিতঃ ॥১৭॥
 বিতানেন বিচিত্রেণ সৰ্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতঃ ।
 তুর্যোদয়শতসঙ্কীর্ণঃ পরাক্ষ্যাগুরুধূপিতঃ ॥১৮॥
 চন্দনোদকসিক্তশ্চ মাল্যদামোপশোভিতঃ ।
 কৈলাসশিখরপ্রাচ্যৈর্নভস্তলবিলেখিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপোপবিষ্টাঃ সমীপে সমীপে স্থিতাঃ। “উপ স্নানদিকার্ষে চ হীনার্ধাসন্নয়ো-
 রপি” ইতি মেদিনী। সাগরেণেব উদ্ধৃত উত্তোলিতো নিগনঃ কোলাহলো যৈশ্চ ॥১৫॥

শিশুশিরঃ। শিশুমারো নক্ষত্রসমূহাকো নাবায়ণশ্চ শিরঃপ্রাচ্যে দিক্ তাং প্রাপ্য।
 “শিশুমারস্ত যঃ প্রোক্তঃ স ক্রবো যত্র তিষ্ঠতি” ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়্যাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে
 “কেচিদেতজ্জ্যাতিবরীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাহুদেবস্ত যোগধারণায়ানমুবর্ণয়ন্তি”
 ইত্যাদিনা শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশতিতমাধ্যায়ে চ শিশুমারো বর্ণিতঃ। অতএবাহ
 নগরাং প্রাপ্তভবেণ পূর্কোত্তরকোণে ॥১৬॥

সভাস্থানং যড়ভিঃ কুলকেন বর্ণয়তি সমাসজতি। সমাজস্ত আগন্তুকলোকসমূহস্ত বাটো
 বাসস্থানম্। “বাটো যার্গে রুতিস্থানে স্তাং কুনিবাস্তনোঃ স্নিগ্ধাম্” ইতি মেদিনী। পরাক্ষ্যা-
 রুৎকষ্টৈরঙ্করভিধূপিতঃ সমাপ্য স্তবভীকৃতঃ। কৈলাসস্ত গিরেঃ শিখরপ্রাচ্যৈঃ শৃঙ্গতুল্যৈঃ

ভারতভাবদীপঃ

পাদপুরণে” ইতি ॥১৫॥ শিশুমারো জলজন্তুঃ, তদকারগুণাসমূহাকো বিষ্ণুঃ, তস্ত শিরঃ-

তদনন্তর, পুরবাসী লোকেরা স্নয়ংবর দেখিবার ইচ্ছায় সমুদ্রের স্নায় কোলাহল
 করিতে থাকিয়া মঞ্চের উপরে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন ॥১৫॥

রাজধানীর পূর্কোত্তরকোণে সমতল ও হৃন্দর স্থানে রাজারা নক্ষত্রসমূহাত্মক
 নারায়ণের মন্তকের দিকে উপবেশন করিলেন ॥১৬॥

মধ্যে বিশাল সভামণ্ডপ, তাহার সকল দিকে অট্টালিকা, তাহার বাহিরে
 প্রাচীন পরিখা এবং দ্বারে দ্বারে তোরণ ছিল; উপরে বিচিত্র চস্ত্রাতপ দ্বারা
 আবরণ করা হইয়াছিল; কোন স্থানে বহুতর ভেরী ছিল; উৎকৃষ্ট অগুরুর
 পৌরভ বাহির হইতেছিল; সকল স্থানই চন্দনের জলে সিক্ত ছিল এবং পুষ্প-

সৰ্ববতঃ সংবৃতঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈঃ স্নকতোচ্ছ যৈঃ ।

সুবর্ণজালসংবৌতৈর্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ॥২০॥

সুখারোহণমোপানৈর্মহাসনপরিচ্ছদৈঃ ।

অগ্ন্যদামসমবচ্ছন্নৈরগুরুভমবাসিতৈঃ ॥২১॥

হংসাচ্ছবর্ণৈর্বহুভিরাযোজনসুগন্ধিভিঃ ।

অসংবোধশতদ্বারৈঃ শয়নাসনশোভিতৈঃ ।

বহুধাতুপিনকাস্ফৈর্মহাবচ্ছিতৈরিব ॥২২॥ (কুলকম্)

তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু স্বলঙ্কৃতাঃ ।

স্পর্দ্ধমানাস্তদান্নোচ্চৈঃ নিষেদুঃ সৰ্বপাণিবাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

শুভ্রাঃ । সুষ্ঠু কৃত উচ্চৈরগুরুভমবাসিতৈঃ । সুবর্ণজালেন সংবৌতৈঃ বেষ্টিতৈঃ । কুট্টিমনি বদ্ধভূময়ঃ । অগুরুভিরগুরুং যথা স্তাত্তথা বাসিতৈঃ । হংসবৎ অচ্ছবর্ণৈঃ শুভ্রবর্ণৈঃ । অসং-
বোধানি বিশালদ্বারসঙ্কীর্ণানি শতদ্বারানি যেষাং তৈঃ । বহুভির্ধাতুভিঃ পিনকানি বন্ধানি
অলানি যেষাং তৈঃ । দ্বাবিংশপঞ্চং ঘটপদম্ ॥১৭—২২॥

তত্রৈতি । বিমানেষু সপ্ততল ভবনেষু । নিষেদুরুপবিষ্টাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদেশে ঐশাক্ষ্যং দিশি, অতএব সা অপরাঙ্খিতা দিক্, তাং দিশং প্রাপ্য জ্ঞবিশন, তামেব
দিশমাহ—প্রাগিতি । প্রাগুক্তরূপে প্রাগুদীচ্যোরন্তরালে নগরাং সমীপে । “এবমন্ততরস্তা-
মদূরে পঞ্চম্যা” ইত্যেনবন্তমিদম্ ॥১৬—২২॥ বিমানেষু সপ্তভূমিগৃহেষু, “বিমানো ব্যোমযানে

মালাদ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল । কৈলাসপর্বতের শৃঙ্গতুল্য উচ্চ ও
শুভ্রবর্ণ বহুতর প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল ; সেগুলির ভিতরে মণি দ্বারা
বহুতর বেদী নির্মাণ করিয়া সেগুলিকে আবার সোণার ঝালরযুক্ত বস্ত্রে আবৃত
করা হইয়াছিল ; সুখে আরোহণ করা যায় এইরূপ মোপান ছিল ;
সেগুলিকেও মালা দ্বারা আবৃত করিয়া অগুরু দ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছিল ;
সেই প্রাসাদসমূহের ভিত্তি সকল হংসের ত্রায় শুভ্রবর্ণ ছিল, তাহার সৌরভ
বহুদূরে যাইতেছিল ; নানাবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত থাকায় সে প্রাসাদগুলি
হিমালয়ের শৃঙ্গের ত্রায় শোভা পাইতেছিল ; আর তাহার ভিতরে মহামূল্য
আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদ ছিল ॥১৭—২২॥

সেইখানে নানাবিধ সপ্ততল অট্টালিকাতে রাজারা অলঙ্কৃত হইয়া পরস্পর
স্পর্দ্ধা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

তত্রোপবিষ্টান্ দদৃশুম্‌হাসদ্বপরাক্রমান্ ।
 রাজসিংহান্ মহাভাগান্ কৃষ্ণাংকুরবিভূষিতান্ ॥২৪॥
 মহাপ্রসাদান্ ব্রহ্মণ্যান্ সরাষ্ট্রপরিরক্ষিণঃ ।
 প্রিয়ান্ সর্বস্ব লোকস্ব স্বকর্তৈঃ কশ্মভিঃ শুভৈঃ ॥২৫॥ (যুথকম্)
 মঞ্চেষু চ পরাক্ৰোষু পৌরজানপদা জনাঃ ।
 কৃষ্ণাদর্শনসিদ্ধার্থং সর্বতঃ সমুপাविश्न ॥২৬॥
 ব্রাহ্মণৈস্তে চ সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাविश्न ।
 ঋদ্ধিং পাঞ্চালরাজস্ব পশ্যন্তুস্তামনুভূতান্ ॥২৭॥
 ততঃ সমাজো বরুধে স রাজন্ ! দিবসান্ বহুন্ ।
 রত্নপ্রদানবহুলং শোভিতো নটনর্তকৈঃ ॥২৮॥
 বর্তমানে সমাজে তু রমণীয়েহহি ষোড়শে ।
 আপ্নুতাস্তৌ স্ববসনা সর্বাভরণভূষিতা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তজ্জৈতি । মহাস্তো সত্ত্বপরাক্রমো অধ্যবসান্নবিক্রমো যেষাং তান্ রাজসিংহান্ রাজ-
 শ্রেষ্ঠান্, মহাপ্রসাদান্ প্রজাবতীবপ্রসন্নান্, ব্রহ্মণ্যান্ ব্রাহ্মণহিতান্ ॥২৪—২৫॥
 মঞ্চেষু । পরাক্রোষু উৎকৃষ্টেষু । কৃষ্ণাং ক্রৌপণ্য দর্শনস্ব সিদ্ধার্থং লাভার্থম্ ॥২৬॥
 ব্রাহ্মণৈরিতি । ঋদ্ধিং সম্পদম্ । অহুন্তমাং সর্বোৎকৃষ্টাম্ ॥২৭॥
 তত ইতি । সমাজো লোকসংঘঃ । রত্নপ্রদানি বহুলানি যত্র সঃ ॥২৮॥

উপস্থিত লোকেরা দেখিতে লাগিল যে, অসাধারণ অধ্যবসায়ী, পরাক্রম-
 শালী, প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, ব্রাহ্মণহিতৈষী, স্ব স্ব রাজ্যরক্ষক এবং
 আপন আপন লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা সমস্ত লোকের প্রিয় রাজারা অগুরু-
 প্রভৃতি গুরুদ্রব্যে অলঙ্কৃত হইয়া সেই সকল স্থানে উপবেশন করিয়া রহিয়া-
 ছেন ॥২৪—২৫॥

নগরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্ত সকল দিকে
 উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মঞ্চের উপরে উপবেশন করিল ॥২৬॥

আর পাণ্ডবেরা ক্রপদ রাজ্যের সেই অসাধারণ সম্পদ দেখতে থাকিয়া
 ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

মহারাজ ! তাহার পর, অনেক দিন ধরিয়া সেই লোকসমাজ বৃদ্ধি
 পাইল, প্রচুর ধন-রত্ন দান চলিতে লাগিল এবং নট ও নর্তকগণ অভিনয় ও
 নৃত্য করিতে থাকিল ॥২৮॥

এইরূপ সমাজ সমিবিষ্ট হইলে, ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নান ও স্নান

মালাঞ্চ সমুপাদায় কাঞ্চনীং সমলঙ্কৃতাম্ ।
 অবতীর্ণা ততো রঙ্গং দ্রৌপদী ভরতর্ষভ ! ॥৩০॥ (যুগাকম্)
 পুরোহিতঃ সোমকানাং মন্ত্রবিদব্রাহ্মণঃ শুচিঃ ।
 পরিস্তীর্ণা জুহবাগ্নিমাঞ্জনং বিধিবদ্ভদ্রা ॥৩১॥
 স তপ্যিষ্মা জ্বলনং ব্রাহ্মণান্ স্তুতি বাচ্য চ ।
 বারয়ামাস সর্বাণি বাদিত্রাণি সমস্ততঃ ॥৩২॥
 নিঃশব্দে তু কূতে তস্মিন্ ধুমুদ্বাহো বিশাংপতে ! ।
 কৃষ্ণামাদায় বিধিবশেনেদুদ্ভুতনিষনঃ ॥৩৩॥
 রঙ্গমধ্যে গতস্তত্র মেঘগম্ভীরয়া গিরা ।
 বাক্যমুচ্চৈর্জগাদেদং শ্লক্ষ্মমর্থবহুভমন্ ॥৩৪॥ (যুগাকম্)

ভারতকৌমুদী

বর্জমান ইতি । আপ্নাতাজী গন্ধচন্দনাদিভিঃ সিক্তাবয়বা । কাঞ্চনীং সৌবর্ণীম্, সম-
 লঙ্কতাং হীরকাদিভিঃ শোভিতাম্ ॥২৯—৩০॥

পুরোহিত ইতি । সোমকানাং দ্রুপদবংশীয়ানাম্ । পবিত্রীর্ণা প্রণীত ॥৩১॥
 স ইতি । জ্বলনমগ্নিম্ । বারয়ামাস, যজ্ঞবা যুগ্মহোমাক্তিন্ ক্রমেষেতি বাবঃ ॥৩২॥
 নিঃশব্দ ইতি । তস্মিন্ সমাজে । কৃষ্ণাঃ দ্রৌপদীম্ । মেঘদুন্দভ্যোবিব নিষনঃ স্বরো
 যন্ত সঃ । শ্লক্ষ্মং কোমলম্, অর্থ১৭ সঙ্গতার্থকম ॥৩৩—৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

চ সপ্তভূমিগৃহংপি চ" ইতি মেদিনী ॥২৩—৩০॥ পরিস্তীর্ণা দর্ভৈঃ পরিতঃ-সীত্বা ॥৩১—৩৪॥

বস্ত্র পরিধান করিয়া সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এবং মণিখচিত সুবর্ণমালা
 ধারণ করিয়া সেই রঙ্গস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥২৯—৩০॥

তখন মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র সোমকবংশীয়দিগের পুরোহিত অগ্নি স্থাপন করিয়া
 তাহাতে ঘৃত দ্বারা যথাবিধানে হোম করিলেন ॥৩১॥

তিনি হোম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্তুতিবাচন পাঠ করাইয়া, সকল
 দিকের সকল বাত্ৰ নিধারণ করিলেন ॥৩২॥

মহারাজ ! সেই রঙ্গস্থানটাকে নীরব করা হইলে, মেঘ ও দুন্দুভির আয়
 গম্ভীর-কণ্ঠধ্বনিসম্পন্ন যুগ্মহোম যথানিয়মে দ্রৌপদীকে লইয়া, সেই রঙ্গমধ্যে
 যাইয়া, বেধের আয় গম্ভীরভাবে উচ্চ স্বরে কোমল, সঙ্গত এবং মনোহর এই
 কথা কয়টি বলিলেন ॥৩৩—৩৪॥

ইদং ধনুলক্ষ্যমিমে চ বাণাঃ শূণ্ডস্ত মে ভূপত্যঃ সমেতাঃ ।
 ছিদ্ৰেণ যন্তুস্ত সমপয়ধ্বং লক্ষ্য শিতৈর্বোমচরৈর্দশাঈকৈঃ ॥৩৫॥
 এতন্মহং কৰ্ম্ম করোতি যো বৈ কুলেন রূপেণ বলেন যুস্তঃ ।
 তস্ত্যাত্ত ভাৰ্য্যা ভগিনী মমেয়ং কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মুষা ত্রবীমি ॥৩৬॥
 তানেবযুক্তা দ্রুপদস্ত পুত্রঃ পশ্চাদিদং তাং ভগিনীমুবাচ ।
 নাম্মা চ গোত্রেন চ কৰ্ম্মণা চ সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ ভূমিপতীন সমেতান্ ॥৩৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যাদিপর্বণি
 স্বয়ংবরে ধৃষ্টদ্যুম্নবাক্যে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ইবমিতি । সমপয়ধ্বং বিধাত । বোমচরৈর্কাণৈঃ, দশাঈকৈঃ পঞ্চভিঃ ॥৩৫॥
 এতদিতি । করোতি কৰ্ত্তং শব্দোক্তি । কুলেনেতি স্বতপুত্রকর্ণাদিব্যবচ্ছেদার্থম্ ॥৩৬॥
 তানিতি । সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ পরিচয়ার্থং বর্ণয়ন্ । সমেতান্ সমাগতান্ ॥৩৭॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহবিদাসদ্বিত্বাঙ্গীশভট্টাচাৰ্য্যবিবচিত্তায়াং মহাভারত
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্বণি স্বয়ংবরে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ইদং ধনুঃ, ইদঞ্চ লক্ষ্যম্, ইমে চ বাণাঃ, চলয়ন্তু ছিদ্ৰদ্বারা যুগপৎ পঞ্চ বাণান্ লক্ষ্যে যঃ সমপয়তি
 তস্ত্যাত্ত ভাৰ্য্যা ভগিনী মমেয়মিতি স্বয়োঃ সম্বন্ধঃ । বোমচরৈঃ বাণৈঃ ॥৩৫-৩৬॥ তান্
 নৃপান্ প্রাপ্তি ॥৩৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

‘সমবেত রাজগণ আমার কথা শ্রবণ করুন -- এই ধনু, এই বাণ এবং ঐ
 লক্ষ্য; আপনারা এই সুধার পাঁচটা বাণ দ্বারা ঐ যন্তের ছিদ্ৰের মধ্য দিয়া
 ঐ লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করুন ॥৩৫॥

উক্ত বংশ, মনোহর রূপ এবং অসাধারণ বলশালী যে রাজপুত্র এই গুরুতর
 কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই দ্রৌপদী আজ তাঁহারই
 ভাৰ্য্যা হইবেন । ইহা আমি মিথ্যা বলিতেছি না’ ॥৩৬॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজগণকে এইরূপ বলিয়া, নাম. গোত্র ও কার্য্য দ্বারা উপস্থিত
 রাজগণের পরিচয় দিবার জন্য ভগিনী দ্রৌপদীর প্রতি এই কথা বলিলেন ॥৩৭॥

‘...জ্যেষ্ঠাভ্যধিকঃ’, ‘...পঞ্চাশীভ্যধিকঃ...’, ‘...ষড়শীভ্যধিকঃ...’, ‘...দ্বিশততমঃ...’
 ইতি পাঠান্তরাণি ।

উনাশীত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

— :: —

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

দুৰ্য্যোধনো দুৰ্বিষহো দুস্মৃখো দুস্প্রধৰ্ষণঃ ।
 বিবিশতিবিকৰ্ণশ্চ সহো দুঃশাসনস্তথা ॥১॥
 যুযুৎসুর্বাযুবেগশ্চ ভীমবেগরবস্তথা ।
 উগ্রাযুধো বলাকৌ চ কনকায়ুর্বিরোচনঃ ॥২॥
 কুন্তজশ্চিত্রসেনশ্চ স্তবর্চাঃ কনকধ্বজঃ ।
 নন্দকো বাহুশালী চ তুহুগুণো বিকটস্তথা ॥৩॥
 এতে চান্নো চ বহবো ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ।
 কর্ণেন সহিতা বীরাস্ত্রদৰ্থং সমুপাগতাঃ ॥৪॥ (কলাপকম্)
 অসংখ্যাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ।
 শকুনিঃ সৌবল্যশ্চৈব বৃষকোহথ বৃহদ্বলঃ ॥৫॥
 এতে গান্ধাররাজস্য স্ত্রতাঃ সর্বৈ সমাগতাঃ ।
 অশ্বখামা চ ভোজশ্চ সর্বশস্ত্রভূতাং বরৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দুৰ্য্যোধন ইতি । বিকটাস্তানি ধৃতবাহুপুত্রনামানি ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দুৰ্য্যোধন ইত্যাদিঃ স্পষ্টার্থো গ্রন্থঃ ॥১—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে

উনাশীত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১৭৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—‘দ্রৌপদী ! দুৰ্য্যোধন, দুৰ্বিষহ, দুস্মৃখ, দুস্প্রধৰ্ষণ
 বিবিশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বাযুবেগ, ভীমবেগ, উগ্রাযুধ, বলাকৌ,
 কনকায়ু, বিরোচন, কুন্তজ, চিত্রসেন, স্তবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী,
 তুহুগুণ এবং বিকট—এই সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং বলবান্ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্ন্যায়
 পুত্রেরাও কর্ণের সতিত তোমার জগ্ন আসিয়াছেন ॥১—৪॥

উদারচেতা এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যায় অসংখ্য রাজাও আসিয়াছেন ।
 শকুনি, সৌবল, বৃষক এবং বৃহদ্বল এই চারি জন গান্ধাররাজের পুত্র আসিয়া-
 ছেন ; তাঁ’র পর, অশ্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা ও ভোজরাজ ইহারা দুই জনও অলঙ্কৃত

(২)...ভীমবেগধরস্তথা...করকায়ুর্বিরোচনঃ । (৩) কুণ্ডলশ্চিত্রসেনশ্চ, স্কন্ধশ্চিত্র-
 সেনঃ... ।

সমবেতো মহাজ্ঞানো হৃদর্থে সমলঙ্কতো ।
 বৃহস্তো মণিমাংশৈশ্চ ব দণ্ডধারশ্চ পার্থিবঃ ॥৭॥ (বিশেষকম)
 সহদেবজয়ৎসেনো মেঘসন্ধিশ্চ মাগধঃ ।
 বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং শাশ্বতৈনৈবোত্তরেণ চ ॥৮॥
 বার্কক্ষেমিঃ সুবর্চশ্চ সেনাবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ ।
 স্নকেতুঃ সহ পুত্রৈশ্চ সুনামা চ সুবর্চসা ॥৯॥
 অচিত্রঃ স্নকুমারশ্চ বৃকঃ সত্যধৃতিস্তথা ।
 সূর্য্যধ্বজো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা ॥১০॥
 অংশুমাংশৈকিতানশ্চ শ্রেণিমাংশ্চ মহাবলঃ ।
 সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥১১॥
 জলসন্ধঃ পিতা পুত্রৌ বিদগ্ধো দণ্ড এব চ ।
 পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অসংখ্যাতা ইতি । কত্রিয়র্ধভাঃ সমুপাগতা ইতি পূর্বাহুকর্ষঃ । ভোজো ভোজরাজঃ ।
 দণ্ডধারশ্চ পার্থিব এতেহপি সমুপাগতা ইত্যয়ুযুজিঃ ॥৫—৭॥
 সহেতি । মাগধো-মগধবাজঃ । বিরাটশ্চ সমুপাগতঃ ॥৮॥
 বার্কক্ষেতি । সুনামা সুবর্চসা চ পুত্রৈশ্চ সহ স্নকেতুরাগতঃ ॥৯॥
 অচিত্র ইতি । তথাপদদ্বয়েন সমবেত ইত্যস্তাহুকর্ষঃ ॥১০॥
 অংশুমানিতি । অত্রাপি পূর্ব্ববদহুকর্ষঃ ॥১১॥

হইয়া তোমার জন্ম সমবেত হইয়াছেন । বৃহস্ত, মণিমান্ এবং দণ্ডধার রাজাও
 আসিয়াছেন ॥৫—৭॥

সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি এবং শাশ্ব ও উত্তরনামক দুই পুত্রের
 সহিত বিরাট রাজাও আসিয়াছেন ॥৮॥

বার্কক্ষেমি, সুবর্চা, সেনাবিন্দু এবং সুনামা ও সুবর্চা নামক পুত্রের সহিত
 স্নকেতু রাজা আসিয়াছেন ॥৯॥

অচিত্র, স্নকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল এবং চিত্রায়ুধ
 রাজা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১০॥

অংশুমান্, চৈকিতান, মহাবল শ্রেণিমান্ এবং সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপশালী
 চন্দ্রসেন উপস্থিত হইয়াছেন ॥১১॥

বিদগ্ধ ও দণ্ডনামক পুত্রের সহিত জলসন্ধ, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব এবং বলবান্
 ভগদত্ত আসিয়াছেন ॥১২॥

(৮)...মেঘসন্ধিশ্চ পার্থিব...

কলিঙ্গস্তাশ্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা ।
 মজ্জরাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ ॥১৩॥
 রুক্মাঙ্গদেন বীরেণ তথা রুক্মরথেন চ ।
 কোরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্ম্য মহারথঃ ॥১৪॥
 সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরিভূ'রিশ্রবাঃ শল্যঃ ।
 সুদক্ষিণশ্চ কাষোজো দৃঢ়ধন্বা চ পৌরবঃ ॥১৫॥
 বৃহৎলঃ সুষেণশ্চ শিবিরোশীনরস্তথা ।
 পটচ্চরনিহন্তা চ করুষাধিপতিস্তথা ॥১৬॥
 সঙ্ঘর্ষণো বায়ুদেবো রৌস্বিণেশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 শাস্মশ্চ চারুদেয়শ্চ প্রাচ্যাস্মিঃ সগদস্তথা ॥১৭॥
 অক্রূরঃ সাত্যকি'শ্চৈব উদ্ধবশ্চ মহামতিঃ ।
 কৃতবৰ্ম্মা চ হাদিক্যঃ পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥১৮॥
 বিদূরথশ্চ কঙ্কশ্চ শঙ্কশ্চ সগবেষণঃ ।
 আশাবহোহনিরুদ্ধশ্চ সমীকঃ সারিমেজয়ঃ ॥১৯॥
 বীরো বাতপতিশ্চৈব ঝিল্লী পিণ্ডারকস্তথা ।
 উশীনরশ্চ বিক্রান্তো বৃষ্ণয়ন্তে প্রকৌৰ্ভিতাঃ ॥২০॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

জ্যৈতি । বিদগো দণ্ড এব চ জসসঙ্কস্ত পুত্রো ॥১২॥
 কলিঙ্গ ইতি । পুত্রেন সহৈতি সহপুত্রঃ ॥১৩॥
 রুক্মেতি । রুক্মাঙ্গদেন রুক্মরথেন চ সহৈতি শেযঃ ॥১৪॥
 সমবেতা ইতি । কাষোজন্তুদেবশীযঃ ॥১৫॥
 বৃহৎল ইতি । উশীনরস্তাপত্যমোশীনরঃ । পটচ্চরনিহন্তা চৌরঘাতকঃ ॥১৬॥
 সঙ্ঘর্ষণ ইতি । রৌস্বিণেশঃ প্রহ্ময়ঃ । গদেন সহৈতি সগদঃ । সত্যকস্তাপত্যং সাত্যকিঃ ।
 গবেষণেন সহৈতি সগবেষণঃ । বৃষ্ণয়া বৃষ্ণিবংশীয়ঃ ॥১৭-২০॥

কলিঙ্গের রাজা, তাম্রলিপ্তের রাজা, পত্তনের রাজা এবং পুত্রের সহিত
 মজ্জদেশের রাজা মহারথ শল্য আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৩॥

রুক্মাঙ্গদ ও রুক্মরথের সহিত কুরুবংশীয় সোমদত্ত এবং তাঁহার মহারথ
 পুত্রগণ আসিয়াছেন ॥১৪॥

মহাবীর ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল ইহারা তিন জন, আর কাষোজদেশীয়
 সুদক্ষিণ এবং পুরুবংশীয় দৃঢ়ধন্বা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৫॥

বৃহৎল, সুষেণ, উশীনরপুত্র শিবি এবং চৌরহন্তা করুষের রাজা আসিয়াছেন ॥১৬॥

ভগীরথো বৃহৎক্ষত্রঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ।

বৃহদ্রথো বাহ্লিকশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহারথঃ ॥২১॥

উল্লুকঃ কৈতবো রাজা চিত্রাঙ্গদশুভাঙ্গদৌ ।

বৎসরাজশ্চ মতিমান্ কোশলাধিপতিতুথ্য ।

শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধস্তথৈব চ ॥২২॥

এতে চান্তো চ বহবো নানাজনপদেশ্বর্যঃ ।

তদর্থমাগতা ভদ্রে ! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভূবি ॥২৩॥

এতে ভেৎসান্তি বিক্রান্তাত্তদর্থং লক্ষ্যমুত্তমম্ ।

বিধেয়ত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেহু তম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

স্বয়ংবরে রাজনামকীর্তনে উনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

ভগীরথ ইতি । সৈন্ধবঃ সিন্ধুদেশরাজঃ ॥২১॥

উল্লুক ইতি । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

এত ইতি । তদর্থং তদ্বর্ণার্থম্ ॥২৩॥

এত ইতি । ভেৎসান্তি ভেদুঃ প্রবর্তিষ্যন্তে । তত্র যো বিধেয়ত ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বাদ্যামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে

উনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

বলরাম, কৃষ্ণ, প্রত্নায়ু, শাস্ত্র, চারুদেফ, প্রত্নায়ুর পুত্র, গদ, অক্রুর, সাত্যকি, উজ্জব, কৃতবর্মা, হাদিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদুরথ, কঙ্ক, শঙ্খ, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীপ, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লী, পিণ্ডারক এবং উশীনর—এই সকল বৃক্ষিবংশীয়েরা আসিয়াছেন ॥১৭—২০॥

ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক এবং মহারথ শ্রুতায়ু আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

উল্লুক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলরাজ, বিক্রমশালী শিশুপাল এবং জরাসন্ধ আসিয়াছেন ॥২২॥

ভদ্রে ! ইহারা এবং নানাদেশের অধীশ্বর অগাধ অনেক রাজা, আর জগৎপ্রসিদ্ধ বহুতর ক্ষত্রিয় তোমার জন্ত আগমন করিয়াছেন ॥২৩॥

কল্যাণি ! এই বিক্রমশালী রাজারা তোমার জন্ত লক্ষ্য ভেদ করিতে

* ‘...চতুরাশীত্যধিকঃ...’, ‘...ষড়্‌াশীত্যধিকঃ...’, ‘...সপ্তাশীত্যধিকঃ...’, ‘...একাধিক-দ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাপি ।

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেহলক্লতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ পরস্পরং স্পর্ধমানা নরেন্দ্রাঃ ।

অত্রং বলঞ্চাঙ্গানি মন্যমানাঃ সর্বৈব সমুৎপেতুরুদায়ুধান্তে ॥১॥

রূপেণ বৌর্ষেণ কুলেন চৈব শীলেন বিভিন্ন চ যৌবনেন ।

সমিদ্ধদর্পা মদবেগভিন্না মত্তা যথা হৈমবতা গজেন্দ্রাঃ ॥২॥

পরস্পরং স্পর্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ সঙ্কল্পজেনাভিপরিশ্রুতাঙ্গাঃ ।

কৃষ্য মমৈবেত্যাভিভাষমাণা নৃপাসনেভ্যঃ সহসোদতিষ্ঠন্ ॥৩॥

তে ক্ষত্রিয়া রক্ষগতাঃ সমেতা জিগীষমাণা দ্রুপদাঙ্গজাঃ তাম্ ।

চকাশিরে পর্বতরাজকন্যাম্মমাং যথা দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । অলক্লতা ইত্যনেনোপগন্তাবপি পুনঃ কুণ্ডলিন ইতু্যপাদানং কুণ্ডলয়োঃ
প্রাধিক্তজ্ঞাপনার্থং গোবৃনন্তায়ান্ । অত্রম্ অত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যম্ । সমুৎপেতুঃ লক্ষ্যং ভেদুঃ ॥১॥

রূপেণেতি । সমিদ্ধদর্পা আবিভূতগর্ভাঃ । মদবেগেন ভিন্নাঃ প্রকাশিতগর্ভাঃ ॥২॥

পরস্পরমিতি । সঙ্কল্পজেনাভিপরিশ্রুতাঙ্গা রোমাঞ্চাদিভিব্যাগুগাতাঃ ॥৩॥

ত ইতি । জিগীষমাণা জেতুমিচ্ছন্তে । অয়েন লক্ষ্যমিচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ ॥৪॥

প্রবৃত্ত হইবেন ; ইহাদের মধ্যে যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তুমি
আজ তাঁহাকেই বরণ করিবে' ॥২৪॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যুবক রাজ-
গণ অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক বল নিজেদের আছে ইহা মনে করিয়া পরস্পর স্পর্ধা
করিতে থাকিয়া, অত্র উত্তোলনপূর্বক লক্ষ্যভেদের জন্ত গাত্রোখান করিলেন ॥১॥

কুল, শীল, রূপ, যৌবন, বল ও বিত্ত থাকায় হিমালয়বাসী মদমত্ত শ্রেষ্ঠ
হস্তিগণের ন্যায় তাঁহাদের দর্প প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২॥

তাঁহারা পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক দ্রোপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কামার্ত্ত
হইয়া 'দ্রোপদী আমারই হইবেন' এইরূপ বলিতে থাকিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজাসন
হইতে উঠিলেন ॥৩॥

পূর্বকালে হিমালয়কন্যা উমাকে লাভ করিবার জন্ত সমবেত দেবগণ যেমন
শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্ত সমবেত সেই
রাজগণও রঙ্গস্থানে হাইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতাঙ্গাঃ কৃষ্ণাগতৈস্তে হৃদয়েনৈরম্ভাঃ ।
 রঙ্গাবতীর্ণা দ্রুপদাঙ্গজার্থং হেষং প্রচক্ৰুঃ সূহৃদোহপি তত্র ॥৫॥
 অথায়ুর্দেবগণা বিমাতৈ রুদ্রাদিত্যা বসবোহথাশ্বিনৌ চ ।
 সাধ্যাশ্চ সর্বে মরুতশুশ্রুণু যমং পুরস্কৃত্য ধনেশ্বরশ্চ ॥৬॥
 দৈত্য্যঃ সূপর্ণাশ্চ মহোরগাশ্চ দেবর্ষয়ো গুহ্যকাস্চারণাশ্চ ।
 বিশ্বাবস্তুর্নারদপর্ববতো চ গন্ধর্বমুখ্যাঃ সহ চাপরোভিঃ ॥৭॥
 হলায়ুধস্তত্র জনাৰ্দ্দনশ্চ বৃষ্যক্কাশ্চৈব যথা প্রধানাঃ ।
 প্রেক্ষাং স্ম চক্রুর্য়ত্নপুঙ্গবাস্তে স্থিতাশ্চ কৃষ্ণস্য মতে মহাস্তঃ ॥৮॥
 দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্রকুপান্ পঞ্চাতিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্ ।
 ভাস্মাবতাস্তানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণঃ প্রদধ্যৌ যতুবীরমুখ্যঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কন্দর্পেতি । কৃষ্ণাগতৈর্দ্রোপদীনিবিষ্টৈর্হৃদয়েনৈরম্ভিতাঃ । পরস্পরং হেষং প্রচক্ৰুঃ ॥৫॥
 অথেতি । ধনেশ্বরঃ কুবেরশ্চ ॥৬॥
 দৈত্য্য ইতি । সূপর্ণা গরুড়বংশীয়াঃ । পর্বতো নাম মুনিঃ । আয়ুরিতি পূর্নামুত্থঃ ॥৭॥
 হলেতি । প্রধানা দেবা ঋষয়শ্চ যথা, তথা প্রেক্ষাং দর্শনমিব চক্ৰুঃ ॥৮॥
 হৃষ্টেতি । পদ্মং অতীত্যতিপদ্মা একং পদ্মং লক্ষ্মীরূপ্য স্থিতান্তান্ পাণ্ডবানামপ্যেক-
 জোপত্না লক্ষ্মীরগান্ধমাসিদ্ধিঃ । হব্যবাহান্ অশ্বান্ । তান্ পাণ্ডবান্ প্রদধ্যৌ ভেষ্যং
 জীবিতম্ভুক্তিং প্রধ্যায় নিরূপয়ামাস ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তেহলঙ্কতা ইতি ॥১—২॥ সঙ্কল্পেন কামেন ॥৩—৮॥ অভিভূতঃ পদ্মা লক্ষ্মীর্যেবাং তান্
 তাঁহাদের চিত্ত জ্যোপদীর উপরে নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা কাম-
 বাণে পীড়িত হইতে থাকিয়া, রঙ্গস্থানে যাইয়া, পরস্পর বন্ধু হইয়াও জ্যোপদীর
 জন্ত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তদনন্তর একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমস্ত
 সাধ্যগণ ও মরুদগণ এবং যমকে অগ্রবর্তী করিয়া কুবের বিমানে আরোহণ করিয়া
 আগমন করিলেন ॥৬॥

দৈত্যগণ, গরুড়বংশীয়গণ, নাগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চারণগণ, বিশ্বাবস্তু,
 নারদমুনি, পর্বতমুনি এবং অঙ্গরাদেব সহিত প্রধান গন্ধর্বগণও আসিলেন ॥৭॥

তখন বলরাম, কৃষ্ণ, বৃষিবংশীয়গণ, অন্ধকবংশীয়গণ এবং প্রধান প্রধান
 বহুবংশীয়গণ কৃষ্ণের মতামুসারে দেবগণ ও ঋষিগণের মত কেবল দেখিতেই
 লাগিলেন ॥৮॥

(৯)....পঞ্চাতিপদ্মানিব, পঞ্চাতিবজ্রানিব....।

শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজ্জিৎকং যমো চ বীরো ।
 শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্ষ্য রামো জনাৰ্দ্দনং প্রীতমনা দদর্শ ॥১০॥
 অশ্বে তু বীরা নৃপপুত্রপৌত্রাঃ কৃষ্ণাগতৈর্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ ।
 ব্যাঘচ্ছমানা দদৃশুর্ন তান্ বে সন্দন্ডদন্তচ্ছদতাত্রনেত্রাঃ ॥১১॥
 তথৈব পার্থাঃ পৃথুবাহবস্তে বীরো যমো চৈব মহানুভাবো ।
 তাং দ্রোপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্য সর্বে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ ॥১২॥
 দেবর্ষিগন্ধর্বসমাকুলং তৎ স্পর্শনাগাহুরসিক্ৰজুতম্ ।
 দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ দিব্যেন চ পুষ্পৈরবকীর্ষ্যমাণম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

শশংসেতি । স কৃষ্ণঃ । সজ্জিৎকং সাজ্জুনম্ । প্রীতমনাঃ পাণ্ডানিরূপণাৎ ॥১০॥
 অশ্বে ইতি । স্বভাবা যোড়ায়িতাদয়ঃ । ব্যাঘচ্ছমানা অস্তাং কুর্ষন্তঃ । তান্ পাণ্ডবান্ ॥১১॥
 তথেন্তি । পৃথুবাহবো বিশালভুজাঃ । কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ, তেন চ কৃষ্ণাদীন ন
 দদৃশুঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্গাঙ্গবন্দনানিঃস্বার্থঃ । “অতিপদ্মান্” ইতি পাঠেইপি স এবার্থঃ । ‘অতিমন্তানিত্যপপাঠঃ
 ১৯-১০॥ ব্যাঘচ্ছমানা ব্যাঘদানাঃ, চক্ষুঃ প্রসার্য কৃষ্ণামেব দদৃশুঃ, ন পাণ্ডবান্ ১১১॥ তথৈব
 পার্থা ইতি । কামাতিভূতদ্বাং কামকৃষ্ণাদীন ন দদৃশুরিতি ভাবঃ ॥১২—১৩॥ বিষ্ময়সংবাধঃ

এই সময়ে মত্ত হস্তীর ছায় সবল দেহ, ভ্রাস্বাত অগ্নির ছায় নিগূঢ়মুষ্টি
 এবং একটী পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া অসংসৃত পাঁচটী হস্তীর ছায় পঞ্চ পাণ্ডবকে
 দেখিয়াই কৃষ্ণ চিনিতে পারিলেন ॥৯॥

তাহার পর তিনি বলরামের নিকট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের
 বিষয় বলিলেন ; তখন বলরাম ধীরে ধীরে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে
 কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১০॥

কিন্তু দ্রোপদীর দিকে নয়ন ও মন গিয়াছিল এবং হাব-ভাব চলিতেছিল
 বলিয়া, অশ্রুত রাজা, রাজপুত্র বা রাজপৌত্রগণ হাই তুলিতে থাকিয়া পাণ্ডব-
 গণকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল আরক্তনয়ন হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে
 থাকিলেন ॥১১॥

সেইরূপই লম্বিতবাহু যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহারাও
 দ্রোপদীকে দেখিয়া তখন সকলেই কামবাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন ॥১২॥

এই সময়ে দেবগণ, অসিগণ, গন্ধর্বগণ, গরুড়বংশীয়গণ, নাগগণ, অমরগণ
 ও সিদ্ধগণ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; স্বর্গীয় সৌরভ ছুটিতে

মহাশ্বনৈর্দুর্ভিনাদিতৈশ্চ বভূব তৎ সঙ্কলমস্তরীকম্ ।
 বিমানসংবাধমভুৎ সমস্তাং সবেণুবীণাপণবানুনাদম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 ততস্ত্ব তে রাজগণাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণানিমিত্তং কৃতবিক্রমাশ্চ ।
 সর্গ-দুর্যোধন-শাস্ত্র-শলা দ্রৌণায়গি-ক্রাথ-সুনীথ-বক্রাঃ ॥১৫॥
 কলিঙ্গ-বঙ্গাধিপ-পাণ্ড্য-পৌণ্ড্র্য বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ ।
 অথো চ নানা-নৃপ-পুত্র-পৌত্রো রাষ্ট্রাধিপাঃ পঙ্কজপত্রনৈত্রাঃ ॥১৬॥
 কিরীট-হারান্ধদ-চক্রবালৈবিতুমিতাক্ষাঃ পৃথুবাহবস্তে ।
 অনুক্রেমাং বিক্রমসঙ্কমুদ্রা বলেন দর্পেণ চ নর্দমানাঃ ॥১৭॥
 তৎ কাম্যুং সংহননোপপন্নং সজ্যং ন শেখুর্মনসাপি কৰ্ত্তুম্ ।

তে বিক্রমস্তঃ ক্ষুরিতাধরৌষ্ঠা বিক্ষিপ্যমাণা ধনুষা নরেন্দ্রাঃ ॥১৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । সুপর্ণৈর্গর্ভবংশীতৈঃ নটৈঃ অন্তরৈঃ সিদ্ধৈর্দেবযোনিবিশেষৈশ্চ জুষ্টং সৈনিকম্ ।
 সঙ্কলং ব্যাপ্তম্ । বিমানৈঃ সংবাধং নিরবকাশম্ ॥১৩—১৪॥
 তত ইতি । অত্র কর্ণাদীনামুপাদানং তেষাং নর্দনস্তাপনাৎ ন পুনর্ভুত্বঃ সজ্যাক্ষকরণা-
 সামর্থ্যবোধার্থম্, পরত্র কর্ণস্ত সজ্যাক্ষকরণদর্শনাৎ । পঙ্কজপত্রাণি পদ্মদলানীব নৈত্রাণি
 যेषাং তে । চক্রবালানি কটকানি । পৃথুবাচরো দীর্ঘভুজাঃ । নর্দমানা গর্জন্তঃ । সংহন-
 নেন বিশালাকারেণ উপপন্নং যুক্তম্ । তথাপি বিক্রমন্তো আবেশপণেন বিক্রমং প্রকাশয়ন্তঃ ।
 ধনুষা তদ্বৎকোটা বিক্ষিপ্যমাণা অভবান্নিত শেষঃ ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বিমানসর্গীকম্ ॥১৪—১৭॥ সংহননোপপন্নম অজান্তং কাটিকেন যুক্তম্, সূর্য্যো নামসিত-
 মসামর্থ্যাৎ করাসিঃসরৎকোটিতয়া, অতএব বিক্ষিপ্যমাণাঃ দণ্ডেন বীটা ইব, ধনুষা ধনুকোটা ।
 থাকিল ; স্বর্ণীয় পুষ্পরুষ্টি হইতে লাগিল ; বিশাল দুর্দুর্ভিধ্বনি হইতে
 থাকিয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিল ; বেণু, বীণা ও পণবের বাজ হইতে লাগিল এবং
 বিমানে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, কর্ণ, দুর্যোধন, শাস্ত্র, শলা, দ্রৌণায়গি, ক্রাথ, সুনীথ এবং
 বক্র—ইহার জোপদীকে লাভ করিবার জন্ত ক্রমশঃ বিক্রম প্রকাশ করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন ; আর কলিঙ্গ, বঙ্গ, পাণ্ড্য ও পৌণ্ড্রদেশের রাজা, বিদেহের
 রাজা, যবনদেশের রাজা এবং কিরীট, হার, কেয়ুর ও বলয়প্রভৃতি নানাবিধ
 অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু, বিক্রম ও অধাবসায়শালী অজাত রাজারা,
 রাজপুত্রেরা এবং রাজপৌত্রেরা ক্রমশঃ বল ও দর্পবশতঃ গর্জন করিতে লাগি-
 লেন বটে ; কিন্তু সেই বিশালাকৃতি ধনুতে গুণারোপণ করা মনেও করিতে

বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা যথাবলং শৈক্যগুণক্রমাশ্চ ।
 গতৌজসঃ স্তম্ভকিরীটহার্য বিনিশ্চসন্তঃ শময়াম্ভূবুঃ ॥১৯॥
 হাহাকৃতং তদ্ধনুযা দৃঢ়েন বিস্রস্তহারাস্তদচক্রবালম্ ।
 কৃষ্ণানিমিত্তং বিনিবৃত্তকামঃ রাজ্ঞাং তদা মণ্ডলমার্তমাসীৎ ॥২০॥
 সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্য কর্ণে ধনুর্দ্ধরাণাং প্রবরো জগাম ।
 উদ্ধৃতা তূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ সজ্জাঞ্চকারাশু যমোজ বাণান্ ॥২১॥
 দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রো ভিত্তা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াম্ ।
 ধনুর্দ্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞমত্যগিসোমার্কমথার্কপুত্রম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

বিচেষ্টমানা ইতি । শৈক্যঃ শিক্কা লকো গুণক্রমো গুণারোপণে পৌর্ষাপর্ষ্যব্যাপারো
 যেষাং তে, যথাবলং বিচেষ্টমানা গুণারোপণায় চেষ্টাং কুর্ষন্তঃ । ধনুর্দ্ধরীতাড়নেন ধরণীতলস্থাঃ
 সন্তঃ । শময়াম্ভূবুঃ দ্রোপদাশাং নিবর্তয়ামাসুঃ ॥১৯॥

হাহেতি । কৃতমিতি কর্তরি ঙঃ । তদ্ধনুযা তদ্ধনুর্দ্ধরীতাড়নেন । মণ্ডলং সমূহঃ ॥২০॥
 সর্কানিতি । তান্ তথাবিধান্ । উদ্রতং জ্যারোপণায় উদ্রমবিসম্বীকৃতম্ ॥২১॥

দৃষ্টেতি । সূতং কর্ণম্ । লক্ষ্যবরং ভিত্তা, ধরায়াম্ মধ্যো, মনেন সূতেনৈব, লক্ষ্যবরং
 প্রধানোদ্দেশ্যং দ্রোপদীকুপং জীবন্তম্, নীতং মেনিরে । অথ অপরে ধনুর্দ্ধরাস্ত, অর্কপুত্রং
 কর্ণম্, রাগেণ দ্রোপদ্যামহুরাগেণ কৃত্য প্রতিজ্ঞা লক্ষ্যভেদে কর্ণব্যত্যানির্ধারণং যেন তম্,
 অতএব অগ্নিসোমার্কানতিক্রান্ত ইত্যগ্নিসোমার্কন্তম্, মেনিরে ॥২২॥

পারিলেন না ; তথাপি তাঁহারা স্পন্দিত ওষ্ঠে বিক্রম প্রকাশ করিতে যাইয়া
 (অর্থাৎ গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া) সেই ধনুরই আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া
 পড়িলেন ॥১৫—১৮॥

গুণ আরোপণ করিবার নিয়মাভিহিত সেই রাজারা শক্তি অমুসারে বিশেষ
 চেষ্টা করিয়াও ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁতাদেব তেজ নষ্ট হইয়া গেল এবং
 কিরীট ও হারপ্রভৃতি অলঙ্কার ছড়াইয়া পড়িল ; এই অবস্থায় তাঁহারা নিশ্বাস
 ত্যাগ করিতে থাকিয়া দ্রোপদী লাভের আশা ত্যাগ করিলেন ॥১৯॥

সেই ধনুর আঘাতে সেই রাজাদের হার, কেয়ুর ও বলয়প্রভৃতি অলঙ্কার
 ছড়াইয়া পড়িলে, অস্ত্রাশ্র রাজারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারাও
 দ্রোপদীর আশা ত্যাগ করিয়া ছঃখিত হইলেন ॥২০॥

তখন ধনুর্দ্ধরপ্রধান কর্ণ প্রায় সকল রাজারই সেই অবস্থা দেখিয়া ধনুর
 নিকট গেলেন এবং সন্ধর সেই ধনু উত্তোলন করিয়া তাহাতে গুণারোপণ ও
 বাণ সংযোগ করিলেন ॥২১॥

পাণ্ডবগণ কর্ণকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এই কর্ণই লক্ষ

দৃষ্ট। তু তং দ্রোপদৌ বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্ ।

সামৰ্ঘহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্ৰাজ কৰ্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তং ॥২৩॥

এবং তেষু নিবৃত্তেষু কত্রিয়েষু সমস্ততঃ ।

চেদীনাংমধিপো বীরো বলবানন্তকোপমঃ ॥২৪॥

দমঘোষন্ততো ধীরঃ শিশুপালো মহামতিঃ ।

ধনুৱাদায়মানস্ত জানুভ্যামগম্যহীম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ততো রাজা মহাবীৰ্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ ।

ধনুষোহভ্যাসমাগত্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । তং লক্ষ্যভেদে সম্ভাবিতশক্তিকং কর্ণম্ । সূতং জাত্যো নিরুষ্টম্ । সূত-
শ্চেনাবজ্ঞানাদমৰ্ঘঃ, তদলীকোক্তিকৌতুকাচ্চ হাসঃ, তাভ্যং সংহতি সামৰ্ঘহাসং যথা স্তাস্তথা,
সূর্য্যং প্রসমীক্ষ্য । সূর্য্যদৰ্শনেনাস্তনঃ সূর্য্যপুত্রস্বচনাং সূতস্বনিরাসঃ সূচিতঃ ॥২৩॥

এবমিতি । চেদীনাং চেদিদেশস্ত । বলবান্ সাহসী । অন্তকোপমো যমতুল্যঃ । আদায়-
মানঃ শক্ত্য সজ্যাং কুর্কন । “দৈপ্ শোধনে” ইতি ভৌবাদিকদৈপ্ ষাভ্যোঃ “শক্তিবয়স্তাচ্ছীল্যে”
ইতি শত্রুার্থে কর্তরি শানঙ্ । দাতুনামনেকার্থত্বাৎ সজ্যকরণার্থত্বম্ । মহীমগমং তদ্ব-
কোট্যা তাড়নাদেবেতি ভাবঃ ॥২৪—২৫॥

তত ইতি । মহাবলো মহাসাহসিক ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । অভ্যাসং নিকটম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শয়রাস্তবুৱিতি ঘয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥১৮—১৯॥ চক্রবালং মণ্ডলম্ ॥২০—২২॥ সামৰ্ঘহাসং
নীচকুলযোগাদমৰ্ঘঃ, সূর্য্যাপবাধত্বাৎ হাসঃ ॥২৩—২৪॥ ধনুৱাদায়মানঃ পরীক্ষমাণঃ, “দৈপ্

ভেদ করিয়া দ্রোপদীকে নিয়াছেন । আর অগ্রান্ত ধনুর্ধরেরা মনে করিলেন
যে, কর্ণ দ্রোপদীর প্রতি অশ্রুগবশতঃ লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছেন ; সূতরং ইনি আপন তেজে অগ্নি, সূর্য্য এবং চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া-
ছেন ॥২২॥

কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করিতে উত্তত দেখিয়া দ্রোপদী উচ্চ স্বরে বলিলেন যে,
‘আমি সূতকে বরণ করিব না’ । তখন কর্ণ ক্রোধ ও হাস্তের সহিত সূর্য্যের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই স্পন্দিত ধনুখানো পরিত্যাগ করিলেন ॥২৩॥

এইভাবে সেই কত্রিয়েরা সকল দিক হইতেই নিবৃত্তি পাইলে, চেদিদেশের
রাজা, যমের তুল্য বীর ও সাহসী, ধীরপ্রকৃতি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দমঘোষপুত্র
শিশুপাল সেই ধনুতে গুল আয়োপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে
হাঁটু পাতিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন ॥২৪—২৫॥

(২৪) ইতঃ প্রকৃতি পঞ্চাশট্ ব্ৰহ্মাঃ স্নোকাঃ কতিপরপুত্ৰক ন দৃষ্টতে ।

ধনুষা পীড্যমানস্ত জ্ঞানুভ্যামগম্যহীম্ ।

তত উত্থায় রাজা স স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজগ্মিবান্ ॥২৭॥

ততঃ শল্যো মহাবীরো মদ্ররাজো মহাবলঃ ।

তদপ্যারোপ্যমাণস্ত জ্ঞানুভ্যামগম্যহীম্ ॥২৮॥

তস্মিন্ সন্তান্ত্রজনে সমাজে বিক্ষিপ্তবাদেষু জনাধিপেষু ।

কুন্তীহতো জিহ্বুরিয়েষ কর্তুং সজাং ধনুস্তং সশরং প্রবীরঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

স্বয়ংবরে সৰ্বরাজপরায়ুখীভবনে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনুষেতি । পীড্যমানঃ সজ্যীকরণারম্ভকালে । স জরাসন্ধঃ ॥২৭॥

তত ইতি । অত্রাপি মহাবল ইত্যন্ত পূৰ্ববদেব ব্যাখ্যানম্ । অপিশব্দঃ শল্য ইত্যনেনা-
দ্বীযতে । তৎ ধনুঃ আরোপ্যমাণো গুণারোপণবিষয়ীকুৰ্ম্ণ । কর্তরি বণপ্রত্যয় আৰ্ধঃ ॥২৮॥

তস্মিন্ ইতি । সন্তান্ত্রা নিশ্চয়চকিতা জনা যত্র তস্মিন্ । বিক্ষিপ্তাঃ পরিত্যক্তা বাদা লক্ষ্য-
ভেদাদিকথা অপি যেষেভ্যু তাদৃশেষু সংহৃত । জিহ্বুরজ্জুনঃ । সশরঞ্চ কর্তুম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীচৰ্চিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভাতবকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি স্বয়ংবরে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

শোধনে" অন্ত রূপম্ ॥২৫॥ অভ্যাসং সমীপম্ ॥২৬॥ ধনুষা আকৃশ্যমাণেন ॥২৭॥ আরোপ্য-
মাণঃ সজ্যীকর্তৃমিচ্ছন্ ॥২৮॥ বিক্ষিপ্তবাদেষু ত্যক্তধনুঃস্তমকথেষু ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারত আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

তাহার পর, মহাবীর ও মহাসাহসিক জরাসন্ধ রাজা ধনুর নিকটে যাইয়া
পৰ্ব্বতের চায় অচল হইয়া একটু দাঁড়াইলেন ॥২৬॥

তা'র পর, তিনি যেই সেই ধনুতে গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,
অমনি তাহার আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । তাহার পর,
তিনি উঠিয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

তদনন্তর, মহাবীর ও মহাসাহসিক মদ্ররাজ শল্যও সেই ধনুতে গুণারোপণ
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া
গেলেন ॥২৮॥

তখন সন্তান সমস্ত লোকই বিস্ময়ে চকিত হইল ; রাজারাও লক্ষ্যভেদের
কথা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন ; এই সময়ে কুন্তীপুত্র মহাবীর অৰ্জুন সেই
ধনুতে গুণারোপণ করিয়া শরসংযোগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৯॥

* ...পঞ্চাশীত্যধিকঃ..., ...সপ্তাশীত্যধিকঃ..., ...অষ্টাশীত্যধিকঃ..., ...দ্ব্যাধিকবিশত-
তমঃ... ইতি পাঠান্তরাপি ।

একাদশীত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা নিবৃত্তা রাজানো ধনুষঃ সজ্যকৰ্ম্মণঃ ।
 অথোদতিষ্ঠদ্বিপ্রাণাং মধ্যাজ্জিহ্মুংরুদারধীঃ ॥১॥
 উদক্ৰোশন্ বিপ্রমুখ্যা বিধুগ্গস্তোহজিনানি চ ।
 দৃষ্ট্ৱা সম্প্রস্থিতং পার্থমিস্রকেতুসমপ্রভম্ ॥২॥
 কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্ মুদা যুতাঃ ।
 আহুঃ পরম্পরং কেচিন্মিপুণা বুদ্ধিজীবিনঃ ॥৩॥
 যৎ কশ্ম শল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়েলোকবিশ্রুতৈঃ ।
 নাসাদিতং বলবত্তির্ধনুর্বেদপরায়ণৈঃ ॥৪॥
 তৎ কথং ভ্রকৃতাত্ত্রেণ প্রাপতো দুর্বলীয়সা ।
 বটুমাত্রেন শকাং হি সজ্যং কৰ্ত্তুং ধনুর্বিজ্ঞাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি । সজ্যকৰ্ম্মণঃ সজ্যকৰণাৎ ॥১॥ জিহ্মুরজ্জ্বলনঃ ॥২॥
 উদতি । উদক্ৰোশন্ নিবৰ্ত্তশ্চ নিবৰ্ত্তয়েতি উচৈরক্ৰবন্ ॥২॥
 কেচিদতি । বিমনসঃ অসামর্থ্যসম্ভাবনয়া । মুদা যুতাঃ সামর্থ্যসম্ভাবনয়া ॥৩॥
 কিমাহরিত্যাহ যদিতি নাসাদিতং কৰ্ত্তুং ন শক্তম্ । অকৃতাত্ত্রেণ ব্রাহ্মণদ্বাং ।
 প্রাপতো বলে । বটুমাত্রেন শিকাদিশূলদ্বাং কেবলেন ব্রাহ্মণেন ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন রাজারা ধনুতে গুণারোপণ করা হইতে
 নিবৃত্তি পাইলেন, তখন বুদ্ধিমান অর্জুন ব্রাহ্মণদের মধ্য হইতে গাত্ৰোত্থান
 করিলেন ॥১॥

সেই সময়ে ইস্তম্বজের আয় দীর্ঘাকৃতি অর্জুন ঘাইতেছেন দেখিয়া প্রধান
 প্রধান ব্রাহ্মণেরা মৃগচর্য আন্দোলিত করিয়া ‘নিবৃত্ত হও নিবৃত্ত হও’ বলিয়া
 কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥২॥

কতকগুলি লোক উজ্জিগ্ৰহ হইল, কতকগুলি লোক আনন্দিত হইল, আর
 বুদ্ধিমান কতকগুলি লোক পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৩॥

‘হে ব্রাহ্মণগণ! লোকবিখ্যাত বলবান্ ও ধনুর্বেদনিরত শল্যপ্রভৃতি
 ক্ষত্রিয়েরা যে কার্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না, অস্ত্রে অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত

(৩)....মুদাঘিতাঃ.... (৪) যৎ কৰ্ণশল্যপ্রমুখৈঃ....নানন্তং বলবত্তিহি.... ।

অবহায়া ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্বরাজসু ।

কর্মণ্যগ্নিসংসিক্তে চাপলাদপরীক্ষিতে ॥৬॥

যথেষ্ট দর্পাক্ষর্যদ্বাহ্যপ্যথ ব্রাহ্মণচাপলাৎ ।

প্রস্থিতো ধনুর্নায়ন্ত্যং বার্যতাং সাধু মা গমৎ ॥৭॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

নাবহায়া ভবিষ্যামো ন চ লাঘবমাস্থিতাঃ ।

ন চ বিদ্বিক্ততাং লোকে গমিষ্যামো মহীক্ষিতাম্ ॥৮॥

কেচিদাহুর্বা শ্রীমান্ নাগরাজকরোপমঃ ।

পীনক্ষম্ভোরবাল্লশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥৯॥

সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মন্তনাগেন্দ্রবিক্রমঃ ।

সম্ভাব্যমগ্নিন্ কর্ম্মদমুৎসাহাচ্চানুযীয়তে ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অবেতি । অগ্নিন্ লক্ষ্যভেদে । অপরীক্ষিতে ইত্যং প্রাক্ ॥৬॥

যদ্যতি । হর্ষাৎ দ্রোপদীলাভানন্দাৎ । আয়ন্তং নমসিতুম্ । সাধু সম্যক্ ॥৭॥

নেতি । বিদ্বিক্ততাং লক্ষ্যভেদায় প্রযুক্ত্য প্রতাপক্ষতাচরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

কেচিদিতি । শ্রীমান্ কাস্তিমান্ নাগরাজকরোপমো দীর্ঘ ইতি শেষঃ । সিংহস্তে
খেলা সলীলা গতিবস্ত সঃ । শ্রীমান্ বলসম্পত্তিমান্ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি । জিহ্বারঞ্জুনঃ ॥১—৪॥ প্রাণতঃ শক্তিতঃ ॥৫—৬॥ দর্পাৎ গর্ভাৎ, হর্ষাদৌ

দুর্বল শরীর ক্ষুদ্র একটি ব্রাহ্মণ দমুতে সেই গুণারোপণ কি করিয়া সম্পন্ন
করিতে পারিবে ? ॥৪—৫॥

এই ব্যক্তি পূর্ব্বে লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই, অথচ এখন চাক্ষু-
বশতঃ এই কার্য্য যদি সম্পন্ন করিতে না পারে, তবে সমস্ত রাজাদের মধ্যে
ব্রাহ্মণেরা হান্ধ্যাস্পদ হইবেন ॥৬॥

এই ব্যক্তি গর্ব্ব, হর্ষ বা ব্রাহ্মণচাপল্যবশতঃ যদি ধনু নোয়াইবার জন্য
প্রস্থান করিয়া থাকে, তবে উহাকে ভাল করিয়া বারণ করুন ; ও যেন
যায় না' ॥৭॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—‘আমরা জগতে উপহাস্য বা হাল্কা হইব না কিংবা
রাজাদের বিষেষের পাত্রও হইব না’ ॥৮॥

কতকগুলি লোক বলিল—‘এই ব্যক্তি বুবা, স্ত্রী, ঐরাবতের শুঁড়ের মত
দীর্ঘ এবং ধৈর্য্যে হিমালয়ের তুল্য ; উহার ক্ষয়বৃদ্ধি, উকৃৎবৃদ্ধি ও বাহুবৃদ্ধি

শক্তিরস্তু মহোৎসাহা নহশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ ।

ন চ তদ্বিত্তে কিঞ্চিৎ কৰ্ম লোকেষু যদ্ববেৎ ॥১১॥

ব্রাহ্মণানামসাধ্যঞ্চ নৃষু সংস্থানচারিষু ।

অভুক্তা বায়ুভক্ষাশ্চ ফলাহারাদৃঢ়ত্বাঃ ॥১২॥

দুৰ্বলা অপি বিপ্রা হি বলীয়াংসঃ স্বতেজসা ।

ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরন্ ॥১৩॥

সুখং দুঃখং মহদুঃখং কৰ্ম যৎ সমুপাগতম্ ।

জামদগ্ন্যেন রামেণ নির্জিতাঃ কত্রিয়া যুধি ॥১৪॥ (কলাপকম্)

পীতঃ সমুদ্রোহগন্ত্যেন হৃগাধো ব্রহ্মতেজসা ।

তস্মাদব্রহ্মবন্ত সৰ্বেহত্র বটুরেষ ধনুর্মহান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শক্তিরিতি । মহান্ উৎসাহঃ শক্তাঃ স । সংস্থানচারিষু স্থলবর্তিষু, ন পুনর্বোগবলাৎ খেচরেবিত্যর্থঃ, নৃষু মধ্যে, ব্রাহ্মণানাং যৎ কৰ্ম অসাধ্যং ভবেন, তত্তাদৃশং কিঞ্চিদপি কৰ্ম লোকেষু ন বিদ্যতে । তত্র হেতুমাৎ অভুক্তা ঈতাদি । স্বতেজসা স্বকীয়যোগপ্রভাবেন । সুখং সুখজনকম্ দুঃখং দুঃখজনকম্ ৪২৭ কৃৎ বা যৎ কৰ্ম সমুপাগতম্, তৎ সদসদ্বা সমাচরন্ ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ, যোগপ্রভাবেণ সৰ্ব্বাতিশায়িত্বাৎ । উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ জামদগ্ন্যেনেতি ॥১১—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মুকাৎ, চাপলাৎ অনবহিতত্বাৎ ১৭—১০। লোকেষু ব্রহ্মলোকেষু, নৃষু পুরুষেষু, সংস্থান-চারিষু দেব সুব্রাহ্মণ্যাদৈশ্বর্যবান্, তৎ কৰ্ম ন বিদ্যতে যৎ ব্রাহ্মণানামসাধ্যমিতি সৰ্ব্বকঃ ॥১১—১৩। ৪২৭ কৃৎ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

ইহার দেখে শক্তি এবং মনে গুরুতর উৎসাহ রহিয়াছে ; এ, সমর্থ না হইলে নিজে যাইত না । প্রাকৃত মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণদের যাহা অসাধ্য, এমন কার্য্য জগতে নাই । কেন না, ব্রাহ্মণেরা কেবল জল, বায়ু বা কল আহার করিয়া হৃদৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহার দেহে দুৰ্বল হইলেও যোগপ্রভাবে অত্যন্ত বলবান্ । তাহার দৃষ্টান্ত—পরশুরাম একাকী যুদ্ধে সমস্ত কত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন ; সুতরাং সুখজনক বা দুঃখজনক, বিশাল বা ক্ষুদ্র এবং সং বা অসং যে কোন কার্য্যই ব্রাহ্মণ করুন না কেন, তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে ॥১১—১৪॥

আরোপয়তু শীঘ্রং বৈ তথৈতচ্চূৰ্ণির্জবভাঃ ।
 এবং তেষাং বিলপতাং বিপ্রপাং বিবিধা গিরঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম)
 অৰ্জুনো ধনুমোহভ্যাসে তস্মৈ গিরিরিবচলঃ ।
 স তদ্ধনুঃ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৭॥
 প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্ ।
 কৃষ্ণং মনসা কুহ্ম জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ ॥১৮॥
 যৎ পার্থিবৈ রুক্ষিহ্ননীথবক্রৈ রাধেয়তুর্যোধনশল্যশাস্ত্রৈঃ ।
 তদা ধনুর্বেদপটৈর্নৃসিংহৈঃ কৃতং ন সজ্যং মহতোহপি যত্নাৎ ॥১৯॥
 তদৰ্জুনো বীৰ্য্যবতাং সদপ্যন্তদৈন্দ্রিরিত্ত্রাবরজপ্রভাবঃ ।
 সজ্যং চক্রে নিমিষান্তুরেণ শরং চ জগ্ৰাহ দশাৰ্দ্ধদংগ্যান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টান্তান্তরমাহ পীত ইতি । সৰ্বৈ ব্রাহ্মণাঃ, ক্রবন্ত, ব্রাহ্মণ 'চনানামমে যদ্বাদিতি ভাবঃ ।
 বটুরপি ব্রাহ্মণবাদেব মহান্ । বিলপতাং ক্রবন্তাম্ । গিরঃ অভবদ্ভূতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥
 অৰ্জুন ইতি । অভ্যাসে সমীপে, তস্মৈ কিয়ৎকালম্ । অথাত্তরম্ ॥১৭॥
 প্রণম্যেতি । ঈশানং জগদীশ্বরম্ । মনসা কুহ্ম চ । জগৃহে জগ্ৰাহ ॥১৮॥
 যদিতি । অত্র রাধেয়ো ব্যাক্তান্তবং ন তু কণঃ, তস্ত পৃথং সজ্যাদিকরণস্তাত্ত্ব্যং ॥১৯॥
 তদিতি । বীৰ্য্যবতাং মধ্যে । ইন্দ্রিরিত্ত্রপুত্রঃ, ইন্দ্রাবরজো বামনো বিযুক্ততুল্য-

ভারতভাবদীপঃ

॥১৪॥ ব্রাহ্মণবচসা ক্ষুদ্রেণাপি মংগ কণ্ঠ কৰ্ণেৎ একমি দ্যতিপ্রোহ্য সর্কেহৈপ্যকমত্যেনাহঃ

(ব্রাহ্মণ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত—)
 অগস্ত্য আপন ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; অতএব
 আপনারা সকলেই বলুন যে, এ ব্যক্তি ক্ষুদ্র হইলেও ব্রহ্মতেজে মহান্; সুতরাং
 ইনি সত্ত্বরই ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে সমর্থ হউন।' ব্রাহ্মণেরা তাহাই
 বলিলেন । ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নানাবিধ বাক্য চর্চাতে লাগিল ॥১৫—১৬॥

তখন অৰ্জুন ধনুর নিকটে যাইয়া কিছুকাল পৰ্ব্বতের ছায়া অলৈ হইয়া
 থাকিলেন; পরে তিনি ভ্রমণ করিয়া সেই ধনুথানাকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, অৰ্জুন মস্তক অবনত করিয়া, ঈশ্বর, বরদাতা ও জগৎপতির
 নিয়ন্তা কৃষ্ণকে প্রণাম ও মনে মনে ধ্যান করিয়া, ধনু ধারণ করিলেন ॥১৮॥

পূৰ্বে রুক্ষী, স্তনীথ, বক্র, রাধেয়, চুর্যোধন, শল্য এবং শাৰ্দ্ধপ্রভৃতি ধনু-
 র্বেদচর্চায় নিরত প্রধান প্রধান রাজারা বিশেষ যত্ন করিয়াও যে ধনুতে
 গুণারোপণ করিতে পারেন নাই ॥১৯॥

বিব্যাধ লক্ষ্যং নিপপাত তচ্ছ চিহ্নেণ ভূমৌ সহস্রাতিবিক্রম্ ।

ততোহন্তরীক্ষে চ বভূব নাদঃ সমাজমধ্যে চ মহান্ নিনাদঃ ।

পুষ্পাণি দিব্যানি ববর্ষ দেবঃ পার্থস্য মুদ্ধি দ্বিষতাং নিহন্তুঃ ॥২১॥

চেলানি বিব্যাধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ ।

বিলক্ষিতাস্ততশ্চক্রুর্হাহাকাংরাশ্চ সর্বশঃ ॥২২॥

শূপতংশ্চাত্ত নভসঃ সমস্তাং পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ।

শতান্ধানি চ তূর্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্ ।

সূতমাগধসংঘাশ্চাহপ্যস্তবংস্তত্র হুস্বরাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বিব্যাধেতি । চিহ্নেণ অধঃস্থস্বয়ংক্ষেণ, অতিবিক্রমঃ সৎ । নাদো দেবানাং কোলাহলঃ
নিনাদঞ্চ যাক্ষাণাং কোলাহলঃ । দেবো দেবস্তাবর্গঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

চেলানিতি । চেলানি উত্তরীয়াঞ্চলানি, বিব্যাধুঃ স্বজাতিজয়ানন্ধ্যং বিশেষণ ব্যাধুঃ
কম্পিতানি চকুঃ । বিদ্বয়পূর্বকধাধাতোবহুতত্ত্বা অনি রূপমিদম্ । বিলক্ষিতাঃ স্তম্ভবস্ত
হৃদপ্রতিভা রাজানঞ্চ নির্বোধেন হাহাকারান্ চকুঃ ॥২২॥

শূপতমিতি । পূর্বং কেবলদেবগণঃ পুষ্পাণি ববর্ষ, উদানীন্ত সিদ্ধাদয়োহপিতি সূচয়িতুং
সমস্তাদিত্যুক্তম্ । অতো ন পৌনরুক্ত্যম্ । শতান্ধানি বাদানিশেষান্ । ঘটপদমিদং পদ্যম্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বাদিতি ॥১৫—১৮॥ রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥১৯ ২১॥ বিব্যাধুঃ বিদ্বয়ধ্বজত্বচ্ছিত্ত্বতবস্তঃ, বিলক্ষিতাঃ
বিষয়ং লক্ষিতং দৃষ্টির্বেদ্যং তে তথা ভাঃ, শব্দরঃ লক্ষ্যেণ বিনা রুতা বা ॥২২॥ শতসমস্তানি
অঙ্গানি নখাঙ্গুলিদণ্ডধর্ম্ম্যাবক্রাদীনি বাদনোপায়া যেষাং তানি । “অজং গাত্রাস্তিকোপায়
দর্পশালী এবং বিষ্ণুর তুল্য প্রভাবযুক্ত ইন্দ্রপুত্র অর্জুন বীরগণের সমক্ষে
নিমেষমধ্যে সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং সেই পাঁচটা বাণ হাতে
লইলেন ॥২০॥

পরে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ সে লক্ষ্য যন্ত্রের রক্ত দিয়া
অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; তখন আকাশে দেবগণের এবং
সমাজমধ্যে সভ্যগণের বিশাল কোলাহল উথিত হইল এবং দেবভারা শত্রুহস্তা
অর্জুনের মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ করিলেন ॥২১॥

তখন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ উত্তরীয়বস্ত্রের অঞ্চল আন্দোলিত করিতে
লাগিলেন এবং রাজারা লজ্জিত হইয়া সকল দিক হইতেই হাহাকার করিতে
থাকিলেন ॥২২॥

এই সময়ে আকাশের সকল দিক হইতেই পুষ্পরষ্টি পড়িতে লাগিল, বাজ-

(২২) পূর্বার্দ্ধং কাম্যকিঞ্চ পুস্তকে নাস্তি ।

তং দৃষ্ট্বা দ্রুপদঃ শ্রীতো বভূব রিপুসুদনঃ ।

সহ সৈন্যৈশ্চ পাপ'শ্চ সাহায্যার্থ'মিয়েষ সং ॥২৪॥

তস্মিংশ্চ শব্দে মহতি প্রবুদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ।

আবাসমেবোপজগাম শীঘ্রং সার্কং যমাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাম্ ॥২৫॥

বিদ্বন্ত লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পাপ'ক' শত্রুপ্রতিমং নিরীক্ষ্য ।

অভ্যন্তরুপাপি নবেব নিত্যং বিনাপি হাসং হাসতীব কন্যা ॥২৬॥

মদাদৃতেহপি স্থলতীব ভাবৈবর্বাচা বিনা ব্যাহরতীব-দৃষ্ট্যা ।

আদায় শুরং বরমানাদাম জগাম কুন্তীমৃতমুৎসায়ন্তী ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাহায্যার্থমিতি বিদ্বদ্বিভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পার্থাক্রমণসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

তস্মিন্মিতি । আবাসমেবোপজগাম তত্রস্থায়ী মাভুঃ পবিত্রার্থমিত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

বিদ্বদ্বিতি । শত্রু প্রতিমং শৌর্যো সৌন্দর্যো চেজ্জতুল্যম্ । অভ্যন্তরুপাপি বহুশো দৃষ্ট-
রূপাপি, নিত্যং নবেব সৌন্দর্য্যাদিত্যেকাং দৃষ্টেনৈবেদ্য নৃতনেব হাসতী শ্বেব সর্বদৈবোৎ-
স্কলমুৎসাহাৎ ॥২৬॥

মদাদিতি । মদাদৃ'তুল্যমিতি মন্তব্যং বিনাপি, ভাবৈঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষৈঃ, স্থলতীব
স্থানাং চ্যবতে শ্বেব । উৎসবস্তা উত্তমং যুদ্ধং হাসতী, কুন্তীমৃতমর্জুনং জগাম ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতীকেষু' ইতি বিশ্বঃ ॥২৪॥ সাহায্যার্থং দ্রোপণলাভাৎ কুন্তীপুত্রপুত্রৈবদ্ব্যপ্রসক্তো সত্যাম্
কারেরা শতদ্রু ও তুর্ধ্য বাজাইতে থাকিল এবং সূত ও মাগধগণ শুল্কর স্বরে
জুতিপাঠ করিতে লাগিল ॥২৩॥

আর, শত্রুগণ্তা দ্রুপদবাজা অর্জুনকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন
এবং সৈন্যগণ লইয়া তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৪॥

সেই বিশাল শত্রু ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নকুল
ও সহদেবের সহিত সম্বরই বাসস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৫॥

আর, লক্ষ্য বিদ্ব হইয়াছে দেখিয়া এবং বিদ্বকারী অর্জুনকে শৌর্য্য ও
সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া দ্রোপদী বহুদূর হইয়াও লোকের চক্ষে
নূতন বলিয়াই যেন প্রতীত হইতে থাকিলেন এবং হাস্য না করিয়াও যেন
হাসিতে লাগিলেন ॥২৬॥

দ্রোপদী মন্তব্য ব্যতীতও হাব-ভাবেই যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং
ব্যক্তি ব্যতীত দৃষ্টি ছাড়াই যেন কিছু বলিতে থাকিলেন ; এইভাবে তিনি

গম্বা চ পশ্চাৎ প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণ পাথশ্চ বক্ষ্যাবিশঙ্কমানা ।
 ক্ষিপ্ত্বা স্রজং পার্শ্বববীরমধ্যে বরায় বস্ত্রে দ্বিজসংবমধ্যে ॥২৮॥
 শচীব দেবেশ্রমথাগ্নিদেবং স্বাহেব লক্ষ্মীশ্চ যথা মুকুন্দম্ ।
 উষেব সূর্য্যং মদনং রতীব মহেশ্বরং পর্ব্বতরাজপুত্রৌ ॥২৯॥
 স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভিত্তৈরভিপূজ্যমানঃ ।
 রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যাকর্ণা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ ॥৩০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যামাদিপর্ব্বণি
 স্বয়ংবরে লক্ষ্যচ্ছেদনে একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

ভারতকৌমুদী

গচ্ছতি । স্রজং বরণমাল্যম্ । বরায় বরণায় । বস্ত্রে অর্জুনাযিত শেযঃ ॥২৮॥
 উক্তার্থে মালোপনামাহ শচীতি । মুকুন্দং নারায়ণম্ । উবা প্রাতঃ ॥২৯॥
 স ইতি । স পার্শ্বঃ, তাং জ্যোপদীম্ । অভিপূজ্যমান আঞ্জিয়মাণঃ ॥৩০॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাযা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-
 টীকারাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৪—২৬॥ উত্তমপতিলাভাৎ অত্যন্তং গৰ্ভং কুর্ষতী ॥২৭—৩০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮১॥

শুভ্রবর্ণ বরমালা লইয়া মনোহর মৃৎ হস্ত্য করিতে করিতে অর্জুনের নিকটে
 গমন করিলেন ॥২৭॥

যাইয়া পর জ্যোপদী শুভদৃষ্টি করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের
 মধ্যে বরণের জন্য অর্জুনের বক্ষে সেই বরমালা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই বরণ
 করিলেন ॥২৮॥

পূর্ব্বকালে শচী যেমন দেবরাজকে, স্বাহা যেমন অগ্নিকে, লক্ষ্মী যেমন
 নারায়ণকে, উবা যেমন সূর্য্যকে, রতি যেমন কামদেবকে এবং পার্ব্বতী যেমন
 মহাদেবকে বরণ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন ব্রাহ্মণেরা সেই রঙ্গবিজয়ী অচিন্ত্যাকর্ণা অর্জুনের বিশেষ গৌরব
 করিতে থাকিলে, তিনি জ্যোপদীকে লইয়া রঙ্গস্থান হইতে নির্গত হইলেন ;
 আর জ্যোপদী তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন ॥৩০॥

* ‘...বড়শীত্যধিকঃ...’, ‘...অষ্টাশীত্যধিকঃ...’, ‘...উনবত্যাধিকঃ...’, ‘...ত্র্যাধিকষিণ্ড-
 তমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্ব্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মৈ দিৎসতি কন্যাস্তু ব্রাহ্মণায় তদা নৃপে ।
 কোপ আসীমহীপানামালোক্যানোন্মমন্তিকাং ॥১॥
 অস্মানয়মতিক্রম্য তৃণীকৃত্য চ সঙ্গতান্ ।
 দাতুমিচ্ছতি বিপ্রায় দ্রোপদৌ যোষিতাং বরাম্ ॥২॥
 অবরোপোহ বৃক্ষস্ত ফলকালে নিপাত্যতে ।
 নিহনৈনং দুরাঙ্গানং যোহয়মস্মান্ন মন্যতে ॥৩॥
 মহর্হত্যেয সন্মানং নাপি বৃদ্ধক্রমং গুণৈঃ ।
 হনৈনং সহ পুত্রেন দুরাচারং নৃপদ্বিষম্ ॥৪॥
 অয়ং হি সর্বানাহুয় সংকৃত্য চ নরাধিপান্ ।
 গুণবদ্রোজয়িত্বানং ততঃ পশ্চান্ন মন্যতে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

‘তস্মৈ ইতি । দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি সতি । নৃপে ঋগদে ॥১॥
 ক্রুদ্ধানাং বাস্মাযুক্তমাত অস্মানিতি । তৃণীকৃত্য তৃণবদেবাজাপাত্রীকৃত্য ॥২॥
 অবতি । অবরোপ্য বোপয়িত্বা । সন্মানপূর্ব্বকমস্মান্নজ্ঞানমিতি ভাবঃ ॥৩॥
 নষ্টোতি । গুণৈঃ সন্মানম্ । বৃদ্ধক্রমং বৃদ্ধপাপ্যগোরবাদিকম্ ॥৪॥
 অয়মিতি । সংকৃত্য সম্বাচ । গুণবদ্বৎকষ্টম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ক্রপদরাজা ব্রাহ্মণরূপী অর্জুনকে কন্যা দান
 করিতে ইচ্ছা করিলে, নিকটবস্তী রাজারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন (এবং বলিতে লাগিলেন—) ॥১॥

‘আমরা সম্মিলিত রহিয়াছি এই অবস্থায় ক্রপদ আমাদিগকে তৃণের মত
 অগ্রাহ্য করিয়া জীৱত্ব দ্রোপদীকে একটা ব্রাহ্মণের হাতে দিতে ইচ্ছা
 করিতেছে ! ॥২॥

বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফল জন্মিবার সময়ে সেটাকে নষ্ট করিতেছে ; সুতরাং
 যে আমাদিগকে গ্রাহ্য করিতেছে না, সেই দুরাঙ্গাকে আমরা বধ করিব ॥৩॥

এ, গুণনিবন্ধন সন্মান কিংবা বৃদ্ধের গোরব পাইতে পারে না ; সুতরাং
 পুত্রের সহিতই এই দুরাচার রাজাঘেযী ক্রপদকে বধ করিব ॥৪॥

(৩) অবরোপ্যেহ বৃক্ষস্ত... (৪)...নাপিবৃদ্ধতমো গুণৈঃ...

অগ্নিন্ রাজসমাবায়ে দেবানামিব সময়ে ।
 কিময়ং সদৃশং কঞ্চিমূপতিং নৈব দৃষ্টবান্ ॥৬॥
 ন চ বিপ্রেষধীকারো বিগৃহ্যে বরণং প্রতি ।
 স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়গামিতীয়ং প্রতিতা শ্রুতিঃ ॥৭॥
 অথবা যদি কন্যেয়ং ন চ কঞ্চিদবুভূষতি ।
 অগ্নাবেনাং পরিক্ষিপ্য যাম রাষ্ট্রাণি পাথিবাঃ ॥৮॥
 ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যলোভান্না কৃতবানিদম্ ।
 বিপ্রিয়ং পাথিবেন্দ্রাণাং নৈব বধ্যঃ কথঞ্চন ॥৯॥
 ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং জীবিতঞ্চ বসূনি চ ।
 পুত্রপৌত্রঞ্চ যচ্চাত্তদস্মাকং বিগৃহ্যে ধনম্ ॥১০॥
 অবমানভয়াচ্চৈব স্বধর্মস্য চ রক্ষণাৎ ।
 স্বয়ংবরাণামন্যেযাং মা ভূদেবংবিধা গতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিগ্নিতি । রাজ্যং সমাবায়ে সমুহে । সময়ে সমুহে । সদৃশং কণ্ঠাহরুপম্ ॥৬॥
 নেতি । অধীকার ইতি “ব্রহ্মস্ম দীর্ঘতা” ইতি দীর্ঘঃ । শ্রুতিঃ কিংবদন্তী ॥৭॥
 অথবেতি । বুভূষতি ভবিষ্যদ্ব্যবহিত পতিত্বেন প্রাপ্তমিচ্ছর্তীত্যর্থঃ । “ভূ প্রাপ্তাব্যাহনে-
 পদী বা” ইতি চৌরাদিকবিকল্পেনন্তুভূতাত্ত্বৈককল্পপরশৈশ্বপদে সনি রূপম্ ॥৮॥
 ব্রাহ্মণ ইতি । ইদং লক্ষ্যভেদনরূপম্, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়চরণম্ ॥৯॥
 অবধাচ্ছে হেতুমাহ ব্রাহ্মণার্থমিতি । পুত্রপৌত্রমিতি সমাভ্যাসদ্বন্দ্বেন্দ্রবিশ্বমেকত্বঞ্চ ॥১০॥

এ বেটা সমস্ত রাজ্যকে ডাকিয়া আনিয়া, সম্মানিত করিয়া এবং উৎকৃষ্ট অন্ন
 ভোজন করাইয়া, তাহার পরে গ্রাহ্য করিতেছে না ! ॥৫॥

দেবগণের স্থায় এই রাজগণের মধ্যে কোন রাজ্যকেই কি এ বেটা কস্তার
 উপযুক্ত দেখিল না ! ॥৬॥

তার পর, কন্যা বরণ করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মণেরও অধিকার নাই । কেন না,
 ‘স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়দের’ এই কিংবদন্তীই জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥৭॥

পক্ষান্তরে এই কন্যাটা যদি কোন রাজ্যকে বরণ করিতে না চায়, তবে
 আমরা ওটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আপন আপন রাজ্যে চলিয়া যাইব ॥৮॥

কিন্তু যদিও এই ব্রাহ্মণ চাঞ্চল্যবশতঃ বা লোভবশতঃ রাজগণের এই অপ্রিয়
 কার্য্য করিয়াছে, তথাপি কোন প্রকারেই উহাকে বধ করা উচিত নহে ॥৯॥

কেন না, আমাদের রাজ্য, জীবন, ধন, পুত্র-পৌত্রাদি এবং অল্প যে কিছু
 দ্রব্য আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্ত ॥১০॥

ইত্যুক্ত্ব। রাজশাদ্দীলা.হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ।

ক্রপদস্ত জিবাংসন্তঃ সায়ুধাঃ সমুপাদ্ৰবন্ ॥১২॥

তান্ গৃহীতশরাবাপান্ ক্রুদ্ধানাপততো বহুন্ ।

ক্রপদো বীক্ষ্য সস্ত্রাসাদ্ভ্রাক্ষগান্ শরণং গতঃ ॥১৩॥

ন ভয়াম্মাপি কার্পণ্যম প্রাণপরিরক্ষণাৎ ।

জগাম ক্রপদো বিপ্রান্ শমার্থী প্রত্যপগত ॥১৪॥

বগেনাপততস্তাংস্ত প্রভিন্নানিব বারণান্ ।

পাণ্ডুপুত্রো মহেশাসৌ প্রতিঘাতাবরিন্দমৌ ॥১৫॥

ততঃ সমুৎপেতুরুধায়ুধাস্তে মহীক্ষিতো বদ্ধতলান্দুলিত্রাঃ ।

জিঘাংসমানাঃ কুরুরাজপুত্রৌবমর্ষয়ন্তোহর্জুনভীমসেনৌ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । স্বধর্ম্মস্ত কত্রিরজ্ঞায়ন্ত, রক্ষণং রক্ষণমুদ্ভিগ্নেতি লাবলোপে পঞ্চমী, এনং তন্ম ইতি শেষঃ । এবংবিধা ব্রাহ্মণাদিবরণরূপা ॥১১॥

ইতীতি । পরিঘা অস্ত্রবিশেষা ইব বাহবো ঘেষাং তে ॥১২॥

তানিতি । গৃহীতাঃ শরাবাপা অঙ্গুলীত্রাণি গৈন্তান্ । আপতত আগচ্ছতঃ ॥১৩॥

ব্রাহ্মণশরণগমনে হেতুনাহ নেতি । কার্পণ্যং দুর্বলজ্ঞাৎ, প্রাণপরিরক্ষণাৎ তদ্বৃদ্ধিঃ । শমার্থী বিবাদশান্তার্থী । মান্যানাং ব্রাহ্মণানামহরোধাৎ ক্ষত্রিয়াঃ শাম্যোবৃতি ভাবঃ ॥১৪॥

বেগেনেতি । প্রতিঘ্নান্ প্রকাশিতমদান্, বারণান্ হস্তিনঃ । পাণ্ডুপুত্রৌ ভীমাঙ্কনৌ ॥১৫॥

তত ইতি । বদ্ধে যুতে তলান্দুলিত্রে হস্তাবাপাঙ্গুলিত্রে যৈন্তে । অমর্ষয়ন্তঃ ক্রুধ্যন্তঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তথৈব দিগ্‌সংগীতি ॥১—৭॥ অবরোপ্যেত্যস্ত ব্যাখ্যা অয়ং হীতি ব্যবহৃতল্লোকেন

তবে, আমরা অপমানের ভয়ে এবং স্বধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে অবশ্যই ক্রপদকে বধ করিব । কারণ, অন্ত্যস্ত স্বয়ংবরেও এইরূপ ঘটনা না ঘটে ॥১১॥

এই কথা বলিয়া পরিঘতুল্য-বাহুশালী রাজারা অস্ত্রধারণপূর্বক হঠাৎক্রে ক্রপদকে বধ করিবার জন্ত ধাবিত হইলেন ॥১২॥

তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গুলীত্র ধারণপূর্বক আসিতেছেন দেখিয়া ক্রপদরাজা উদ্বেগে ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু ক্রপদরাজা ভয়বশতঃ, দুর্বলতাবশতঃ কিংবা প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের শরণাগত হইয়াছিলেন না, বিবাদনিবৃত্তির জন্তই হইয়াছিলেন ॥১৪॥

মদপ্রাপ্ত হস্তিগণের শয়্য সেই রাজারা বেগে আসিতে লাগিলে, শত্রুহস্তা মহাধর্ম্মের ভীম ও অর্জুন তাহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥১৫॥

(১৪) অয়ং শ্লোকঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

ততস্ত ভীমোহদ্ভুতভীমকৰ্ম্মা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ ।
 উৎপাট্য দোৰ্ভ্যাং ক্রমমেকবীরো নিষ্পত্ৰয়ামাস যথা গজেন্দ্রঃ ॥১৭॥
 তং বৃক্ষমাদায় রিপুপ্রমাণী দণ্ডীব দণ্ডং পিতৃরাজ উগ্রম্ ।
 তস্মৌ সমীপে পুরুষধ্বংস্ত পার্থস্ত পার্থঃ পৃথুদীর্ঘবাহুঃ ॥১৮॥
 তৎ প্রেক্ষ্য কৰ্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধিজিহ্বঃ স হি ভ্রাতুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ।
 বিসিস্মিয়ে চাপি ভয়ং বিহায় তস্মৌ ধনুর্গৃহ্ন মহেন্দ্রকৰ্ম্মা ॥১৯॥
 তৎ প্রেক্ষ্য কৰ্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধিজিহ্বঃ সহভ্রাতুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ।
 দামোদরো ভ্রাতরনুগ্রহবীৰ্য্যং হলায়ুধং বাক্যমিদং বভাষে ॥২০॥
 য এব সিংহত্বখেলগামী মহদ্ধনুঃ কৰ্ষতি তালমাত্রম্ ।
 এষোহৰ্জুনো নাত্র বিচার্য্যমস্তি যদগ্ৰস্মি সঙ্কৰ্ষণং বাহুদেবঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রস্ত সমানঃ সারো দাৰ্ভ্যাং যন্ত সঃ । নিষ্পত্ৰয়ামাস পত্ৰশৃঙ্গং চকার ॥১৭॥
 তমিতি । দণ্ডী দণ্ডধারী, পিতৃরাজো যমঃ । পার্থস্ত অৰ্জুনস্ত, পার্থো ভীমঃ ॥১৮॥
 তদতি । জিহ্বরজুনঃ । বিসিস্মিয়ে বিস্ময়াপন্নো বভূব ॥১৯॥
 তদিত । ভ্রাতা ভীমেন সহতি সহভ্রাতা তস্ত । দামোদরঃ কৃষ্ণঃ ॥২০॥
 য ইতি । তালমাত্রং পাদানধিসমুত্তোলিতহস্তপ্রমাণম্, “উদ্ধাবিত্বতদোর্থানে তাল-
 মিত্যতিদীপ্যতে” ইতি রত্নকোষঃ । যদি বাহুদেবোহস্ম্যতি বিচাৰ্য্যত্বাৎ তাবে প্রোক্তোক্তিঃ ॥২১॥

তাহার পর, হস্তাবাপ ও অঙ্গুলিপ্রধারী সেই রাজার ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ-
 পূর্বক ভীম ও অৰ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তখন আদ্বিতীয় বীৰ, বজ্রের তুল্য দৃঢ়শরীর, অত্যন্ত বলবান্ এবং অদ্বুত ও
 ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী ভীম বাহুবৃগল দ্বারা একটা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া হস্তীর শ্রায়
 সেটাকে পত্ৰশৃঙ্গ করিলেন ॥১৭॥

শত্রুহস্তা এবং স্থূল ও দীর্ঘবাহু ভীমসেন সেই বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া,
 ভয়ঙ্করদণ্ডধারী যমের স্থায় অৰ্জুনের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

অমানুষবুদ্ধি এবং অচিন্তনীয়কৰ্ম্মা অৰ্জুন ভ্রাতার সেই কার্য্য দেখিয়া ভয়
 পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অস্ত্রধারণ করিয়া অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥১৯॥

তখন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং অচিন্তনীয়কৰ্ম্মা কৃষ্ণ ভীমের সহিত অৰ্জুনের
 সেই কার্য্য দেখিয়া ভয়ঙ্কর বলশালী ভ্রাতা বলরামকে এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

‘আর্য্য! সঙ্কৰ্ষণ! সিংহ ও বুঘের স্থায় সলীলগামী এই যে ব্যক্তি তাল-
 প্রমাণ বিশাল ধনু আকৰ্ষণ করিতেছে, এ ব্যক্তি অৰ্জুন; আমি যদি বাহুদেব
 হই, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

বস্ত্রে বৃক্ষং তরসাহবভজ্য রাজ্ঞাং নিকারে সহসা প্রবৃত্তঃ ।

রুকোদরামান্ত ইহৈতদগ্য কৰ্ত্ত্বং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥২২॥

যোহসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষো মহাতমঃ সিংহগতিবিনোতঃ ।

গৌরঃ প্রলম্বোজ্জলচাক্ষুণো বিনিঃসৃতঃ সোহপ্যুত ধৰ্ম্মপুত্রঃ ॥২৩॥

যৌ তৌ কুমারাবিব কাঙ্ক্ষিকৌ দ্বাবাম্বিনেয়াবিতি মে বিতৰ্কঃ ।

মুক্তা হি তস্মাজ্জতুবেশাদাহাম্ময়া ত্রাতাঃ পাণ্ডুস্ততাঃ পৃথা চ ॥২৪॥

তমব্রবীমির্জলতোয়দাভো হলান্নুধোহনন্তরজং প্রতীতঃ ।

শ্রীতোহস্মি দিষ্টা হি পিতৃষমা নঃ পৃথা বিমুক্তা সচ কোরবাঃপ্র্যেঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ববি

স্বয়ংবরে কৃৎবাক্যে দ্ব্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নিকারে পৰা ৩.৭ । ‘নিত্যবস্ত্রং পৰা ৩.৭ । ‘যাত্ৰাংকোপে’ ইতি হেম-
চন্দ্রঃ ॥২২॥

য ইতি । পুৰস্তাৎ পূৰ্ব্বম্ । প্রলম্বা উজ্জ্বলা চাক্ষু চ দোলা নাসিকা যন্ত সঃ ॥২৩॥

যানিতি । কুমারৌ গল্পনয়কৌ, যৌ কাঙ্ক্ষিক্যাবিশেষি ত্রয়োৎপ্রেক্ষা পুনরুক্ত্যদা-
ভাসম্ভেদ্যনয়োরেকাশ্রয়াহুপ্রবেশরূপঃ সঙ্কটাত্মকঃ স্বাক্ষঃ । ‘স্যাৎবিনেয়ৌ নকুলসহদেবৌ’ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩—২২॥ সম্ভাসাৎ ব্রাহ্মণকোপেন সৰ্বং ক্ষরং নশ্বেরিতি শঙ্কাত্মকং ভয়াৎ ১১৩-২২॥

এই যিনি বলপূৰ্ব্বক বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া ওৎক্ষিপ্যৎ রাজগণকে পরাভূত করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি ভীমসেন ! কেন না, ভীমসেন ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে অন্য
কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধে এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥২২॥

আর, ঐ যিনি পূৰ্বে গ্রস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার নয়নমণ্ডল
পদ্মপত্রের আয় দীর্ঘ, শরীরটি বিশাল, সিংহের আয় গমন, স্বভাবটি বিনীত,
শরীরের কান্তি গৌরবর্ণ এবং নাসিকাটি লম্বিত, উন্নত ও মনোহর, তিনি ধৰ্ম্ম-
পুত্র যুধিষ্ঠির ॥২৩॥

তাঁর পর, দুইটা কান্টিকের আয় বলেই যে দুইটা কুমার চলিয়া গিয়াছেন,
তাঁহারাই নকুল ও সহদেব ; ইহাই আমার ধারণা । কারণ, আমি শুনিয়া-
ছিলাম যে, কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণ সেই জতুগৃহদাহ হইতে মুক্তিলাভ
করিয়াছেন’ ॥২৪॥

(২২) .রাজ্ঞাং নিকারে সহসাবিবৃত্তঃ... । (২৩)...কমলায়তাক্ষস্তম্যহাসিংহগতিঃ... ।

* ‘...সপ্তাশীত্যাধিকঃ...’, ‘...উননবত্যাধিকঃ...’, ‘...নবত্যাধিকঃ...’, ‘...চতুর্নবত্যাধিকঃ...
তমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজিনানি বিধুশস্তং করকাংশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।

উচুস্তে ভীর্ন কর্তব্য্য বয়ং যোৎস্নামহে পরান্ ॥১॥

তানেবং বদতো বিপ্রানর্জুনঃ প্রহসন্নিব।

উবাচ প্রেক্ষকা ভূজা যুয়ং তিষ্ঠত পান্ধ্বতঃ ॥২॥

অহমেনানজিহ্বাঐঃ শতশো বিকিরন্ শটৈঃ।

বারয়িষ্যামি সংক্রুদ্ধান্ মন্ত্রেয়াশীবিষানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। নিজলো বশোয়দো মেঘশুদাতঃ শ্বেতবর্ণ ইত্যর্থঃ। অনন্তরজম্ অহুজম্।

প্রতীতঃ সংকটঃ। দিষ্টা ভাগোন। কৌরবগ্রামুদ্ভিষ্টিরাতিঃ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অষ্টমবরে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫॥

—:—:—

অজিনানি। অজিনানি মৃগচৰ্ম্মাণি। করকান্ কমণ্ডলুংশ্চ, “কমণ্ডলৌ চ করকঃ”
ইত্যমরঃ ॥১॥

তানিতি। অজিনকমণ্ডলুভ্যাং বোধনং বিভাব্য কোতুকাদর্জুনস্ত প্রতাসঃ ॥২॥

অহমিতি। অজিহ্বাঐঃ সৰলমুখৈঃ। অশীনিমান্ সপান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোণা নাসা ॥২৩॥ কান্তিকৈয়াবিত্যভূতাপমা ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকৰ্ণীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

—:—:—

জলশূ্য মেঘের তুল্য শুভ্রবর্ণ বলরাম আনন্ডিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে
বলিলেন—“কৃষ্ণ! বৈড়ই আনন্ডিত হইলাম যে, আমাদের পিসী কুন্তীদেবী
কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সহিত ভাগ্যবশতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন” ১৫॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণেরা মৃগচৰ্ম্ম ও কমণ্ডলু আন্দোলিত করিয়া
অর্জুনকে কহিলেন—“তুমি ভীত হইও না, আমরা শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিব” ১৬॥

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, অর্জুন হাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—
‘আপনারা দর্শক হইয়া এক পার্শ্বে থাকুন ৥২॥

ইতুস্তদ্র। ধনুরায়ম্য শুদ্ধাবাপ্তং মহাবলঃ ।
 ভ্রাত্রো ভীমেন সহিতস্তশ্চৌ গিরিবিচালঃ ॥৪॥
 ততঃ কর্ণমুখান্ দৃষ্টদ্র। ক্ষত্রিয়ান্ যুদ্ধদুর্শদান্ ।
 সম্পত্ততুরভীতৌ তৌ গজৌ প্রতিগজানিব ॥৫॥
 উচুশ্চ বাচঃ পরুযাস্তে রাজানো যুযুৎসবঃ ।
 আহবে হি দ্বিজস্তাপি বধো দৃষ্টৌ যুযুৎসতঃ ॥৬॥
 ইত্যেবমুক্তদ্র। রাজানঃ সহসা হুঙ্গুবুদ্বিজান্ ।
 ততঃ কর্ণো মহাতেজা জিযুং প্রতি যযৌ রণে ॥৭॥
 যুদ্ধার্থী বাসিতাহেতোর্গজঃ প্রতিগজং যথা ।
 ভীমসেনং যযৌ শল্যো মদ্রাণামৌশ্বরো বলৌ ॥৮॥
 হুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ।
 মুহূৰ্ণমগতেন প্রত্যযুধাংস্তদাহবে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । শুদ্ধাবাপ্তং পণলকং যেন ধনুষা লক্ষ্যং বিভেদ্যাদেব ধনুর্বিচার্যঃ ॥৪॥
 তত ইতি । কর্ণমুখান্ কর্ণপ্রভৃতীন । সম্পত্ততুঃ যুদ্ধায় জগতুঃ ॥৫॥
 উচুরিতি । আহবে যুদ্ধে দ্বিজস্ত ব্রাহ্মণস্তাপি । অতো যুবাং নোপেক্ষ্যমহে ॥৬॥
 ইতীতি । হুঙ্গুবুধানিববন্তঃ । জিযুমর্জুনম্ ॥৭॥
 যুদ্ধেতি । বাসিতা হস্তিনী । “বাসিতা সৌকর্যেণোক্ষ” ইত্যমরঃ ॥৮॥

মন্ত্ৰধারা যেমন সর্পগণকে বারণ করে, তেমন আমিই সরলমুখ শত শত
 বাণধারা এই বুদ্ধ রাজগণকে বারণ করিব’ ॥৩॥

এই কথা বলিয়া মহাবল অর্জুন পণলক পক্ষধানাকেই আয়ত করিয়া
 ভীমের সহিত পর্বতের গায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥৪॥

তাহার পর, দুইটী হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীদিগের প্রাতি ধাবিত হয়, তেমন
 ভীম ও অর্জুন যুদ্ধবিশারদ কর্ণপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে দেখিয়া, নির্ভয় হইয়া
 তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৫॥

তখন সেই যুদ্ধার্থী রাজারা এই নিষ্ঠুর কথা বলিলেন—‘ওহে! যুদ্ধার্থী
 ব্রাহ্মণেরও কিন্তু যুদ্ধে বধ দেখিতে পাওয়া যায়’ ॥৬॥

এই কথা বলিয়া রাজারা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবিত হইলেন;
 আর মহাবল কর্ণ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

হস্তিনীর জন্ত একটা হস্তী যেমন অপর হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, তেমন
 বলবান্ মজরাজ শল্য ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

ততোহর্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদাপতন্তুঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 কর্ণং বৈকর্তনং শ্রীমান্ বিকৃষ্য বলবন্ধনুঃ ॥১০॥
 তেষাং শরাণাং বেগেন শিতানাং তিথ্যতেজসাম্ ।
 বিমূহমানো রাধেয়ো যত্নাত্তমনুধাবতি ॥১১॥
 তাবুভাবপ্যনির্দেশৌ লাঘবাজ্জয়তাং বরৌ ।
 অযুধ্যোতাং হুসংরকাবগ্নোজয়কাজ্জির্ণৌ ॥১২॥
 কূতে প্রতিকৃতং পশ্য পশ্য বাহুবলঞ্চ মে ।
 ইতি শূরার্থবচনৈরভাষেতাং পরম্পরম্ ॥১৩॥
 ততোহর্জুনশ্চ ভুজয়োবাধ্যমপ্রতিমং ভূবি ।
 জ্ঞাত্বা বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সংরকঃ সমযোধয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দুর্ঘোষণেনতি । সজতাঃ সন্মিলিতাঃ । যুদ্ধপূর্ব্বং কোমলতাপূর্ব্বকম্, অযোগ্যবিপক্ষত্বাৎ ॥১০॥
 তত ইতি । বৈকর্তনং স্বর্ধ্যপুত্রম্ । কর্ণাস্তুরব্যাবৃত্তার্থমিদং বিশেষণম্ ॥১১॥
 তেষামিতি । বিমূহমানো বিশ্ববিমুগ্ধঃ সন্ । তমর্জুনম্, অহুধাবিত স্য ॥১২॥
 তাবিতি । লাঘবাৎ সমানলঘুহস্তত্বাৎ, অনির্দেশৌ প্রধানতরদ্বেনানির্ধরণীমৌ ॥১৩॥
 কূত ইতি । প্রতিকৃতং ততুল্যকরণম্ । শূরার্থবচনৈঃ শৌর্য্যবোধকবাক্যৈঃ ॥১৪॥
 তত ইতি । অপ্রতিমং নিক্রপমম্ । সংরকঃ ক্রুদ্ধঃ । সমযোধয়দिति স্বার্থ ইদ্রার্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অগ্নিনানীতি ॥১-৩৥ শুকাবাপ্তং পণপ্রাপ্তম্ ॥৪-১১॥ বিজিগীষিণৌ বিজিগীষাবতো

আর, দুর্ঘোধান প্রভৃতি অগ্ন্যাদি রাজারা সেই যুদ্ধে ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত
 হইয়া অযত্নের সহিত কোমলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

তাহার পর, মনোহর মূর্ত্তি অর্জুন সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া সুধার বাণদ্বারা
 সম্মুখাগত কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১॥

নিশিত ও তীক্ষ্ণ সেই বাণগুলির বেগ দেখিয়া, বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া, কর্ণ
 যত্নপূর্ব্বক অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১২॥

তখন বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুন দুই জনই ক্রুদ্ধ হইয়া, পরস্পর জয় ইচ্ছা
 করিয়া, এমন লঘুহস্ততা দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের ভার-
 তম্য বুঝা গেল না ॥১৩॥

‘তোমার কার্য্যের অমূরূপ কার্য্য দেখ, আমার বাহুবল দেখ’ এইরূপ বীরত্ব-
 ব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিতে থাকিলেন ॥১৪॥

(১০)...আপতন্তুঃ জিতিঃ শরৈঃ... । (১২)...অস্তোভবিজিগীষিণৌ ।

অৰ্জুনেন প্রযুক্তাংস্তান্ বাণান্ বেগবতস্তদা ।
 প্রতিহন্ত ননাদৌচৈঃ সৈন্যানি তদপূজয়ন্ ॥১৫॥
 কর্ণ উবাচ ।

ভুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য ! ভুজবীৰ্য্যস্ত চ সংযুগে ।
 অবিষাদস্ত চৈবাস্ত শস্ত্রাদ্রবিজয়স্ত চ ॥১৬॥
 কিং ত্বং সাক্ষাদ্ধনুর্বেদো রামো বা বিপ্রসত্তম ! ।
 অথ সাক্ষাদ্ধরিহয়ঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুংরূঢ়াতঃ ॥১৭॥
 আত্মপ্রচ্ছাদনার্থং বৈ বাহুবীৰ্য্যমুপাশ্রিতঃ ।
 বিপ্ররূপং বিধায়েদং মন্যে মাং প্রতিযুধ্যসে ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
 নহি মামাহবে ক্রুদ্ধমন্যঃ সাক্ষাচ্ছটাপতেঃ ।
 পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ পাণ্ডবাঃ কিরীটিনঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অৰ্জুনেতি । তৎ অৰ্জুনবাণপ্রতিহননম্, অপূজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥১৫॥
 ভুষ্যামীতি । ভুজবীৰ্য্যস্ত দর্শনাদিতি শেষঃ । অস্ত্রজ্ঞাপ্যেবম্ । সংযুগে যুদ্ধে ॥১৬॥
 কিমিতি । হরিহয় ইন্দ্রঃ । অচ্যুতঃ শৌর্য্যাদভ্যঃ । আশ্রয়ঃ প্রচ্ছাদনার্থং গোপনার্থম্ ।
 বহুকালাদর্শনাৎ বৈশম্যম্যচ্চ কর্ণস্তাপ্যৰ্জুনে সম্ভাবনেনম্ ॥১৭—১৮॥
 নহীতি । আহবে যুদ্ধে । শটীপতে রিমাং । কিরীটিনোহৰ্জুনঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১২॥ শূবাণাম্ অৰ্ঘ্যবস্তির্কচনৈঃ শূবার্ঘ্যবচনৈঃ ॥১৩—২৪॥ প্রতিহন্ত প্রতিহত্যা, “বা ল্যপি”
 ইতি পক্ষে অহুনাসিকলোপাতাবাৎ ন ভূক্ । তৎ প্রতিহননম্ ॥১৫—১৭॥ মন্ত্রে স্বাং

তাহার পর, নৃধ্যপুত্র কর্ণ অৰ্জুনের বাহুবল জগতে অতুলনীয় বুলিয়া, ক্রুদ্ধ
 হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তিনি তখন অৰ্জুননিষ্কিপ্ত বেগশালী সেই সকল বাণ প্রতিহত করিয়া উচ্চ
 স্বরে সিংহনাদ করিলেন ; সৈন্যেরা সে ঘটনার প্রশংসা করিল ॥১৫॥

তখন কর্ণ বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে তোমার বাহুবল, অনবসন্নত,
 এবং এই শস্ত্র ও অস্ত্র নিবারণ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ, না পরশুরাম, না ইন্দ্র, না সাক্ষাৎ
 বিষ্ণু, আত্মগোপনের জন্য এই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক
 আমার সহিত যুদ্ধ করিলে ? ॥১৭—১৮॥

কারণ, আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র কিংবা পাণ্ডব অৰ্জুন ব্যতীত
 অন্য কোন পুরুষই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না’ ॥১৯॥

তমেবংবাদিনং তত্র ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষিত ।

নাস্মি কর্ণ ! ধনুর্বেদো নাস্মি রামঃ প্রতাপবান্ ॥২০॥

ব্রাহ্মণোহস্মি যুধাং শ্রেষ্ঠ ! সর্বশস্ত্রভূতাং বরঃ ।

ব্রাহ্মে পৌরন্দরে চাত্রে নিষ্ঠিতো গুরুশাসনাৎ ॥২১॥

স্থিতোহস্ম্যাগ্ন রণে জেতুং দ্বাং বৈ বীর ! স্থিরো ভব ।

নিজিতোহস্ম্যীতি বা ক্রহি ততো ব্রজ যথাস্থখম্ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তাং কর্ণস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ।

ততোহন্যদ্রনুরাদায় সংযোদ্ধুং সন্দধে শরম্ ॥২৩॥

দৃষ্ট্ৱ। তক্ষাপি কৌন্তেয়শ্চিহ্না তদ্রনুরাশুগৈঃ ।

তথা বৈকর্তনং কর্ণং বিভেদ সমরেহর্জুনঃ ॥২৪॥

ততঃ কর্ণস্ত রাধেয়শ্চিমধমা মহাবলঃ ।

শরৈরতীববিক্রান্তঃ পলায়নমথাকরোৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভূমিতি । ফাল্গুনোহর্জুনঃ ॥২০॥

ব্রাহ্মণ ইতি । পৌরন্দরে ঐশ্রে । নিষ্ঠিতঃ শিক্ষিতঃ, গুরোঃ শাসনাঙ্গপদেশাৎ ॥২১॥

স্থিত ইতি । নিজিতস্তরাহং পরাজিতঃ ॥২২॥

এবমিতি । পাণ্ডবোহর্জুনঃ । সন্দধে কর্ণ ইতি শেষঃ ॥২৩॥

দৃষ্টেতি । আশুগৈর্বাণৈঃ । বিভেদ বিব্যাধ ॥২৪॥

কর্ণ এইরূপ বলিলে, অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন—‘কর্ণ ! আমি ধনুর্বেদও নহি, প্রতাপশালী পরশুরামও নহি ॥২০॥

যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ! আমি সমস্ত অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ ; গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও ঐশ্র অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছি ॥২১॥

বীর ! আজ তোমাকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধে অবস্থান করিতেছি, তুমি স্থির হও ; অথবা বল যে, পরাজিত হইয়াছি, পরে ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাও’ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া অর্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করিলেন । তাহার পর কর্ণ অন্য ধনু লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য বাণ সন্ধান করিলেন ॥২৩॥

তাহা দেখিয়া অর্জুন বাণদ্বারা সে ধনুও ছেদন করিয়া যুদ্ধে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৪॥

(২১)...যুধাং শ্রেষ্ঠঃ...। (২২) কুত্রচিৎ বিতীরাঙ্কং নাতি ।

(২৩) ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে ।

পুনরায়ামুহূর্তেন গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ।
 ববর্ষ শরবর্ষাণি পার্থং বৈকর্তনস্তথা ॥২৬॥
 তানি বৈ শরজালানি কৌন্তুয়োহভ্যহনচ্ছরৈঃ ।
 জ্ঞাত্বা সর্বান্ শরান্ ঘোরান্ কর্ণেহিধাবদ্ভ্রুতং বহিঃ ।
 ব্রাহ্মং তেজস্তদাহজঘ্যং মন্থমানো মহারথঃ ॥২৭॥
 অপরস্মিন্ রণোদ্দেশে বীরৌ শল্যাব্রুকোদরৌ ।
 বলিনৌ যুদ্ধসম্পন্নৌ বিগয়া চ বলেন চ ॥২৮॥
 অগ্নোন্মাহবয়ন্তৌ তু মন্তাবিব মহাগজৌ ।
 মুষ্টিভিজ্জানুভিশ্চব নিম্নস্তাবিতরেতরম্ ॥২৯॥ (যুথকম)
 বিকর্ষণাকর্ষণাভ্যামভ্যাকর্ষনিকর্ষণৈঃ ।
 আচকর্ষতুরগ্নোন্মাহ মুষ্টিভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ।
 ততশ্চটচটাশব্দঃ স্রবোরঃ সমপগত ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দ্বিগং ধনুর্ধনু সঃ ॥২৬॥
 পুনরिति । পার্শ্বমর্জুনং প্রতি । বৈকর্তনঃ কর্ণঃ ॥২৬॥
 তানীতি । শরান্ ব্যর্থানিতি শেষঃ । অজঘ্যং জেতুমশক্যম্ । ঘটপাদমিদং পদ্যম্ ॥২৭॥
 অপরস্মিন্ । যুদ্ধং সম্পন্নৌ প্রাপ্তৌ । নিম্নকৌ প্রচরন্তৌ ॥২৮—২৯॥
 বিকর্ষণেতি । বিকর্ষণং পুত্রভৌ দূরে প্রেরণম্ আকর্ষণং সম্মুখে আনয়নং তাত্যাম্ ।
 ভারতভাবদীপঃ

যশস্বিন্যং প্রতিযুধ্যসে ॥১৮—২৭॥ বনোদ্দেশে রণদৃষ্টাং নিবাসস্থানে, “বনং নপুংসকং নীরে
 ধমু ছিন্ন ও অঙ্গ অভ্যস্ত বিদ্ধ হইলে, মহাবল কর্ণ পলায়ন করিলেন ॥২৫॥

তিনি মুহূর্তমধ্যে অশ্ব ধমু ও বাণ লইয়া পুনরায় যুদ্ধে আসিলেন এবং
 অর্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

তখন অর্জুন বাণদ্বারা কর্ণের সেই সকল বাণ প্রতিহত করিলেন । সেই
 সময়ে কর্ণ নিজের ভয়ঙ্কর বাণ সকল ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্ম তেজকে
 অজেয় মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

সমরাজ্যের অশ্ব স্থানে মহাবীর শল্য ও ভীম পরস্পর আহ্বান এবং মুষ্টি ও
 জাঘ দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিয়া দুইটা মন্ত হস্তীর স্তায় যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥২৮—২৯॥

(২৭) বৈশম্পায়ন উবাচ । এবযুদ্ধস্ত রাধেয়ৌ যুদ্ধাং কর্ণো জুবর্ভত । ব্রাহ্মং তেজ-
 তদাহজঘ্যং মন্থমানো মহারথঃ ॥ ইতি পার্থঃ কতিপরপুস্তকে । (২৮) অপরস্মিন্
 বনোদ্দেশে... । (৩০) অত্র বহব এব পাঠভেদা দৃষ্টতে ।

পাষণসম্পাতনিভৈঃ প্রহারৈরভিজয়তুঃ ।
 মুহূর্তং তৌ তদাহনোন্ম্যং সমরে পর্য্যকর্ষতাম্ ॥৩১॥
 ততো ভীমঃ সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং শল্যমাহবে ।
 অপাতয়ৎ কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণা জহস্তুদা ॥৩২॥
 তত্রাশ্চর্য্যং ভীমসেনশ্চকার পুরুষর্ষভঃ ।
 যচ্ছল্যং পাতিতং ভূমৌ নাবধীম্লিনং বলৌ ॥৩৩॥
 পাতিতে ভীমসেনেন শল্যে কর্ণে চ শঙ্কিতে ।
 শঙ্কিতাঃ সর্বরাজানঃ পরিবত্রস্বকৌদরম্ ॥৩৪॥
 উচুশ্চ সহিতাস্ত্রে সাধিবমৌ ব্রাহ্মণর্ষভৌ ।
 বিজ্ঞায়েতাং কজম্মানৌ কনিবাসৌ তথৈব চ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অত্যাकर्षো দক্ষিণে প্রেরণং নিকর্ষণক বামে প্রেরণং তৈঃ, তৎক্রিয়াবহুত্বাহবচনম্ । আচ-
 কর্ণভূমিগতি গুণ বার্থঃ । সমপদ্যত অজায়ত । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥
 পাষণেতি । প্রহারৈরশ্চপেটাঘাতাদিভিঃ । পর্য্যকর্ষতাং সমস্তাং কর্ষণং কৃতবন্তৌ ॥৩১॥
 তত ইতি । আহবে যুদ্ধে । জহস্তুঃ অগচ্ছজয়াৎ কৌতুকাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩২॥
 তত্রেতি । পাতিতম্ আঘাতনৈব নিক্ষিপ্তম্ ॥৩৩॥
 পাতিত ইতি । শঙ্কিতে অর্জুনাস্তীতে সতি । পরিবত্রঃ প্রহুং বেষ্টিতবস্ত্রঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবাসলয়কাননে" ইতি মেদিনী ॥২৮—২৯॥ প্রাকর্ষণং দূরে নোদনম্ । আকর্ষণম্ অর্বা-
 কর্ষণম্ । অত্যাकर्ষণমভিমুখ্যাকাশলনম্ । বিকর্ষণং তির্ধ্যাকপাতনম্ ॥৩০—৩১॥ সমুৎক্ষিপ্য

ভাঁহার সম্মুখে দূরে প্রেরণ, নিকটে আনয়ন, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রেরণ ও বাম
 পার্শ্বে প্রেরণ, এইরূপ পরস্পর কর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মুষ্টি দ্বারা আঘাত
 করিতে থাকিলেন ; তাহা হইতে 'চট্‌চট্‌' শব্দ হইতে লাগিল ॥৩০॥

ভাঁহার কিছুকাল পাষণপাততুল্য চপেটাঘাত দ্বারা পরস্পর প্রহার
 করিলেন, তৎপরে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পর, ভীম হস্তযুগল দ্বারা শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত
 করিলেন ; তখন ব্রাহ্মণেরা হাসিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

তখন বলবান্ ভীমসেন এইটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার করিলেন যে, বলবান্
 শল্যকে ভূপাতিত করিয়াও বধ করিলেন না ॥৩৩॥

ভীম শল্যকে পাতিত করিলেন এবং কর্ণও আশঙ্কিত থাকিলে, সকল
 রাজাই আশঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ভীমকে পরিবেষ্টন করিয়া
 দাঁড়াইলেন ॥৩৪॥

কো হি রাধাস্ততং কৰ্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে ।
 অন্ত্রে রামাদ্রোণাৰ্হা পাণ্ডবাৰ্হা কিরীটিনঃ ॥৩৬॥
 কৃষ্ণাৰ্হা দেবকীপুত্ৰাৎ কৃপাৰ্হাপি শরদ্ধতঃ ।
 কো বা দুৰ্য্যোধনঃ শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৭॥ (যুগাকম)
 তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্ ।
 বলদেবাদৃতে বীরাং পাণ্ডবাৰ্হা বৃকোদরাং ॥৩৮॥
 বীরাদুৰ্য্যোধনাৰ্হাহন্যঃ শক্তঃ পাতয়িতুং রণে ।
 ক্ৰিয়তামবহারোহস্মাদযুদ্ধাদব্রাহ্মণসংবৃত্তাং ॥৩৯॥ (যুগাকম)
 ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাপি নিত্যদা ।
 অথৈতানুপলভোহ পুনর্যোৎস্রাম হৃষ্টবৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

উদ্রিতি । সাধু কৃতবান্তো । ক জন্ম যন্তোত্তো । পরব্রাপোবম্ ॥৩৬॥
 ক ইতি । যোধয়িতুং আশ্রনা সহ যুদ্ধং কারয়িতুম্ । শরদ্ধতঃ পুত্ৰাং কৃপাৰ্হাপীত্যৰ্থঃ ।
 অন্ত্রেতি প্রথমাস্তমবয়ং মন্তব্যম্ ॥৩৬—৩৭॥
 তথৈতি । ঋতে বিনা । অবহারো নিবৃত্তিঃ । ব্রাহ্মণৈঃ সংবৃত্তাং পূৰ্ণাং ॥৩৮—৩৯॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । সাপরাধাপীতি বিসৰ্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিবার্থঃ । উপলভ্য পরিচিন্ত্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণাণ্ডকলদপাতরং ॥৩৬—৩৮॥ অৰ্হাণো যুদ্ধান্নিবৰ্ত্তনম্ ॥৩৯॥ সাপরাধা অপীতি সন্ধি-
 বার্থঃ । অথ অথবা কালান্তবে উপলভ্য ॥৪০॥ (পাঠান্তরে) সংযুগে তৎকৰ্ম্ম কৃষ্ণা কৃষ্ণীভূতাবিতি
 সকলে মিলিয়া তখন বলিলেন—‘এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুই জন বিশেষ প্রশংসার
 কার্য্য করিয়াছেন ; এখন আমরা ইহা জানিতে চাই যে, ইহাদের কোথায়
 জন্ম এবং কোথায়ই বা নিবাস ? ॥৩৭॥

পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য এবং অৰ্জুন ব্যতীত অন্য কোন্
 ব্যক্তি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা দুৰ্য্যোধনের
 সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় ? ॥৩৬—৩৭॥

এবং মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন ও মহাবীর দুৰ্য্যোধন ব্যতীত অন্য
 কোন্ লোক বীরশ্রেষ্ঠ মজরাজ শল্যকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিতে পারে ; অতএব
 ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥৩৮—৩৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের
 সৰ্ব্বদা কর্তব্য । তাঁর পর, ইহাদের পরিচয় লইয়া আনন্দিত হইয়া পুনরায়
 আমরা যুদ্ধ করিব’ ॥৪০॥

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ অসম্বন্ধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎ—‘ভাংস্তথাবাদিনঃ সৰ্গান্ প্রসমীক্য
 দ্বিতীধরান্ । অথাত্মানু পুংস্বাংসাপি কৃষ্ণা তৎকৰ্ম্ম সংযুগে ॥’

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তৎ কৰ্ম ভীমস্ত সমীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কুন্তীহৃতৌ তৌ পরিশঙ্কমানঃ ।

নিবারয়ামাস মহীপতীংস্তান্ ধৰ্ম্মেণ লক্কেত্যনুনীয় সৰ্বান্ ॥৪১॥

এবং তে বিনিবৃত্তাস্ত যুদ্ধাদযুদ্ধবিশারদাঃ ।

যথাবাসং যযুঃ সৰ্বে বিস্মিতা রাজসন্তমাঃ ॥৪২॥

বৃত্তো ব্রহ্মোত্তরো বঙ্গঃ পাঞ্চালী ব্রাহ্মণৈরুৰ্বিতা ।

ইতি ক্রবন্তঃ প্রযযুর্থে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণৈস্ত প্রতিচ্ছন্নৌ রৌরবাজিনবাসিভিঃ ।

কুচ্ছেন জগ্মতুস্তৌ তু ভীমসেনধনঞ্জয়ো ॥৪৪॥

বিমুক্তৌ জনসংবাধাচ্ছত্রভিরপরিক্র্তৌ ।

কৃষ্ণয়ানুগতো তত্র নবীরৌ তৌ বিরজজুঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । পরিশঙ্কমানঃ সম্ভাবয়ন্ । লক্ষা জ্যোপদীতি শেষঃ ॥৪১॥

এবমিতি । আবাসং স্বস্বরাজধানীমনতিক্রম্যতি যথাবাসম্ ॥৪২॥

বৃত্ত ইতি । ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা এব উত্তরাঃ প্রধানা যস্মিন্ সঃ । বৃত্তো নিষ্পন্নঃ ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণৈরिति । প্রতিচ্ছন্নৌ আবৃত্তৌ । রৌরবাজিনবাসিভিমুগচৰ্ম্মপরিধারিভিঃ ॥৪৪॥

বিমুক্তাবিতি । কৃষ্ণয়া জ্যোপদয়া । তৌ ভীমার্জুনৌ । যনৈর্দেহৈঃ । মাতা কুন্তী ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই কার্য্য দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কুন্তীপুত্র মনে করিয়া, সেই সকল রাজাকে এই বলিয়া অমুনয় করিয়া বারণ করিলেন যে, ‘ইনি ধৰ্ম্ম অঘসারেই জ্যোপদীকে লাভ করিয়াছেন’ ॥৪১॥

এই ভাবে যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাজা বিস্মিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি পাইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪২॥

আর, অস্ত্র যে সকল লোক সেখানে আসিয়াছিল, তাহারাও এইরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, ‘ব্রাহ্মণপ্রধান স্বয়ংবর সম্পন্ন হইল, জ্যোপদীকেও ব্রাহ্মণেরাই পাইলেন’ ॥৪৩॥

এবং যুগচৰ্ম্মধারী ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত ভীম ও অৰ্জুন তাঁহাদের মধ্য হইতে কষ্টেই বাহির হইয়া গেলেন ॥৪৪॥

শক্রগণকর্ষক অপরিষ্কৃতদেহ মনুয্যবীর ভীম ও অৰ্জুন জ্যোপদীর সহিত সেই জনসংঘ হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ণিমা তিথিতে মেঘমুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্বায়

(৪৫)...শক্রভিঃ পরিবিষ্কর্তৌ... ।

কো হি রাধাস্ততং কৰ্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে ।
 অন্ত্রে রামাদ্রোণাৰ্দ্ধা পাণ্ডবাৰ্দ্ধা কিরীটিনঃ ॥৩৬॥
 কৃষ্ণাৰ্দ্ধা দেবকীপুত্ৰাৎ কৃপাৰ্দ্ধাপি শরদ্ধতঃ ।
 কো বা দুৰ্য্যোধনঃ শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৭॥ (যুগাক্ষম)
 তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্ ।
 বলদেবাদৃতে বীরাং পাণ্ডবাৰ্দ্ধা বৃকোদরাং ॥৩৮॥
 বীরাদুৰ্য্যোধনাৰ্দ্ধাহন্যঃ শক্তঃ পাতয়িতুং রণে ।
 ক্ৰিয়তামবহারোহস্মাদযুদ্ধাদব্রাহ্মণসংবৃত্তাং ॥৩৯॥ (যুগাক্ষম)
 ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাপি নিত্যদা ।
 অথৈতানুপলভোহ পুনর্যোঃস্ম্যাম হৃষ্টবৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

উদ্রিতি । সাধু কৃতবান্তো । ক জন্ম যন্তোত্তো । পরব্রাপোবম্ ॥৩৬॥
 ক ইতি । যোধয়িতুং আশ্রনা সহ যুদ্ধং কারয়িতুম্ । শরদ্ধতঃ পুত্ৰাং কৃপাৰ্দ্ধাপীত্যর্থঃ ।
 অন্ত্রেতি প্রথমাস্তমবয়ং মন্তব্যম্ ॥৩৬—৩৭॥
 তথৈতি । ঋতে বিনা । অবহারো নিবৃত্তিঃ । ব্রাহ্মণৈঃ সংবৃত্তাং পূৰ্ণাং ॥৩৮—৩৯॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । সাপরাধাপীতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিবার্থঃ । উপলভ্য পরিচিভ্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণাণ্ডকলদপাতরং ॥৩৬—৩৮॥ অৰ্দ্ধাৰ্দ্ধো যুদ্ধান্নিবৰ্ত্তনম্ ॥৩৯॥ সাপরাধা অপীতি সন্ধি-
 বার্থঃ । অথ অথবা কালান্তবে উপলভ্য ॥৪০॥ (পাঠান্তরে) সংযুগে তৎকৰ্ম্ম কৃষ্ণা কৃষ্ণীভূতাবিভি
 সকলে মিলিয়া তখন বলিলেন—‘এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুই জন বিশেষ প্রশংসার
 কার্য্য করিয়াছেন ; এখন আমরা ইহা জানিতে চাই যে, ইহাদের কোথায়
 জন্ম এবং কোথায়ই বা নিবাস ? ॥৩৭॥

পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য এবং অৰ্জুন ব্যতীত অন্য কোন্
 ব্যক্তি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা দুৰ্য্যোধনের
 সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় ? ॥৩৬—৩৭॥

এবং মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন ও মহাবীর দুৰ্য্যোধন ব্যতীত অন্য
 কোন্ লোক বীরশ্রেষ্ঠ মজরাজ শল্যকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিতে পারে ; অতএব
 ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥৩৮—৩৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের
 সৰ্ব্বদা কর্তব্য । তাঁর পর, ইহাদের পরিচয় লইয়া আনন্দিভ হইয়া পুনরায়
 আমরা যুদ্ধ করিব’ ॥৪০॥

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ অসম্বন্ধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎ—‘ভাংস্তথাবাদিনঃ সৰ্বান্ প্রসমীক্য
 ক্ষিতীধরান্ । অবাঞ্ছান্ পুত্রবাংস্তাপি কৃষ্ণা তৎকৰ্ম্ম সংযুগে ॥’

চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ণশালাং পার্থো পৃথাং প্রাপ্য মহামুভাবো ।
তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতো ভিক্ষেতাথাবেদয়তাং নরাণ্যো ॥১॥
কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রো প্রোবাচ ভুক্ত্তেতি সমেত্য সৰ্বে ।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কঠং যয়া ভাষিতমিত্যুবাচ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । পৃথা কুন্তী । মহতি অবসিতপ্রায়ে । ঘটনৈর্ঘেঃ । ব্রাহ্মণানাং কৃষ্ণগ-
চ্ছায়ুতচ্ছাদনসামুদ্রম্ । জিহ্বরজ্জুনঃ । ভার্গবো নাম কুন্তকারন্ত ভেদ্য ॥১১—১০॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অষ্টমঃপরে ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—:—

গচ্ছতি । ভার্গবো নাম কুন্তকার ইতি প্রাগেবোক্তং তন্ত কৰ্ম্মশালাং ভূতপূৰ্ব্বকৰ্ম্মগৃহম্ ।
এতেন তন্ত্রাং শালায়ামেব ভেষাং বাস আসীদিতি বোধ্যম্ । পার্থো ভীষ্মার্জুনৌ । পরম-
প্রতীতো দ্রোণনীলাভাদত্যন্তানন্মিতো । ভিক্ষা যাতরিয়ং ভিক্ষা আনীতা ইতি আবে-
দয়তাং যাজ্ঞপন্নতাম্ । প্রতিদিনং যথা তদ্বদিতি ভাবঃ । কোতুর্কেন নরোক্তিক্রপদ্বান্নাভ
মিথোক্তিদোষঃ “ন নর্যযুক্তং বচনং হিনতি” ইতি প্রাপ্তভুত্বাৎ ॥১॥

কুটীতি । কুটীগতা কুটীবাভ্যন্তরস্থিতা । সমেত্য মিলিত্বা । কৃষ্ণাং দ্রোণদীম্ । কঠং
কঠজনকং বাক্যম্, একস্তাঃ স্ত্রিয়া বহভিঃ পুরুষৈর্ভোগানোচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছতি উপস্থিতে সতি ॥১১—১০॥ ভার্গববেদ্য কুলালগৃহম্ ॥১০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন মহাপ্রভাবশালী মনুজ্জ্যেষ্ঠ ভীষ্ম ও অৰ্জুন সেই
কুন্তকারের কৰ্ম্মশালায় যাইয়া, কুন্তীকে লক্ষ্য করিয়া, আনন্দিতচিত্তে দ্রোণদীর
বিষয় জানাইলেন যে, ‘মা ! ভিক্ষা আনিয়াছি’ ১০।

কিন্তু কুন্তী শরের ভিতরে ছিলেন বলিয়া ভীষ্মার্জুনকে না দেখিয়াই বলিয়া
ফেলিলেন যে, ‘তোমরা সকলে মিলিয়াই উহা ভোগ কর’। পরে, তিনি
দ্রোণদীকে দেখিয়া বলিলেন যে, ‘হায় ! আমি বড়ই কঠোর কথা বলিয়া
ফেলিয়াছি !’ ১১॥

সাহস্ৰমুখীতা পরিচিস্তয়ন্তী তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রভীতাম্ ।

পাণৌ গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচ চৈদম্ ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ ।

ইয়ন্তু কন্যা ক্রন্দদন্ত রাজন্তবানুজাভ্যাং ময়ি সন্নিহতা ।

যথোচিতং পুত্র ! ময়্যপি চোক্তং সমেত্য ভুঙ্ক্তেতি নৃপ ! প্রমাদাৎ ॥৪॥

এতৎ কথং নানৃতমুক্তমগ্ন ময়া ভবেদক্ৰোহি যদত্র যুক্তম্ ।

পাঞ্চালরাজস্য স্ত্রীমধর্শ্ণা ন চোপবর্তেত ন বিভ্রমেচ্চ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স এবমুক্তো মতিবান্ নুবীরো মাত্রা মুহূর্তন্তু বিচিস্ত্য রাজা ।

কুন্তীং সমাস্থ্য কুরুপ্রবীরো ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । অধর্শ্ণাং দ্রোপতা বহুপুরুষভোগনিবন্ধনপাপাতীতা । পরমপ্রভীতম্ উপযুক্তপতি-
লাভাদত্যস্তপ্রীতাম্ । এতেন যুধিষ্ঠিরনকুলসহদেবা যুদ্ধাবসানং নিশম্য ভীমাঙ্জুনাগমনাং
প্রাগেব কুন্তকারভবনমাগতা ইত্যপি বোদ্ধব্যম্ ॥৩॥

ইয়মিতি । সন্নিহতা সমর্পিতা । যথোচিতং ভিক্ষাচ্ছোনাবেদনাং ॥৪॥

এতদिति । অনৃতং মিথ্যা । ন চোপবর্তেত ন চাক্রমেণ, ন বিভ্রমেচ্চ তেনাধর্শ্ণেণ
নরকাদৌ ন বিচরেচ্চ, সা পাঞ্চালরাজস্তুতেতি শেষঃ ॥৫॥

স ইতি । রাজ্যেতি যোগ্যতামাপ্তিভ্যোকৃতম্, পাণ্ডোরনন্তরং তন্তৈব রাজত্বযোগ্যত্বাৎ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছতি ॥১—২॥ অধর্শ্ণা বহুভর্তৃতাক্রপাঃ তন্মাতীতা ॥৩—৪॥ অধর্শ্ণা বহুভর্তৃতাক্রপঃ,

তাহার পর, কুন্তী দ্রোপদীর অধর্শ্ণের ভয়ে ভীত হইয়া, চিন্তা করিতে
থাকিয়া, দ্রোপদীর হস্তধারণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে
এই কথা বলিলেন ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—‘পুত্র ! তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ভীষ্ম ও অর্জুন এই
ক্রন্দরাজার কন্যাটিকে আমার নিকট ভিক্ষা বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল ; তখন
আমিও অনবধানতাবশতঃ ভিক্ষা মনে করিয়া তাহার উপযুক্ত কথাই বলিয়া
ফেলিয়াছি যে, ‘তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর’ ॥৪॥

আমার এই কথা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে ; এবিষয়ে বাহা সঙ্গত
হয়, যাহাতে হইবার পাপ না হয় এবং সেই পাপে ইনি নরকে না যান, সেইরূপ
উপায় বল’ ॥৫॥

(৫) ময়া কথং নানৃতমুক্তমগ্ন ভবেৎ কুরুণাম্ভবত ! ব্রবীহি....

ত্বয়া জিতা ফাল্গুন ! যাত্ৰসেনী ত্বযেব শোভিষ্যতি রাজপুত্রী ।

প্রজ্বাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ ! গৃহাণ পাণিং বিধিবদ্ধমস্তাঃ ॥৭॥

অৰ্জুন উবাচ ।

মা মাং নরেন্দ্র ! ত্বমধৰ্ম্মভাজং কুথা ন ধৰ্ম্মোহয়মশিক্ষদৃষ্টং ।

ভবান্ নিবেশ্যং প্রথমং ততোহয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ॥৮॥

অহং ততো নকুলোহনন্তরং মে পশ্চাদয়ং সহদেবন্তরস্বী ।

বৃকোদরোহহং যমৌ চ রাজন্ ! ইয়ঞ্চ কথ্য ভবতো নিযোজ্যাঃ ॥৯॥

এবং গতে যৎ করণীয়মত্র ধৰ্ম্ম্যং যশস্তং কুরু তদ্বিচিন্ত্য ।

পাঞ্চালরাজস্ত হিতঞ্চ যৎ স্ম্যৎ প্রশাদি সৰ্ব্বে স্ম বশে স্থিতান্তে ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্মরতি । অমিত্রান্ শত্রুন্ সহত ইতি অমিত্রসাহঃ কৰ্ম্মণ্যাণি সম্বোধনম্ ॥৭॥

মেতি । অয়ং ন ধৰ্ম্মঃ, অপি ত্বয়ং ব্যবহারঃ অপিষ্টেয়ু রেজাদিধেব দৃষ্টঃ ; “জ্যেষ্ঠেহনি-
বিষ্টে কনৌমান্ নির্বিশন্ পরিবেষ্টা ভবতি” ইত্যাদিস্মৃতেরিত্যি ভাবঃ । নিবেশ্তঃ পরিণয়-
সম্পাদনেন গার্হস্থ্যধৰ্ম্মে গুরুভিঃ প্রবেশনীয়ঃ, জ্যেষ্ঠত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

অহমিতি । তরস্বী বলবান্ । নিযোজ্যা আদেশস্তাঃ । অতঃ কৰ্ত্তব্যমাদিশেতি ভাবঃ ॥৯॥

এবমিতি । গতে স্থিতে । প্রশাদি উপদিশ । স্মেতি পাদপূরণে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

বিজ্রমেচ্চ তেন অধৰ্ম্মেণ তিথ্যগ্ যোনৌ পুনঃপুনঃ বিশেষেণ জন্মেৎ ॥৫—৭॥ ন ধৰ্ম্মোহয়ং দৃষ্টঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ বৃথিষ্টির একটুকাল
চিন্তা করিয়া এবং কুন্তীকে আশ্বস্ত করিয়া অৰ্জুনকে এই কথা বলিলেন—॥৬॥

‘অৰ্জুন ! তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছ ; সুতরাং এই রাজকন্যা
তোমাতেই শোভা পাইবেন । অতএব তুমি অগ্নি প্রজ্জালিত কর এবং যথা-
বিধানে তুমিই ইহার পাণি গ্রহণ কর’ ॥৭॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনি আমাকে অধৰ্ম্মভাগী করিবেন না,
ইহা ধৰ্ম্ম নহে, একরূপ ব্যবহার অশিষ্ট জনেই দেখা যায় । প্রথমে আপনি বিবাহ
করিবেন, তৎপরে ভীম বিবাহ করিবে ॥৮॥

তাহার পরে আমি, তৎপরে নকুল এবং তাহার পরে সহদেব বিবাহ
করিবে । ভীম, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই কন্যা, আমরা সকলেই
আপনার আজ্ঞাবহ ॥৯॥

এইরূপ হইলে, এবিষয়ে যাহা ধৰ্ম্মসঙ্গত ও যশের কারণ বলিয়া কৰ্ত্তব্য হয়,
আপনি চিন্তা করিয়া তাহাই করুন, আর যাহা পাঞ্চালরাজের হিত হয়, সে
বিষয়ে উপদেশ দিন, আমরা সকলেই আপনার বশে রহিয়াছি’ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জিহ্বোৰ্বচনমাজ্জায় ভক্তিস্নেহসমস্মিতম্ ।

দৃষ্টিং নিবেশয়ামাহুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥

দৃষ্ট্বা তে তত্র পশুন্তীং সৰ্বে কৃষ্ণং যশস্বিনীম্ ।

সম্প্ৰেক্ষ্যাত্মোত্তমাসীনা হৃদয়েস্তামধারয়ন্ ॥১২॥

তেষাস্ত দ্রোপদীং দৃষ্ট্বা সৰ্বেষামমিতৌজসাম্ ।

সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাতুৱাসৌম্যনোভবঃ ॥১৩॥

কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্ৰা বিহিতং স্বয়ম্ ।

বভূবধিকমগ্ৰাভ্যঃ সৰ্বভূতমনোহরম্ ॥১৪॥

তেষামাকারভাবজঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

দ্বৈপায়নবচঃ কৃৎস্নং সম্ভার মনুজর্ঘভঃ ॥১৫॥

অত্রবৌং স হি তান্ ভ্রাতৃন্ মিথো ভেদভয়াম্ পঃ ।

সৰ্বেষাং দ্রোপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

জিহ্বোরিতি । দৃষ্টিং নিবেশয়ামাহুঃ, তদন্তীজ্ঞানেন তদভিপ্ৰায়জ্ঞানার্থম্ ॥১১॥

দৃষ্টেতি । পশুন্তীং সৰ্বানেষ পাণ্ডবানিতি শেবঃ । অধারয়ন্ পত্নীং ॥১২॥

তেষামিতি । সম্প্রমথ্য বিজিত্য মনোভবঃ কামঃ ॥১৩॥

কাম্যমিতি । কাম্যং সৰ্বপুরুষবাহুনীয়ম্ । অগ্ৰাভ্যঃ গ্ৰীভাঃ ॥১৪॥

তেষামিতি । তেষাং ভ্রাতৃণাম্, আকারং ভজ্যং ভাবমভিপ্ৰায়ঞ্চ জ্ঞানাতীতি সঃ ।

দ্বৈপায়নবচঃ দ্বিষষ্ট্যাধিকশততমাধ্যায়োক্তং ব্যাসবচনম্ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন পাণ্ডবগণ অৰ্জুনের কথাগুলিকে ভক্তি ও স্নেহযুক্ত বুঝিয়া দ্রোপদীর উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১১॥

তখন দ্রোপদী সমস্ত পাণ্ডবকেই দেখিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাহার সকলেই পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া দ্রোপদীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥১২॥

তখন দ্রোপদীকে দেখার পর, তাহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া প্রবল কামবেগ উপস্থিত হইল ॥১৩॥

কারণ, স্বয়ং বিধাতাই দ্রোপদীর রূপটিকে সমস্ত পুরুষেরই স্পৃহণীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহাতেই সেইরূপ অগাধ ত্রী হইতে অধিক এবং সকলেরই মনোহর ছিল ॥১৪॥

মমুগ্ধশ্ৰেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ভীমপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের তৃপ্তি ও অভিপ্রায় বুঝিয়া বেদ-ব্যাসের সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিলেন ॥১৫॥

(১৬) ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিং ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতৃর্ষচত্বং প্রসমীক্ষ্য সৰ্বে জ্যেষ্ঠস্ত পাণ্ডোন্তনয়ানুদানীম্ ।
 তমেবার্থং ধায়মানা মনোভিঃ সৰ্বে চ তে তস্মুরদীনসস্তাঃ ॥১৭॥
 বৃষ্ণিপ্রবীরস্ত কুরুপ্রবীরান্ আশংসমানঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।
 জগাম তাং ভার্গবকৰ্ম্মশালাং যত্রাসতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৮॥
 তত্রোপবিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং দদর্শ কৃষ্ণঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।
 অজ্ঞাতশত্রুং পরিবাগ্য ত্যাশ্চাপূৰ্ণোপবিষ্টান্ জলনপ্রকাশান্ ॥১৯॥
 ততোহব্রবীদায়দেবোহভিগমা কুন্তীসুতং ধম্মভূতাং বরিশ্ঠম্ ।
 কৃণোহহমস্ম্যীতি নিপীড্য পাদৌ যুধিষ্ঠিরস্বাজমীঢ়স্ত রাজ্ঞঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অববীদিতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । মিথোভেদভয়াৎ পবম্পরৈকতাভজ্ঞভয়াৎ ॥১৬॥
 ভ্রাতৃরिति । প্রসমীক্ষ্য পর্যালোচ্য । অদীনসস্তা অক্ষুদ্রাধাবসাসাঃ ॥১৭॥
 বৃষ্ণাতি । বৃষ্ণিপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ । আশংসমানঃ সম্ভাবয়ন্ । রৌহিণেয়েন বলরামেণ
 সহতি সহরৌহিণেয়ঃ । আসতে তিষ্ঠন্তি, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
 তজ্জ্যেতি । অজ্ঞাতশত্রুং যুধিষ্ঠিরম্ । তান্ ভীমানান্ । জলনপ্রকাশান্ অগ্নিহ্যতীন ॥১৯॥
 তত ইতি । নিপীড্য প্রণামায় ধৃষ্টা । আশ্রয়ীঢ়স্ত অশ্রয়ীঢ়কুলোৎপন্নস্ত ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

অয়ং কঃ যঃ যান্ ভবান্ অশিষ্টে শাসিতবান্, নিবেশ্তঃ বিবাহঃ ॥৮---১৫॥ ভেদভয়ং যন্ত

তাহার পর তিনি পরস্পর ভেদের ভয়ে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—‘কল্যাণী
 দ্রোপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন’ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা
 পর্যালোচনা করিয়া, মনে মনে সেই বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া অবস্থান
 করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

এই সময়ে কৃষ্ণ সেই পাঁচটি পুরুষকে পঞ্চ পাণ্ডব মনে করিয়া বলরামের
 সহিত কুন্তিকারের সেই কৰ্ম্মশালায় আসিলেন, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান
 করিতেছিলেন ॥১৮॥

কৃষ্ণ বলরামের সহিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন—স্থূল ও দীর্ঘবাহু
 যুধিষ্ঠির বসিয়া আছেন, আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী
 ভীম প্রভৃতি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া
 বলিলেন—‘আমি কৃষ্ণ’ ॥২০॥

তথৈব তস্তাপ্যনু রৌহিণ্যেস্তৌ চাপি হৃষ্টাঃ কুরবোহভ্যনন্দন ।
 পিতৃষশ্চাপি যদুপ্রবীরাবগৃহতাং ভারতমুখ্য ! পাদৌ ॥২১॥
 অজাতশত্রুশ্চ কুরুপ্রবীরঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিলোকা ।
 কথং বয়ং বাসুদেব ! ভুয়েহ গৃঢ়া বসন্তো বিদিতাশ্চ সর্বে ॥২২॥
 তমব্রবীষাসুদেবঃ প্রহস্তু গৃঢ়োহপ্যগ্নিজ্জায়ত এব রাজন্ ! ।
 তং বিক্রমং পাণ্ডবেয়ানতীত্য কোহন্যঃ কৰ্ত্তা বিগৃতে মানু্ষেষু ॥২৩॥
 দিক্য্য সর্বে পাবকান্বিপ্রমুক্তা যুয়ং ধোরাৎ পাণ্ডবাঃ শত্রুসাহাঃ ।
 দিক্য্য পাপো ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রঃ সহামাত্যো ন সকাঃমোহভবিষ্যৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তথৈতি । অহু পশ্যাৎ, রৌহিণ্যে বলামোহপি, তথৈব কুরুবদেব, তস্য যুষ্টিস্তে ।
 পাদৌ নিশীতা রামোহসীতাববীদিত্যর্থঃ । হৃষ্টাঃ কুরবো যুষ্টিরাদয়শ্চাপি নো বাহকৃষ্ণৌ,
 অভ্যনন্দন যথাযোগ্যম্ আশীঃপ্রণামাভ্যামদৃতবন্তঃ । যদুপ্রবীরা বাহকৃষ্ণৌ পিতৃষশ্চ
 কুন্ত্যশ্চাপি পাদৌ অগৃহতাম্ ॥২১॥

অজাতৈতি । অজাতশত্রুযুষ্টিদ্বিরঃ । গৃঢ়া গুপ্তা অপি বিদিতা ই ন্যাপি পপ্রচ্ছ ॥২২॥

তমিতি । তং লক্ষ্যভেদাদিরূপম্ । অতীত্য বিনেত্যাঃ । কাৰ্ত্ত্বি ভুংগ্রহায়ঃ ॥২৩॥

দিক্য্যৈতি । দিক্য্য ভাগ্যেন । শত্রুসাহাঃ শত্রুবেগসহনযোগ্যাঃ । অতঃকালোদভুৎ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্রৌপদী তসোত্তরে শত্রবঃ স্মরিতি ভেদঃ । ১৬—১৭। 'রৌহিণ্যে' বলবদেবঃ ॥১৮—২০।

তাহার পর, বলরামও কৃষ্ণবই মত যুষ্টিরের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন—
 'আমি বলরাম'। তখন পাণ্ডবেরাও আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য
 আদর করিলেন। তৎপরে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষশ্চ কুন্তীদেবীরও চরণ ধারণ
 করিলেন ॥২১॥

তদনন্তর যুষ্টির কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা
 করিলেন এবং বলিলেন 'কৃষ্ণ! আমরা সকলেই এখানে গুপ্তভাবে বাস
 করিতেছি, তুমি কি করিয়া জানিলে' ॥২২॥

তখন কৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন মহারাজ! অগ্নি গুপ্তভাবে থাকিলেও
 জানা যায়। পাণ্ডব ব্যতীত মানুষের মধ্যে অথ কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ বিক্রম
 প্রকাশ করিতে পারে? ॥২৩॥

শত্রুগণের বেগ সহকারী আপনারা সকলেই ভাগ্যবশতঃ সেই অগ্নি
 হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; আর ভাগ্যবশতই পাশাপাশি হর্ষোদন মন্ত্রীদের
 সহিত সফলকাম হয় নাই ॥২৪॥

ভদ্রং বোহস্ত নিহিতং যদগুহায়াং বিবর্দ্ধধং জ্বলনা ইবৈধমানাঃ ।
 মা বো বিদ্যাঃ পাণ্ডবাঃ কেচিদেব যাস্তাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ ।
 সোহনুজ্ঞাতঃ পাণ্ডবেনাব্যয়শ্চীঃ প্রায়াচ্ছায়াং বলদেবেন সার্কম্ ॥২৫॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
 বৈবাহিকে রামকৃষ্ণগমনে চতুর্বীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:—

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত পাঞ্চাল্যঃ পৃষ্ঠতঃ কুরুনন্দনো ।

অঙ্গগচ্ছতদা যাস্তৌ ভার্গবস্ত নিবেশনে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রমিতি । গুহায়াং অন্ধমন্তঃকরণে । জ্বলনা বহুয়ঃ, এধমানাঃ কাঠৈর্বর্দ্ধমানাঃ । বো
 যুমান্, বিদ্যাঃ পাণ্ডবতয়া জানীয়ঃ । জ্ঞানার্থকাহিদেব্ধং অর্ঘ্যঃ । অব্যয়শ্চীঃ অবিনশ্বরলক্ষীকঃ,
 স কৃষ্ণঃ । পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ । যত্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসনিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
 চীকায়ং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে চতুর্বীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—০—

পূৰ্ণং বৃত্তান্তমাহ ধৃষ্টেতি । তদা যুদ্ধজয়াং পঃম, পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ ।

ভারতভাবদীপঃ

শক্রসাহাঃ শত্রুবেগস্য সোঢাবঃ ॥২৪॥ যৎ ভদ্রং গুহায়াং বুদ্ধৌ বো নিহিতং তৎ বোহস্ত ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্বীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৪॥

—০—

আমাদের মনে যেরূপ রহিয়াছে, আপনাদের সেইরূপ মঙ্গল ইউক ;
 বর্দ্ধমান অগ্নিব মত আপনারা বৃদ্ধি লাভ করুন এবং কোন রাজাই যেন
 আপনাদিগকে জানিতে পারেন না । আমরা এখনই শিবিরে যাইব । তাহার
 পর, অক্ষয়লক্ষ্মী কৃষ্ণ বলরামের সহিত যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সশর চলিয়া
 গেলেন ॥২৫॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যখন সেই

* ‘...উনবত্যধিকঃ...’, ‘...একবত্যধিকঃ...’, ‘...তিনবত্যধিকঃ...’, ‘...ষড়ধিক-
 দ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ । (১)---ভার্গবস্ত নিবেশনম্ ।

সোহজ্জায়মানঃ পুরুষানবধায় সমন্ততঃ ।

অয়মারামিলীনোহভূত্ভাগবন্ত নিবেশনে ॥২॥

সায়ঞ্চ ভীমস্ত রিপুগ্রমাখী জিহ্বুর্গমৌ চাপি মহানুভাবৌ ।

ভৈক্ষাং চরিত্বা তু যুধিষ্ঠিরায় নিবেদয়াঞ্চকুরদীনসত্বাঃ ॥৩॥

ততস্ত কুন্তী দ্রুপদাত্মজাং তামুবাচ কালে বচনং বদাত্মা ।

ইমগ্রমাদায় কুরুষ ভদ্রে ! বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্ ॥৪॥

যে চাম্মিচ্ছন্তি দদস তেভাঃ পরিশ্রিতা যে পরিতো মনুষ্যাঃ ।

ততশ্চ শেষং প্রবিভজ্য শীত্ৰম্ অর্দ্ধং চতুর্ধা মম চাত্মনশ্চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ভার্গবস্ত কুম্ভকারস্ত, নিবেশনে ভবনে, যাত্তৌ গচ্ছন্তৌ, কুরনন্দনৌ ভীমাজ্জুনৌ, পৃষ্ঠতঃ, অঙ্গগচ্ছৎ গুপ্তভাবেন সহাগচ্ছৎ, তয়োঃ পবিচয়লাভার্থমিতি ভাবঃ । ১॥

স ইতি । ভীমাজ্জুনাত্মজায়মানঃ স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, সমন্ততঃ কুম্ভকারভবনস্ত সর্বাসু দিকু, পুরুষান্ অসংহতান্ অবধায় তয়োঃ কার্যাপর্ণ্যাবেক্ষণার্থঃ সংস্থাপ্য, ভার্গবস্ত নিবেশনে, অয়ম্, আবাব্ তয়োঃ সমীপ এব, নিলীনঃ প্রচ্ছন্নোহিভূৎ ॥২॥

সায়মিতি । জিহ্বুবজ্জুনঃ । যমৌ নকুলসহদেবৌ । অদীনসত্বা অনজ্ঞাপ্রবসায়ঃ ॥৩॥
তত ইতি । কালে আত্মনা পাক্যং পরম । অগ্রম্ অগ্রাগ্রভাগম্ । বলিঞ্চ দেবোপ-
হারম্ ॥৪॥

য ইতি । পরিশ্রিতা ভোজনার্থমবস্থিতাঃ । পরিতঃ সমন্তাৎ । শেষমবশিষ্টময়ম্
প্রথমমর্দ্ধং প্রবিভজ্যা ত্রয়োবেকমর্দ্ধঞ্চ চতুর্ধা চতুর্ভাগম্, মমার্থে একভাগম্, আত্মনোহর্ধং

ভারতভাবদীপঃ

ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি ॥১॥ সঃ অজ্জায়মানঃ পাণ্ডুবৈবিত্তরৈশ্চ আবাব্ সমীপে ॥২--৩॥ অগ্রং
প্রথমমাদায় বলিঞ্চ কুরুদ ভিক্ষাং দেহি ॥৪॥ পরিশ্রিতাঃ অল্পে অন্নাপজীবিনঃ, চতুর্ধা মম
কুম্ভকারের বাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁহাদের পিছনে
পিছনে গিয়াছিলেন ॥১॥

তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যাইয়া, সেই বাড়ীর সকল দিকে লোক রাখিয়া,
নিজে নিকটে কোন স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন ॥২॥

তাহার পর, শত্রুহস্তা ভীম ও অজ্জুন এবং উদারচেতা নকুল ও সহদেব
এই অধাবসায়ী চারি ভ্রাতা সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া আসিয়া সেই ভিক্ষার
সকল যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥৩॥

তৎপরে উদারমতাবা কুন্তীদেবী তাহা পাক করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—
‘ভদ্রে ! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে উপহার এবং ব্রাহ্মণদিগকে
ভিক্ষা দাও ॥৪॥

অর্দ্ধস্থ ভীমায় চ দেহি ভদ্রে ! য এষ নাগর্ষভতুল্যরূপঃ ।
 গৌরো যুবা সংহননোপপন্ন এষো হি বৌরো বলভূক্ সদৈব ॥৬॥ (যুথকম্)
 সা হৃষ্টরূপেব তু রাজপুত্রৌ তস্তাঃ বচঃ সাধু বিশ্বক্ৰমানা ।
 যথাবদ্রুতং প্রচকার সাধ্বী তে চাপি সর্বে বুভুজুস্তদমম ॥৭॥
 কুশৈশ্চ ভ্রমৌ শয়নঞ্চকার মাদ্রৌপুত্রঃ সহদেবস্তরস্বী ।
 অথান্নকায়ান্জিনানি সর্বে সংস্কার্য বৌরাঃ স্নমুপুর্ধরণ্যাম্ ॥৮॥
 অগন্ত্যকান্তামভিতো দিশস্ত শিরাংসি তেষাং কুরুসত্তমানাম্ ।
 কুন্তী পুরস্তাভু বভূব তেষাং পাদান্তরে চাথ বভূব কৃষা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চৈকভাগং সমুদায়েন বৃদ্ধা প্রবিভজ্যাত্যর্থঃ । নাগর্ষভতুল্যরূপো হস্তিশ্রেষ্ঠসমানাকৃতিঃ ।
 সংহননোপপন্নো বিশালশরীবম্ ॥৫—৬॥

সেতি । সা দ্রৌপদী রাজপুত্র্যপি হৃষ্টরূপেব, ন পুনস্তাদৃশাদেশেন বিষয়রূপেত্যর্থঃ ।
 এতেন তস্তা অতিমহত্ত্বং স্মৃতিতম্, বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাসি ত এব
 ধীরাঃ” হৃতি জায়াৎ । সাধু বিশ্বক্ৰমানা পতিপরিচর্যাদিবিস্ময়কত্বাৎ সহদেব তর্কয়ন্তী ।
 “অশনার্হেপি বুভুজুরিতি পরৈশ্চপদমার্ষম্ ॥৭॥

কুশৈরিতি । শয়নং শয্যাম্ । তরস্বী বলবান্ । আন্বকীয়ানি স্বকীয়ানি ॥৮॥

অগন্ত্যাত । অগন্তস্ত কান্তাং প্রিয়াং দক্ষিণাম্ । অতএব তস্ত তদাশ্রয়ণমিতি ভাবঃ ।

আর, যে সকল লোক সকল দিকে ভোজনার্থী হইয়া রহিয়াছে, তাহা-
 দিগকেও দাও; তাহার পর যাহা থাকিবে, তাহা ছই ভাগ কর, তাহার এক
 ভাগকেও আবার চারি ভাইয়ের জন্ম চারি ভাগ, আমার এক ভাগ এবং
 তোমার নিজের এক ভাগ—এইরূপ ছয় ভাগ কর । তা’র পর, এই যিনি শ্রেষ্ঠ
 হস্তীর গায় বলিষ্ঠাকৃতি, গৌরবর্ণ, যুবক এবং বিশাল দেহ, এই ভীমকে সেই
 অর্দ্ধ দাও । কেন না, ইনি মহাবীর কি না, তাই সর্বদাই অধিক ভোজন
 করিয়া থাকেন’ ॥৫—৬॥

সচরিত্রা দ্রৌপদী কুন্তীদেবীর কথাগুলিকে ভাল বলিয়াই মনে করিলেন;
 তাই তিনি বাজকণ্ঠা হইয়াও আনন্দিত হইয়া কুন্তীর আদেশানুসার কার্য
 করিলেন; তখন পাণ্ডবেরা সকলেও সেই অন্ন ভোজন করিলেন ॥৭॥

তা’র পর, সহদেব ভূতলে কুশময় শয্যা রচনা করিলেন; পরে পাণ্ডবেরা
 সকলে তাহার উপরে আপন আপন যুগচর্ম্ম আভূত করিয়া তাহার উপরে
 ভূতলেই শয়ন করিলেন ॥৮॥

(৭) সা হৃষ্টরূপেব তু...সাম্বিশ্বক্ৰমানা... । (৮) যথাস্বকীয়ান্জিনানি... ।

(৯) অগন্ত্যকান্তামভিতঃ... ।

অশেত ভূমৌ সহ পাণ্ডুপুত্রৈঃ পাদোপধানীব কৃতা কুশেযু ।
 ন তত্র দুঃখং মনসাপি তস্মা ন চাব্যমেনে কুরুপুঙ্গবাংস্তান্ ॥১০॥
 তে তত্র শূরাঃ কথয়াস্বভূবুঃ কথা বিচিত্রাঃ পুতনাধিকারাঃ ।
 অস্ত্রাণি দিব্যানি রথাংশ্চ নাগান্ খড়্গান্ শরাংশ্চাপি পরশ্বাংশ্চ ॥১১॥
 তেবাং কথাস্তাঃ পরিকীৰ্ত্ত্যমানাঃ পাঞ্চালরাজস্ব হতস্তদানীম্ ।
 শুশ্রাব কৃষ্ণাঞ্চ তদা নিয়গ্নাং তে চাপি সৰ্বে দদৃশুম'ন্তুগ্যাঃ ॥১২॥
 ধৃক্‌দ্রুম্নো রাজপুত্রস্ত সৰ্বং বৃত্তং তেবাং কণিতকৈব রাত্রৌ ।
 সৰ্বং রাজ্ঞে দ্রুপদায়াথিলেন নিবেদয়িষ্যৎস্মরিতো জগাম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অভিতঃ প্রতি । পুরস্তাৎ অগ্রতঃ শিরোদেশে । পাদান্তরে পাদত উত্তরে দেশে । বভূব
 শমিতেত্যুভয়ত্রাপি শেষঃ ॥১০॥

অশেতেতি । পাদা উপধায়ন্তে স্বাপ্যন্তে মস্ত্রামিতি পাদোপধানী পাদোপবত ইব ।
 মনসাপী ত্যপি শব্দাদেহনাপি ন । নাব্যমেনে চ হ্রস্বস্বজ্ঞেহপি নাবজ্ঞাতবতী, স্বাণাং পতামু-
 সারিত্বনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥১০॥

ত ইতি । পুতনাধিকারাঃ সেনাবিষয়াঃ । অস্ত্রাদীনাম্ ৷ ১১ ॥

তেষামিতি । নিয়গ্নাং সৰ্বেবাং পাদতলে স্থিতাম্ । অপিশব্দাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দদশ ॥১২॥

ধৃষ্টেতি । বৃত্তং বৃত্তান্তম্, কণিতকমুক্তজাতঞ্চ । আখিলেন প্রকারেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

চাম্রনশ্চেতি অর্দ্ধং যোচ্য অর্দ্ধং ভীমায়ৈত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ সংহননোপপন্নঃ মূঢ়ঃ পুষ্টি ॥ ১১ ॥ সাধু বিশঙ্ক-
 মানা স্বস্ত্র শ্রেয়শ্চক্ৰবর্তী । “শব্দা জ্ঞাসে বিতর্ক চ” ইতি মেদিনা ॥ ৭—৮ ॥ অগস্ত্যেন শাস্তা
 শিকিতা তাং দক্ষিণাম্ অভিতঃ সৰ্বেহপি দক্ষিণাশিঃসঃ পুরস্তাৎ শিরোদেশস্তেব, পাদান্তবে
 পাদসমীপগ্রদেশে ॥ ১০ ॥ পাদোপধানীব সৰ্বেবাং পাদস্পর্শং লভমানা, কুশেযু কৃষ্ণাসনেষু ॥ ১১ ॥

পাণ্ডবগণের মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিল, কুন্তী তাঁহাদের মাথার উপরে
 এবং দ্রৌপদী তাঁহাদের চরণের নিম্নে শয়ন করিলেন ॥১০॥

দ্রৌপদী সেই ভাবে শয়ন করিলে, পাণ্ডবেরা যেন তাঁহাকে পা-বালস
 করিলেন ; তাহাতেও দ্রৌপদীর শরীরে বা মনে কোন দুঃখ হইল না এবং তিনি
 পাণ্ডবগণকে কোন অবজ্ঞা করিলেন না ॥১০॥

পাণ্ডবেরা সেইভাবে শয়ন করিয়া সৈন্ত বিষয়ে নানাবিধ কথোপকথন
 করিতে লাগিলেন এবং দিব্য অস্ত্র, রথ, হস্তী, তরবারি, বাণ ও পরশু সম্বন্ধে
 আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥১১॥

তখন তাঁহাদের সেই সমস্ত কথাই ধৃষ্টদ্যুম্ন শুনিতে লাগিলেন এবং তিনি
 ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় থাকিতে দেখিলেন ॥১২॥

পাঞ্চালরাজস্ত বিষধরুপস্তান্ পাণ্ডবানপ্রতিবিন্দমানঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং পর্যাপৃচ্ছমহাত্মা ক সা গতা কেন নীতা চ কৃষ্ণা ॥১৪॥

কচ্চিৎ শূদ্রেণ ন হীনজেন বৈশ্যেন বা করদেনোপপন্ন।

কচ্চিৎ পদং যুদ্ধি ন পঞ্চদিক্ কচ্চিৎ মালা পতিতা শ্মশানে ॥১৫॥

কচ্চিৎ সর্বপ্রবরো মনুষ্য উদ্ভিক্তবর্ণেহপ্যুত এব কচ্চিৎ ।

কচ্চিৎ বামো মম যুদ্ধি পাদঃ কৃষ্ণাভিমর্ষণে কৃতোহস্ত পুত্র ! ॥১৬॥

কচ্চিৎ তপ্যে পরমপ্রতীতঃ সংযুজ্য পার্থেন নরর্ষভেণ ।

বদস্ব তত্বেন মহানুভাব ! কোহসৌ বিজেতা হুহিতুম'মাগ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালেতি । পাণ্ডবান্ অপ্রতিবিন্দমানঃ পাণ্ডবতয়া পরিচয়মলভমানঃ ॥১৪॥

কচ্চিদিতি । “কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে” ইত্যমরঃ । হীনজেন অন্ত্যজেন চাণ্ডালাদিনা ।

উপপন্ন প্রাপ্ত। ইতি কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ । পঞ্চদিক্ কর্দমলিপ্তম্ ॥১৫॥

কচ্চিদিতি । সর্বপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়প্রধানঃ । উদ্ভিক্তবর্ণঃ শ্রেষ্ঠত্বাতিত্রাঙ্গণঃ তাং গৃহীত-
বানিতি শেষঃ । কৃষ্ণায়া দ্রৌপদ্যা অভিমর্ষণে ভার্য্যাতয়া স্পর্শেন, কৃতো হীনজনে ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পূতনাথিকারাঃ সেনাধীশযোগ্যাঃ ॥১১॥—১৩॥ অপ্রতিবিন্দমানঃ অজানন্ ॥১৪॥ যুদ্ধি পদং
হীনবর্ণযোগাৎ বৈশ্যপক্ষে তু ন পাতিত্যন্, শূদ্রপক্ষে তু “পদ্ম হবা তৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রম্” ইতি
শূদ্রস্ত পাদযুক্তশ্মশানভ্রংশঃ, তএ মালাবৎ স্কন্ধমারী বালা ন পতিতেতি স্পষ্টমুক্তম্ ॥১৫॥
সর্বপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ, উদ্ভিক্তবর্ণো ব্রাহ্মণঃ, যুদ্ধি পাদস্ত বৈশমাংসেণ ব্রাহ্মণদ্বা-
নিষ্ঠয়াৎ শোধ্যস্ত চ কণৈকলবায়োঃ স্ততশূদ্রয়োরাপি দৃষ্টত্বাৎ সম্ভাবিতঃ ॥১৬॥ কচ্চিদিতি

রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং কথোপকথন রাত্রির মধ্যেই
ক্রপদরাজাকে সর্বপ্রকারে জানাইবেন বলিয়া সত্ত্বর চলিয়া গেলেন ॥১৩॥

এদিকে ক্রপদ রাজা পাণ্ডবগণকে চিনিতে না পারিয়া বিষম হইয়ারহিয়াছিলেন,
তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘দ্রৌপদী
কোথায় গেল ? কে তাহাকে লইয়া গেল ? ॥১৪॥

করদাতা কোন হীনজাতি, কোন শূদ্র বা কোন বৈশ্য দ্রৌপদীকে লইয়া
যায় নাই ত ? কেহ আমার মন্তকে কর্দমলিপ্ত চরণ বিছাস্ত করে নাই ত ?
কিংবা ফুলের মালা শ্মশানে পড়িয়া যায় নাই ত ? ॥১৫॥

যে দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছে, সে কোন প্রধান ক্ষত্রিয় ত ? কিংবা কোন
ব্রাহ্মণ ত ? পুত্র ! আজ কোন হীন লোক দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া আমার
মন্তকে বাম চরণ বিছাস্ত করে নাই ত ? ॥১৬॥

বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত হুতস্ত কচ্চিং কুরুপ্রবীরস্ত প্রিয়স্তি পুত্রাঃ ।
কচ্চিত্তু পার্থেন যবীয়সাহস্র ধনুর্গৃহীতং নিহতঞ্চ লক্ষ্যম্ ॥১৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াদিক্যামাদিপর্ব্বণি
স্বয়ংবরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রত্যাগমনে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

(১০। বৈবাহিকপর্ব্ব)

ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তথোক্তঃ পরিস্কটরূপঃ পিত্রে শশংসাথ স রাজপুত্রঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সোমকানাং প্রবর্হো বৃন্তং যথা যেন হতা চ কৃষ্ণা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কচ্চিদিতি । পবমপ্রতীতঃ অতীবানন্দিতঃ । পার্থেনাঙ্কুনেন সংযুক্ত্য কৃষ্ণাং যোজ-
য়িত্বা ॥১৭॥

বিচিত্রেতি । হুতস্ত পাণ্ডাঃ । প্রিয়স্তি অবতিষ্ঠেত । পবমৈশপদমার্যম্ । যবীয়সা
কনিষ্ঠেন, পার্থেন পৃথাপুত্রোণাঙ্কুনেন । নিহতং ভিত্ত্বা নিপাতিতম্ ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃঃ—

তত ইতি । সোমকানাং সোমকবংশীয়ানাং মধ্যে প্রবর্হঃ প্রধানঃ । যথা বৃন্তং জাতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামপ্রবেদনে, পার্থেন সংযুক্ত্য পবমপ্রতীতঃ অত্যন্তকষ্টোচসি তাদৃশশৌৰ্য্যসাহস্রজ্ঞাসম্ভবাৎ
॥১৭॥ প্রিয়স্তি জীবন্তি ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

আমি অমুতপ্ত হইব না ত ? নরশ্রেষ্ঠ অঙ্কুনের সতিত দ্রোপদীকে সম্মিলিত
করিয়া দিয়া বিশেষ সম্ভষ্ট হইব ত ? ধৃষ্টদ্যুম্ন ! যথার্থ বল, কোন্ ব্যক্তি
আজ আমার কণ্ঠটীকে জয় করিয়া লইয়া গেল ? ॥১৭॥

বিচিত্রবীৰ্য্যের পুত্র কুরুবংশপ্রধান পাণ্ডুর পুত্রগণ জীবিত আছেন ত ?
কুন্তীদেবীর কনিষ্ঠপুত্র অঙ্কুন আজ ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়া-
ছেন ত ? ॥১৮॥

• ‘...নবত্যাধিকঃ...’, ‘...বিনবত্যাধিকঃ...’, ‘...চতুর্নবত্যাধিকঃ...’, ‘...সপ্তাধিকবিশত-
তমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

যোহসৌ যুবা বায়তলোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণাজিনী দেবসমানরূপঃ ।

যঃ কাম্মুকাগ্রাং কৃতবানধিজ্যং লক্ষ্যঞ্চ যঃ পাতিতবান্ পৃথিব্যাম্ ॥২॥

অসঞ্জমানশ্চ ততন্তরস্বী রতো দ্বিজাগ্রৈরভিপূজ্যমানঃ ।

চক্রাম বজ্রীব দিতেঃ স্ততেষু সর্বেশ্চ দেবৈ ঋষিভিষ্চ জুগুতঃ ॥৩॥

কৃষ্ণাঃ প্রগৃহ্যাজিনমম্ময়ান্তং নাগং মণা নাগবধুঃ প্রহস্টা ।

অমুমামাণেষু নরাধিপেষু ক্রুদ্ধেষু বৈ তত্র সমাপত্যস্ত ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ততোহপরঃ পার্থিবসংঘমধ্যে প্রবুদ্ধমারুজা মহীপ্ররোহম্ ।

প্রকালয়মেব স পার্থিবৌবান্ ক্রুদ্ধোহন্তকঃ প্রাণভূতো যথৈব ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । ব্যাঘ্রে স্তদৌর্ধ্বে লোহিতে অক্ষিপী চক্ষুযী যস্য সঃ, কৃষ্ণাজিনী কৃষ্ণবৃগচর্ম্মধারী ।
অধিজ্যম্ আধোপিতগুণকম্ । অসঞ্জমানো বীরাস্তরেণ সঙ্গমকুর্কন্ একাক্যেবেত্যর্থঃ ।
তরস্বাবলবান্ । দ্বিজাগ্রৈর্ভ্রাক্ষণৈঃ । চক্রাম অগাম । বজ্রী ইন্দ্রঃ । জুগুতঃ সেবিতঃ ।
অজিনং তসৈব চর্ম্ম । নাগং হস্তিনম্ । নাগবধূর্হস্তিনী । অমুমামাণেষু কৃষ্ণাগ্রহণমসহ-
মানেষু, 'স্বতএৱ সমাপত্যস্ত' আক্রমণায়গচ্ছন্তু সংস্কৃ ৥২—৪॥

তত ইতি । 'অপরঃ কচ্ছিদ্বীবঃ' । প্রবুদ্ধং বিশালম্, মহীপ্ররোহং বক্ষম্, আরুজ্য
ভঙ্কৃৎ । প্রকালয়মেব বর্দয়মেব, তমম্ময়াদিত্যমুকর্গঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ান বলিলেন—ক্রপদ সেইরূপ বলিলে, সোমকবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র
ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত এবং যিনি দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছেন,
তাহা বলিতে লাগিলেন ॥১॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন 'সে যুবকের নয়নযুগল সূদীর্ঘ ও রক্তবর্ণ, যিনি কৃষ্ণমুগের
চর্ম্ম ধারণ করিতেছিলেন, যাহার রূপ দেবতার তুল্য, যিনি সেই বিশাল ধনুতে
গুণারোপণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন ;
আর, যে বলবান্ যুবক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত ও আদৃত হইয়া, দেবগণ ও
ঋষিগণসেবিত দেবরাজ যেমন অম্বরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, সেইরূপ
একাকীই শক্রগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তখন অসহিষ্ণু রাজারা
ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে আসিতে থাকিলেও, হস্তিনী যেমন হস্তীর অমু-
সরণ করে, সেইরূপ দ্রৌপদী তাঁহারই বৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার অমুসরণ
করিয়াছিলেন ॥২—৪॥

তৎপরে অম্ম কোন বীর বিশাল একটা বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া, যম যেমন

(৩) অসঞ্জমানশ্চ, অসম্ময়মানশ্চ... ।

তৌ পার্ধিবানং মিশতাং নরেন্দ্র ! কৃষ্ণামুপাদায় গতো নরাগ্রো ।
 বিজাজমানাবিব চন্দ্রসূর্যো বাহ্যং পুরাত্ত্যর্গবকশ্মশালাম্ ॥৬॥
 তত্রোপবিষ্টার্চ্চিরিবানলস্ত তেষাং জনিত্রীতি মম প্রতর্কঃ ।
 তথাবিধৈরেব নরপ্রবীরৈরুপোপবিষ্টৈস্ত্রিভিরগ্নিকল্পৈঃ ॥৭॥
 তস্তাস্তত্তস্তাবতিবাগ্য পাদাবুক্তা চ কৃষ্ণা ত্রিবিদয়েতি ।
 স্থিতাঞ্চ তত্রৈব নিবেগ কৃষ্ণাং ভিক্ষাপ্রচায়ায় গতা নরাগ্রাঃ ॥৮॥
 তেষাস্ত ভৈক্ষ্যং প্রতিগৃহ্য কৃষ্ণা দত্ত্বা বলিং ব্রাহ্মণসাম্ভ কৃত্বা ।
 তাক্ষৈব বুদ্ধাং পরিবেশ্য তাংশ্চ নরপ্রবীরান্ স্বয়মপাভুক্ত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । মিশতাং পশুতাম্ । বাহ্যং বহিঃ স্থিতাম্ । ভাগবন্ত কুন্তকারস্য কৰ্ম্ম-
 শালাম্ ॥৬॥

তত্রৈতি । অগ্নিঃ শিখৈব । জনিত্রী জননী । তথাবিধৈরুপবিত্ত্বৈবেষ্টিতেতি
 শেষঃ ॥৭॥

তস্য ইতি । তৌ যুদ্ধজয়িনৌ যুবকৌ । ভিক্ষাপ্রচায়ায় ভিক্ষাবিচরণায় ॥৮॥
 তেষামিতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লভ্যং ব্রহ্মণ্য পক্ষ্যায়াম্ । বলিং দেবোপহারম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । প্রবহ উত্তমঃ ॥১-৪॥ মহীপ্রবোহং বক্ষম্ ॥৫ ৭॥ উক্তা তাভ্যামিতি

প্রাণিগণকে মর্দন করেন, তেমন রাজগণকে মর্দন করিতে থাকিয়া, সেই
 যুবকেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

মহারাজ ! সেই মহাবীর দুই জনই রাজগণের সমক্ষে দ্রৌপদীকে লইয়া
 চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া, নগরের বাহিরে ভার্গবনামক কোন
 কুন্তকারের কৰ্ম্মশালায় গিয়াছেন ॥৬॥

সেখানে অগ্নিশিখার ন্যায় একটী মহিলা বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের
 জননী হইবেন বলিয়াই আমার ধারণা । কারণ, সেই যুদ্ধবিজয়ী বীর দুইটির
 মতই আর তিনিটী অগ্নিতুলা তেজস্বী বীর সেই মহিলাটিকে বেষ্টন করিয়া
 বসিয়া রহিয়াছিলেন ॥৭॥

তাহার পর, যুদ্ধবিজয়ী সেই যুবক দুই জন যাইয়া সেই মহিলার চরণে
 নমস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—‘তুমিও নমস্কার কর’। তখন দ্রৌপদী
 নমস্কার করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলে, তাহার বিষয় জানাইয়া, তাঁহা-
 দের মধ্য হইতে চারি জন ভিক্ষা করিতে গেলেন ॥৮॥

তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, বুদ্ধা তাহা পাক করিলেন ; তখন

মুপ্তাস্ত তে পার্থিব! সব এব কৃষ্ণা চ তেষাং চরণোপধানৌ।

আসীৎ পৃথিব্যাং শয়নঞ্চ তেষাং দর্ভাজিনাগ্রান্তরগোপপন্নম্ ॥১০॥

তে নর্দমানা ইব কালমেঘাঃ কথা বিচিত্রাঃ কথয়াস্বভূবুঃ।

ন বৈশ্বশূদ্রোপয়িকীঃ কথাস্তা ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি বীরাঃ ॥১১॥

নিঃসংশয়ং ক্ষত্রিয়পুঞ্জবাস্তে যথা হি যুদ্ধং কথয়ন্তি রাজন!।

আশা হি নো ব্যক্তমিযং সমৃদ্ধা মুক্তান্ হি পার্থান্ শৃণুমোহম্বিদাহাৎ ॥১২॥

যথা হি লক্ষ্যং নিহতং ধনুশ্চ সজাং কৃতং তেন তথা প্রসহ্য।

যথা চ ভাষন্তি পরস্পরং তে ছন্না ধ্রুবং তে প্রচরন্তি পার্থাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মুপ্তা ইতি। চরণোপধানী চরণভূলে শমিতক্ৰাৎ চরণোপবহ্ ইবাসীৎ। পৃথিব্যাং ভূতলে। শয়নং শয্যা। দর্ভেণু কুশেযু যৎ অজিনাগ্রান্তরগং তেন উপপন্নং যুক্তম্ ॥১০॥

ত ইতি। কালমেঘাঃ সজলক্ৰাৎ ক্লবণা মেঘা ইব, নর্দমানা গম্ভীরস্বরেণ ক্রবন্তঃ। বৈশ্বশূদ্রয়োরোপয়িকীঃ উপায়নিস্যন্তয়োধোগ্যাঃ। দ্বিজানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ যোগ্যা ন চ ॥১১॥

নিরিত্তি। নঃ অস্বাকম্, পুত্রং ধ্রুবম্, সমৃদ্ধা সম্পূর্ণা। হি যস্মাৎ ॥১২॥

যথেন্তি। ছন্না শুষ্কাঃ, তে পঞ্চ, পার্থাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ, ধ্রুবঃ সজ্যত্বাদিকরণেন মহা-বীরত্বপ্রকাশাৎ অন্ত্রাদিবিষয়ালাপাৎ পঞ্চসংখ্যাকত্বাৎ ছন্নত্বাৎ প্রচরণাচ্চেতি ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৮॥ ব্রাহ্মণস্যাং ব্রাহ্মণাধীনম্ ॥৯॥ দর্ভাণাম্ অজিনাগ্রম্ উপযাজিনঞ্চ তদান্তরগং চেতি দ্রৌপদী সেই অন্ন লইয়া প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দিয়া, পরে সেই বৃদ্ধাকে ও সেই বীর কয়টাকে পরিবেশন করিয়া দিয়া নিজেও খাইলেন ॥৯॥

মহারাজ! তাহার পর তাঁহারা সকলেই শয়ন করিলেন, আর দ্রৌপদী তাঁহাদের পা-বালিসের মত রহিলেন। তাঁহাদের শয্যা ভূতলেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, প্রথমে কুশ পাতিয়া তাহার উপরে যুগচর্ম আস্তৃত করা হইয়াছিল ॥১০॥

তখন তাঁহারা সজল মেঘের আয় গম্ভীর স্বরে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে বীরগণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের উপযোগী কথোপকথন করেন নাই ॥১১॥

মহারাজ! তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধবিষয়ে কথোপকথন করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে, আমাদের আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে। কারণ, আমরা শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥১২॥

তার পর, সেই যুবক সেইরূপ বলপ্রয়োগপূর্বক যখন ধমুতে গুণারোপণ

ততঃ স রাজা দ্রুপদঃ প্রহৃষ্টঃ পুরোহিতং প্রেষয়ামাস তেষাম্ ।
 বিচ্যাম যুগ্মানিতি ভাষমাণো মহাত্মানঃ পাণ্ডু স্তুতাঃ স্ব কচ্চিৎ ॥১৪॥
 গৃহীতবাক্যো নৃপতেঃ পুরোধা গতা প্রশংসামভিধায় তেষাম্ ।
 বাক্যং সমগ্রং নৃপতের্থথাবদুবাচ চান্দ্রকুমবিক্রমেণ ॥১৫॥
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছত্যবনীশ্বরো বঃ পাঞ্চালরাজো বরদো বরাহাঃ ।।
 লক্ষ্যস্ত ভেতারমিমং হি দৃষ্ট্ৱ হর্ষস্ত নাস্তং প্রতিপগতে সঃ ॥১৬॥
 আখ্যাত চ জ্ঞাতিকুলানুপবীং পদং শিরঃস্ত দ্বিষতাং কুরুধম্ ।
 প্রহ্লাদযধং হৃদয়ং মমেদং পাঞ্চালরাজস্ত চ সানুগস্ত ॥১৭॥
 পাণ্ডুর্হি রাজা দ্রুপদস্ত রাজ্ঞঃ প্রিয়ঃ সখা চাত্মসমো বভূব ।
 তীশ্বেষ কামো দুহিতা মমেয়ং স্নুযা যদি স্তাদিহ কৌরবস্ত ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তেষাং সমীপে । বিজ্ঞাম বিদাম্, জ্ঞানার্থকবিদেষু প্রত্যয় আসঃ । কচ্চিৎ
 যৎ মহাত্মানঃ পাণ্ডু স্তুতাঃ স্ব ইতি ভাষমাণ উপদিশন্ প্রশংসামাস ॥১৪॥

গৃহীতেতি । 'অনুক্ৰমস্ত পৌর্কায়স্য বিক্রমেণ বিজ্ঞাসেন উপদেশক্রমেণেতর্থাঃ ॥১৫॥

বিজ্ঞাতুমিতি । হে বরাহা উত্তমগৃহাসনাদিযোগ্যাঃ ।। প্রতিপগতে প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

আখ্যাতোতি । আখ্যাত কৃত । জ্ঞাতিকুলযোবানুপবীং পূর্ধ্বপুরুষাদিকম্ ॥১৭॥

করিয়াছেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, আবার তাঁহা বা যেক্রপ যুদ্ধবিষয়ে
 পরস্পর আলাপ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—নিশ্চয়ই তাঁহারা পাণ্ডব,
 গোপনে বিচরণ করিতেছেন' ॥১৩॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট পুরো-
 হিতকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, আপনি যাঁহা বলিবেন—‘আপনাদের
 পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র’? ॥১৪॥

তখন পুরোহিত রাজার আদেশ পাঠিয়া, সেখানে যাঁহা, তাঁহাদের গুণ-
 কীর্তন করিয়া, রাজার উপদেশ অনুসারে তাঁহার সমস্ত কথাই বলিলেন ॥১৫॥

‘মহাশয়গণ! লোকের অভিলাষপূরক পাঞ্চালরাজ আপনাদের পরিচয়
 জানিতে ইচ্ছা করেন; কেন না, লক্ষ্যভেদকারী এই যুবকটীকে দেখিয়া তিনি
 আনন্দের অন্ত পাইতেছেন না ॥১৬॥

আপনারা আপনাদের জ্ঞাতি ও বংশের অন্তপূর্বক বিবরণ বলুন, শত্রুর
 মস্তকে চরণ সমর্পণ করুন এবং আমার ও সান্নিচর পাঞ্চালরাজের হৃদয়
 আনন্দিত করুন ॥১৭॥

(১৬)...লক্ষ্যস্ত বেদ্যারমিমম্... । (১৮)...মমেয়ং স্নুযাং প্রদাতুমিহি কৌরবায় ।

অয়ং হি কামো দ্রুপদস্য রাজ্ঞো হৃদি স্থিতো নিত্যমনিন্দিতাঙ্গাঃ ! ।
 যদৰ্জ্জুনো বৈ পৃথুদীৰ্ঘবাক্ষশ্চৈব বিন্দেত স্ততাং মমৈতাম্ ॥১৯॥
 কৃতং হি তৎ স্যাৎ স্কৃতং মমেদং যশশ্চ পুণ্যঞ্চ হিতং তদেতৎ ।
 অথোক্রবাক্যং হি পুরোহিতং স্থিতং ততো বিনীতং সমদীক্ষ্য রাজা ॥২০॥
 সমীপতো ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং পাণ্ডমর্য্যং তথাস্মৈ ।
 মাণ্যঃ পুরোধা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তস্মৈ প্রযোজ্যত্যাধিকা হি পূজা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্ নরেন্দ্র ! তাক্ষৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হৰ্ষাৎ ।
 স্ত্রুথোপবিন্তস্ত পুরোহিতং তদা যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডুরিতি । কামোভিলাষঃ । স্মৃষা পুত্রবধুঃ । কৌরবস্ত পাণ্ডোঃ ॥১৮॥
 অয়মিতি । হে অনিন্দিতাঙ্গাঃ ! সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরাঃ ! । ধৰ্ম্মেণ ক্ষত্রিয়চায়েণ । বিন্দেত
 লভেত ॥১৯॥

কৃতমিতি । তদিদং কৃতম্, স্কৃতং হৃষ্টং কৃতং স্যাৎ । উক্তং বাক্যং যেন তন্ । রাজা
 যুধিষ্ঠিরঃ । সমীপতঃ স্থিতমিতি শেষঃ । শশাস আদিদেশ । প্রযোজ্য কৰ্ত্তব্য ॥২০—২১॥
 ভীম ইতি । তৎ পাণ্ডাদিদানম্ । প্রতিগৃহ্য হৰ্ষাৎ স্ত্রুথোপবিন্তমিতি সম্বন্ধঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

সমাসঃ ॥১০—১৩॥ বিভাগং বেদিতুমিচ্ছামঃ ॥১৪—১৬॥ আখ্যাতং কথয়ত ॥১৭—২২॥

পাণ্ডু রাজা দ্রুপদ রাজার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সখা ছিলেন ; স্তুরাং দ্রুপদ
 রাজার এই ইচ্ছা যে, আমার এই কণ্ঠাটী পাণ্ডুরাজার পুত্রবধু হউক ॥১৮॥

হে সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষগণ ! দ্রুপদ রাজার মনে সৰ্ব্বদাই এই অভিলাষ
 রহিয়াছে যে, স্থূল ও দীৰ্ঘ-বাক্ত অৰ্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম অমুসারে আমার এই কণ্ঠা-
 টাকে লাভ করিবেন ॥১৯॥

আমি যদি তাঁহাকে এই কণ্ঠাটী দান করিতে পারি, তবে বড়ই ভাল কাজ
 করা হইবে এবং তাহাতে আমার যশ, পুণ্য ও মঙ্গল হইবে' । এই কথা
 বলিয়া পুরোহিত বিরত হইলে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠির নিকট-
 বর্তী ভীমকে বিনীতভাবে এই আদেশ করিলেন—‘ভীম ! ইহাকে পাণ্ডু ও
 অৰ্ঘ্য দান কর । কারণ, দ্রুপদ রাজার পুরোহিত আমাদের বিশেষ পূজনীয় ;
 স্তুরাং তাঁহাকে বিশেষভাবে পূজা করাই আমাদের উচিত’ ॥২০—২১॥

মহারাজ ! তাহার পর ভীমসেন সেইভাবে পূজা করিলেন ; তখন সেই
 পুরোহিত সেই পূজা গ্রহণ করিয়া আনন্দে সুখে উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির
 তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥২২॥

পাঞ্চালরাজেন স্তুতা নিশ্চক্কা স্বধন্যদৃষ্টেন যথা ন কামাৎ ।
 প্রদীষ্টশুল্কং দ্রুপদেন রাজা সা তেন বীরেণ তথানুরক্তা ॥২৩॥
 ন তত্র বর্ণেষু কৃতা বিবক্ষা ন চাপি শীলে ন কুলে ন গোত্রে ।
 কৃতেন সজ্ঞান হি কাম্যুর্কেণ বিদ্বেন লক্ষ্যেণ হি সা বিশ্চক্কা ॥২৪॥
 সেয়ং তথানেন মহাত্মনেহ কৃষ্ণা জিতা পাণ্ডিবসংবমধো ।
 নৈবং গতে সৌমিকিরণ রাজা সন্তাপমর্জিতাস্থায় কৰ্ত্ত্বম্ ॥২৫॥
 কাম্যশ্চ যোহসৌ দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ স চাপি সম্পৎস্রুতি পাণ্ডিবস্তু ।
 সম্প্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকল্যামিমামহং ব্রাহ্মণ ! সাধু মত্তো ॥২৬॥
 ন তদ্ধনুর্মন্দবলেন শকাং মোৰ্ব্বা সমাযোজয়িতুং তথা হি ।
 ন চাকৃতাত্ত্রেণ ন হীনজেন লক্ষ্যং তথা পাতয়িতুং হি শক্যম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালেতি । নিশ্চক্কা নিশ্চেষ্টং দাতুমিষ্টা । স্বধন্যদৃষ্টেন নিয়মেন । প্রদীষ্টং নির্দিষ্টং
 শুক্লং লক্ষ্যভেদরূপঃ পণো যস্যঃ সা । তেনাজ্ঞানেন, অমুরক্তা অনুরক্তা ॥২৩॥
 নেতি । বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিযু, বিবক্ষা বিশেষকথনেন্দ্রা । বিশ্চক্কা দাতুমিষ্টা ॥২৪॥
 সেতি । 'অনেনেত্যজ্ঞাননির্দেশঃ । এবং গতে স্থিতে সতি, সৌমিকিঃ সৌমকবংশ-
 সম্বৃত্তো দ্রুপদঃ, অস্বাকমপ্যাস্থায় সন্তাপং কৰ্ত্ত্বং নাচতি । হৃদৈব পণনাং ॥২৫॥
 কাম্য ইতি । সম্পৎস্রুতি সফলো ভবিষ্যতি, জেতুরসা বাজপুত্রাদ্যাদেবেতি ভাবঃ । হে
 ব্রাহ্মণ ! অজমিমাং নরেন্দ্রকল্যাম্ অনেন জেত্বা সাধু সমাক্ সম্প্রাপ্যরূপাং মত্তো ॥২৬॥
 ভারতভাবদীপঃ

শুক্লং মূল্যপণম্ । তেনৈব অমুরক্তা অমুরক্তা ॥২৩॥ তদেবাহ—কৃতেনোতি ॥২৪॥ সৌমিকিঃ

'মহাশয় ! দ্রুপদ রাজা আপন ক্ষত্রিয়দম্বা অন্তসারেই কথ্য দান করিতে
 ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেবল ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নহে; তাই তিনি যে পণ
 নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বীর সেই পণেরই অন্তসরণ কবিয়াছেন ॥২৩॥

কিন্তু দ্রুপদ রাজা সে বিষয়ে জাতি, কুল, শীল বা বংশ ইহার কোনটাই
 বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, কেবল শত্রুতে গুণারোপণ করা এবং লক্ষ্যভেদ করা—
 এই মাত্র পণ রাখিয়াই কথ্য দান করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন ॥২৪॥

এই মহাত্মা, রাজাদের মধ্যে সেইভাবেই এই দ্রোপদীকে জয় করিয়া-
 ছেন । এমন অবস্থায় দ্রুপদ রাজা আমাদেরও দুঃখ জন্মাইবার জন্য অমুর্তাপ
 করিতে পারেন না ॥২৫॥

দ্রুপদ রাজার ঐ যে অভিলাষ, তাহাও সম্পন্ন হইবে এবং এই রাজ-
 কণ্ঠাটীও ইহারই সর্বথা প্রাপ্য, ইহা আমি মনে করি ॥২৬॥

(২৫)...এবং গতে সৌমিকিঃ... । (২৬)...অপ্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকল্যাম্... ।

তস্যাম্ তাপং দুহিতুর্নিমিত্তং পাঞ্চালরাজোহঁতি কর্তৃমগ্ন।

ন চাপি তৎপাতনমন্যথেষু কর্তুং হি শক্যং ভুবি মানবেন ॥২৮॥

এবং ক্রবতোব যুধিষ্ঠিরে তু পাঞ্চালরাজস্য সমীপতোহন্যঃ।

তত্রাজগামাশু নরো দ্বিতীয়ো নিবেদয়িষ্যামিহ সিদ্ধমমম ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি বৈবাহিকে
পুরোহিতযুধিষ্ঠিরসংবাদে ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

—:০:—

ভারতকৌমুদী

অথ যজ্ঞসং হেতা দুর্কীলা চীনজাতির্যো স্মাদিত্যাহ নেতি। মন্ববলেনাশঙ্কিনা।
মোর্ব্যা গুণেন। অরুতাস্ত্রেণ অশিক্ষিতাস্ত্রেণ, হীনজ্ঞেন চীনজাতিনা জনেন ॥২৭॥

ত্বাদিতি। তস্যং হেতুরমন্দবলত্বাৎ কৃতান্তরাৎ অচীনজাতিত্বাচ্চ। অত্থাথাত্মেন
অগ্নাপি দুর্ব্যোধনপক্ষাবগমতন্মেন যুধিষ্ঠিরস্যাস্ত্রগোপনমিদম্ ॥২৮॥

এবমিতি। ইহ যুধিষ্ঠিরাদিসমাপে। অম্নং সিদ্ধম্ অযীযাং ত্রাজ্ঞায় নিষ্পন্নম্ ॥২৯॥

ইতি মহানিহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যাবরচিতস্যং মহাত্মারত্ন-
লীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্বণি বৈবাহিকে ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:০:০:—

ভারতভাবদীপঃ

ক্রপদঃ ॥২৫॥ সম্প্রাপ্যক্রপাম্ অসাকং যোগ্যস্বরূপাম্ ॥২৬—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৬॥

—:০:০:—

কারণ, সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করা দুর্ব্বলের অসাধ্য এবং সেই লক্ষ্য
ভেদ করিয়া পাতিত করা অশিক্ষিত বা হীনজাতির পক্ষে অসাধ্য ॥২৭॥

অতএব কন্যার জন্ম ক্রপদ রাজ্য অনুতাপ করিতে পারেন না। কেন না,
এই জগতে ইনি ভিন্ন অন্য লোক সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া পাতিত করিতে
পাবে না ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় ক্রপদ রাজার নিকট ইহতে
আর একটী লোক 'অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে' ইহা জানাইবার জন্ম সত্বর সেখানে
উপস্থিত হইল ॥২৯॥

—:০:০:—

* '...একবত্যধিকঃ...', '...ত্রিনবত্যধিকঃ...', 'চতুর্নবত্যধিকঃ', '...অষ্টাধিক-
বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

দূত উবাচ ।

জ্ঞানার্থমন্নং দ্রুপদেন রাজ্ঞা বিবাহহেতোরূপসংস্কৃতঞ্চ ।

তদাপ্নু বঞ্চং কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যাঃ কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈব চিরং ন কাৰ্য্যম্ ॥১॥

ইমে রথাঃ কাঞ্চনপদ্মচিত্রাঃ সদশ্বযুক্তা বসুধাধিপাৰ্হাঃ ।

এতান্ সমারুহ্য পঠৈত সৰ্বে পাঞ্চালরাজস্ব নিবেশনং তৎ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতাঃ কুরুপুঙ্গবাস্তে পুরোহিতং তং পরিষাপ্য সৰ্বে ।

আস্থায় যানানি মহাস্তি তানি কুন্তী চ কৃষ্ণা চ সৰ্হেকযানে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্ত্ৰেতি । দ্রুপদেন রাজ্ঞা, বিবাহহেতুঃ বিবাহস্ত সাজতাসম্পাদনার্থম্ । বিবাহে হি ববকল্পাপক্ৰোজনমজম্ । এতেন যুধিষ্ঠিরস্তোদ্বৈগনিবৃত্তিঃ কৃতা । জ্ঞানার্থং বর-বধূ-জ্ঞাতি-প্রিয়-ভৃত্য-হিতাদীনাং ভোজনার্থম্, “জ্ঞো বববধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যভিত্তেহপি চ” ইতি বিধিঃ, অন্নম্, উপসংস্কৃতং প্রস্তুতম্ : যুগং কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যাঃ সম্পাদিতপ্রাতঃকৃত্যাদিসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণঃ সন্তঃ, তত্রৈব দ্রুপদভবন এব, তৎ অন্নম্, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীক, আপ্নুবঞ্চং প্রাপ্নুত । আস্থনেপদং বিকরণান্তরঞ্চার্থম্ । চিরং ন কাৰ্য্যম্ অত্র বিষয়ে বিলম্বো ন কর্তব্যঃ ॥১॥

ইম ইতি । কাঞ্চনপদ্মচিত্রা আশ্চর্য্যাঃ । বসুধাধিপাৰ্হা রাজবোগ্যাঃ । পঠৈত আগচ্ছত ॥২॥

তত ইতি । পরিষাপ্য রাজভবন এব প্রস্থাপ্য । আস্থায় আরুহ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অন্ত্ৰার্থমিতি । জ্ঞানার্থং বরপক্ষীয়জন্যার্থম্, কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈবাপ্নুবঞ্চং পাণিগ্রহণবিধিনা । কৃষ্ণা চোতি পাঠে, আপ্নোতু ব্রহ্ম ভবদায়ত্বাৎ ভবন্তিঃ সৰ্হৈবেতি ভাবঃ ॥১—২॥ পরিষাপ্য

দূত বলিল—‘মহাশয়গণ ! দ্রুপদ রাজা নিজ কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্ত বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের ভোজনের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন ; সূতরাং আপনারা প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেইখানেই যাইয়া সেই অন্ন ভোজন করুন এবং দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুন, বিলম্ব করিবেন না ॥১॥

স্বর্ণপদ্মখচিত এবং উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রাজার যোগ্য এই রথ কয়খানি আনিয়াছি, আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজের গৃহে আগমন করুন ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুরোহিতকে আগে পাঠাইয়া দিয়া,

শ্রদ্ধা তু বাক্যানি পুরোহিতস্ত যান্মুক্তবান্ ভারত ! ধর্মরাজঃ ।
 জিজ্ঞাসয়ৈবাথ কুরুতমানাং দ্রব্যাগ্নেনেকান্যুপসংজহার ॥৪॥
 ফলানি মালায়ানি চ সংস্কৃতানি বর্শ্মাণি চর্ম্মাণি তথাসনানি ।
 গাশৈচব রাজমণ চৈব রজ্জ্ববীজানি চান্মানি কুম্বীনিমিত্তম্ ॥৫॥
 অশ্বেষু শিল্পেষু চ যাতুপি স্ত্যঃ সর্বাণি কৃত্যাত্মখিলেন তত্ৰে ।
 ক্রীড়ানিমিত্তান্যপি বানি তত্র সর্বাণি তত্রোপজহার রাজা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেতি । ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ, যানি বাক্যানি উক্তবান্ : পুরোহিতস্ত মুখাৎ তানি
 বাক্যানি শ্রদ্ধা, তৈরপি ব্যক্তিনির্ণয়ভাবাৎ, কুরুতমানাং তেযাম্ জিজ্ঞাসয়া জাতুমিচ্ছয়া,
 অনেকানি ব্রাহ্মণাদিবিজ্ঞাতিভ্রমযোগ্যানি দ্রব্যাগ্নি, উপসংজহার উপহারার্থমুপস্থাপিতবান্
 ক্রপদ ইতি শেষঃ ॥৪॥

অথ কানি তানি দ্রব্যাগ্নিত্যাহ ফলানীতি । ফলানি মালায়ানি চেতি ব্রাহ্মণস্ববোধার্থম্ ।
 সংস্কৃতানি সঙ্কৃতানি । বর্শ্মাদীনি কৃত্রিয়কৃৎজানার্থম্ । আসনানি হস্ত্যখাদীনি বাহনানি ।
 গবালীনি চ বৈশ্ততানিঙ্গারার্থম্ । উপবীতদর্শনাদেব চাশুজ্জ্বলিচ্চয়ঃ ॥৫॥

অথোপবীতানি যদি কৃত্রিমাণি স্মরিত্যশক্য শূদ্রোপকরণান্তপি স্থাপিতানীত্যাহ—অন্তে-
 বিত্তি । ক্রিয়তে এতিরিতি কৃত্যানি বাস্তাদীনি । ‘কৃত্যযুটোহন্তজাপি’ ইতি ‘কৃত্বা-
 যজ্ঞা বা’ ইতি করণে ক্যপ্ । ক্রীড়ানিমিত্তানি খেলোপকরণানি । তত্র তদানীম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রশ্নাপ্য ॥৩॥ পুনঃ কৃত্রিয়ং পরীক্ষিতং দ্রব্যাগ্ন্যুপসংজহার একত্র কৃত্বা দর্শিতবান্ ॥৪॥ ফল-
 বর্শ্মগবাদীনি ক্রমাৎ ত্রৈবাণিকযোগ্যানি ॥৫॥ কৃত্ত্ব্যতীতি কৃত্যানি, কৃত্তী ছেদনে অস্ত্রাৎ ক্যপ্,
 শিল্পিনাং প্রহরণানি, বাস্তাদীনি ক্রীড়ানিমিত্তানি শুক্রেষ্টিদোরজ্ঞাদিরূপা ব্রাহ্মণকৃত্রিয়া-
 দীনাং ক্রীড়াঃ তাসাং সাধনানি, অস্ত্রানি, যজ্ঞপাত্রাদি কৃত্রিমাখাদীনি সরলপট্টানি চ, তত্র
 যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি সকলেই সেই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ;
 কুম্বী ও ক্রৌপদী এক রথে গেলেন ॥৩॥

মহারাজ ! যুধিষ্ঠির যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পুরোহিতের
 মুখে শুনিয়া ক্রপদ রাজা তাঁহাদিগকে দিবার জন্ত নানাবিধ উপহার দ্রব্য
 ভিন্ন ভিন্ন ভাগে রাখিলেন ॥৪॥

এক দিকে ফল ও মালা, অপর দিকে চর্ম্ম, বর্শ্ম ও বাহন এবং অস্ত্র দিকে
 কৃষিকার্যের জন্ত গরু, দড়ি এবং নানাবিধ বীজ রাখিলেন ॥৫॥

তৎকালে অস্ত্রাশ্রয় শিল্পকার্যে যে সকল উপকরণ প্রচলিত ছিল এবং সেই
 সময়ে যে সকল খেলার উপকরণ ব্যবহৃত হইত, সে সমস্তই ক্রপদ রাজা
 উপহার দিবার জন্ত সেখানে রাখিলেন ॥৬॥

বন্দ্যগি চন্দ্রগি চ ভানুমন্তি ঋতুগা মহাস্তোহম্বরপাশ চিত্রাঃ ।

ধনুংষি চাগ্র্যাণি শরাশচ মুখ্যাঃ শক্র্যক্যঃ কাঞ্চনভূষণাশচ ॥৭॥

প্রাসা ভূষুণ্ডাশচ পরশ্বধাশচ সাংগ্রামিকশৈব তথৈব সর্বম্ ।

শয্যাসনান্যুভয়সংস্কৃতানি তথৈব বাসো বিবিধঞ্চ তত্র ॥৮॥

কুন্তী তু কৃষ্ণাং পরিগৃহ্য সাধ্বীমন্তঃপুরং দ্রুপদস্তাবিবেশ ।

দ্রিয়শচ তাং কৌরবরাজপত্নীং প্রত্যর্চয়ামাস্রদীনসত্বাঃ ॥৯॥

তান্ সিংহবিক্রান্তগতীন্ নিরীক্ষ্য মহর্ষভাঙ্কানজিনোত্তরীয়ান্ ।

গুতোত্তরাংসান্ ভুজগেন্দ্রভোগ-প্রলম্ববাহূন পুরুষপ্রবীরান্ ॥১০॥

রাজা চ রাজঃ সচিবাশচ সর্বে পুত্রাশচ রাজঃ সুহৃদস্তথৈব ।

প্রেষ্যাশচ সর্বে নিখিলেন রাজন্ ! হর্বং সমাপেতুরতীব তত্র ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতভাবদীপঃ

কবিরচিত্তা এব প্রয়োজনীয়ভাষ্যপুস্তকবর্ণনাস্থেব বাচ্যলেন স্থাপিতানীত্যাহ বন্দ্যগিতি ।

ভানুমন্তি দীপ্তিশালীনি । শক্র্যক্যঃ অস্ত্রবিশেষাঃ । এতচ্ছপ্যপজ্জহাবেত্যাহুর্কথঃ ॥৭॥

প্রাসা ইতি । প্রাসাদয়োহম্ববিশেষাঃ । উত্তমং যথা স্তাস্তথা সংস্কৃতানি সঙ্কৃতানি ॥৮॥

কুন্তীতি । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । অদীনসত্বা অনন্তোৎসাহাঃ ॥৯॥

তানিতি । মহর্ষভগ্নেব অক্ষিপী যেসাং তান্ । গুটৌ অজিনোত্তরীয়েষণ সংবৃতৌ উত্তরৌ
সুন্দরৌ অংসৌ স্বকৌ যেসাং তান্, ভুজগেন্দ্রভোগা বৃহৎসর্পশরীরাদীণিব প্রংধা দীর্ঘা বাহবো
যেসাং তান্ । প্রেষ্যা দাসাঃ । নিখিলেন প্রকারেণ । সমাপেতুঃ প্রাপুঃ ॥১০-১১॥

ভারতকৌমুদী

দেশে, তত্র কালে, তত্র পবীক্ষণে নিমিত্তে ॥৬ ৭॥ উত্তমমন্ত্ৰনি রত্নখচিত্তাভূষণাদী-

উজ্জল চন্দ্র ও বন্দ্য, বশাল তরবারি, নানাবিধ অস্ত্র ও রথ, উৎকৃষ্ট ধনু,
উত্তম বাণ এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত শক্তি ও ঋগ্ধি সে স্থানে স্থাপিত করিলেন ॥৭॥

আর, কুন্ত, ভূষুণ্ডী ও পরশু এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপকরণ, শয্যা,
আসন এবং নানাবিধ বস্ত্র সেখানে সাজাইয়া রাখিলেন ॥৮॥

এদিকে কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন;
তখন তত্রত্য জীলোকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার পরিচর্যা করিতে
লাগিল ॥৯॥

এদিকে পাণ্ডবগণের গমন সিংহের আয় বিক্রমশূচক, নয়নযুগল মহাব্যবের
আয় বিশাল, যুগচন্দ্র উত্তরীয়, সেই উত্তরীয়ে আবৃত স্বকৃষ্ণযুগল সুন্দর এবং
বাহুযুগল বৃহৎ সর্পশরীরের আয় দীর্ঘ, এই সমস্ত দেখিয়া দ্রুপদ রাজা, তাঁহার

তে তত্র বীরাঃ পরমাসনেষু সপাদপীঠেষু বিশঙ্কমানাঃ ।

যথানুপূর্বং বিবিশুর্নরাগ্র্যাস্তথা মহার্হেষু ন বিশ্বয়ন্তঃ ॥১২॥

উচ্চাবচং পাণ্ডিবভোজনীয়ং পাত্ৰীষু জাম্বুনদরাজতীষু ।

দামাশ্চ দাম্যশ্চ স্মৃষ্টবেশাঃ সন্তোজকাস্চাপ্যুপজহুঃ স্নম ॥১৩॥

তে তত্র ভুক্ত্বা পুরুষপ্রবীরা যথাত্মকামং স্তভ্ধং প্রতীতাঃ ।

উৎক্রম্য সর্বাণি বসুনি রাজন্ ! সাংগ্রামিকিং তে বিবিশুর্নবীরাঃ ॥১৪॥

তল্লক্ষয়িত্বা ক্রপদস্ত পুত্রো রাজা চ সর্বেঃ সহ মস্ত্রিমুখ্যৈঃ ।

সমর্থয়ামাস্বরূপেত্য হৃষ্টাঃ কুন্তীহতান্ পাণ্ডিব ! রাজপুত্রান্ ॥১৫॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি

বৈবাহিকে যুধিষ্ঠিরাদিপরীক্ষণে সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । অর্বাণ্যস্বাদাশঙ্কামকুর্বাণাঃ । যথানুপূর্বং জ্যেষ্ঠাহুক্রমেণ । মহার্হেষু মহামূল্যেষু, ন বিশ্বয়ন্তো বিশ্বয়মগ্র্যাস্তাঃ অগৃহ এব বহুশো দর্শনাৎ ॥১২॥

উক্তেতি । উচ্চাবচং নানাবিধম্, “উচ্চাবচং নৈকবিধম্” ইত্যমরঃ । জাম্বুনদরাজতীষু সুবর্ণরজতপ্ৰভয়নির্মিতাশ্চ । স্মৃষ্টাঃ পরিত্রতা বেশা যেষাং তে । সন্তোজকাঃ পাচকাঃ, অন্নম্, উপজহুঃ পরিবেশয়ামাসুঃ ॥১৩॥

ত ইতি । যথাত্মকামং স্বস্বচ্ছাত্ররূপম্ । প্রতীতাঃ সন্তোঃ সন্তঃ । উৎক্রম্য অতিক্রম্য । বসুনি ধনানি । সাংগ্রামিকং সংগ্রামোপকরণযুক্তং গৃহম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদ্বীপঃ

প্রকৃতীনি তদ্বস্তি, যতোর্মন্ত বস্তুমার্যম্ ॥৮—৯॥ গুণোত্তবাংসান্ গুচ্ছজ্ঞান্ ॥১০—১২॥ স্মৃষ্টাঃ অভ্যঞ্জনবাসোহলঙ্করণাদিভিঃ সম্যক্ পরিত্রতাঃ পাণ্ডবানাং বেশা যৈস্তে স্মৃষ্টবেশাঃ, তে চ মস্ত্রিগণ, পুত্রগণ, বন্ধুগণ ও অমুচরগণ, ইহারা সকলে সর্বপ্রকারেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥

মহাবীর ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে জ্যেষ্ঠানুক্রমে হাইয়া পাদপীঠযুক্ত মহামূল্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ; কিন্তু সেগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না ॥১২॥

তাহার পর, পরিত্রুত-বেশধারী দাস, দাসী ও পাচকগণ সুবর্ণনির্মিত ও রৌপ্যনির্মিত পাত্রে করিয়া রাজভোগ্য নানাবিধ খাদ্য পরিবেশন করিল ॥১৩॥

তাহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে সেই সকল বস্তু ভোজন করিয়া অত্যন্ত

(১৪) ...যথাত্মকামঃ স্তভ্ধম্... (১৫) ...ক্রপদস্ত পুত্রো...সমর্থয়ামাস উপেত্য হৃষ্টাঃ কুন্তীহতান্ পাণ্ডিবপুত্রপৌত্রান্ । *...দিনবত্যাধিকঃ..., ‘...চতুর্নবত্যাঃ...’, ‘যঙ্গবত্যা-ধিকঃ...’, ‘নবাবিকবিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত আহুয় পাঞ্চাল্যে রাজপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।

পরিগ্রহেণ ব্রাহ্মেণ পরিগৃহ্য মহাত্ম্যতিঃ ॥১॥

পর্যাপৃচ্ছদদোনাত্মা কুন্তীপুত্রং স্ববর্চসম্।

কথং জানৌম ভবতঃ কত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানুত ॥২॥

বৈশ্যান্ বা গুণসম্পন্নানথবা শূদ্রয়োনিজান্।

মায়ামান্হায় বিপ্রাংশ্চরতঃ সর্বতো দিশম্ ॥৩॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

তদিত। লক্ষয়িত্বা দৃষ্টে। সমর্থমামাশুঃ সম্ভাবয়ামাশুঃ। গৃহান্তরং বিহার সাংগ্রামিকগৃহে
প্রবেশাৎ কত্রিয়ভূম্, কুন্তা। সর্হেব জুগুহ ত। নির্গমনশস্যৎ তদানীঞ্চ জ্যৈষ্ঠিত্যদর্শনাৎ
কুন্তীসুহৃদম্, কুন্তাশ্চ পঞ্চপুত্রাভাবাত্তনাক পঞ্চজ্ঞাৎ পঞ্চপাণ্ডুঃ পঞ্চপুত্রকৃত্যশয়ঃ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিত্তায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বন্ধায়াং দ্বিপর্কণি বৈশাখিনে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১

—:—:—

তত ইতি। পাঞ্চাল্যে। ক্রপদঃ। ব্রাহ্মেণ ব্রাহ্মণযোগেন, পরিগ্রহেণ স্বীকারেণ
অভীষ্টস্থানমানীয়গাত্রোপাণনাদিব্যবহারেণার্থঃ। অদীনাম্। প্রসন্নচিত্তঃ। স্ববর্চসং

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভোজকাস্ত যথাযোগং তাহ্লাদিকম্ অপূপাদিকং চান্নমদনীয়মুপভূঃ ॥১৩- ১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১৮৭॥

—:—:—

পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অজ্ঞাত দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার যুদ্ধের উপকরণ-
যুক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

তাহা দেখিয়া ক্রপদ রাজার পুত্রগণ এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত
স্বয়ং ক্রপদ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীর
পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া ধারণা করিলেন ॥১৫॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ক্রপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান
করিয়া যথাস্থানে লইয়া গিয়া, ব্রাহ্মণের যোগ্য ব্যবহার দেখাইয়া, প্রসন্নচিত্তে
তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনারা কি ব্রাহ্মণ? না কত্রিয়? না

কৃষ্ণাহেতোরনুপ্রাপ্তা দেবাঃ সন্দর্শনাধিনঃ ।

ব্রবীতু নো ভবান্ সত্যং সন্দেহো হ্যত্র নো মহান্ ॥৪॥

অপি নঃ সংশয়স্থান্তে মনঃ সন্তুষ্টিমাবহৎ ।

অপি নো ভাগধেয়ানি শুভানি স্যুঃ পরন্তপ ! ॥৫॥

ইচ্ছয়া ক্রহি তং সত্যং সত্যং রাজস্ব শোভতে ।

ইষ্টাপূর্তেন চ তথা বক্তব্যমনৃতং ন তু ॥৬॥

শ্রুত্বা হ্যমরসক্লাশ । ত্বব বাক্যমরিন্দম ! ।

ঐবং বিবাহকরণমাস্থাস্থামি বিধানতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মনোহরকান্তিন্ । উত অথবা । গুণসম্পন্নান্ শৌচসদাচারাদিসূকান্ । আস্থায় অবলম্ব্য । পাণ্ডবভেদেহ্মিতেহপি তদ্রূঢ়তার্থ এবায়ং প্রশ্ন ইতি বোধ্যম্ ॥১—৩॥

ক্লেশতি । সন্দর্শনাধিন এব ন তু বিবাহাধিন ইতি সল্লাঘবনিরাসঃ । নঃ অশ্বাকম্ ॥৪॥

অপীতি । অস্তে অবসানে । আবহৎ লভেত । ভাগধেয়ানি ভাগ্যানি ॥৫॥

ইচ্ছয়েতি । “অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং বেদানীকানুপালনম্ । আতিথ্যং বৈবশ্বেদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ বাপীকূপতভাগাদি দেবভায়ন্তনানি চ । অন্নপ্রদানমারামাঃ পূৰ্ণ-মিত্যভিধীয়তে ॥” ইতি স্মৃতিঃ । ইষ্টঞ্চ পূৰ্ণক্লেতি ইষ্টাপূৰ্ণম্, সমাহারব্ধে হ্রস্বজ দীৰ্ঘতা, ইষ্টাপূৰ্ণেন তদ্বিবয়ালোচনেনাপীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রদ্ধেতি । বিবাহকরণং কৃষ্ণায়াঃ পাণিগ্রহণব্যাপারম্, আস্থাস্থামি বিধাস্থামি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণার্থমুচ্চিতেন অভ্যুত্থানাদিনা, পরিগ্রহণে আতিথ্যেন ॥১—৫॥

গুণবান্ বৈশ্ব বা শূদ্র ? অথবা ব্রাহ্মণই বটেন, তবে মায়া অবলম্বন করিয়া সকল দিকে বিচরণ করিতেছেন ॥১—৩॥

অথবা আপনাবা দেবতা, দ্রৌপদীকে দেখিবার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছেন । আপনি আমাদের নিকট সত্য বলুন ; কেন না, এবিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪॥

এই সংশয় তিরোহিত হইলে, আমাদের মন সন্তুষ্ট হইবে কি ? এবং আমাদের ভাগ্য শুভ হইবে কি ? ॥৫॥

আপনি দয়া করিয়া এ বিষয়টি সত্য বলুন ; কেন না, রাজসভায় সত্যই শোভা পায় । তা’র পর, যাগপ্রভৃতিই হউক বা কূপনিশ্চাণাদিই হউক, কোন বিষয়েই মিথ্যা বলিতে নাই ॥৬॥

হে দেবতাতুল্য ! আপনার কথা শুনিয়া পরে নিশ্চয়ই আমি যথাবিধানে বিবাহকার্য সম্পাদন করিব ॥৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মা রাজন্ ! বিমনা ভৃশ্বং পাঞ্চালা ! প্রীতিরস্ত তে ।
 ঈপ্সিতস্তে ধ্রুবঃ কামঃ সংবৃত্তোহয়মসংশয়ম্ ॥৮॥
 বয়ং হি ক্ষত্রিয়া রাজন্ ! পাণ্ডোঃ পুত্রো মহাত্মনঃ ।
 জ্যেষ্ঠং মাং বিদ্ধি কৌন্তেয়ং ভীমসেনোজ্জনাবিমো ॥৯॥
 আভ্যাং তব স্ততা রাজন্ ! নির্জিতা রাজসংসদি ।
 যমৌ চ তত্র কুন্তী চ যত্র কৃষ্ণা ব্যবস্থিতা ॥১০॥
 ব্যোতু তে মানসং দুঃখং ক্ষত্রিয়াং শ্মো নরধত ! ।
 পদ্মনীব স্ততেয়ং তে হৃদাদন্যং হৃদং গতা ॥১১॥
 ইতি তথ্যং মহারাজ ! সর্বমেতদব্রবীমি তে ।
 ভবান্ হি গুরুরশ্মাকং পরমঞ্চ পরায়ণম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । বিমনাঃ সন্ধেহাদগ্নসম্ভিঃ । ঈপ্সিতো লোভৈরানু মিষ্টঃ, ধ্রুবশ্চিরকালীনঃ,
 কামোহভিলাষঃ, সংবৃত্তঃ সফলো জাতঃ, অত্র সংশয়ো নাস্তীতি সংশয়ম্ ॥৮॥
 বয়মিতি । ক্ষত্রিয়া ঈশি সামান্তেন পাণ্ডোঃ পুত্রা ইতি বিশেষণে চ সন্ধেহনিরাসঃ ॥৯॥
 আভ্যামিতি । যত্র কুন্তী পূর্বাধি, কৃষ্ণা চ পরং ব্যবস্থিতা তত্র যমাবাস্তাম্ ॥১০॥
 ব্যোত্বিতি । ব্যোতু অপগচ্ছতু । একস্মাৎ হৃদাৎ ॥১১॥
 ইতীতি । তথ্যং সত্যম্ । গুরুঃ ঋতুরঃ । পরায়ণং শরণম্ ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন— ‘মহারাজ ! আপনি বিষয় হইবেন না, আপনার
 আনন্দই হউক । কেন না, আপনার চিরকালের অভিলাষ এই পূর্ণ
 হইয়াছে ॥৮॥

কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র ; তন্মধ্যে আমি কুন্তীদেবীর
 জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইঁহারা ভীম ও অর্জুন ॥৯॥

ইঁহারা দুই জনেই রাজসভায় আপনার কথাকে জয় করিয়াছেন ; আর,
 প্রথমাবধি কুন্তী এবং পরে দ্রৌপদী যাইয়া যেখানে ছিলেন, সেইখানেই
 নকুল ও সহদেব ছিলেন ॥১০॥

নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার মনের দুঃখ দূর হউক ; আমরা ক্ষত্রিয় । পদ্মনী
 যেমন এক হৃদ হইতে অপর হৃদে যায়, আপনার এই কথাটিও তেমন এক
 রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকট গিয়াছেন ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ দ্রুপদো রাজা হর্ষবাকুললোচনঃ ।
 প্রতিবক্তুং তদা যুক্তং নাশকভং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥
 যত্নেন তু স তং হর্ষং সন্নিগৃহ্য পরস্তপঃ ।
 অনুরূপাং ততো বাচং প্রভুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥
 পপ্রচ্ছ চৈনং ধর্ম্মাত্মা যথা তে প্রজ্ঞতাঃ পুরাৎ ।
 স তস্মৈ সর্বমাচখ্যাবানুপূর্ব্যেণ পাণ্ডবঃ ॥১৫॥
 তচ্ছ ত্বা দ্রুপদো রাজা কুন্তীপুত্রস্ত্র ভাষিতম্ ।
 বিগর্হয়ামাস তদা ধৃতরাষ্ট্রং নরেশ্বরম্ ॥১৬॥
 আশ্বাসয়ামাস চ তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
 প্রতিজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হর্ষণং ব্যাকুলে ব্যাপ্তে ব্যাপ্য বিস্তারিতে লোচনে যস্য সঃ । যুক্তং
 যোগ্যম্ নাশকং, হর্ষাতিবেকেণ হৃদয়স্যাপ্যস্থিরত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥
 যত্নেনেতি । হর্ষং হর্ষবেগম্, সন্নিগৃহ্য অন্তনিরূধ্য ॥১৪॥
 পপ্রচ্ছতি । এনং যুধিষ্ঠিরম্, ধর্ম্মাত্মা দ্রুপদঃ, তে পাণ্ডবঃ, পুরাঙ্কতুগুহাং ॥১৫॥
 তদিতি । বিগর্হয়ামাস, অধিকারিণো বঞ্চনাধিনাশপ্রবৃত্তেতি ভাবঃ ॥১৬॥
 আশ্বাসেতি । রাজ্যায় তস্মৈ তদ্রাজ্যদানায় ॥১৭॥

মহারাজ ! এ সমস্তই আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ; কারণ,
 আপনি আমাদের গুরু এবং পরম আশ্রয় ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন- তাহার পর, দ্রুপদ রাজার নয়নযুগল আনন্দে
 বিফারিত হইল ; তাই তিনি তখন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত উত্তর করিতে
 পারিলেন না ॥১৩॥

পরে, তিনি যত্নপূর্বক সেই আনন্দের বেগ রুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট
 উপযুক্ত উত্তর করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবগণ যেভাবে জতুগৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিষয় যুধিষ্ঠিরের
 নিকট দ্রুপদ জিজ্ঞাসা করিলেন ; যুধিষ্ঠিরও আশ্রুপূর্বক সেই সমস্ত ঘটনা
 দ্রুপদের নিকট বলিলেন ॥১৫॥

তখন দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই সকল কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে
 গুরুতর নিন্দা করিলেন ॥১৬॥

(১৩)...প্রতিবক্তুং তদা যুক্তঃ... । (১৪) অনুরূপং ততো বাচা...

ততঃ কুন্তী চ কৃষ্ণা চ ভীমসেনার্জুনাবপি ।
 যমৌ চ রাজ্ঞা সন্ধিকং বিবিশুর্ভবনং মহৎ ॥১৮॥
 তত্র তে শুবসন্ রাজন্ ! যজ্ঞসেনেন পূজিতাঃ ।
 প্রত্যশ্বস্তস্ততো রাজা সহ পুত্রৈরুবাচ তম্ ॥১৯॥
 গৃহ্নাতু বিধিবৎ পাণিমদ্রাণং কুরুনন্দনঃ ।
 পুণ্যেহহনি মহাবাহুরর্জুনঃ কুরুতাং ক্ষণম্ ॥২০॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমত্রবৌভতো রাজা ধম্মপুত্রৌ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 মমাপি দারসম্বন্ধঃ কার্য্যস্তাবদ্বিশাংপতে ॥২১॥
 দ্রুপদ উবাচ ।
 ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং গৃহ্নাতু দুহিতুর্মম ।
 যস্য বা মম্যসে বীর ! তস্য কৃষ্ণমুপাদিশ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অপিশব্দাদযুধিষ্ঠিরঞ্চ । রাজা দ্রুপদেন, সন্ধিষ্টং নির্দিষ্টম্ ॥১৮॥
 তত্রৈতি । তে পাণ্ডবাঃ । পূজিতা যথেষ্টাঙ্গপানদানাদিভিঃ সন্তোষিতাঃ ॥১৯॥
 গৃহ্নাত্বিতি । ক্ষণম্ অস্বল্পকালং লয়ম্, কুরুতাং ভবানপ্যমুমোদতামিত্যর্থঃ ॥২০॥
 তমিতি । তং দ্রুপদম্ । দারসম্বন্ধঃ পরিণয়ঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টং যাগাদি । আপূর্ত্বং বাপ্যাদি । তব ধর্ম্মকৃত্যং নশ্চেৎ যজ্ঞসত্যং ত্রয়া ইত্যর্থঃ ॥৬-১৯॥

এবং বাগিষ্ঠেষ্ঠ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন, আর তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাও করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, কুন্তী, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্রুপদ রাজার নির্দেশক্রমে বিশাল এক অট্টালিকায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৮॥

মহারাজ ! পাণ্ডবগণ দ্রুপদকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই অট্টালিকাতেই বাস করিতে লাগিলেন । তাহার পর, কিছুদিন পরে দ্রুপদ রাজা পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্বস্ত চিন্তে যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন— ॥১৯॥

‘আজ বিবাহের প্রশস্ত দিন ; সুতরাং অজাই মহাবাহু অর্জুন যথাবিধানে কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ করুন এবং আমাদের নির্দিষ্ট লগ্ন আপনিও অনুমোদন করুন’ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজাকে কহিলেন—‘মহারাজ ! আমারও ত বিবাহ করিতে হইবে’ ॥২১॥

(২১) ধর্ম্মাচ্চা চ যুধিষ্ঠিরঃ... ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সর্বেষাং মহিমী রাজন্ ! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি ।

এবং প্রবাস্ততং পূৰ্ব্বং মম মাত্ৰা বিশাংপতে ! ॥২৩॥

অহংপানিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ।

পাথেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা হুতা তব ॥২৪॥

এষ নঃ সময়ো রাজন্ ! রত্নস্য সহ ভোজনম্ ।

ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম ! ॥২৫॥

সর্বেষাং ধৰ্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিমী নো ভবিষ্যতি ।

আনুপূৰ্বেণ সর্বেষাং গৃহাতু জ্বলনে করান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ওবাণিতি । যন্ত বা কৃষ্ণায়া গাৰ্ঘ্যাণবনমুচিৎ মন্ত্রসে, তন্ত ভাষ্যভবনে কৃষ্ণা-
মুপাধিশ ॥২২॥

সর্বেষামিতি । নঃ অশ্বাকম্ । প্রবাস্ততম্ উক্তম্ । মাতৃব্যাহারস্থালজ্ঞানীয়ত্ব
মিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

অহমিতি । অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহস্বাদৃগৃহস্থধৰ্ম্মে অপ্ৰবিষ্টঃ । তথা চ “জ্যেষ্ঠেইনি-
বিষ্টে কনীয়ান্ নিবিশন্ পবিত্রেভ্য ভবতি” ইত্যাদিহাদীনীতবচনাৎ জ্যেষ্ঠে ময়ি ভীমে চাকৃত-
বিবাহে কনিষ্ঠস্বাৰ্জ্জনস্ত বিবাহে পরিবেদনদোষসম্ভবাৎ সর্বেষামেব বিবাহ ইতি ভাবঃ ॥২৪॥

অন্ত তর্হি যুগ্মকং ত্রয়াগাং কৌন্তেয়ানামেব বিবাহঃ, নকুলসহদেবয়োস্ত কৃত ইত্যাহ এষ
ইতি । সময় আচারঃ । সহ পঞ্চভিমিলিষ্টেব । হাতুং ত্যক্তুম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণং দেবপূজাদিপৰ্য্যায়সবং বিবাহাৎ প্রাক্কালীনং কুলধন্বকপম্, “কৃষ্ণঃ পর্য্যায়সর্বৈর্হপি স্ত্রাৎ
তদা যানৈহপ্যনৈঃসঃ” ইতি মেদিনী ॥২০—২৩॥ অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহঃ ॥২৪॥ সময়ো

ক্রপদ বলিচেন—‘বীর ! তাহা হইলে, আপনিই যথাবিধানে আমার
কন্যার পাণি গ্রহণ করুন; অথবা আপনি যাহার পাণি গ্রহণ করা সম্ভব মনে
করেন, তাঁহার কথা বলুন’ ॥২২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—‘মহারাজ ! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিমী
হইবেন, এইরূপই আমার মাতা পূৰ্বে বলিয়াছেন ॥২৩॥

আমি ও ভীম এখনও বিবাহ করি নাই, অথচ অর্জুন আপনার রত্নসদৃশী
কন্যাটিকে জয় করিয়াছে ॥২৪॥

তাহাতে আমাদের এই নিয়ম আছে যে, আমরা সকলে মিলিয়াই রত্ন
ভোগ করিয়া থাকি; সুতরাং সে নিয়ম আমরা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা
করি না ॥২৫॥

দ্রুপদ উবাচ ।

একস্ত বহ্নেয়া বিহিতা মহিযঃ কুরুনন্দন ! ।

নৈকস্তা বহবস্তাত ! শ্রয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ ॥২৭॥

লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাথম্মা ধম্মবিচ্ছুচিঃ ।

কর্তুর্মহসি কোন্তেয় ! কস্মাভে বুদ্ধিরীদৃশী ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ ! নাস্তি বিদ্যো বয়ং গতিম্ ।

পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্যেণ যাতং বস্ত্রান্ময়ামহে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ “জ্যেষ্ঠেহনিবিষ্টে” ইত্যাহ্বাক্ষহাবীতবচনে অনিবিষ্ট ইত্যতীত্বার্থক প্রত্যাহ্বাদযুগপ-
জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠবিবাহেহপি স এতৎপরিবেদনদোষ ইত্যাহ সন্দেহমিতি । নঃ অশ্বাকম্ । আহ-
পূর্ব্যেণ জ্যেষ্ঠামুক্রমেণ । জলনে অগ্নৌ তৎসমাপ ইত্যর্থঃ । এবঞ্চ ন পরিবেদনদোষ ইতি
পাঠঃ ॥২৬॥

একস্তেতি । একস্ত পুংসঃ । মহিমীপদং স্ত্রীমাত্তোপলক্ষণম্ । একস্তাঃ স্ত্রিরাঃ । বক্ত-
প্ৰতিঃ—“একস্ত বহ্নেয়া অস্মা ভবন্তি, নৈকস্তে বহবঃ সহ পতয়ঃ” । অথ যুক্তিস্ত প্রাণে-
বোক্তা (১১৬০ পৃষ্ঠে) ॥২৭॥

উক্তার্থে লোকবিরোধমপি সমুচ্চিনোতি লোকেতি । লোকঃ দ্রুপদাচারদর্শনাঙ্গোক্ত-
বিরুদ্ধম্, উক্তশ্রুত্যা চ স্পষ্টনিষেধাদেব বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

স্বস্ত ইতি । স্বস্তঃ কুলবুদ্ধিভববেদ্যঃ । তথা চ “নৈকস্তে বহবঃ সহ পতয়ঃ” ইত্যুক্ত-
ক্রতো সহশব্দস্বরসং যথৈকস্তাঃ স্ত্রিয়াঃ ক্রমেণানেকপতিক্রমচনা তথা নৈকং রশনাং
বয়োযুগ্ময়োঃ পরিব্যয়তি তস্মাৎসৈকা হৌ পতী বিম্বেত” ইতি শব্দভেদে চ একস্তাঃ স্ত্রি-
ভারতভাবদীপঃ

নিয়মঃ ॥২৫॥ জলনে জলনসমীপে করান গৃহাতু পক্ষপাণগ্রহণানি করোতু ॥২৬॥ পুংসঃ
পুমাংসঃ, যথা পুংসঃ বেদকর্তৃঃ পরমাস্ত্রনঃ সকাশাৎ ন জয়ন্তে. “তস্মাৎসৈকা হৌ পতী বিম্বেত”
ইতি বেদবিরুদ্ধঞ্চ । অবিহিতং নিবিষ্টং চৈতদিত্যর্থঃ ॥২৭--২৮॥ স্বস্তঃ “নৈকস্তে বহবঃ

সুতরাং দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন । অন্তএব ইনি অগ্নির
নিকটে জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমাদের সকলেরই পাণি গ্রহণ করুন’ ॥২৬॥

দ্রুপদ বলিলেন—‘বাবা যুধিষ্ঠির ! বেদে এক পুরুষের অনেক স্ত্রী বিহিত
আছে বটে ; কিন্তু একটা স্ত্রীর অনেক পতি কোথাও শুনা যায় না ॥২৭॥

অন্তএব হে কুন্তীনন্দন ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া, লোকবিরুদ্ধ এবং
বেদবিরুদ্ধ অশ্বমের কার্য্য করিতে পারেন না ; সুতরাং আপনার একুপ বুদ্ধি
হইল কেন ? ॥২৮॥

(২৭)....নৈকস্তা বহবঃ পুংসঃ.... ।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মো ধীয়তে মতিঃ ।

এবৈধেব বদত্যস্মা মম চৈতন্মনোগতম্ ॥৩০॥

এষ ধর্মো ধ্রুবো রাজন্ ! চরৈনমবিচারয়ন্ ।

মা চ শঙ্কা তত্র তে স্মাত্ কথঞ্চিদপি পার্থিব ! ॥৩১॥

দ্রুপদ উবাচ ।

ত্বঞ্চ কুন্তী চ কৌন্তেয় ! ধৃক্‌দ্ব্যম্মশচ মে স্মৃতঃ ।

কথয়ন্তি কর্তব্যং শ্বঃ কালে করবামহে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অনেকপতিকল্পনিষেধঃ । ন চ পূর্বেশ্রুতৈকবাক্যাদভ্রাপি যুগপদেবানেকপতিকল্পনিষেধ ইতি বাচ্যম্ । রশনাদৃষ্টান্তেন চিরনিষেধস্বৈব প্রতীতেঃ । অতঃ শ্বশ্রু এব ধর্ম ইত্যশয়ঃ । অধিকন্তাঃ কুন্তীয়া যুগপদ্যুত্থাতিবিবাহে সর্কৈব শ্রুতিবিরোধিনী, পূর্বে সতশঙ্কাং পরত্র চ চিরনিষেধাদিত্যাহ পূর্ব্বমিতি । পূর্ব্ববাং প্রচেতঃপ্রভৃতীনাম্, আহুপূর্ব্বোণ ক্রমাহুসারেণ তৈর্ধাতং বন্ধ অহুযামহে অহুগচ্ছামঃ । তথা চ বাক্য্য দশানামেব প্রচেতসাং অটীলায়শ্চ সপ্তানামুদীণাং পতিভ্রংশবণাদ্বয়মপি পঞ্চ একন্তাঃ কুন্তীয়াঃ পতন্তো ভবাম ইতি ভাবঃ । এতদ্বদাহরণদ্বয়ং পরাধ্যায়ে বক্ষ্যতে ॥২৯॥

অথ প্রচেতসামসৌ ব্যবহারঃ শাস্ত্রব্যভিচার এবৈত্যাহ নেতি । অনৃতং মিথ্যা । ধীয়তে স্থাপতে । অস্মা মাতা কুন্তী । এবঞ্চ চিরসত্যবাদিনা মহোক্তস্তাং চিরধর্ম্মমতিক্রান্ত হে মতিপ্রবৃত্তেঃ, মাতুরাদেশাৎ ধর্ম্ম এবায়মিত্যাশয়ঃ ॥৩০॥

ইদানীং ফলিতার্থমাহ এষ ইতি । ধ্রুবো নিশ্চিতঃ । শঙ্কা সম্বেহঃ ॥৩১॥

তুমিতি । ইতি অত্র বিষয়ে । শ্বঃ কালে পরদিনে, করবামহে কর্তব্যমিতি শেষঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

সহপতরঃ" ইতি শ্রুত্যা সহৈতি যুগপৎ বহুপতিকল্পনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন, ততশ্চাপ যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মহারাজ ! ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ ; সুতরাং আমার উহার গতি বুঝিতে পারি না ; তাই প্রাচীনেরা যে পথে গিয়াছেন, আমরাও সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকি ॥২৯॥

তার পর, আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্মের দিকে যায় না এবং মাতৃদেবীও এইরূপই বলিতেছেন, আমারও অভিপ্রায় এইরূপই ॥৩০॥

অতএব মহারাজ ! ইহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ; সুতরাং আপনি বিচার না করিয়া ইহাই করুন ; আপনার যেন এ বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দেহ হয় না’ ॥৩১॥

দ্রুপদ কহিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! আপনি, কুন্তীদেবী এবং আমার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—আপনারা এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করুন, যাহা স্থির হয়, তাহা পরে করা যাইবে ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে সমেত্য ততঃ সৰ্বে কথয়ন্তি স্ম ভারত ! ।

অথ দ্বৈপায়নো রাজন্ ! অভ্যাগচ্ছদ্যদৃচ্ছয়া ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি
বৈবাহিকে দ্বৈপায়নাগমনে অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥ *

—:—:—

উননবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সৰ্বে পাঞ্চাল্যশ্চ মহাযশাঃ ।

প্রতুথ্যায় মহাত্মানং কৃষ্ণং সৰ্বেহভাবাদয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

৩ ইতি । তে কুন্তীযুধিষ্ঠিরধৃষ্টদ্যুয়াঃ । কথয়ন্তি পবম্পনমালোচয়ন্তি স্ম ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য-শ্রীভবিদাসসিদ্ধাস্ববাসীশতম্ভৈতায়ানিবাচিতায়াং মহাভারত-
দ্বিতীয়াং ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি বৈবাহিকে অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

—:—:—

তত ইতি । পাঞ্চালো দ্রুপদঃ । কৃষ্ণং দ্বৈপায়নম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিষিদ্ধম্, মাত্ৰা সমেত্য ভূক্তেত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লজ্জানীয়ম্, পিত্রোরাজ্ঞয়া নিষিদ্ধমপি কৰ্ত্তব্যং
পবন্ত্যামকৃতমাতৃবধবৎ কিমুতানিষিদ্ধিমিতি ভাবঃ । পূৰ্বেযাং প্রচেতঃপ্রভূতানাম্, তৈবাতং
বজ্র বহুনায়েকপত্নীভ্রমভ্রযামহে তচ্চ আহুপূৰ্ব্বোপৈব, ন তু অক্রমেণ ॥২৯—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে

অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তৎপরে তাঁহারা মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে
লাগিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বেদবাস সেখানে আগমন
করিলেন ॥৩৩॥

—:—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাঁহার পর, পাণ্ডবেরা সকলে এবং দ্রুপদ রাজা
গাত্ৰোত্থান করিয়া বেদবাসকে নমস্কার করিলেন ॥১॥* ‘...ত্ৰিনবত্যাধিকঃ...’, ‘...পঞ্চনবত্যাধিকঃ...’, ‘...সপ্তনবত্যাধিকঃ...’, ‘দশাধিক-
বিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

প্রতিনন্দ্য স তান্ সর্বান্ পৃষ্ঠা কুশলমন্ততঃ ।

আসনে কাঞ্চনে শুদ্ধে নিষসাদ মহামনাঃ ॥২॥

অনুজ্ঞাতাস্ত তে সর্বৈ রুণেনামিততেজসা ।

আসনেষ মহার্হেষু নিষেতুদ্বিপদাং বরাঃ ॥৩॥

ততো যুহুর্ভাস্মধুরাং বাণীয়চ্চার্য্য পার্বতঃ ।

পপ্রচ্ছ তং মহাত্মানং দ্রৌপদ্যর্থং বিশাংপতে ! ॥৪॥

কথমেকা বহুনাং স্তান্ন চ স্তাদ্ধর্ম্মসঙ্করঃ ।

এতন্মে ভগবান্ সর্বং প্রব্রবীতু যথাতথম্ ॥৫॥

বাস উবাচ ।

অশ্বিন্ ধর্ম্মে বিপ্রলন্ধে লোকবেদবিরোধকে ।

যস্য যস্য মতং যদ্বচ্ছে তুমিচ্ছামি তস্য তং ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । প্রতিনন্দ্য প্রত্যাদৃত্য । অন্ততঃ কুশলপ্রশ্নাৎ পরম্ । নিষসাদোপবিষ্টঃ ॥২॥

অস্থিতি । রুণেন ব্যাসেন । দ্বিপদাং বরা নরশ্রেষ্ঠা দ্রুপদাদয়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । যুহুর্ভাৎ পরম্ । পার্বতো দ্রুপদঃ । দ্রৌপদ্যর্থং তদ্বিবার্থম্ ॥৪॥

কথমিতি । একা স্ত্রী বহুনাং পত্নী । ধর্ম্মস্ত সঙ্করঃ পাপেন মিশ্রীভাবঃ ॥৫॥

অশ্বিনিতি । লোকবেদযোবিবোধো যত্র তশ্বিন্, বচস্বীহো কপ্রত্যয়ঃ । অন্তএব বিপ্র-
লন্ধে বিপ্রতিপত্ত্যা লন্ধে নিকঙ্কতয়া স্তাত ইত্যর্থঃ, 'অশ্বিন্ ধর্ম্মে আচাবে ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ততশ্চে ইতি । কৃষ্ণং ব্যাসম্ ॥১ ৫॥ বিপ্রলন্ধে অতিগহনতয়া শাস্ত্রীয়েণ কাপট্যেন

বেদব্যাসও তাঁহাদের সকলকেই সমাদরপূর্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া
পরে নির্মল সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥২॥

এবং দ্রুপদপ্রভৃতি অন্য সকলেও বেদব্যাসের অমুমতিক্রমে মহামূল্য আসনে
উপবেশন করিলেন ॥৩॥

তদনন্তর দ্রুপদ রাজা একটু কাল পরে মধুর বাক্যে বেদব্যাসের নিকট
দ্রৌপদীর বিবাহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪॥

‘একটী স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হইবে, অথচ তাহাতে ধর্ম্মমিশ্রিত পাপ কেন
হইবে না ; এই বিষয়টী আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বলুন’ ॥৫॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যে আচারকে
পাপ বলিয়া ধারণা হয়, তাহাতে যাহার যাহার যে যে মত হইয়াছে, তাহা
আমি শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥৬॥

দ্রুপদ উবাচ ।

অধর্মোহয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোকবেদয়োঃ ।
 ন হোকা বিগতে পত্নী বহুনাং দ্বিজসন্তম ! ॥৭॥
 ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্বৈরয়ং ধর্মো মহাত্মভিঃ ।
 ন চাপাধর্মো বিদ্বদ্ভিঃ চরিতব্যঃ কথঞ্চন ॥৮॥
 ততোহহং ন করোম্যেবং ব্যবসায়ং ক্রিয়াং প্রতি ।
 ধর্মঃ সদৈব সন্দিগ্ধঃ প্রতিভাতি হি মে ব্রহ্ম ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

যবীয়সঃ কথং ভাৰ্য্যাং জ্যেষ্ঠৌ ভ্রাতা দ্বিজবভ ! ।
 ব্রহ্মন্ ! সমভিবর্ত্তেত সদব্রতঃ সংস্তুপোধন ! ॥১০॥
 ন তু ধর্মস্য সূক্ষ্মত্বাদ্গতিং বিদাঃ কথঞ্চন ।
 অধর্মো ধর্ম ইতি বা ব্যবসায়ো ন শকাতে ॥১১॥
 কর্ত্তুমশ্বদ্বিধৈব ব্রহ্মন্ ! ততোহয়ং ন ব্যবস্যতে ।
 পঞ্চানাং মহিমৌ কৃষ্ণা ভবতি কথঞ্চন ॥১২॥ (যুগাকম্)

ভারতকৌমুদী

অধর্ম ইতি । একা স্ত্রী, বহুনাং পুরুষাণাম্, পত্নী, বিদ্যাতে তবিতুমহতি ॥৭॥
 নেতি । পূর্বৈঃ প্রচিনৈঃ । বিদ্বদ্ভিবর্ষ্যত্যা জানদ্বিজৈঃ ॥৮॥
 তত ইতি । ব্যবসায়ং চেষ্টাম্, ক্রিয়াং প্রতি বিবাহসম্পাদনবিষয়ে । ধর্ম আচাৰঃ ॥৯॥
 যবীয়স ইতি । যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্ত ভ্রাতৃঃ । সমভিবর্ত্তেত অভিগচ্চেৎ ॥১০॥
 নেতি । অয়ং ব্যবসায়ো বিবাহসম্পাদনচেষ্টা, কর্ত্ত্বং ন শকাতে । ইতি অত্র বিষয়ে,
 কথঞ্চনাপি, ন ব্যবস্যতে কিমপি কর্ত্তুমশ্বাভিনং চেষ্ট্যতে ॥১১-১২॥

দ্রুপদ কহিলেন—‘এটা পাপ ; কেন না, ইহা লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ ।
 সূতরাং একটা স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হইতে পারে না, ইহাই আমার মত ॥৭॥
 আর, প্রাচীন মহাত্মারাও এরূপ আচরণ করেন নাই ; সূতরাং জানিয়া
 শুনিয়া মানুষ্যের কোন প্রকারেই পাপ করা উচিত নহে ॥৮॥

সেই জন্যই আমি বিবাহ সম্পাদন করিবার বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিতেছি না ।
 কারণ, এটা ধর্ম কি অধর্ম—এরূপ সন্দেহ আমার সর্বদাই হইতেছে’ ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—‘তপোধন ! সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি করিয়া কনিষ্ঠ
 ভ্রাতার ভাৰ্য্যাতে উপগত হইবেন ॥১০॥

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্মের গতি আমরা কোন প্রকারেই বুঝিতেছি না ;
 তাই এটা কি ধর্ম না অধর্ম—এইরূপ সন্দেহ হইতে থাকিলে, আমাদের মত

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন মে বাগনৃতং গ্রাহ নাধর্ম্যে ধীয়তে মতিঃ ।

বর্ততে হি মনো মেহত্র নৈষোহধর্ম্যঃ কথঞ্চন ॥১৩॥

শ্রদয়তে হি পুরাণেহপি জটীলা নাম গৌতমী ।

ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্যভূতাং বরা ॥১৪॥

তথৈব মুনিজা বান্ধী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ ।

সঙ্গতাভূদংশ ভ্রাতৃনেকান্নঃ প্রচেষতঃ ॥১৫॥

গুরোহি বচনং প্রার্থধর্ম্যং ধর্ম্যজ্ঞসত্তম ! ।

গুরুণাঞ্চৈব সর্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ ॥১৬॥

স চাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষ্যবদ্ভুজ্যতামিতি ।

তস্মাদেতদহং মন্ত্রে পরং ধর্ম্যং দ্বিজোত্তম ! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । মম বাগ্মনসয়োমিধ্যাপ্যাপয়োরশ্রবণভেদে চ শ্রবণভেদার্থ এবায়মিতি ভাবঃ ॥১৩॥

অত্রার্থে দৃষ্টাশ্রয়মাহ স্বাভ্যাং শ্রুত ইতি । অধ্যাসিতবতী পতিত্বেনাপ্রিতবতী ॥১৪॥

তথেনি । বান্ধী তদাখ্যা । একানি একবিধানি নামানি যেষাং তান্ ॥১৫॥

সর্বোপরিপ্রমাণমাহ গুরোরিতি । ধর্ম্যং ধর্ম্যাদনপেতং ধর্ম্যপ্রযোজকমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

হতে । অতএব লোকবেদবিরোধকে ॥৬—৮॥ ক্রিয়াং প্রতি ব্যবসায়ঃ নিষ্কণ্ডম্ ॥৯—১২॥

ন মে ইতি । বক্তৃৎ বাচ এব ধর্ম্যো ন পুরুষস্ত নিকিশেষস্ত, অত উক্তং ন মে বাগিতি ।

এবং মতিমনগোরপি জেষং বাগাদীনাম্ বক্তৃৎবাদিশ্রবণভামসজেন পুংসা সধ্বস্ত ন বাস্তবঃ

লোকেরা কোন চেষ্টাই করিতে পারে না ; সুতরাং দ্রৌপদী পাঁচটা পুরুষের

পত্নী হইবেন, এমন বিষয়ে আমরাও কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছি না ॥১১—১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্যে

যায় না ; অথ চ এ বিষয়ে আমার মন গিয়াছে ; সুতরাং এটা কোন প্রকারেই

অধর্ম্য হইতে পারে না ॥১৩॥

পুরাণেও শুনিতে পাই—জটীলা নামে গৌতমবংশীয়া কোন ধার্মিকজ্যেষ্ঠা

রমণী সাত জন মুনিকে পতিরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এবং বান্ধী নামে কোন মুনিকণ্ঠা তপস্তায় বিভূষিত প্রচেষ্টা-নামধারী

দশ ভাইর সহিত পত্নীরূপে মিলিত হইয়াছিলেন ॥১৫॥

তা’র পর, মহর্ষিরা গুরুবাক্যকে ধর্ম্যপ্রযোজক বলিয়া থাকেন ; অথ চ

মাতা, সকল গুরুর মধ্যে প্রধান গুরু ॥১৬॥

কুস্ত্বাচ ।

এবমেতদ্যথা প্রাহ ধৰ্ম্মচারী বুধিষ্ঠিরঃ ।

অনৃতাম্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যেহহমনৃতাতং কথম্ ॥১৮॥

ব্যাস উবাচ ।

অনৃতাম্মোক্ষাসে ভদ্রে ! ধৰ্ম্মশৈচষ সনাতনঃ ।

ন তু বক্ষ্যামি সৰ্ব্বেষাং পাপাণাং ! শৃণু মে শ্রয়ম্ ॥১৯॥

যথায়ং বিহিতো ধৰ্ম্মো যতশ্চায়ং সনাতনঃ ।

যথা চ প্রাহ কৌন্তেয়স্তথা ধৰ্ম্মো ন সংশয়ঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত উথায় ভগবান্ ব্যাসো দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।

করে গৃহীত্বা রাজানং রাজবেশম্ সমাবিশৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সা মাতা কুন্তী চ । ভৈক্ষ্যবৎ ভিক্ষালক্ষণবৎ, ভূজাতাং সৰ্ব্বৈরিত্তি শেষঃ ॥১৭॥

এবমিতি । এবং সত্যমেবেত্যর্থঃ । অনৃতান্মিথ্যাতঃ ॥১৮॥

অনৃতাদিতি । এষ চ সনাতনো ধৰ্ম্ম ইতি সৰ্ব্বেষাং পক্ষে ন বক্ষ্যামি ; কিন্তু ঈদৃশাবস্থায়াম্-
মেব কল্পচিৎ পক্ষ ইত্যর্থঃ । এতেন প্রাপ্ত্বা বাক্ষীকটিলয়োবপি বহুপতিকতা ঈদৃশাবস্থায়াম্-
মেষাসীদিতি বোধ্যম্ ॥১৯॥

যথেন্টি । তথা তাদৃশ এব ধৰ্ম্মঃ । দেববরাদিপূৰ্ব্বজন্মবৎনাশুবক ইত্যশয়ঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভবতি, অতএবোক্তম্ - “নিঃসঙ্গস্ত সসঙ্গেন কুটুম্বস্ত বিকারিণা । আশ্বনেহনান্মনা যোগো

সেই মাতৃদেবীও এই কথাই বলিয়াছেন যে, ‘ভিক্ষালব্ধ অঙ্গের মত তোমরা সকলেই ভোগ কর’। সুতরাং এটাকে আমি প্রধান ধৰ্ম্ম বলিয়াই মনে করি’ ॥১৭॥

কুন্তী বলিলেন—‘ধার্ম্মিক বুধিষ্ঠির যাহা বলিল, তাহাই সত্য ; সুতরাং মিথ্যা হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, আমি কি করিয়া মিথ্যা হইতে মুক্তি পাইব’ ॥১৮॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘ভদ্রে ! তুমি মিথ্যা হইতে মুক্তি পাইবে। কেন না, ইহা সনাতন ধৰ্ম্ম ; তবে তাহা সকলের পক্ষে নহে। ক্রপদ রাজা ! আপনি আমার নিজের মুখেই শুণুন ॥১৯॥

যখন ইহা ধৰ্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে, যখন ইহা সনাতন এবং যখন ইহাকে বুধিষ্ঠিরও ধৰ্ম্ম বলিয়াই বলিলেন, তখন ইহা ধৰ্ম্ম ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥২০॥

পাণ্ডবাম্‌চাপি কুন্তী চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।

বিবিশুর্য়ত্র তত্রৈব প্রতীক্ষন্তে স্য তাবুভৌ ॥২২॥

ততো দ্বৈপায়নস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় মহাত্মনে ।

আচরণৌ তদ্যথা ধর্ম্মৌ বহুনামেকপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

বৈবাহিকে ব্যাসবাকৌ উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— ০ —

ভারতকৌমুদী

ভুত ইতি । রাজানং ক্রপদম্, রাজবেশ্য ক্রপদশ্চৈব নির্জনং গৃহান্তরম্ । পাণ্ডবাদীনং
‘যক্ষ’ এব বন্ধমাগপক্ষেপ্ৰাপ্যাপ্যনাভিধানে প্রয়োজনাতাবত্বাৎ মহানৃদ্ধায়শ্চ স্তাদিতি
তৎপরিহারায় ব্যাসস্ত নির্জনগৃহপ্রবেশঃ ॥২১॥

পাণ্ডবা ইতি । পার্শ্বতঃ পৃথাত্যরাজপৌত্রঃ । বিবিশুরূপবিষ্টা বভূবুঃ ॥২২॥

ভুত ইতি । নরেন্দ্রায় ক্রপদায় । একা পত্নী যেথাং তেষাং ভাব একপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবভাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— * —

ভারতভাবদীপঃ

বাস্তবো নোপপত্তে” ইতি । অত্র পঞ্চানামেকপত্নীত্বে ॥১৬—২০॥ রাজানং ক্রপদম্ ॥২১॥
উভৌ ব্যাসক্রপদৌ ॥২২॥ অত্র যজ্ঞদেবা দহুরিত্যাदिনা জিগৎস্যাং নদীমিত্যন্তে । নারায়ণ্যাপা-
খ্যানগ্রন্থোহধ্যায়বয়স্কঃ কচিং পুস্তকে পঠ্যতে ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৯॥

— * —

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ভগবান্ বেদব্যাস গাত্রোথান করিয়া,
ক্রপদ রাজার হস্ত ধারণপূর্বক অম্ব নির্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২১॥

আর, পাণ্ডবগণ কুন্তী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ঈশারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে
থাকিয়াই তাঁহাদের দুই জনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তাহার পর, বেদব্যাস মহাত্মা ক্রপদের নিকট বহু পুরুষের এক পত্নী
হওয়াও যে ধর্ম্ম, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥২৩॥

— ০ —

* ‘...চতুর্নবত্যধিকঃ...’, ‘...ষট্ঠবত্যধিকঃ...’, ‘...অষ্টনবত্যধিকঃ...’, ‘...একাদশাধিক-
ত্রিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ, ইতঃ পরমধ্যায়বয়স্কং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে দৃশ্যতে ।

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—০—

ব্যাস উবাচ ।

পুরা বৈ নৈমিষারণ্যে দেবাঃ সত্ৰমুপাসতে ।

তত্র বৈবস্বতো রাজন্ ! শামিত্রমকরোদ্ভদা ॥১॥

ততো যমো দীক্ষিতস্তত্র রাজন্ ! নামারয়ৎ কক্ষিদপি প্রজ্ঞানাম্ ।

ততঃ প্রজাস্তা বহ্লা বভূবুঃ কালান্তিপাতাম্মরণপ্রহীণাঃ ॥২॥

সোমশ্চ শত্রো বরুণঃ কুবেরঃ সাধ্যা রুদ্রা বসবোহথাশ্বিনৌ চ ।

প্রজাপতিভূবনশ্চ প্রণেতা সমাজগ্যস্তত্র দেবান্তথান্যে ॥৩॥

ততোহক্রবল্লোকগুরুং সমেতা ভয়াভীত্রোদ্মানুমাণাং বিরুদ্ধা ।

তস্মাদ্ভয়াভূদ্বিজন্তঃ স্তথেষবঃ প্রযাম সর্কে শরণং ভবন্তুম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । সত্ৰং যজ্ঞম্, উপাসতে অর্থতিষ্ঠন্ । বৈবস্বতো যমঃ । শামিত্রং যজ্ঞম্
অকরোৎ ঋদ্ধিগ্ ভাবেন নিষ্পাদিতবান্ ॥১॥

তত ইতি । দীক্ষিত অর্ধিভ্যে প্রবৃত্তঃ । কালান্তিপাতান্মরণে কালান্তিক্রমাৎ ॥২॥

সোম ইতি । প্রণেতা স্রষ্টা । অন্তে দেবা আদিত্যাদয়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । অক্রবন্ দেবা ইতি শ্বেদঃ । লোকগুরুং বক্ষাণম্ । উদ্বিজন্তঃ অস্থিরাঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরেতি । শমিতা যজ্ঞে পশুবধকর্তা, তস্ত কৰ্ম্ম শামিত্রম্ ॥১॥ যমো দীক্ষিতঃ, সত্রে হি
ষে যজমানাঃ তে এব ঋদ্ধিভ্যঃ সর্কেণাং হেনাং দীক্ষা অন্তি যজমানদ্বাৰ্ণ, কালান্তিপাতাৎ

বেদব্যাস বলিলেন—‘মহারাজ ! পূৰ্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে দেবতারা এক
যজ্ঞ করেন ; তাহাতে যম পুরোহিত হইয়া সে যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতে থাকেন ॥১॥

সুতরাং যম সেই যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের মধ্যে কোন
মনুষ্যকেই মারিতেন না ; তাহাতেই মনুষ্যেরা যত্নশূন্য হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল ॥২॥

তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং অগ্ন্যস্ত্র দেবতারা সেখানে আসিলেন ॥৩॥

তাহার পর, সুখার্বী সমবেত দেবগণ মনুষ্যবৃদ্ধিবশতঃ অত্যন্ত ভীত ও
অস্থির চিত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন
হইলাম’ ॥৪॥

(১)...শামিত্রমিতি দন্তাদিঃ পাঠোহপি ।

পিতামহ উবাচ ।

কিং বো ভয়ং মানুসেভ্যো যুয়ং সর্বং যদাহমরাঃ ।

মা বো মর্ত্যসকাশাঈ ভয়ং ভবিতুমহতি ॥৫॥

দেবা উচুঃ ।

মর্ত্যা অমর্ত্যাঃ সম্ভূতা ন বশেষোহস্তি কচ্চন ।

অবিশেষাত্ত্বিজন্তো বিশেষার্থমিহাগতাঃ ॥৬॥

ভগবানুবাচ ।

বৈবস্বতো ব্যাপৃতঃ সত্রহেতোস্তেন ত্বিমে ন ত্রিয়ন্তে মনুষ্যাঃ ।

তস্মিন্নেকাগ্রে কৃতসর্বকার্যো তত এমাং ভবিতৈবাস্তকালঃ ॥৭॥

বৈবস্বতশ্চৈব তনুবিভক্তা বীৰ্য্যেণ যুয্যাকমুত প্ররদ্ধা ।

সৈষামন্তো ভবিতা হস্তকালে ন তত্র বীৰ্য্যং ভবিতা নরেষু ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিন্ভিতি । বো যুযাকম্ । অমরা মরণহীনাঃ ॥৫॥

মর্ত্যা ইতি । মর্ত্যা মরণধৰ্ম্মাণোহপি, অমর্ত্যা অমরণশীলাঃ । বিশেষো দেবমাত্ত্বময়ো-
র্ভেদঃ । বিশেষার্থং ভবতা বিশেষঘটনার্থম্ ॥৬॥

বৈবস্বত ইতি । বৈবস্বতো যমঃ, সত্রহেতোযজ্ঞসমাপ্তিনিমিত্তম্, ব্যাপৃতো নিরতঃ ।
তস্মিন্ বৈবস্বতে, কৃতসর্বকার্যো সমাপিতযজ্ঞে, ততএবৈকাগ্রে মনুষ্যমারণায় কৃতমনোযোগে
সতি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মরণকালান্তিক্ষমাং ॥২॥ যম প্রজাপতিস্তত্র সোমাদয়ঃ সমাজগুঃ ॥৩—৬॥ তস্মিন্ কৃতসর্ব-
কার্যো সমাপিতযজ্ঞে সতি এমাং লোকানামস্তকালে ভবিতা ॥৭॥ অতঃ বৈবস্বতশ্চৈব তনুঃ

ব্রহ্মা বলিলেন—‘তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় কি ? তোমরা সকলেই
যখন অমর ; অতএব তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় হইতে পারে না’ ॥৫॥

দেবতার বলিলেন—‘মনুষ্যেরাও এখন অমর হইয়াছে ; সুতরাং মনুষ্যের
সহিত দেবতার এখন কোনই ভেদ নাই । সেই ভেদ না থাকাতেই আমরা
উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ভেদ করিবার জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছি’ ॥৬॥

ব্রহ্মা বলিলেন—‘যম যজ্ঞসম্পাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাতেই মনুষ্যেরা
মরিতেছে না ; কিন্তু সেই যম যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আবার মনোনিবেশ করিলেই
মনুষ্যের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে ॥৭॥

যমের শরীরই তোমাদের প্রভাবে আবার সবল হইয়া যেন বিভিন্ন প্রকার

(৬) মর্ত্যা অমর্ত্যাঃ সংযুতাঃ...

ব্যাস উবাচ ।

ততস্ত তে পূর্বজদেববাক্যং শ্রুত্বা জগ্মুর্যত্র দেবা যজ্ঞস্তু ।
 সমাসীনাস্তে সমেতা মহাবলা ভাগীরথ্যাং দদশুঃ পুণ্ডরীকম্ ॥৯॥
 দৃষ্ট্বা চ তদ্বিস্মিতাস্তে বভূবুস্তেষামিন্দ্রস্তুত্র শুরো জগাম ।
 সোহপশ্যদ্যমোষামথ পাবকপ্রভাং যত্র দেবৌ গঙ্গা সততং প্রভূতা ॥১০॥
 সা তত্র যোষা রুদতী জলার্থিনী গঙ্গাং দেবীং বাবগাহ্য ব্যতিষ্ঠৎ ।
 তস্তাশ্রবিন্দুঃ পতিতো জলে যন্তুৎ পদ্যমাসীদথ তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বৈবস্বতস্ততি । বৈবস্বতস্ত, যমস্ত, তমুর্ধজ্যায়াসেন দুর্কলীভূতং শরীরমেব, যুগ্মকং
 বোধেণ প্রভাবেণ, প্রযুক্তা পুনঃ সবলা, অতএব বিতক্তা অশ্রাং পৃথকৃৎতএব ভবিতা । সা
 তমুরেব, অন্তকালে এষাং মহুচ্যাপান্, অস্তো বিনাশিকা ভবিতা । তত্র তদানীম্, নরেশু,
 বীৰ্যাং জীবনায় শক্তির্ন ভবিতা ॥৮॥

তত ইতি । পূর্বজদেবো ব্রহ্মা তস্ত বাক্যম্ । পুণ্ডরীকং প্রবমানং স্বর্ণপদ্মম্ ॥৯॥

দৃষ্টেতি । যোষাং কাঞ্চিং স্মিয়ম্ । পাবকপ্রভাম্ অগ্নিবহুজ্জলকাক্তিম্ । প্রভূতা
 প্রচুরজলা ॥১০॥

সেতি । তস্তাশ্রবিন্দুরিতি বিসর্গলোপেতপি সন্ধিরাধঃ । কাঞ্চনং কাঞ্চনময়ম্ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রযুক্তা যোগবলেন বিপুল্য, বিতক্তা দৈবীভাং গতা সতী সা এষামস্তো বিনাশো
 ভবিতা । বীৰ্যাং দেবতাসাম্যম্ ॥৮—১০॥ ব্রহ্মাঃ অশ্রবিন্দুঃ, সন্ধিরাধঃ ॥১১॥ কামরে

হইবে; সেই শরীরই মানুষের মৃত্যুর কারণ হইবে, সেই অন্তিমকালে
 মানুষেরও আর বাঁচিবার শক্তি থাকিবে না' ॥৮॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘তখন দেবতারা ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া যজ্ঞস্থানে
 যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন, পথে তাঁহারা সমবেত হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন,
 এমন সময়ে দেখিলেন—একটি স্বর্ণপদ্ম গঙ্গাজলে ভাসিয়া যাইতেছে ॥৯॥

তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে বলবান্
 ইন্দ্র সেই পদ্মটির দিকে গেলেন, যাইয়া যেখানে গঙ্গার জল গভীর, সেইখানে
 অগ্নির ত্রায় উজ্জলকৃতি একটি রমণীকে দেখিতে পাইলেন ॥১০॥

সেই রমণী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় নামিয়া রোদন করিতেছিল; তাহার
 যে সকল অশ্রবিন্দু জলে পড়িতেছিল, সেইগুলিই সেখানে স্বর্ণপদ্ম হইতে-
 ছিল ॥১১॥

তদন্তুতং প্রেক্ষ্য বজ্রী তদানীমপৃচ্ছতাং যোষিতমন্তিকারৈ ।
কা ত্বং ভদ্রে ! রোদিষি কস্ম হেতোৰ্বীক্যং তথ্যং কাময়েহহং ব্রবীহি ॥১১॥

স্তুবাচ ।

ত্বং বেৎসুসে মামিহ যাস্মি শক্র ! যদর্থকাহং রোদিষি মন্দভাগা ।
আগচ্ছ রাজন ! পূর্বতো গমিষ্যে দ্রুতাসি তদ্রোদিষি যৎকৃতেহহম্ ॥১৩॥
বাস উবাচ ।

তাং গচ্ছন্তীমগচ্ছতদানীং সৌহৃদ্যাদারাক্ষণং দর্শনীয়ম্ ।
সিদ্ধাসনস্বং যুবতীসভায়ং ক্রৌড়ন্তুমকৈগিরিরাজমুক্তি ॥১৪॥
তমব্রবীদেবরাজো মমেদং ত্বং বিদ্ধি বিশ্বং ভুবনং বশে স্খিতম্ ।
ঈশোহহমস্মীতি সমন্যুরব্রবীদদ্দম্ । তমকৈঃ স্তূভ্যং প্রমত্তম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । বজ্রী ইন্দ্রঃ । তথ্যং সত্যম্, কাময়ে শোভুমিচ্ছামি । ব্রবীহীত্যার্থং ভট্ট ॥১২॥
ত্বমिति । বেৎসুসে স্ত্রাস্তসি । পূর্বতঃ অগ্রতঃ । যৎকৃতে ব্রহ্মমিচ্ছ ॥১৩॥
তামिति । স ঈন্দ্রঃ । আরাং সমীপে । দর্শনীয়ং সুন্দরমুত্তমম্ । সিদ্ধাসনস্বং সিদ্ধি-
যোগাব্যাহ্রচক্ষোপবিষ্টম্ । যুবতীসভায়ং অত্যা যুবত্যা সহৈত্যর্থঃ ॥১৪॥
তমिति । ইদং বিশ্বং সর্বং ভুবনমেব মম বশে স্খিতমिति স্বং বিদ্ধি । প্রমত্তং প্রমদাৎ
স্বাগমনেন্ধপি গাবোপানাদকুর্বাণং ত্বং দুইহি, সমন্যুঃ সক্রোধঃ সন্ ইত্যব্রবীৎ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শোভুম ॥১২-১৩॥ যুবতীসভায়ং ক্রুদম্ ॥১৪॥ অকৈর্হেতুভিঃ । প্রমত্তমসাবধানম্ ॥১৫॥

সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ইন্দ্র তখনই তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভদ্রে ! তুমি কে ? কি জন্তুই বা রোদন করিতেছ ? সত্য বল,
আমি শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥১১॥

রমণীটী বলিল—‘ইন্দ্র ! আমি যে এবং যে জন্তু রোদন করিতেছি, তাহা
আপনি জ্ঞানিতে পারিবেন ; আশ্বন, সন্ধ্যের দিকে চলুন, দেখিবেন—আমি
যে জন্তু রোদন করিতেছি’ ॥১৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘তখন রমণীটী গমন করিতে লাগিল, ইন্দ্রও তাহার
পিছনে পিছনে গমন করিতে লাগিলেন, কিছু দূর যাইয়া তিনি দেখিলেন—
নিকটে হিমালয়ের উপরে সুন্দর একটা যুবক ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে উপবেশন করিয়া
অশ্ব একটা যুবতির সহিত পাশকীড়া করিতেছে ॥১৪॥

কিন্তু সে যুবক পাশাখেলায় এমনই মত্ত হইয়াছিল যে, ইন্দ্রকে দেখিয়াও

ক্লৃদ্ধঞ্চ শক্রং প্রসমীক্ষ্য দেবো জহাস শক্রঞ্চ শনৈরুদৈক্ষত ।
 সংস্তুম্ভিতোহভূদথ দেবরাজস্তেনৈক্ষিতঃ স্থাগুরিবাবতস্তে ॥১৬॥
 যদা তু পর্য্যাপ্তমিহাস্য ক্রীড়য়া তদা দেবীং রুদতীং তামুবাচ ।
 আনীয়তামেব যতোহহমারামৈনং দৰ্পং পুনরপ্যাবিশেত ॥১৭॥
 ততঃ শক্রঃ স্পৃষ্টমাত্রৈস্তয়া তু স্রাস্তৈরঙ্গৈঃ পতিতোহভূদ্ধরণ্যাম্ ।
 তমত্রবীড়গবানুগ্রতেজা মৈবং পুনঃ শক্র ! কৃথাঃ কৰ্ণাঞ্চ ॥১৮॥
 বিবৰ্ত্তয়ৈনঞ্চ মহাদ্ভিরাজং বলঞ্চ বীৰ্য্যঞ্চ তবাপ্রমেয়ম্ ।
 ছিদ্ৰেস্থ চৈবাবিশ মধ্যমস্থ যত্রাসতে বৃদ্ধিধাঃ সূৰ্য্যভাসঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্লৃদ্ধমিতি । দেবঃ স তুরুশমুত্তির্মহাদেবঃ । সংস্তুম্ভিতো নিশ্চলদেহঃ ॥১৬॥
 যদেতি । পর্য্যাপ্তং সমাপ্তিং গতম্, অন্ত মহাদেবস্ত । উবাচ স মহাদেবঃ । এষ শক্রঃ,
 আবান্মম সমীপে আনীয়তাম্ । যতো যত্র অহমস্মি । আবিশেত আস্ত্রৈঃ ॥১৭॥
 তত ইতি । তয়া রুদত্যা স্ত্রিয়া । স্রাস্তৈস্তেজোজনাশাৎ শিথিলৈঃ । এবমিথং দৰ্পম্ ॥১৮॥
 বিবৰ্ত্তয়েতি । মহাদ্ভিরাজং তন্তুণাং প্রস্তরম্, বিবৰ্ত্তয় অপসাবয় । আসতে অবতিষ্ঠন্তে ।
 সূৰ্য্যভাসঃ সূর্য্যভুলোজ্জলকাস্তয়ঃ, বৃদ্ধিধা অপরে পুরুষাঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সংস্তুম্ভিতো বজ্রং যোক্তুং যুগতঃ সন্, খতএব স্থাগুরিব ॥১৬॥ ক্রীড়য়া পর্য্যাপ্তং ক্রীড়া সমাপ্তা
 গাত্রোত্থান বা অভিযর্থনা করিল না ; ইহা দেখিয়া দেবরাজ ক্লৃদ্ধ হইয়া বলিলেন—
 ‘ওহে ! এই সমস্ত জগৎটা আমারই অধীনে রহিয়াছে, আমিই ইহার
 অধীশ্বর’ ॥১৫॥

ইন্দ্রকে ক্লৃদ্ধ দেখিয়া সেই যুবক হাস্য করিল এবং ইন্দ্রের প্রতি ধীরে ধীরে
 দৃষ্টিপাত করিল ; অমনিই ইন্দ্র তুরুশরীর হইয়া স্থাগুর স্তায় অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥১৬॥

তা’র পর, যখন তাহার পাশাখেলা সমাপ্ত হইল, তখন সেই যুবক রোদন-
 কারিণী সেই যুবতিকে বলিল—‘আমার নিকটে উহাকে লইয়া আইস ; উহার
 বাহাতে আর দৰ্প উপস্থিত না হয়, তাহা করিয়া দিতেছি’ ॥১৭॥

তখন সেই রমণী যাইয়া ইন্দ্রকে স্পর্শ করিলামাত্র, তাহার সমস্ত অঙ্গ
 শিথিল হইয়া গেল, তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন । তখন যুবকরূপী উগ্রতেজা
 মহাদেব ইন্দ্রকে বলিলেন—‘ইন্দ্র ! তুমি আর এরূপ দৰ্প কখনও করিও না ॥১৮॥

তোমার অতুলনীয় বল ও প্রভাব আছে ; সুতরাং তুমি এই মহাপৰ্ব্বত-

স তদ্বিবৃত্য বিবরং মহাগিরেশ্বল্যাতীংশ্চতুরোহন্তান্ দদর্শ ।
 স তানভিপ্রেক্ষ্য বভূব দুঃখিতঃ কচ্চিমাং ভবিতা বৈ যথেষে ॥২০॥
 ততো দেবো গিরিশো বজ্রপাণিঃ বিবৃত্য নেত্রে কুপিতোহভ্যুবাচ ।
 দরীমেতাং প্রবিশ ত্বং শতক্রতো ! যস্মাং বাল্যাদবসংস্থাঃ পুরস্তাৎ ॥২১॥
 উক্তস্ত্বেবাং বিভূনা দেবরাজঃ প্রাবেপতার্তো ভূশমেবাভিষঙ্গাৎ ।
 ঐশ্বর্যসৈরনিলেনেব নুগমশ্বখপত্রে গিরিরাজমুদ্বি ॥২২॥
 স প্রাঞ্জলির্বৈ রুমবাহনেন প্রবেপমানঃ সহসৈবমুক্তঃ ।
 উবাচ দেবং বহুরুপমুগ্ৰমগ্যশেষস্ত ভুবনস্ত তং ভবাঘঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স শক্রঃ, বিবৃত্য প্রতরাপসারণেনাবিকৃত্য । অতান্ পুরুষান্ ॥২০॥
 তত ইতি । গিরিশঃ শিবঃ, বজ্রপাণিমিল্লম্ । দরীং গুহাম্ । বাল্যামৌৰ্ধ্যাৎ ॥২১॥
 উক্ত ইতি । বিভূনা শিবেন । অভিবজ্ঞাং পরাভাবশঙ্কাবশাৎ । হুগং চালিতম্ ॥২২॥
 স ইতি । স ইন্দ্রঃ । অশেষস্ত ভুবনস্ত মধ্যে অগ্ন স্বমেব আত্মো মাং প্রতি প্রথমঃ
 প্রসাদকর্ত্তা ভব । ইতঃ পূৰ্ব্বং কোহপি মাং প্রতি প্রসাদং নাকারীদिति ভাবঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—১৮॥ এনং বিলহারোরোধনম্ অজ্জিরাঙ্গং নিবর্ত্তয় দুরীকৃত্য, যথা বলাদিকং তব
 অগ্রসেয়ং তথা নিবর্ত্তয় ॥১৯—২০॥ ততঃ গীষম্ অপ্রবেশাঙ্কেত্যোঃ ॥২১॥ এবং দরীং প্রবিশ
 ইত্যুক্ত উবাচ হে ভব ! অগ্ন স্বমশেষস্ত ভুবনস্ত আত্মঃ পতিরসি । অতেনানেন
 প্রমাণ পাথরখানাকে সরাইয়া ফেল এবং এই গৰ্ভের ভিতরে প্রবেশ কর,
 যেখানে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী তোমারই মত আরও কয়টি পুরুষ রহিয়াছে' ॥১৯॥
 তখন ইন্দ্র হিমালয়ের সেই গৰ্ভ আবিষ্কার করিয়া নিজের তুল্য তেজস্বী
 আরও চারিটি পুরুষ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন
 এবং ভাবিলেন—‘আমিও ইহাদেরই মত হইব না ত ?’ ॥২০॥

তাহার পর, মহাদেব কুপিত হইয়া নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া ইন্দ্রকে
 বলিলেন—‘ইন্দ্র ! তুমি এই গুহার ভিতরে প্রবেশ কর, যেহেতু মুখ্যতাবশতঃ
 তুমি আমাকে পূৰ্ব্বে অবজ্ঞা করিয়াছ’ ॥২১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র যাতনার আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া বায়ুচালিত
 অশ্বখপত্রের দ্বায় সেই হিমালয়ের উপরে শিথিল অঙ্গে কম্পিত হইতে
 লাগিলেন ॥২২॥

এবং মহাদেব সহসা ঐরূপ বলিলে, দেবরাজ কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাকুলি
 হইয়া বহুমূর্ত্তি মহাদেবকে বলিলেন—‘সমস্ত জগতের মধ্যে আজ আপনিই
 আমার প্রতি প্রথম অঙ্গগ্রহ করুন’ ॥২৩॥

তমব্রবীদুগ্রবচাঃ প্রহস্য নৈবংশীলাঃ শেষমিহাপ্নুবন্তি ।

এতেহপ্যেবং ভবিতারঃ পুরস্তান্তস্মাদেতাং দরীমাবিশ্য শেষ ॥২৪॥

তত্র ছেবং ভবিতারো ন সংশয়ো যোনিং সৰ্বৈ মানুযীমাবিশধম্ ।

তত্র যুধং কৰ্ম্ম কুত্ৰাহবিষহং বহুনন্যান্ নিধনং প্রাপয়িত্বা ॥২৫॥

আগন্তারঃ পুনরেবেন্দ্রলোকং স্বকৰ্ম্মণা পূৰ্ব্বজিতং মহার্হম্ ।

সৰ্বং ময়া ভাষিতমেতদেবং কৰ্তব্যমচ্ছদ্বিধার্থযুক্তম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

পূৰ্ব্বেক্সা উচুঃ ।

গমিস্যামো মানুযং দেবলোকাদদুৱাধরো বিহিতো যত্র মোক্ষঃ ।

দেবাস্তস্মাদদধীরন্ জনন্যাং ধৰ্ম্মো বায়ুম'গবানধিনৌ চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উগ্রবচা ভয়ঙ্করবক্তৃতাঃ শিবাঃ । এবংশীলাঃ সাহস্কারস্বভাবাঃ, শেষং প্রসাদং নাপ্নুবন্তি । “শেষঃ সন্ধৰ্শণে বধে । অনন্তে না প্রসাদে চ” ইতি মেদিনী । পুরস্তাং পূৰ্বম্ এবং ভবিতার ইং সাহস্কারা ভূতাঃ, এতে চত্বারোহপি অন্তাং দৰ্শ্যং তিষ্ঠত্বীতি শেষঃ । স্বমপি শেষ স্বপিহি তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥২৪॥

তত্রৈতি । তত্র মৰ্ত্ত্যে, এবং মনুষ্যাঃ, যুগং ভবিতারঃ । অবিষহং শত্রুগামসঙ্ঘম্ । স্বকৰ্ম্মণা পূৰ্ব্বকৃতসংক্রিয়রা । বিবিধার্থযুক্তং নানাবিধপ্রয়োজনবৎ, অন্তং কৰ্ম্ম চ তত্র যুগ্মাভিঃ কৰ্তব্যম্ ॥২৫—২৬॥

গমিস্যাম ইতি । মানুযং লোকম্ । দুৱাধরো দুৰ্লভঃ । অদধীরন্ জনয়েয়ুঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যাং জিহ্বৈব ন তুচ্ছথেতি সূচিতম্ ॥২২—২৩॥ শেষং প্রসাদম্. “শেষঃ সন্ধৰ্শণে বধে । অনন্তে

তখন উগ্রভেক্সা মহাদেব হাস্য করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—‘অহঙ্কারীরা অমুগ্রহ লাভ কবে না । ইহারাও পূৰ্ব্বে অহঙ্কার করিয়াছিল বলিয়া এই গুহাতে রহিয়াছে ; সুতরাং তুমিও এই গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান কর ॥২৪॥

তোমরা মৰ্ত্যলোকে যাইয়া মনুষ্য হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; সুতরাং তোমরা সকলেই মনুষ্যযোনিতে যাইয়া প্রবিষ্ট হও, সেখানে তোমরা শত্রুর অসহ্য কার্য্য করিয়া এবং বহু শত্রুকে সংহার করিয়া, আপন আপন কৰ্ম্ম অনুসারে পুনরায় ইন্দ্রলোকে আসিবে, আমি বলিলাম বলিয়া এ সমস্তই হইবে এবং অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যও তোমরা করিবে’ ॥২৫—২৬॥

পূৰ্ব্ববর্তী ইন্দ্রেরা বলিলেন—‘আমরা দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে যাইব, যেখানে মুক্তি দুৰ্লভ । তবে, ধৰ্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পাঁচ জন দেবতা আমাদের জননীর গর্ভে উৎপাদন করিবেন’ ॥২৭॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ ত্বা বজ্রপাণিবচস্ত দেবশ্রেষ্ঠং পুনরেবেদমাংহ ।

বীৰ্যোপাং পুরুষং কার্য্যাহেতোর্দিত্যামেবাং পঞ্চমং মংপ্রসূতম্ ॥২৮॥

বিশ্বভূগ্ ভূতধামা চ শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।

শান্তিস্তচতুর্থ স্তেবাং বৈ তেজস্বী পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥২৯॥

তেবাং কামং ভগবানুগ্রহস্থা প্রাদাদিকং সন্নিগাদ্যথোক্তম্ ।

তাপ্কাপ্যেবাং যোমিতং লোককান্তাং শ্রিয়ং ভার্য্যাং ব্যাদধামানুযেষু ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । বজ্রপাণিবচনেন্দ্রঃ । কার্য্যাহেতোঃ অমুরবধরূপদেবকার্য্যসম্পাদনার্থম্, বীৰ্য্যেণ শুক্রেণ, মংপ্রসূতম্ এবং পঞ্চমং পুরুষং দত্তাম্ । ত্রিভুবনরাজকার্য্যসম্পাদনার স্বয়ং ন গচ্ছামিতি ভাবঃ ॥২৮॥

অথ ভগবতান্যং চতুর্থাং পূর্বেজ্ঞাণাং নবীনেজ্ঞস্ত চ নামাত্মাঃ বিশ্বভূগ্, ভূতধামা, শিবিঃ, শান্তিস্তেতি ক্রমিকা ভূতপূৰ্ব্বা ইন্দ্রাঃ ; তেজস্বী চ বর্তমান ইন্দ্রঃ ॥২৯॥

তেবামিতি । কামং স্বর্গাদিত্যপাদিত্ত্বরূপমভিলাষম্ । উগ্রহস্থা পিনাকী শিবঃ । ইষ্টম্ আশ্বনাপি বাঞ্ছিতম্, সন্নিগর্গং আশ্বনঃ সংস্রভাবাং । তাং প্রসিদ্ধাম্, যোমিতং তৈরিন্দ্রৈঃ ক্রমিকভোগাদ্যেযমিদ্ধৃতাম্, লোককান্তাং স্বর্গবাসিভিঃ স্পৃহিতাম্, শ্রিয়ং স্বর্গলক্ষ্মীম্, মামুযেষু লোকেষু, এবাং পঞ্চানামপীজ্ঞাণাম্, ভার্য্যাং ব্যাদধাং ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

না প্রসাদে চ" ইতি যেদিনী ॥২৪—২৬॥ হুরাধরো হুস্তাপঃ ॥২৭॥ বীৰ্য্যেণ শুক্রেণা পুরুষ-মংশভূতং দত্তাম্ । স্বয়ং তু আদিকারকত্বাদিহৈব তিষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥২৮॥ তেজস্বী ইন্দ্রাংশঃ ॥২৯॥ সন্নিগর্গং সংস্রভাবাং । শ্রিয়মিতি দ্রৌপদী স্বর্গলক্ষীঃ তাম্ ॥৩০॥ তৈঃ

বেদব্যাস বলিলেন—‘নূতন ইন্দ্র পূর্ববর্তী ইন্দ্রগণের ঐ কথা শুনিয়া পুনরায় মহাদেবকে এই কথা করিলেন—‘আমি দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আপন বীৰ্য্যদ্বারা উৎপাদিত মংপুত্রকেই ইহা হইবে । পঞ্চম ইন্দ্র করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করি’ ॥২৮॥

সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের মধ্যে প্রথমের নাম—বিশ্বভূগ্, দ্বিতীয়ের নাম—ভূতধামা, তৃতীয়ের নাম—শিবি, চতুর্থের নাম—শান্তি এবং পঞ্চমের নাম—তেজস্বী ছিল ॥২৯॥

ভগবান্ মহাদেব নিজের সংস্রভাববশতঃ তাঁহাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন এবং ইহাদেরই ভোগ্য স্বর্গবাসীর লোভনীর স্বর্গলক্ষ্মীকে মহম্মুলোকে তাঁহাদের ভার্য্যা হইবার জন্য আদেশ করিলেন ॥৩০॥

তৈরেব সাক্ষিস্ত ততঃ স দেবো জগাম নারায়ণমপ্রমেয়ম্ ।

অনন্তমব্যক্তমজং পুরাণং সনাতনং বিশ্বমনন্তরূপম্ ॥৩১॥

স চাপি তদ্ব্যবধাৎ সর্বমেব ততঃ সৰ্বে সংবভূবুর্ধরণ্যাম্ ।

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ধবৰ্হ একং কৃষ্ণমপরৈকৈব শুক্লম্ ॥৩২॥

তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং বদনাং কূলে দ্বিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ ।

তয়োরেকো বলদেবো বভূব যোহসৌ শ্বেতস্তস্মৈ দেবস্মৈ কেশঃ ।

কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশঃ সংবভূব কেশো যোহসৌ বৰ্হতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥৩৩॥

যে তে পূৰ্ব্বং শত্রু রূপা নিবদ্ধান্তস্তাং দৰ্ঘ্যাং পৰ্বতস্ত্যোন্তরস্মৈ ।

ইহৈব তে পাণ্ডবা বীৰ্য্যবন্তঃ শত্রুস্তাংশঃ পাণ্ডবঃ সব্যাসাচী ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিত্তি । তৈঃ পঞ্চভিরবেষ্টৈঃ । স দেবঃ শিবঃ । জগাম বায়কৃষ্ণয়োরাবির্ভাবার্থম্ ॥৩১॥

স ইতি । স নারায়ণোহপি । ব্যদধাৎ অমৃতবানিত্যর্থঃ । উদ্ধবঃ উৎপাটয়ামাস ॥৩২॥

তাবিহি । নিবিশেতাং প্রতিষ্টবন্তৌ । কেশজাতদ্বাদেব কেশব ইত্যংশঃ । নারায়ণ-
কেশয়োরাপি নারায়ণায়কত্বাৎ বায়কৃষ্ণয়োঃ নন্ত-বিষ্ণুতাবাদিনা । শ্রীমদ্ভাগবতেষাং সহ স
বিরোধঃ । ষট্‌পাদমিদং পতম্ ॥৩৩॥

য ইতি । তে চত্বারঃ । দৰ্ঘ্যাং গুহ্যায়াম্ । শত্রুস্ত নবীনেশ্বস্ত । সব্যাসাচী অৰ্জুনঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশ্বভূগাদিত্তিঃ, স দেবো মহাদেবঃ ॥৩১॥ ব্যদধাৎ বিহিতবান্ আজ্ঞাবানিত্যর্থঃ । • উদ্ধবঃ
উদ্ধতবান্ ॥৩২॥ অত্র কেশাবেব রেতোক্লিপৌ পাণ্ডবানামিব বায়কৃষ্ণয়োরাপি প্রাকরণ-
সজতার্থং সাক্ষাদেবেরতস উৎপত্তেববশ্তবক্তব্যত্বাৎ, অতএব দেবক্যাং রোহিণ্যাঞ্চ সাক্ষাৎ
কেশপ্রবেশ উচ্যতে, ন তু বহুদেবে ; তথা সতি তু “দেবানাং রেতো বৰ্হং বৰ্হস্ত রেত
ওষধয়ঃ” ইত্যাদিশ্রোতপ্রমাণ্য অস্বাদ্যিবৎ তয়োরাপি ব্যবধানেন দেবপ্রভবত্বং স্তাৎ ; তথা
চ—“এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমবায়ম্” ইতি ভগবতঃ সাক্ষাৎস্তাভবতারবীজ-

তৎপরে, বাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না, যিনি অনন্ত, অস্পষ্ট, জন্ম-
হীন, সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সনাতন, বিশ্বব্যাপক এবং অনন্তমূর্ত্তি—সেই নারায়ণের
নিকটে সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের সহিত মহাদেব গমন করিলেন ॥৩১॥

নারায়ণও সেই সমস্ত বিষয়েরই অনুমোদন করিলেন ; তখন পঞ্চ ইন্দ্র
এবং স্বর্গলক্ষী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে নারায়ণ নিজের
একটা শুক্ল কেশ এবং একটা কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন করিলেন ॥৩২॥

সেই কেশ দুইটা যাইয়া যজ্ঞকূলে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিল ।
তাহার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশটা বলরাম হইল এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশটা কেশব অর্থাৎ
কৃষ্ণ হইল ॥৩৩॥

এবমেতে পাণ্ডবাঃ সংবভূবুর্থে তে রাজন্ ! পূর্বমিস্ত্রা বভূবুঃ ।

লক্ষ্মীশৈচ্যাং পূর্বমেবোপদিক্তা ভাৰ্য্যা যৈষা দ্রৌপদী দিব্যরূপা ॥৩৫॥

কথং হি স্ত্রী কৰ্ম্মণোহস্তে মহীতলাং সমুত্তিষ্ঠেদন্যতো দৈবযোগাৎ ।

যস্য রূপং সৌমসূৰ্য্য প্রকাশং গন্ধশ্চাস্মাঃ ক্রোশমাত্ৰাং প্রবাতি ॥৩৬॥ :

ইদঞ্চান্যং প্রীতিপূৰ্ব্বং নরেন্দ্র ! দদানি তে বরমত্যন্ততঞ্চ ।

দিব্যং চক্ষুঃ পশ্য কুন্তীমত্যাংস্বং পুণ্যৈদিবৈঃ পূৰ্বদেহৈরুপেতান্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । লক্ষ্মীঃ স্বর্গশ্রীঃ, এযাং পাণ্ডবত্বপ্রাপ্তানামিস্ত্রাণাম্, তার্থা ভবিতুমুপদিষ্টা ॥৩৫॥

অন্তথাহুপপত্তিং দর্শয়তি কথমিতি । কৰ্ম্মণোহস্তে যজ্ঞাবসানে । অন্ততোহন্তজ্ঞ ॥৩৬॥

বাস্মাত্রে জগদন্তাবিশ্বাসঃ স্তাদিতি প্রত্যক্ষত এব পঞ্চপাণ্ডবেষু পঞ্চেন্দ্রিয়ং দর্শয়িতুমাহ—
ইদমিতি । বরং বরভূতম্, অত্যন্ততং দিব্যং চক্ষুর্দদানীতি সম্বন্ধঃ । পূৰ্বদেহৈঃ পূৰ্ববন্তিভি-
রেবেশ্বরীরৈঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মুচ্যমানং বিরূপেত ; অপি চ কেশরেতসোর্দেহজ্ঞে সমানেহপি রেতঃপ্রভবজ্ঞে অর্কাক্-
স্রোতঃস্বেন মহ্যজ্ঞং পুণ্ড্রজ্ঞ স্তাৎ । তথা—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিঃ
সমজ্ঞতে । ন চ কেশোদ্ধরণং কৃষ্ণস্তাপ্যংশজ্ঞং প্রতীক্যতে ইতি বাচ্যম্, কেশস্ত দেহাবয়বজ্ঞা-
ভাবাৎ, ভাবাৎ নমুচিবদে কৰ্ত্তব্যে যথা অপাং ফেনে বজ্রস্ত প্রবেশঃ, এবং দেবকারোহিণ্যো-
র্জঠরপ্রবেশে কৰ্ত্তব্যে কেশদ্বয়েন দ্বারভূতেন ভগবতঃ কাংক্ষানৈবাবির্ভাবো দ্রষ্টব্য ইতি
যুক্তম্ ॥৩৩—৩৬॥ দিব্যং জ্যোতমানং দিবি তিতং বা, সার্কজ্যপ্রদজ্ঞাৎ ॥৩৩॥ তস্ত রাজ্ঞঃ

হিমালয়ের সেই গুহার ভিতরে পূৰ্বে যে সেই ইন্দ্ররূপী চারিটি পুরুষ
আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা চারি জনই এই মর্ত্যালোকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও
সহদেব ; আর অর্জুন সেই নূতন ইন্দ্রের অংশ ॥৩৪॥

মহারাজ ! পূৰ্বে যে সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহাবাই এইভাবে
পঞ্চ পাণ্ডব হইয়াছেন ; আর মহাদেব পূৰ্বে যে সেই স্বর্গলক্ষ্মীকে ইহাদের
ভাৰ্য্যা হইবার আদেশ দিয়াছিলেন, তিনিই এই মনোহরমূর্তি দ্রৌপদী
হইয়াছেন ॥৩৫॥

এইরূপ দৈবযোগ ব্যতীত যজ্ঞাবসানে কি করিয়া একটা স্ত্রী ভূতল হইতে
উঠিতে পারে ? যাহার রূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের ত্যায় উজ্জ্বল এবং দেহের সৌরভ
এক ক্রোশ দূরে বহিত হয় ॥৩৬॥

সে যাহা হউক, মহারাজ ! আমি প্রণয়বশতঃ এই আর একটা অত্যন্ত
বরংরূপ দিব্য চক্ষু আপনাকে দিতেছি ; আপনি দিব্য পুণ্যবশতঃ ভূতপূৰ্ব্ব
ইন্দ্রেদেহারী পাণ্ডবগণকে নিজেই দর্শন করুন ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ব্যাসঃ পরমোদারকশ্মা শুচিবিপ্রস্তপসা তস্য রাজ্ঞঃ ।
 চক্ষুর্দিব্যাং প্রদদৌ তাংশ্চ সর্বান্ রাজাহপশ্যৎ পূর্বদেহৈর্ঘথাবৎ ॥৩৮॥
 ততো দিব্যান্ হেমকিরীটমালিনঃ শক্রপ্রথ্যান্ পাবকাদিত্যবর্ণান্ ।
 বন্ধাপীড়াংশ্চারুৰূপাংশ্চ যুনো ব্যাটোরক্ষাংস্তালমাত্রান্ দদর্শ ॥৩৯॥
 দিব্যৈর্বদৈঃস্বররজোভিঃ স্নগন্ধৈর্মাল্যৈশ্চাতৈঃ শোভমানানতীব ।
 সাক্ষাৎসাক্ষান্ বা বসুশ্চাপি রুদ্রানাদিত্যান্ বা সর্বগুণোপপন্নান্ ॥৪০॥
 (যুগ্মকম্)

তান্ পূর্বেজ্ঞানভিবীক্ষ্যভিরূপান্ শক্রাজ্ঞজ্ঞেয়রূপং নিশম্য ।
 শ্রীতো রাজা দ্রুপদো বিশ্রিতশ্চ দিব্যাং মায়াং তামবেক্ষ্যপ্রমেয়ায় ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তপসা তপোমহিমা । যথাবৎ ইন্দ্ররূপান্নবাপশ্যৎ গবাক্ষরূপে ॥৩৮॥
 ইন্দ্ররূপস্যেব বর্ণরূপাহ তত ইতি । দিব্যান্ স্বর্গীয়ান্, দেহচ্ছায়ানয়ননিমেষাদিশৃঙ্খল-
 দিত্যাশয়ঃ । শক্রপ্রথ্যান্ ইন্দ্রতুল্যান্ । বন্ধাপীড়ান্ দন্তস্বর্গীয়পুংশেশবান্ । ব্যাটোরক্ষান্
 বিশালবক্ষসঃ, তালমাত্রান্ উর্জোত্তোলিতস্তম্রমাগান্ । এতৎপ্রমাণক পূর্বমেবোক্তম্ ।
 অরজোভিধূলীশূঠৈঃ । অইয়াঃ শ্রেষ্ঠৈঃ । ত্যাক্ষান্ দ্রিলোচনান্ । বাশকস্বয়মোপমে,
 ঔপম্যক সর্বদেবগুণোপপন্নয়ে । “বা স্মাধিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চরে” ইতি
 নিষঃ ॥৩৯—৪০॥

তানিতি । পূর্বেজ্ঞান পূর্বেজ্ঞচতুষ্টয়পরিণতিভূতান্, অভিরূপান্ মনোজ্ঞান্, তান্
 সুধিষ্টিরাদীন্, অভিবীক্ষ্য, শক্রাজ্ঞজ্ঞমজ্ঞানক, ইন্দ্ররূপং নৃত্যেন্দ্রমুখ্যম্, নিশম্য দৃষ্টা, দর্শনার্থে-

ভারতভাবদীপঃ

তর্থে রাজে ॥৩৮॥ বন্ধাপীড়ান্ পরিহিতালঙ্কারান্ । তালমাত্রান্ তালবক্ষপ্রমাণান্ ॥৩৯—৪০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৯০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অদ্ভুত কৃষ্ণা শুদ্ধচিত্ত বেদব্যাস
 তপস্তার প্রভাবে দ্রুপদ রাজাকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন ; তখন দ্রুপদ রাজা
 গবাক্ষরূপে সাক্ষাৎ পাপগুণকেই ভূতপূর্ব ইন্দ্রদেহধারী দেখিলেন ॥৩৮॥

তিনি দেখিলেন—পাপগুণের স্বর্গীয় মূর্তি, দেহে ছায়া লইয়া নয়নে নিমেষ
 নাই, সুবর্ণের মুকুট ও মালা, ইন্দ্রের স্থায় আকৃতি, অগ্নি ও সূর্যের স্থায় উজ্জল
 বর্ণ, মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্পের মালা, মনোহর মূর্তি, যৌবন বয়স, বিশাল বক্ষ,
 স্নানোদেহ, ধূলীশূণ্য স্বর্গীয় বস্ত্র এবং স্নগন্ধ উৎকৃষ্ট মালা, রহিয়াছে ; তাহাতে
 সাক্ষাৎ শিব, বসুগণ, ক্রতুগণ ও আদিত্যগণের স্থায় দেবযোগ্য সর্বগুণসম্পন্ন
 দেখা যাউতেছে ॥৩৯—৪০॥

তাইব্যাগ্ৰ্যো দ্বিয়মতিরূপযুক্তং দিব্যাং সাক্ষাৎ সোমবন্ধিপ্ৰকাশাম্ ।

যোগ্যাং তেবাং রূপতেজোযশোভিঃ পত্নীং যত্র হৃদবান্ পাণিবেন্দ্রঃ ॥৪২॥

স তদদৃষ্ট্ । মহাদাশ্চর্য্যরূপং জগ্ৰাহ পাদৌ সত্যবত্যাঃ স্ততস্ত ৷

নৈতচ্চিত্রং পরমর্ষে ! ত্বয়াতি প্রসন্নচেতাঃ স উবাচ চৈনম্ ॥৪৩॥

ব্যাস উবাচ ।

আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ ।

নাধ্যগচ্ছং পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

৪১, হৃদয়মার্ঘ্য, দিব্যমগ্রযেয়াং তাং তৎপঞ্চকসম্বন্ধিনীম্, যাত্রাং শক্তিব্যবস্থায় রূপদো
গাঙ্গা প্রীতো বিশ্রিতশাসীৎ ॥৪১॥

তামিতি । অগ্ৰ্য্যং শ্রেষ্ঠাম্ । তাং দ্রৌপদীম্, রূপতেজোযশোভিস্তেবাং যোগ্যাং
পত্নীম্, যত্র, হৃদবান্ আনন্দিতো বভূব, পাণিবেন্দ্রো রূপদঃ ॥৪২॥

স ইতি । স রূপদঃ । ইতুবাচ চৈতি শেষঃ । স ব্যাসশ্চ । এনং রূপদম্ ॥৪৩॥

অথ পঞ্চেন্দ্রবাহরাণাং পঞ্চপাণ্ডবানামন্তিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানাখ্যানে তেবাং গরীমানহ-
কারঃ স্তাদিতি তৎপরিহারায় ব্যাসেন পূর্বে পাণ্ডবানামন্তিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানং নোক্তম্,
কিঞ্চ পঞ্চানাং সাত্‌গম্যেককন্যা দ্রৌপদা বিবাহায় কেবলমুখিক্তোপাখ্যানমভিহিতম্ ।
ইদানীন্ত পত্যপেক্ষয়া পত্ন্যা অবরবয়স্কৃত্বং দর্শয়িতবাম্, তচ্চ পঞ্চেন্দ্রাণাং স্বর্গলক্ষ্যাস্ত যুগপ-
জ্জন্মিনি ন সম্ভবতীতি স্বর্গলক্ষ্য্য কিঞ্চিদ্বিলম্বিতবাম্ । এবঞ্চ স্বর্গলক্ষ্য্যেরেব মধ্যে ঋষিক্ত
ভূত্বা বিলম্বিতবতীতি স্চৈবিত্ত্বং তদুপাখ্যানং পুনরপ্যাহ আদীদিতি । নাধ্যগচ্ছং লেভে ॥৪৪॥

মনোহরমুষ্টি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পূর্ব ইন্দ্রমুষ্টি দেখিয়া এবং
অজ্ঞানকে নূতন ইন্দ্রমুষ্টি দর্শন করিয়া, আর তাঁহাদের শক্তিকে অলৌকিক ও
অনির্বচনীয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রূপদ রাজা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন ॥৪১॥

আর, সাক্ষাৎ চন্দ্র ও অগ্নির ছায় উজ্জ্বলকাস্তি, স্বর্গীয়মুষ্টি, অতিশুন্দরী
দ্রৌপদীকে রূপ, তেজ ও যশে তাঁহাদেরই উপযুক্ত পত্নী স্বর্গলক্ষ্য্য মনে করিয়া
রূপদ রাজা আনন্দে অধীর হইলেন ॥৪২॥

রূপদ রাজা সেই গুণবস্তুর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বেদব্যাসের চরণযুগল
ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—‘মহর্ষি ! আপনাতে ইহা আশ্চর্য্য নহে’ ।
পরে, বেদব্যাস প্রসন্ন হইয়া রূপদ রাজাকে বলিলেন ॥৪৩॥

বেদব্যাস কহিলেন—‘কোন তপোবনে কোন মহর্ষির একটি কন্যা ছিল ;
সে কন্যাটী শুন্দরী হইয়াও উপযুক্ত পতি পাইতেছিল না ॥৪৪॥

(৪২) হৃদবান্ পাণিবেন্দ্রঃ ।

তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্ৰেণ শঙ্করম্ ।
 তামুবাচেশ্বরঃ প্রীতো বৃণু কামমিতি স্বয়ম্ ॥৪৫॥
 সৈবমুক্তাজবীং কল্যা দেবং বরদমৌখরম্ ।
 পতিং সর্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥৪৬॥
 দদৌ তৈশ্চ স দেবেশস্তং বরং প্রীতমানসঃ ।
 পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ! ভবিষ্যন্তীতি শঙ্করঃ ॥৪৭॥
 সা প্রসাদয়তী দেবমিদং ভূয়োহভাষত ।
 একং পতিং গুণোপেতং ব্রহ্মোহর্হামীতি শঙ্কর ! ॥৪৮॥
 তাং দেবদেবঃ প্রীতাত্মা পুনঃ প্রাহ শুভং বচঃ ।
 পঞ্চকুব্জযুক্তোক্তাহং পতিং দেহীতি বৈ পুনঃ ॥৪৯॥
 তত্তথা ভবিতা ভদ্রে । বচস্তদ্বদ্রমস্ত তে ।
 দেহমন্যং গতায়ান্তে সর্বমেতদ্ভবিষ্যতি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তোষয়ামাসেতি । ঈশ্বরঃ শঙ্কর এব । কামং কাম্যবিষয়ম্ ॥৪৫॥
 সেতি । পুনঃ পুনঃ পঞ্চ বাবান্ অত্রবীতি হ্যর্থঃ, পবনং তথাপি ত্রিধানং ॥৪৬॥
 দদাবিতি । ঈদৃশবরদানে স্বগলক্ষীং প্রতি পূর্বাদেশস্ত অরন্যমেব হেতুরিতি বোধ্যম্ ॥৪৭॥
 সেতি । প্রসাদয়তী প্রসাদয়ন্তী । অত্যাশি প্রাপ্তুমিচ্ছাঃ, স্রিয়া একপতিকঙ্ক-
 নিয়মাৎ ॥৪৮॥

তামিতি । পঞ্চকুব্জঃ পঞ্চ বাবান্ । মমৈব পূর্বাদেশবশাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৯॥
 তদ্বিতি । গতায়ান্তে প্রাপ্তায়ান্তে । এতদেবৈতৎপ্রসাদনফলমিতি ভাবঃ ॥৫০॥

তাহার পর, সেই কণ্ঠাটী ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল ;
 তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই আসিয়া তাহাকে বলিলেন—‘তোমার
 অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর’ ॥৪৫॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ‘আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা
 করি’ এই কথাটী পাঁচ বার বরদাতা মহাদেবের নিকট সে বলিল ॥৪৬॥

তখন মহাদেব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে সেই বরই দিলেন এবং বলিলেন—
 ‘ভদ্রে ! তোমার পাঁচটী পতি হইবে’ ॥৪৭॥

তখন কণ্ঠাটী মহাদেবকে প্রশন্ন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিল যে,
 ‘শঙ্কর ! আমি আপনার নিকট গুণবান্ একটী পতি প্রার্থনা করি’ ॥৪৮॥

তখন সন্তুষ্টচিত্ত মহাদেব পুনরায় তাহাকে এই কথা বলিলেন—‘ভদ্রে !
 তুমি ‘পতি দিন’ এই কথাটী পাঁচ বার আমাকে বলিয়াছ ॥৪৯॥

দ্রুপদৈষা হি সা জজ্ঞে হুতা বৈ দেবরূপিণী ।
 পঞ্চানাং বিহিতা পত্নী কৃষ্ণা পার্শ্বত্যানন্দিতা ॥৫১॥
 স্বর্গশ্চীঃ পাণ্ডবার্হস্ত সমুৎপন্ন মহামথৈ ।
 সেহ তপ্তা তপো ঘোরং দুহিতৃভ্যং তবাগতা ॥৫২॥
 সৈষা দেবী রুচিরা দেবজুতা পঞ্চানামেকা স্কৃতেনেহ কশ্মণা ।
 সৃষ্টা স্বয়ং দেবপত্নী স্বয়মুবা শ্রুত্বা রাজন্ ! দ্রুপদেক্ষঃ কুরুষ ॥৫৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকে
 পঞ্চোদ্রোপাখ্যানেন নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—o—

ভারতকৌমুদী

দ্রুপদেতি । সা দেবরূপিণী ঋষিকন্তা । পৃথতপ্তাপত্যং পৌত্রী পার্শ্বতী ॥৫১॥
 অথ কাসৌ দেবরূপিণীভ্যাম্ স্বর্গশ্চীদেতি । স্বর্গশ্চীঃ, মথ্যে সা ঋষিকন্তা ভুত্বা, ঘোরং
 তপস্তপ্তা, ইহ পাণ্ডবার্হস্ত মহামথৈ সমুৎপন্ন সত্য, তব দুহিতৃভ্যাগতা ॥৫২॥
 সেতি । দেবৈজুতা স্বর্গলক্ষ্মীদেব সেবিতা । দেবানাং পঞ্চানামিচ্ছাণাং পত্নী কৃষ্ণেব
 স্বয়মুবা ব্রহ্মণা স্বয়ং সৃষ্টা । ইষ্টং পঞ্চত্য এব দানমদানং বা ॥৫৩॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০০:—

সুতরাং সে বাক্য সেইরূপই হইবে ; তোমার মঙ্গল হউক ; জন্মান্তরেই
 তোমার পঞ্চ পতি হইবে' ॥৫০॥

দ্রুপদ রাজা ! দেবরূপিণী সেই ঋষিকন্তাই আপনার কন্যা জ্যোতী হইয়া
 জন্মিয়াছেন এবং এই অনিন্দ্যমুন্দরী পৃথতপৌত্রী জ্যোতীকেই বিধাতা পঞ্চ
 পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন ॥৫১॥

সেই স্বর্গলক্ষ্মী মথ্যে ঋষিকন্তা হইয়া ঘোরতর তপস্তা করিয়া, পাণ্ডবগণের
 জন্ত মহাযজ্ঞে উৎপন্ন হইয়া এখন আপনার কন্যা হইয়াছেন ॥৫২॥

দ্রুপদ রাজা ! পরমমুন্দরী দেবসেবিতা সেই দেবী স্বর্গলক্ষ্মীকেই তাঁহার
 কর্ম অঙ্গসারে পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র পত্নীরূপে স্বয়ং বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন ;
 ইহা শুনিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন' ॥৫৩॥

—:০০:—

* '...পঞ্চনবত্যধিকঃ...', '...সপ্তনবত্যধিকঃ', '...নবনবত্যধিকঃ...', '...চতুর্দশাধিক-
 বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

একনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

ক্রপদ উবাচ ।

শ্রদ্ধা বচস্তথ্যমিদং মহার্থং নষ্টপ্রমোহোহস্মি মহামুভাব ! ।

ন বৈ শক্যং বিহিতস্থাপযানং তদেবেদমুপপন্নং বিধানম্ ॥১॥

দিষ্টস্ত গ্রন্থিরনিবর্তনীয়ঃ স্বকর্ষণা বিহিতং নেহ কিঞ্চিৎ ।

কৃতং নিমিত্তং হি বরৈকহেতোস্তদেবেদমুপপন্নং বহুনাম্ ॥২॥

যথৈব কৃষ্ণোক্তবতী পুরস্তাম্মৈকান্ পতীন্ মে ভগবান্ দদাতু ।

স চাপ্যেবং বরমিত্যব্রবীতাং দেবো হি বেত্তা পরমং যদত্র ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অশ্রেষতি । মহার্থং সন্দেহনিরাসেন গুরুতরবিষয়সম্পাদকম্ । দীর্ঘরূপে বিহিতস্ত বিষয়স্ত, অপযানং নিবর্তনম্, মাহুবেণ কর্তুং ন শক্যম্ । তত্ত্বাদেব, ইদং বিধানং পঞ্চত্যা এব জ্যোপস্তা দানম্, উপপন্নং যুক্তম্ ॥১॥

দিষ্টস্তেতি । দিষ্টস্ত বৈবস্ত, গ্রন্থিঃ কাষ্ঠাদিগ্রন্থিবদ্ধস্বক্ৰঃ, মাহুবেণানিবর্তনীয়ঃ । অত-
এবেহ জগতি, মাহুবেণ স্বকর্ষণা নিঃশেষেয়া, কিঞ্চিদপি বিহিতং ভবিতুং নারহিতি । তথাহি
বরৈকহেতোরেকবরার্থম্, নিমিত্তং লক্ষ্যভেদরূপং কারণং কৃতম্; তদেবেদং বহুনাং বিবাহায়
উপপন্নং সম্পন্নম্ ॥২॥

যথৈতি । কৃষ্ণা পুরস্তাং পূর্ক্বেজ্ঞানি, নৈকান্ অনেকান্ পঞ্চোক্তার্থঃ, পতীন্ মে ভগবান্
শিবো ভবান্ দদাতু ইতি যথা উক্তবতী পঞ্চবারপ্রার্থনয়া স্পষ্টমেবাস্তচয়দিত্যর্থঃ; স ভগ-
বানপি, ইত্যুক্তরূপেণ, তাম্বিকৃত্যম্, এবং বরমব্রবীৎ । হি তস্যাং, স দেব এব, অত্র বিষয়ে
যং পরমং সাধু, তৎ, বেত্তা জানাতি । নারহিতি ভাবঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অশ্রেষতি । বিহিতস্ত দৈবোপস্থাপিতস্ত অপযানম্ অপেক্ষা তদেব বিধানং প্রাক্কৃতম্

ক্রপদ বলিলেন—“মহাত্মন! আপনার এই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার
মোহ দূরীভূত হইয়াছে । ঈশ্বরবিহিত বিষয়ের নিবৃত্তি করা মানুষ্যের শক্তি-
সাধ্য নহে; অতএব জ্যোপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে দান করাই সম্ভব ॥১॥

দৈবের ঘটনা অত্যন্ত দৃঢ়; সুতরাং মানুষ্য তাহার নিবৃত্তি করিতে পারে
না; অতএব জগতে মানুষ্য নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারে না । কারণ
আমি একটা বরের জন্ত যে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন বহু
বরের পণে দাঁড়াইল ॥২॥

(১) অশ্রেষৎ বচনং তে মহর্ষে! যদা পূর্ক্বে যতিভঃ সংবিধাতুম্... (২)...উপপন্নং
বিধানম্ ।

যদি চৈবং বিহিতং শঙ্করেন ধর্মোহধর্মো বা নাত্র মমাপরাধঃ ।
গৃহ্মভ্রমে বিধিবৎ পাণিমস্তা যথোপজোষণং বিহিতৈষণং হি কৃষ্ণা ॥৪॥

বাস উবাচ ।

নাগং বিধির্মানুমাণং বিবাহে দেবা হ্যেতে দ্রৌপদী চাপি লক্ষ্মীঃ ।
প্রাক্ কশ্মণঃ স্কৃতাতং পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং ভাৰ্য্যা দেবদেবপ্রসাদাৎ ॥৫॥
তেষামেবাগং বিহিতং স্মাদ্বিবাহো যথা হ্যেষ দ্রৌপদীপাণ্ডবানাম্ ।
অন্তেষাং নৃণাং যোষিতাঞ্চ ন ধর্মঃ স্ত্রান্মানবোক্তো নরেন্দ্রে ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । তদা ধর্মোহধর্মো বা ভবন্তিতি শেবঃ । অত্রাধর্মেহপি সতি মমাপরাধো
নাস্তি । ইমে পঞ্চব পাণ্ডবঃ । যথা যতঃ, দৈবরেন উপজোষণং মাহুতনিয়মং লক্ষ্মিষ্ঠা,
কৃষ্ণা এষাং পঞ্চানামেব পাণ্ডবানাম্, পত্নী বিহিতা । 'জোষণং স্ত্রে প্রশংসারং তুষ্ণী-
লক্ষ্যনমোরপি' ইতি বিখঃ ॥৪॥

নেতি । এতে পাণ্ডবঃ । লক্ষ্মীঃ স্বর্গশ্রীঃ । দেবদেবপ্রসাদাদৌশ্রাহুগ্রহাৎ ॥৫॥

তেষামিতি । তেষাং দেবানাম্ । তহি নৃণাং কো ধর্ম ইত্যাহ—মানবে ধর্মশাস্ত্রে উক্ত
এব বিবাহধর্মঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নং কর্ত্ত্বং যুক্তম্ ॥১॥ ঐহিগ্রথনা, স্বকর্ম্মণা ইদানীন্তনেন, বিহিতং সিদ্ধম্, নিমিত্তং

দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে,
'আপনি আমাকে পাঁচটা পতি দান করুন'; মহাদেবও এইরূপ বরই তখন
তাঁহাকে দিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে যাহা ভাল, তাহা তিনিই জানেন ॥৩॥

যদি মহাদেবই এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে ধর্ম্মই হউক
বা অধর্ম্মই হউক, তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই । যখন তিনিই
মহুশ্বের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন,
তখন ইহার পাঁচ জনেই যথাবিধানে ইহার পাণি গ্রহণ করুন' ॥৪॥

বেদব্যাস বলিলেন—'মহুশ্বের বিবাহে এরূপ বিধান নাই; তবে
পাণ্ডবেরা দেবতার অবতার, দ্রৌপদীও স্বর্গলক্ষ্মীর অবতার; সুতরাং পূর্ব্ব-
স্কৃতিবশতঃ এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের ভাৰ্য্যা
হইবেন ॥৫॥

দেবভাদ্রেরই এইরূপ বিবাহ বিহিত আছে; সুতরাং দেবাবতার বলিয়াই
দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবের এই বিবাহ হইতেছে । কিন্তু মহারাজ! অশু

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত আজগাতুস্তত্র তৌ ব্যাসক্রপদাবুভৌ ।

কুন্তী সপুত্রো যত্রান্তে ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥৭॥

ততোহব্রবীদুগবান্ ধৰ্ম্মরাজং পুণ্যাহমগৈব যুধিষ্ঠিরেতি ।

অত্র পৌণ্ড্রং যোগমুপৈতি চন্দ্রমাঃ পাণিং কৃষ্ণায়াস্ত্বং গৃহাণাত্য পূৰ্ব্বম্ ॥৮॥

এবমুক্ত্বা ধৰ্ম্মরাজং ভীমাদীনপ্যভাষত ।

ক্রমেণ পুরুষব্যাভ্রাঃ ! পাণিং গৃহ্নস্তু পাণিভিঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজা যজ্ঞসেনঃ সপুত্রো জগ্যার্থমুক্তং বহু তত্তদগ্র্যম্ ।

সুসজ্জয়ামাস সূতাক্ষ কৃষ্ণমাপ্লাব্য রত্নৈর্বহুভির্বিভূম্য ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আন্তে তিষ্ঠতি অ । পুত্রস্তাপত্যং পৌত্র ইতি পার্শ্বতঃ ॥৭॥

তত ইতি । ভগবান্ ব্যাসঃ, ধৰ্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিবম্ । পৌণ্ড্রস্ত পুত্রস্তায়মিতি পৌণ্ড্রস্ত পুত্রোৎপত্তিস্বচকমিত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বং প্রথমম্, তবৈব জ্যেষ্ঠস্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি । অভাষত ভগবানিত্যম্বকর্ষঃ । পুরুষব্যাভ্রা ভবন্তঃ । পাণিং কৃষ্ণায়াঃ ॥৯॥

তত ইতি । জগ্যার্থং বরবধুনিমিত্তম্, “জগ্যো বরবধুজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিভেহপি চ” ইতি বিশ্বঃ । উক্তং প্রাক্ কথিতম্, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্, তত্ত্বং বহু বসনভূষণাদি দ্রব্যমানিনারেতি শেষঃ । আপ্লাব্য স্পর্শদ্বারা ॥১০॥

মামুঘের পক্ষে ইহা ধৰ্ম্ম নহে, মামুসংহিতাপ্রভৃতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম্মই মামুঘের ধৰ্ম্ম ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুত্রগণের সহিত কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যেষানে ছিলেন, সেইখানে বেদব্যাস ও ক্রপদ রাজা আগমন করিলেন ॥৭॥

তদনন্তর বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—‘যুধিষ্ঠির! অত্ৰই শুভ দিন; কেন না, অত্ৰ চন্দ্র পুত্রোৎপাদক যোগে রহিয়াছেন; সূতরাং অত্ৰ তুমিই প্রথমে জ্যোপদীর পানি গ্রহণ কর’ ॥৮॥

যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া তিনি ভীমপ্রভৃতিকেও বলিলেন যে,—‘হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ক্রমশঃ আপন আপন পানি দ্বারা জ্যোপদীর পানি গ্রহণ কর’ ॥৯॥

তাহার পর, ক্রপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া বর ও কন্যার জগ্য

(৮)...অত্ৰৈব পুণ্যোহহনি পাণ্ডবের। অত্ৰৈব পুণ্যাহমুত বঃ পাণ্ডবেরাঃ...। অত্ৰ পৌৰীষোগম্, অত্ৰ পৌষযোগম্...। (৯) অয়ং শ্লোকঃ কচিনাস্তি।

(১০)...সমৰ্ঘয়ামাস সূতাক্ষ কৃষ্ণাম্...

ততস্ত সৰ্বে হৃদদো নৃপস্ত সমাজগুঃ সহিতা মস্ত্রিগণচ ।
 দ্রষ্টুং বিবাহং পরমপ্রতীতা দ্বিজাশ্চ পৌরাশ্চ যথাপ্রধানাঃ ॥১১॥
 ততোহস্ত বোশ্যাগ্র্যজনোপশোভিতং বিস্তীর্ণপদ্মোৎপলভূষিতাজিরম্ ।
 বলৌঘরত্নৌঘবিচিত্রমাবৰ্ভে নভো যথা নিশ্মলতারকান্বিতম্ ॥১২॥
 ততস্ত তে কৌরবরাজপুত্রো বিভূষিতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ ।
 মহর্হবস্ত্রান্বরচন্দনোক্ষিতাঃ কৃতাভিষেকাঃ কৃতমঙ্গলক্রিয়াঃ ॥১৩॥
 পুরোহিতেনাগ্নিসন্মানবর্চসা সৰ্হেব ধৌম্যেন যথাবিধি প্রভো ! ।
 ক্রমেণ সৰ্বে বিবিগ্ধস্ততঃ সদো মহর্ষভা গোষ্ঠমিবাভিনন্দিনঃ ॥১৪॥ (যুধকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নৃপস্ত দ্রুপদস্ত । সহিতাঃ সন্মিলিতাঃ সন্তঃ । পরমপ্রতীতা অত্যন্ত-
 নশ্বিতাঃ । প্রধানাস্তনতিক্রম্যতি যথাপ্রধানাঃ পুরস্কৃতপ্রধানজনা ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি । অস্ত দ্রুপদস্ত, বোশ্য সৌধম্, অগ্র্যাজনৈঃ প্রধানলৌকৈরুপশোভিতম্,
 বিস্তীর্ণৈঃ পদ্মোৎপলভূষিতানি অজিরামি চত্বরামি যন্ত তৎ ॥১২॥

তত ইতি । তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ । মহার্ষিণি মহামূল্যানি বস্ত্রাণি অম্বরবৎ আকাশবৎ
 স্বস্ত্রাণি যেযাং তে চ তে চন্দনোক্ষিতাক্তে তে, কৃতাভিষেকাঃ স্নানং যৈস্তে, কৃতা মঙ্গলক্রিয়া-
 দেবপূজাদিকা যৈস্তে । সদো বিবাহসভাম্ । মহর্ষভা মহাবৃষভাঃ । অভিনন্দিনো গুরু-
 জনানভিবাৎসল্যঃ ॥১৩—১৪॥

নির্ব্বাচিত সেই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনয়ন করিলেন এবং জ্যোপদীকে স্নান
 করাইয়া ও নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করিলেন ॥১০॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজার বঙ্গুগণ, মস্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিগণ
 সম্মিলিত হইয়া, প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া, আনন্দিত চিত্তে
 বিবাহ দেবতার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥১১॥

পূর্বেই উক্তেরা পদ্ম ও উৎপল বিক্ৰিষ্ট করিয়া উঠানগুলিকে ভূষিত
 করিয়াছিল, সৈন্তগণ উজ্জলবেশে নানাস্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং বহু-
 স্থানে উজ্জল রত্ন সকল সন্নিবেশিত হইয়াছিল, আর তৎকালে প্রধান প্রধান
 ব্যক্তিরা উজ্জল বেশে আসিয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ; সুতরাং দ্রুপদ
 রাজার বাড়ীখানি তখন নিশ্মল-নক্ষত্রযুক্ত আকাশের স্থায় শোভা পাইতে
 লাগিল ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজপুত্রগণ স্নান ও মঙ্গলিক কার্য সম্পাদন-
 পূর্বক কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, আকাশের স্থায় সূক্ষ্ম
 মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং চন্দনতিলকে সজ্জিত হইয়া, গুরুজনদিগকে
 নমস্কার করিতে করিতে, মহাবৃষেরা যেমন গোষ্ঠে প্রবেশ করে, সেইরূপ অগ্নির

ততঃ সমাধায় স বেদপারগো জুহাব মন্ত্রৈজ্জলিতং হতাশনম্ ।
 যুধিষ্ঠিরঞ্চাপ্যুপনীয় মন্ত্রবিম্বোজয়ামাস স হৈব কৃষ্ণয়া ॥১৫॥
 প্রদক্ষিণং তৌ প্রগৃহীতপাণী সমানয়ামাস স বেদপারগঃ ।
 বিপ্রাংশ্চ সন্তপ্য যুধিষ্ঠিরো ধনৈর্গোভিশ্চ রত্নৈবিবিধৈশ্চ পূর্বম্ ॥১৬॥
 তদা স রাজা ক্রপদস্য পুত্রিকা-পাণিং প্রজগ্রাহ হতাশনাগ্রতঃ ।
 ধোমেন মন্ত্রৈর্বিধিবদ্ধুতেহ্যৌ সহায়িকলৈ ঋষিভিঃ সমেত্য ॥১৭॥ (যুথকম)
 ততোহন্তরিক্ষাং কুহুমানি পেতুর্ববৌ চ বায়ুঃ স্তম্নোজ্জগন্ধঃ ।
 ততোহভ্যমুজ্জাপ্য সমাজশোভিতং যুধিষ্ঠিরং রাজপুরোহিতস্তদা ॥১৮॥
 বিপ্রাংশ্চ সর্বান্ স্তহদশ্চ রাজ্ঞঃ সমেত্য রাজানমদীনসত্ত্বম্ ।
 জগাদ ভূয়োহপি মহানুভাবো বচোহর্থযুক্তং মনুজেশ্বরং তম্ ॥১৯॥ (যুথকম)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমাধায় সংস্থাপ্য, স ধোম্যপুরোহিতঃ । কৃষ্ণয়া দ্রৌপত্যা ॥১৫॥
 প্রদক্ষিণমিতি । তৌ কৃষ্ণাযুধিষ্ঠিরৌ । সমানয়ামাস আনিনায়, স ধোম্যঃ । পুত্রি-
 কারান্তনয়াঃ পাণিং জগ্রাহ মন্ত্রপাঠপূর্বকং তাং পরিণিনয়েত্যর্থঃ । পুনর্হোম উদীচ্যাজ-
 রূপঃ ॥১৬-১৭॥
 তত ইতি । অভ্যমুজ্জাপ্য ভীমাদীনং বিবাহার্যভ্যমুজ্জং কারয়িত্বা । অদীনসত্ত্বম্
 অনম্ভাব্যবসায়ম্ । মহানুভাবো রাজপুরোহিতো ধোম্যঃ ॥১৮-১৯॥
 তুলা তেজস্বী ধোম্য পুরোহিতের সহিত ক্রমশঃ বিবাহসভায় প্রবেশ
 করিলেন ॥১৩-১৪॥

তদনন্তর বেদপারদর্শী ও মন্ত্রজ্ঞ ধোম্য পুরোহিত প্রজ্জলিত অগ্নি স্থাপন
 করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক হোম করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নিয়া দ্রৌপদীর সঙ্গে
 সম্মিলিত করাইলেন ॥১৫॥

তৎপরে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির পরস্পর হস্ত ধারণ করিলে, ধোম্য পুরোহিত
 তাঁহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন ; তাহার পর, যুধিষ্ঠিরই প্রথমে ধন,
 গন্ধ ও নানাবিধ রত্ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অগ্নির সম্মুখে দ্রৌপদীর
 পাণিগ্রহণ করিলেন ; তখন ধোম্য পুরোহিত অগ্নিকল্প ঋষিগণের সহিত মিলিত
 হইয়া হোম সমাপন করিলেন ॥১৬-১৭॥

তাহার পর, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সৌরভযুক্ত বায়ু
 বহিত হইতে থাকিল । তদনন্তর রাজপুরোহিত মহাত্মা ধোম্য যুধিষ্ঠিরের
 অমুমতি লইয়া, ব্রাহ্মণগণ, ক্রপদ রাজার বজ্রগণ এবং ক্রপদ রাজার নিকট

গৃহস্থ্যে নরদেবকন্যা-পাণি যথাবম্মরদেবপুত্রাঃ ।
 তমভ্যনন্দদ্রুপদস্তথা দ্বিজং তথা কুরুষ্যেতি তমাদিশে ॥২০॥
 ক্রমেণ চান্যে চ নরাধিপাত্মজা বরদ্রিয়ান্তে জগৃহুঃ করং তদা ।
 অহন্যহন্যুত্তমরূপধারিণো মহারথাঃ কোরববংশবর্দ্ধনাঃ ॥২১॥
 ইদঞ্চ তত্রাদ্বিত্যুত্তরূপমুত্তমং জগাদ বিপ্রধিরতীতমানুষম্ ।
 মহানুভাবা কিল সা স্তম্ভ্যমা বভূব কঠৈব গতে গতেহহনি ॥২২॥
 পতিশ্চশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতাহনুজে ।
 মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাক্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

গৃহস্থিতি । অত্র ভীমাদয়ো নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ, নরদেবকন্যা রাজকন্যা
 দ্রোণস্তাঃ পাণিঃ গৃহস্থিত্যনুপ্রতিপ্রার্থনা । অভ্যনন্দং প্রশংসিতবান্, অমুমতিপ্রার্থনয়া
 ক্রাম্যহসরণাং ॥২০॥

ক্রমেণেতি । অন্তে ভীমানয়ঃ । বরদ্রিয়া উত্তমাদিনায়া দ্রোণস্তাঃ । অহন্যহনি পরপর-
 দিনে, “একাদবপ্রস্থতানামেকশ্মিন্নপি বাসরে । বিবাহো নৈব কর্তব্যো গর্গস্ত বচনং যথা ॥”
 ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ “যুগ্মমৌদাহিকং বর্জ্যম্” ইতি সত্যস্বরবচনাচেতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ “কুমার্যাঃ পাণিঃ গৃহ্মায়াং” ইতি পারশ্বরাদিনা কন্যায়া এব পাণিগ্রহণবিধানাং
 যুগ্মিতিরবিবাহনৈব চ তস্তাঃ কন্যাকুলোপাং কথং পুনর্ভীমাদীনাং তস্তা এব বিবাহ ইত্যাহ—
 ইদমিতি । বিপ্রধিরসাধারণতঃপ্রভাবশালী ব্যাসঃ, ইদং ‘ভূমিদানীং পুনঃ কন্যা ভব’ ইতি
 বাক্যং জগাদ । মহানুভাবা তস্মাৎক্যাং দেবাবতারস্বাচ্ছ অত্যন্তপ্রভাবশালিনী সা
 স্তম্ভ্যমা দ্রোণদী, অহনি তন্তুবিবাহদিনে গতে গতে সতি, কঠৈব বভূব । অতো ভীমা-
 দীনাং তথিবাহে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥২২॥

যাইয়া, পুনরায় এই ন্যায়সঙ্গত কথা তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি-
 লেন—॥১৮—১৯॥

‘অপর রাজপুত্রেরা এখন যথাবিধানে রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করুন’ ।
 তখন দ্রুপদ রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—‘তাঁহাই করুন’ ॥২০॥

তদনন্তর, উত্তমবেশধারী মহারথ ভীমপ্রভৃতি রাজপুত্রেরা যথাক্রমে পর
 পর দিনে দ্রোণদীর পাণি গ্রহণ করিলেন ॥২১॥

যুগ্মিতির বিবাহ হইয়া গেলে, প্রত্যহই প্রাতঃকালে ব্রহ্মর্ষি বেদবাস
 অমৃত, অলৌকিক ও উত্তম এইরূপ বাক্য দ্রোণদীকে বলিতেন যে, ‘তুমি
 আবার কন্যা হও’ । তাহাতেই মহাপ্রভাবশালিনী দ্রোণদী সেই সেই
 বিবাহের দিন অতীত হইলেই কন্যা হইয়া যাইতেন ॥২২॥

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ যজ্ঞানো ভুরিদক্ষিণাঃ ।
 স্বাধ্যায়বস্তুঃ শুচগো মহাত্মানো যতত্রতাঃ ॥১২॥
 তরুণা দর্শনীয়শ্চ নানাদেশসমাগতাঃ ।
 মহারথাঃ কৃতাত্মাশ্চ সমুপৈগ্যন্তি ভূমিপাঃ ॥১৩॥ (যুথাকম্)
 তে তত্র বিবিধান্ দায়ান্ বিজ্ঞয়ার্থং নরেশ্বরারঃ ।
 প্রদাস্তুস্তি ধনং গাশ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্বশঃ ॥১৪॥
 প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং দৃষ্ট্বা চৈব স্বয়ংবরম্ ।
 অনুভূয়োৎসবপক্ষেব গমিষ্যামো যথোপ্সিতম্ ॥১৫॥
 নটা বৈতালিকাস্তত্র নর্তকাঃ সূতমাগধাঃ ।
 নিযোধকাশ্চ দেশেভ্যঃ সমেগ্যন্তি মহাবলাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি । যজ্ঞানো বিধিনেষ্টবস্তুঃ । স্বাধ্যায়বস্তো বেদপাঠিনঃ, শুচয়ঃ পবিত্রাঃ
 যতত্রতা নিয়তত্রতাধিরণঃ । কৃতাত্মাঃ শিক্ষিতাত্মাঃ ॥১২—১৩॥
 ত ইতি । দীযন্ত ইতি দায়্য বজ্রাদীনি দ্রব্যানি তান্ । ভক্ষ্যং পেষম্ ॥১৪॥
 প্রতীতি । স্বয়ংবরং স্বয়ংবরণব্যাপারম্ । যথোপ্সিতং যথা স্নাত্তথা ॥১৫॥
 নটা ইতি । নটা অভিনয়ব্যবসায়ঃ, বৈতালিকাঃ স্তম্ভিপাঠকাঃ । নর্তকা নৃত্যকারকাঃ
 হতাঃ পুরাণপাঠকাঃ, মাগধা বংশপরিচায়কাঃ, নিযোধকা বাহ্যযোদ্ধাশ্চ ॥১৬॥

ভাবতভাবদীপঃ

ভতত্তে ইতি ॥১—১৩॥ দায়ান্ দেয়ানি, তানেবাহ—ধনামত্যাগাদি ॥১৪—১৫॥ নটা
 বেশভেদকারিণঃ । বৈতালিকা বজ্রপাঠকারিণঃ । নর্তকাঃ প্রসিদ্ধাঃ । হতাঃ পোরা-

যাহারা প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যথাবিধানে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, বেদপাঠ
 করিয়াছেন, যথানিয়মে ত্রত করিয়াছেন এবং সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন,
 সে সকল পবিত্র, মহাত্মা ও মহারথ রাজারা এবং মনোহরাকৃতি যুবক রাজপুত্রেরা
 নানাদেশ হইতে সেখানে আগমন করিবেন ॥১২—১৩॥

তাহারা জয় লাভ করিবার জন্য সেখানে নানাবিধ দ্রব্য, ধন, গন্ধ এবং
 সর্বপ্রকার খাদ্য ও পেষ দান করিবেন ॥১৪॥

আমরা সেই সকল গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংবর দেখিয়া এবং মহোৎসব প্রত্যক্ষ
 করিয়া ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

স্তম্ভিপাঠক, পুরাণপাঠক, বংশপরিচায়ক, নট, নর্তক এবং মহাবলশালী
 বাহ্যযোদ্ধারা নানাদেশ হইতে সেখানে আসিবে ॥১৬॥

এবং কৌতুহলং কৃতা দৃষ্টা চ প্রতিগৃহ্য চ ।
 সহাস্মাভিমহাত্মানঃ পুনঃ প্রতিনিবৎ স্তথ ॥১৭॥
 দর্শনীয়াংশ্চ বঃ সর্বান্ দেবরূপানবস্থিতান্ ।
 সমীক্ষ্য কৃষ্ণা বরয়েৎ সঙ্গতৈকতমং বরম্ ॥১৮॥
 অয়ং ভ্রাতা তব শ্রীমান্ দর্শনীয়ো মহাভূজঃ ।
 নিযুজ্যমানো বিজয়েৎ সঙ্গত্যা দ্রুবিণং বহু ॥১৯॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পরমং ভো গমিষ্যামো দ্রষ্টুং কৈব মহোৎসবম্ ।
 ভবন্তিঃ সহিতাঃ সর্বৈ কন্যায়াস্তং স্বয়ংবরম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
 স্বয়ংবরে পাণ্ডবগমনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । কৃতা পূরয়িত্বা । প্রতিনিবৎ স্তথ প্রতিনিবৃত্তা ভবিষ্যৎ ॥১৭॥
 দর্শনীয়ানিতি । দর্শনীয়াং স্তন্বান্ । কৃষ্ণা শ্রোপদী । সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন ॥১৮॥
 অয়মিতি । নিযুজ্যমানম্বয়েতি শেষঃ । সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন । দ্রুবিণং ধনম্ ॥১৯॥
 পরমমিতি । ভো রাজ্ঞাঃ ! । মহোৎসবো যত্র তন্ম্ ॥২০॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শিকাঃ । মাগধা বংশস্থচকাঃ । নিযোজকাঃ মল্লাঃ ॥১৬—১৭॥ সঙ্গত্যা দৈবযোগেন
 ॥১৮—১৯॥ পরমং যথেষ্টম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপেসপ্তসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

আপনারা এই সকল দেখিয়া, কৌতুক পূর্ণ করিয়া এবং নানাবিধ বস্তু
 গ্রহণ করিয়া আপনার আমাদের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিবেন ॥১৭॥

তারপর দেবতাদের আয় স্তম্ভরমূর্ত্তি আপনাদের সকলকে দেখিয়া হয় ত
 শ্রোপদী একজনকে বররূপে বরণ করিতে পারেন ॥১৮॥

আর স্তম্ভরমূর্ত্তি ও মহাবাহু আপনার এই ভাইটি ভাগ্যবশতঃ হয় ত বহুতর ধন
 জয় করিয়াও আনিতে পারেন' ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন —‘মহাশয়গণ ! আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে মহোৎসব-
 সম্পন্ন সেই শ্রোপদীর স্বয়ংবর দেখিতে যাইব’ ॥২০॥

(২০) পরমং ভোগমিচ্ছামো দ্রষ্টুং কৈব... । * ‘...দ্যশীত্যধিকঃ...’, ‘...চতুরশীত্য-
 ধিকঃ...’, ‘...পঞ্চাশীত্যধিকঃ...’, ‘একোনশিকদ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

দিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—০—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্তা দ্রুপদস্তা হ ।
 ন বভূব ভয়ং কিঞ্চিদ্বেবেভ্যোহপি কণঞ্চন ॥১॥
 কুন্তীমাসাশ্রু তা নার্যো দ্রুপদস্তা মহাত্মনঃ ।
 নাম সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ত্যোহস্তা জগ্মুঃ পাদৌ স্বমূৰ্দ্ধনি ॥২॥
 কৃষ্ণা চ ক্ষৌমসংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ।
 কৃতাভিবাদনা শ্ৰুদ্ভাস্তস্ত্যৌ প্রহ্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩॥
 রূপলক্ষণসম্পন্নং শীলাচারসমম্মিতাম্ ।
 দ্রৌপদীমবদৎ প্রেম্ণা পৃথালীৰ্বচনং স্মুমাম্ ॥৪॥
 যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ ।
 রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবৈরিতি । ভয়ং ন বভূব, পাণ্ডবানাং মহাবলঙ্কাং তৎসাহায্যলোভাবশ্চজ্ঞাবাচেতি
 ভাবঃ ॥১॥

কুন্তীমিতি । অস্তাঃ কুন্ত্যাঃ পাদৌ, স্বমূৰ্দ্ধনি জগ্মুঃ স্পর্শয়ামাসুঃ প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥২॥
 কৃষ্ণেতি । ক্ষৌমেণ বস্ত্রেন সংবীতা আবৃত্তা ক্ষৌমং বস্ত্রং পরিদধতি । প্রহ্বা অবনতা ॥৩॥
 রূপেতি । পৃথা কুন্তী, স্মুমাম্ পুত্রবধূং দ্রৌপদীম্, প্রেম্ণা বাৎসল্যেন ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবদের সহিত সম্মিলিত হইয়া-
 ছিলেন বলিয়া তাঁহার দেবগণ হইতেও কোন প্রকারে কোন ভয় ছিল না ॥১॥

মহাত্মা দ্রুপদ রাজার মহিষীরা কুন্তীর নিকট যাইয়া, আপন আপন নাম
 উল্লেখ করিয়া আপন আপন মন্তকে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করাইতেন ॥২॥

দ্রৌপদী পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক মাজলিক কার্য সম্পাদন করিয়া, শান্ত্রী
 কুন্তীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে অবনতা ও
 কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইতেন ॥৩॥

কুন্তীও বাৎসল্যবশতঃ সুরূপা, শুলক্ষণা, সংখতাবা ও সদাচারী পুত্রবধূ
 দ্রৌপদীকে আলীকর্ষাদ করিতেন ॥৪॥

‘শচী যেমন ইন্দ্রের, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, দময়ন্তী

যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুদ্ধতী ।
 যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভৰ্তৃষু ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 জীবসূর্ব্বারসূৰ্ভদ্রে ! বহুমোখ্যগুণাস্থিতা ।
 হুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা ॥৭॥
 অতিথীনাগতান্ সাধূন্ বৃদ্ধান্ বালান্ স্তথা গুরুন ।
 পূজয়ন্ত্য। যথাত্মায়ং শম্ভদগচ্ছন্ত তে সমাঃ ॥৮॥
 কুরুজাঙ্গলমুখ্যেষু রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ ।
 অনু ত্রযভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধৰ্ম্মবৎসল ॥৯॥
 পতিভিনিজিতামুবাঁং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ ।
 কুরু ব্রাহ্মণসাং সৰ্বমশ্বমেধে মহাক্রতো ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

যথৈতি । হরিহরে ইচ্ছে । বিভাবসৌ অশ্লৌ । বৈশ্রবণে কুবেরে ॥৫—৬॥
 জীবৈতি । জীবং চিরজীবিনং স্তত ইতি জীবস্বঃ, বীরং স্তত ইতি বীরস্বঃ । যজ্ঞে যজ্ঞ-
 সম্পাদনে পত্নী যজ্ঞপত্নী “সপত্নীকে। ধৰ্ম্মমাচরেৎ” ইতি শাস্ত্রাৎ প্রধানা মহিষী চ ভবেত্যর্থঃ ॥৭॥
 অতিথীনিতি । শম্ভচিত্রম্ । সমা বৎসরাঃ ॥৮॥
 কুৰ্ব্বিতি । কুরুজাঙ্গলাখ্যে দেশে যানি মুখ্যানি প্রধানানি তেষু । নৃপতিম্ অহু রাজা
 সহ । “অহুরেষু দগার্থে চ” ইত্যভিধানাৎ নৃপতিমিতি “কশ্ম্পপ্রচনীয়েচ্চ” ইতি দ্বিতীয়া ॥৯॥
 পতিভিরিতি । ব্রাহ্মণসাং ব্রাহ্মণেষ্যো দেয়ম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবৈরিতি ॥১—২॥ কুমা অতসী, তদ্বিকারভূতং বস্ত্রং ক্ষৌমম্ ॥৩—৪॥ জীবস্বঃ
 আয়ুস্বৎসন্ততিপ্রস্বঃ ॥৫—৮॥ অভিষিচ্যস্ব অভিষেকং প্রাপু,হি । নৃপতিং পট্টাভিষিক্তং
 যেমন নলের, ভদ্রা যেমন কুবেরের, অরুদ্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী যেমন
 নারায়ণের আদরের পাত্রী। তুমিও তেমনই ভর্তাদের আদরের পাত্রী হও ॥৫—৬॥
 ভদ্রে ! তুমি চিরজীবী ও মহাবীর পুত্র প্রসব কর, বহুবিধ মুখ লাভ
 কর, গুণবতী ও ভাগ্যবতী হও, নানাবিধ ভোগ কর এবং পতিদের যজ্ঞপত্নী ও
 পতিব্রতা হও ॥৭॥

অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের যথানিয়মে সেবা
 করিতে থাক। অবস্থাতেই যেন তোমার চিরদিন চলিয়া যার ॥৮॥

কুরুজাঙ্গলদেশে যে সকল রাজ্য ও নগর আছে, তাহাতে তুমি ধৰ্ম্মানুরক্ত
 হইয়া রাজার সহিত অভিষিক্ত হও ॥৯॥

(৯)...নৃপতিং ধৰ্ম্মবৎসল ।

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি গুণবন্তি গুণান্বিতে ! ।

তাণ্ড্যপুংহি ত্বং কল্যাণি ! সুখিনৌ শরদাং শতম্ ॥১১॥

যথা চ ত্বাভিনন্দামি বধবগ্ন ক্লেমবাসসম্ ।

তথা ভূয়োহভিনন্দ্যে জাতপুত্রাং গুণান্বিতাম্ ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্ত্ব কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ ।

মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রাণি হৈমান্যভরণানি চ ॥১৩॥

বাসাংসি চ মহার্হাণি নানাদেশ্যানি মাধবঃ ।

কম্বলাজিনরত্নানি স্পর্শবন্তি শুভানি চ ॥১৪॥

শয়নাসনযানানি বিবিধানি মহাস্তি চ ।

বৈদূর্য্যবজ্রচিত্রাণি শতশো ভাজনানি চ ॥১৫॥

রূপযৌবনদাক্ষিণ্যৈরুপেতাশ্চ স্বলঙ্কতাঃ ।

প্ৰেয্যাঃ সম্প্রদদৌ কুবেণ নানাদেশ্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

পৃথিব্যামিতি । গুণবন্তি উৎকর্ষশালীনি । শরদাং বৎসরণাম্ ॥১১॥

যথেতি । হে বধু ! ত্বা হ্যাম্, অভিনন্দামি আদ্রিয়ে । গুণান্বিতাং ভাগ্যবতীম্ ॥১২॥

তত ইতি । পাণ্ডুভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ । মুক্তা বৈদূর্য্যণি মণিবিশেষাশ্চ তৈশ্চিত্রাণ্য-
কর্য্যাণি ॥১৩॥

বাসাংসীতি । মহার্হাণি মহামূল্যানি । অজিনং চর্ম্ম । স্পর্শবন্তি স্পর্শস্পর্শানি । শয়নং
শয্যা । বৈদূর্য্যমণিভিঃ বজ্রৈর্হীবকৈশ্চ চিত্রাণি । দাক্ষিণ্যমৌদার্য্যম্ । প্ৰেয্যা দাসীঃ ॥১৪—১৬॥

মহাবীর স্বামীরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল রাজ্য জয় করিবেন, সে
সমস্তই তুমি অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিও ॥১০॥

গুণবন্তি ! পৃথিবীতে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সে সমস্তই তুমি লাভ
কর এবং কল্যাণি ! তুমি সুখে থাকিয়া শত বৎসর জীবিত থাক । ॥১১॥

বধু ! আজ যেমন পট্টবস্ত্র-পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত
করিতেছি, তেমন পুত্র জন্মিলে পর ভাগ্যবতী অবস্থাতেও আবার অভিনন্দিত
করিব' ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পাণ্ডবেরা বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া
ক্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্ম মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত নানাবিধ অলঙ্কার পাঠাইয়া
দিলেন ॥১৩॥

নানা দেশোৎপন্ন মহামূল্য বজ্র, সুখস্পর্শ কম্বল ও চর্ম্ম, স্বলঙ্কণ রত্ন, নানা-

(১২) কৌমলজুতান, কৌমলসংবৃত্তাম্... ।

গজান্ বিনীতান্ মদ্রাংশ্চ সদশাংশ্চ স্থলঙ্কতান্ ।

প্রাংশুদাস্তৈঃ স্ববর্ণৈশ্চ রথানশ্চৈরলঙ্কতান্ ॥১৭॥

কোটিশশ্চ স্ববর্ণঞ্চ তেষামকৃতকং তথা ।

বীথীকৃতমমেয়াত্মা প্রাহিণোশ্মধুসূদনঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

তৎ সর্বং প্রতিজগ্ৰাহ ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

মুদা পরময়া যুক্তো গোবিন্দপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকে

শ্রীকৃষ্ণোপহারপ্রেষণে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

গজানিতি । বিনীতান্ শিক্ষিতান্ । মদ্রান্ মদ্রদেশীয়ান্ । প্রাংশব উচ্চাশ্চ তে দাস্তাঃ শিক্ষিতাশ্চেতি তৈঃ, শোতনো বর্ণো যেষাং তৈঃ স্ববর্ণৈঃ । স্ববর্ণং স্বর্ণমুদ্রাম্ । তেষাং স্ববর্ণানাম্, বীথীকৃতং শ্রেণীকৃতম্, অকৃতকম্ অকৃত্রিমং রাশীকৃতং মূলং স্বর্ণমিত্যর্থঃ ॥১৭—১৮॥

তদ্বিতি । পরময়া মহত্যা, মুদা আনন্দেন ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যাবরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজানমহু ॥২—১১॥ হে বধূ! অজ্ঞ ॥১২ ১৫॥ প্রেয়াঃ দাসীঃ ॥১৬॥ ভদ্রান্ ভদ্র-জাতীয়ান্ ॥১৭॥ অকৃতকং জাধুনদম্ আকরম্ ধমনাদিনা অহংপাদিতম্ । বীথীকৃতং ধাত্তরানিবং পৃথক্ পৃথক্ মালয়া রাশীকৃতম্ । ‘বীথীকৃতম্’ ইতি পাঠে পিণ্ডীকৃতম্ । কৃতাকৃতমিতি পাঠে ঘটনমঘটনক ॥১৮—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৯২॥

বিধ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা, আসন ও যান এবং বৈদূর্য্যমণি ও হীরকখচিত শত শত ভাজন, আর রূপ, যৌবন ও ঔদার্য্যযুক্ত এবং সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নানা দেশীয় বহুতর দাসী এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ দান করিয়াছিলেন ॥১৪—১৬॥

আর শিক্ষিত তন্ত্রী, মদ্রদেশীয় বিভূষিত ভাল ভাল অশ্ব এবং উচ্চ, শিক্ষিত ও সুন্দরাকৃতি অশ্বযুক্ত বহুতর রথ, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং রাশীকৃত মৌলিক স্বর্ণ—এই সমস্তও শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়াছিলেন ॥১৭ - ১৮॥

ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দের সহিত সে সমস্তই গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

* ...সপ্তনবত্যধিকঃ..., ‘...নবনবত্যধিকঃ...’, ‘...একাদিকবিশততমঃ...’, ‘...ষোড়শা-দিকবিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

(১৪ । বিহুবাগমন-রাজ্যলাভপৰ্ব ।)

ত্ৰিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

— ০ —

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজ্ঞাং চরৈরানৈপুঃ প্রবৃত্তিরদনীয়ত ।
পাণ্ডবৈরুপসম্পন্ন্য দ্রোপদী পতিভিঃ শুভা ॥১॥
যেন তদ্ধনুরাদায় লক্ষ্যং বিদ্ধং মহাত্মনা ।
সোহর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মহাবাণধনুর্ধরঃ ॥২॥
যঃ শল্যং মদ্ররাজং বৈ প্রোৎক্ষিপ্যাপাতয়ন্ননৌ ।
ত্রাসয়ামাস সংক্ৰুদ্ধো বৃক্ষেণ পুরুষান্ রণে ॥৩॥
ন চাস্মৈ সত্তমঃ কশিচিদাসীত্তত্র মহাত্মনঃ ।
স ভীমো ভীমসংস্পর্শঃ শত্রুসেনাপ্রতাপনঃ ॥৪॥ (যুথাকম)
ব্রহ্মরূপধরান্ শ্রুত্বা প্রশান্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্ ।
কৌন্তেয়ান্নুজেল্লাণাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ভুত ইতি । আনৈশ্বিন্ধৈঃ, প্রবৃত্তিৰ্ভুতান্তঃ । উপসম্পন্ন্য পরিণয়েন লব্ধা ॥১॥
যেনেতি । জয়তাং শত্রুবিজয়িনাম্ ॥২॥
য ইতি । প্রোৎক্ষিপ্য উত্তোলা । সত্তমশ্চরা । ভীমসংস্পর্শো দৃঢ়দেহত্বাৎ ॥৩—৪॥
ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মরূপধরান্ ব্রাহ্মণদেশধাবিগঃ, প্রশান্তান্ অহঙ্কৃতান্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, বিশ্বস্ত গুপ্তচরেরা আপন আপন রাজাদের নিকট এই সংবাদ লইয়া গেল যে, ‘পাণ্ডবেরা সুলক্ষণা দ্রোপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন ॥১॥

যে মহাত্মা সেই ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুন ॥২॥

আর, যে বলবান্ পুরুষ মদ্ররাজ শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধমধ্যে বীরগণকে ত্রাসিত করিয়া-ছিলেন, আর সেই সময়ে যে মহাত্মার কোন ব্যস্ততা ছিল না, তিনিই দৃঢ়শরীর ও শত্রুসৈন্যবিনাশক ভীম’ ॥৩—৪॥

(১) ততো রাজ্ঞাং চরৈরানৈপুঃ প্রবৃত্তিরূপনীয়তে... । (৪)...শত্রুসেনাঙ্গপাতনঃ ।

সপুত্রো হি পুরা কুন্তী দক্ষা জতুগৃহে শ্রুতা ।
 পুনর্জাতামিব চ তাং তেহমন্তস্ত নরাধিপাঃ ॥৬॥
 ধিগকুর্ব্বংস্তদা ভীষ্মং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরবম্ ।
 কৰ্ম্মণাতিমুশংসেন পুরোচনকৃতেন বৈ ॥৭॥
 রুতে স্বয়ংবরে চৈব রাজানঃ সৰ্ব্ব এব তে ।
 যথাগতং বিপ্রজগ্মুর্বিদিত্বা পাণ্ডবান্ বৃত্তান্ ॥৮॥
 অথ দুর্যোধনো রাজা বিমনা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 অশ্বখাম্না মাতুলেন কর্ণেন চ কৃপেণ চ ॥৯॥
 বিনিবৃত্তো বৃত্তং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদ্যা খেতবাহনম্ ।
 তন্তু দুঃশাসনো ত্রীড়ন্ মন্দং মন্দমিবাত্রবীৎ ॥১০॥ (যুগাকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং বিষয়ঃ সমজায়তেত্যাহ সপুত্রোতি । জাতাং লক্ষজ্ঞানমিব ॥৬॥
 ধিগিতি । ধিগকুর্ব্বন্, ভীষ্মাদিভিরেব তদভিসন্ধিনা পুরোচনপ্রেরণাহুমানাং ॥৭॥
 বৃত্ত ইতি । বৃত্তে সম্পন্নে । বিপ্রজগ্মুঃ প্রতস্থিরে । বৃত্তান্ দ্রৌপতেতি শেষঃ ॥৮॥
 অণেতি । বিমনা বিষম্ভচিত্তঃ । মাতুলেন শকুনি । বিনিবৃত্তঃ প্রস্থিতঃ । দৃষ্ট্য়া পর্যা-
 লোচ্য । খেতবাহনমর্জুনম্ । ত্রীড়ন্ লজ্জমানঃ । দিবাদিত্বেহপি যন্প্রত্যাহাভাব আর্থঃ ॥৯-১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । চরৈশ্চাটৈঃ ॥১—৩॥ সেনাজানাং রথগজাদীনাং পাতনঃ ॥৪—৬॥ বিষয়ে
 হেতুমাচ—সপুত্রোতি ॥৬—৯॥ অত্রীড় ইতি ছেদঃ । 'ত্রীড়ন্' ইত্যেব পাঠঃ, অস্তথা মন্তং

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাস্ত্রভাবে রহিয়া-
 ছিলেন, ইহা শুনিয়া রাজাদের বিষয় জন্মিল ॥৫॥

কারণ, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, কুন্তীদেবী পূর্বেই পুত্রগণের সহিত
 জতুগৃহে দক্ষ হইয়াছেন ; কিন্তু তখন আবার সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা মনে
 করিলেন যে, পুত্রগণের সহিত কুন্তী যেন পুনরায় জন্মিয়াছেন ॥৬॥

তখন রাজারা পুরোচনকৃত সেই দারুণ নৃশংসকার্য্য দ্বারা ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে
 ফিকার দিতে লাগিলেন ॥৭॥

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন ; সুতরাং স্বয়ংবরব্যাপার সমাপ্ত
 হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া রাজারা সকলেই যথাস্থানে প্রস্থান
 করিলেন ॥৮॥

দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাজা দুর্যোধন বিষম্ভচিত্ত
 হইয়া ভ্রাতৃগণ, অশ্বখামা, শকুনি, কর্ণ এবং কৃপাচার্য্যের সহিত ফিরিয়া

যত্সৌ ব্রাহ্মণো ন স্মাদ্বিন্দেত দ্রৌপদীং ন সঃ ।

ন হি তং তত্ত্বতো রাজন্ ! বেদ কশ্চিচ্ছনঞ্জয়ম্ ॥১১॥

দৈবঞ্চ পরমং মন্যে পৌরুষঞ্চাপ্যনর্থকম্ ।

ধিগন্ত পৌরুষং মন্ত্রং যদ্ধরন্তীহ পাণ্ডবাঃ ॥১২॥

এবং সংভাষমাণাস্তে নিন্দন্তুশ্চ পুরোচনম্ ।

বিবিশুর্ভাস্তিনপুরং দীনা বিগতচেতসঃ ॥১৩॥

ত্রস্তা বিগতসঙ্কল্পা দৃষ্ট্বা পার্থান্ মহোজসঃ ।

মুক্তান্ হব্যভূজশ্চৈব সংযুক্তান্ দ্রুপদেন চ ॥১৪॥

ধৃষ্টদ্যুমন্ত সঞ্চিন্ত্য তথৈব চ শিখণ্ডিনম্ ।

দ্রুপদস্তাত্মজাংশ্চান্ সৰ্ব্বযুদ্ধবিশারদান্ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

যদীতি । অসৌ লক্ষ্যভেত্তা । দ্রৌপদীং ন বিদ্বেন্ পক্ষুঃ ন শক্লুয়াৎ, অস্মাভির্বাধা-
দানাৎ । অপি চাহ ন হীতি । তত্ত্বতো যথার্থতঃ । বেদ জানাতি, ধনঞ্জয়মর্জুনম্ ॥১১॥

ধনঞ্জয়মেব সত্যং মন্যমান আহ দৈবমিতি । পৰমং বলবৎ । পৌরুষং হত্য্যেচেষ্টাদিপুরুষ-
কারম্, মন্ত্রং তন্মূলীভূতাং মন্ত্রণাম্ । ধরন্তি ধারণন্তি প্রাপানতি শ্রেষঃ ॥১২॥

এবমিতি । দীনা স্নানাঃ, বিগতচেতস উদ্বেগাঘাতচিন্তাঃ । বিগতসঙ্কল্লাত্তিরোহিত
রাজ্যবুদ্ধাত্তিলাষাঃ । দৃষ্টা পর্যালোচ্য । হব্যভূজো জতুগৃহাশ্রিতঃ । সঞ্চিন্ত্য অজ্ঞ্যা-
তয়া বিভাব্য ॥১৩—১৫॥

চলিলেন । তখন দুঃশাসন লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে দুর্যোধনকে বলি-
লেন—৥১৩—১৫॥

‘যিনি লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন, তবে তিনি
দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না ; তা’র পর, কোন লোকই সে ব্যক্তিকে
অর্জুন বলিয়া চিনিতেও পারে নাই ॥১১॥

আমি মনে করি—দৈবই প্রবল ; সুতরাং পুরুষকার তাহার নিকট ব্যর্থ
হইয়া যায় ; অতএব পুরুষকার বা মন্ত্রণাকে ধিক্, যখন এখনও পাণ্ডবেরা
বাঁচিয়া আছে’ ॥১২॥

তাঁহারা মহাবল পাণ্ডবগণকে জতুগৃহের অগ্নি হইতে মুক্ত এবং দ্রুপদ
রাজার সহিত সম্মিলিত দেখিয়া, আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যুদ্ধবিশারদ অত্মাত্ম
দ্রুপদপুত্রদিগকে ভাবিয়া বিষন্ন, অস্থিরচিন্ত, ভীত ও নষ্টসঙ্কল্প হইয়া, হস্তিনা-
নগরে বাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৩—১৫॥

বিদুরস্ত্বং তাং শ্রদ্ধা দ্রৌপদীং পাণ্ডবৈবর্তাম্ ।

ত্রীড়িতান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ ভগ্নদর্পানুপাগতান্ ॥১৬॥

ততঃ প্রীতমনাঃ ক্রতা ধৃতরাষ্ট্রং বিশাংপতে ! ।

উবাচ দিষ্ট্য কুববো বর্দ্ধস্ত ইতি বিস্মিতঃ ॥১৭॥ (যুথকম্)

বৈচিত্রবীর্ঘ্যস্ত নৃপো নিশম্য বিদুরস্ত তৎ ।

অত্রবীৎ পরমপ্রীতো দিষ্ট্য দিক্যেতি ভারত ! ॥১৮॥

মন্যতে স বৃতং পুত্রং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদকন্যয়া ।

দুর্যোধনমবিজ্ঞানাত্ প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরেশ্বরঃ ॥১৯॥

অথ আজ্ঞাপয়ামাস দ্রৌপদ্যা ভূষণং বহু ।

আনীয়তাং বৈ কৃষেতি পুত্রং দুর্যোধনং তদা ॥২০॥

অথাস্ত পশ্চাদ্বিদুর আচর্যো পাণ্ডবান্ বৃতান্ ।

সর্বান কুশলিনো বীরান্ পূজিতান্ দ্রুপদেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বিদুর ইতি । অথ ক্রতা বিদুরঃ, তাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবৈবর্তাম্, ধার্তরাষ্ট্রান্ দুর্যোধনা-
দীংশ্চ, পাণ্ডববরণাদেব ভগ্নদর্পান্, অতএব ত্রীড়িতান্ লজ্জিতান্, সমাগতান্, শ্রদ্ধা, ততঃ
প্রীতমনাঃ বিস্মিতশ্চ সন্, ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ । দিষ্ট্য ভাগ্যেন, কুববো বর্দ্ধস্তে ইতি ॥১৬—১৭॥

বৈচিত্রেতি । বৈচিত্রবীর্ঘ্যো বিচিত্রবীর্ঘ্যপুত্রো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ । দিষ্ট্য ভাগ্যেন ॥১৮॥

নহু পাণ্ডবানাং দ্রৌপদীলাভে কথং ধৃতরাষ্ট্রঃ পরমপ্রীত ইত্যাহ মন্যত ইতি । প্রজ্ঞাচক-
রক্স স নরেশ্বরঃ, অবিজ্ঞানাত্ অসমদর্শনাৎ, দ্রুপদকন্যয়া, জ্যেষ্ঠং পুত্রং দুর্যোধনং বৃতং মন্যতে
স, কুববো বর্দ্ধস্ত ইতি বিদুরোক্তেত্তথৈব তাৎপৰ্য্যানিচ্ছাদিত্তি ভাবঃ ॥১৯॥

অথেতি । আজ্ঞাপয়ামাস স নরেশ্বর ইত্যম্বকর্ষঃ । ক্রতা দ্রৌপদী ॥২০॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-
গণ ভগ্নদর্প ও লজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া বিদুর সন্তুষ্ট ও বিস্মিত
হইয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—‘মহারাজ ! ভাগ্যবশতঃ কুরুবংশের
উন্নতি হইয়াছে’ ॥১৬—১৭॥

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মুখে সেই কথা শুনিয়াই অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া
বলিয়া উঠিলেন—‘ভাগ্যে ভাগ্যে’ ॥১৮॥

কেন না, তিনি অন্ধ ছিলেন কি না, তাই তিনি না দেখিয়া মনে করিয়া
ছিলেন যে, দ্রৌপদী বৃষ্টি নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে বরণ করিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, তিনি তখনই পুত্র দুর্যোধনকে আদেশ করিলেন যে, ‘দ্রৌপদীর
অশ্রু বহুতর অলঙ্কার নির্মাণ করাও এবং তাঁহাকে লইয়া আইস’ ॥২০॥

তেষাং সম্বন্ধিনশ্চান্যান্ বহুন্ বলসম্মিতান্ ।

সমাগতান্ পাণ্ডবেয়ৈস্তস্মিন্নেব স্বয়ংবরে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

নথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রান্তে তথৈবাভাধিকা মম ।

যথা চাভাধিকা বুদ্ধির্মম তান্ প্রাপ্তি তচ্ছৃণু ॥২৩॥

নন্তে কুশলিনো বীরা মিত্রবস্তুশ্চ পাণ্ডবাঃ ।

তেষাং সম্বন্ধিনশ্চান্যে বহবশ্চ মহাবলাঃ ॥২৪॥

কো হি ক্রপদমাসাত্ত মিত্রে কৃতঃ ! সবান্ধবম্ ।

ন বৃভূষেদ্তুবেনার্থী গতশ্চীরপি পাথিবঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অপেতি । অস্ত ধৃতরাষ্ট্রস্ত সমাপে । সমাগতান্ মৈত্র্যা মিলিতান্ ॥২১—২২॥

যথেনি । তে পুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথৈব পাণ্ডোর ভাধিকাঃ, মমাপি তথৈবাভাধিকাঃ ॥২৩॥

নদিত্তি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । সম্বন্ধিনো ধৃতদ্ব্যয়প্রভৃতয়ঃ ॥২৪॥

ক ইতি । হে কৃতঃ । বিহব ! গতশ্চীরদিসম্পৎ, কঃ পাথিবোহপি, সবান্ধবং ক্রপদম্, মিত্রমাসাত্ত, ভবেন ধনলাভেন, অর্থী যাচকঃ, ন বৃভূষেৎ ভাবিতুমিচ্ছেৎ, অপি তু সৰ্ব্ব এবার্থী বৃভূষেদিত্যর্থঃ । “ভবঃ ক্ষেমেশসংসারে সত্যায় প্রাপ্তিজন্মনোঃ” ইতি মেদিনী ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মম্বম্ ইত্যন্তাহপপত্তিঃ ॥২০—২১॥ বৈচার্ণে, কক্ষা ভূষণঞ্চ তৎপরিধানার্থমানীয়তামিত্যর্থঃ ॥২০—২৪॥ গচ্ছতীঃ নষ্টশ্চীঃ, কো ভবেন ঐশ্বর্যেণ অর্থী ন বৃভূষেৎ ভাবিতুমিচ্ছেৎ অপি তু

তৎপরে বিহব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, ‘জ্যোপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা সকলেই কুশলে আছেন এবং ক্রপদ রাজা ভীমার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন ; আর সেই স্বয়ংবরেই অগ্ন্যাশ্ব অনেক প্রবল সম্পত্তি লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন’ ॥২১—২২॥

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘বিহব ! পাণ্ডবেরা পাণ্ডুর নিকটেও যেমন অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিল, আমার নিকটেও তেমনই অত্যন্ত আদরের পাত্র আছে । আর, আমার মন তাহাদের প্রতিই অত্যন্ত আকৃষ্ট আছে, তাহার কারণ শোন ॥২৩॥

যে হেতু সেই বীর পাণ্ডবগণ কুশলে আছে, সহায়শালী হইয়াছে এবং অগ্ন্যাশ্ব বহুতর বীর পুরুষেরা তাহাদের আত্মীয় হইয়াছেন ॥২৪॥

বিহব ! সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেলে, কোন্ রাজাও বহুসম্বিত ক্রপদ রাজাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া তাহার নিকট সেই সম্পদের প্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন না ? ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্তু বিদুরঃ প্রাত্যভাষত ।
 নিতাং ভবতু তে বুদ্ধিরেষা রাজন্ ! শতং সমাঃ ।
 ইতুক্ত্বা প্রযমৌ রাজন্ ! বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্ ॥২৬॥
 ততো হুৰ্য্যোধনশ্চাপি রাধেয়শ্চ বিশাংপতে ! ।
 ধৃতরাষ্ট্রমুপাগম্য বচোহক্রেতামিদং তদা ॥২৭॥
 সন্নিধৌ বিদুরস্ত্য দোষং বক্তুং ন শরুবঃ ।
 বিবিক্তমিতি বক্ষ্যাবঃ কিং তবেদং চিকীর্ষিতম্ ॥২৮॥
 সপত্নবুদ্ধিং যন্তাত ! মন্যসে বুদ্ধিমান্মনঃ ।
 অভিকৌষি চ মৎ ক্ষত্বুঃ সমীপে দ্বিপদাং বর ! ॥২৯॥
 অন্যস্মিন্ নৃপ ! কর্তব্যো ভ্রমন্মাং কুরুষেহনঘ !
 তেষাং বলবিবাতো হি কর্তব্যস্তাত ! নিত্যশঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । এষা দ্বেদুশী পাণ্ডবাদিহিতৈষিণাত্ম্যঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥
 তত ইতি । রাধেয়ঃ কর্ণঃ । অক্রেতাম্ উক্তবক্তো ॥২৭॥
 সন্নিধাবিতি । বিবিক্তং নির্জনমিদং স্থানম্ । চিকীর্ষিতং কর্তুমিষ্টমিতি ভাবে ক্তঃ ॥২৮॥
 অথ কোহসৌ দোষ ইত্যাহ সপত্নেতি । সপত্নবুদ্ধিং শত্রুভিত্তিম্ । অভিকৌষি প্রশং-
 সসি ॥২৯॥
 অন্তশ্চিরিতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । কর্তব্যঃ কর্ত্বুং চেষ্টনীয়ঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র সেইরূপ বলিতে থাকিলে, বিদুর তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ ! শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনার এইরূপ বুদ্ধিই সর্বদা হউক’ । এই কথা বলিয়া বিদুর আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

মহারাজ ! তাহার পর তখনই হুৰ্য্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন—॥২৭॥

‘মহারাজ ! বিদুরের নিকটে আপনাকে দোষের কথা বলিতে পারি নাই ; এখন এ স্থান নির্জন হইয়াছে, তাই বলিব, আপনি এ কি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥২৮॥

পিতঃ ! হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি শত্রুর উন্নতিকে নিজের উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছেন ! যে হেতু, আপনি বিদুরের নিকটে পাণ্ডবদের প্রশংসা করিলেন ॥২৯॥

মহারাজ ! বাহা করা উচিত, আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন ।

তে বয়ং প্রাপ্তকালস্ত চিকীর্ষাং মন্ত্রয়ামহে ।

যথা নো ন গ্রসেয়ুস্তে সপুত্রবলবান্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বিছুরা-
গমনরাজ্যলাভে দুর্যোধনবাক্যে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

—:০:—

চতুৰ্ণবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

দুত্তরাষ্ট্র উবাচ ।

অহমপ্যেবমৈবৈতচ্চিকীর্ষামি যথা যুযাম্ ।

বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি কার্যাস্ত বিছুরং প্রতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রাপ্তকালস্ত উপস্থিতসময়স্ত উপযোগিনীমিতি শেষঃ । চিকীর্ষাং কৰ্ত্তব্যম্ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্যনিবৰ্ত্তিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বিছুরাগমনরাজ্যলাভে

ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

—:০:—

অহমিতি । চিকীর্ষামি কৰ্ত্তুমিচ্ছামি । বিবেক্তুং প্রকাশয়িতুম্ । কার্যম্ অশাক্যং
কৰ্ত্তব্যম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্কোহপীচ্চেৎ ॥২৫—২৮॥ সপুত্রবুদ্ধিং তৎকৃতং বুদ্ধিম্ । “বুদ্ধিম্” ইতি পাঠঃ স্বচ্ছঃ । হে
বর ! শ্রেষ্ঠ ! যিমতাং যিমতাং শত্রুন্ ॥২৯—৩০॥ প্রাপ্তকালস্ত কৰ্ম্মণঃ চিকীর্ষাং কৰ্ত্তব্যতাম্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

পিতঃ ! সৰ্ব্বদাই পাণ্ডবদের শক্তিতানি করিবার চেষ্টা আমাদের করা
উচিত ॥৩০॥

আমরা এখন সমযোচিত কৰ্ত্তব্য বিষয়ের মন্ত্ৰণা করিব ; যাহাতে পাণ্ডবেরা
আমাদিগকে পুত্র, বল ও বান্ধবগণের সহিত গ্রাস করিতে না পারে’ ॥৩১॥

—:০:—

দুত্তরাষ্ট্র বলিলেন—‘তোমরা যে ভাবে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ,
আমিও সেই ভাবেই তাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি । আমি বিছুরের নিকট
আমাদের কৰ্ত্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই ॥১॥

* ‘...অষ্টনব্যধিকঃ...’, ‘...দ্বিশততমঃ...’, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’, ‘...একোদ-
বিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

(১) ...স্বাকারং বিছুরং প্রতি ।

ততন্তেষাং গুণানেষ কৌৰ্ত্তয়ামি বিশেষতঃ ।

নাববুধ্যত বিচুরো মমভিপ্রায়মিস্রিতৈঃ ॥২॥

যচ্চ স্বং মন্যসে প্রাপ্তং তদব্রবাহি স্নয়োধন ! ।

রাধেয় ! মন্যসে যচ্চ প্রাপ্তকালং বদাশু মে ॥৩॥

দুর্যোধন উবাচ ।

অগ্ৰ তান্ কুশলৈর্বিট্ৰৈঃ স্কন্ধতৈরাশুকারিভিঃ ।

কুন্তীপুত্রান্ ভেদয়ামো মাদ্রৌপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৪॥

অথবা দ্রুপদো রাজা মহন্তিবিস্তসঞ্চয়ৈঃ ।

পুত্রোচ্চাস্ত্র প্রলোভ্যন্তামমাত্যশ্চৈব সর্বশঃ ॥৫॥

পরিত্যজেদ্যথা রাজা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

অথ তত্রৈব বা তেষাং নিবাসং রোচয়ন্তু তে ॥৬॥

ইহৈবাং দোষবদ্বাসং বর্ণয়ন্তু পৃথক্ পৃথক্ ।

তে ভিগ্ৰমানাস্তত্রৈব মনঃ কুব্ধন্তু পাণ্ডবাঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ত ইতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । বিশেষতো বাহুল্যেন । ইতিহিতকৌভিঃ ॥২॥

বদিতি । প্রাপ্তমুচিতম্ । অবীলীতি ঈদাগম আর্পঃ । প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্ ॥৩॥

অন্তোভি । কুশলৈঃ কার্যনিপুণৈঃ । স্কন্ধতৈবস্মাভিঃ । সংক্ৰান্তৈঃ । আশুকারিভি-
বিশ্বস্তৈঃ ॥৪॥

অথবেত্তি । মহন্তিবিস্তসঞ্চয়ৈঃ প্রচুরতরধনোপভাবদানৈঃ ॥৫॥

পরিত্যজেদিতি । রাজা স দ্রুপদঃ । তত্রৈব পাঞ্চালদেশে এব । তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৬॥

ইহেতি । ইহ কুরুরাজো । এবাং পাণ্ডবানাম্ । কুব্ধন্ত বাসায়ৈতি শেষঃ ॥৭॥

সেইজন্যই আমি বিচুরের নিকট বিশেষভাবে পাণ্ডবগণের গুণকীৰ্ত্তন
করিয়াছি । যাহাতে বিচুর ভঙ্গী দ্বারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন ॥২॥

অতএব দুর্যোধন ! তুমি যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহা বল । কর্ণ !
তুমিও যাহা সময়োচিত মনে কর, তাহা আমার নিকট সহর বল' ॥৩॥

দুর্যোধন বলিলেন—‘আমরা এখনই কার্যনিপুণ, আদৃত ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাইব ॥৪॥

অথবা আমরা প্রচুর ধন উপহার দিয়া দ্রুপদ রাজাকে, তাঁহার পুত্রগণকে
এবং তাঁহার মন্ত্রীগণকে সর্বপ্রকারে প্রলুব্ধ করিব ॥৫॥

যাহাতে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিংবা সেই পাঞ্চাল-
দেশেই পাণ্ডবগণের বাস করিবার ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন ॥৬॥

অথবা কুশলাঃ কেচিদ্ধূপায়নিপুণা নরাঃ ।
 ইতরেতরতঃ পার্থান্ তেদয়স্বনুরাগতঃ ॥৮॥
 ব্যুত্থাপয়ন্ত বা কৃষ্ণাং বহুত্বাং স্ককরং হি তৎ ।
 অথবা পাণ্ডবাংস্তস্তাং ভেদয়ন্ত ততশ্চ তাম্ ॥৯॥
 ভীমসেনস্ত বা রাজন্ ! উপায়কুশলৈর্নরৈঃ ।
 মৃত্যুর্বিধীয়তাং ছন্নৈঃ স হি তেষাং বলাধিকঃ ॥১০॥
 তমাত্মিত্য হি কৌন্তেয়ঃ পুরা চান্মান্ ন মস্ততে ।
 স হি তীক্ষ্ণশ্চ শূরশ্চ তেমাঐকৈব পরায়ণম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথবেত্তি । কুশলা বাকোহপি নিপুণাঃ । ইতরেতরতঃ পরস্পরম্ ॥৮॥
 ব্যুত্থাপয়ন্তিতি । ব্যুত্থাপয়ন্ত পতিভ্যো বিরজয়ন্ত, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । পতীনাং বহুত্বাং
 তৎ ব্যুত্থাপনম্ । তস্তাং কৃষ্ণায়াং বিষয়ে । তাং লভেমহীতি শেষঃ ॥৯॥
 ভীমেতি । ছন্নৈস্তপ্তৈঃ সক্তিঃ । তেষাং পাণ্ডবানাং মধ্যে ॥১০॥
 তমিতি । কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ । তীক্ষ্ণো রূক্ষস্বভাবঃ । পরায়ণং পরমাত্মনঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অহমিতি । বিবেকঃ ব্যক্তীকর্তৃম্ ॥১॥ ইজিতেন্দ্রিটৈতঃ ॥২॥ বচ কৰ্ত্তব্যম্ ॥৩॥
 আপ্তকারিভিঃ অবধিকৈঃ ॥৪—৬॥ ভিদ্যমানা অমৃতঃ পৃথগ্ভবন্তঃ ॥৭—৮॥ ব্যুত্থাপয়ন্ত
 স্বতর্জনাং ভাগঃ, স চ বহুত্বদোষণে স্ককরঃ । অথবেত্তি । অস্তাঃ তৃত্ব বৈষম্যং প্রদর্শ্য

এবং তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাণ্ডবদের নিকট বলুন যে, এই রাজ্যে
 পাণ্ডবদের বাস করা অত্যন্ত দোষাবহ । তাহাতে তাহারা সেই দেশেই বাস
 করিবার ইচ্ছা করুক ॥৭॥

অথবা বাকপটু ও নীতিনিপুণ কভকগুলি লোক পাণ্ডবগণকে পরস্পর
 ভালবাসা হইতে বিশ্লিষ্ট করুক ॥৮॥

কিংবা দ্রৌপদীকে অপরক্ত করিয়া তুলুক । কারণ, বহু পতি বলিয়া দ্রৌপদীকে
 অপরক্ত করা অন্যায়সাধ্য । অথবা পাণ্ডবগণকেই দ্রৌপদীর প্রতি বিরক্ত করুক ;
 তাহার পর আমরাই দ্রৌপদীকে লইব ॥৯॥

অথবা মহারাজ ! নীতিনিপুণ লোকেরা গুণভাবে থাকিয়া ভীমের দ্বষ্টা
 সাধন করুক । কারণ, ভীমই তাহাদের মধ্যে প্রধান বলবান্ ॥১০॥

সুভরাং যুধিষ্ঠির ভীমকে অবলম্বন করিয়াই পূর্বে আমাদিগকে প্রোহ্ন করে
 নাই । কেন না, ভীম রূক্ষস্বভাব, বীর এবং তাহাদের প্রধান অবলম্বন ॥১১॥

তস্মিন্মতিহতে রাজন্ ! হতোৎসাহা হতোজসঃ ।
 যতিয্যস্তে ন রাজ্যায় স হি তেষাং ব্যপাশ্রয়ঃ ॥১২॥
 অজয্যো হর্জুনঃ সংখ্যো পৃষ্ঠগোপে বুকোদরে ।
 তয়ুতে ফান্তুনো যুদ্ধে রাধেয়স্ত ন পাদভাক্ ॥১৩॥
 তে জানানাস্ত দৌর্বল্যং ভীমসেনয়ুতে মহৎ ।
 অস্মান্ বলবতো জ্ঞাত্বা ন যতিয্যস্তি দুর্বলাঃ ॥১৪॥
 ইহাগতেষ বা তেষু নিদেশবশবন্তিস্থ ।
 প্রবতিষ্যামহে রাজন্ ! যথাশাস্ত্রং নিবর্হণে ॥১৫॥
 অথবা দশনীয়াভিঃ প্রমদাভির্বিলোভ্যতাম্ ।
 একৈকস্তত্র কৌন্তেয়স্ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্মতি । স ভীমঃ, তেষাং পাণ্ডবানাম্, ব্যপাশ্রয়ঃ প্রধানাশ্রয়ঃ ॥১২॥
 অজয্য ঠিতি । বুকোদরে, পৃষ্ঠগোপে পৃষ্ঠরক্ষক সতি, সংখ্যে যুদ্ধে, হর্জুনঃ, অজয্যো
 জেতুমশক্যঃ । তং বুকোদরম্, ঋতে বিনা, ফান্তুনোহর্জুনঃ, যুদ্ধে, রাধেয়স্ত কর্ণভ, ন পাদ-
 ভাক্ ন চতুর্ধাংশতুল্যঃ ॥১৩॥
 ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । ঋতে বিনা । ন যতিয্যস্তি যুদ্ধায় চেষ্টিয্যস্তে ॥১৪॥
 ইহেতি । নিদেশবশবন্তিস্থ অশ্বাকমাজ্জাবহেহু । নিবর্হণে নিগ্রহে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবানেষ বা তস্তাং ভেদরহস্যং ততশ্চ তাং লক্ষ্যামহে ইতি শেষঃ ॥১২—১৩॥ ন পাদভাক্
 ন চতুর্ধাংশতুল্যঃ ॥১৩—১৪॥ একৈকঃ কৌন্তেয়ঃ প্রলোভনীয়ঃ, তত্র হেতু ততঃ প্রলোভ্য-

মহারাজ ! ভীম নিহত হইলে, অস্হাশ্র পাণ্ডবেরা নিরুৎসাহ ও নিশ্বেজ
 হইয়া রাজ্যলাভের জগ্য চেষ্টাই করিবে না । কেন না, সেই তাহাদের
 আশ্রয় ॥১২॥

ভীম পৃষ্ঠরক্ষক হইলে, অর্জুন যুদ্ধে অজ্জয় হইয়া থাকে ; আর ভীম না
 থাকিলে অর্জুন যুদ্ধে কর্ণের এক চতুর্ধাংশতুল্যও নহে ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা ভীম ব্যতীত আপনাদের অত্যন্ত দুর্বলতা বুঝিয়া এবং আমাদের
 প্রবলতা জানিয়া যুদ্ধের জগ্য চেষ্টাও করিবে না ॥১৪॥

অথবা পাণ্ডবেরা এখানে আসিয়া আমাদের আক্কাবহ হইলে, আমরা নীতি-
 শাস্ত্র অনুসারে তাহাদের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইব ॥১৫॥

(১৩) অজ্জয়ো হর্জুনঃ... । (১৪) ...জ্ঞাত্বা নাশমেযস্তি দুর্বলাঃ ।

(১৫) ...যথাশাস্ত্রং নিবর্হণম্ ।

প্ৰেযাতাকৈব রাধেয়ন্তেষামাগমনায় বৈ ।

তৈস্তৈঃ প্ৰকাৰৈঃ সন্নয় পাত্যন্ত্যামাপ্তক্যবিভিঃ ॥১৭॥

এতেষামপ্যুপায়ানাং যন্তে নিৰ্দোষ আত্মনঃ ।

তস্য প্ৰয়োগমাত্তিষ্ঠ পুরা কালোহতিবৰ্ততে ॥১৮॥

যাবচ্চাকৃতবিধ্বাসা ক্ৰপদে পাৰ্থিবধভে ।

তাবদেব হি তে শক্যা ন শক্যাস্ত ততঃ পরম্ ॥১৯॥

এষা মম মতিস্তাত ! নিগ্রহায় প্ৰবৰ্ততে ।

সাম্বদী বা যদি বাহসাম্বদী কিং বা রাধেয় ! মন্থসে ॥২০॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বিছুরা-
গমনরাজ্যাভে চুৰ্যোদনবাক্যে চতুৰ্ণবতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । দৰ্শনীয়াতিঃ স্তম্বরীতিঃ, প্ৰমদাতিঃ স্ত্ৰীতিঃ । কৃষ্ণা স্ত্ৰোপদী ॥১৬॥

প্ৰেযাতামিতি । রাধেয়ঃ কৰ্ণঃ । তৈস্তৈৰ্বিশদানাং দিভিঃ । আপ্তক্যবিভিঃ ॥১৭॥

এতেষামিতি । প্ৰয়োগমহুষ্ঠানম্, আতিষ্ঠ কৃত্য । পূৰ্ণা সমুৎপত্তী ॥১৮॥

যাবদ্বিতি । তে পাণ্ডবাঃ, শক্যা নিগ্রহীতুমিতি শেষঃ । ন শক্যা ক্ৰপদসাহায্যাৎ ॥১৯॥

এবেতি । নিগ্রহায় পাণ্ডবানাং নিৰ্যাতনায় । রাধেয় ! হে কৰ্ণ ! ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্ৰীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-#

টীকাস্থং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বিছুরাগমনরাজ্যাভে

চতুৰ্ণবতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মানাৎ ॥১৬॥ সন্নয় একং নীত্বা ॥১৭—১৮॥ শক্যাঃ খাতয়িতুমিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদ্বাপে চতুৰ্ণবতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৯॥

অথবা স্তম্বরী রমণীদিগের দ্বারা সেইখানেই পাণ্ডবদের প্ৰত্যেককে প্ৰলুব্ধ
করা হউক এবং সেই উপায়েই স্ত্ৰোপদীকে বিপ্লিষ্ট করা হউক ॥১৬॥

কিংবা তাহাদিগকে আনিবার জন্য কৰ্ণকে পাঠাইয়া দিন ; পরে তাহা-
দিগকে এখানে আনিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ে নিপাত
করুন ॥১৭॥

এই উপায়গুলির মধ্যে যেটাকে আপনি আপনার পক্ষে নিৰ্দোষ বলিয়া
মনে করেন, তাহারই অনুষ্ঠান করুন ; এদিকে সময় চলিয়া যাইতেছে ॥১৮॥

যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা ক্ৰপদ রাজার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে,

(১৮)...যন্তে নিৰ্দোষবান্ বৃত্তঃ... । * ‘...একোনবিশততমঃ...’, ‘...একাধিকবিশত-
তমঃ...’, ‘...ত্ৰ্যধিকবিশততমঃ...’, ‘...বিশত্যাধিকবিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

কর্ণ উবাচ ।

দুর্যোধন ! তব প্রজ্ঞা ন সম্যগ্গতি মে মতিঃ ।

ন হ্যপায়েন তে শক্যাঃ পাণ্ডবাঃ কুরুনন্দন ! ॥১॥

পূর্বমেব হি তে সূক্ষ্মরূপায়ৈর্ঘতিতাস্থয়া ।

নিগ্রহীতুং তদা বীর ! ন চৈব শকিতাস্থথা ॥২॥

ইহৈব বর্তমানাস্তে সমীপে তব পার্থিব ! ।

অজাতপক্ষাঃ শিশবঃ শকিতা নৈব বাধিতুম্ ॥৩॥

জাতপক্ষা বিদেশস্থা বিরুদ্ধাঃ সর্বশোহত্ তে ।

নোপায়সাধ্যাঃ কোন্তেয়া মমৈষা মতিরচ্যুত ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দুর্যোধনেন্তি । প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ । উপায়েন কূটকৌশলেন । শক্যাঃ নিগ্রহীতুমিচ্ছন্তি শেষঃ ॥১॥

কথং ন শক্যা ইত্যাহ পূর্বমিতি । সূক্ষ্মরূপায়ৈঃ, উপায়ৈর্বিষদানাদিভিঃ ॥২॥

ইদানীং কূটকৌশলেন তেষাং নিগ্রহণাবদসম্ভব এবত্যাহ ইহেতি । ন জাতঃ পক্ষঃ
সহায়ঃ পতত্রক্ণ যেষাং তে । বাধিতুং নিগ্রহীতুম্ । শকিতা ইত্যার্থ ইড়াগমঃ ॥৩॥

জাতেন্তি । জাতঃ পক্ষো রূপদরাজাদিঃ সহায়ঃ পতত্রক্ণ যেষাং তে । বিরুদ্ধা বয়সা বুদ্ধিঃ
সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে নিগ্রহীত করা যাইতে পারে, তাহার পরে আর
নহে ॥১২॥

শিষ্টদেব ! পাণ্ডবগণকে নিগ্রহীত করিবার পক্ষে এইগুলি আমার মত ।
কর্ণ ! এগুলি ভাল কি মন্দ, তুমি কি মনে কর ? ॥২০॥

—:—

কর্ণ বলিলেন—‘দুর্যোধন ! তোমার এই মতগুলি সমীচীন বলিয়া
আমার মনে হয় না । কারণ, পাণ্ডবগণকে কূটকৌশল দ্বারা নির্ধাতন করিতে
পারা যাইবে না ॥২॥

বীর ! তুমি পূর্বেই গুপ্ত উপায়ে তাহাদিগকে নির্ধাতিত করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলে, কিন্তু তখনও পার নাই ॥২॥

রাজা ! তখন তাহারা এই হস্তিনানগরে তোমার নিকটেই ছিল এবং
তখন তাহাদের কোন সহায়ও ছিল না ; অথচ তাহারা বালক ছিল ; এ
অবস্থাতেও নির্ধাতন করিতে পার নাই ॥৩॥

ন চ তে ব্যাসনৈর্ধৌক্তুং শক্যা দিষ্টকৃতেন চ ।
 শকিতাশ্চৈকম্বশৈশ্চব পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৫॥
 পরম্পরেন ভেদশ্চ নাধাতুং তেষু শক্যতে ।
 একস্ম্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিগন্তে পরম্পরম্ ॥৬॥
 ন চাপি কৃষ্ণা শক্যতে তেভ্যো ভেদয়িতুং পরৈঃ ।
 পরিদূনান্ রূতবতী কিমুতাগ্ন মুজাবতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাঃ । ন উপায়সাধ্যাঃ কূটকৌশলৈর্ন নিগ্রহীভুং শক্যাঃ । অজাতপতজ্ঞাণাং সন্নি-
 হিতানাং শিশুনাং পক্ষিণাং নিগ্রহে কর্তৃমশক্যো জাতপতজ্ঞাণাং দূরবস্তিনাং বয়স্থানাং তদা-
 মেব পক্ষিণাং নিগ্রহো যথা নিগ্রহাশক্যস্তথেষু ভাবঃ । হে অচ্যুত ! পৌরুষাদস্থলিত ! ॥৪॥

অথ চৌর্য্যরোপাদিনা বিপৎসু নিপাত্য তে নিগ্রাহা ইত্যাহ নেতি । দিষ্টকৃতেন দৈব-
 বিহিতেন বলবৃদ্ধাদিনা, শকিতাঃ স্বভাবতঃ এব শক্তিমন্তঃ, তে পাণ্ডবাঃ, ব্যাসনৈর্ধৌক্য-
 রোপাদিকৃতবিপত্তির্ধৌকুং ন শক্যাঃ, তেষাং বলবৃদ্ধাদিগুণেনৈব তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ । অথ
 তঃ যদ্বাদাসীনা এব তিষ্ঠেয়ুঃ ইত্যাহ ঈদম্বশ্চৈতি । পিতৃপৈতামহং পদং বাজ্যম্, ঈদম্বশ্চ ॥৫॥

“অথ তান্ কুশলৈবিতৈঃ” ইত্যাদিনা পুরাধায়ে যজ্ঞকং তত্রোত্তরমাহ পরম্পরেণৈতি ।
 আধাতুং স্থাপয়িতুম্ । ন ভিগন্তে তে ইতি শেষঃ । তথা চ যোগিদেব সবত্র পরম্পরভেদ-
 হেতুঃ । এবঞ্চ তস্তামেকস্ম্যামেব যোদিতি যে স্বসম্ভত্যা অভেদেনাসক্তান্তেষাং ভেদোপায়ে
 জগত্য্যং নান্ত্যোর্থৈতি ভাবঃ ॥৬॥

“ব্যুত্থাপয়ন্ত বা কৃষ্ণাম্” ইত্যাদেকত্তরমাহ ন চৈতি । অথ পরিবর্জনার্থঃ, দিব্যাত্মশ-
 কাগ্ধার্থঃ । এবঞ্চ পরিদূনান্ তিস্পার্পণ্যটাদিনা বজ্রিতকাস্তান্, রূতবতী পতিস্বেনাকী-
 কৃতবতী, যা কল্যেতি শেষঃ ; সা কিমুতাগ্ন মুজাবতো জপদমাহায্যং বেশাদৌ পরিকার-
 শালিনস্তান্ পতীন্ পরিহরেদিতি শেষঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দুর্ধ্যোধনেতি ১১-২২ ॥ জাতপক্ষাঃ সহায়বস্তঃ তদন্তে অজাতপক্ষাঃ ৩৩-৪৪ ॥ দিষ্টকৃতেন
 দৈবনিশ্চয়েন শকিতাঃ শক্তিমন্তঃ, জতুগৃহাদিত্য আশ্বানং যোচয়িতুং শক্যে অতুব্রিহিত্যর্থঃ

আর, এখন তাহাদের সহায় হইয়াছে এবং তাহারা বিদেশে রহিয়াছে ও
 সর্বপ্রকারে বুদ্ধি পাইয়াছে ; এ অবস্থায় কূটকৌশল দ্বারা তাহাদিগকে
 নিগৃহীত করা সম্ভবপর নহে ; ইহাই আমার মত ॥৪॥

তাঁর পর, তাহারা দৈবকৃত শক্তিবল ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান ; এ অবস্থায়
 তাহাদিগকে কোনরূপ বিপদে ফেলিতেও পারা যাইবে না ; অথচ তাহারা
 গৈভুকপদ লাভ করিতেও ইচ্ছক ॥৫॥

তাহাদের মধ্যে পরম্পর ভেদ জন্মাইতেও পারা যাইবে না । কারণ,
 যাহারা একটি ব্রীতে আসক্ত রহিয়াছে, তাহারা কি পরম্পর ভিন্ন হয় ? ॥৬॥

ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্তৃতা ।
 তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা ॥৮॥
 বহুরক্তশ্চ পাঞ্চাল্যো ন স রাজা ধনপ্রিয়ঃ ।
 ন সন্তুক্ষ্যতি কৌন্তেয়ান্ রাজ্যদানৈরপি ধ্রুবম্ ॥৯॥
 তথাস্থ পুত্রো গুণবান্ অনুরক্তশ্চ পাণ্ডবান্ ।
 তস্মান্মোপায়সাধ্যাংস্তানহং মন্যে কথঞ্চন ॥১০॥
 ইদং ভ্রাতৃ ক্ষমং কর্তুমস্মাকং পুরুষর্ষভ ! ।
 যাবন্ন কৃতমূল্যস্তে পাণ্ডবেয়া বিশাংপতে ! ।
 তাবৎ প্রহরণীয়াস্তে তত্ত্বভ্যাং তাত ! রোচতাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথ তস্যা বহুপতিকঙ্কমেব ভেদহেতুরিত্যাশয়ে বৈপবীত্যামাহ ঈপ্সিতক্ষেতি । একস্তাঃ স্ত্রীয়াঃ, বহুভর্তৃতা ইত্যেয গুণ এব স্ত্রীণামীপ্সিতঃ প্রিয়ঃ । তঞ্চ বহুভর্তৃকঙ্করূপং গুণম্, কৃষ্ণা প্রাপ্তবতী দৈবাৎ । অতএব সা পতিভ্যো ভেদয়িতুং ন ক্ষমা ন শক্যা ॥৮॥

বহিতি । বহুনি রত্নানি যন্ত সঃ । অতএব স ন ধনপ্রিয়ঃ নবা সন্তুক্ষ্যতি ॥৯॥

তথেন্ধি । পুত্রো ঋষ্টদ্বয়াদিঃ । পাণ্ডবান্ প্রাতি । উপায়সাধ্যান্ কৌশলনিগ্রাহ্যান্ ॥১০॥

ইদমিতি । ক্ষমমুচিতম্ । কৃতমূল্যঃ সমূলবদ্ধাধিষ্টানাঃ । বটপদমদং পঞ্চম্ ॥১১॥

অন্য লোক দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে দ্রৌপদীকেও অপরক্ত করিতে পারা যাইবে না ; কেন না, যে দ্রৌপদী হইল অবস্থাতেই পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছে, সে কি সমৃদ্ধ অবস্থায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে ? ॥৭॥

একটি স্ত্রীর অনেক পতি হওয়া স্ত্রীলোকদিগের অভীষ্ট ; তাহা দ্রৌপদী পাইয়াছে ; এ অবস্থায় তাহাকে অপরক্ত করা অসম্ভব ॥৮॥

ওদিকে দ্রুপদ রাজার প্রচুর ধন রহিয়াছে ; শুভরাং তিনি ধনপ্রিয় হইতে পারেন না । অতএব ধন ত দূরের কথা, রাজ্য দান করিলেও নিশ্চয়ই তিনি পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥৯॥

তার পর, দ্রুপদ রাজার পুত্রগণ গুণবান্ এবং পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত । অতএব আমি মনে করি—কোন প্রকারেই কটকৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিগৃহীত করা যাইবে না ॥১০॥

অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! বর্তমান সময়ে আমাদের ইহাই করা উচিত যে, যে পর্যন্ত পাণ্ডবেরা দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে । এই বিষয়ে তোমারও মত হউক ॥১১॥

অস্মৎপক্ষে মহান্ যাবদ্ব্যাবং পাঞ্চালকো লঘুঃ ।
 তাবং প্রহরণং তেষাং ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥১২॥
 বাহনানি প্রভূতানি মিত্রাণি বহুলানি চ ।
 যাবন্ম তেষাং গাঙ্কারে ! তাবদ্বিক্রম পাথিব ! ॥১৩॥
 যাবচ্চ রাজা পাঞ্চাল্যো নোত্তমো কুরুতে মনঃ ।
 সহ পুত্রৈর্মহাবীর্যৈস্তাবদ্বিক্রম পাথিব ! ॥১৪॥
 যাবন্মায়ান্তি বাষ্কর্যঃ কৰ্ণন্ যাদববাহিনীম্ ।
 রাজ্যার্থে পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্যসদনং প্রতি ॥১৫॥
 বসুনি বিবিধা ভোগা রাজামেব চ কেবলম্ ।
 নাত্যাজ্যামস্তি কৃষ্ণস্ত পাণ্ডবার্থে কথঞ্চন ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদ্বিতি । মহান্ প্রবলঃ । লঘুঃ অসংগৃহীতবলান্তরদ্ধা দুর্বলঃ ॥১২॥
 বাহনানীতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । গাঙ্কার্যা অপত্যমিতি গাঙ্কারিঃ, গাঙ্কারীশব্দাৎ
 “বাহ্বাদেষ্ক বিদীয়তে” ইতি টিপি পূর্বেকাবলোপে সোধোখনম্ । বিক্রমেতি দীর্ঘাভাব
 আর্ষঃ ॥১৩॥
 যাবদ্বিতি । পাঞ্চাল্যো ক্রপদঃ । উত্তমো পাণ্ডবানাং রাজ্যোদ্ধারোদ্যোগে ॥১৪॥
 যাবদ্বিতি । বাষ্কর্যঃ কৃষ্ণঃ, কৰ্ণন্ আনয়ন্ । পাঞ্চাল্যসদনং ক্রপদগৃহম্ ॥১৫॥
 অথ কৃষ্ণেনাপি কিং পাণ্ডবাণ্যে নিবপেক্ষতা ত্যাগোত্যাগ বহ্নীতি । বহ্নি ধনানি ।
 কেবলং কৃষ্ণম্ । “নিদীতে কেবলমিতি ত্রিবিধং দ্বৈককৃষ্ণয়োঃ” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

যে পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ প্রবল রহিয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত ক্রপদ রাজা
 দুর্বল আছেন, ইহার মধ্যেই যাইয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ কর; কিন্তু এবিষয়ে
 কোন বিবেচনা করিতে থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না ॥১২॥

রাজা! যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের প্রচুর পরিমাণে বাহন এবং বহুসংখ্যক
 মিত্র সংগৃহীত না হয়, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৩॥

যে পর্য্যন্ত ক্রপদ রাজা মহাবীর পুত্রগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের
 রাজ্য উদ্ধারের উদ্যোগে মনোনিবেশ না করেন, ইহার মধ্যেই তুমি বিক্রম
 প্রকাশ কর ॥১৫॥

এবং যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধারের জন্য যাদবসৈন্য লইয়া
 ক্রপদ রাজার বাড়ীতে উপস্থিত না হন, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ
 কর ॥১৬॥

যশস্বত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

ভীষ্ম উবাচ ।

ন রোচতে বিগ্রহো মে পাণ্ডুপুত্রৈঃ কথঞ্চন ।
যাথেব ধৃতরাষ্ট্রো মে তথা পাণ্ডুরসংশয়ম্ ॥১॥
গান্ধার্যাশ্চ যথা পুত্রাস্তথা কুন্তীহতা মম ।
যথা চ মম তে রক্ষ্য ধৃতরাষ্ট্র ! তথা তব ॥২॥
যথা চ মম রাজশ্চ তথা দুৰ্য্যোধনস্ত তে ।
তথা কুরুগাং সৰ্বেষামন্তেষামপি পার্থিব ! ॥৩॥
এবং গতে বিগ্রহং তৈর্ন রোচে সঙ্কায় বীরৈর্দীপ্যতামর্দ্ধভূমিঃ ।
তেষামপীহ প্রপিতামহানাং রাজ্যং পিতৃশ্চৈব কুরুতমানাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বিগ্রহো যুদ্ধম্ । ধৃতরাষ্ট্রেণ কর্ণমতে প্রাবিতে ত্রীষাদিভিরুক্তমিদমিতি
বোধ্যম্ ॥১॥

গান্ধার্যা ইতি । যথা সম্পর্কে যাদৃশাঃ, তথা সম্পর্কে তাদৃশাঃ । তে পাণ্ডবাঃ ॥২॥

যাথেতি । বাজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রস্ত । পাণ্ডবা রক্ষণীয়া ইতি সর্বত্র শেষঃ ॥৩॥

এবমিতি । গতে স্থিতে । ন রোচে নাভিপ্রেমি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । পিতৃঃ পাণ্ডোঃ ।
এতেন পাণ্ডবানামেব পৈতৃকং বাজ্ঞ্যম্, ধৃতরাষ্ট্রস্ত স্বকৃতয়া রাজত্বাভাবাৎ দুৰ্য্যোধনস্ত ন
পৈতৃকমিতি স্থচিতম্ ॥৪॥

ভীষ্ম বলিলেন ‘পাণ্ডুর পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই আমার
অভিপ্রেত নহে । কেন না, আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র যেমন, পাণ্ডুও তেমনই ছিল ;
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১॥

সুতরাং আমার নিকট গান্ধারীর পুত্রগণও যেমন, কুন্তীর পুত্রগণও
তেমনই । অতএব ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার পুত্রগণকে আমার যেমন রক্ষা করা
উচিত, পাণ্ডুর পুত্রগণকেও আমার তেমনই রক্ষা করা উচিত ॥২॥

আর, আমার ও তোমার পাণ্ডবগণকে যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমন
দুৰ্য্যোধনের ও অন্যান্য কুরুবংশীয় সকলেরই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করা উচিত ॥৩॥

এমন হইলে, পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে ; সেই
বীরগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্ধরাজ্য দান করা । কেন না,
এই রাজ্য তাহাদেরও পিতামহের, বিশেষতঃ পিতার ছিল ॥৪॥

(৪) এবং গতে বিগ্রহস্তৈর্ন রোচতে...

দুৰ্যোধন ! যথা রাজ্যং ত্বমিদং তাত ! পশ্যসি ।
 মম পৈতৃকমিতোবাং তেহপি পশ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫॥
 যদি রাজ্যং ন তে প্রাপ্তাঃ পাণ্ডবেযা যশস্বিনঃ ।
 কুত এব তবাপীদং ভারতশ্চাপি কশ্যচিৎ ॥৬॥
 অধর্মো চ রাজ্যং স্বং প্রাপ্তবান্ ভরতবর্ভ ! ।
 তেহপি রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পূর্বমেবেতি মে মতিঃ ॥৭॥
 মধুরৈণৈব রাজ্যাস্ত তেষামর্দং প্রদীয়তাম্ ।
 এতদ্বি পুরুষব্যাত্র ! হিতং সর্বজনস্য চ ॥৮॥
 অতোহনুথা চেৎ ক্রিয়তে ন হিতং নো ভবিষ্যতি ।
 তবাপাকোত্তিঃ সকলা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯॥
 কৌত্তিরক্ষণমাতিষ্ঠ কৌত্তির্হি পরমং বলম্ ।
 নক্টকীর্ত্তেম'নুস্যস্ত জীবিতং হৃফলং স্মৃতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

দুৰ্যোধনেতি । হে তাত ! বৎস ! । তে পাণ্ডবা অপি তথৈব পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥
 যদিতি । প্রাপ্তা ভবেয়ুর্বিচিৎ শেষঃ । ভারতস্ত ভরতবংশীয়স্ত ॥৬॥
 অধর্মোণেতি । অধর্মোণ বারণাবতে প্রস্থাপনাত্মকেন । পূর্বমেব পিতৃঃ পাণ্ডোরনন্তর-
 মেব, “পিতৃব্যুপরতে পুত্রা বিভজেয়ুর্ধনং পিতৃঃ” ইত্যাদিশাস্ত্রাদিত্তি ভাবঃ ॥৭॥
 মধুরৈণেতি । মধুরেণ বিবাদাভাবাৎ সর্বসম্বোধনকারিণা ভাবেন ॥৮॥
 অত ইতি । নঃ অশ্রাকম্ । সকলা, জতুগৃহদাহাদিদোষাণামপি অথোব সম্ভবাৎ ॥৯॥

বৎস ! দুৰ্যোধন ! তুমি যেমন এই রাজ্যটাকে পৈতৃক বলিয়া মনে কর,
 সে পাণ্ডবেরাও তেমনই ইহাকে পৈতৃকরাজ্য মনে করে ॥৫॥

সুতরাং সেই পাণ্ডবেরা যদি এই রাজ্য না পায়, তবে তুমিই বা কি করিয়া
 পাইবে ? এবং অন্য ভরতবংশীয়ই বা কি করিয়া পাইবে ? ॥৬॥

তা'র পর, দুৰ্যোধন ! তুমি অধর্ম অনুসারেই এই রাজ্য হাতে পাইয়াছ ;
 বাস্তবিকপক্ষে পাণ্ডবেরা পূর্বেই এ রাজ্য পাইয়াছিল ; ইহাই আমার মত ॥৭॥

দুৰ্যোধন ! মধুরভাবে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধ দান কর ; ইহাই সমস্ত
 লোকের হিতকর হইবে ॥৮॥

এতদ্বিন্ন অন্যরূপ যদি কর, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে না ; তোমারও
 সর্বপ্রকার নিন্দা হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

কীর্ত্তি রক্ষা কর ; কীর্ত্তি মানুষের প্রধান বল ; আর কীর্ত্তিহীন মানুষের
 জীবনই নিষ্ফল ॥১০॥

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

—:~:—

আদিপর্ব

—:~:—

ষোড়শখণ্ডম্

—:~:—

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমমীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শঙ্কাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশঃ

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

—:~:—

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্মৃতিবন্ধুসিদ্ধান্তবিজ্ঞালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

তদিদং জীবিতং তেষাং তব কিঞ্চিনাশনম্ ।

সম্মন্তব্যং মহারাজ ! পাণ্ডবানাঞ্চ দর্শনম্ ॥১৬॥

ন চাপি তেষাং বীরাণাং জীবতাং কুরুনন্দন ! ।

পিত্র্যোশং শক্য আদাতুমপি বজ্রভূতা স্বয়ম্ ॥১৭॥

তে সর্ব্বেহবস্থিতা ধর্ম্মে সর্ব্বৈ চৈবৈকচেতসঃ ।

অধর্ম্মেণ নিরস্তাশ্চ তুল্যে রাজ্যে বিশেষতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকে জগতি, কঞ্চিদন্তং প্রাণ ভূতং লোকম্, পুরোচনমপি চ, তথা তাদৃশেন দোষণান্বিতম্, ন অবৈতি নাবগচ্ছতি ; লোকঃ, স্বাম্, যথা যাদৃশেন দোষণান্বিতম্, গচ্ছতি অবগচ্ছতি । প্রভুত্বাং প্রযোজকত্বাচ্চ আমেবাধিকদোষান্বিতং জানাতীতি ভাবঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

তদ্বিতী । তন্তুত্বাং, তেষাং পাণ্ডবানামিদং জীবিতং দর্শনঞ্চ, তব, কিঞ্চিনাশনং কিঞ্চিদ্বিনশিততদপবাদনাশকম্, সম্মন্তব্যম্ ; তেষাং জীবিতদর্শনেন রাজ্যাদ্বাদনেন চ তদপবাদস্ত মিথ্যাস্বপ্নমণীকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

অথ তেষাং জীবনেনৈব তদপবাদনাশনম্, বিক্রমেণ রাজ্যগ্রহণঞ্চ ক্ষত্রিয়স্ত ধর্ম্ম এবৈতি ন তত্রাপবাদান্তবকেতাহ ন চেতি । জীবতাং বোণাদিনা অমৃতানাং । পিত্র্যঃ পৈতৃকঃ । বজ্রভূতাপি ইন্দ্রেণাপি । যুযাম্ কা কথ্যত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

অথ যদি কদাচিদধর্ম্মেণানৈকেন চ তেষাং শক্তিক্ষয়ঃ স্তাদিত্যাহ ত ইতি । একচেতস একমতাবলম্বিনঃ । নিরস্তা রহিতাঃ । তুল্যে রাজ্যে তব তেষাঞ্চ । বিশেষেণ যুযস্তো-
হতিরেকেন ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অতায়ং নাশম্ ॥১৬—১৮॥ দোষণে যুক্তম্, গচ্ছতি জানাতি ॥১৫॥ সম্মন্তব্যং সম্মতং কর্তব্যম্ ॥১৬—১৭॥ অধর্ম্মেণ জতুগৃহদাহাদিনা ॥১৮—১৯॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠ্যত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৯৬॥

ছুর্যোধন ! কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত জতুগৃহদাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া জগতের লোক অথ কোন লোকে বা পুরোচনকে সেরূপ দোষী মনে করে না, তোমাকে যেরূপ দোষী মনে করে ॥১৫॥

অতএব পাণ্ডবগণের বাঁচিয়া থাকা এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া তোমার সেই অপবাদ নষ্ট করিবে ইহা তোমার মনে করা উচিত ॥১৬॥

তা'র পর, সেই বীরগণ বাঁচিয়া থাকিতে, স্বয়ং ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক তাহাদের পৈতৃক অংশ লইতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

আর, রাজ্য—তোমাদের ও তাহাদের তুল্য হইলেও প্রধানতঃ তাহার। সকলেই ধার্ম্মিক, সকলেই একমতাবলম্বী এবং সকলেই অধর্ম্মশূন্য ॥১৮॥

যদি ধর্মস্থয়া কার্যো যদি কার্যং প্রিয়ঞ্চ মে ।

ক্ষেমঞ্চ যদি কৰ্ত্তব্যং তেবামৰ্দ্ধং প্রদীয়তাম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্কণি বিদুরা-
গমনরাজ্যালাভে ভীষ্মবাক্যং নাম ষষ্ঠবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:~:~:—

সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:~:~:—

দ্রোণ উবাচ ।

মস্ত্রায় সমুপানীতৈধ্ব'তরাষ্ট্র ! হিতৈন্'প ! ।

ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্ত্বঞ্চ বাচ্যমিত্যনুশুশ্রাম ॥১॥

মমাপোষা মতিস্তাত ! যা ভীষ্মস্ত মহাত্মনঃ ।

সংবিভাজ্যাস্ত কৌন্তেয়া ধর্ম এব সনাতনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং বক্তব্যমুপসংহরতি ষদীতি । ক্ষেমং সর্বেভ্যামেব মঙ্গলম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্কণি বিদুরাগমনরাজ্যালাভে ষষ্ঠনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:~:~:—

মস্ত্রায়েতি । হিতৈর্হিতৈষিভির্জনৈঃ । অনুশুশ্রাম বৃদ্ধেভ্য ইতি শেখঃ ॥১॥

মমেতি । যা যাদৃশী । সংবিভাজ্যাঃ সমানবিভক্তরাজ্যার্কদানবিষয়ীকর্তব্যঃ ॥২॥

অতএব যদি ধর্ম করা তোমার উচিত হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও এবং যদি সকলের মঙ্গলই করিতে ইচ্ছা কর, তবে রাজ্যের অর্দ্ধ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও' ॥১৯॥

—:~:~:~:—

দ্রোণ বলিলেন—‘মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! মস্ত্রণা করিবার জন্তু আনীত হিতৈষী লোকেরা ধর্মসঙ্গত, শ্রায়সঙ্গত ও যশোবুদ্ধিজনক বাক্যই বলিবেন ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥১॥

মস্ত্ররং মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত । রাজ্যকে সমান-
ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অর্দ্ধ পাণ্ডবগণকে দিন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম ॥২॥

* ‘...একাধিকবিশততমঃ...’ ‘...ত্ৰ্য্যধিকবিশততমঃ...’ ‘...পঞ্চাধিকবিশততমঃ...’
‘...ষাধিকবিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

প্ৰেয়তাং ক্ৰপদায়াশ্চ নরঃ কশ্চিৎ প্ৰিয়ংবদঃ ।

বহলং বহুমায়ায় তেযামৰ্ণায় ভারত ! ॥৩॥

মিথঃ কৃত্যঞ্চ তস্মৈ স আদায় বহু গচ্ছতু ।

বুদ্ধিঞ্চ পরমাং ক্ৰয়াত্তংসংযোগোক্তবাং তথা ॥৪॥

সম্প্ৰীয়ামাণং স্বাং ক্ৰয়াদ্রাজন্ ! দুৰ্য্যোধনং তথা ।

অসকৃদক্ৰপদে চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নে চ ভারত ! ॥৫॥

উচিতত্বং প্ৰিয়ত্বঞ্চ যোগস্তাপি চ বৰ্ণয়েৎ ।

পুনঃ পুনশ্চ কৌন্তেয়ান্ মাদ্ৰীপুত্ৰৌ চ সাম্বয়ন্ ॥৬॥

হিরণ্ময়ানি শুভ্ৰাণি বহুশ্চাভরণানি চ ।

বচনান্তব রাজেন্দ্র ! দ্রৌপদ্যাঃ সম্প্রযচ্ছতু ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্ৰেয়তামিতি । প্ৰিয়ংবদো মধুরভাবী । তেবাং পাণ্ডবানাম্ ॥৩॥

মিথ ইতি । মিথঃ পরস্পরম্, কৃত্যং বরকন্ধ্যাপক্ষাভ্যাং দেয়ম্, বহু ধনম্ । বুদ্ধিঞ্চ ধৃত-
রাষ্ট্রাদীনাম্ বরপক্ষাণামুন্নতিম্ । তৎসংযোগোক্তবাং ক্ৰপদেন সহ সম্মেলনজাতাম্ ॥৪॥

সম্প্ৰীয়ামাণমিতি । হে রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্র ! । সম্প্ৰীয়ামাণম্ অনেন সম্বন্ধেনেতি শেষঃ ॥৫॥

উচিতত্বমিতি । যোগস্ত সৌম্যককৌরবযোৰ্বেবাহিকসদৃশস্ত । উচিতত্বং যোগ্যত্বম্ ॥৬॥

হিরণ্ময়ানীতি । দ্রৌপদ্যা অৰ্থে, সম্প্রযচ্ছতু ক্ৰপদহন্তে সমৰ্পয়তু ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্রায়েতি । হিতৈর্মিতৈঃ ॥১—২॥ তেবাং পাণ্ডবানাম্ ॥৩॥ মিথঃকৃত্যং সাধকিকং
বরপক্ষীয়ৈঃ বহুলক্ষ্যাদি, কন্ধ্যাপক্ষীয়ৈরালক্ষ্যাদি, তস্মৈ ক্ৰপদায় তদৰ্থে, এতেন মিথঃ-
কৃত্যো এব ঋগুরো জামাতৃদায়ং গৃহীয়াৎ নান্নাশেতি সিদ্ধম্ । বুদ্ধিঞ্চ চেতি স্বংসংযোগাৎ
অস্বাকং মহত্বাপ্তিজাতা ইতি ধৃতরাষ্ট্রো দুৰ্য্যোধনশ্চ মন্ত্রত ইতি তত্র বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪—৫॥

আপনি পাণ্ডবদের জন্ত প্রচুর ধন-বস্তু দিয়া প্ৰিয়ভাবী কোন লোককে
সম্বর ক্ৰপদরাজার নিকট প্রেরণ করুন ॥৩॥

সে লোক ক্ৰপদ রাজার জন্তও উপঢৌকন লইয়া যাউক ; যাইয়া বলুক
যে, ক্ৰপদ রাজার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় কুরুবংশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ॥৪॥

আর, ক্ৰপদ রাজা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বার বার এই কথা বলুক যে, এই
সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও দুৰ্য্যোধন অভ্যস্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥৫॥

এবং এই সম্বন্ধ যে যোগ্য ও শ্রীতিকর হইয়াছে একথাও সে লোক বলিবে,
আর পাণ্ডবগণকে বার বার আশ্বস্ত করিবে ॥৬॥

(৪) পৃথক কৃত্য তস্মৈ সঃ... ।

তথা দ্রুপদপুত্রাণাং সর্বেষাং ভরতর্ষভ । ।
 পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং কুন্ত্যা যুক্তানি যানি চ ॥৮॥
 এবং সান্দ্রসমায়ুক্তং দ্রুপদং পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 উক্ত্বা সোহনন্তরং ক্রয়াত্তেষামাগমনং প্রতি ॥৯॥
 অমুজ্জাতেষু বীরেষু বলং গচ্ছতু শোভনম্ ।
 হুঃশাসনো বিকর্ণশ্চাপ্যানেতুং পাণ্ডবানিহ ॥১০॥
 ততস্তে পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজ্যমানাঃ সদা ত্বয়া ।
 প্রকৃতীনাংমুমতে পদে স্থাস্ত্যন্তি পৈতৃকে ॥১১॥
 এতত্তব মহারাজ ! পুত্রেষু তেষু চৈব হ ।
 বৃন্তমৌপয়িকং মশ্বে ভীক্ষেণ সহ ভারত ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । কুন্ত্যা বিধবায়াঃ, যানি যুক্তানি খেতবহাদীনি, তানি চ সম্প্রবচ্ছতু ॥৮॥
 এবমিতি । স স্বৎপ্রেরিতো লোকঃ । তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৯॥
 অযিতি । অমুজ্জাতেষু অত্রাগমনায় দ্রুপদেনানুমতেষু, বীরেষু পাণ্ডবেষু ॥১০॥
 তত ইতি । পূজ্যমানা আদ্রিয়মাণাঃ । প্রকৃতীনাং প্রজ্ঞানাম্ । পদে রাজ্ঞশ্চে ॥১১॥
 এতদ্বিতি । তেষু পাণ্ডবেষু চ । বৃন্তং ব্যবহারম্, ঔপয়িকং সর্বসামঞ্জস্যসাধকম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগেন্ত্র সম্বন্ধস্ত ॥৬॥ সম্প্রবচ্ছতু স্বদীয়োহমত্যাদিঃ ॥৭॥ তথা আভরণানি প্রযচ্ছতু ইত্য-
 হ্রস্বজ্য প্রত্যেকং দ্রুপদপুত্রাণাম্ ইত্যাদিষু যোজ্যাম্ ॥৮—১১॥ ঔপয়িকম্ অবশ্যকর্তব্যম্

আর, মহারাজ ! আপনার আদেশ অনুসারে সে লোক দ্রৌপদীর জন্ত
 বহুতর হীরকনির্মিত নির্মল অলঙ্কার নিয়া দ্রুপদরাজার হস্তে সমর্পণ করুক ॥৭॥

এবং দ্রুপদ রাজার সকল পুত্র, সকল পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর পক্ষে যে সমস্ত
 বস্ত্র যোগ্য, সেগুলিও নিয়া দ্রুপদরাজার নিকট সমর্পণ করুক ॥৮॥

পরে, আপনার প্রেরিত লোক পাণ্ডবগণের সহিত দ্রুপদ রাজাকে উক্তরূপ
 প্রিয় বাক্য বলিয়া, পাণ্ডবগণের এস্থানে আগমনের কথা বলুক ॥৯॥

তদনন্তর, দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবগণকে আসিবার অনুমতি দিলে, তাহাদিগকে
 আনিবার জন্ত আপনার সৈন্যগণ শোভাযাত্রা করুক, সেই সঙ্গে হুঃশাসন ও
 বিকর্ণ হাউক ॥১০॥

তাহার পর, পাণ্ডবেরা আসিয়া প্রজাদের অভিমত পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত
 হইবে, আপনিও সর্বদাই তাহাদের আদর করিতে থাকিবেন ॥১১॥

মহারাজ ! আপনার এই রূপ ব্যবহারই আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের
 সামঞ্জস্য রক্ষক হইবে । ইহাই ভীষ্মের ও আমার মত ॥১২॥

কৰ্ণ উবাচ ।

যোজিতাবৰ্ধমানাভ্যাং সৰ্বকারণ্যম্ননস্তরৌ ।

ন মন্ত্ৰয়েতাং স্বচ্ছৈয়ঃ কিমদ্বুততরং ততঃ ॥১৩॥

দুষ্টেন মনসা যো বৈ প্রচ্ছন্নেনান্তরাঙ্গনা ।

ক্রয়ামিঃশ্ৰেয়সং নাম কথং কুর্যাৎ সতাং মতম্ ॥১৪॥

ন মিত্রাণ্যর্থকৃচ্ছৈষু শ্ৰেয়সে বেতরায় বা ।

বিধিপূৰ্ব্বং হি সৰ্বশ্চ দুঃখং বা যদি বা হুখম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যোজিতাবিতি । অৰ্থমানাভ্যাং ধনগৌরবাত্মম্, যোজিতৌ সম্বন্ধিতৌ তৌ প্রাপিতা-
বিতার্থঃ । অনস্তরৌ অব্যবহিতৌ অন্তৰ্নিবিষ্টৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । স্বচ্ছৈয়ন্তব মঙ্গলম্ ॥১৩॥

দুষ্টেনেতি । যো জনঃ, দুষ্টেন দুৰ্ভিসন্ধিশালিনা, অতএব প্রচ্ছন্নেন বহিঃ সম্ভাবপিহিতেন
অন্তশ্চ শত্রুহিতৈষিতাযুক্তেন, অন্তরাঙ্গনা মনসা, নাম প্রকাশম্, নিঃশ্ৰেয়সং মঙ্গলম্, ক্রয়াং,
স জনঃ, কথম্, সতাং বহিরন্তরুভয়ত্রাপি সম্ভাবযুক্তানামকপটানাম্, যাদৃশং মতং ভবতি
তাদৃশং মতং কুর্যাৎ, কথমপি নেতারণঃ । ভীষ্মদ্রোণয়োঃ কপটমিত্রস্বাত্তমতং ন গ্রাহমিতি
ভাবঃ ॥১৪॥

অথ হং বালঃ, ভীষ্মদ্রোণৌ চ কপটমিত্রে ইতি কেন সহ মন্ত্ৰয়ামি কৃতো বা মঙ্গলাশেষতাহ
নেতি । অর্থকৃচ্ছৈষু, কার্যসঙ্কটেষু, মিত্রাণি, শ্ৰেয়সে মঙ্গলায় বা, ইতরায় অশ্ৰেয়সে বা, ন
ভবন্তি । কিন্তু সৰ্বশ্চৈব লোকশ্চ, দুঃখং বা, যদি বা হুখম্, বিধিপূৰ্ব্বং দৈবপ্রয়োজ্যমেব
ভবতি । অতঃ হৃদৈবসম্বন্ধে তবাপি হুখমেব ভবেদिति ন বিবাদঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১২॥ অনস্তরৌ অন্তরঙ্গৌ ভীষ্মদ্রোণৌ ॥১৩॥ নহ অন্তরঙ্গৌ চেৎ কথং মচ্ছৈয়ো নাস্ত-
মন্ত্ৰয়েতাম্ ইত্যশঙ্ক্য অন্তরঙ্গভাসাবিরমৌ ন তু অন্তরঙ্গাবিত্যাহ—দুষ্টেনেতি । দুষ্টেন
মিত্রদ্রোহবতা মনসা সঙ্কল্পেন, প্রচ্ছন্নেন শত্রুহিতেপুনাপি স্বামিহিতবদভাসমানেন ।
অন্তরাঙ্গনা বুধ্য্যা । যো ক্রয়াং মন্ত্ৰং স সতাং সাধুনাং বিশ্বস্তানাং স্বামিনাং মতমিষ্টং
নিঃশ্ৰেয়সং কল্যাণং কথং কুর্যাৎ ন কথমপি । শঠমিত্রং হি পাতয়তোব ন হিতায়েতার্থঃ
৥১৪॥ নহ শঠমিত্রস্বস্ত অন্ত্র ব্যব্যপ্যাশঙ্ক্যোত তথাচ সৰ্বত্রানাস্বাপ্রসঙ্গ ইত্যশঙ্ক্য দৈবমেব

কৰ্ণ বলিলেন—মহারাজ । ষাঁহারা চিরদিন ধন ও মান দ্বারা আবৃত এবং
সমস্ত কার্যে অন্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আপনার মঙ্গলের কথা
বলেন না ; ইহা অপেক্ষা আর অত্যাশ্চর্য্য কি হইতে পারে ? ॥১৩॥

যে লোক বাহিরে সম্ভাব ও ভিতরে অসম্ভাবযুক্ত দুষিত হৃদয়ে মঙ্গলের
কথা বলে, সে লোক কি করিয়া প্রকৃত হিতৈষীর মত প্রকাশ করিতে
পারে ? ॥১৪॥

কৃতপ্রজ্ঞোহকৃতপ্রজ্ঞো বালো বৃদ্ধশ্চ মানবঃ ।
 সহায়োহসহায়শ্চ সৰ্বং সৰ্বত্র বিন্দতি ॥১৬॥
 প্রায়তে হি পুরা কশ্চিদম্মুবীচ ইতীশ্বরঃ ।
 আসীদ্রাজগৃহে রাজা মাগধানাং মহীক্ষিতাম্ ॥১৭॥
 স হীনঃ করণৈঃ সৰ্বৈরুচ্ছ্বাসপরমো নৃপঃ ।
 অমাত্যসংস্থঃ সৰ্বেষু কার্যেষুেবাবভদদা ॥১৮॥
 তস্তামাত্যো মহাকর্ণিবভূবৈকেশ্বরস্তদা ।
 স লব্ধবলমান্নানং মন্যমানোহবমন্যতে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নম্ৰ সহায়ভাবে কথং বিষাদো ন কর্তব্য ইত্যাহ কৃতেতি । কৃতপ্রজ্ঞশ্চিরপর্য্যালোচনয়া
 লব্ধবৈচক্ষণ্যঃ, অকৃতপ্রজ্ঞশ্চ তদিতরঃ । সৰ্বং মঙ্গলাদিকম্, সৰ্বত্র দেশে কালে চ, বিন্দতি
 লভতে, দৈববশাদেব । অতঃ স্বদৈবসত্ত্বে ত্বমপি মঙ্গলাদিকং লম্পাস এবত্যোশয়ঃ ॥১৬॥

ভীষ্মদ্রোণমতে ন স্বাতব্যমিতি হৃচয়িতুমাখ্যায়িকামবতারয়তি ক্ষয়ত ইতি । ঈশ্বরঃ
 কায়িকশক্তিশালী । রাজগৃহে তদাখ্যে পুরে । মাগধানাং মহীক্ষিতাং বংশে ॥১৭॥

স ইতি । করণৈশ্চক্ষুরাদিভিরিঞ্জিয়েঃ । উচ্ছ্বাসঃ শ্বাসপ্রশ্বাসকরণমেব পরমঃ প্রধানো
 যন্ত সঃ । অমাত্যসংস্থঃ মন্ত্রিণি নির্ভরশীলঃ, স্বমিব করণহীনত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

তস্তেতি । একেশ্বরো রাজ্যে অধিতীয়ঃ প্রভুঃ । অবমন্যতে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যং বুদ্ধিহ্রাসাদিহেতুরিত্যাহ—ন মিত্রাণীতি । মিত্রাণি সাধনসাধুনি অর্থক্লেষু কার্য্যসঙ্কটেব
 শ্রেয়সে ইতরায় নাশায় বা ন প্রভবন্তি, হি যন্মাং বিধিপূৰ্ণং পুণ্যাপুণ্যাকহেতুকং সৰ্বং
 স্বখাদিকম্ ॥১৫॥ এতদেব স্পষ্টয়তি—কৃতেতি । সৰ্বং দৈবোপনীতম্ । সৰ্বত্র দেশে
 কালে চ ॥১৬॥ অত্র আখ্যায়িকামাহ—ক্ষয়ত ইতি । ঈশ্বরঃ সমর্থঃ । রাজগৃহে তন্মামকে
 নগরে ॥১৭॥ করণৈশ্চক্ষুরাদিভির্হীনো বিকলঃ, উচ্ছ্বাস এব পরমো ভবভীতি জ্ঞানহেতুর্ভ্রান্ত

সঙ্কট উপস্থিত হইলে, মিত্রই মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ হয় না ; দৈব-
 বশতই সকলের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে ॥১৫॥

মাম্বশ—বুদ্ধিমান্, নির্বোধ, বালক, বৃদ্ধ, সহায় বা নিঃসহায় হউক, কিন্তু
 দৈববশতই সে, সকল সময়ে সকল স্থানে সকল লাভ করিয়া থাকে ॥১৬॥

শুনিতে পাই—পূর্বকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজবংশে কায়িক-শক্তিশালী
 ‘অম্মুবীচ’ নামে কোন রাজা ছিলেন ॥১৭॥

ঔহার কোন ইঞ্জিয় ছিল না বলিয়া তিনি কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসই করিতে
 পারিতেন ; তাই তিনি সমস্ত কার্য্যই মন্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল ছিলেন ॥১৮॥

মহাকর্ণি নামে ঔহার এক মন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীই একমাত্র প্রভু

স রাজ্য উপভোগ্যানি স্ত্রিয়ো রত্নধনানি চ ।
 আদদে সর্বশো মূঢ় ঐশ্বর্যঞ্চ স্বয়ং তদা ॥২০॥
 তদাদায় চ লুপ্তস্ত লোভাল্লোভোহভ্যবদ্ধত ।
 তথা হি সর্বমাদায় রাজ্যমস্ত জিহীৰ্ষতি ॥২১॥
 হীনস্ত করণৈঃ সৰ্বৈরুচ্ছাসপরমস্ত চ ।
 যতমানোহপি তদ্রাজ্যং ন শশাকেতি নঃ শ্রুতম্ ॥২২॥
 কিমন্তুদ্বিহিতা নুনং তস্ত সা পুরুষেন্দ্রতা ।
 যদি তে বিহিতং রাজ্যং ভবিষ্যতি বিশাংপতে ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স মহাকৰ্ণিঃ । মূঢ়ঃ পাপাসক্তত্বাৎ । ঐশ্বর্যং সেনাবাহনাদিকম্ ॥২০॥
 তদিতি । লুপ্তস্ত মহাকৰ্ণেঃ । স্ত্র্য অধ্ববীচস্ত রাজ্যম্, জিহীৰ্ষতি হৰ্ষু মিচ্ছতি স্ম ॥২১॥
 হীনস্তেতি । যতমানোহপি মহাকৰ্ণিঃ, তদ্রাজ্যং হৰ্ষুং ন শশাক দৈবদেবেতি ভাবঃ ॥২২॥
 কিমিতি । অস্ত্যং কিং ব্রবীমীত্যর্থঃ । তস্ত অধ্ববীচস্ত, সা পুরুষেন্দ্রতা রাজত্বম্, নুনং
 নিশ্চিতমেব, বিহিতা দৈবেন নিরূপিতা । অতএব মজ্জিণা হৰ্ষুং ন শক্তা । অতএব হে
 বিশাংপতে ! যদি তে ভবাপি রাজ্যম্, বিহিতং দৈবেন নিরূপিতম্, তদা ভবিষ্যতি
 স্ত্যস্ততি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সঃ । অমাত্যসংস্থঃ অমাত্যাধীনঃ ॥১৮॥ অবমজ্জতে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥ ন
 শশাক হৰ্ষু মিতি শেষঃ ॥২২॥ আত্মায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—কিমিতি । তস্ত অধ্ববীচস্ত ।
 সা পুরুষেন্দ্রতা তৎ নরেন্দ্রত্বম্ । নুনং বিহিতা বিধিপ্রাপ্তৈব ন তু যত্নম্পাদিতা । কিমন্ত-
 ছিলেন ; সুতরাং তিনি আপনাকে শক্তিশালী মনে করিয়া সৰ্বদাই রাজাকে
 অবজ্ঞা করিতেন ॥১৯॥

সেই পাপিষ্ঠ মন্ত্রী, রাজার উপভোগ্য স্ত্রী, ধন, রত্ন, বল ও বাহনপ্রভৃতি
 সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ॥২০॥

সেই সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারায় সেই লোভী মন্ত্রীর লোভ আরও
 বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; তাই তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া, পরে রাজ্যও লইবার
 ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু ইন্দ্রিয়হীন কেবলপ্রাণধারী রাজার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াও
 দৈববশতই মন্ত্রী তাহা পারেন নাই ; ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥২২॥

আর কি বলিব, অধ্ববীচের সেই রাজত্ব নিশ্চয়ই দৈবনির্দিষ্ট ছিল ।
 অতএব মহারাজ ! আপনার রাজত্বও যদি দৈবনির্দিষ্ট থাকে, তবে ইহা
 থাকিবে ॥২৩॥

মিষতঃ সৰ্বলোকস্ত স্বাস্থ্যতে ত্বয়ি তদ্রূপম্ ।

অতোহন্থথা চেষ্টাহিতং যতমানো ন লপ্যসে ॥২৪॥

এবং বিদ্বন্মুপাদৎস্ব মস্ত্রিণাং সাধ্বসাধুতাম্ ।

দুষ্ঠানাক্ষৈব বোদ্ধব্যমদুষ্ঠানাক্ষ ভাষিতম্ ॥২৫॥

দ্রোণ উবাচ ।

বিদ্ব তে ভাবদোষণে যদর্থমিদমুচ্যতে ।

দুষ্ঠ ! পাণ্ডবহেতোস্ত্বং দোষমাখ্যাপয়স্বাত ॥২৬॥

হিতস্ত পরমং কর্ণ ! ত্রবীমি কুলবর্দ্ধনম্ ।

অথ ত্বং মন্যসে দুষ্ঠং ক্রহি যৎ পরমং হিতম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

মিষত ইতি । মিষতঃ পশুতঃ । তৎ রাজ্যম্ । বিহিতং দৈবেন । যতমানোহপি ত্বম্ ॥২৪॥

এবমিতি । হে বিদ্বন্ ! এবমিখং মন্ত্রণয়া, মস্ত্রিণাং ভীষ্মাদীনাম্, সাধ্বসাধুতাম্, উপা-
দৎস্ব গৃহাণ জানীহীত্যর্থঃ । বোদ্ধব্যং বিবেচনীয়ম্ । এতেন শত্রুহিতৈষিভ্যাস্ত্রীমান্দয়ো
দুষ্ঠাঃ ভবতো হিতৈষিত্বাচ্চ বয়মদুষ্ঠা ইতি স্মৃতিতম্ ॥২৫॥

বিদ্বেতি । ভাবদোষণে স্বভাবদোষণে খলতয়েত্যর্থঃ, তে ত্বয়া, যদর্থম্, ইদমীদৃশম্,
উচ্যতে ; তৎ, বিদ্ব জানীমঃ । দোষম্, আবয়োভীষ্মদ্রোণয়োঃ ॥২৬॥

হিতমিতি । অথ পক্ষান্তরে । দুষ্টং শ্বতরাষ্ট্রপক্ষে অহিতম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টাং পরায়ণমণ্ডি ন কিমপীতি ভাবঃ । প্রকৃতে যোজয়তি যদীতি ॥২৩—২৫॥ তে তব

সমস্ত লোকের সমক্ষে নিশ্চয়ই আপনার রাজত্ব থাকিবে । আর, বিধাতাই
যদি অশ্বরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে আপনি চেষ্টা করিয়াও ইহা রাখিতে
পারিবেন না ॥২৪॥

মহারাজ ! আপনি বুদ্ধিমান ; সুতরাং আপনি এইরূপ মন্ত্রণা দ্বারাই
মস্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা বুঝিয়া লউন । জুষ্টির বাক্য এবং অজুষ্টির
বাক্য, দুই বিবেচনা করিবেন ॥২৫॥

দ্রোণ বলিলেন—কর্ণ ! স্বভাবের দোষে যাহার জন্ত তুমি এইরূপ
বলিতেছ, তাহা আমরা বুঝিতেছি । দুষ্ট । তুমি পাণ্ডবদের জন্ত আমাদের
দোষ কীর্তন করিতেছ ! ॥২৬॥

কর্ণ ! কুরুকুলের উন্নতির জন্ত আমি পরম হিতের কথাই বলিয়াছি ;
ইহাকে যদি তুমি দুষিত মনে কর, তবে তোমার মতে যাহা বিশেষ হিতকর
হয়, তাহা বল ॥২৭॥

অতোহন্থথা চেৎ ক্রিয়তে যদব্রবীমি পরং হিতম্ ।

কুরবো বৈ বিনজ্জ্যন্তি নচিরেণৈব মে মতিঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্কণি বিদুরা-
গমনরাজ্যালাভে দ্রোণবাক্যং নাম সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বিদুর উবাচ ।

রাজন্ ! নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ ।

ন ত্বশুশ্রবমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতিতিষ্ঠতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি । অহং যৎ পরং হিতং ব্রবামি, অতঃ অন্বাদন্থথা চেৎ ক্রিয়ত ইত্যম্বয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্কণি বিদুরাগমনরাজ্যালাভে সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজম্নিতি । হে রাজন্ ! ত্বম্, বান্ধবৈঃ, নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো যন্তলমেব বাচ্যোহসি ।
অতো বান্ধবদ্ব্যস্তীয়েণ দ্রোণেন যযা চ শ্রেয় এবোচ্যত ইতি ভাবঃ । কিন্তু অশুশ্রবমাণে
শ্রোতুমনিষ্ঠতি ত্বয়ি, বাক্যং ন সম্প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং ন লভতে ফলোপধায়কং ন ভবতী-
তার্থঃ । অতদ্ব্যাপ্যস্বাকং বাক্যং শ্রোতব্যমিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মতং বিদু, ভাবদোষণে ॥২৬—২৭॥ অহং যৎ ব্রবামি অতোহন্থথা ॥২৮॥

ইতি আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৭॥

কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমি যে হিতের কথা বলিয়াছি, রাজা যদি
তাহার অন্থথা করেন, তবে অচিরকালমধ্যেই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে' ॥২৮॥

বিদুর বলিলেন—‘মহারাজ । আপনার নিকটেও বদ্ধবর্গের অবশ্যই
হিতের কথা বলা উচিত ; আবার আপনারও তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকা
চাই ; না হইলে সে কথা কোনই ফল জন্মাইতে পারে না ॥১॥

* ‘...দ্ব্যধিকশততমঃ...’ ‘...চতুর্দ্ব্যধিকশততমঃ...’ ‘...ষড়্ব্যধিকশততমঃ...’
‘...জ্যোতিষত্যাধিকশততমঃ...’ ইতি পাঠাঙ্করাণি । (১) ‘...ন ত্বশুশ্রবমাণেশ্চ...’ ।

প্রিয়ং হিতঞ্চ যদ্বাক্যমুক্তবান্ কুরুসত্তমঃ ।
 ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্ ! প্রতিগৃহ্নাসি তদ্বচঃ ॥২॥
 তথা দ্রোণেন বহুধা ভাবিতং হিতমুক্তমম্ ।
 তচ্চ রাধাসুতঃ কর্ণো মন্যতে ন হিতং তব ॥৩॥
 চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি রাজন্ ! তব স্নহন্তমম্ ।
 আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো বা স্ম্যং প্রজ্ঞয়াধিকঃ ॥৪॥
 ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজ্ঞয়া চ শ্রুতেন চ ।
 সন্মৌ চ স্ময়ি রাজেন্দ্র ! তথা পাণ্ডুসুতেষু চ ॥৫॥
 ধর্ম্মে চানবরৌ রাজন্ ! সত্যত্যাগে ভারত ! ।
 রামাদ্ভাশরথেষ্টেচব গয়াক্ষেব ন সংশয়ঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রিয়মিতি । প্রতিগৃহ্নাসীতি কাকুঃ । তদা ততো নাধিকং কিঞ্চিদ্বক্তব্যমন্তীতি ভাবঃ ॥২॥
 তথেষ্টি । রাধাসুত ইত্যনেন কর্ণস্ত নীচতয়া তদগমনমকিঞ্চৎকরমিতি 'হুচিতম্' ॥৩॥
 চিন্তয়মিতি । হে রাজন্ ! অহং চিন্তয়মপি, আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণরূপাভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং
 সকাশাং তব স্নহন্তমম্, যো বা প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা অধিকঃ স্ম্যং, তঞ্চ জনম্, ন পশ্যামি । অতো-
 হনয়োর্কচনং স্ময়া সর্কথৈব গ্রাহমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অপি চাহ ইমাবিতি । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা, শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন চ ।
 সন্মৌ তুল্যসম্পর্কৌ । অতোহপ্যনয়োর্কচনং গ্রাহমিত্যাশয়ঃ ॥৫॥

অথ তথাভূতৌ সম্ভাবপি অধাধিকৌ চেদিত্যাহ ধর্ম্ম ইতি । ধর্ম্মে সত্যত্যাগে, দাশরথে
 রামাং গয়াদ্ভাশরচ্চ অনবরৌ অনিরুপ্তৌ । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণাবিতি সঙ্গঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজমিতি ॥১—৩॥ আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণাভ্যাম্, পঞ্চমাস্তমিদম্ ॥৪—৫॥ অনবরৌ

অতএব কুরুবংশশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রমুনন্দন ভীষ্ম আপনার যে প্রীতিকর ও হিতকর
 বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন কি ? ॥২॥

এবং দ্রোণাচার্য্যও বহুবিধ উত্তম হিতের কথাই বলিয়াছেন । তবে,
 রাধার পুত্র কর্ণ সে কথাগুলিকে আপনার হিতকর বলিয়া মনে করিতে-
 ছেন না ॥৩॥

কিন্তু আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াও এই দুই জন পুরুষশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা
 আপনার প্রধান স্নহদ্ বা প্রধান বুদ্ধিমান লোক দেখিতে পাই না ॥৪॥

আর, ইহারা দুই জনই বয়সে, বুদ্ধিতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে বৃদ্ধ এবং আপনার
 ও পাণ্ডবগণের তুল্যসম্পর্কী ॥৫॥

(২)....প্রতিগৃহ্নাসি তন্ন চ । (৬) ধর্ম্মে চানুপমৌ রাজন্ ! ।

ন চোক্তবস্তাবশ্রেয়ঃ পুরস্তাদপি কিঞ্চন ।
 ন চাপ্যপকৃতং কিঞ্চিদনয়োল্লক্ষ্যতে ত্বয়ি ॥৭॥
 তাবুৰ্ভো পুরুষব্যাস্রাবনাগসি নৃপ ! ত্বয়ি ।
 ন মস্ত্রয়েতাং ত্বচ্ছ্ৰেয়ঃ কথং সত্যপরাক্রমো ॥৮॥
 প্রজ্ঞাবন্তো নরশ্রেষ্ঠাবস্মিল্লোকে নরাধিপ ! ।
 ত্বন্নিমিত্তমতো নেমো কিঞ্চিজিহ্বাং বদিস্যতঃ ॥৯॥
 ইতি মে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিবৰ্ত্ততে কুরুনন্দন ! ।
 ন চার্হহেতোর্ধৰ্ম্মজ্ঞো বক্ষ্যতঃ পক্ষসংশ্রিতম্ ।
 এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো মন্যেহং তব ভারত ! ॥১০॥
 দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রো রাজন্ ! যথা তব ।
 তথৈব পাণ্ডবেয়াস্তে পুত্রো রাজন্ ! ন সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কিঞ্চ নেতি । পুরস্তাৎ পূৰ্ব্বম্ । উক্তবস্তৌ ইমৌ । অপকৃতমিতি ভাবে ক্তঃ ॥৭॥
 তাবিতি । উভৌ ভীষ্মজ্ঞোণৌ । অনাগসি নিরপরাধে । ত্বচ্ছ্ৰেয়ঃ তব হিতম্ ॥৮॥
 প্রজ্ঞেতি । যতো ভীষ্মজ্ঞোণৌ প্রজ্ঞাবন্তৌ নবশ্রেষ্ঠৌ চ, অত ইমৌ, জিহ্বাং কুটিলম্ ॥৯॥
 ইতীতি । নৈষ্ঠিকী নিম্পত্তিবিষয়া নিঃসন্দেহেতি যাবৎ । অর্থহেতোঃ কস্তাপি প্রয়ো-
 জনস্ত হেতোঃ । পক্ষসংশ্রিতম্ একতরপক্ষবিষয়ম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ । ঘটপাদৌহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
 ন কেবলমনয়োর্মতেন তবাপ্যেতদৌচিত্যেন কর্তব্যমিত্যাহ দুৰ্য্যোধনেতি । তে তব ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রেষ্ঠৌ ॥৬॥ অনয়োঃ এতাভ্যাম্, কর্তরি যষ্টী ॥৭—৯॥ পক্ষসংশ্রিতমন্ততরশ্চৈব হিতম্
 তা'র পর, ইহার। ধৰ্ম্মে এবং সত্যেও দশরথনন্দন রাম বা গয়াসুর হইতেও
 অবশ্যই নিকৃষ্ট নহেন ॥৬॥

আর, ইহার। পূৰ্বে কখনও আপনার কোনই অহিতের কথা বলেন নাই
 বা আপনার কোন অপকার করিয়াছেন বলিয়াও লক্ষ্য করি নাই ॥৭॥

মহারাজ ! আপনার কোন দোষ নাই, ইহার।ও পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ
 বিক্রমশালী ; সুতরাং ইহার। কেন আপনার হিতের কথা বলিবেন না ॥৮॥

ইহার। এই জগতের মধ্যেই বুদ্ধিমান্ ও মহুশ্যশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং ইহার।
 আপনার জন্ত কোন কপটের কথাই বলিবেন না ॥৯॥

ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা যে, ভীষ্ম ও জ্ঞোণ ধৰ্ম্মজ্ঞ বলিয়া কোন
 প্রয়োজনের জন্তই এক পক্ষের কথা বলিবেন না । সুতরাং ইহার। যাহা
 বলিয়াছেন, তাহাই আপনার পক্ষে পরম মঙ্গল বলিয়া আমি মনে করি ॥১০॥

তেষু চেদহিতং কিঞ্চিৎ স্ত্রেয়স্যুরতদ্ভিদঃ ।

মস্ত্রিগন্তে ন চ শ্রেয়ঃ প্রপশ্যন্তি বিশেষতঃ ॥১২॥

অথ তে হৃদয়ে রাজন্ ! বিশেষঃ স্বেষু বর্ততে ।

অস্তরম্বং বিরুণাঃ শ্রেয়ঃ কুর্য্যন তে ধ্রুবম্ ॥১৩॥

এতদর্থমিমৌ রাজন্ ! মহাত্মানৌ মহাত্মতী ।

নোচতুর্বিধুতং কিঞ্চিৎ হেয তব নিশ্চয়ঃ ॥১৪॥

যচ্চাপ্যশক্যতাং তেষামাহতুঃ পুরুষর্ষভৌ ।

তত্তথা পুরুষব্যাত্র ! তব তদ্ভদ্রমস্ত তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষিতি । অতদ্ভিদঃ তাদৃশভূতানভিজ্ঞাঃ । অতঃ কৰ্ণস্তে শ্রেয়ো ন পশ্যন্তীতি ভাবঃ ॥১২॥

অথেতি । স্বেষু স্বপুত্রেষু, বিশেষঃ স্নেহাতিরেকঃ । অস্তরম্বং তং স্নেহাতিরেকম্, বিরুণাঃ প্রকাশয়ন্তঃ, তে মস্ত্রিগঃ, শ্রেয়ো ন কুর্য্যঃ, প্রভোভাবগোপনশ্চৈবৌচিত্যাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

এতদ্বিতি । এতদর্থং তবাস্তরম্বভাবগোপনার্থম্ । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । বিকৃতং বিরুদ্ধম্ ॥১৪॥

যদিতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্, অশক্যতাং বিরূপেণায়ত্তীকরণস্তাসাধ্যাতাম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

১০—১১। তেযু পাণ্ডবেষু ॥১২॥ তে তব মস্ত্রিগন্তবাস্তরম্বং বিশেষং বিরুণানাস্তে ধ্রুবং শাস্বতং হিতং ন কুর্য্যঃ, তব বৈষম্যদোষমেব তে প্রকাশয়িষ্ণুস্তি ন তু কাৰ্য্যং সাধয়িষ্ণুস্তি ইত্যর্থঃ ॥১৩॥ এতদর্থং পাণ্ডবানাং শ্রেয়োহর্থম্ । বিরুতং বিস্পষ্টম্, “বিরুদ্ধম্” ইতি পার্শ্বে পরুষম্, এষ পাণ্ডবানাং শ্রেয়ো ভবন্তিতোবংরূপঃ । হিশঙ্কেন তত্র তশ্চৈব প্রতীতিং প্রমাণয়তি ॥১৪॥ যচ্চেতি । অশক্যতামব্জ্যাতাম্, তব পুরুষাং যচ্চাহতুরিতি সঙ্কটঃ ।

তা’র পর, দ্রুপদোদ্যমপ্রভৃতিও যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তেমনিই আপনার পুত্র ॥১১॥

ইহা না বুঝিয়া যদি মন্ত্রীরা পাণ্ডবদের কোন অহিতের কথা বলেন, তবে তাঁহারা বিশেষভাবে আপনার হিত দেখেন না ॥১২॥

তা’র পর, যদিও আপনার মনে নিজের পুত্রদের উপরে অধিক স্নেহ থাকে, তথাপি আপনার সেই অস্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই ভাল কার্য্য করেন না ॥১৩॥

এই ক্ষণেই মহাত্মা ও মহাতেজা ভীষ্ম ও দ্রোণ কোন বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই ; তবে আপনি তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ॥১৪॥

বিক্রম দ্বারা পাণ্ডবগণকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইবে না, ইহা যে ভীষ্ম

কথং হি পাণ্ডবঃ শ্ৰীমান্ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।
 শক্যো বিজেতুং সংগ্রামে রাজন্ ! মঘবতাপি হি ॥১৬॥
 ভীমসেনো মহাবাহুর্নাগায়ুতবলো মহান্ ।
 কথং স্ম যুধি শক্যোত বিজেতুমমরৈরপি ॥১৭॥
 তথৈব কৃতিনৌ যুদ্ধে যমৌ যমস্ততাবিব ।
 কথং বিজেতুং শক্যৌ তৌ রণে জীবিতুমিচ্ছতা ॥১৮॥
 যস্মিন্ ধৃতিরনুক্ৰোশঃ ক্ষমা সত্যং পরাক্রমঃ ।
 নিত্যানি পাণ্ডবে জ্যেষ্ঠে স জীয়েত রণে কথম্ ॥১৯॥
 যেবাং পক্ষধরো রামো যেবাং মন্ত্রী জনার্দনঃ ।
 কিম্ম তৈরজিতং সংখ্যে যেবাং পক্ষে চ সাত্যকিঃ ॥২০॥
 দ্রুপদঃ শ্বশুরো যেবাং যেবাং শ্যামাশ্চ পার্শ্বতাঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ভ্রাতরো দ্রুপদাত্মজাঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানাং জেতুমশক্যতামেব দশয়তি ষড়্ভিঃ কথমিতি । মঘবতা ইন্দ্রোপা ॥১৬॥
 ভীমেতি । নাগায়ুতবলো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলশালী, মহান্ বিশালাকৃতিঃ ॥১৭॥
 তথৈতি । কৃতিনৌ নিপুণৌ । যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥১৮॥
 যস্মিন্মিতি । ধৃতিধৈর্যম্, অনুক্ৰোশো দয়া । জ্যেষ্ঠে যুধিষ্ঠিরে ॥১৯॥
 যেষামিতি । পক্ষধরঃ সাহায্যকারী । সংখ্যে যুদ্ধে । সর্বত্র বন্ধুত্বাদিতি ভাষঃ । পার্শ্বতাঃ
 পৃথকপৃথকপাতিপোতাঃ ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বদ্রমস্ত তে তৎ তেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যস্তব তদ্রমস্ত, ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবাস্তব সর্পান্ পুত্রান্ মা হিংস্যা-
 ও দ্রোণ বলিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য । স্তত্রাং আপনার
 মঙ্গল হউক ॥১৫॥

মহারাজ ! স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনকে জয় করিতে কোন
 প্রকারেই সমর্থ নহেন ॥১৬॥

এবং দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী বিশালাকৃতি মহাবাহু ভীমসেনকে
 দেবতারাও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না ॥১৭॥

আর, যমের পুত্রের তুল্য যুদ্ধনিপুণ নকুল ও সহদেবকে জীবনার্থী কোন্
 লোক যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় ? ॥১৮॥

তা'র পর, যে যুধিষ্ঠিরে ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম এই গুণি
 গুণ সর্বদাই বিজ্ঞমান রহিয়াছে, তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় কি করিয়া ? ॥১৯॥

তা'র পর, বলরাম ও সাত্যকি ষাঁহাদের সাহায্যকারী, কৃষ্ণ ষাঁহাদের

সোহশক্যাতাঞ্চ বিজ্ঞায় তেষামগ্রে চ ভারত ! ।

দায়াদতাঞ্চ ধর্ষণেণ সম্যক্ তেষু সমাচর ॥২২॥

ইদং নির্দিষ্টমযশঃ পুরোচনকৃতং মহৎ ।

তেষামনুগ্রহেণাশু রাজন্ ! প্রাকালয়াস্তনঃ ॥২৩॥

তেষামনুগ্রহশ্চায়াং সর্বেষাঞ্চৈব নঃ কূলে ।

জীবিতঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষত্রস্থ চ বিবর্দ্ধনম্ ॥২৪॥

ঋপদোহপি মহান্ রাজা কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা ।

তস্ত্য সংগ্রহণং রাজন্ ! স্বপক্ষস্ত্য বিবর্দ্ধনম্ ॥২৫॥

বলবন্তশ্চ দাশার্হা বহবশ্চ বিশাংপতে ! ।

যতঃ কৃষ্ণস্তুতঃ সর্বে যতঃ কৃষ্ণস্তুতো জয়ঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হে ভারত ! স ত্বম্, অগ্রে প্রথম এব, তেষাং পাণ্ডবানাং দ্বেতুমশক্যতাং বিজ্ঞায়, ধর্ষণেণ তেষাং দায়াদতাং পৈতৃকধনভাগিতাম্, সম্যক্ সমাচর হুৰু ॥২২॥

ইদমিতি । হে রাজন্ ! অস্ত তেষাং পাণ্ডবানাং সম্বন্ধে অনুগ্রহেণ, পুরোচনকৃতম্, নির্দিষ্টমসন্দিগ্ধম্, মহদিদম্, আন্তনঃ অযশঃ প্রাকালয় । তেষাং রাজ্যার্কাদানে তদবশো বিনক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তেষামিতি । অযং রাজ্যার্কাদানপ্রকারঃ, তেষাং পাণ্ডবানাম্, নোহস্বাকং কূলে সর্বেষাং জনানাঞ্চ সম্বন্ধে অনুগ্রহঃ । কিঞ্চ যুদ্ধাভাবে জীবিতঞ্চ ক্ষত্রস্থ বিবর্দ্ধনঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ । যুদ্ধ-করণে তু বীরাণাং যত্নোত্তমং চ ক্ষত্রকয়োবশস্তম্ভাবীতি ভাবঃ ॥২৪॥

ঋপদ ইতি । পুরা ভ্রোগায় গুরুদক্ষিণাদানকালে । সংগ্রহণং প্রসাদনেনায়ত্তীকরণম্ ॥২৫॥
মন্ত্রী, ঋপদ রাজা ষাঁহাদের শ্বশুর এবং শ্বষ্ট্র্যাম্প্রভৃতি মহাবীর ঋপদপুত্রগণ ষাঁহাদের শ্যালক, সেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কি জয় না করিয়াছেন ? ॥২০—২১॥

অতএব মহারাজ ! আপনি প্রথমে পাণ্ডবদের অজেয়তা বুঝিয়া ধর্ম অমুসারে সমীচীনভাবে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ ছাড়িয়া দিন ॥২২॥

আজ আপনি পাণ্ডবদের প্রতি অমুগ্রহ দেখাইয়া পুরোচনকৃত অসন্দিগ্ধ নিজের সেই গুরুতর নিন্দা প্রক্ষালন করুন ॥২৩॥

মহারাজ ! এইরূপ করিলে, পাণ্ডবদের প্রতি এবং আমাদের বংশের সকলের প্রতি আপনার অমুগ্রহ করা হইবে । কেন না, বাঁচিয়া থাকা এবং ক্ষত্রিয়জাতির বৃদ্ধি করা পরম মঙ্গল ॥২৪॥

তা'র পর, ঋপদ এক জন বড় রাজা, অথ চ পূর্বেই আমরা তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়াছি ; এখন এইরূপ করিলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা হইবে এবং আত্মপক্ষের উন্নতি করা হইবে ॥২৫॥

যচ্চ সান্নৈব শাক্যেত কার্যং সাধয়িতুং নৃপ ! ।

কো দৈবশপ্তন্তং কার্যং বিগ্রহেণ সমাচরেৎ ॥২৭॥

শ্রুত্বা চ জীবতঃ পার্থান্ পৌরজানপদা জনাঃ ।

বলবদর্শনে হৃষ্টাস্তেষাং রাজন্ ! প্রিয়ং কুরু ॥২৮॥

দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।

অধর্মযুক্তা দুশ্প্রজ্ঞা বালা গৈষাং মতং কৃথাঃ ॥২৯॥

উক্তমেতৎ পুরা রাজন্ ! ময়া গুণবতস্তব ।

দুর্যোধনাপরাধেন প্রজেষ্যং বৈ বিনজ্যতি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্কণি বিদূরা-
গমনরাজ্যলাভে বিদূরবাক্যং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

বলেতি । দাশার্হা যাদবাঃ । যতো যস্মিন্, ততস্তস্মিন্ । সর্বে দাশার্হাঃ ॥২৬॥

যদিতি । দৈবশপ্তো দৈবেন নিগৃহীতো জনঃ । সমাচরেৎ সাধয়িতুমুচ্ছ্যেৎ ॥২৭॥

শ্রুত্বেতি । পার্থান্ পাণ্ডবান্ । দর্শনে দর্শনার্থম্, বলবদভ্যন্তম্, হৃষ্টা হর্গোপোৎ-
কণ্ঠিতাঃ ॥২৮॥

দুর্যোধন ইতি । দুশ্প্রজ্ঞা দুষ্টবুদ্ধয়ঃ, বালা মূর্খাশ্চ । মা কৃথান কুরু ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

রিতি ভাবঃ ॥১৫—২১॥ অগ্রে তৎপিতুরেব পাণ্ডো রাজ্যভাগিয়কালে, দায়াজ্ঞতাং পিতৃ-
ধনভোজনাইতাম্ ॥২২—২৭॥ বলবদভ্যন্তম্ ॥২৮—৩০॥

ইতি আদিপৰ্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টনবত্যধিকশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥১৯৮॥

আর এক কথা, যত্নবংশীয়েরা বলবান্ অথ চ সংখ্যায় বহুতর; তাহারা
সকলেই কৃষ্ণ যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই থাকিবে; অতএব কৃষ্ণ যে
দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই জয় হইবে ॥২৬॥

তা'র পর, যে কার্য্য শাস্ত্রভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই কার্য্যকে কোন্
দৈবনিগৃহীত লোক যুদ্ধ করিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে? ॥২৭॥

এদিকেও, পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন, ইহা শুনিয়া পুরবাসী ও দেশবাসী
সমস্ত লোকই তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আনন্দে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে;
আপনি তাহাদের সন্তোষের কার্য্য করুন ॥২৮॥

কিন্তু, দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা অধার্ম্মিক, দুষ্টবুদ্ধি এবং মূর্খ;
সুতরাং আপনি ইহাদের মত অমুসারে কার্য্য করিবেন না ॥২৯॥

* ‘...জ্যৈষ্ঠাধিকশততমঃ...’ ‘...পঞ্চাধিকশততমঃ...’ ‘...সপ্তাধিকশততমঃ...’
‘...চতুর্বিংশত্যাধিকশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—❖❖—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বিদ্বান্ দ্রোণশ্চ ভগবানৃষিঃ ।

হিতঞ্চ পরমং বাক্যং ত্বঞ্চ সত্যং ত্রবীষি মাম্ ॥১॥

যথৈব পাণ্ডোস্তু বীরাঃ কুন্তীপুত্রো মহারথাঃ ।

তথৈব ধর্ম্মতঃ সর্বৈ মম পুত্রো ন সংশয়ঃ ॥২॥

যথৈব মম পুত্রাণামিদং রাজ্যং বিধীয়তে ।

তথৈব পাণ্ডুপুত্রাণামিদং রাজ্যং ন সংশয়ঃ ॥৩॥

কন্তরানয় গচ্ছেতান্ সহ মাত্রা স্তসংকৃতান্ ।

তয়া চ দেবরূপিণ্যা কৃষ্ণয়া সহ ভারত ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি । পুরা দুর্ঘ্যোধনজয়সময় এব । প্রজ্ঞা প্রায়েণ জনঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যানাভে অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—❖❖—

ভীষ্ম ইতি । ভীষ্মদ্রোণযোধধাক্রমং বিদ্বদ্বেন ঋষিষ্মেন চাভ্যাহিতত্বমিতি ভাবঃ ॥১॥

যথৈতি । ধর্ম্মতো দ্ব্যায়তঃ । ত এব সর্ব্বৈ, মম মমাপি । “সর্ব্বৈষামেকজ্ঞাতানামেক-
শ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ । সর্ব্বৈ তে তেন পুত্রৈঃ পুত্রিণো মহুসত্রবীৎ ।” ইতি শ্বতেরিত্যা-
শয়ঃ ॥২॥

তেন কিমিত্যাহ যথৈতি । তথৈব পাণ্ডুপুত্রাণামিদং রাজ্যং ময়া বিধাতব্যমিতি শেষঃ ॥৩॥

মহারাজ । আপনি গুণবান্ ; তাই আমি আপনার নিকট পূর্ব্বই এই
কথা বলিয়াছিলাম যে, দুর্ঘ্যোধনের অপরাধেই লোক বিনষ্ট হইবে’ ॥৩০॥

—❖❖—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“বিদুর । শান্তনুনন্দন জ্ঞানবান্ ভীষ্ম, মাহাত্ম্যাশালী
ঋষি দ্রোণাচার্য্য এবং তুমি যথার্থই আমাকে অত্যন্ত হিতের কথা বলিয়াছ ॥১॥

বীর ও মহারথ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি যেমন পাণ্ডুর পুত্র, তায় অমুসারে তাঁহারা
সকলেই আমারও তেমনই পুত্র ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

অতএব এই রাজ্য যেমন আমার পুত্রগণকে দিয়াছি, তেমন পাণ্ডুর পুত্র-
গণকেও দিতে হইবে ; তাহাতেও কোন সংশয় নাই ॥৩॥

[৩] • ইদং রাজ্যমসংশয়ম্ । [৪]...সহ মাত্রা স্তসংকৃতান্... ।

দিক্ট্যা জীবন্তি তে পার্ধা দিক্ট্যা জীবতি সা পৃথা ।

দিক্ট্যা ঋপদকন্ত্যঞ্চ লব্ববন্তো মহারথাঃ ॥৫॥

দিক্ট্যা বর্দ্ধামহে সর্বে দিক্ট্যা শান্তঃ পুরোচনঃ ।

দিক্ট্যা যম পরং দুঃখমপনীতং মহাত্ম্যতে ! ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো জগাম বিহুরো ধৃতরাষ্ট্রস্ত শাসনাং ।

সকাশং যজ্ঞসেনস্ত পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ! ॥৭॥

সমুপাদায় রত্নানি বসুনি বিবিধানি চ ।

দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবানাঞ্চ যজ্ঞসেনস্ত চৈব হ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

তত্র গত্বা স ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

ঋপদং ত্রায়তো রাজন্ ! সংযুক্তমুপতস্থিবান্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কন্তুরিতি । হে কবঃ ! বিহুর ! । মাত্রা কুন্তী । । স্বসংকৃতান্ অতাদৃতান্ ॥৪॥

দিত্যেতি । দিত্যা ভাগ্যেন । পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ ! পৃথা কুন্তী ॥৫॥

দিত্যেতি । শাস্তো নিরুত্তো যত ইত্যর্থঃ । অপনীতম্, পাণ্ডবানাং বিচ্ছেদাজননং ॥৬॥

তত ইতি । শাসনাংদেবাং । যজ্ঞসেনস্ত ঋপদস্ত । বসুনি তল্লভ্যানি বস্ত্রাদীনি ॥৭—৮॥

তত্র ইতি । সংযুক্তং বিবাহসম্বন্ধেন সম্বন্ধম্ । উপতস্থিবান্ নমস্কারাদিনা সেবিতবান্ ॥৯॥

সুতরাং বিহুর ! তুমিই যাও, যাইয়া কুন্তী ও দেবকুপিণী দ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আদর করিয়া পাণ্ডবগণকে লইয়া আইস ॥৪॥

ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছে, ভাগ্যবশতঃ কুন্তী বাঁচিয়া আছেন এবং ভাগ্যবশতই পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে ॥৫॥

আর, ভাগ্যবশতঃ আমরা সকলেই উন্নতি লাভ করিয়াছি, ভাগ্যবশতঃ পুরোচন বেটা মরিয়া গিয়াছে এবং ভাগ্যবশতই আমার দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে ॥৬॥

তাহার পর, বিহুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ-অনুসারে দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণ ও ঋপদপ্রভৃতির জন্ত নানাবিধ ধন ও রত্ন লইয়া ঋপদ ও পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিলেন ॥৭—৮॥

মহারাজ ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ধর্ম্মজ্ঞ বিহুর সেখানে যাইয়া যথানিয়মে বৈবাহিক ঋপদের সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥৯॥

স চাপি প্রতিজ্ঞগ্রাহ ধর্মেণ বিদুরং ততঃ ।
 চক্রতুশ্চ যথাক্রমং কুশলপ্রশ্নসংবিদম্ ॥১০॥
 দদর্শ পাণ্ডবাস্তত্র বাহুদেবঞ্চ ভারত ! ।
 স্নেহাৎ পরিষজ্য স তান্ পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ ॥১১॥
 তৈশ্চাপ্যমিতবুদ্ধিঃ স পূজিতো হি যথাক্রমম্ ।
 বচনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্ত স্নেহযুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
 পপ্রচ্ছানাময়ং রাজন্ ! ততস্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্ ।
 প্রদদৌ চাপি রত্নানি বিবিধানি বসুনি চ ॥১৩॥
 পাণ্ডবানাঞ্চ কুন্ত্যাশ্চ দ্রৌপদ্যাশ্চ বিশাংপতে ! ।
 ক্রপদস্ত চ পুত্রাণাং যথা দত্তানি কৌরবৈঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম)
 প্রোবাচ চামিতমতিঃ প্রশ্রিতং বিনয়াস্থিতঃ ।
 ক্রপদং পাণ্ডুপুত্রাণাং সম্মিধৌ কেশবস্ত চ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কুশলপ্রশ্নেন সংবিদং সম্ভাষণম্, ক্রপদবিদুরৌ পরস্পরমিতি শেষঃ । ‘দ্বী
 সংবিজ্ঞানসম্ভাষাক্রিয়াকারাজিনামহ্ ।’ ইত্যমরঃ ॥১০॥

দদর্শেতি । স বিদুরঃ । অনাময়মারোগ্যম্ ॥১১॥

তৈরিতি । যথাক্রমং জ্যেষ্ঠান্নক্রমেণ তৈযুর্ধিষ্ঠিরাদিভিঃ পূজিতঃ অভিবাদনাদিনা সম্ভা-
 নিতঃ । বহুনি ধনানি তত্তত্তব্যবস্থাদীনি । যথা বাদৃগ্‌বাদৃগুনির্দেশেন ॥১২—১৪॥

প্রোবাচেতি । প্রশ্রিতং প্রশ্রয়েণ প্রণয়েনাস্থিতম্ । “প্রশ্রয়প্রণয়ৌ সমৌ” ইত্যমরঃ ॥১৫॥

ক্রপদও যথানিয়মে বিদুরকে গ্রহণ করিলেন । তাহার পর, ক্রপদ ও বিদুর
 পরস্পর কুশলপ্রশ্নপ্রভৃতি শিষ্টালাপ করিলেন ॥১০॥

বিদুর সেখানে পাণ্ডবগণকে ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ; তাহার পর,
 তিনি স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অনাময়প্রশ্ন করিলেন ॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিও জ্যেষ্ঠান্নক্রমে বিদুরকে অভিবাদন করিলে, বুদ্ধিমান
 বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বচন অনুসারে স্নেহে বার বার পাণ্ডবগণের নিকটে অনাময়-
 প্রশ্ন করিলেন ; তাহার পর তিনি ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির নির্দেশ অনুসারে পাণ্ডব-
 গণকে, কুন্তীকে, দ্রৌপদীকে, ক্রপদকে এবং ক্রপদের পুত্রগণকে নানাবিধ
 ধন ও রত্ন উপহার দিলেন ॥১২—১৪॥

এবং বুদ্ধিমান বিদুর পাণ্ডবগণের ও কৃষ্ণের সমক্ষে বিনীতভাবে প্রশ্নয়ী
 ক্রপদ রাজাকে বলিলেন— ॥১৫॥

(১৫)....প্রশ্রুতং বিনয়াস্থিতঃ... ।

বিহুৰ উবাচ ।

ৰাজন্ ! শৃণু সহামাত্যঃ সপুত্ৰশ্চ বচো মম ।
 ধৃতৰাষ্ট্ৰঃ সপুত্ৰস্তাং সহামাত্যঃ সৰ্বাক্ষবঃ ॥১৬॥
 অত্ৰবীং কুশলং ৰাজন্ ! প্ৰীয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ ।
 প্ৰীতিমাংস্তে দৃঢ়াংপি সম্বন্ধেন নরাধিপ ! ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 তথা ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ কৌৰবৈঃ সহ সৰ্বশঃ ।
 কুশলং ত্বাং মহাপ্ৰাজ্ঞঃ সৰ্বতঃ পৰিপৃচ্ছতি ॥১৮॥
 ভাৰদ্বাজো মহাপ্ৰাজ্ঞো দ্ৰোণঃ প্ৰিয়সখস্তব ।
 সমাল্লেষমুপেত্য ত্বাং কুশলং পৰিপৃচ্ছতি ॥১৯॥
 ধৃতৰাষ্ট্ৰশ্চ পাঞ্চাল্য ! ত্বয়া সম্বন্ধমীষিবান্ ।
 কৃতার্থং মন্যতেহানং তথা সৰ্ব্বেহপি কৌৰবাঃ ॥২০॥
 ন তথা ৰাজ্যসম্প্ৰাপ্তিস্তেষাং প্ৰীতিকৰী মতা ।
 যথা সম্বন্ধকং প্ৰাপ্য যজ্ঞসেন ! ত্বয়া সহ ॥২১॥

ভাৰতকৌমুদী

ৰাজমিতি । “সহসমানয়োঃ সো বা” ইতি বিকল্পাচ্ছব্জ্যাপি সাদেশাভাবঃ । অত্ৰবী-
 দপৃচ্ছৎ । স্বতস্তাং প্ৰতি প্ৰীয়মাণোহপি, তে তব, সম্বন্ধেন বৈবাহিক্ভেন, দৃঢ়মেকাশ্চম্,
 প্ৰীতিমান্ সন্ ॥১৬—১৭॥

তথেন্ । সৰ্বশঃ সৰ্বৈঃ । সৰ্বতঃ সৰ্ব্বেষেব বিষয়েষু ॥১৮॥

ভাৰদ্বাজ ইতি । সমাল্লেষং গাঢ়ালিঙ্গনম্, উপেত্য প্ৰাপ্য কৃৎস্নত্যাগঃ ॥১৯॥

ধৃতেন্ । ঈষিবান্ প্ৰাপ্তবান্ সন্ । আত্মানমিত্যাকারলোপ আৰ্গঃ ॥২০॥

ভাৰতভাবদীপঃ

ভীষ্ম ইতি ॥১—৮॥ গ্ৰায়তো জ্যেষ্ঠাহুৰ্জমণ । সংযুক্তম্ আলিঙ্গনমম্বদ্বারাদিনা মিলিতম্

বিহুৰ বলিলেন—‘মহাৰাজ ! আপনি পুত্ৰগণ ও মন্ত্ৰিগণের সহিত আমার
 কথা শ্ৰবণ করুন । আপনার প্ৰতি চিৰদিনই সম্ভষ্ট ৰাজা ধৃতৰাষ্ট্ৰ আপনার
 সহিত এই সম্বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পুত্ৰগণ, মন্ত্ৰিগণ ও বন্ধুগণের
 সহিত একত্ৰ থাকিয়া বার বার আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥১৬—১৭॥

এবং মহাপ্ৰাজ্ঞ শাস্ত্রমুনন্দন ভীষ্ম সমস্ত কৌৰবগণের সহিত মিলিত হইয়া
 সমস্ত বিষয়েই আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১৮॥

আর, আপনার প্ৰিয় সখা মহাপ্ৰাজ্ঞ ভাৰদ্বাজনন্দন দ্ৰোণ আপনাকে গাঢ়
 আলিঙ্গন করিয়া মঙ্গলপ্ৰশ্ন করিতেছেন ॥১৯॥

মহাৰাজ ! ধৃতৰাষ্ট্ৰ এবং কুরুবংশীয়েরা সকলে আপনার সহিত এই সম্বন্ধ
 লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন ॥২০॥

এতদ্বিদিদ্বা তু ভবান্ প্রস্থাপয়তু পাণ্ডবান্ ।
 দ্রষ্টুং হি পাণ্ডুপুত্রোংস্তু স্বরস্তু কুরবো ভূশম্ ॥২২॥
 বিপ্রোষিতা দীর্ঘকালমেতে চাপি নরর্থভাঃ ।
 উৎস্রুকা নগরং দ্রষ্টুং ভবিষ্যন্তি তথা পৃথা ॥২৩॥
 কৃষ্ণামপি চ পাঞ্চালীং সর্বাঃ কুরুবরস্ক্রিয়ঃ ।
 দ্রষ্টুকামাঃ প্রতীক্সন্তে পুরঞ্চ বিষয়াশ্চ নঃ ॥২৪॥
 স ভবান্ পাণ্ডুপুত্রাণামাজ্ঞাপয়তু মা চিরম্ ।
 গমনং সহদারাপামেতদত্র মতং মম ॥২৫॥
 নিশ্চক্ষেয়ুঃ স্বয়া রাজন্ ! পাণ্ডবেষু মহাত্মস্ব ।
 ততোহহং প্রেষয়িষ্যামি ধৃতরাষ্ট্রস্ব শীত্রগান্ ।
 আগমিষ্যন্তি কোন্তেয়াঃ কুন্তী চ সহ কৃষ্ণা ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বনি বিদুরা-
 গমনরাজ্যলাভে বিদুরদ্রুপদসংবাদে নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি । সম্বন্ধকং বৈবাহিকসম্বন্ধম্ । আদরে কপ্রত্যয়ঃ ॥২১॥
 এতদ্বিতি । প্রস্থাপয়তু প্রেরয়তু । হি যস্মাৎ । কুরবঃ কুরুবংশীয়াঃ ॥২২॥
 বিপ্রোষিতা ইতি । বিপ্রোষিতা বিদেশমাগতাঃ । ভবিষ্যন্তি ভবেয়ুরিতি সম্ভাবনা ॥২৩॥
 কৃষ্ণামিতি । পুরং পুরবাসী জনঃ, বিষয়া দেশা দেশবাসিনো জনাশ্চেত্যর্থঃ ॥২৪॥
 স ইতি । সহদারাপাং সঙ্গীকাপাং দ্রৌপদ্যা সহিতানামেবেত্যর্থঃ ॥২৫॥

একটা রাজ্যলাভও তাঁহাদের সেরূপ আনন্দ জন্মাইতে পারে না, আপনার
 সহিত এই সম্বন্ধলাভ তাঁহাদের যেরূপ আনন্দ জন্মাইয়াছে ॥২১॥

আপনি ইহা বুঝিয়া পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিন । কারণ, কুরু-
 বংশীয়েরা পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ॥২২॥

আর, ইহারও দীর্ঘকাল বিদেশে আসিয়াছেন ; সুতরাং ইহারা এবং
 কুন্তীদেবী হস্তিনানগর দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ॥২৩॥

এবং কুরুকামিনীরা, আমাদের পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা সকলেই
 দেখিবার ইচ্ছায় দ্রৌপদীর প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥২৪॥

অতএব আপনি বিলম্ব করিবেন না, সঙ্করই দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে
 যাইবার জন্য আদেশ করুন ; ইহাই আমার মত ॥২৫॥

* ‘...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’
 ‘...পঞ্চবিংশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

রামকৃষ্ণে চ ধর্ম্যজ্ঞো তদা গচ্ছন্ত পাণ্ডবাঃ ।

এতৌ হি পুরুষব্যাভ্রাবেষাং প্রিয়হিতে রতৌ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পরবন্তো বয়ং রাজন্ ! ত্বয়ি সর্বৈ সহানুগাঃ ।

যথা বক্ষ্যসি নঃ প্রীত্যা তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহব্রবীদ্বাস্তদেবো গমনং রোচতে মম ।

যথা বা মন্যতে রাজা দ্রুপদঃ সর্বধর্ম্যবিৎ ॥৬॥

দ্রুপদ উবাচ ।

যথৈব মন্যতে বীরো দাশার্হঃ পুরুষোত্তমঃ ।

প্রাপ্তকালং মহাবাহুঃ সা বুদ্ধিনিশ্চিতা মম ॥৭॥

যথৈব হি মহাভাগাঃ কোন্তেয়া মম সাম্প্রতম্ ।

তথৈব বাস্তুদেবন্ত পাণ্ডুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি । যদা যদি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । হি যস্মাৎ, এতৌ রামকৃষ্ণৌ ॥৩—৪॥

পরেতি । পরবন্তঃ অধীনাঃ । সহানুগাঃ সামুচরাঃ । নঃ অস্মান্ ॥৫॥

তত ইতি । সর্বধর্ম্যবিদিত্যনেন নীতিজ্ঞেয়ং সূচিতম্ ॥৬॥

যথেতি । দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ । প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতসময়োপযোগি ॥৭॥

নহু কৃষ্ণং প্রতীদৃশবিশ্বাসে কে। হেতুরিত্যাহ যথেতি । যথা প্রিয়াঃ, নাত্চিরবৃত্তজামা-
তৃত্বসম্বন্ধাদিতি ভাবঃ । সাম্প্রতমিত্যনেন বাস্তুদেবন্ত চিরপ্রিয়ত্বং সূচিতম্, পিতৃবৎশ্রেষ্টত্বাৎ ॥৮॥

সঙ্গত মনে করেন এবং রাম ও কৃষ্ণ যদি তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে
পাণ্ডবগণ যাইতে পারেন । কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়
ও হিত কার্য্যে নিরত আছেন’ ॥৩—৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—‘মহারাজ ! অনুচরবর্গের সহিত আমরা সকলেই
আপনার অধীন ; সুতরাং আপনি প্রীতিসহকারে আমাদেরকে যাহা বলিবেন,
আমরা তাহাই করিব’ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ কহিলেন—‘পাণ্ডবগণের হস্তিনায়
যাওয়াই আমার অভিপ্রেত । এখন সর্বধর্ম্যজ্ঞ দ্রুপদ রাজা যাহা মনে
করেন’ ॥৬॥

দ্রুপদ রাজা বলিলেন—‘পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যাহা সময়োপযোগী মনে করেন,
আমারও তাহাই মত’ ॥৭॥

ন তক্ষায়তি কোন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 যথৈবাং পুরুষব্যাত্রঃ শ্রেয়ো ধ্যায়তি কেশবঃ ॥৯॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে সমনুজ্ঞাতা দ্রুপদেন মহাত্মনা ।
 পাণ্ডবাশ্চৈব কৃষ্ণাশ্চ বিদুরাশ্চ মহীপতে ! ॥১০॥
 আদায় দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কুন্তীকৈব যশস্বিনীম্ ।
 সবিহারং স্তব্ধং জগ্মুর্নগরং নাগসাহস্রয়ম্ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
 শ্রম্ভা চাপ্যাগতান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ।
 প্রতিগ্রহায় পাণ্ডুনাং প্রেষয়ামাস কৌরবান্ ॥১২॥
 বিকর্ণঞ্চ মহেশ্বাসং চিত্রসেনঞ্চ ভারত ! ।
 দ্রোণঞ্চ পরমেশ্বাসং গোতমং কৃপমেব চ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 তৈস্তে পরিব্রতা বীরাঃ শোভমানা মহাবলাঃ ।
 নগরং হস্তিনপুরং শনৈঃ প্রবিবিশুস্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । তৎ তাদৃশং শ্রেয়ঃ । এবাং পাণ্ডুপুত্রাপাম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥৯॥
 তত ইতি । তে পাণ্ডবা ইতি সঙ্ঘঃ । সবিহারং সবিলাসম্ ॥১০—১১॥
 শ্রম্ভেতি । প্রতিগ্রহায় আদরণানয়নায় । গোতমমিতি কৃপবিশেষণমেব ॥১২—১৩॥
 তৈরिति । তৈবিকর্ণাদিভিঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১০॥ সবিহারং সলীলম্ ॥১১॥ প্রতিগ্রহায় প্রত্যাঙ্গমনায় ॥১২—১৩॥

কারণ, বর্তমান সময়ে পাণ্ডবগণ আমার যেমন স্নেহের পাত্র হইয়াছেন,
 কৃষ্ণের তেমন স্নেহের পাত্র চিরদিনই আছেন ॥৮॥

সুতরাং কৃষ্ণ ইহাদের যেকুপ মঙ্গল চিন্তা করেন, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সেকুপ
 হিন্দের মঙ্গল চিন্তা করেন না' ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন— তাহার পর, দ্রুপদ রাজার অনুমতিক্রমে পাণ্ডবগণ,
 কৃষ্ণ এবং বিদুর ইহারা দ্রৌপদী ও কুন্তীকে লইয়া বিলাস ও আনন্দের সহিত
 হস্তিনারাজধানীতে গমন করিলেন ॥১০—১১॥

ধৃতরাষ্ট্রও, পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে আনিবার
 জন্য বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইয়া দিলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ চিত্রসেনপ্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভিত হইয়া
 ধীরে ধীরে হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবানাংগতান্ শ্রুত্বা নাংগরাস্তু কুতূহলাৎ ।
 মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তত্র নগরং নাংগসাহসয়ম্ ॥১৫॥
 মুক্তপুষ্পাবকীর্ণস্ত জলসিক্তস্ত সর্বতঃ ।
 ধূপিতং দিব্যধূপেন মঙ্গলৈশ্চাভিসংবৃতম্ ॥১৬॥
 পতাকোচ্ছিতমাল্যঞ্চ পুরমপ্রতিমং বভৌ ।
 শঙ্খভেরীনিদৈশ্চ নানাবাদিত্রৈনিস্বনৈঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 কোতূহলেন নগরং দীপ্যমানমিবাভবৎ ।
 যত্র তে পুরুষব্যাত্রাঃ শোকহুঃখবিনাশনাঃ ॥১৮॥
 তত উচ্চাবচা বাচঃ পৌরৈঃ প্রিয়চিকীর্ষুভিঃ ।
 উদীরিতা অশৃগুংস্তে পাণ্ডবা হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৯॥
 অয়ং স পুরুষব্যাত্রঃ পুনরায়াতি ধর্ম্মবিৎ ।
 যো নঃ স্থানিব দায়াদান্ ধর্ম্মেণ পরিরক্ষতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানিতি । নাংগা নগরবাসিনো জনাঃ । মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে অলঙ্কৃতঃ ॥১৫॥
 মুক্তেতি । মুক্তৈরিনিক্টিপ্তৈঃ পুষ্পৈঃ অবকীর্ণং ব্যাপ্তম্ । মঙ্গলৈঃ পূর্ণঘটাদিভিঃ । পতা-
 কাস্থ উচ্ছিতানি উত্তোলা লম্বিতানি মাল্যানি যত্র তৎ ॥১৬—১৭॥
 কোতূহলেনেতি । দীপ্যমানং শোভমানম্ । শোকহুঃখবিনাশনা আসন্নিত্তি শেষঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । উচ্চাবচা নানাপ্রকারাঃ । হৃদয়ঙ্গমা মনোহরাঃ ॥১৯॥
 অয়মিতি । অয়ং যুধিষ্ঠিরঃ । আয়াতীত্যতীতসামৌপ্যে বর্ত্তমানা । দায়াদান্ পুত্রান্ ॥২০॥

পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিয়া নগরবাসী লোকেরা কোতুকবশতঃ তখনই
 নগরটিকে সুসজ্জিত করিল ॥১৫॥

নানাস্থানে ফুল ছড়াইয়া দিল, জলসেক করিল, সুগন্ধি ধূপে সুবাসিত
 করিয়া পূর্ণকুস্তপ্রভৃতি মঙ্গলিক বস্তু সাজাইয়া রাখিল এবং পতাকা তুলিয়া
 চাহাতে মালা ঝুলাইয়া দিল ; আর শঙ্খ ও ভেরীপ্রভৃতি নানা বাজ্ঞধ্বনি
 হইতে থাকিল ; তাহাতে সেই অতুলনীয় নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬-১৭॥

তখন লোকের শোক ও হুঃখনিবারক পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন
 লিয়া নগরটী যেন কোতুকবশতঃ শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥

তাহার পর, পুরবাসীরা পাণ্ডবগণের সম্ভাষণ জন্মাইবার জন্ত নানাবিধ
 নোহর কথা বলিতে থাকিল ; তাহা তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন ॥১৯॥

অথ পাণ্ডুমহারাজো বনাদিব জনপ্রিয়ঃ ।
 আগতঃ প্রিয়মস্মাকং চিকীৰ্ষুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥২১॥
 কিম্ নাত্ত কৃতং তাত ! সর্বেষাং নঃ পরং প্রিয়ম্ ।
 যমঃ কুন্তীহতা বীরা নগরং পুনরাগতাঃ ॥২২॥
 যদি দত্তং যদি হৃতং বিদ্বতে যদি নস্তপঃ ।
 তেন তিষ্ঠন্ত নগরে পাণ্ডবাঃ শরদাং শতম্ ॥২৩॥
 ততস্তে ধৃতরাষ্ট্রস্ত ভীষ্মস্ত চ মহাত্মনঃ ।
 অন্তেষাঞ্চ তদর্হাণাং চক্রুঃ পাদাভিবন্দনম্ ॥২৪॥
 কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং সর্বেষাং নগরেণ চ ।
 অবিশস্তাথ বেশ্মানি ধৃতরাষ্ট্রস্ত শাসনাৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অজ্ঞেতি । পাণ্ডুরাগত ইব, তদ্বদানন্দলাভাদিতি ভাবঃ ॥২১॥
 কিম্ভূতি । কৃতং কুন্তীহতৈরিত্যিতি শেষঃ । নঃ অস্মাকম্, পরম্ অত্যন্তম্ ॥২২॥
 যদীতি । তেন অস্মাকং দানাদিজনিতপুণ্যেন । শরদাং বৎসরাণাম্ ॥২৩॥
 তত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । তদর্হাণাং পাদাভিবন্দনযোগ্যানাম্ ॥২৪॥
 কৃষেতি । নগরেণ নগরবাসিনা জনেন সহ, কুশলপ্রশ্নং কৃত্বা কৃতপরম্পরকুশলপ্রশ্নাঃ
 পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ । বেশ্মানি স্ববাসযোগ্যগৃহাণি । শাসনাদাদেশাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কৌতুহলেন দর্শনেচ্ছয়া ॥১৫—২১॥ কিং হু নঃ প্রিয়ং ন কৃতমপি তু সর্বং কৃতমেব, “কিং
 তু” ইতি পাঠে, তুশব্দো বাক্যলঙ্কারে পুনঃশব্দার্থঃ, কিং পুনর্ন কৃতম্ অপি তু সর্বং কৃত-
 ‘এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির পুনরায় আসিয়াছেন, যিনি ধর্ম
 অম্লসারে আমাদিগকে আপন পুত্রের স্থায় পালন করিবেন ॥২০॥

আজ লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডুই যেন আমাদের শ্রীতি সম্পাদন করিবার
 ইচ্ছায় বন হইতে আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

ইঁহারা আজ আমাদের কোন্ শ্রীতিকর কার্য্য না করিলেন ? যেহেতু
 ইঁহারা পুনরায় আমাদের এই নগরে আসিয়াছেন ॥২২॥

আমরা যদি দান করিয়া থাকি, বা হোম করিয়া থাকি, কিংবা আমাদের
 তপস্যা থাকে, তবে সেই পুণ্যে পাণ্ডবেরা শত বৎসর এই নগরে বাস
 করুন’ ॥২৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের এবং অস্ত্রাশ্র পূজনীয় ব্যক্তিদের
 চরণে নমস্কার করিলেন ॥২৪॥

২৫ শ্লোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিং ।

দুৰ্য্যোধনস্ত মহিষী কাশিরাজসুতা তদা ।
 ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাণাং বধূভিঃ সহিতা তদা ॥২৬॥
 পাঞ্চালীং প্রতিজ্ঞগ্রাহ সাধ্বীং শ্রিয়মিবাপরাম্ ।
 পূজয়ামাস পূজার্বাং শচীদেবীমিবাগতাম্ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
 ববন্দে তত্র গান্ধারীং কৃষ্ণয়া সহ মাধবী ।
 আশিষশ্চ প্রযুক্তৗ তু পাঞ্চালীং পরিষষজে ॥২৮॥
 পরিষজ্যৈব গান্ধারী কৃষ্ণাং কমললোচনাম্ ।
 পুত্রাণাং মম পাঞ্চালী মৃত্যুরেবেত্যমৃতত ॥২৯॥
 সন্ধিস্ত্য বিহুরং প্রাহ যুক্তিতঃ স্তবলাত্মজা ।
 কুন্তীং রাজসুতাং ক্ষতঃ ! সবধুং সপরিচ্ছদাম্ ॥৩০॥
 পাণ্ডোনিবেশনং শীত্রং নীয়তাং যদি রোচতে ।
 করণেন মুহূর্তেন নক্ষত্রেণ শুভে তিথৌ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দুৰ্য্যোধনস্তেতি । পুত্রাণাং দুঃশাসনাদীনাম্ । প্রতিজ্ঞগ্রাহ আদৃত্য নিনায় ॥২৬—২৭॥
 ববন্দে ইতি । কৃষ্ণয়া জ্যোপদা সহ মাধবী কুন্তী । পরিষষজে গান্ধারীতি শেষঃ ॥২৮॥
 পরীতি । অমৃতত আশঙ্কত, মনোবৃত্তিবৈচিত্র্যাদিত্যাশয়ঃ ॥২৯॥
 সন্ধিস্ত্যেতি । যুক্তিতো যুক্তিং গ্রাহমমৃত্যুত্বাৎ । ক্ষতঃ ! হে বিহুর ! সবধুং জ্যোপদা
 সহিতাম্, সপরিচ্ছদাং সোপকরণাম্, কুন্তীমাদায়েতি শেষঃ । করণেন ববান্তস্তর্গতাত্তমেন,
 মুহূর্তেন লয়েন, নক্ষত্রেণ চ তত্তদ্ব্যোগেনেত্যর্থঃ শুভে শুভজনকে তিথৌ ॥৩০—৩১॥

তৎপরে, তাঁহারা নগরবাসী সকল লোকের সহিতই পরস্পর কুশলপ্রশ্ন
 করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২৫॥

তখন দুৰ্য্যোধনের মহিষী কাশিরাজসুতা ধৃতরাষ্ট্রের অন্তপুত্রবধুগণের সহিত
 মিলিত হইয়া, দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর স্নায় জ্যোপদীকে আদরের সহিত গ্রহণ করি-
 লেন এবং আগতা শচীদেবীর স্নায় মাননীয়া জ্যোপদীর সম্মান করিলেন ॥২৬—২৭॥

সেই সময়ে কুন্তীদেবী জ্যোপদীর সহিত মিলিত হইয়া গান্ধারীকে নমস্কার
 করিলেন ; গান্ধারীও আশীর্বাদ করিয়া জ্যোপদীকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৮॥

কিন্তু গান্ধারী জ্যোপদীকে আলিঙ্গন করিয়াই এইরূপ মনে করিলেন যে,
 এই জ্যোপদীই আমার পুত্রগণের মৃত্যুর কারণ হইবেন ॥২৯॥

তাহার পর, তিনি চিন্তা করিয়া স্নায় অনুসরণপূর্ব্বক বিহুরকে কহিলেন—
 ‘বিহুর ! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে করণ, লগ্ন ও নক্ষত্রের বোণ-

যথা স্মৃথং তথা কুন্তী রংস্রতে স্বগৃহে হুতৈঃ ।
 তথৈত্যেব তদা ক্তা কারয়ামাস তত্থা ॥৩২॥
 পূজয়ামাস্বরত্যর্থং বান্ধবাঃ পাণ্ডবাংস্তদা ।
 নাগরাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ পূজয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥৩৩॥
 ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো বাহ্লীকঃ সম্ভতস্তদা ।
 শাসনাদধ্বতরাষ্ট্রশ্চ অকুর্কন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥৩৪॥
 এবং বিহরতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 নেতা সৰ্বশ্চ কার্যশ্চ বিদুরো রাজশাসনাৎ ॥৩৫॥
 বিশ্রান্তান্তে মহাত্মানঃ কক্ষিৎ কালং মহাবলাঃ ।
 আহুতা ধ্বতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

যথৈতি । রংস্রতে অবস্থাস্রতে । তথা ইতুতৈব । ক্তা বিদুরঃ ॥৩২॥
 পূজয়ামাস্বরতি । শ্রেণিমুখ্যাঃ স্বস্ববর্গপ্রধানাঃ, পূজয়ন্তি স্ম আদৃতবস্তঃ ॥৩৩॥
 ভীষ্ম ইতি । শাসনাদাদেশাৎ । অতিথিক্রিয়াম্ অতিথিবস্তোজনাদিব্যাপারম্ ॥৩৪॥
 এবমিতি । নেতা পরিচালক আসীৎ । রাজ্ঞো ধ্বতরাষ্ট্রশ্চ শাসনাদাদেশাৎ ॥৩৫॥
 বিশ্রান্তা ইতি । কক্ষিৎ কালং বিশ্রান্তাঃ, তে পাণ্ডবাঃ । শান্তনবেন ভীষ্মেণ ॥৩৬॥
 বশতঃ শুভজনক তিথিতে সমস্ত উপকরণ (আসবাব) ও দ্রোণদীর সহিত
 কুন্তীকে নিয়া স্বত্বর আপনি পাণ্ডুর গৃহে সংস্থাপিত করুন ॥৩০—৩১॥
 সেই আপন গৃহে যাহাতে স্মৃথ হয়, তেমন ভাবে কুন্তী পুত্রগণের সহিত
 অবস্থান করিবেন' । 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বিদুর তাহাই করি-
 লেন ॥৩২॥

তখন বজ্রগণ, পুরবাসিগণ এবং দলের প্রধান প্রধান লোকেরা পাণ্ডবগণের
 বিশেষ সম্মান করিতে লাগিল ॥৩৩॥

এবং ধ্বতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও পুত্রগণের সহিত
 বাহ্লীক ইহারা পাণ্ডবগণের শয়ন-ভোজনপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে থাকি-
 লেন ॥৩৪॥

এই ভাবে পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন ধ্বতরাষ্ট্রের আদেশ
 অনুসারে বিদুর তাঁহাদের সমস্ত কার্যেরই নেতা হইলেন ॥৩৫॥

এই ভাবে পাণ্ডবগণ কিছু কাল অবস্থান করিলে, এক দিন ধ্বতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম
 তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৩৬॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয় ! নিবোধ গদতো মম ।

পুনর্নো বিগ্রহো মাতৃং খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ॥৩৭॥

ন চ বো বসতস্তত্র কশ্চিচ্ছত্রঃ প্রবাধিতুম্ ।

সংরক্ষ্যমাণান্ পার্থেন ত্রিদশানিব বজ্রিণা ॥৩৮॥

অর্দ্ধং রাজ্যশ্চ সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং নৃপং সর্বে প্রণম্য চ ॥৩৯॥

প্রতস্থিরে ততো ঘোরং বনং তন্মল্লজর্ষভাঃ ।

অর্দ্ধং রাজ্যশ্চ সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশনু ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গহ্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ ।

মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তদ্বৈ পুরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃভিরিতি । হে কৌন্তেয় ! যুধিষ্ঠির ! । নঃ অস্মাকম্, বিগ্রহঃ কলহঃ ॥৩৭॥

নেতি । বো যুয়ান্ । তত্র খাণ্ডবপ্রস্থে । পার্থেন অর্জুনেন । বজ্রিণা ইন্দ্রেণ ॥৩৮॥

নদ্বিদমপি কিং পূর্ববদেবাস্মাকং খাণ্ডবপ্রস্থে নির্বাসনম্, উত বা রাজ্যবিভাগেন প্রস্থাপন-
মিত্যাহ অর্দ্ধমিতি । প্রতিগৃহ্য স্বীকৃত্য । ঘোরং বনং পথি স্থিতম্ ॥৩৯—৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

মেবেতি পূর্ববদেবার্থঃ ॥২২—২৪॥ নগরেণ সহ কুশলপ্রশ্নং কৃত্য নগরেণাপি কৃতকুশলপ্রশ্নাঃ
৥২৫—৩৭॥ পার্থেন অর্জুনেন ॥৩৮—৩৯॥ ঘোরং বনমিতি ভূমেরর্দ্ধং শস্তশূন্তো দেশঃ

পরে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার কথা
শোন । আমাদের মধ্যে আবার বিবাদ না হয়, এই জ্ঞাত্য তোমরা যাইয়া
ইন্দ্রপ্রস্থে বাস কর ॥৩৭॥

তোমরা সেখানে যাইয়া বাস করিতে থাকিলে, দেবরাজ যেমন দেবগণকে
রক্ষা করেন, তেমন অর্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবে ; সুতরাং কেহই উৎ-
পীড়ন করিতে পারিবে না ॥৩৮॥

তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়াই ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া প্রবেশ কর’ ।
বৈশম্পায়ন বলিলেন—মল্লযুদ্ধে পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা স্বীকার
করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভয়ঙ্কর বনপথ দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান
করিলেন এবং অর্দ্ধ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াই তথায় যাইয়া প্রবেশ করি-
লেন ॥৩৯—৪০॥

ততঃ পুণ্যে শুভে দেশে শাস্তিং কৃৎস্না মহারথাঃ ।

নগরং মাপয়ামাস্তদ্বৈ পায়নপুরোগমাঃ ॥৪২॥

সাগরপ্রতিরূপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ।

প্রাকারেণ চ সম্পন্নং দিবমাবৃত্য তিষ্ঠত ॥৪৩॥

পাণ্ডুরাভপ্রকাশেন হিমরশ্মিনিভেন চ ।

শুশুভে তৎ পুরশ্চেষ্টং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)

দ্বিপক্ষগরুড়প্রাৈর্দ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতম্ ।

গুপ্তমভ্যচয়প্রাৈর্গোপূরৈর্মন্দরোপমৈঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অচ্যুতা ধর্মান্থলিতাঃ ॥৪১॥

তত ইতি । মাপয়ামাস্ত্ৰ নীমানিদেদশার্থম্ । দ্বৈপায়নপুরোগমা ব্যাসমগ্রেসরীকৃত্য ॥৪২॥

সাগরেতি । দিবমাকাশম্, আবৃত্য ব্যাপ্য । পাণ্ডুরাভপ্রকাশেন শুভ্রমেঘসদৃশেন, হিমরশ্মিনিভেন চক্রেতুল্যশুভ্রবর্ণেন প্রাকারেণেতি সধ্বক্ । ভোগবতী নদী, তদ্বেষ্টিতং পাতাল-
মিত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥

দ্বিপক্ষেতি । দ্বিপক্ষগরুড়প্রাৈর্গোপারিতপক্ষদ্বয়গরুড়তুল্যৈঃ, দ্বারৈর্দ্বারদ্বয়কপাটৈঃ ।
অভ্যচয়প্রাৈর্বিশালাকাশসদৃশৈঃ, গোপূরৈর্দ্বারৈরন্তদবকাশৈরিত্যর্থঃ । গুপ্তং রক্ষিতম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবেভ্যো দত্ত ইতি জ্ঞায়তে ॥৪০॥ তদ্বৈ তদ্রোহং বনং সৎ স্বর্গবৎ মণ্ডয়াক্রিরে ॥৪১॥
তদেবাহ—নগরং মাপয়ামাস্ত্রিত্যাদিনা ॥৪২—৪৩॥ ভোগবতীমিবেতি প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ।

তদনন্তর, ধার্মিক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সেখানে যাইয়া স্বর্গপুরীর আয়
সেই পুরীটিকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্র ও মঙ্গলজনক স্থানে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, বেদ-
ব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া, সেই নগরটিকে মাপিলেন ॥৪২॥

তৎপরে, তাঁহারা সমুদ্রের আয় বিশাল পরিখা দ্বারা এবং জলশূন্য মেঘ ও
চক্রেতুল্য শুভ্রবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সেই নগরটিকে অলঙ্কৃত করিলেন ;
তখন বিশাল সর্পগণ ও ভোগবতী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত পাতালপুরের আয়
সেই নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৩—৪৪॥

সে নগরটী বহুসংখ্যক অট্টালিকা দ্বারা শোভিত হইল এবং মন্দরপর্বতের
আয় বিশাল দ্বার, আর গরুড়ের পক্ষ দ্বয়ের আয় বিশাল কপাট দ্বারা রক্ষিত
হইল ॥৪৫॥

বিবিধৈরভিনির্বন্ধৈঃ শস্ত্রোপেতৈঃ হসংবৃত্তৈঃ ।

শক্তিভিচ্চারতং তন্ধি দ্বিজিস্বৈরিব পন্নগৈঃ ॥৪৬॥

তল্লৈচ্চাভ্যাসিকৈষু'ভ্রং শুশুভে যোধরক্ষিতম্ ।

তীক্ষ্ণাক্ষশতস্নীতির্ষস্রজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥৪৭॥

আয়সৈশ্চ মহাচক্রেঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমম্ ।

হুবিভক্তমহারথ্যং দেবতাবাধবর্জিতম্ ॥৪৮॥

বিরোচমানং বিবিধৈঃ পাণ্ডুরৈর্ভবনোত্তমৈঃ ।

তত্রিপিষ্টপসঙ্কাশমিন্দ্রপ্রস্থং ব্যরোচত ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধৈরিতি । অভিনির্বন্ধান্তে যথাস্থানমালম্ব্যন্তে বর্ষকান্মু'কাদীনি যেষু তৈর্গৃহৈ-
রিত্যর্থঃ । শক্তীনামপি বিতক্তমুখস্থং সাম্যানির্বাহার্থং দ্বিজিস্বৈরিতি পন্নগবিশেষণম্ । তৎ
পুরম্ ॥৪৬॥

তল্লৈরিতি । তল্লৈরট্টালিকাভিঃ, “তল্লং শয্যাট্টনারেষু” ইত্যমরঃ, অভ্যাসেন অট্টা-
লিকাদিনির্মাণাহুশীলনেন সংস্থষ্টৈস্তু'ভ্রং, যোধৈর্ধো'দ্ধৃতিঃ রক্ষিতম্, তীক্ষ্ণাক্ষশাশ্চ শতস্ন্য
আগ্নেয়স্রব্যপ্রভাবাদ্গুড়কক্ষেপেণ যুগপদনেকঘাতকাঃ প্রাচীরশিরসি স্থাপিতা যন্ত্রবিশেষাশ্চ
তাভিঃ, যস্রজালৈর্জলযজ্ঞাদিসমূ'হৈশ্চ শোভিতং তৎ পুরম্, শুশুভে ॥৪৭॥

আয়সৈরিতি । আয়সৈলৌহময়ৈঃ । হুবিভক্তা মহত্যো রথ্যা যত্র তৎ । দেবতাবাধৈ-
র্দৈবৈক্লংপাতৈভূ'বিদারণাদিভির্কর্জিতম্ । তদিন্দ্রপ্রস্থং নাম পুরোত্তমং শুশুভে ॥৪৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ঈমিতি নিপাতপ্রপ্নেযো বা, ভোগবতী যথেষ্যপেক্ষিতে প্রমাদপাঠো বা ॥৪৪—৪৫॥ নির্বিষ্টৈঃ
অচ্ছিন্নৈঃ অভৈচ্ছের্ধা, শক্তিভিঃ হস্তক্ষেপ্যাভিলৌহময়ীভিঃ ॥৪৬॥ তীক্ষ্ণাশ্চ তে অক্ষুশাশ্চ
শতস্ন্যশ্চ তাভিঃ, আগ্নেয়ৈষধবলেনোৎক্ষিপ্তেন দৃষৎপিণ্ডেন যা যুগপৎ শতং সহস্রং বা

নানাবিধ গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত হইল এবং জিহ্বাদ্বয়যুক্ত সর্পের গ্ৰায
শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) সংগৃহীত করা হইল ॥৪৬॥

অসংখ্য অট্টালিকা নির্মিত হইল, বহুতর রাজমিস্ত্রি বাস করিতে লাগিল,
যোদ্ধারা রক্ষা করিতে থাকিল, প্রাচীরের উপরে কামান সাজাইয়া রাখা হইল,
তাহার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অক্ষুশ থাকিল এবং ভিতরে নানাবিধ যন্ত্র নির্মিত
হইল ॥৪৭॥

সেই নগরটী লৌহময় বৃহৎ বৃহৎ চক্র দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল, ভিতরে
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বড় বড় রাস্তা তৈয়ারি হইল, কিন্তু কোথাও দৈব উৎপাতের
সম্ভাবনা রহিল না ॥৪৮॥

(৪৬) বিবিধৈরপি নির্বিষ্টৈঃ... ।

মেঘবৃন্দমিবাকাশে বিদ্বং বিদ্যুৎসমায়ুতম্ ।
 তত্র রম্যে শিবে দেশে কৌরবস্ত নিবেশনম্ ॥৫০॥
 শুশুভে ধনসম্পূর্ণং ধনাধ্যক্ষক্ষয়োপমম্ ।
 তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ ! সর্ববেদবিদাং বরাঃ ॥৫১॥
 নিবাসং রোচয়ন্তি স্ম সর্বভাষাবিদস্তথা ।
 বণিজ্জশ্চাভ্যয়ুস্তত্র নানাদিগ্ভোঃ ধনার্থিনঃ ॥৫২॥
 সর্বশিল্পবিদস্তত্র বাসায়্যাভ্যাগমংস্তদা ।
 উত্তানানি চ রম্যাণি নগরস্ত সমস্ততঃ ॥৫৩॥
 আতৈরাত্রাতকৈর্ন্যৈপৈরশোকৈশ্চম্পকৈস্তথা ।
 পুষ্পাগৈর্নাগপুষ্পৈশ্চ লকুটৈঃ পনসৈস্তথা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

বীতি । বিরোচমানং শোভমানম্ । পাণ্ডুরৈঃ স্তম্ভৈঃ । ত্রিপিষ্টপদস্কাণং স্বর্গতুল্যম্ ॥৪৯॥
 মেঘেতি । আকাশে বিদ্বং লগ্নম্ । কৌরবস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত নিবেশনং গৃহমাসীৎ ॥৫০॥
 শুশুভ ইতি । ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরস্তস্ত ক্ষয়োপমং নগরতুল্যমিন্দ্রপ্রস্থম্ ॥৫১॥
 নিবাসমিতি । সর্বভাষাবিদো জনাঃ । অভায়ুরাগতাঃ ॥৫২॥
 সর্কেতি । উত্তানানি আসন্নিত শেখঃ । সমস্ততঃ সর্বাষ দিক্ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মহতাদীন স্তম্ভিতাভিঃ শতস্রীভির্দুর্গাক্রুতাভিঃ ॥৪৭—৪৯॥ বিদ্বং মিথঃশ্লিষ্টম্ ॥৫০॥ ক্ষয়োপমং
 শুভ্রবর্ণ নানাবিধ গৃহে পরিপূর্ণ সেই ইন্দ্রপ্রস্থনগরী স্বর্গনগরীর ন্যায় শোভা
 পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সেই নগরীর ভিতরে মনোহর ও মঙ্গলময় স্থানে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের ভবন
 নির্মিত হইল ; তাহার চূড়াগুলি যাইয়া বিদ্যাদ্বিভূষিত মেঘসমূহের ন্যায় আকাশে
 লগ্ন হইল ॥৫০॥

ক্রমে সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী ধনে পরিপূর্ণ হইয়া কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায়
 শোভা পাইতে লাগিল ; তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেখানে আসিতে
 থাকিলেন ॥৫১॥

সর্বপ্রকারভাষাভিজ্ঞ লোকেরা তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিল এবং
 শিকেরা ধন লাভের ইচ্ছায় নানাদিক্ হইতে আসিতে লাগিল ॥৫২॥

সর্বপ্রকার শিল্পীরা বাস করিবার জন্ত সেখানে আগমন করিল এবং নগরের
 নকল দিকেই মনোহর উপবনসমূহ নির্মিত হইল ॥৫৩॥

শালতালতম্বালৈশ্চ বকুলৈশ্চ সকেতকৈঃ ।
 মনোহরৈঃ স্পৃশ্যৈশ্চ ফলভারাবনামিতৈঃ ॥৫৫॥
 প্রাচীনামলকৈলৌধৈরকৌলৈশ্চ স্পৃশ্যিতৈঃ ।
 জম্বু ভিঃ পাটলাভিষ্চ কুজকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥৫৬॥
 করবীরৈঃ পারিজাতৈরশ্মৈশ্চ বিবিধক্রমৈঃ ।
 নিত্যপুষ্পফলোপেতৈর্নানাদ্বিজগণায়ুতৈঃ ॥৫৭॥
 মন্তবহিঃসংযুক্তং কোকিলৈশ্চ সদামদৈঃ ।
 গৃহৈরাদর্শবিমলৈর্বিবিধৈশ্চ লতাগৃহৈঃ ॥৫৮॥
 মনোহরৈশ্চিত্রগৃহৈস্তথাহজগতিপর্বতৈঃ ।
 বাপীভির্বিবিধাভিষ্চ পূর্ণাভিঃ পরমাস্তসা ॥৫৯॥
 সরোভিরতিরম্যৈশ্চ পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ ।
 হংসকারণবযুতৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ॥৬০॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন নগরমেব বর্ণয়তি আত্মরিতি । নীপৈঃ কদম্বৈঃ । লবুচৈ-
 র্ভূভিঃ । শোভনানি পুষ্পাণি যেযাং তৈঃ স্পৃশ্যৈঃ । অকৌলৈর্নিকোচকৈঃ । নানা-
 দ্বিজগণৈর্গবপ্রকারপক্ষিসমূহৈরায়ুতঃ সমন্বিতাত্তৈঃ । মন্তবহিঃসংযুক্তৈঃ সংযুক্তং শব্দিতম্ ।
 সর্দেব মদো মন্ততা যেযাং তৈঃ । আদর্শবদ্বর্পণবৎ বিমলৈঃ । অজস্র নৃপশ্চ গতিবিহারো
 যেষু তে চ তে পর্বতাশ্চেতি তৈঃ কৃত্রিমকৈলিগর্ভিতৈরিত্যর্থঃ । “অজস্রাণে হরিত্রকবিধুস্র-
 নুপে হরে” ইতি মেদিনী । পরমাস্তসা উৎকৃষ্টজলেন । সরোভির্জলাশয়বিশেষৈঃ । বাপ্যা-
 দীনাং পরিমাণবিশেষাদেব সংজ্ঞাবিশেষাঃ । এভির্বিশিষ্টং নগরমিতি তাৎপর্যম্ ॥৫৪—৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহোপমম্ ॥৫১—৫৮॥ অজগতিপর্বতৈঃ নৃপলীলাযাত্রার্থৈঃ কৃত্রিমৈঃ পর্বতৈঃ, “অজস্রাণে
 হরিত্রকবিধুস্রহরে নুপে । গতিঃ স্ত্রী মার্গদশমোজ্ঞানে যাত্রাত্যুপায়মোঃ” ইতি চ মেদিনী

সেই নগরে যথাসম্ভব সুন্দর পুষ্প ও ফলের ভারে অবনত মনোহর আম,
 আমড়া, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুষ্পাগ, নাগকেশর, ডুমুর, কাঁঠাল, শাল, তাল,
 তমাল, বকুল, কেতক, পানী আমলা, লোধ, আকোড়, জাম, পাটলা, কুজা,
 তিনিশ, করবীর, পারিজাত এবং অস্রাশ্র নানাপ্রকার বৃক্ষ ছিল ; তাহাতে
 সর্বদাই ফুল ও ফল থাকিত এবং নানাবিধ পক্ষী অবস্থান করিত । মন্ত
 ময়ূরগণ ও কোকিলগণ রব করিয়া বেড়াইত । দর্পণের স্থায় নির্মল নানাবিধ
 গৃহ ও লতাগৃহ ছিল এবং মনোহর চিত্রশালা ও কেলিপর্বত ছিল ; আর, উৎ-
 কৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ বহুবিধ দীঘী এবং পদ্ম ও উৎপলের সৌরভে আমোদিত

রম্যাশ্চ বিবিধান্তত্র পুষ্করিণ্যো বনাবৃতাঃ ।

তড়াগানি চ রম্যাণি বৃহস্তি স্ববহুনি চ ॥৬১॥

তেষাং পুণ্যজানোপেতং রাষ্ট্রমাবিশতাং মহৎ ।

পাণ্ডবানাং মহারাজ ! স্বঃ স্বঃ শ্রীতিরবদ্ধত ॥৬২॥

তত্র ভীষ্মেণ রাজ্ঞা চ ধর্মপ্রণয়নে কৃতে ।

পাণ্ডবাঃ সমপদন্তু থাণ্ডবপ্রস্থবাসিনঃ ॥৬৩॥

পঞ্চভিস্তমহেষ্ণাসৈরিন্দ্রকল্পৈঃ সমন্বিতম্ ।

শুশুভে তৎ পুরশ্চেষ্টং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৬৪॥

তান্ নিবেশ্য ততো বীরো রামেণ সহ কেশবঃ ।

যযৌ দ্বারবতীং রাজন্ ! পাণ্ডবানুমতে তদা ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাদিপৰ্বণি বিতুরা-
গমনরাজ্যলাভে পুরনির্মাণং নাম দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রম্যা ইতি । তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে । নির্ম্মিরে ইত্যাভ্যত্রাপি শেষঃ ॥৬১॥

তেষামিতি । পুণ্যার্থাশ্বিকৈর্জনকপেতম্ । স্বঃ স্বঃ পরদিনে পরদিনে ॥৬২॥

তদ্ব্রুতি । রাজা ধৃতরাষ্ট্রেণ চ । ধর্ম্মেণ প্রণয়নে রাজ্যদানে । সমপদন্তু অভবন্ ॥৬৩॥

পঞ্চভিরিতি । মহেষ্ণাসৈর্মহাধর্ম্মজ্ঞৈঃ । ভোগবতী নদী তদ্যুক্তং পাতালমিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫২—৬০॥ বনাবৃতাঃ বনৈরারামৈরাবৃতাঃ, জলপূর্ণা বা ॥৬১॥ পুণ্যার্জনকপেতম্ ॥৬২॥

হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণে পরিশোভিত মনোহর বহুতর সরোবর ছিল ॥৫৪—৬০॥

আর, সেই ইন্দ্রপ্রস্থে উপবনে পরিবেষ্টিত নানাবিধ মনোহর পুষ্করিণী এবং সুন্দর সুন্দর বহুতর বৃহৎ জলাশয় ছিল ॥৬১॥

মহারাজ ! ধার্মিক লোকে পরিপূর্ণ সেই বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর পাণ্ডবগণের দিন দিনই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬২॥

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্ম অমুসারে রাজ্য দান করিলে, পাণ্ডবগণ তখন ইন্দ্র-প্রস্থবাসী হইয়া গেলেন ॥৬৩॥

ইন্দ্রতুল্য মহাধর্ম্মজ্ঞের পঞ্চ পাণ্ডব অবস্থান করিতে লাগিলে, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরী নাগরক্ষিত পাতালপুরীর আশে পাশে লাগিল ॥৬৪॥

[৬২]...স্বঃ স্বঃ শ্রীতিরবদ্ধত । * ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’

‘...নবাধিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

একাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

এবং সম্প্রাপ্য রাজ্যং তদিস্তপ্রস্থং তপোধন ! ।

অত উৰ্দ্ধং মহাত্মানঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

সৰ্ব্ব এব মহাসত্বা মম পূৰ্বপিতামহাঃ ।

দ্রোণদী ধৰ্ম্মপত্নী চ কথং তানম্ববর্তত ॥২॥

কথঞ্চ পঞ্চ কৃষ্ণায়ামেকস্তাং তে নরাধিপাঃ ।

বর্তমানা মহাভাগা নাভিভৃন্ত পরস্পরম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । দ্বারবতীং দ্বারকাং নগরীম্ । পাণ্ডবানাম্ অহুমতে অহুমতো সত্যাম্ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:~:~:—

এবমিতি । ইন্দ্রপ্রস্থং তৎসধন্ধি । উৰ্দ্ধং পরম্ ॥১॥

সৰ্ব্ব ইতি । মহাসত্বা মহাবলাঃ । পিতামহাং পূৰ্ব্ব ইতি পূৰ্বপিতামহাঃ ॥২॥

কথমিতি । নাভিভৃন্ত ভিন্না নাভবন্ বিবাদং নাকুৰ্ম্মনিত্যর্থঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজা ধৃতরাষ্ট্রোণ । ধৰ্ম্মস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত । প্রণয়নে প্রাপণে ॥৬৩-৬৫॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০০॥

—:~:~:~:—

মহারাজ ! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া মহাবীর কৃষ্ণ পাণ্ডব-
গণেব অহুমতিক্রমে বলরামের সহিত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ॥৬৫॥

—:~:~:~:—

জনমেজয় কহিলেন—‘তপোধন ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ এই ভাবে রাজ্যলাভ
করিয়া তাহার পর কি করিলেন ? ॥১॥

আমার প্রপিতামহেরা সকলেই মহাশক্তিশালী ছিলেন ; সুতরাং একা
দ্রোণদী তাঁহাদের ধৰ্ম্মপত্নী হইয়া কি করিয়া তাঁহাদের সকলেরই মন রক্ষা
করিতেন ? ॥২॥

[১]...ইন্দ্রপ্রস্থে তপোধন!... [২] তে তু বীরা নরব্যাজাঃ সৰ্বে মম পিতামহাঃ... ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সৰ্বং বিস্তরেণ তপোধন ! ।

তেবাং চেষ্টিতমন্তোন্তং যুক্তানাং কৃষ্ণয়া সহ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যমুক্তাতাঃ কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।

রেমিরে থাণ্ডবপ্রশ্নে প্রাপ্তরাজ্যাঃ পরন্তুপাঃ ॥৫॥

প্রাপ্য রাজ্যং মহাতেজাঃ সত্যসন্ধো যুধিষ্ঠিরঃ ।

পালয়ামাস ধৰ্ম্মেণ পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৬॥

জিতারয়ো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সত্যধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ।

যুদং পরমিকাং প্রাপ্তাস্তত্রোযুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৭॥

কুর্বাণাঃ পৌরকার্য্যাণি সৰ্বাণি পুরুষৰ্ষভাঃ ।

আসাক্ষক্ৰুর্মহার্হেযু পার্ধিবেষাদেনেষু চ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোতুমিতি । চেষ্টিতং ব্যবহারম্ । কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ যুক্তানাং মিলিতানাং ॥৪॥

ধৃততি । ধৃতরাষ্ট্রেণ অভ্যমুক্তাতা রাজ্যভোগায় অহুমতাঃ ॥৫॥

প্রাপ্যেতি । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । পৃথিবীং নিজরাজ্যম্ ॥৬॥

জিতেতি । জিতারয়ো বিজিতকামাশ্চন্তঃ শত্রবঃ । তত্র ইন্দ্রপ্রশ্নে, উযুঃ স্থিতাঃ ॥৭॥

কুর্বাণা ইতি । আসাক্ষক্ৰুন্তুঃ । পার্ধিবেষু তৎসম্বন্ধিষু, আসনেদধিকারেষু ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৬॥ তত্রোযুঃ তত্র ইন্দ্রপ্রশ্নে উযুঃ বাসং কৃতবন্তঃ ॥৭॥ আসাক্ষক্ৰুঃ

কি করিয়াই বা তাঁহারা পাঁচ জন এক দ্রৌপদীতে আসক্ত থাকিয়া নির্বিবাদে কালযাপন করিয়াছিলেন ? ॥৩॥

তপোধন ! এক দ্রৌপদীর সহিত সম্মিলিত তাঁহাদের পাঁচ জনেরই পরস্পর ব্যবহারগুলি আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে রাজ্যলাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রশ্নে থাকিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ অশুভব করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তেজস্বী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত মিলিয়া ধৰ্ম্ম অনুসারে রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন ॥৬॥

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধৰ্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ কাম-ক্রোধাদি জয় করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অশুভব করিতে থাকিয়া সেই ইন্দ্রপ্রশ্নেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৭॥

অথ তেষুপবিষ্টেষু সর্বেষ্বেব মহাত্মহ ।
 নারদস্তথ দেবর্ষিরাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৯॥
 আসনং রুচিরং তস্মৈ প্রদদৌ স্বং যুধিষ্ঠিরঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোত্তরে তস্মিন্মুপবিষ্টো মহানৃষিঃ ॥১০॥
 দেবর্ষেরূপবিষ্টস্ত স্বয়মর্ঘ্যং যথাবিধি ।
 প্রাদাদ্‌যুধিষ্ঠিরো ধীমান্ রাজ্যং তস্মৈ জবেদয়ৎ ॥১১॥
 প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজানৃষিঃ প্রীতমনাস্তদা ।
 আশীর্ভবর্দ্ধয়িত্বা চ তমুবাচাস্তামিতি ॥১২॥
 নিষসাদাভ্যনুজাতস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 কথয়ামাস কৃষ্ণায়ৈ ভগবন্তমুপস্থিতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । তেষু পাণ্ডবেষু । যদৃচ্ছয়া স্বৈচ্ছয়া ॥৯॥
 আসনমিতি । কৃষ্ণাজিনং নিজং কৃষ্ণমৃগচৰ্ম্ম উত্তরে উপরি যন্ত তস্মিন্ ॥১০॥
 দেবর্ষেরিতি । তস্মৈ নারদায়, রাজ্যং জবেদয়ৎ রাজ্যানিবেদনোক্তিমকরোৎ ॥১১॥
 প্রতিগৃহ্ণতি । তং যুধিষ্ঠিরম্ । আস্ততাম্ উপবিষ্টতামিত্যুবাচ ॥১২॥
 নিষসাদেতি । নিষসাদ উপবিবেশ । কথয়ামাস দৃতীদ্বারা । ভগবন্তং নারদম্ ॥১৩॥

তাহারা সমস্ত পৌরকার্য সম্পাদন করিতে থাকিয়া মহামূল্য রাজকীয় আসনেই অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর একদিন মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আপন ইচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৯॥

অমনি যুধিষ্ঠির নিজের মনোহর আসন খানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; তখন নারদ তাহার উপরে নিজের কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলেন ॥১০॥

নারদ উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির নিজেই তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন এবং আপন রাজ্য দান করিতে চাহিলেন ॥১১॥

নারদ সেই পূজা গ্রহণ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, আশীর্বাদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—‘তুমি উপবেশন কর’ ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির নারদের অমুমতি পাইয়া উপবেশন করিলেন এবং নারদ আসিয়াছেন এই সংবাদ জ্যোপদীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন ॥১৩॥

শ্ৰুত্বৈতদ্দ্রোপদী চাপি শুচিভূত্বা সমাহিতা ।
 জগাম তত্র যত্রাস্তে নারদঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৪॥
 তস্তাভিবাচ চরণে দেবর্ষেধর্মচারিণী ।
 কৃতাজ্জলিঃ স্তসংবীতা স্থিতাথ দ্রুপদাজ্জা ॥১৫॥
 তস্তাশ্চাপি স ধর্মাত্মা সত্যবাগৃষিসত্তমঃ ।
 আশিষো বিবিধাঃ প্রোচ্য রাজপুত্র্যাস্ত নারদঃ ।
 গম্যতামিতি হোবাচ ভগবাংস্তামনিন্দিতাম্ ॥১৬॥
 গতায়ামথ কৃষ্ণায়াং যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
 বিবিঞ্জে পাণ্ডবান্ সর্বানুব্রূবাচ ভগবানুযিঃ ॥১৭॥
 পাঞ্চালী ভবতামেকা ধর্মপত্নী যশস্বিনী ।
 যথা বো নাত্র ভেদঃ স্মৃতাং নীতির্বিধীয়তাম্ ॥১৮॥
 স্তন্দোপস্তন্দো হি পুরা ভ্রাতরৌ সহিতাবুভৌ ।
 আস্তামবধ্যাবশ্বেষাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতো ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্ৰুত্বৈতি । শুচিঃ পবিত্রা, সমাহিতা নারদং প্রত্যাব ভক্তিয়ুক্তা চ ভূত্বা ॥১৪॥
 তস্তেতি । ধর্মচারিণী ধর্মাত্মানপরায়ণা । স্তসংবীতা কৃতাবগুণনা ॥১৫॥
 তস্তা ইতি । তস্তা রাজপুত্র্যা দ্রোপস্তাঃ । হেতি পাদপূরণে । গৃঢ়পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 গতায়ামিতি । যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীন্ । বিবিঞ্জে জনাস্তররহিতে ॥১৭॥
 পাঞ্চালীতি । বো যুয়াকম্, অত্র পাঞ্চাল্যাম্, ভেদো বৈমত্যনিবন্ধনঃ কলহঃ ॥১৮॥
 স্তন্দেতি । সহিতৌ প্রণয়সংশ্লিষ্টৌ । আস্তাং ভূতবস্তৌ । অবশেষাং দেবাদীনাম্ ॥১৯॥
 দ্রোপদীও তাহা শুনিয়া পবিত্র ও ভক্তিয়ুক্ত হইয়া, যেখানে নারদ পাণ্ডব-
 গণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥
 উপস্থিত হইয়া ধর্মপরায়ণা দ্রোপদী দেবর্ষির চরণযুগলে নমস্কার করিয়া,
 কৃতাজ্জলি হইয়া অবহৃষ্টিতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১৫॥
 তখন ধর্মাত্মা ও সত্যবাদী নারদ দ্রোপদীকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া
 বলিলেন—‘তুমি যাইতে পার’ ॥১৬॥
 তাহার পর দ্রোপদী চলিয়া গেলে, অত্র লোক না থাকায় নারদ যুধিষ্ঠির-
 প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডবকে বলিলেন—॥১৭॥
 ‘যুধিষ্ঠির ! একমাত্র দ্রোপদীই তোমাদের ধর্মপত্নী । স্মৃতরাং যাহাতে
 তাহাকে লইয়া তোমাদের পরম্পর বিবাদ উপস্থিত না হয়, তেমন নিয়ম
 কর ॥১৮॥

একরাজ্যাবেকগৃহাবেকশয্যাসনাশনো ।

তিলোত্তমায়ান্তো হেতোরন্তোন্মভিজন্মভুঃ ॥২০॥

রক্ষ্যতাং সৌহৃদং তস্মাদন্তোন্মগ্ৰীতিভাবকম্ ।

যথা বো নাত্র ভেদঃ স্মাদৎ কুরুষু যুধিষ্ঠির ! ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ কস্ত পুত্রৌ মহামুনে ! ।

উৎপন্নশ্চ কথং ভেদঃ কথঞ্চাত্মোন্মগ্নতাম্ ॥২২॥

অপ্সরা দেবকন্তা বা কস্ত চৈষা তিলোত্তমা ।

যস্তাঃ কামেন সম্মত্তৌ জন্মভূস্তৌ পরস্পরম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । একত্র শয্যায়াম্ আসনমবস্থানম্ অশনমেকত্র ভোজনঞ্চ যয়োস্তৌ ॥২০॥

রক্ষ্যতামিতি । অন্তোন্মগ্ৰীতিভাবকং পরস্পরস্বদয়াকর্ষণজনকম্ । বো যুগাকম্ ॥২১॥

সামান্ততঃ ক্রতং বিশেষশ্রবণার্থং পৃচ্ছতি সুন্দেতি । অতএবাসুরাবিত্যাভ্যক্তিঃ
সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

অপ্সরা ইতি । কস্ত চ আয়ত্তেতি শেষঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থিরাসনা বভূবুঃ । পার্শ্ববেষু রাজস্বক্ষিপু, আসনেষু অধিকারবিশেষে ॥৮—১৪॥ সুসংবীতা
সম্যাক্ কৃতাবগুণনা ॥১৫—২০॥ অন্তোন্মগ্ৰীতিভাবকং পরস্পরগ্ৰীত্যা ভাবো বুদ্ধির্ভ্রান্ত তত্ত্বা
॥২১॥ অন্নতাং হতবস্তৌ ॥২২॥ কস্ত দেবস্ত কস্তা ॥২৩—২৪॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০১॥

কারণ, পূর্বকালে ত্রিভুবনবিখ্যাত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল ;
তাহারা দুই জনেই সম্মিলিত থাকিত এবং অশ্রুর অবধ্য ছিল ॥১৯॥

তাহাদের এক রাজ্য, এক গৃহ, এক শয্যা এবং একত্র অবস্থান ও ভোজন
ছিল ; কিন্তু তাহারাও এক তিলোত্তমার জন্মই পরস্পর পরস্পরকে বধ
করিয়াছিল ॥২০॥

অতএব তোমরা পরস্পর প্রণয়জনক সৌভ্রাতৃ রক্ষা কর এবং যাহাতে
তোমাদের মধ্যে ভেদ না জন্মে, তাহা কর' ॥২১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—‘মহর্ষি ! সুন্দ ও উপসুন্দ অশ্রুর কাহার পুত্র ছিল ?
কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা পরস্পর
পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ? ॥২২॥

এই তিলোত্তমা অপ্সরা ছিল ? না দেবকন্তা ছিল এবং সে কাহার অধীন

এতৎ সৰ্বং যথাবৃত্তং বিস্তরেণ তপোধন ! ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ ! পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্ব্বণি বিদুরা-
গমনরাজ্যাভে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:—

অধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

নারদ উবাচ ।

শৃণু মে বিস্তরেণেমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পার্থ ! যথাবৃত্তং যুধিষ্ঠির ! ॥১॥

মহাস্থরস্থান্ববায়ৈ হিরণ্যকশিপোঃ পুরা ।

নিকুন্তো নাম দৈত্যেন্দ্রেস্তেজস্বী বলবানভূঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । বৃত্তং জাতমনতিক্রম্যেতি যথাবৃত্তম্ । পরমত্যস্তম্ । নঃ অস্বাকম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যাভে একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—

শৃণ্বিতি ! অত্র পুরাতনশব্দপ্রয়োগাদিতিহাসপদেনোপাখ্যানমাত্রং লক্ষ্যতে ॥১॥

মহেতি । অথবায়ে বংশে । তেজস্বী উৎসাহী ॥২॥

ছিল ? যাহার প্রতি কামে সম্মত্ত হইয়া সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর পরস্পরকে
বধ করিয়াছিল ॥২৩॥

হে তপোধন ! এই বৃত্তান্ত সমস্তই আমরা বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে
শুনিতে ইচ্ছা করি ; কেন না, আমাদের অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে ॥২৪॥

—:—

নারদ বলিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত আমার নিকটে এই
প্রাচীন উপাখ্যান বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥১॥

পূৰ্ব্বকালে মহাস্থর হিরণ্যকশিপুৰ বংশে তেজস্বী ও বলবান ‘নিকুন্ত’-
নামে এক মহাদৈত্য জন্মিয়াছিল ॥২॥

[২৪] ইতঃ পূৰ্ব্বং কচিং ‘নারদ উবাচ’ ইতি পাঠো দৃগতে । * ‘...বড়ধিকঃ...’
‘...অষ্টাধিকঃ...’ ‘...দশাধিকঃ...’ ‘...অষ্টাবিংশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

তস্মা পুত্রৌ মহাবীর্যৌ জাতৌ ভীমপরাক্রমৌ ।
 স্নোপস্নো দৈত্যৈর্জ্যৈ দারুণৌ ক্রুরমানসৌ ॥৩॥
 তাবেকনিশ্চয়ো দৈত্যাবেককার্যার্থসম্মতো ।
 নিরস্তরমবর্তেতাং সমদুঃখস্থাবুভৌ ॥৪॥
 বিনাশ্যোশ্যং ন ভুঞ্জাতে বিনাশ্যোশ্যং ন গচ্ছতঃ ।
 অশ্যোশ্যশ্চ প্রিয়করাবশ্যোশ্যশ্চ প্রিয়ংবদৌ ॥৫॥
 একশীলসমাচারৌ দ্বিধৈবৈকোহভবৎ কৃতঃ ।
 তৌ বিব্রকৌ মহাবীর্যৌ কার্যেষ্বপ্যেকনিশ্চয়ো ॥৬॥
 ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় সমাধায়ৈকনিশ্চয়ো ।
 দীক্ষাং কৃৎস্না গতো বিদ্যং তাবুগ্রং তেপভুস্তপঃ ॥৭॥
 তৌ তু দীর্ঘেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবুতঃ ।
 ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবঙ্কলধারিণৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । স্নোপস্নো তদার্থো । ক্রুরমানসৌ নিষ্ঠুরচিত্তৌ ॥৩॥
 তাবিত্তি । এক এব নিশ্চয়ঃ কৰ্ত্তব্যেবধারণং যমোত্তৌ, একশ্বিন্নেব কার্যে কৰ্ত্তব্যরূপে
 অর্থে বিষয়ে সম্মতো । কদাচিদপি তদ্ব্যবসায়ং নাভূদিত্তি ভাবঃ ॥৪॥
 বিনেতি । অপদাধাহারাদতীতেহপি বর্তমানা । প্রিয়করৌ প্রিয়ংবদৌ চাস্তাম্ ॥৫॥
 একেতি । বিধাতা এক এব দ্বিধা কৃত ইব অভবদিত্যশ্বয়ঃ ॥৬॥
 ত্রৈলোক্যেতি । সমাধায় একমতীভূত । দীক্ষাং সঙ্কল্পম্ । বিদ্যং পরমতম্ ॥৭॥
 তাবিত্তি । তপোযুক্তৌ তপস্তাহুষ্ঠানে শক্তিশালিনৌ । তত এবাহ ক্ষুদিত্যাদি ॥৮॥

সেই নিকুন্তের স্নন্দ ও উপস্নন্দ নামে দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল ; তাহারা
 অত্যন্ত বলবান, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, ভীষণপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুরচিত্ত ছিল ॥৩॥

তাহারা সর্বদাই একরূপ কর্তব্য স্থির করিত, এক কার্যে উভয়েই সম্মত
 হইত এবং উভয়েরই সমান সুখ ও সমান দুঃখ ছিল ॥৪॥

তাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া ভোজন বা গমন করিত না এবং পরস্পর
 পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিত ও প্রিয় কথা বলিত ॥৫॥

তাহাদের স্বগ্রহ ও আচরণ এক রকম ছিল ; স্তুরাং বিধাতা যেন একটী—
 কেই দুইটি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন । কার্য্যে একমতাবলম্বী ও মহাবীর
 সেই স্নন্দ ও উপস্নন্দ ক্রমে বড় হইয়া উঠিল ॥৬॥

তাহার পর, তাহারা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্ত একমত ও একনিশ্চয়
 হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিদ্যাপর্য্যন্তে যাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্তা করিতে
 লাগিল ॥৭॥

মলোপচিতসর্বাক্ষৌ বায়ুভক্ষৌ বভূবভুঃ ।
 আশ্রমাংসানি জ্বলন্তৌ পাদানুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতৌ ।
 উর্দ্ধবাহু চানিমিষৌ দীর্ঘকালং ধৃতব্রতৌ ॥৯॥
 তয়োস্তপঃপ্রভাবেণ দীর্ঘকালং প্রতাপিতঃ ।
 ধূমং প্রমুখচে বিক্ষান্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥১০॥
 ততো দেবা ভয়ং জগ্মুঃ কুগ্রং দৃষ্ট্বা তয়োস্তপঃ ।
 তপোবিঘাতার্থমথো দেবা বিদ্বানি চক্রিরে ॥১১॥
 রত্নৈঃ প্রলোভয়ামাশুঃ স্ত্রীভিশ্চোভৌ পুনঃ পুনঃ ।
 ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ব্রতস্য স্মহাব্রতৌ ॥১২॥
 অথ মায়াং পুনর্দেবাস্তয়োশ্চক্রুমহান্ননোঃ ।
 ভগিন্যো মাতরো ভার্য্যাস্তয়োঃ পরিজনস্তথা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মলেতি । পাদানুষ্ঠাগ্রাণ বিষ্ঠিতৌ ভূতলে অবস্থিতৌ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥
 তয়োৱিতি । ধূমং প্রমুখচে উজ্জগার, আদ্রেদ্ধনবদিতি ভাবঃ ॥১০॥
 তত ইতি । বিদ্বানীতি নপুংসকস্বার্থম্ ॥১১॥
 রত্নৈৱিতি । ব্রতস্য তপসঃ । যেন হি স্মহাব্রতৌ স্বদৃঢ়মহাতপোনিয়মৌ ॥১২॥

তাহারা জটা ও বক্স ধারণ করিয়া, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর থাকিয়া, দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িল ॥৮॥

তাহাতে তাহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, আপনাদের মাংস দ্বারা হোম করিতে থাকিয়া, কেবল পাদানুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে অবস্থানপূর্বক উর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেঘনয়ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিল ; তখন তাহাদের অঙ্গে মল জমা হইয়াছিল ॥৯॥

তাহাদের তপস্যার প্রভাবে দীর্ঘকাল সমুপু হইতে থাকায় বিক্ষিপর্বত ধূমোদগার করিতে লাগিল ; সে ঘটনা যেন অদ্ভুত হইতে থাকিল ॥১০॥

তাহার পর, তাহাদের ভয়ঙ্কর তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভীত হইয়া পড়িলেন ; তাই তাহারা তাহাদের তপোভঙ্গের জন্ত বিদ্ব করিতে লাগিলেন ॥১১॥

দেবতারা নানাবিধ মণি, রত্ন ও যুবতি স্ত্রী দ্বারা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিলেন ; কিন্তু তাহারা দৃঢ় তপস্বী হইয়াছিল বলিয়া তপোভঙ্গ করিল না ॥১২॥

তা'র পর, আবার দেবতারা তাহাদের উপরে মায়াপ্রকাশ করিলেন—

(৯)...পাদানুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতৌ... । (১৩)...তয়োশ্চক্রুমহান্ননোঃ ।

প্রপাত্যমানা বিস্রস্তাঃ শূলহস্তেন রক্ষসা ।
 ভ্রষ্টাভরণকেশাস্তা একান্তভ্রষ্টবাসসঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 অভিভাষ্য ততঃ সর্বাস্তৌ ভ্রাহীতি বিচুক্ৰুশুঃ ।
 ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ত্রতস্তু স্তমহাব্রতো ॥১৫॥
 যদা ক্ষোভং নোপযাতি নার্তিমম্মতরন্তয়োঃ ।
 ততঃ স্ত্রিয়স্তা ভূতঞ্চ সর্বমস্তরধীয়ত ॥১৬॥
 ততঃ পিতামহঃ সাক্ষাদভিগম্য মহাস্ররৌ ।
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস সর্বলোকহিতঃ প্রভুঃ ॥১৭॥
 ততঃ স্তন্যোপস্থন্দৌ তৌ ভ্রাতরৌ দৃঢ়বিক্রমৌ ।
 দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং তস্থতুঃ প্রাঞ্জলী তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । পরিজনো দাস্তাদিঃ । বিস্রস্তা ভুলুপ্তিতা আসন্ । ভ্রষ্টানি স্থলিতানি আভরণানি যেভ্যস্তে তাদৃশাঃ কেশাস্তা যাযাং তাঃ, একান্তভ্রষ্টবাসসঃ সম্পূর্ণস্থলিতবস্ত্রাঃ ॥১৩—১৪॥

অভীতি । অভিভাষ্য সন্দোধ্য ! সর্বা ভগিন্যদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫॥

যদেতি । তয়োঃস্ততর একতরোহপি । আর্জিৎ পীড়াম্ । যদাপদযোগাৎ “প্রয়োগতন্ম” ইত্যতীতে বর্তমানা । ভূতং রাক্ষসরূপঃ স প্রাণী ॥১৬॥

তত ইতি । পিতামহো ব্রহ্মা । বরেণ বরদানজ্ঞাপনেন চন্দ্রয়ামাস তোষয়ামাস ॥১৭॥

তত ইতি । দৃঢ়বিক্রমৌ তপস্তপি মহাশক্তিকৌ ॥১৮॥

শূলধারী কোন রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, ভাৰ্য্যা ও দাসীপ্রভৃতি পরিজনদিগকে আনিয়া তাহাদিগকে একেবারে বিবস্ত্র করিয়া আঘাত করিতে থাকিল ; তাহাতে তাহাদের চুলের অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহারা ভূতলে লুপ্তিত হইতে থাকিল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরাই শূল ও উপশূলকে সম্বোধন করিয়া ‘রক্ষা কর রক্ষা কর’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । তথাপি তাহারা তপস্তাভঙ্গ করিল না ॥১৫॥

যখন তাহাদের মধ্যে কেহই ক্ষুব্ধ বা হুঃখিত হইল না, তখন সেই সকল স্ত্রীলোক ও রাক্ষস অস্তহিত হইল ॥১৬॥

তাহার পর, সমস্ত লোকের হিতৈষী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মা তাহাদের সমক্ষে যাইয়া বরদান করিবেন জানাইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৭॥

তৎপরে, তপস্তাতেও দৃঢ়শক্তিশালী শূল ও উপশূল দুই ভ্রাতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া তখনই কৃতাজলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥১৮॥

উচতুশ্চ প্রভুং দেবং ততস্তৌ সহিতৌ তদা ।

আবয়োস্তুপসানেন যদি প্রীতঃ পিতামহঃ ॥১৯॥

মায়াবিদাবস্ত্রবিদৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ ।

উভাবপ্যমরৌ স্তাব প্রসম্নৌ যদি নৌ প্রভুঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋতেহমরত্বং যুবয়োঃ সৰ্ব্বমুক্তং ভবিষ্যতি ।

অমৃতদ্রুগীতং মৃত্যোশ্চ বিধানমমরৈঃ সমম্ ॥২১॥

প্রভবিষ্যাব ইতি যম্মহদভ্যুদ্যতং তপঃ ।

যুবয়োহেতুনাহনেন নামরত্বং বিধীয়তে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উচতুরিতি । সহিতৌ মিলিতৌ সম্ভাবেব, প্রভুং দেবং ব্রহ্মাণমুচ্যুতঃ । কিস্তুতুরিত্যাহ
আবয়োরিতি । উভাবপ্যাবাম্ । স্তাব ভবেব । নৌ আবাং প্রতি ॥১৯—২০॥

ঋত ইতি । অমরত্বম্ ; ঋতে বিনা, যুবাব্যামুক্তম্ অস্তং সৰ্বমেব যুবয়োৰ্ভবিষ্যতি ।
অতএব মৃত্যোরস্তং অমরৈঃ সমমেব, বিধীয়ত ইতি বিধানঃ প্রভাবম্, দ্রুগীতং যুবামিতি
শেষঃ ॥২১॥

প্রতি । প্রভবিষ্যাব আবাং জগতাং প্রভু ভবিষ্যাব ইতি উদ্दिষ্টেতি শেষঃ । অভ্য-
স্ততমহুগ্ধিতম্ । অমরত্বং ন বিধীয়তে, তথাহি যুবয়োৰ্যত্যাচারিণে নিস্তারাসম্ভবাদিতি
ভাবঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

শৃণ্বতি ॥১—৩॥ নিরস্তরং মতিভেদং বিনা ॥৪—২০॥ যেন অমরত্বল্যং ভবেৎ তাদৃশং
বুগীতং জ্ঞাপয়তম্ ॥২১॥ প্রভবিষ্যাবঃ প্রভুত্বমৈশ্বৰ্য্যং করিষ্যাবঃ । যংকামো যদারভেৎ

তদনস্তর, তাহারা সম্মিলিতভাবেই ব্রহ্মাকে বলিল—‘এই তপস্তা দ্বারা
আমাদের উপরে যদি আপনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা ছুই
জনেই যেন মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান্, কামরূপী ও অমর হইতে
পারি’ ॥১৯—২০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—‘অমরত্ব ব্যতীত অস্ত্র যাহা বলিলে, সে সমস্তই তোমাদের
হইতে পারিবে । সুতরাং তোমরা মৃত্যু বিষয় ছাড়া দেবতার তুল্য অস্ত্র সমস্ত
প্রভাবই বরণ করিতে পার ॥২১॥

‘আমরা ত্রিভুবনেরই প্রভু হইব’ এই উদ্দেশ্য করিয়াই যে হেতু তোমরা
গুরুতর তপস্তা করিয়াছ, সেই হেতুই তোমাদের অমরত্ব বিধান করিব না ॥২২॥

ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় ভবন্ত্যামাশ্বিতং তপঃ ।

হেতুনানেন দৈত্যৈশ্চো ! ন বাং কামং করোম্যহম্ ॥২৩॥

স্বন্দোপস্বন্দাবুচতুঃ ।

ত্রিষু লোকেষু যন্তু তং কিঞ্চিৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

সর্বস্মান্মৌ ভয়ং ন শ্রাদৃতেহন্তোন্ত্যং পিতামহ ! ॥২৪॥

ব্রহ্মোবাচ । *

যৎ প্রার্থিতং যথোক্তঞ্চ কামমেতদদানি বাম্ ।

মৃত্যোর্বিধানমেতচ্চ যথাবদ্বাং ভবিষ্যতি ॥২৫॥

নারদ উবাচ ।

ততঃ পিতামহো দন্ত্বা বরমেতদন্তদা তয়োঃ ।

নিবর্ত্য তপসন্তৌ চ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥২৬॥

লব্ধ্বা বরাণি দৈত্যৈশ্চাবধ তৌ ভ্রাতরাবুভৌ ।

অবধ্যৌ সর্বলোকস্ত স্বমেব ভবনং গতো ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্রৈলোক্যোতি । আহ্বিতমহুষ্টিতম্ । বাং যুবয়োঃ, কামং কামনা বিষয়মব্রতম্ ॥২৩॥

ত্রিধিতি । ভূতং প্রাণী । নৌ আবয়োঃ । অতোজ্ঞং পরস্পরম্, ঋতে বিনা । আবয়োঃ পরস্পরস্ত পরমপ্রেমাবদ্ধতয়া কদাপি ন বৈরসম্ভাবনেতি ভাবঃ ॥২৪॥

যদিতি । কামং পর্যাগম্ । বাং যুবাভ্যাম্ । যথাবদ্ব্যক্তলোকবৎ, বাং যুবয়োঃ । যথাবদ্ যুবাভ্যামেবোক্তবদ্বিতি চার্থঃ । তেন চ পরস্পরস্বারৈব যুবয়োমৃত্যুভবিতেনি সূচিতম্ ॥২৫॥

তত ইতি । তপসঃ সকাশাৎ, তৌ স্বন্দোপস্বন্দৌ, নিবর্ত্য নিবৃত্তৌ কৃত্বা ॥২৬॥

তোমরা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্তই তপস্তা করিয়াছ, এই কারণেই তোমাদের অভীষ্ট অমরত্ববিষয়ে বর দিব না' ॥২৩॥

সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল—‘পিতামহ । ত্রিভুবনের মধ্যে স্বাবর ও জঙ্গম যে কিছু প্রাণী আছে, আমাদের পরস্পর ছাড়া সে সকল প্রাণী হইতেই আমাদের ভয় হইবে না (এই বর দিন)’ ॥২৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—‘তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে বা বলিলে, তাহা তোমাদের দিগকে পর্যাগু পরিমাণেই দিলাম ; তবে তোমাদের এই মৃত্যুটা যথোক্তভাবেই হইবে’ ॥২৫॥

নারদ বলিলেন—‘ব্রহ্মা তাহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া এবং তপস্তা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া এখনই ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

* পিতামহ উবাচ । (২৫)...যথাবদ্বা ভবিষ্যতি ।

তৌ তু লব্ধবরৌ দৃষ্টৌ কৃতকার্মৌ মনস্বিনৌ ।
 সৰ্ব্বঃ স্নহজ্জনস্তাভ্যাং প্রহৰ্ষমুপজগ্মিবান্ ॥২৮॥
 ততস্তৌ তু জট্যাং ভিষ্মা মোলিনৌ সংবভূবতুঃ ।
 মহার্হাভরণোপেতৌ বিরজোহম্বরধারিণৌ ॥২৯॥
 অকালকৌমুদীকৈব চক্রতুঃ সার্বকালিকীম্ ।
 নিত্যপ্রমুদিতঃ সৰ্ব্বশুয়োশৈচব স্নহজ্জনঃ ॥৩০॥
 ভক্ষ্যতাং ভুজ্যতাং নিত্যং দীপ্যতাং রম্যতামিতি ।
 গীৰ্য্যতাং গীৰ্য্যতাঞ্চৈতি শব্দশচাসীদগৃহে গৃহে ॥৩১॥
 তত্র তত্র মহানাদৈরুৎকৃষ্টতলনাদিতৈঃ ।
 হৃষ্টং প্রমুদিতং সৰ্ব্বং দৈত্যানামভবৎ পুরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

লব্ধেতি । অবধৌ সন্তৌ । স্বং স্বকীয়মেব ॥২৭॥
 তাবতি । কৃতকার্মৌ লব্ধনোরধৌ । তাভ্যাং করণাভ্যাম্ ॥২৮॥
 তত ইতি । ভিষ্মা বিদার্য্য তৎকেশান্ বিল্লিগ্নেত্যর্থঃ, মোলিনৌ ধম্বিল্লবন্তৌ । পুংসাং
 ধম্বিল্লস্ত উভয়পার্শ্ববন্ধকেশঃ । বিরজো নিধূলিকং পরিকৃতমধ্বরং বস্ত্রং ধারয়ত ইতি তৌ ॥২৯॥
 অকালেতি । ন বিদ্যতে কাল উত্তমসময়ো যন্মাংসঃ অকালঃ পূর্ণিমাতিথিস্তৎসম্বন্ধিনীং
 কৌমুদীং জ্যোৎস্নাম্, সার্বকালিকীম্ অমাবস্তাদিসৰ্ব্বকালবত্তিনীম্, চক্রতুঃ ॥৩০॥
 ভক্ষ্যতামিতি । ভক্ষ্যতাং চব্যতামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । নিত্যং সৰ্ব্বদা ॥৩১॥
 তত্রৈতি । উৎকৃষ্টমানন্দাদুচ্চৈরাহ্বানং তলং করতলঞ্চ ভয়োনাদিতৈঃ শব্দৈঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎসমাপ্তৌ তদেব লভতে নান্নাদিত্যর্থঃ ॥২২—২৪॥ যথাবৎ বা যথাবদেব ॥২৫—২৮॥
 মোলিনৌ কিরীটবন্তৌ । “মৌলিঃ কিরীটে ধম্বিল্লো” ইতি মেদিনী । ব্রীহাদিষ্মাদিনিঃ

দৈত্যশ্রেষ্ঠ সেই দুই ভ্রাতাও বর লাভ করিয়া সমস্ত জগতের অবধ্য হইয়া
 আপন ভবনেই চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা বর লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহাদের
 বন্ধুবর্গ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥২৮॥

তাহার পর, তাহারা জটা খুলিয়া বাবরি করিল এবং মহামূল্য অলঙ্কার ও
 নির্মল বস্ত্র পরিধান করিল ॥২৯॥

আর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে সমস্ত সময়ে রাখিয়া দিল । তাহাতে তাহাদের
 বন্ধুবর্গ সৰ্ব্বদার জন্ত আনন্দিত হইল ॥৩০॥

‘ভক্ষণ কর, ভোজন কর, পান কর, দান কর, গান কর এবং আরাম কর’
 এইরূপ শব্দ সৰ্ব্বদাই ঘরে ঘরে হইতে লাগিল ॥৩১॥

তৈস্তৈর্বিহারৈর্বহুভির্দৈত্যানাং কামরূপিণাম্ ।

সমাঃ সংক্রীড়তাং তেষামহরেকমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরা-
গমনরাজ্যাভাভে হৃন্দোপহৃন্দোপাখ্যানেন দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:—

ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

নারদ উবাচ ।

উৎসবে বৃত্তমাত্রে তু ত্রৈলোক্যাকাজ্জিগীষুর্ভো ।

মন্ত্রয়িত্বা ততঃ সেনাং তাবাজ্ঞাপয়তাং তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি । বিহারৈর্বিলাসৈঃ । সমা বহবো বৎসরা অপি একমহো দিনমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যাভাভে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—

উৎসব ইতি । বৃত্তমাত্রে সমাপ্তে সত্যেব । আজ্ঞাপয়তাং ত্রৈলোক্যজগ্নয়েতি শেষঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৥২২—৩১॥ তলনাদিতৈঃ করতলধ্বনিভিঃ, বাস্তবোৎসবৈঃ ॥৩২॥ সমাঃ বহুনি বর্ষাণি একং
দিনমিব অভূৎ ॥৩৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০২॥

—:—

যেখানে সেখানে বিশাল আনন্দকোলাহল, আমোদের আহ্বান এবং আনন্দ-
করতলধ্বনি দ্বারা দৈত্যনগরটী পরিপূর্ণ হইতে থাকিল ; তাহাতে বুঝা যাইতে
লাগিল যে, পুরবাসী সকলেই যেন হৃষ্ট ও আমোদিত হইয়াছে ॥৩২॥

কামরূপী দৈত্যেরা সেই ভাবে আমোদ করিতে থাকিলে, তাহাদের সেই
সেই নানাবিধ উৎসবে অনেক বৎসরও যেন একটী দিনের মত চলিয়া গেল ॥৩৩॥

—:—

নারদ বলিলেন—উৎসব সমাপ্ত হইবামাত্র শুন ও উপশ্রুত মন্ত্রণা করিয়া
ত্রিভুবন জয় করিবার ইচ্ছায় সৈন্তগণকে সজ্জিত হইবার জন্ত আদেশ করিল ॥১॥

* ‘...সপ্তাধিক:’ ‘...নবাধিক:’ ‘...একাদশাধিক:’ ‘... একোনত্রিশদধিক:’
ইতি পাঠান্তরাপি ।

স্ফুটন্তিরপ্যনুজ্ঞাতো দৈত্যৈর্দৈবৈশ্চ মন্ত্ৰিভিঃ ।
 কৃষ্ণা প্রাশ্চানিকং রাত্ৰৌ মঘাস্থ যযতুস্তদা ॥২॥
 গদাপট্টিশধারিণ্যা শূলমুদগরহস্তয়া ।
 প্রস্থিতৌ সহ বর্শিণ্যা মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥৩॥
 মঙ্গলৈঃ স্তুতিভিচ্চাপি বিজয়প্রতিসংহিতৈঃ ।
 চারুণৈঃ স্তুয়মানৌ তৌ জগ্মতুঃ পরয়া যুদা ॥৪॥
 তাবন্তরীক্ষমুৎপ্লুত্যা দৈত্যৌ কামগমাবূর্তৌ ।
 দেবানামেব ভবনং জগ্মতুযু'ক্কতুর্মদৌ ॥৫॥
 তয়োরাগমনং জ্ঞাস্বা বরদানঞ্চ তৎ প্রভোঃ ।
 হিহ্না ত্রিপিষ্টপং জগ্মু ব্র'ক্ষলোকং ততঃ সুরাঃ ॥৬॥
 তাবিন্দ্রলোকং নির্জিত্য যক্ষরক্ষোগাংস্তথা ।
 খেচরাণ্যপি ভূতানি জগ্মতুস্তীত্রবিক্রমৌ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স্ফুটন্তিরিতি । প্রাশ্চানিকং যাত্রাকালীনং স্বস্তায়নাদি । মঘাস্থ মঘানক্ষত্রে । “উত্তরাস্থ
 বিশাখাস্থ মঘাদ্রাভরণীযু চ” ইত্যাদিনিষেধস্ত মাস্তথপরঃ ॥২॥

গদেতি । বর্শিণ্যা বর্শধারিণ্যা । প্রস্থিতৌ তৌ স্কন্দোপস্কন্দাবিত্যুত্থকঃ ॥৩॥

মঙ্গলৈরিতি । বিজয়ে প্রতিসংহিতৈর্দর্শনচিহ্নৈর্বিজয়াকাজ্জিভিরিত্যর্থঃ ॥৪॥

তাবিতি । কামগমৌ ইচ্ছাস্থসারেণ গমনক্ষমৌ । অতএবাস্তরীক্ষাংগ্নবনম্ ॥৫॥

তয়োরিতি । প্রভোত্রক্ষণঃ । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্, হিহ্না পরিত্যজ্য । সুরা দেবাঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উৎসবে ইতি ॥১॥ মঘাস্থ গমনার্থং নিষিদ্ধেহপি নক্ষত্রে আস্থরত্যাৎ যযতুঃ ॥২—৩॥

তাহার পর, বন্ধুগণ ও মন্ত্ৰীগণের অনুমতিক্রমে তাহারা যাত্রাকালীন
 মাস্তলিক আচরণ করিয়া রাত্ৰিতে মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিল ॥২॥

তৎপরে তাহারা গদা, পট্টিশ, শূল, মুদগর, ও বর্শধারী বিশাল দৈত্যসৈন্তের
 সহিত প্রস্থান করিল ॥৩॥

এই সময়ে স্তুতিপাঠকেরা জয় ইচ্ছা করিয়া মাস্তলিক স্তুতি দ্বারা তাহাদের
 স্তব করিতে লাগিল ; এই অবস্থায় তাহারা পরমানন্দে প্রস্থান করিল ॥৪॥

কিছু পরেই যুদ্ধতুর্ধ্ব ও কামগামী স্কন্দ ও উপস্কন্দ আকাশে উঠিয়া
 দেবলোকে চলিয়া গেল ॥৫॥

তাহার পর, দেবতারা তাহাদের আগমন জানিয়া এবং ব্রহ্মার সেই বরদান
 শ্রবণ করিয়া, স্বর্গলোক পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥৬॥

[২] স্ফুটন্তিরভ্যজ্ঞাতো দৈত্যৈর্দৈবৈশ্চ মন্ত্ৰিভিঃ... । [৩]...প্রস্থিতৌ সহ বর্শিণ্যা... ।

অন্তভূমিগতান্ নাগান্ জিত্বা তৌ চ মহারথৌ ।
 সমুদ্রবাসিনীঃ সৰ্ব্বা স্নেচ্ছজাতীর্বিজিগ্যতুঃ ॥৮॥
 ততঃ সৰ্ব্বাং মহীং জেতুয়ারদ্ধাবুগ্রশাসনৌ ।
 সৈনিকান্ চ সমাহুয় স্নতীক্ৰং বাক্যমুচতুঃ ॥৯॥
 রাজর্ষয়ো মহাযজ্ঞৈর্ব্যাকবৈর্দ্বিজাতয়ঃ ।
 তেজো বলঞ্চ দেবানাং বর্দ্ধয়ন্তি ত্রিণং তথা ॥১০॥
 তেষামেবং প্রবৃত্তানাং সৰ্বেষামসুরদ্বিষাম্ ।
 সন্তুয় সর্বৈরশ্মাভিঃ কার্য্যঃ সৰ্ব্বাঙ্গনা বধঃ ॥১১॥
 এবং সৰ্ব্বান্ সমাদিশ্য পূর্ব্বতীরে মহোদধেঃ ।
 ক্রুরাং মতিং সমাস্বায় জগ্মতুঃ সৰ্ব্বতোমুখৌ ॥১২॥
 যজ্ঞৈর্ষজন্তি যে কেচিদযাজয়ন্তি চ যে দ্বিজাঃ ।
 তান্ সৰ্ব্বান্ প্রসভং হত্বা বলিনৌ জগ্মতুস্ততঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্ । খেচরাণি ভূতান্তুপি আকাশচরান্ প্রাণিনোহপি ॥৭॥
 অন্তরিতি । অন্তভূমিগতান্ পাতালস্থিতান্ । বিজিগ্যতুর্বিজিতবন্তৌ ॥৮॥
 তত ইতি । আরকৌ প্রবৃত্তৌ । কর্তরি ক্তঃ । স্নতীক্ৰং নিষ্ঠুরম্ ॥৯॥
 তৎকাক্যমেবাহ রাজেতি । হব্যানি দেবদেয়দ্রব্যানি কব্যানি চ পিতৃদেয়দ্রব্যানি তৈঃ ॥১০॥
 তেষামিতি । এবং দেবানাং পক্ষপাতিতয়া । সন্তুয় মিলিত্বা । সৰ্ব্বাঙ্গনা সর্বযত্নেন ॥১১॥
 এবমিতি । সৰ্ব্বান্ সৈনিকান্ । ক্রুরাং নিষ্ঠুরাম্ । সৰ্ব্বতোমুখৌ সর্বদিক্শিতিনৌ ॥১২॥

তখন মহাবিক্রমশালী স্ত্রন্দ ও উপস্ত্রন্দ স্বর্গলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং
 আকাশচর প্রাণিগণকে জয় করিয়া চলিয়া গেল ॥৭॥

তাহারা পাতালবাসী নাগদিগকে জয় করিয়া সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত স্নেচ্ছ-
 জাতিকে জয় করিল ॥৮॥

তা'র পর, তাহারা ভয়ঙ্কর শাসন প্রচারপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে
 আরম্ভ করিয়া সৈন্তগণকে ডাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলিল— ॥৯॥

‘রাজর্ষিরা মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা হব্য-কব্য দ্বারা দেবগণের তেজ,
 বল ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥১০॥

অতএব আমাদের সকলেরই সম্মিলিত হইয়া সেই অসুরদেবী রাজর্ষি-
 প্রভৃতির সর্বপ্রযত্নে বধ করা উচিত’ ॥১১॥

এইভাবে সকলকে আদেশ করিয়া স্ত্রন্দ ও উপস্ত্রন্দ মহাসমুদ্রের পূর্ব্বতীরে
 যাষ্টয়া নিষ্ঠুর বন্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥১২॥

আশ্রমেষ্মিহোজ্জাগি মুনীনাং ভাবিতান্ধনাম্ ।
 গৃহীত্বা প্রক্ষিপন্ত্যপ্সু বিপ্রকং সৈনিকান্তয়োঃ ॥১৪॥
 তপোধনৈশ্চ যে ক্রুদ্ধৈঃ শাপা উক্তা মহাজ্ঞাভিঃ ।
 নাক্রামন্ত তয়োস্তেহপি বরদাননিরাকৃত্যঃ ॥১৫॥
 নাক্রামন্ত যদা শাপা বাণা মুক্তাঃ শিলাশ্চিব ।
 নিয়মান্ সম্পরিত্যজ্য ব্যদ্রবন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥১৬॥
 পৃথিব্যাং যে তপঃসিদ্ধা দাস্তাঃ শমপরায়ণাঃ ।
 তয়োৰ্ভয়াদুহুক্রবুস্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥১৭॥
 মথিতৈরাশ্রমৈৰ্ভগৈর্বির্কীর্ণকলশক্ষবৈঃ ।
 শূন্যমাসীজ্জগৎ সৰ্বং কালেনেব হতং তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞরিতি । প্রসভং বলেন । বলিনৌ হন্বোপহন্বৌ । ততঃ স্থানাং ॥১৩॥
 আশ্রমেষ্মিতি । ভাবিতান্ধনাং তপসা বশীকৃতচিহ্নানাম্ । অপ্সু জলে, বিপ্রকং
 নির্ভয়ম্ ॥১৪॥

অথ তে মনয়ঃ কথং তৌ নাশপন্তেত্যাহ তপোধনৈরিতি । শাপাঃ শাপবাক্যানি ।
 “সৰ্গম্মায়ৌ ভয়ং ন স্তাৎ” ইতি প্রাৰ্থনামুসারাদব্রহ্মণো বরদানেন নিরাকৃত্যঃ প্রতিহতাস্তে
 শাপা অপি, তয়োৰ্তৌ নাক্রামন্ত । “তস্ত চাহুর্করোতি হি” ইত্যাদিবৎ কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী ॥১৫॥

নেতি । মুক্তা নিষ্কিপ্তাঃ । নিয়মান্ অগ্নিহোত্ৰাদিনিয়তব্যাপারান্ । ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত ॥১৬॥
 পৃথিব্যামিতি । দাস্তা জিতেশ্রিয়াঃ । বৈনতেয়াকৃড়াং তন্তয়াদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

যে কেহ যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করাইতেছিলেন,
 তাঁহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া সেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে
 লাগিল ॥১৩॥

আর, তাহাদের সৈন্তেরা জিতেশ্রিয় মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া,
 তাঁহাদের অগ্নিহোত্রের সমস্ত বস্তু লইয়া নির্ভয়ে জলে ফেলাইয়া দিতে
 থাকিল ॥১৪॥

তপস্বীরা ক্রুদ্ধ হইয়া যে সকল অভিসম্পাত করিতেন, সে গুলিও ব্রহ্মার
 বরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না ॥১৫॥

যখন প্রস্তুতের উপরে নিষ্কিপ্ত বাণের ছায় সেই অভিসম্পাতগুলি তাহাদের
 কিছুই করিতে পারিত না, তখন ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কার্য সকল পরিত্যাগ করিয়া
 পলাইয়া যাইতেন ॥১৬॥

পৃথিবীতে জিতেশ্রিয় ও শমগুণাধিত যে সকল তপস্বী ছিলেন, তাঁহারা
 গরুড়ের ডয়ে সর্পগণের ছায় অশুন্দ ও উপশুন্দর ভয়ে পলাইয়া যাইতেন ॥১৭॥

রাজর্ষিভিরদৃশ্চক্ষিঃ^১ বিভিচ মহাস্রো ।
 উৰ্ভো বিনিশ্চয়ং কৃত্বা বিকূৰ্বাতে বর্ধৈষিণো ॥১৯॥
 প্রভিন্নকরটো মন্তো ভূত্বা কুঞ্জররূপিণো ।
 সংলীনমপি দুর্গেষু নিম্নতুর্ধমসাদনম্ ॥২০॥
 সিংহো ভূত্বা পুনর্ব্যাঘ্রো পুনশ্চান্তর্হিতাবুভো ।
 তৈস্তৈরুপায়ৈস্তো জরূরাবধীন্ দৃষ্ট্বা নিজস্রভুঃ ॥২১॥
 নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়্য প্রনষ্টনৃপতিদ্বিজা ।
 উৎসমোৎসবযজ্ঞা চ বভূব বন্থা তদা ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

মথিতৈরিতি । বিকীর্ণা বিক্ষিপ্তাঃ কলশাঃ স্রবা হোমোপকরণবিশেষা যেষ্যন্তৈঃ ॥১৮॥
 রাজৈতি । অদৃশ্চক্ষিঃ অন্তর্হিততয়া অদৃশ্যমাত্মনৈঃ । কর্ণনি আনশ্বিষয়ে শব্দভূতপ্রায়
 আর্ষঃ । বিনিশ্চয়ং হস্তব্যা এবৈতি নির্ধারণম্ । বিকূৰ্বাতে অগ্নিততঃ স্ব ॥১৯॥
 প্রভিন্নেতি । প্রভিন্নকরটো মদস্রাবিগণ্ডো । সংলীনং লুঙ্কায়িতমপি, দুর্গেষু স্থানেষু ॥২০॥
 সিংহাবিতি । তৈস্তৈঃ অগ্নিহোমবিধিবিধিভিঃ । জরুরো নিষ্টরম্ভাবো ॥২১॥
 নিবৃত্তেতি । নিবৃত্তা যজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়্য বেদপাঠাচ্ যন্তাং সা, প্রনষ্টা নৃপতয়ো দ্বিজা
 ব্রাহ্মণাশ্চ যন্তাং সা, উৎসম্না নষ্টা উৎসবযজ্ঞা উপনয়নান্তক্কাহোমা যন্তাং সা চ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

বিজয়প্রতিসংহিতৈর্বিজয়কথকৈঃ ॥৪—১৪॥ নাক্রামন্ত ন ব্যাপ্তবন্তঃ, তয়োঃ তৌ, কর্ণনি
 যজ্ঞী ॥১৫—১৮॥ অদৃশ্চক্ষিঃ অন্তর্হিততয়াঃ স্ববিভির্হেতুভূতৈঃ তে বিকূৰ্বাতে বিবিধানি সিংহব্যাঘ্রা-
 দীনি রূপানি জগৃহাতে তিরোভাবায় ; ততস্তজ্রপাঙ্কানাং প্রকটান্ মুনীন্ গজাদিরূপো
 নিজস্রভুরিতার্থঃ ॥১৯॥ তদেবাহ—প্রভিন্নেতি । প্রভিন্নো মদেন ক্লিষ্টো করটো গণ্ডদেশো

তাহারা মুনিগণের আশ্রমগুলিকে মথিত ও ভগ্ন করিয়া তথা হইতে কলশ
 ও স্রব্ধ, স্রবপ্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিত । তাহাতে তখন
 সমস্ত জগৎ কালনিহত হইয়াই যেন শূন্য হইয়া গেল ॥১৮॥

রাজর্ষিরা ও মহর্ষিরা অদৃশ্য হইয়া যাইতেন বলিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহা-
 দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় সর্বত্র অন্বেষণ করিত ॥১৯॥

তাহারা মদমত্ত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া গুপ্ত স্থানে লুঙ্কায়িত লোককেও
 বাহির করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিত ॥২০॥

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সুন্দ ও উপসুন্দ একবার সিংহ হইয়া, আবার ব্যাঘ্র হইয়া,
 পুনরায় লুঙ্কায়িত থাকিয়া, সেই সেই উপায়ে মুনিগণকে দেখিয়াই হত্যা
 করিত ॥২১॥

হাহাভূতা ভয়াৰ্ভা চ নিবৃত্তবিপণাপণা ।

নিবৃত্তদেবকাৰ্য্যা চ পুণ্যোদ্ধাহবিবৰ্জিতা ॥২৩॥

নিবৃত্তকুৰিগোরক্ষা বিধ্বস্তনগৰাশ্রমা ।

অস্থিকঙ্কালসঙ্কীর্ণা ভূৰ্ভুবোগ্রদৰ্শনা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

নিবৃত্তপিতৃকাৰ্য্যঞ্চ নিৰ্বষট্কারমণ্ডলম্ ।

জগৎ প্রতিভয়াংকরং দুশ্শ্রোক্ষ্যমভবন্তদা ॥২৫॥

চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাস্তারা নক্ষত্রানি দিবৌকসঃ ।

জগৎ বিবাদং তৎ কৰ্ম দৃষ্ট্য হৃন্দোপহৃন্দয়োঃ ॥২৬॥

এবং সৰ্বা দিশো দৈত্যৌ জিহ্বা ক্রূরেণ কৰ্ম্মণা ।

নিঃসপত্ত্বৌ কুরুক্ষেত্রে নিবেশমভিচক্রতুঃ ॥২৭॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বিদুৰা-
গমনরাজ্যলাভে হৃন্দোপহৃন্দোপাখ্যানেন ত্ৰ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

হাহেতি । হাহাভূতা হাহাকারাম্পদীভূতা । নিবৃত্তা বিপণাঃ ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারে
যেভ্যস্তে তাদৃশা আপণা হট্টা যন্তাং সা । ভূঃ পৃথিবী ॥২৩—২৪॥

নিবৃত্তেতি । ন বিম্বতে বষট্কারো দেবহবির্দানায় বষটশব্দপ্রয়োগো যেযু তাদৃশানি
মণ্ডলানি মণ্ডলাকারণে যাজ্ঞিকানামবস্থানানি যস্মিন্ তৎ । প্রতিভয়াংকরং ভয়ঙ্করাকারম্ ॥২৫॥

চন্দ্রেতি । তারাঃ সপ্তর্ষিগ্রভূতয়ঃ । দিবৌকসৌ ব্রহ্মলোকে পলায়িতা দেবাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যয়োন্তৌ, সংলীনমপি মুনিম্ ॥২০—২১॥ উৎসবো যাত্রাবিবাহাদিঃ ॥২২॥ নিবৃত্তবিপণাঃ
ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারশূন্থা আপণা হট্টা যন্তাম্ ॥২৩॥ অস্থীনি হস্তপাদাদিসংকীর্ণা, কঙ্কালঃ

তখন পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদপাঠ নিবৃত্তি পাইল, রাজা ও ব্রাহ্মণ লুপ্ত হইল
এবং উপনয়নপ্রভৃতি উৎসবকাৰ্য্য তিরোহিত হইল ॥২২॥

সৰ্বত্র হাহাকার হইতে লাগিল, অবশিষ্ট লোকেরা ভয়াৰ্ভ হইয়া পড়িল,
হাটে আর ক্রয়-বিক্রয় থাকিল না, দেবকাৰ্য্য উঠিয়া গেল, পুণ্যকাৰ্য্য ও
বিবাহাদিকাৰ্য্য তিরোহিত হইল, কুৰি ও গোরক্ষা নিবৃত্তি পাইল, নগর ও
আশ্রমগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং অস্থি-কঙ্কালে পরিপূর্ণা পৃথিবী ভয়ঙ্করদৰ্শনা
হইয়া পড়িল ॥২৩—২৪॥

পিতৃকাৰ্য্য উঠিয়া গেল এবং যাজ্ঞিকমণ্ডলে আর স্বাহা-বষট্কারাদি থাকিল
না । সুতরাং তখন জগৎটা ভয়ঙ্করমূৰ্ত্তি হইয়া দুশ্শ্রোক্ষ্য হইয়া পড়িল ॥২৫॥

* ‘...অষ্টাদিকঃ...’ ‘...দশাদিকঃ...’ ‘...দ্বাদশাদিকঃ...’ ‘...ত্রিংশদিকঃ...’ ইতি
পাঠান্তরাণি ।

চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

নারদ উবাচ ।

ততো দেবর্ষয়ঃ সর্বৈ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

জগ্মুস্তদা পরামার্তিং দৃষ্ট্ৱ । তৎ কদনং মহৎ ॥১॥

তেহভিজগ্মুর্জিতক্রোধা জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

পিতামহস্য ভবনং জগতঃ কুপয়া তদা ॥২॥

ততো দদৃশুরাসীনং সহ দেবৈঃ পিতামহম্ ।

সিদ্ধৈত্র্যক্ষিভিশ্চৈব সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ক্রুরেণ নিষ্ঠুরেণ । নিঃসপন্যৌ শত্রুশৃষ্ঠৌ । নিবেশং রাজধানীম্ ॥২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিহুয়াগমনরাজ্যভাভে ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । সিদ্ধা যোগসিদ্ধাঃ, পরমর্ষয়ো মর্ত্যবাসিনঃ । কদনং ছুরবস্থাম্ ॥১॥

ত ইতি । জিতাত্মানো জিতচিন্তাঃ । পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ । জগতঃ সম্বন্ধে ॥২॥

তত ইতি । সমস্তাং সর্কাস্ব দিষ্টু, পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দেহমধ্যাহ্নীনি পার্শ্বাদিসহিতানি ॥২৪—২৫॥ গ্রহাঃ কুজাদয়ঃ, তারাঃ সপ্তর্ষ্যাদয়ঃ, নক্ষত্রাণি

অশ্বিনাদীনি ॥২৬—২৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৩॥

—:~:—

ওদিকে চন্দ্র, সূর্য্য, অস্ত্রাশ্র গ্রহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র এবং দেবগণ স্তম্ভ ও উপস্তম্ভের সেই কার্য্য দেখিয়া বিবাদমগ্ন হইলেন ॥২৬॥

এই ভাবে স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ নির্মূর ব্যবহারে সমস্ত দিক্ জয় করিয়া, শত্রুশৃষ্ঠ হইয়া কুরুক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করিল ॥২৭॥

—:~:—

নারদ বলিলেন—তাহার পর, দেবর্ষিগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ জগতের সেই গুরুতর ছুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর, ক্রোধবিজয়ী, সংযতচিন্ত ও জিতেন্দ্রিয় সেই মহর্ষিরা জগতের উপরে দয়াবশতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥২॥

তত্র দেবো মহাদেবস্তত্রাগ্নির্বাযুনা সহ ।
 চন্দ্রাদিত্যৌ চ শুক্রশ্চ পারমেষ্ঠ্যাস্তথর্ষয়ঃ ॥৪॥
 বৈখানসা বালখিল্যা বানপ্রস্থা মরীচিপাঃ ।
 অজ্ঞাশ্চৈবাবিমূঢ়াশ্চ তেজোগর্ভাস্তপস্বিনঃ ।
 ঋষয়ঃ সর্ব এবৈতে পিতামহমুপাগমন্ ॥৫॥ (যুগ্মকম)
 ততোহভিগম্য তে দীনাঃ সর্ব এব মর্ষয়ঃ ।
 স্তন্দোপস্তন্দয়োঃ কন্ম সর্বমেব শশংসিরে ॥৬॥
 যথা হতং যথা চৈব কৃতং যেন ক্রমেণ চ ।
 ঋবেদয়ংস্ততঃ সর্বমথিলেন পিতামহে ॥৭॥
 ততো দেবগণাঃ সর্বে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ।
 তমেবার্ধং পুরস্কৃত্য পিতামহমচোদয়ন্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । দেবো বিষ্ণুঃ । পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণোহুপত্যনীতি পারমেষ্ঠ্য মরীচ্যাদয়ঃ ।
 বৈখানসা বনবাসিনঃ । মরীচিপাঃ সৌরকিরণমাহারা মূনিবিশেষাঃ । অজ্ঞা বিষ্ণুপাসকাঃ ।
 অবিমূঢ়া মোহশূভাঃ । তেজোগর্ভা অন্তর্নিগূঢ়ব্রহ্মরূপাঃ । পঞ্চমপঞ্চং বহুপদম্ ॥৪—৫॥

তত ইতি । দীনা বিষাদাং কাতরাঃ সন্তঃ । শশংসিরে কথয়ামাহঃ ॥৬॥

যথেনি । হতং ত্রিভুবনরাজ্যম্ । ততস্তৎ । অথিলেন শাকল্যেন ॥৭॥

তত ইতি । তং স্তন্দোপস্তন্দাত্যাচাররূপমেবার্ধং বিষয়ম্, পুরস্কৃত্য উল্লেখে মুখ্যীকৃত্য
 পিতামহং ব্রহ্মণম্, অচোদয়ন্ তৎপ্রতীকারায় প্রাপোদয়ন্ ॥৮॥

তাহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উপবেশন
 করিয়া রহিয়াছেন ; আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ব্রহ্মর্ষিরা অবস্থান
 করিতেছেন ॥৩॥

সেইখানে বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শুক্র এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র
 মরীচিপ্রভৃতি স্ববিরাও অবস্থান করিতেছিলেন । তখন বৈখানসা, বালখিল্যা,
 বানপ্রস্থ, মরীচিপায়ী, বিষ্ণুপাসক এবং মোহশূন্য ব্রহ্মচিন্তকগণ, ইহারা সকলেই
 ব্রহ্মার নিকটে গেলেন ॥৪—৫॥

সেই মহর্ষিরা সকলেই কাতর হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া, স্তন্দ ও উপ-
 স্তন্দের সমস্ত কার্য্যই বলিলেন ॥৬॥

তাহারা যে ভাবে ত্রিভুবনের রাজ্য হরণ করিয়াছিল এবং যে ভাবে ও
 যে ক্রমে যাহা করিয়াছিল, সে সমস্তই তাহারা ব্রহ্মার নিকট জানাইলেন ॥৭॥

তাহার পর, দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রধানভাবে স্তন্দ ও উপস্তন্দ্রের অত্যা-

ততঃ পিতামহঃ শ্রুত্বা সৰ্বেষাং তদ্বচন্তদা ।
 মুহূৰ্ত্তমিব সঞ্চিন্ত্য কর্তব্যস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৯॥
 তয়োৰ্বধং সমুদ্दिष्टা বিশ্বকৰ্ম্মাণমাংসরং ।
 দৃষ্ট্বা চ বিশ্বকৰ্ম্মাণং ব্যাদিদেশ পিতামহঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম)
 স্বজ্যতাং প্রার্থনীয়েকা প্রমদেতি মহাতপাঃ ।
 পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ ।
 নিশ্চিন্তমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥১১॥
 ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিদভূতং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
 সমানয়দর্শনীয়ং তত্তদত্র স বিশ্ববিৎ ॥১২॥
 কোটিশশৈব রত্নানি তস্তা গাত্রে ন্যবেশয়ৎ ।
 তাং রত্নসংঘাতময়ীমস্বজ্জদেবরূপিণীম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তয়োঃ স্তম্বোপস্তম্বয়োঃ । বিশ্বকৰ্ম্মাণমাগতমিতি শেষঃ ॥৯—১০॥
 কিং ব্যাদিদেশেত্যাহ স্বজ্যতামিতি । প্রার্থনীয়া সৰ্বেষামেব পুংসামিতি শেষঃ । প্রমদা
 দ্বী ইতি ব্যাদিদেশেতি সম্বন্ধঃ । মহাতপা বিশ্বকৰ্ম্মা । ইদমপি ষট্ পদং পঞ্চম্ ॥১১॥
 ত্রিষিতি । ভূতং প্রাণী তদুপাদানমিত্যর্থঃ । দর্শনীয়ং স্তম্বরম্ । অত্র প্রমদায়াম্ ॥১২॥
 কোটিশ ইতি । রত্নসংঘাতময়ীং রত্নসমূহপ্রচুরাম্ । দেবরূপিণীং তল্লক্ষণাম্ ॥১৩॥

চারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মাকে প্রণোদিত
 করিলেন ॥৮॥

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলের সেই কথাগুলি শুনিয়া, একটু কাল কর্তব্য-
 নির্দ্ধারণের বিষয় চিন্তা করিয়া, স্তম্ব ও উপস্তম্বের বধ উদ্দেশ্যে বিশ্বকৰ্ম্মাকে
 আহ্বান করিলেন এবং বিশ্বকৰ্ম্মা আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে আদেশ
 করিলেন— ॥৯—১০॥

‘বিশ্বকৰ্ম্মা ! সকলেরই প্রার্থনীয়া হয়, এমন একটা রমণী তুমি সৃষ্টি কর’ ।
 তখন বিশ্বকৰ্ম্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া এবং তাহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া,
 চিন্তাপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসহকারে একটা জলৌকিক রমণী সৃষ্টি করিলেন ॥১১॥

সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকৰ্ম্মা ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমাশ্রয় প্রাণিগণের যে কিছু
 মনোহর উপাদান ছিল, সে সমস্তই সেই রমণীর জন্ত আনয়ন করিলেন ॥১২॥

এবং তাহার অঙ্গে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন ; এই ভাবে
 তিনি সেই রমণীটাকে সর্ব্বরত্নময়ী ও দেবরূপিণী করিয়া সৃষ্টি করিলেন ॥১৩॥

সা প্রযত্নেন মহতা নির্মিতা বিশ্বকৰ্ম্মণা ।
 ত্রিষু লোকেষু নারীণাং রূপেণাপ্রতিমাভবৎ ॥১৪॥
 ন তস্তাঃ সূক্ষ্মমপ্যস্তি যদগাত্রে রূপসম্পদা ।
 নিযুক্তা যত্র বা দৃষ্টির্ন সজ্জতি নিরীক্ষতাম্ ॥১৫॥
 সা বিগ্রহবতীব শ্রীঃ কামরূপা বপুঃস্বতী ।
 পিতামহমুপাতিষ্ঠৎ কিং করোমীতি চাত্রবীৎ ॥১৬॥
 শ্রীতো ভূত্বা স দৃষ্টে ব শ্রীত্যা চাশ্চে বরং দদৌ ।
 কান্ত্বং সর্বভূতানাং সা শ্রিয়ানুত্তমং বপুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । নারীণাং মধ্যে । অপ্রতিমা নিরূপমা ॥১৪॥

নহু কথং সা রূপেণাপ্রতিমাভবদিত্যাহ নেতি । যদ্ যন্মাং, তস্তা গাত্রে ঈদৃশং সূক্ষ্মমপি
 স্থানং নাস্তি স্ম ; যত্র স্থানে, নিযুক্তা অর্পিতা, নিরীক্ষতাং পশুতাং জনানাম্, দৃষ্টিঃ, রূপসম্পদা
 সৌন্দর্য্যাতিশয়েন, স সজ্জতি দৃঢ়ং ন গলতি স্ম ॥১৫॥

সেতি । কামরূপা বপুঃস্বতী প্রশস্তশরীরা চ সা, বিগ্রহবতী মূর্তিমতী, শ্রীঃ শোভাভি-
 মানিনী দেবতেব, পিতামহং ব্রহ্মাণম্, উপাতিষ্ঠৎ উপাগচ্ছৎ ॥১৬॥

শ্রীত ইতি । স পিতামহঃ । শ্রীত্যা স্নেহেন । কিং ক্রবন্ বরং দদাবিত্যাহ কান্ত্ব-
 মिति । সা ভূম্, সর্বভূতানাং মধ্যে কান্ত্বং কমনীয়ভূম্, আপুহীতি শেষঃ । তথা বপুস্তব
 শরীরক্, শ্রিয়া শোভয়া, ন বিস্ততে উত্তমং যন্মাং তদনুত্তমং ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৪॥ তস্তা গাত্রে সূক্ষ্মমপি তদঙ্গং নাস্তি যচ্ছবদুদর্শং, রূপসম্পদা

বিশ্বকৰ্ম্মার গুরুতর চেষ্টায় নির্মিত সেই রমণীটী ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীর
 মধ্যেই রূপে অতুলনীয় হইল ॥১৪॥

কেন না, তাহার শরীরে এমন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না, যাহাতে ঐষ্ট্যবর্ণের
 দৃষ্টি রূপরাশির গুণে সংলগ্ন না হইত ॥১৫॥

কামরূপিণী ও মনোহরাস্ত্রী সেই রমণী, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর স্তায় ব্রহ্মার নিকট
 গেল এবং বলিল—‘আমি কি করিব ?’ ॥১৬॥

ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাহাকে এই বর
 দিলেন যে, ‘তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অধিক কমনীয়তা লাভ কর এবং তোমাব
 দেহ খানি সৌন্দর্য্যের গুণে সর্বোৎকৃষ্ট হউক’ ॥১৭॥

(১৫)... ন সজ্জতি দিবৌকসাম্ । (১৬) এতদ্বিতীয়ার্দ্ধমারভ্য অর্দ্ধচতুঃসং কতিপয়-
 পুস্তকে নাস্তি ।

সা তেন বরদানেন কর্তৃশ্চ ক্রিয়য়া তদা ।
 জহার সর্বভূতানাং চক্ষুঃষি চ মনাংসি চ ॥১৮॥
 তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্বিনির্মিতা ।
 তিলোত্তমেতি তদ্বস্থা নাম চক্রে পিতামহঃ ॥১৯॥
 ব্রহ্মাণং সা নমস্কৃত্য প্রাজ্ঞলিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ।
 কিং কার্য্যং ময়ি ভূতেশ ! যেনাস্ম্যগ্ৰেহ নিৰ্মিতা ॥২০॥
 পিতামহ উবাচ ।

গচ্ছ স্তন্দোপস্তন্দাভ্যামহরাভ্যাং তিলোত্তমে । ।
 প্রার্থনীয়েন রূপেণ কুরু ভদ্রে ! প্রলোভনম্ ॥২১॥
 স্বংকৃতে দর্শনাদেব রূপসম্পৎকৃতেন বৈ ।
 বিরোধঃ স্তাদযথা তাভ্যামন্তোন্তেন তথা কুরু ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । কর্তৃবিশ্বকর্ষণঃ, ক্রিয়য়া প্রযত্বপূর্বকনিৰ্মাণেন চ ॥১৮॥
 তিলমিতি । তিলং তিলং ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রমংশম্ । রত্নানাং জগতঃ শ্রেষ্ঠবস্তুনাম্ ॥১৯॥
 ব্রহ্মাণমিতি । ময়ি কর্তব্যমন্তীতি শেষঃ । হে ভূতেশ ! প্রজাপতে ! ॥২০॥
 গচ্ছতি । স্তন্দোপস্তন্দাভ্যামহরাভ্যাং প্রার্থনীয়েনেতি সপ্তদ্বয়ঃ । প্রলোভনং তয়োরেব ॥২১॥
 স্বদ্বিতি । তব দর্শনাৎ পরমেব, স্বংকৃতে তব নিমিত্তে, তব রূপসম্পৎকৃতেন, অন্তোন্তেন
 অন্তোন্তগতেন বিষয়েণেতি শেষঃ, যথা তাভ্যাং তয়োবিরোধঃ স্তাৎ, তথা কুরু ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

হেতুভূতয়া যত্র নিযুক্তা নিরাক্ততাং দৃষ্টিন্ সজ্জতীতি সপ্তদ্বয়ঃ ॥১৫—২০॥ প্রলোভনম্ অর্থাৎ

ব্রহ্মার সেই বরদানে এবং বিশ্বকর্ম্মার নিৰ্ম্মাণের গুণে সে রমণী তখনই
 সকল প্রাণীর নয়ন ও মন হরণ করিল ॥১৮॥

বিশ্বকর্ম্মা ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুর তিল তিল আনিয়া যে হেতু
 তাহাকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রহ্মা তাহার নাম করিলেন—
 ‘তিলোত্তমা’ ॥১৯॥

সেই তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাজ্ঞলি হইয়া বলিল—
 ‘প্রজ্ঞানাথ ! আমাছারা আপনাদের কি কার্য্য সম্পন্ন হইবে ? যে হেতু
 আমাকে সৃষ্টি করিলেন’ ॥২০॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—‘তিলোত্তমা ! তুমি যাও, যাইয়া স্তন্দ ও উপস্তন্দের
 প্রার্থনীয় এই রূপ দ্বারা তাহাদের প্রলোভন জন্মাও ॥২১॥

বাহাতে তোমার দর্শনের পরেই তোমার রূপরাশিকৃত পরস্পরবিদ্বেষ দ্বারা
 তোমার জন্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা কর’ ॥২২॥

নারদ উবাচ ।

স। তথেতি প্রতিজ্ঞায় নমস্কৃত্য পিতামহম্ ।

চকার মণ্ডলং তত্র বিবুধানাং প্রদক্ষিণম্ ॥২৩॥

প্রাশ্নুখো ভগবানাস্তে দক্ষিণেন মহেশ্বরঃ ।

দেবশৈশ্চবোত্তরেণাসন্ সৰ্ব্বতন্তু ষয়োহ্ভবন্ ॥২৪॥

কুৰ্বন্ত্যাং তু তদা তত্র মণ্ডলং তৎ প্রদক্ষিণম্ ।

ইন্দ্রঃ শ্বাশুশ্চ ভগবান্ ধৈর্য্যেণ প্রত্যবস্থিতৌ ॥২৫॥

দ্রষ্টুকামস্ত চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতন্তুয়া ।

অন্যদক্ষিতপদ্যাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৬॥

পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্ ।

গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । বিবুধানাং দেবানাম্, মণ্ডলং মণ্ডলাকারম্, প্রদক্ষিণং চকার ॥২৩॥

প্রাশ্নুখ ইতি । ভগবান্ ব্রহ্মা । দক্ষিণেন মুখেন । উত্তরেণাপি মুখেন ॥২৪॥

কুৰ্বন্ত্যামিতি । নকারলোপাভাব আধঃ । তত্র তন্তাং তিলোত্তমায়াম্ । শ্বাশুঃ শিবঃ ॥২৫॥

দ্রষ্টু ইতি । দ্রষ্টুকামস্ত ব্রহ্মণঃ । পার্শ্বতো দক্ষিণং পার্শ্বম্ । তয়া তিলোত্তময়া হেতুনা ।

অঙ্কিতে তিলোত্তমোপর্ধ্যোণ পতিতে পদ্যে ইব অক্ষিণী যস্মাৎ তৎ, অন্যদক্ষিণং মুখম্ ॥২৬॥

পৃষ্ঠত ইতি । পরিবর্তন্ত্যা গচ্ছন্ত্যা । গতয়া তিলোত্তময়া হেতুনা । সম্মুখমুৎসাদীদেব ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বন্দোপস্থন্দয়োরেব ॥২১॥ তাত্যাং তয়োঃ ॥২২॥ মণ্ডলং সমুদায়ম্ ॥২৩॥ ভগবান্ বিষ্ণুঃ ।

নারদ বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে দেবগণের প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ॥২৩॥

তখন ব্রহ্মা পূর্বমুখ হইয়া, শিব দক্ষিণমুখ হইয়া এবং অগ্ন্যস্ত্র দেবতার। উত্তরমুখ হইয়া বসিয়াছিলেন ; আর ঋষিরা তাঁহাদের সকল দিকেই ছিলেন ॥২৪॥

তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলে, শিব এবং ইন্দ্র কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥২৫॥

কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন । সুতরাং সে যখন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গেল, তখন তাঁহার দক্ষিণমুখ বাহির হইল এবং সেই মুখের পদ্যতুল্য নয়ন দুইটা বাইয়া তাহার উপরে পড়িল ॥২৬॥

(২৫) কুৰ্বন্ত্যা, কুৰ্বন্ত্যা...ধৈর্য্যেণ পর্যবস্থিতৌ...ধৈর্য্যেণ তু পরিচূড়িতৌ ।

মহেন্দ্রস্ত্রাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ।

রক্তাস্তান্যং বিশালানাং সহস্রং সর্বতোহভবৎ ॥২৮॥

এবং চতুর্মুখঃ স্থাপূর্মহাদেবোহভবৎ পুরা ।

তথা সহস্রেনেত্রশ্চ বভূব বলসূদনঃ ॥২৯॥

তথা দেবনিকায়ানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্কশঃ ।

মুখানি চাভ্যবর্তন্ত যেন যাতা তিলোত্তমা ॥৩০॥

তস্তা গাত্রৈ নিপতিতা দৃষ্টিস্তেষাং মহাস্থনাম্ ।

সর্বেষামেব ভূয়িষ্ঠমূতে দেবং পিতামহম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রস্ত্রোতি । পার্শ্বতঃ পার্শ্বদ্বয়ং, অগ্রতঃ সমুখাং । রক্তাস্তান্যং রক্তবর্ণাপাঙ্গানাম্ ॥২৮॥

এবমিতি । এবমনেন হেতুনা, ত্রক্ষা চতুর্মুখঃ, মহাদেবশ্চ স্থাপুঃ ধৈর্যাতিশয়েন হৈর্ঘ্যাতিশয়াবলব্ধনাং চিরস্থিরঃ অভবৎ । তথা বলসূদন ইন্দ্রশ্চ, সহস্রনেত্রো বভূব । অত্র পুরাণান্তর-বিরোধঃ কল্পভেদাদ্বীকারেণ সমাধেয়ঃ ॥২৯॥

তথোক্তি । তিলোত্তমা প্রদক্ষিণং কুর্ত্তী, যেন যেন দিগ্বিভাগেন যাতা, দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাং মহর্ষীগাঞ্চ মুখানি, তথা তস্মিন্ তস্মিন্ দিগ্বিভাগে, সর্কশঃ সর্কশা, অভ্যবর্তন্ত পর্য্যবর্তন্ত, তাং ব্রষ্টুমিতি ভাবঃ ॥৩০॥

তস্তা ইতি । নিপতিতা পরিবর্তা পরিবর্তা গত । কিন্তু পিতামহং ব্রহ্মাণং দেবম্, স্মৃতে বিনা ; তস্ত তদানীমেব চতুর্মুখীভবনেন চতুষ্বেব দিক্ মুখস্থিতে দৃষ্টিপরিবর্তনপ্রয়োজন-ভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রামুখীভাবাদিনা তেষামপি তত্র যোহো স্তোতৃতঃ ॥২৪—২৫॥ ব্রষ্টুকামস্ত স্থাণোঃ

এবং তিলোত্তমা পিছনের দিকে গেলে, ত্রক্ষার পিছনের মুখ বাহির হইল ; আবার সে উত্তর দিকে গেলে, তাঁহারও উত্তর দিকের মুখ বাহির হইল ॥২৭॥

তা'র পর, ইন্দ্রেরও পিছন হইতে, পার্শ্বদ্বয় হইতে এবং সমুখ হইতে এক সহস্র রক্তবর্ণ বিশাল নয়ন নির্গত হইল ॥২৮॥

এই কারণে পূর্বকালে ত্রক্ষা চতুর্মুখ, শিব স্থাপু এবং ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হইয়া-ছিলেন ॥২৯॥

আর, প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমা যে যে দিকে যাইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের মুখ সর্কপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে থাকিল ॥৩০॥

এবং সেই মহাত্মাদের সকলের দৃষ্টিই ফিরিয়া ফিরিয়া সেই তিলোত্তমার অঙ্গে গাঢ় সংলগ্ন হইতে লাগিল ; কিন্তু ত্রক্ষার তাহা হইল না ॥৩১॥

(৩০)...মুখানি বাভ্যবর্তন্ত, মুখানি অভ্যবর্তন্ত...যেন বাতি তিলোত্তমা ।

গচ্ছন্ত্য তু তয়া সৰ্বৈ দেবাশ্চ পরমৰ্ষয়ঃ ।

কৃতমিত্যেব তৎ কাৰ্য্যং মেনিরে রূপসম্পদা ॥৩২॥

তিলোত্তমায়াং তন্ত্ৰাস্ত গতায়াং লোকভাবনঃ ।

সৰ্বান্ বিসৰ্জয়ামাস দেবানুষ্টিগণাংশ্চ তান্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বিদুরা-
গমনরাজ্যলাভে হুন্দোপহুন্দোপাখ্যানো চতুৰধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥ *

— — — ০ঃ০ঃ — — —

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

— — — ০ঃ — — —

নারদ উবাচ ।

জিহ্বা তু পৃথিবীং দৈত্যৌ নিঃসপত্তৌ গতব্যর্থৌ ।

কুহ্মা ত্রৈলোক্যমব্যগ্রং কৃতকৃত্যৌ বভূবুভুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্ত্যতি । তৎ হুন্দোপহুন্দয়োঃ পরস্পরবিরোধরূপং কাৰ্য্যম্ ॥৩২॥

তিলোত্তমায়ামিতি । লোকান্ ভাবয়তি স্বজ্ঞতীতি লোকভাবনো ব্রহ্মা ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে চতুৰধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

— — — ০ঃ — — —

জিহ্ব্যেতি । নিঃসপত্তৌ শক্রশূন্তৌ, অতএব গতব্যর্থৌ পরকৃত্যৈব বেদনান্বিতৌ । অব্যগ্রং
যুদ্ধব্যগ্রতাপ্তম্ । কৃতং কৃত্যং শক্রবিজয়ো যাভ্যাং তৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—২৯॥ দেবনিকায়ানাং দেবসম্মানাম্, যেন দেশেন মার্গেন সা যাতি তথা মুখানি
অভাবন্তস্ত ॥৩০—৩৩॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুৰধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

তিলোত্তমা যা ইয়া আপন রূপরাশির প্রভাবে হুন্দ ও উপহুন্দের পরস্পর
বিরোধ ঘটাইয়া দিয়াছে, ইহাই দেবতারা ও মহর্ষিরা মনে করিতে লাগি-
লেন ॥৩২॥

তা'র পর, তিলোত্তমা চলিয়া গেলে ব্রহ্মা, সকল দেবগণ ও ঋষিগণকে
বিদায় দিলেন ॥৩৩॥

* ‘...নবাধিকঃ...’ ‘...একাদশাধিকঃ’ ‘...ত্রয়োদশাধিকঃ...’ ‘...একত্রিংশদধিকঃ...’

ইতি পাঠভেদাঃ !

দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নাগপার্শ্বিবরকসাম্ ।
 আদায় সর্বরত্নানি পরাং ভূষ্টিমুপাগতো ॥২॥
 যদা ন প্রতিবেদ্যারন্তয়োঃ সন্তীহ কেচন ।
 নিরুদেযোগৌ তদা ভূহা বিজহাতেহমরাবিব ॥৩॥
 স্ত্রীভির্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ স্পৃক্ষলৈঃ ।
 পানৈশ্চ বিবিধৈর্হৃদৈঃ পরাং স্ত্রীতিমবাপভুঃ ॥৪॥
 অন্তঃপুরবনোদ্ধানে পর্বতেষু বনেষু চ ।
 যথেষ্পিতেষু দেশেষু বিজহাতেহমরাবিব ॥৫॥
 ততঃ কদাচিৎস্থিত্যস্ত্র প্রস্থে সমশিলাতলে ।
 পুষ্পিতাগ্রেষু শালেষু বিহারমভিজগ্মভুঃ ॥৬॥
 দিব্যেষু সর্বকামেষু সমানীতেষু তারুবৌ ।
 বরাসনেষু সংহৃষ্টৌ সহ স্ত্রীভির্নিষেদভুঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । পার্শ্বা ভূমিপালাঃ । পরামত্যস্তাম্ ॥২॥
 যদেতি । প্রতিবেদ্যারো নিবর্তকাঃ প্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ । নিরুদেযোগৌ যুদ্ধোত্তমশূত্রৌ ॥৩॥
 স্ত্রীভিরিতি । ভক্ষ্যাণি চর্ক্যাণি ভোজ্যানি চ খাদ্যানি তৈঃ, স্পৃক্ষলৈরতিপ্রচুরৈঃ ॥৪॥
 অন্তরিতি । অন্তঃপুরে যদ্বনং পুষ্করিণীজলং তৎসংহৃষ্টে উদ্ধানে ॥৫॥
 তত ইতি । বিদ্যাস্ত্র পর্বতস্ত্র, প্রস্থে সাহস্রদেশে । বিহারং বিহারানন্দম্ ॥৬॥

নারদ বলিলেন—সুন্দ ও উপসুন্দ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া, শত্রুশূত্র ও আনন্দিত হইয়া এবং ত্রিভুবনকে সুস্থ করিয়া, কৃতকার্য হইয়াছিল ॥১॥

সুত্তরাং তাহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ভূপালগণের সর্বপ্রকার রত্ন আত্মসাৎ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিল ॥২॥

যখন ত্রিভুবনের মধ্যে কোন লোকই তাহাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, তখন তাহারা যুদ্ধের উদ্‌যোগ পরিত্যাগ করিয়া দেবতার ছায় বিহার করিতে লাগিল ॥৩॥

স্ত্রী, গন্ধ, মাল্য, প্রচুর খাদ্য এবং নানাবিধ মনোহর পেয় বস্তু দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ অল্পভব করিতে লাগিল ॥৪॥

তাহারা অন্তঃপুরের সরোবরে ও উদ্ধানে, পর্বতে, বনে এবং অস্ফাশ্র অভীষ্ট স্থানে দেবতার ছায় বিহার করিতে থাকিল ॥৫॥

তাহার পর, তাহারা কোন সময়ে বিদ্যাপর্ব্বতের সমতল ভূমিতে পুষ্প-শোভিত শালবনে বিহারসুখ অল্পভব করিতে লাগিল ॥৬॥

(৭)....সহ স্ত্রীভির্নিষেদভুঃ, সহ স্ত্রীভির্নিষেদভুঃ ।

ততো বাদিজনৃত্যভ্যামুপাতিষ্ঠন্ত তৌ স্ত্রিয়ঃ ।
 গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ শ্রীত্যা সমুপজগ্মিরে ॥৮॥
 ততস্তিলোক্তমা তত্র বনে পুষ্পাণি চিন্ততী ।
 বেশমাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা ॥৯॥
 নদীতীরেষু জাতান্ সা কর্ণিকারান্ প্রচিন্ততী ।
 শনৈর্জগাম তং দেশং যত্রাস্তাং তৌ মহাহরৌ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 তৌ তু পীত্বা পরং পানং মদরক্তাস্তলোচনৌ ।
 দৃষ্টেদ্ব তং বরারোহাং ব্যথিতৌ সম্ভবতুঃ ॥১১॥
 তাবুখায়াসনং হিহা জগ্মতুর্ভজ সা স্থিতা ।
 উভৌ চ কামসম্ভাবুভৌ প্রার্থয়তশ্চ তাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যেধিতি । সর্ককামেষু সর্কাভীষ্টে সমানীতেষু সংস্থ । নিষেদতুঃ উপবিষ্টৌ ॥৭॥
 তত ইতি । উপাতিষ্ঠন্ত উপাসিতবত্যাঃ সম্ভাবিতবত্যা ইত্যর্থঃ । সমুপজগ্মিরে সঙ্গমং
 চক্রুঃ ॥৮॥

তত ইতি । আক্ষিপ্তম্ আক্ষেপকং পুংসাং চিত্তাকর্ষকমিত্যর্থঃ, বেশম্, আধায় কৃৎস্না ।
 কর্ণিকারান্ স্থলপদানি । আস্তাং স্থিতৌ, তৌ স্তম্ভোপস্থন্দৌ ॥৯—১০॥
 তাবিতি । পরমুত্তমম্, পীয়ত ইতি পানং স্বরাম্ । ব্যথিতৌ কামপীড়িতৌ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

জিহ্বেতি । কৃৎস্না স্বাধীনম্ অব্যাগ্ৰং নিবিশেষং যথা তথা স্ত্রাং ॥১—৫॥ গ্রন্থে শিথরে
 ৬—৮॥ বেশং শৃঙ্গারমাধায় সাক্ষিপ্তমাক্ষিপ্তম্, আক্ষেপো মনোবৈকল্যম্; তেন সহ যথা
 স্ত্রাং তথা । স্তম্ভকবাসসো ধারিতত্বাদ্ বিবক্তাবয়বত্বেন জনং ব্যাকুলয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৯—১০॥

অমুচরেরা সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু আনয়ন করিলে, তাহারা আনন্দিত
 হইয়া স্ত্রীদের সহিত মনোহর আসনে উপবেশন করিল ॥৭॥

তাহার পর রমণীরা (তাহাদেরই) স্তুতিসূচক গান, বাজ ও নৃত্য দ্বারা
 তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল এবং প্রেমবশতঃ তাহাদের সহিত সঙ্গম করিল ॥৮॥

তৎপরে তিলোক্তমা একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষক বেশ
 ধারণ করিয়া, সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতে থাকিয়া, নদীতীরজাত স্থলপদ্য চয়ন
 করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই খানে গেল, যে খানে স্থল ও উপস্থল অবস্থান
 করিতেছিল ॥৯—১০॥

এদিকে স্থল ও উপস্থল উত্তম সুরা পান করিয়া, মদে আরক্তনয়ন হইয়া
 রহিয়াছিল; তাহারা তিলোক্তমাকে দেখিয়াই কামপীড়িত হইয়া পড়িল ॥১১॥

দক্ষিণে তাং করে স্বয়ং সুনন্দো জগ্রাহ পাণিনি।

উপসুনন্দোহপি জগ্রাহ বামে পাণৌ তিলোত্তমাম্ ॥১৩॥

বরপ্রদানমন্তৌ তীবোরসেন বলেন চ।

ধনরত্নমদাভ্যাঞ্চ সুরাপানমদেন চ ॥১৪॥

সর্বৈরেতৈর্মদৈর্মন্তাবশ্যোন্ম্যং ক্রকুটীকৃতৌ।

মদকামসমাবিষ্টৌ পরস্পরমখোচতুঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

মম ভাৰ্য্যা তব গুরুরিতি সুনন্দোহভ্যভাষত।

মম ভাৰ্য্যা তব বধূরুপসুনন্দোহভ্যভাষত ॥১৬॥

নৈষা তব মমৈষেতি ততস্তৌ মন্যুরাবিশং।

তস্তা রূপেণ সংমন্তৌ বিগতস্নেহসৌহৃদৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ভাবিত্তি। কামসমন্তৌ বভূবুতুঃ। অতএব উভাবেব তাং প্রার্থয়তঃ স্ব চ ॥১২॥

দক্ষিণ ইতি। “গলে বন্ধা গৌঃ” ইত্যাদিবদেব করে পাণাবিত্যত্র সপ্তমী ॥১৩॥

বরেতি। ঔরসেন বীৰ্য্যসঞ্চিন্না। ক্রকুটীং কুরুত ইতি ক্রকুটীকৃতৌ ॥১৪—১৫॥

মমেতি। গুরুরিতি, “মাতুঃ স্বশা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃবশা। স্বশঃ পূৰ্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ” ইতি স্বতের্মাতৃতুল্যাং দিতি ভাবঃ। বধুঃ স্নুযা তন্তুল্যোত্যর্থঃ, জ্যেষ্ঠমাতুঃ পিতৃতুল্যেন কনিষ্ঠমাতুঃ পুত্রতুল্যাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

নেতি। নৈষা তব মমৈষা ইতি চাভ্যভাষতেতি পূৰ্ব্বাচক্ষৰ্হঃ। মহ্যঃ ক্রোধঃ ॥১৭॥

তাই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া—যে খানে তিলোত্তমা ছিল সেইখানে গেল এবং দুই জনেই কামমত্ত হইয়াছিল বলিয়া দুই জনেই তিলোত্তমাকে প্রার্থনা করিল ॥১২॥

এবং সুনন্দ আপন হস্তে তিলোত্তমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল; আর উপসুনন্দ তাহার বাম হস্ত গ্রহণ করিল ॥১৩॥

তৎপরে ব্রহ্মার বরদানের মত্ততা, কায়িক বলের মত্ততা, ধন ও রত্নের মত্ততা এবং সুরা পানের মত্ততা, এতগুলি মত্ততা দ্বারা অত্যন্ত মত্ত সুনন্দ ও উপসুনন্দ তৎকালে আবার কামমত্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রকুটী করিতে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বলিল— ॥১৪—১৫॥

সুনন্দ বলিল—‘আমার ভাৰ্য্যা ত তোমার নিকট মাতার তুল্য’। উপসুনন্দও বলিল—‘আমার ভাৰ্য্যা ত তোমার নিকট পুত্রবধূর তুল্য’ ॥১৬॥

তাহার পর তাহারা পরস্পর বলিল—‘এ—তোমার নহে, এ—আমারই’। তৎপরে তাহারা তিলোত্তমাব রূপে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসা অস্তুর্হিত হইল এবং সেই স্থানে ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥১৭॥

তস্তা হেতোর্গদে ভীমে সংগৃহীতামূভো তদা ।
 প্রগৃহ্য চ গদে ভীমে তস্তাং তৌ কামমোহিতৌ ।
 অহং পূৰ্ব্বমহং পূৰ্ব্বমিত্যন্তোন্তং নিজস্বভূঃ ॥১৮॥
 তৌ গদাভিহতৌ ভীমৌ পেততুর্ধরগীতলে ।
 রুধিরেণাবসিন্তাক্ষৌ দ্বাবিবাকৌ নভশ্চ্যুতৌ ॥১৯॥
 ততস্তা বিদ্রুতা নার্যঃ স চ দৈত্যগণস্তদা ।
 পাতালমগমং সর্কৌ বিষাদভয়কম্পিতঃ ॥২০॥
 ততঃ পিতামহস্তত্র সহ দৈবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পূজয়িষ্যন্তিলোন্তমাম্ ॥২১॥
 বরেণ চন্দ্রম্যাস ভগবান্ প্রপিতামহঃ ।
 বরং দিংশ্ঃ স তত্রৈনাং প্রীতঃ প্রাহ পিতামহঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তস্তা ইতি । সংগৃহীতামিতি হস্তগতামভাগমাব অর্থাৎ । ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১৮॥
 তাবিতি । ভীমৌ ভয়ঙ্করাকারৌ । অর্কৌ সূর্য্যৌ, নভশ্চ্যুতৌ গগনান্‌ভ্রষ্টৌ ॥১৯॥
 তত ইতি । তা নৃত্যগীতাদিকারিণ্যঃ, বিদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ ॥২০॥
 তত ইতি । পিতামহো ব্রহ্মা । বিশুদ্ধাত্মা নির্দোষচিত্তঃ, পূজয়িষ্যন্ত্ প্রশংসিষ্যন্ত্ ॥২১॥
 বরেণেতি । চন্দ্রম্যাস ভোষয়ামাস । স্বর্ধ্যাপেক্ষয়া প্রপিতামহঃ, কল্পপাপেক্ষয়া চ
 পিতামহ ইতি স্বর্ধ্যাকল্পপায়োরুভয়োরপি প্রসিদ্ধত্বাহুভয়োক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

তখন তাহারা দুই জনেই তিলোন্তমাকে লইবার জন্ত ভয়ঙ্কর গদা ধারণ
 করিল, ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া ‘আমি আগে লইব, আমি আগে লইব’ এই-
 রূপ পরস্পর বলিতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিল ॥১৮॥

সেই আঘাতে দুই জনের শরীরই রক্তাক্ত হইয়া গেল ; তখন ভয়ঙ্করা-
 কৃতি সেই স্তূন্দ ও উপস্তূন্দ গগনচ্যুত দুইটা সূর্য্যের ত্রায় ভূতলে পতিত
 হইল ॥১৯॥

তাহার পর সেই রমণীরা পলায়ন করিল এবং সেই অমুচর দৈত্যগণও
 বিষাদে ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সকলেই পাতালে চলিয়া গেল ॥২০॥

তাহার পর, নির্মলচিত্ত ব্রহ্মা তিলোন্তমাকে সম্মানিত করিবার জন্ত দেবগণ
 ও মহর্ষিগণের সহিত সেখানে আগমন করিলেন ॥২১॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়া তিলোন্তমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।
 তিনি বর দিতে ইচ্ছা করিয়া তিলোন্তমাকে বলিলেন— ॥২২॥

[১৮]...সংগৃহীতামূভো তদা... ।

আদিত্যচরিতান্নোঁকান্ বিচরিশ্চাসি ভাবিনি !।

তেজসা চ হৃদৃষ্টাং জ্ঞাং ন করিশ্চতি কশ্চন ॥২৩॥

এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥২৪॥

এবং তৌ সহিতৌ ভূত্বা সর্বার্থেষ্বেকনিশ্চয়ো ।

তিলোত্তমার্থং সংক্ৰুদ্ধাবশ্যোশ্চমভিজগ্নভুঃ ॥২৫॥

তস্মাদব্রবীমি বঃ স্নেহাং সর্বান্ ভরতসন্তমাঃ !।

যথা বো নাত্র ভেদঃ স্মাং সর্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে ।

তথা কুরুত ভদ্রং বো মম চেৎ প্রিয়মিচ্ছথ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা মহাত্মানো নারদেন মহর্ষিণা ।

সময়ং চক্রিরে রাজন্ ! তেহশ্যোশ্চবশমাগতাঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

আদিত্যোতি । আদিত্যচরিতান্ সূর্য্যার্থিতান্ । কশ্চনাপি জনঃ, তেজসা সূর্য্যাব-
দেবাত্মপ্রভয়া, স্বাম্, হৃদৃষ্টাং সমাগবলোকিতাম্, ন করিশ্চতি কৰ্ত্ত্বং ন শক্যতি । তাদৃশ-
ভেজোলাভ এব বরফলম্ ॥২৩॥

এবমিতি । আধায় রক্ষণীয়ত্বেন সংস্থাপ্য ইন্দ্রমেব ত্রিভুবনপতিং কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥২৪॥

এবমিতি । সহিতৌ সন্মিলিতৌ । সর্বার্থেষু সর্ববিষয়েষু একনিশ্চয়ো একমতৌ ॥২৫॥

তস্মাদিতি । বো যুমান্ । বো যুয়াকম্ । ভদ্রং মঙ্গলমন্ত । ইদমপি যট্পদং পশ্যম্ ॥২৬॥

এবমিতি । মহাত্মানঃ পাণ্ডবাঃ । সময়ং নিয়মম্ । অশ্যোশ্চবশমাগতাঃ পরম্পরাধীনাঃ

‘তিলোত্তমা ! তুমি সূর্য্যালোকে বিচরণ করিবে ; কিন্তু সেখানেও কোন
লোকই তোমার তেজের প্রভাবে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ
হইবে না’ ॥২৩॥

ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর দিয়া এবং ইন্দ্রকেই আবার ত্রিভুবনের
রাজা করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥২৪॥

এই ভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ সন্মিলিত এবং সমস্ত বিষয়ে একমত হইয়াও
তিলোত্তমার জন্মই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২৫॥

অতএব ভরতশ্রেষ্ঠগণ ! আমি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই বলিতেছি
যে, যাহাতে দ্রৌপদীর জন্ম তোমাদের সকলের মধ্যে ভেদ না ঘটে, তাহা কর
এবং যদি আমার প্রিয় কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে তেমন উপায় কর ;
তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥২৬॥

সমকং তস্মৈ দেবর্ষে নারদস্তামিতৌজসঃ ।

একৈকস্ত গৃহে কৃষ্ণা বসেত্বর্ষমকল্যাণা ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

দ্রৌপত্যা নঃ সহাসীনানন্তোত্তং যোহভির্দর্শয়েৎ ।

স নো দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ ॥২৯॥

কৃতে তু সময়ে তস্মিন্ পাণ্ডবৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ ।

নারদোহপ্যগমৎ প্রীত ইচ্চৎ দেশং মহামুনিঃ ॥৩০॥

এবং তৈঃ সময়ঃ পূর্বং কৃতো নারদচৌদিতৈঃ ।

ন চাভিগন্ত তে সর্বৈ তদাত্তোন্তেন ভারত ! ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

বিভুরাগমনরাজ্যলাভে হ্রন্দোপহ্রন্দোপাখ্যানং নাম

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

একৈকস্ত পাণ্ডবস্তার্থঃ । যুক্তকৈতৎ যুধিষ্ঠিরাদীনামেকৈকস্তৈকবর্ষন্যনবয়স্কত্বেন সর্বেষা-
মেব সমানবর্ষে দ্রৌপত্যা ভোগসম্ভবাং গর্ভসম্ভবে জনকনিশ্চয়সৌকর্য্যাক্ষ ॥২৭—২৮॥

দ্রৌপচ্ছেতি । যঃ পাণ্ডবঃ, দ্রৌপত্যা সহ, আদীনান্ একগৃহে স্থিতান্, নঃ অস্মান্ অপরাং-
কতুরঃ পাণ্ডবান্ চতুর্ণামন্ততমং পাণ্ডবমিত্যর্থঃ, অন্তোত্তং পরম্পরম্, অভিদর্শয়েৎ আত্মানমিতি
শেষঃ স্বার্থে ইনা পশ্চেমিতি বা ; নঃ অস্মাকং মধ্যে স পাণ্ডবঃ, ব্রহ্মচারী সনু, দ্বাদশ বর্ষাণি
যাবৎ বনে বসেৎ ॥২৯॥

কৃত ইতি । সময়ে নিয়মে, তস্মিন্ভাদৃশে । প্রীত আদেশপালনাৎ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহর্ষি নারদ এইরূপ বলিলে, পরম্পর পরম্পরের
অধীন মহাত্মা পাণ্ডবগণ সেই দেবর্ষি নারদের সমক্ষেই একটী নিয়ম করিলেন
যে, ‘পাপশূন্য দ্রৌপদী আমাদের এক এক জনের ঘরে এক এক বৎসর করিয়া
বাস করিবেন ॥২৭—২৮॥

কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেহ দ্রৌপদীর সহিত বাস করিবার সময়ে অস্ত
যে কেহ আসিয়া পরম্পর দেখা করিবেন, তিনি ব্রহ্মচারী থাকিয়া বায় বৎসর
পর্য্যন্ত বনে বাস করিবেন’ ॥২৯॥

ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ সেইরূপ নিয়ম করিলে, মহামুনি নারদও সমস্ত হইয়া
অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩০॥

(২৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধে কতিপয়পুস্তকে নাস্তি । * ‘...দশাধিকঃ...’ ‘...ষাষাধিকঃ...’
‘...চতুর্দশাধিকঃ...’ ‘...ষাক্ষিংশদধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

(১৫। অর্জুনবনবাসপর্ব)।

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তে সময়ং কৃত্বা ন্যবসংস্তত্ৰ পাণ্ডবাঃ ।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন কুর্বন্ত্যন্তান্ মহীক্ষিতঃ ॥১॥
তেষাং মনুজসিংহানাং পঞ্চানামগিতৌজসাম্ ।
বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্তিনী ॥২॥
তে তয়া তৈশ্চ সা বীরৈঃ পতিভিঃ সহ পঞ্চভিঃ ।
বভূব পরমপ্রীতা নাগৈরিব সরস্বতী ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সময়ো নিয়মঃ । নারদেন চোদিতৈঃ প্রণোদিতৈঃ ॥৩১॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

এবমিতি । সময়ং নিয়মম্ । শস্ত্রপ্রতাপেন অন্তান্ মহীক্ষিতো রাজঃ বশে কুর্বন্তি স্ব ॥১॥
তেষামিতি । পার্থানাং পাণ্ডবানাম্ । বশবর্তিনী তন্ত্ৰব্ধবাসরে ইতি ভাবঃ ॥২॥
ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ, তয়া কৃষ্ণা, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সা কৃষ্ণা চ । নাগৈর্হতিভিঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যধিবৌ কামেন ॥১১—২২॥ তেজসা অর্কবৎ পরদৃষ্ট্যভিবাকত্যাং হৃদষ্টাং সমাগৃষ্টাং ন
করিগতি কশ্চিৎ ॥২৩—৩১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৫॥

—:~:—

পাণ্ডবগণ নারদের প্রেরণায় এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের
মধ্যে তখন পরস্পর ভেদ ঘটে নাই ॥৩১॥

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস
করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রবলে ক্রমশঃ অগ্ন্যাগ্ন রাজাকে বশীভূত করিতে
থাকিলেন ॥১॥

আর, এক জৌপদীই অসাধারণ তেজস্বী মহুশ্যশ্রেষ্ঠ সেই পঞ্চ পাণ্ডবের
বশবর্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২॥

বর্তমানেষু ধর্ষণেণ পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।
 ব্যবর্ধনং কুরবঃ সর্বে হীনদোষাঃ স্থধাম্বিতাঃ ॥৪॥
 অথ দীর্ঘেণ কালেন ব্রাহ্মণস্য বিশাংপতে ! ।
 কস্তচিত্তস্করা জহুঃ কেচিৎপা নৃপসত্তম ! ॥৫॥
 হ্রিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণঃ ক্রোধমুর্চ্ছিতঃ ।
 আগম্য খাণ্ডবপ্রস্থদক্ৰোশং স পাণ্ডবান্ ॥৬॥
 হ্রিয়তে গোধনং ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ ।
 প্রসহ্য বোহন্য বিষয়াদভিধাবত পাণ্ডবাঃ ! ॥৭॥
 ব্রাহ্মণস্য প্রশান্তস্য হবিষ্যৈকৈঃ প্রলুপ্যতে ।
 শার্দূলস্য গুহাং শূন্যাং নীচঃ ক্রোষ্ঠাভিমর্দতি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

বর্তমানেষিতি । ব্যবর্ধনং ধনজনাদিনা বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন । কুরবো দেশাঃ ॥৪॥
 অথৈতি । তস্করা দস্তবঃ । গা গোধানানি ॥৫॥
 হ্রিয়মাণ ইতি । উদক্ৰোশং উচ্চৈরাক্রোশনমকরোং ॥৬॥
 হ্রিয়ত ইতি । ক্ষুদ্রৈর্নৃচম্বভাবৈঃ । প্রসহ্য বলেন, বো যুয়াকম্, বিষয়াদেশাং ॥৭॥
 অপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারেণাশ্রানো দুঃখং প্রকটয়ামাহ ব্রাহ্মণশ্চেতি । খাণ্ডৈকঃ কাকৈঃ, প্রশান্তস্য
 শমগুণাবিত্তস্ত ক্ষমশীলশ্চেতি যাবৎ, অতএব শাপেনাপি প্রতিবর্ত্তং ন শক্যত ইতি ভাবঃ,
 ব্রাহ্মণস্য, হবিষ্যাদিকম্, প্রলুপ্যতে অপকৃত্যেত্যশয়ঃ । তথা নীচঃ ক্রোষ্ঠা শৃগালঃ, শূন্যাং
 ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ নাইগৈর্গজৈঃ । সরস্বতী বহুসরোযুক্তা বনস্থলী, সা হি গজৈর্যুক্তা
 সূতরাং পাণ্ডবগণও দ্রৌপদীর ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগি-
 লেন, আবার হস্তিসমূহের ব্যবহারে সরস্বতী নদীর ত্রায় দ্রৌপদীও সেই
 মহাবীর পঞ্চ স্বামীর ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা ধর্ম অমুসারে চলিতে লাগিলে, সমগ্র কুরুদেশই দুঃখ-
 হীন ও সুখী হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল ॥৪॥

মহারাজ ! তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, একদিন কতকগুলি দস্যু
 কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিল ॥৫॥

সেই গোধন হরণ করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে
 আসিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি উচ্চস্বরে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

পাণ্ডবগণ । নীচাশয়, নৃশংসপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত কতকগুলি লোক আজ
 আপনাদের দেশ হইতে বলপূর্ব্বক আমার গোধন হরণ করিতেছে ॥৭॥

[৭]... প্রসহ্য চান্দ্রবিষাদভাবাবত পাণ্ডবাঃ । (৮) ব্রাহ্মণস্য অমার্জিত... ।

অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্ ।

তমাহুঃ সর্বলোকস্ত সমগ্রং পাপচারিণম্ ॥৯॥

ব্রাহ্মণশ্চে হতে চৌরৈর্ধর্ম্মার্থে চ বিলোপিতে ।

রোরুয়মাণে চ ময়ি ক্রিয়তামস্ত্রধারণম্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রোরুয়মাণস্তাভ্যাসে ভৃশং বিপ্রস্ত পাণ্ডবঃ ।

তানি বাক্যানি শুশ্রাব কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কেনাপি কারণেন তচ্ছক্তিশ্রয়োগরহিতাম্, শার্দূলস্ত গুহাম্, অভিমদতি উৎপীড়য়তি । কাকেন হবিলোপে ব্রাহ্মণস্ত, শৃগালেন গুহাভিমদনে শার্দূলস্ত চ বাদৃশং দুঃখম্, দহ্মাভিগোধান-
হরণেহপি মম তাদৃশমেব দুঃখমিতি ভাবঃ ॥৮॥

রাজা চাবশ্যমেবাস্ত প্রতীকারঃ কর্তব্য ইত্যাহ অরক্ষিতারমিতি । বলেভূর্যাদাব্যুৎপন্ন-
দ্রব্যস্ত বড়্ভাগং যষ্টমংশং হরতীতি তং তথাবিধমপি, প্রজানাং ধনমান্যোররক্ষিতারং তং
সমগ্রং রাজানম্, সর্বলোকস্ত মধ্যে পাপচারিণমাহমুনয়ঃ ; বলিষড়্ভাগগ্রহণেহপি রক্ষণা-
করণাদিত্যাশয়ঃ ॥৯॥

তদত্র কিং কর্তব্যমিতিাহ ব্রাহ্মণশ্চ ইতি । ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণস্ত শ্বে ধনে, চৌরৈর্হতে
বিলোপিতে চ, ময়ি চ, রোরুয়মাণে তদ্রক্ষণার্থং ভৃশং রুবতি সতি, তদ্রক্ষণার্থমস্ত্রধারণং
ক্রিয়তাম্ ॥১০॥

রোরুয়েতি । অভ্যাসে নিকটে, ভৃশং রোরুয়মাণস্ত তদ্রক্ষণার্থং পুনঃ পুনরেব রুবতঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অষ্টশ্চেষ্টশ্চ মশক্য, তস্মা চ গজা বলিনঃ । এবং তে মিথো বুদ্ধিহেতব ইত্যর্থঃ ॥৭—৯॥ হস্ত-

কাক, ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের যজ্ঞের যুতপ্রভৃতি নষ্ট করিতেছে এবং ক্ষুদ্র শৃগাল
ব্যাজ্ঞের শূন্য গুহায় উপদ্রব ঘটাইতেছে (ভাব টীকায় দ্রষ্টব্য) ॥৮॥

যে সকল রাজা প্রজাদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কর (খাজনা) রূপে যষ্টভাগ
গ্রহণ করেন, অথ চ তাহাদের ধন-মান রক্ষা করেন না ; যুনিরা সেই সকল
রাজাকে সমস্ত জগতের মধ্যেই প্রধান পাপী বলিয়া থাকেন ॥৯॥

ধর্ম্মাহুষ্ঠানের জন্ত রক্ষিত ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়া নষ্ট করিতেছে, আমিও
তাহার প্রতীকারের জন্ত আপনাকে ডাকিতেছি ; অতএব রাজা ! আপনি
সম্বর অস্ত্রধারণ করুন' ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণ নিকটে থাকিয়া বার বার ডাকিতেছিলেন,
তাই অর্জুন সে কথাগুলি শুনিলেন ॥১১॥

(১০)....ক্রিয়তাং হস্তধারণা, ক্রিয়তাং হস্তধারণম্ ।

শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুর্মা ভৈরিত্যাহ তং দ্বিজম্ ।

আয়ুধানি চ যত্রাসন্ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১২॥

কৃষ্ণয়া সহ তত্রাস্তে ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

সম্প্রবেশায় চাশক্তো গমনায় চ পাণ্ডবঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

তস্ম চার্ত্তস্ম তৈর্বাক্যৈশ্চোত্তমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

আক্রন্দে তত্র কৌন্তেয়শ্চিস্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥১৪॥

দ্বিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।

অশ্রুপ্রমার্জনং তস্ম কৰ্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥১৫॥

উপক্ষেপণজোহধর্ম্মঃ স্মহান্ স্মান্মহীপতেঃ ।

যত্স্ম রুবতো দ্বারি ন করোম্যচ্চ রক্ষণম্ ॥১৬॥

অনাস্তিক্যঞ্চ সর্ব্বেষামস্ম্যাকং স্মাদরক্ষণে ।

প্রতিষ্ঠিতঞ্চ লোকেহস্মিন্নধর্ম্মশ্চৈব নো ভবেৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । মহাবাহুরজুনঃ । অশক্তঃ তাদৃশসময়করণাৎ, গমনায় চাশক্তঃ শূন্ত-
হস্তত্বাৎ ॥১২—১৩॥

তস্মৈতি । চোত্তমানঃ প্রগুত্তমানঃ । আক্রন্দে আহ্বানে । কৌন্তেয়োহর্জুনঃ ॥১৪॥

কিং চিস্তয়ামাসেত্যাহ ষড়্ভিঃদ্বিয়মাণ ইতি । কৰ্ত্তব্যং গোধনপ্রত্যাহরণেনেতি ভাবঃ ॥১৫॥

উপেতি । উপক্ষেপণাদুপেক্ষাতো জায়ত ইত্যাপক্ষেপণজঃ, অধর্ম্মঃ পাপম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ধারণা ক্রিয়তাম্ অভয়ং দীযতামিত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ উপক্ষেপণজঃ উপেক্ষাজন্তঃ অধর্ম্ম ইতি

শুন্যিয়াই তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ভয় করিবেন না’ । এদিকে যে ঘরে
পাণ্ডবগণের অস্ত্র ছিল, সেই ঘরে জ্যোপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতে-
ছিলেন । স্মৃতরাং অর্জুন সে ঘরে ঢুকিতেও পারেন না, শূন্ত হাতে যাইতেও
পারেন না ॥১২—১৩॥

অথ চ দুঃখিত ব্রাহ্মণের আর্তনাদে বার বার তিনি প্রণোদিত হইতে
লাগিলেন । তাই অর্জুন সেই অহ্বানের সময়ে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে
থাকিলেন ॥১৪॥

‘দস্যুরা ধন লইয়া যাইতেছে, এ-অবস্থায় তাহা রক্ষা করিয়া এই শোচনীয়
ব্রাহ্মণের অশ্রু মার্জন করা আমার অবশ্য কৰ্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ দ্বারে থাকিয়া ডাকিতেছেন, তথাপি আমি যদি আজ উহার ধনরক্ষা
না করি, তাহা হইলে উপেক্ষানিবন্ধন রাজার গুরুতর পাপ হইবে ॥১৬॥

[১৭] অনাস্তিক্যঞ্চ সর্ব্বেষামস্ম্যাকমপি রক্ষণে । প্রতিষ্ঠিতঞ্চ... ।

অনাদৃত্য তু রাজানং গতে ময়ি ন সংশয়ঃ ।
 অজাতশত্রোন্ পতেম'য়ি চৈবানৃতং ভবেৎ ॥১৮॥
 অনুপ্রবেশে রাজন্ত বনবাসো ভবেন্মম ।
 সর্বমশ্রুৎ পরিহৃতং ধৰ্ষণাতু মহীপতেঃ ॥১৯॥
 অধর্মো বৈ মহানস্ত বনে বা মরণং মম ।
 শরীরস্ত বিনাশেন ধর্ম এব বিশিধ্যতে ॥২০॥
 এবং বিনিশ্চিত্য ততঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 অনুপ্রবিষ্ট রাজানমাপৃচ্ছ চ বিশাংপতে ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অনেতি । অনাস্তিক্যম্ আস্তিক্যতাহানিঃ, প্রতিষ্ঠিতং স্মাদিতি সম্বন্ধঃ । নঃ অশ্রাকম্ ॥১৭॥
 অনেতি । গতে অশ্বিন্ গৃহে প্রবিষ্টে । অনৃতং প্রতিজ্ঞাভঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥
 অয়িতি । রাজো গৃহে । মহীপতেষু দ্বিষ্টিরস্ত, ধৰ্ষণাদবজ্ঞানাং, অশ্রুৎ সৰ্বং বনবাসা-
 দিকম্, পরিহৃতং তুচ্ছম্ । অহুমতিমলক্ । তদগৃহপ্রবেশে যদবজ্ঞানং তদেব চিন্তনীয়মিতি
 ভাবঃ ॥১৯॥

অধর্ম ইতি । মহানধর্মোহস্ত, রাজোহবজ্ঞানাদিত্যাশয়ঃ । বিশিধ্যতে গৌরবম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

চ্ছেদঃ ॥১৬॥ অনাস্তিক্যম্ আস্তিক্যভাবঃ রক্ষণে বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত্তে স্থিরঃ স্থায়, তেন চ
 নঃ অশ্রাকমধর্মশ্চ মহান্ ভবেৎ ॥১৭॥ রাজানং সন্নীকমাযুধাগারস্থং প্রতি ময়ি গতে সতি
 ॥১৮॥ অনুপ্রবেশে একশ্বিন্ দ্বিষা সহ রমমাণে অশ্রুত তত্র গমনে । অশ্রুৎ বনবাসাদিকং
 পরিহৃতং তুচ্ছম্, ধৰ্ষণাং তু অধর্মো মহানিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥ বাশক ইবার্থে, যেন অধর্মেণ
 আর, উহার ধনরক্ষা না করিলে, আমাদের সকলেরই অনাস্তিক্যতা জগতে
 প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অধর্মও হইবে ॥২০॥

তবে রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার ও
 আমার মিথ্যাপ্রতিজ্ঞতার পাপ হইবে ॥২১॥

এবং রাজার ঘরে প্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে । সে সমস্ত
 হয়, হউক । কেন না, এক রাজার অবজ্ঞা ব্যতীত আর সমস্তই আমি তুচ্ছ
 বলিয়া মনে করি ॥২২॥

যা'কু, রাজাকে অবজ্ঞা করায় আমার গুরুতর অধর্ম হয়, হউক ; কিংবা
 বনে শরীর নষ্ট হওয়ায় আমার মৃত্যুই হউক ; তথাপি ধর্মই আমার প্রধানভাবে
 রক্ষণীয় ॥২০॥

অর্জুন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, যুধিষ্ঠিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া,
 তাঁহার নিকট যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, ধর্মুর্বাণ লইয়া, আনন্দিতচিত্তে

ধনুৱাদায় সংহক্টো ব্রাহ্মণং প্রত্যভাষত ।

ব্রাহ্মণাগম্যতাং শীত্ৰং যাবৎ পরধনৈষণঃ ॥২২॥

ন দূরে তে গতাঃ ক্ষুদ্রাস্তাবদগচ্ছাবহে সহ ।

যাবন্নিবর্তয়াম্যত্র চৌরহস্তাঙ্কনং তব ॥২৩॥ (বিশেষকম্)

সোহনুসৃত্য মহাবাহুর্ধন্যী বর্ষ্মী রথী ধ্বজী ।

শরৈর্বিধ্বস্ত তাংশ্চৌরানবজ্জিত্য চ তঙ্কনম্ ॥২৪॥

ব্রাহ্মণস্বমুপাহৃত্য যশং প্রাপ্য চ পাণ্ডবঃ ।

ততস্তদগোধনং পার্শ্বে দত্ত্বা তস্মৈ দ্বিজাতয়ে ॥২৫॥

আজগাম পুরং বীরঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।

সোহভিবাণ্ড গুরুন সর্বান্ সর্বৈশ্চাপ্যভিনন্দিতঃ ॥২৬॥

ধর্মরাজমুবাচেদং ব্রতমাदिश মে প্রভো ! ।

সময়ঃ সমতিক্রান্তো ভবৎসন্দর্শনে ময়া ॥২৭॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অপূজ্য—ব্রাহ্মণগোধনরক্ষার্থং গচ্ছামিতি পৃষ্টা । হে ব্রাহ্মণ ! । পর-
ধনৈষণশ্চৌরাঃ । গচ্ছাবহে অকাহকাবাম্, সহ যুগপৎ । যাবদ্বিতি বাক্যালঙ্কারে ॥২১—২৩॥

স ইতি । সঃ অর্জুনঃ । ধন্যী ধনুমান্, বর্ষ্মী বর্মধারী, রথী রথারূঢ়ঃ, ধ্বজী ধ্বজশালী
চ সন্ । বিধ্বস্ত নিপীড়্যেত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণস্ত স্বং গোধনম্ । অভিনন্দিতঃ প্রশংসিতঃ সন্ ।
ব্রতং কৃতনিয়মলজ্জনাৎ প্রায়শ্চিত্তম্ । সময়ঃ নারদসংক্ষেপে কৃতঃ স নিয়মঃ, সমতিক্রান্তো
লজ্জিতঃ ॥২৪—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মম বনে মরণমিব স্তাৎ স এবাস্ত যতোহস্মাদব্রহ্মবরক্ষণজ্ঞো ধর্ম্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২০॥ আপূজ্য ধনু-
শ্চাদায় ॥২১—২৪॥ সমুপাকৃত্য প্রসান্ত, স্বপুরমাজগাম ইতি দ্বিতীয়েনাধ্যায়ঃ ॥২৫—২৭॥

আসিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! সত্বর চলুন, যে পর্য্যন্ত সেই ক্ষুদ্র
চোর বেটারা দূরে না যায়, তাহার মধ্যেই আমরা এক সঙ্গে যাই ; যাইয়া
সেই চোরবেটারাদের হাত হইতে আপনার ধন ফিরাইয়া আনি’ ॥২১—২৩॥

মহাবাহু ও মহাবীর অর্জুন ধনু ও বর্ম ধারণ করিয়া, ধ্বজশালী রথে
আরোহণপূর্বক যথাস্থানে যাইয়া, বাণ দ্বারা চোরদিগকে নিপীড়ন করিয়া,
সেই গোধন জয়পূর্বক ফিরাইয়া আনিয়া, যশ লাভ করিলেন ; তৎপরে সেই
ব্রাহ্মণের গোধন ব্রাহ্মণকে দিয়া রাজধানীতে আসিলেন ; আসিয়া পর গুরু-
জনবর্গকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারাও তাঁহার প্রশংসা করিলেন । তৎপরে

[২৪]...শরৈর্বিধ্বংসিতাংশ্চৌরান্... । [২৫] ব্রাহ্মণং সমুপাকৃত্য যশঃ... ।

বনবাসং গমিষ্যামি সময়ো হেষ নঃ কৃতঃ ।
 ইতু্যন্তো ধর্মরাজস্তু সহসা বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥২৮॥
 কথমিত্যব্রবীদ্বাচা শৌকার্তঃ সজ্জমানয়া ।
 যুধিষ্ঠিরো গুড়াকেশং ভ্রাতা ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
 উবাচ দীনো রাজা চ ধনঞ্জয়মিদং বচঃ ।
 প্রমাণমগ্নি যদি তে মন্তঃ শৃণু বচোহনঘ ! ॥৩০॥
 অনুপ্রবেশে যদ্বীর ! কৃতবাংস্ত্বং মমাপ্রিয়ম্ ।
 সর্বং তদনুজানামি ব্যলীকং ন চ মে হৃদি ॥৩১॥
 গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ ।
 যবীয়সোহনুপ্রবেশো জ্যেষ্ঠস্তা বিধিলোপকঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বনেতি । সময়ো নিয়মঃ । নঃ অস্বাভিঃ । সজ্জমানয়া রসনায়াং লগ্নয়া গদগদয়েত্যর্থঃ ।
 গুড়াকেশং জিতনিদ্রম্ । অচ্যুতং ধর্মাদভ্রষ্টম্ ॥২৮—২৯॥
 উবাচেতি । দীনঃ কাতরঃ সন্ । প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিশিষ্টাঃ । মন্তো মম
 সকাশাং ॥৩০॥

অগ্নিতি । অয়ৈবানুপ্রবেশে কৃতো সতি । ব্যলীকমপ্রিয়ং নাস্তি ॥৩১॥

গুরোরিতি । হি যস্মাৎ, গুরোর্জ্যেষ্ঠস্ত গৃহে, অনুপ্রবেশঃ, যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্ত, ন উপঘাতো

ভারতভাবদীপঃ

সময়ঃ অনুপ্রবেষ্টুর্ষাদশবার্ষিকে । বনবাসনিয়মঃ ॥২৮॥ সজ্জমানয়া স্থলন্ত্যা ॥২৯—৩০॥ অনু-
 অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন—‘মহারাজ ! আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার
 আদেশ করুন । কারণ, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে নিয়ম
 লঙ্ঘন করিয়াছি ॥২৮—২৯॥

অতএব আমি বনবাস করিবার জন্ত যাইব । কেন না, আমরা এইরূপ
 নিয়মই করিয়াছিলাম’ । অর্জুন আসিয়া হঠাৎ এইরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে,
 যুধিষ্ঠির শৌকার্ত হইয়া গদগদ বাক্যে নিজাবিজয়ী ধার্মিক ভ্রাতা অর্জুনকে
 বলিলেন—৥২৮—২৯॥

যুধিষ্ঠির কাতর হইয়াই অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—‘অর্জুন ! আমি
 যদি তোমার বিশ্বাসের পাত্র হই, তবে তুমি আমার কথা শোন ॥৩০॥

বীর ! তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয় আচরণ
 করিয়াছ, সে সমস্তই আমি অনুমোদন করিতেছি ; আমার মনেও কোন অস-
 স্তোষ নাই ॥৩১॥

নিবৰ্ত্তস্ব মহাবাহো ! কুরুষ্ব বচনং মম ।

নহি তে ধৰ্মলোপোহস্তি ন চ মে ধৰ্মণা কৃত্য ॥৩৩॥

অৰ্জুন উবাচ ।

ন ব্যাজেন চরেদ্ধৰ্মমিতি মে ভবতঃ শ্ৰুতম্ ।

ন সত্যাদ্বিচলিষ্যামি সত্যেনাযুধমালভে ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহভ্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং ব্রহ্মচৰ্য্যায় দীক্ষিতঃ ।

বনে দ্বাদশ বর্ষাণি বাসায়োপজগাম হ ॥৩৫॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্কণি

অৰ্জুনবনবাসেহৰ্জুনতীৰ্থযাত্রায়াং ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

ন কৃতনিয়মলজ্জনম্, লজ্জায় অজনকত্বাদিতি ভাঃ । কিন্তু যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্ত গৃহে, অস্থ-
প্রবেশঃ, জ্যেষ্ঠস্ত, বিধিলোপকো নিয়মব্যাঘাতকো ভবতি, লজ্জায় জনকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

নীতি । নিবৰ্ত্তস্ব বনবাসোত্তমাদিতি শেষঃ । ধৰ্মণা অবজ্ঞা ॥৩৩॥

নেতি । ব্যাজেন চ্ছলেন । মে ময়া । আলভে স্পৃশামি ॥৩৪॥

স ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ । রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ । দীক্ষিতঃ প্রবৃত্তঃ ॥৩৫॥

ইতি শ্ৰীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্কণি অৰ্জুনবনবাসে ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

জানামি ব্রাহ্মণার্থত্বেন গুণত্বেনৈব অস্বীকরোমি, ব্যালীকম্ অপ্ৰিয়ম্ ॥৩১॥ উপঘাতোহনিষ্টঃ,
বিধিলোপকো ধৰ্ম্মঘ্নঃ ॥৩২॥ ন চ তে স্বয়ং ॥৩৩-৩৫॥

ইতি আদিপৰ্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

কারণ, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ প্রবেশ করিলে, তাহাতে তাহার নিয়মলজ্জন
হয় না ; কিন্তু কনিষ্ঠের ঘরে জ্যেষ্ঠ প্রবেশ করিলেই নিয়মলজ্জন হয় ॥৩২॥

অতএব অৰ্জুন । তুমি নিবৃত্ত হও, আমার কথা রাখ । তোমার ধৰ্ম্মলোপ
হয় নাই, আমার অবজ্ঞাও কর নাই' ॥৩৩॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘মহারাজ । ‘ছলপূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মাচরণ করিবে না’ ইহা আমি
আপনার মুখেই শুনিয়াছি । সুতরাং আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, এই
সত্য জানাইবার জন্তই আমি অস্ত্রস্পর্শ করিতেছি’ ॥৩৪॥

* ‘... একাদশাধিকঃ...’ ‘...ত্রয়োদশাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চদশাধিকঃ...’ ‘...ঋত্বিক্ৰিয়শব-
ধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং প্রয়াস্তং মহাবাহুং কৌরবাণাং যশস্করম্ ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥১॥
বেদবেদাঙ্গবিদ্বাংসন্তথৈবাধ্যাত্মচিন্তকাঃ ।
ভৈক্ষাশ্চ ভগবন্তুতাঃ সূতাঃ পৌরাণিকাশ্চ যে ॥২॥
কথকাশ্চাপরে রাজন্ ! শ্রমণাশ্চ বনৌকসঃ ।
দিব্যাত্মানানি যে চাপি পঠন্তি মধুরং দ্বিজাঃ ॥৩॥
ঐতৈশ্চাত্মৈশ্চ বহুভিঃ সহায়ৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
বৃতঃ শ্লোককথৈঃ প্রায়ান্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥৪॥ (বিশেষকম্)
রমণীয়ানি চিত্রাণি বনানি চ সরাংসি চ ।
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব দেশানপি চ ভারত ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অনুজগ্মুঃ সদালোচনার্থমেকাঙ্কিহনিবৃত্তার্থক্বেতি ভাবঃ ॥১॥

বেদেতি । অধ্যাত্মচিন্তকা ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ । ভৈক্ষা ভিক্ষাপঞ্জীবিনঃ, ভগবন্তুতা বৈষ্ণবাঃ, সূতা বন্দিনঃ, পৌরাণিকাঃ পুরাণবেত্তারঃ, কথকাঃ পুরাণাদিব্যাখ্যাতারঃ, শ্রমণা যতি-বিশেষাঃ, বনৌকসো বনবাসিনঃ । শ্লোকাঃ কোমলা কথা যেষাং ভৈঃ । মরুদ্ভির্দেববৃত্তঃ, বাসব ইন্দ্র ইব ॥২—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তং প্রয়াস্তমিতি ॥১॥ ভৈক্ষাঃ ভিক্ষাজীবিনো যতয়ো ব্রহ্মচারিণশ্চ, “চৌক্ষাঃ” ইতি পাঠে চৌক্ষাঃ শুচয়ঃ ত এব চৌক্ষাঃ, “চাক্ষো গীতে শুচৌ দক্ষে তথা তীক্ষ্মনোজ্জয়োঃ” ইতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বার বৎসর বনবাসের জন্ত প্রস্থান করিলেন ॥৩৫॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুরুবংশের যশোবৃদ্ধিকারী মহাবীর অর্জুন প্রস্থান করিলে, বেদপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা তাহার অনুগমন করিলেন ॥১॥

বেদবিৎ, বেদাঙ্গবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভিক্ষুক, বৈষ্ণব, স্তুতিপাঠক, পৌরাণিক, কথক, জিতেন্দ্রিয়, বনবাসী এবং অলৌকিক উপাখ্যানপাঠক, এই সকল সাধু-লোক ও মধুরভাবী অশ্বাশ্ব বহুতর সহচরকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অর্জুন, দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের স্নায় গমন করিতে লাগিলেন ॥২—৪॥

পুণ্যান্মপি চ তীর্থানি দদর্শ ভরতর্ষভঃ ।

স গঙ্গাদ্বারমাসাগ্র নিবেশমকরোং প্রভুঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তত্র তস্তাদ্ভুতং কৰ্ম্ম শৃণু জ্ঞানমেজয় ! ।

কৃতবান্ যদ্বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডুনাং প্রবরো হি সঃ ॥৭॥

নিবিষ্টে তত্র কোন্তয়ে ব্রাহ্মণেষু চ ভারত ! ।

অগ্নিহোত্রাণি বিপ্রাস্তে প্রাচুশ্চকুরনেকশঃ ॥৮॥

তেষু প্রবোধ্যমানেষু জ্বলিতেষু হতেষু চ ।

কৃতপুষ্পোপহারেষু তীরাস্তরগতেষু চ ॥৯॥

কৃতাভিষেকৈর্বিদ্বদ্ভিনিয়তৈঃ সংপথে স্থিতৈঃ ।

শুশুভেহতীব তদ্রাজন্ ! গঙ্গাদ্বারং মহাত্মাভিঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

তথা পর্য্যাকুলে তস্মিন্ নিবেশে পাণ্ডবর্ষভঃ ।

অভিষেকায় কোন্তয়ো গঙ্গামবততার হ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

রমণীয়ানীতি । চিত্রাণি আশ্চর্যাণি । সঃ অৰ্জুনঃ । নিবেশমাশ্রমম্ ॥৫—৬॥

তদ্ব্রুতি । বিশুদ্ধাত্মা নির্মলচিত্তঃ । পাণ্ডুনাং পাণ্ডবানাম্ । প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৭॥

নিবিষ্ট ইতি । নিবিষ্টে স্থিতে । ব্রাহ্মণেষু চ নিবিষ্টেষু সংস্র ॥৮॥

ভেদ্বিতি । প্রবোধ্যমানেষু মন্ত্রৈঃ সঙ্কক্ষ্যমাণেষু । কৃতঃ পুষ্পাণামুপহারঃ সমর্পণং যেষু
তেষু, তেজসা তীরাস্তরগতেষু চ সংস্র । কৃতাভিষেকৈঃ স্নাতৈঃ, নিয়তৈস্তপোনিষ্ঠৈঃ ॥৯—১০॥

তথেষ্বিতি । পর্য্যাকুলে সাধুভিক্ষ্যাণ্ডে । নিবেশে আশ্রমে । অভিষেকায় স্নানায় ॥১১॥

তিনি যাইবার সময়ে মনোহর ও বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ
ও পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করিলেন ; পরে গঙ্গাদ্বারে যাইয়া আশ্রম নির্মাণ
করিলেন ॥৫—৬॥

মহারাজ জনমেজয় ! নির্মলচিত্ত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন সেই আশ্রমে থাকিয়া
যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৭॥

অৰ্জুন ও ব্রাহ্মণগণ সেই আশ্রমে বাস করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা
ক্রমশঃ বহুতর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আগুন জ্বালা হইতে লাগিল, আগুন জ্বলিতে থাকিল, হোম
হইতে লাগিল, অগ্নিকুণ্ডে পুষ্পনিষ্কপ চলিতে থাকিল, তখন সেই সকল অগ্নির
আলোক অপর তীরপর্য্যন্ত যাইতে লাগিল । সুতরাং স্নাত, তপোনিষ্ঠ ও
সংপথস্থিত সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের দ্বারা সেই গঙ্গাদ্বারটী অত্যন্ত শোভা
পাইতে থাকিল ॥৯—১০॥

তত্রাভিষেকং কৃত্বা স তর্পয়িত্বা পিতামহান্ ।
 উত্তিতীৰ্ঘুর্জলাদ্রাজমগ্নিকার্য্যচিকীৰ্ষয়া ॥১২॥
 অবকৃষ্টো মহাবাহুর্নাগরাজশ্চ কন্যয়া ।
 অন্তর্জলে মহারাজ ! উলূপ্যা কাময়ানয়া ॥১৩॥
 দদর্শ পাণ্ডবস্তত্র পাবকং হুসমাহিতঃ ।
 কৌরব্যস্তাত্ধ নাগশ্চ ভবনে পরমার্চ্চিতো ॥১৪॥
 তত্রাগ্নিকার্য্যং কৃতবান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 অশঙ্কমানেন হৃতস্তেনাতুষ্যদ্ধুতাননঃ ॥১৫॥
 অগ্নিকার্য্যং স কৃত্বা তু নাগরাজহুতাং তদা ।
 প্রহসন্নিব কৌন্তেয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অভিষেকং স্নানম্ । পিতামহান্ পিতৃন্ । উত্তিতীৰ্ঘুঃ উত্তরীভূমিচ্ছুঃ ॥১২॥
 অবৈতি । অবকৃষ্টঃ অবকৃগ্ন নীতঃ । অন্তর্জলে জলাভ্যন্তরে । কাময়ানয়া কামুকা ॥১৩॥
 দদর্শেতি । হুসমাহিতো হোমার্থং কৃতমনোযোগঃ । কৌরব্যস্ত তদাত্ম্যস্ত ॥১৪॥
 তত্রৈতি । অশঙ্কমানেন নাগভবনেহপি স্বপ্রভাবাদেব নির্ভয়েন ॥১৫॥
 অগ্নীতি । অগ্নিকার্য্যং হোমম্ । নাগরাজহুতামূলুপীম্ । কৌন্তেয়োহর্জুনঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী । “চৌক্য” ইত্যেব মুখ্যঃ পাঠঃ ॥২॥ শ্রমণা উর্দ্ধবেতসো যতয়ো ব্রহ্মচারিণশ্চ
 ১০—১১॥ অগ্নিকার্য্যচিকীৰ্ষয়েতি পত্নীসান্নিধ্যাভাবেহপি প্রবসতা ঔপাসনহোমঃ কর্তব্য
 ইতি দর্শিতম্ ॥১২॥ অপকৃষ্টঃ অপনীতঃ, কাময়ানয়া তৎ পতিমিচ্ছন্ত্যা ॥১৩—১৪॥ অশঙ্কমানেন

সেই আশ্রমটী সাধুলোকে ব্যাপ্ত হইলে, একদা অর্জুন স্নান করিবার জন্ত
 গঙ্গায় যাইয়া নামিলেন ॥১১॥

তিনি তাহাতে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া হোম করিবার ইচ্ছায়
 জল হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

এমন সময়ে কামার্তা উলূপীনান্নী নাগকন্যা আসিয়া অর্জুনকে জলের ভিতরে
 আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল ॥১৩॥

অর্জুন পরিকৃত ও পরিচ্ছন্ন সেই কৌরব্য-নাগ-ভবনে যাইয়া সমাহিতভাবে
 অগ্নিহোত্রের অগ্নি দর্শন করিলেন ॥১৪॥

তখন তিনি সেই অগ্নিতেই হোম করিলেন । তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে হোম
 করায় অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৫॥

অর্জুন হোম সমাপ্ত করিয়া তখন হাসিতে হাসিতেই যেন উলূপীকে এই
 কথা বলিলেন—॥১৬॥

কিমিদং সাহসং ভীৰু ! কৃতবত্যসি ভাবিনি ! ।

কশ্চায়াং হৃভগো দেশঃ কা চ ত্বং কস্ত বাজ্জা ॥১৭॥

উলূপ্যবাচ ।

ঐরাবতকূলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ ।

তস্ত্যস্মি হৃহিতা বীর ! উলূপী নাম পন্নগী ॥১৮॥

সাহং স্বামভিষেকার্থমবতীর্ণং সমুদ্রগাম্ ।

দৃষ্টৌব পুরুষব্যাত্র ! কন্দর্পেণাস্মি পীড়িতা ॥১৯॥

তাং মামনঙ্গপিতাং ত্বংকৃতে কুরুনন্দন ! ।

অনন্ত্যাং নন্দয়স্বাচ্চ প্রদানেনাত্মনো রহঃ ॥২০॥

অৰ্জুন উবাচ ।

ব্রহ্মচর্য্যমিদং ভদ্রে ! মম দ্বাদশবার্ষিকম্ ।

ধর্ম্মরাজেন নির্দিষ্টং নাহমস্মি স্যয়ং বশঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । সাহসং যদানয়নরূপম্ । হে ভীৰু ! উত্তমাজনে ! । হৃভগঃ স্ত্রীকঃ ॥১৭॥

ঐরাবতেতি । ঐরাবতো নাম নাগস্তস্ত কূলে । পন্নগো নাগজাতীয়ঃ ॥১৮॥

সেতি । অভিষেকার্থং স্বানার্থম্ । সমুদ্রগাং গঙ্গামবতীর্ণং স্বামিতি শব্দঃ ॥১৯॥

তামিতি । ত্বংকৃতে তব নিমিত্তে, অনঙ্গপিতাং কামেন পীড়িতাম্, ন সন্তুতঃ অস্ত্যঃ পতির্ভ্রাতৃত্যম্, তাং মামন্ত, রহো নির্জনে, আত্মনঃ প্রদানেন রমণেন, নন্দয়স্ব । অত্র “অন-
ন্ত্যম্” ইত্যভিধানাং পূর্ব্বত্র “নাগরাজস্ত কন্তয়া” ইতি কন্তাপদোপাদানাদ্ধ কন্তৈবেয়মূল্যী ।
তেন চার্জুনো বিধবামূল্যীং পরিণীতবানিতি প্রলপন্তো যং কেচিদিদং বিধবাবিবাহোদাহরণং
প্রলপন্তি, তদপাত্তম্ ॥২০॥

‘সুন্দরি ! তুমি একুপ সাহসের কার্য্য করিলে কেন ? এই সুন্দর
দেশটার নাম কি ? এবং তুমি কে ? কাঁহারই বা কন্তা ?’ ॥১৭॥

উলূপী বলিল—‘ঐরাবতবংশসম্ভূত ‘কৌরব্য’ নামে এক নাগ আছেন ;
আমি তাঁহার কন্তা, আমার নাম—‘উলূপী’ ॥১৮॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি স্নান করিবার জন্ত গঙ্গায় নামিয়াছিলেন, তখন
আমি আপনাকে দেখিয়াই কামে পীড়িত হইয়াছি ॥১৯॥

হে কুরুনন্দন ! আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই কামদেব আমাকে যাতনা
দিতেছেন, অস্ত্য কেহ আমার পতিও হন নাই । সুতরাং আপনি এই নির্জন
স্থানে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে আনন্দিত করুন’ ॥২০॥

(১৮)....তস্ত্যস্মি হৃহিতা রাজন.... । (১৯)....কন্দর্পেণাভিসৃচ্ছিতা ।

(২১)....ধর্ম্মরাজেন চাণিষ্টম্.... ।

তব চাপি প্রিয়ং কর্তু মিচ্ছামি জনচারিণি !।
 অনৃতং নোক্তপূর্বঞ্চ ময়া কিঞ্চন কর্হিচিৎ ॥২২॥
 কথঞ্চ নানৃতং তৎ স্তাত্তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ ।
 ন চ পীড়্যেত মে ধর্মস্তুথা কুরু ভূজঙ্গমে ! ॥২৩॥

উলূপ্যবাচ ।

জানাম্যহং পাণ্ডবেয় ! যথা চরসি মেদিনীম্ ।
 যথা চ তে ব্রহ্মচর্য্যামিদমাদিক্তবান্ গুরুঃ ॥২৪॥
 পরম্পরং বর্তমানান্ দ্রুপদশাস্ত্রজাং প্রতি ।
 যো নোহনুপ্রবিশেন্নোহাৎ স বৈ দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি । নির্দিষ্টং “স নো ষাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ” ইতি পঞ্চভিরেব পূর্ব-
 মুক্তবাদিতি ভাবঃ । স্বয়ং বশঃ স্বাধীনঃ ॥২১॥

তবেতি । প্রিয়ং রমণম্ । হে জনচারিণি ! প্রথমতস্তথৈব দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥২২॥

কথমিতি । অনৃতং মিথ্যা, তৎ নিয়মকরণম্ । পীড়্যেত স্বৎসঙ্গমারগ্বেৎ ॥২৩॥

জানামীতি । জানামি লক্ষ্যযোগপ্রভবাদিতি ভাবঃ । অতএবাস্তাঃ পরজার্জুনায়
 বরদানম্ ॥২৪॥

পরম্পরমিতি । নঃ অস্মান্ অস্মাকং মধ্যে অন্ততমমিত্যর্থঃ, অহু লক্ষীকৃত্য । বো

ভারতভাবদীপঃ

আপঞ্চদশমিন্দ্রিয়বতঃ । বিশ্বয়রহিতেন ॥১৫—১৮॥ সমুদ্রগাং গঙ্গাম্ ॥১৯॥ অনঙ্গরূপিতাং
 কামেন পীড়িতাম্ ॥২০—২৩॥ জানাম্যহং পাণ্ডবেয়েত্যাদিনা স্বস্ত অতীদ্রিয়ং জ্ঞানং দর্শ-
 যন্তী জ্যোপদীনামিত্তমেব তব ব্রহ্মচর্য্যং নাস্তত্র ইত্যাহ ; অতএব অগ্রেহপি চিত্রাঙ্গদাহুভ-

অর্জুন বলিলেন—‘ভদ্রে ! ধর্ম্মরাজ যুযিষ্ঠির বার বৎসর যাবৎ আমার এই
 ব্রহ্মচর্য্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং আমি ত স্বাধীন নহি ॥২১॥

অথ চ আমি তোমার শ্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি । কিন্তু পূর্ব্বে
 কখনও আমি কোন মিথ্যা কথা বলি নাই ॥২২॥

নাগকণ্ঠে । কি প্রকারে আমাদের সেই নিয়ম করাটা মিথ্যা না হয় এবং
 ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, অথ চ তোমার প্রিয় কার্য্য করা হয়, তেমন একটা উপদেশ
 দাও, দেখি’ ॥২৩॥

উলূপী বলিল—‘পাণ্ডুনন্দন ! আপনি যেভাবে পৃথিবী বিচরণ করিতেছেন
 এবং যেভাবে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনার উপরে এই ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ
 দিয়াছেন, সে সমস্তই আমি জানি ॥২৪॥

আপনাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি জ্যোপদীর সহিত এক স্বরে থাকিবার

বনে চরেদ্রক্ষচৰ্ধ্যমিতি বঃ সময়ঃ কৃতঃ ।

তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্তোন্তস্ত প্রবাসনম্ ॥২৬॥

কৃতবাস্তত্র ধৰ্ম্মার্থমত্র ধৰ্ম্মো ন দুশ্য়তি ।

পরিভ্রাণঞ্চ কৰ্তব্যমার্তানং পৃথুলোচন ! ॥২৭॥ (বিশেষকম্)

কৃহ্মা মম পরিভ্রাণং তব ধৰ্ম্মো ন লুপাতে ।

যদি বাপ্যস্ত ধৰ্ম্মস্ত সূক্ষ্মাহপি স্তাদ্ভ্যতিক্রমঃ ॥২৮॥

স চ তে ধৰ্ম্ম এব স্তাদ্ভ্য প্রাণান্ মমার্জ্জুন ! ।

ভক্তাঞ্চ ভজ মাং পার্ধ ! সতামেতন্মতং প্রভো ! ॥২৯॥

ন করিষ্যসি চেদেবং স্মৃতাং মামুপধারয় ।

প্রাণদানান্মহাবাহো ! চর ধৰ্ম্মমনুত্তমম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যুযাভিঃ, সময়ো নিয়মঃ । ইদং সময়করণম্, দ্রৌপদীহেতোরেব ন পুনরন্তকামিনীহেতোঃ দ্রৌপদীবিষয়মেব তদ্রক্ষচৰ্ধ্যমিতিার্থঃ । অতএবাত্র ময়ি অন্তস্তাং কামিষ্টাম্ । তেন চ পরত্র চিত্রাঙ্গদাভূতত্রয়োঁরপি পরিণয়নমুপপত্ততে । হে পৃথুলোচন ! বিশালনয়ন ! ॥২৫—২৭॥

অথ তদ্রক্ষচৰ্ধ্যস্ত দ্রৌপদীমাত্রবিষয়কত্বকল্পনে কৃততন্নিয়মসঙ্কোচঃ, তাদৃশমস্মাকমুদ্দেশ্যঞ্চ নাসীদিত্যাহ কুত্বেতি । অস্ত তন্নিয়মরক্ষাজনিতস্ত । ব্যতিক্রমো লজ্জনম্ । তথা চ বাস্ত্যাকৃতনিয়মরক্ষাপেক্ষয়া প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষা গরীয়সীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অতএবাহ স চেতি । তথা চ প্রাণরক্ষানিবন্ধনো গরীয়ান্ ধৰ্ম্মো নিয়মলজ্জননিবন্ধনং লঘু পাপং নিয়ম্ অংশতঃ ক্ষীয়মাণোহপি স্বল্পপেণ তিষ্ঠত্যেবেতি ভাবঃ ॥২৯॥

অথ ত্রক্ষচৰ্ধ্যরক্ষার্থং ত্বয়া সহ রমণমেব চেম্ করোমীত্যাহ নেতি । উপধারয় নিশ্চিহ্ন । ত্বয়া চাকুতে রমণে ঐবমেবাহং মরিষ্টামীতি ভাবঃ । অহুত্তমং সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥

সময়ে আপনাদের মধ্যেই অপর যে কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ সেই ঘরে প্রবেশ করিবেন, তিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত বনে থাকিয়া ত্রক্ষচৰ্ধ্য করিবেন ; এইরূপই আপনারা নিয়ম করিয়াছেন । সুতরাং ত্রক্ষচারী থাকিয়া পরস্পরের বনবাস করার এই নিয়মটা আপনারা ধৰ্ম্মের জন্ত দ্রৌপদীর বিষয়েই করিয়াছেন । অতএব আমার সহিত রমণ করিলে আপনার ধৰ্ম্ম কলুষিত হইবে না । তা'র পর, গীড়িতের পরিভ্রাণ করাও ত কৰ্তব্য ॥২৫—২৭॥

তা'র পর, আমার সহিত রমণ করায় যদিও এই ধৰ্ম্মের অনুমাত্রও ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আমাকে রক্ষা করায় আপনার ধৰ্ম্ম নষ্ট হইবে না ॥২৮॥

অৰ্জ্জুন ! আমার প্রাণ রক্ষা করিলে, সেটা আপনার ধৰ্ম্মই হইবে । আর এক কথা, আমি আপনার ভক্ত ; সুতরাং আপনিও আমাকে ভজন করুন ; ইহা সাধুদিগের মত ॥২৯॥

শরণঞ্চ প্রপন্নান্নি ত্রামত পুরুষোত্তম ।।

দীনাননাথান্ কৌন্তেয় ! পরিরক্ষসি নিত্যশঃ ॥৩১॥

সাহং শরণমভ্যেমি রোরবীমি চ হুঃখিতা ।

যাচে ত্বাঞ্চাভিকামাহং তস্মাৎ কুরু মম প্রিয়ম্ ।

স ত্বমাজ্ঞপ্রদানেন সকামাং কৰ্ত্তু মর্হসি ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত কৌন্তেয়ঃ পন্নগেশ্বরকন্যায়া ।

কৃতবাংস্ততথা সৰ্বং ধৰ্ম্মমুদ্दिष्ट কারণম্ ॥৩৩॥

স নাগভবনে রাত্রিং তামুষিত্বা প্রতাপবান্ ।

উদিতেহভ্যুখিতঃ সূর্য্যে কৌরব্যস্ত নিবেশনাৎ ॥৩৪॥

আগতস্ত পুনস্তত্র গঙ্গাধারং তয়া সহ ।

পরিত্যজ্য গতা সাধ্বী উলূপী নিজমন্দিরম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি । প্রপন্ন প্রাপ্তা । কথং শরণং প্রপন্নত্যা হ দীনানিত্যাদি ॥৩১॥

সেতি । অভ্যেমি প্রাপ্যেমি । রোরবীমি রমণার্থং পুনঃ পুনঃ রৌমি ব্রবীমি । অভি-
কামা সৰ্বতঃ কামুকী । সকামাং সফলমনোরথাম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমিতি । সৰ্বং সৰ্ব্বপ্রকারম্, তৎ রমণম্ । ধৰ্ম্মং কারণমেবোদ্दिष्ट ন পুনঃ কামম্ ॥৩৩॥

স ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ । অভ্যুখিতো রতিশয্যাতঃ । কৌরব্যস্ত নাগস্ত, নিবেশনাস্তব-

পক্ষান্তরে আপনি ইহা না করিলে আমি মরিয়া যাইব ; আপনি ইহা নিশ্চয়
ধারণা করুন । সুতরাং আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া প্রধান ধৰ্ম্ম অর্জন
করুন ॥৩০॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আজ আপনায় শরণাগত হইয়াছি । কারণ,
আপনি সর্বদাই দীন ও অনাথদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৩১॥

আমি শরণাগত হইয়াছি, হুঃখিত হইয়া বার বার বলিতেছি এবং অত্যন্ত
কামাতুর হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি । অতএব আপনি আমার প্রিয়
কার্য্য করুন, আত্মসমর্পণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন' ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উলূপী এইরূপ বলিলে, অৰ্জুন ধৰ্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়াই
উলূপীর প্রার্থনা অমুসারে তাহার সহিত সৰ্ব্বপ্রকার রমণ করিলেন ॥৩৩॥

অৰ্জুন নাগরাজের বাড়ীতে থাকিয়াই সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া,
সূর্যোদয় হইলে গাত্রোথান করিয়া, উলূপীর সহিত নাগরাজের বাড়ী হইতে
পুনরায় গঙ্গাধারে আগমন করিলেন । তখন উলূপী অৰ্জুনকে এইরূপ বর

দদ্বা বরমজ্জেষত্বং জলে সর্বত্র ভারত ! ।

সাধ্যা জলচরাঃ সৰ্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৬॥ (বিশেষকম)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
অৰ্জুনবনবাসে উলূপীসঙ্গে সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

অষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কথয়িত্বা চ তৎ সৰ্বং ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ভারতঃ ।

প্রযযৌ হিমবৎপার্শ্বং ততো বজ্রধরাশ্বজঃ ॥১॥

অগস্ত্যবটমাসাদু বশিষ্ঠস্ত চ পৰ্বতম্ ।

ভৃগুতুঙ্গে চ কোন্তেয়ঃ কৃতবান্ শৌচমাজুনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নাং । তয়া উলূপ্যা । পরিত্যজ্য মুনিগণমধ্যে সংস্থাপ্য । সাক্ষী অনন্তভর্তৃকত্বাৎ । সাধ্যা
আয়ত্নাঃ ॥৩৪—৩৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসনিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অৰ্জুনবনবাসে সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

কথয়িত্বৈতি । ক গতোহসীতি জিজ্ঞাসায়াং তৎকথনমাবশ্যকম্ । বজ্রধরাশ্বজ ইন্দ্রপুত্রঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রয়োঃ পাণিগ্রহণং সঙ্গচ্ছতে ॥২৪—২৪॥ পরিত্যজ্য মুনিসমাজে তং বিসৃজ্য ॥৩৫—৩৬॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

—:—

দিল যে, ‘হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! আপনি সমস্ত জলেই অজ্জৈয় হইবেন এবং সমস্ত
জলজন্তুই আপনার বশীভূত হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।’ উলূপী এইরূপ
বর দিয়া অৰ্জুনকে মুনিগণের মধ্যে রাখিয়া আপন ভবনে চলিয়া গেল ॥৩৪—৩৬॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ইন্দ্রেন্দ্রনন্দন অৰ্জুন ব্রাহ্মণগণের নিকটে
সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া হিমালয়পৰ্বতে গমন করিলেন ॥১॥

* ‘...ষাধাধিকঃ...’ ‘...চতুর্দশাধিকঃ...’ ‘...ষোড়শাধিকঃ...’ ‘...চতুর্বিংশদধিকঃ...’

ইতি পাঠান্তরাণি ।

প্রদদৌ গোসহস্রাণি স্ববহুনি চ ভারত ! ।
 নিবেশাংশ্চ দ্বিজাতিভ্যঃ সোহৃদদং কুরুসত্তমঃ ॥৩॥
 হিরণ্যবিন্দোস্তীৰ্ণে চ স্নাত্বা পুরুষসত্তমঃ ।
 দৃষ্টবান্ পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠঃ পুণ্যান্ভায়তনানি চ ॥৪॥
 অবতীৰ্য্য নরশ্ৰেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ! ।
 প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সুর্জগাম ভরতর্ষভঃ ॥৫॥
 আহুপূর্ব্যেণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তমঃ ।
 নদীক্ষেপলিনীং রম্যামরণ্যং নৈমিষং প্রতি ॥৬॥
 নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
 মহানদীং গয়াংকৈব গঙ্গামপি চ ভারত ! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী .

অগন্তোতি । অগন্ত্যবটাদীনী তীর্থানি । ভৃগুভূক্তে ভূক্তনাথে । শৌচং শুদ্ধিম্ ॥২॥
 প্রদদাবিতি । নিবেশান্ ভবনানি তন্নির্মাণোপযোগীনী ধনানীত্যর্থঃ ॥৩॥
 হিরণ্যোতি । তীৰ্ণে ঋষিসেবিতজ্জলে, “নিপানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরৌ”
 ইত্যমরঃ ॥৪॥

অবতি । অবতীৰ্য্য হিমালয়াদিতি শেষঃ । অভিপ্রেপ্সুর্নানা তীর্থানি প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ ॥৫॥
 আরিতি । আহুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ । উৎপলিনীং নাম । নৈমিষমরণ্যং প্রতি নৈমিষা-
 রণ্যে । মহানদীং গয়াংকৈব কল্যাণীং গঙ্গাঞ্চ । গয়াং তদাখ্যং তীর্থম্ ॥৬—৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কথয়িষ্যতি ॥১॥ ভৃগুভূক্তে ভূক্তনাথ ইতি প্রসিদ্ধে ॥২॥ নিবেশান্ গৃহাণি ॥৩—৬॥

তিনি অগন্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্বত এবং ভূক্তনাথে উপস্থিত হইয়া আশ্রয়স্থল
 করিলেন ॥২॥

এবং তিনি সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গরু ও গৃহনির্মাণোপ-
 যোগী অনেক ধন দান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর অর্জুন হিরণ্যবিন্দুতীৰ্ণে স্নান করিয়া বহুতর পবিত্র স্থান দর্শন
 করিলেন ॥৪॥

তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক নানা
 তীর্থ স্থানে ষাইবার ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন ॥৫॥

তাহার পর তিনি নৈমিষারণ্যে উৎপলিনীনাম্না মনোহর নদী, তৎপরে
 ক্রমশঃ নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, মহানদী কল্যাণ ও গঙ্গা এবং গয়াতীর্থ দর্শন
 করিলেন ॥৬—৭॥

এবং সৰ্বগি তীৰ্থানি পশ্চমানন্তথাশ্রম্যান্ ।
 আত্মনঃ পাবনং কুৰ্ব্বন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বহু ॥৮॥
 অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেশু যানি তীৰ্থানি কানিচিৎ ।
 জগাম তানি সৰ্বগি তীৰ্থান্ভায়তনানি চ ॥৯॥
 দৃষ্ট্ৱা চ বিধিবতানি ধনঞ্চাপি দদৌ ততঃ ।
 কলিঙ্গরাষ্ট্রদ্বারে তু ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডুবানুগাঃ ।
 অভ্যনুজ্ঞায় কৌন্তেয়মুপাবৰ্ত্তন্ত ভারত ! ॥১০॥
 স তু তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 সহায়ৈরক্লষ্টৈঃ শুরঃ প্রযযৌ যত্র সাগরঃ ॥১১॥
 স কলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়তনানি চ ।
 বনানি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণো যযৌ প্রভুঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পাবনং পবিত্রতাম্ । বহু ধনম্ ॥৮॥
 অক্লেতি । আয়তনানি দেবস্থানানি সিদ্ধাশ্রমাদীনি চ ॥৯॥
 দৃষ্ট্ৱেতি । অভ্যনুজ্ঞায় অহুমতিং গৃহীত্বৈত্যর্থঃ । ষট্‌পদমিদং পঙ্কজম্ ॥১০॥
 স ইতি । তৈরহুগামিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ । প্রযযৌ যাতুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥১১॥
 স ইতি । কলিঙ্গানিতি “বহুত্ববদ্বাদেঃ” ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

মহানদীং গয়াস্বামেব নদীম্ ॥৭—৯॥ রাষ্ট্রদ্বারেষু পৰ্ব্বতসন্ধিমার্গেষু, কলিঙ্গতীৰ্থানাম্

এই ভাবে অৰ্জুন সমস্ত তীৰ্থ এবং সমস্ত আশ্রম দর্শন করিয়া নিজের পবিত্রতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৮॥

তাহার পর, অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশে যে কোন তীৰ্থ আছে, সেই সকল তীৰ্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমে তিনি গমন করিলেন ॥৯॥

যথাবিধানে তিনি সেই সমস্ত দর্শন করিয়া ধন বিতরণ করিলেন । তাহার পর তাঁহার অহুগামী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গরাষ্ট্রের দ্বারদেশে তাঁহার অহুমতি লইয়া ফিরিয়া গেলেন ॥১০॥

সেই ব্রাহ্মণগণের অহুমতিক্রমে অৰ্জুন অঙ্গসংখ্যক সহচর লইয়া সমুদ্র-সঙ্গিহিত দেশে যাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তিনি কলিঙ্গদেশ এবং তত্রত্য দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমগুলি অতিক্রম করিয়া মনোহর বন দেখিতে দেখিতে চলিতে থাকিলেন ॥১২॥

(৮)...ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ । [১২]...হৃদ্যাণি রমণীয়ানি ।

মহেন্দ্রপর্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপশোভিতম্ ।
 সমুদ্রেতীরেণ শনৈর্মণিপূরং জগাম হ ॥১৩॥
 তত্র সৰ্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ।
 অভিগম্য মহাবাহুরভ্যগচ্ছন্নহীপতিম্ ॥১৪॥
 মণিপূরেশ্বরং রাজন্ ! ধৰ্ম্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্ ।
 তস্য চিত্রান্সদা নাম দ্রুহিতা চারুদৰ্শনা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 তাং দদৰ্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া ।
 দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্ ॥১৬॥
 অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্ ।
 দেহি মে থল্লিমাং রাজন্ ! ক্ষত্রিয়ায় মহাঅজনে ॥১৭॥
 তচ্ছ্রদ্ধা ত্রবীড়াজা কস্য পুত্রোহসি নাম কিম্ ।
 উবাচ তং পাণ্ডবোহহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রেতি । মণিপূরং তদাখ্যং দেশম্ ॥১৩॥
 তত্রৈতি । অভিগম্য বিচর্য ; চিত্রবাহনং নাম । দ্রুহিতা আসীদিতি শেষঃ ॥১৪—১৫॥
 তামিতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । চকমে অভিলাষ । উভয়ত্রাপি অৰ্জুন ইতি শেষঃ ।
 চিত্রবাহনস্ত রাজঃ অপত্যং স্ত্রীতি চৈত্রবাহনী তাম্ ॥১৬॥
 অতীতি । মহান্ সংকুলোৎপন্নত্বাৎ প্রশস্ত আত্মা স্বরূপং যন্ত তস্মৈ ॥১৭॥

ক্রমে তিনি তপস্বিগণে পরিশোভিত মহেন্দ্রপর্বত দর্শন করিয়া, সমুদ্রের
 তীর দিয়া ধীরে ধীরে মণিপূরে গমন করিলেন ॥১৩॥

এবং মণিপূরের সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে
 তিনি চিত্রবাহননামক মণিপূরের ধার্মিক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন ।
 সেই রাজার চিত্রান্সদানান্নী পরমসুন্দরী একটা কন্যা ছিল ॥১৪—১৫॥

সেই চিত্রান্সদা সেই বাড়ীর ভিতরে বিচরণ করিতেছিল, এমন অবস্থায়
 ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অৰ্জুন তাকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিতে পাইয়াই তিনি
 তাহার প্রতি অভিলাষী হইলেন ॥১৬॥

তাহার পর অৰ্জুন রাজা চিত্রবাহনের নিকট যাইয়া নিজের আগমনের
 প্রয়োজন বলিলেন—‘মহারাজ ! আমি ক্ষত্রিয় এবং সংকুলোৎপন্ন ; অতএব
 আমাকে আপনার এই কন্যাটী দান করুন’ ॥১৭॥

তমুবাচাথ রাজা স সাস্ত্বপূৰ্বমিদং বচঃ ।

রাজা প্রভঞ্জনো নাম কুলেহস্মিন্ সম্বভূব হ ॥১৯॥

অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী তপস্তপে স উত্তমম্ ।

উগ্ৰেণ তপসা তেন দেবদেবঃ পিনাকধ্বক্ ॥২০॥

ঈশ্বরস্তোষিতঃ পার্শ্ব ! মহাদেব উমাপতিঃ ।

স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদৈকৈকং প্রসবং কুলে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

একৈকঃ প্রসবস্তস্মান্দ্রবত্যাগ্নিন্ কুলে সদা ।

তেষাং কুমারাঃ সর্বেষাং পূর্বেষাং মম জজ্ঞিরে ॥২২॥

একা চ মম কন্ঠেয়ং কুলশ্চোৎপাদনী ভূশম্ ।

পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষৰ্ষভ ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । অথ পাণ্ডবেষুপি কুন্তীপুত্রো মাদ্রীপুত্রো বেতাহ কুন্তীপুত্র ইতি । নহু
কুন্তীপুত্রেষুপি তেষাং কতম ইত্যাহ ধনঞ্জয় ইতি । অতঃ পরিকরোহলঙ্কারঃ ॥১৮॥

তমিতি । স চিত্রবাহনঃ । সাস্ত্বপূৰ্বং মধুরভাস্চনপূৰ্বকম্ ॥১৯॥

অপুত্র ইতি । প্রসবেন অপত্যেন । “প্রসবঃ পুষ্পকলয়োরপত্যে গৰ্ভমোচনে । উৎপাদে
চ—” ইতি হেমচন্দ্রঃ । একৈকমেকৈকশ্চেত্যর্থঃ, প্রসবমপত্যম্ ॥২০—২১॥

একৈক ইতি । প্রসবোহপত্যম্ । কুমারাঃ পুত্রাঃ । পূর্বেষাং পূৰ্ব্বপুরুষাণাম্ ॥২২॥

একেতি । মহাদেবস্ত বরদানবাক্যে প্রসবশব্দোপাদানান্তস্ত চাপত্যবোধকত্বাৎ অপত্যস্ত
চ কন্তাপুত্রোভয়রূপত্বাৎ কন্তা জাভেত্যাশয়ঃ । ভূশং ধ্রুবমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অনতিপ্রশস্তত্বাং উপাবৰ্ধন্ত পরাবৃত্তাঃ ॥১০—১৫॥ চৈত্রবাহনঃ চিত্রবাহনস্ত দ্বিহিতরম্

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—‘তুমি কাহার পুত্র ? তোমার নাম কি ?’ ।

তখন অৰ্জুন কহিলেন—‘আমি পাণ্ডব, কুন্তীর পুত্র ; আমার নাম ধনঞ্জয়’ ॥১৮॥

তাহার পর রাজা শাস্তভাবে অৰ্জুনকে এই কথা বলিলেন—‘এই বংশে
প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন ॥১৯॥

তিনি অপুত্রক বলিয়া সন্তানার্থী হইয়া গুরুতর তপস্তা করেন ; তাহার
সেই ভয়ঙ্কর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, ‘তোমাদের
বংশে এক এক পুরুষের এক একটা করিয়া সন্তান হইবে’ ॥২০—২১॥

সেই জন্মই বহুদিন যাবৎ এই বংশে এক একটা করিয়া সন্তান জন্মিয়া
আসিতেছে । তবে আমার সেই সকল পূৰ্ব্বপুরুষদিগের পুত্রই জন্মিয়াছিল ॥২২॥

কিন্তু আমার এই একটা কন্তা জন্মিয়াছে এবং এই আমার বংশরক্ষা

পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতবর্ষত ।।

তস্মাদেকঃ স্নাতো যোহস্ত্যাং জায়তে ভারত ! স্বয়া ॥২৪॥

এতচ্ছৃঙ্গং ভবত্বস্ত্যাং কুলকৃজ্জায়তামিহ ।

এতেন সময়েনমাং প্রতিগৃহ্নীষ পাণ্ডব ! ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ ।

উবাস নগরে তস্মিংস্তিস্রঃ কুন্তীস্বতঃ সমাঃ ॥২৬॥

তস্ত্যাং স্নতে সমুৎপন্নে পরিষজ্যা বরাস্পনাম্ ।

আমস্ত্য নৃপতিং তস্ত জগাম পরিবর্তিতুম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
অৰ্জুনবনবাসে চিত্রাঙ্গদাসংগ্রহেহকাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথ পুত্র্যামপি কথং তে পুত্র ইতি ভাবনেত্যাং পুত্রিকৈতি । পুত্রিকাহেতুঃ পুত্রিকা-
পুত্রস্বহেতুভূতো যো বিধিরমুষ্ঠানং তেন হেতুনা, সংজ্ঞিতা পুত্র ইতি সজ্ঞাতসংজ্ঞা । স্বয়া
করণেন । স মম কুলকৃষ্ণশকরো জায়তাম্, এতৎ শপথকরণমেব, অস্ত্যাঃ পরিণয়ে তব শুঙ্কং
ভবতু । সময়েন শপথেন ॥২৪—২৫॥

স ইতি । স কুন্তীস্বতোহৰ্জুনঃ । সমা বৎসরান্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৬—২৩॥ পুত্রিকাহেতুবিধিনা পুত্রহেতৌ পুত্রিকায়ামপি পুত্রশব্দগ্রয়োগবিধানাং লাক্ষলং
জীবনমিতিবৎ, তথা চ লিঙ্গম্—“পুমাংস এব মে পুত্রা জায়েরন্” ইতি, তেন পুত্র্যাপি পুত্র-
সংজ্ঞিতা ॥২৪॥ শুঙ্কং মোলাম্, অস্ত্যাপি পুত্রিকাপুত্রশ্চৈব রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেষু আচারো
দৃশ্যতে ॥২৫॥ সমাঃ বধাণি । “হিমা” ইতি পাঠেইপি হেমন্তজন্মেন স এবার্থো লক্ষ্যঃ ।
করিবে । স্মৃতরাং ‘এইটাই আমার পুত্র’ এইরূপই আমার ধারণা চলিয়া
আসিতেছে ॥২৩॥

কারণ, আমি পুত্রিকাপুত্র করিবার বিধান অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি ;
তাহাতে ইহারই ‘পুত্র’ সংজ্ঞা হইয়াছে । স্মৃতরাং অৰ্জুন ! তোমার দ্বারা ইহার
গর্ভে যে একটি পুত্র জন্মিবে, সে আমারই বংশকর হইবে ; এইরূপ শপথ
করাই ইহার পাণিগ্রহণে তোমার শুঙ্ক হউক এবং এই শপথ করিয়াই তুমি
ইহাকে গ্রহণ কর’ ॥২৪—২৫॥

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ শপথ করিয়া অৰ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিয়া
তিন বৎসর সেই রাজ্যবাড়ীতে বাস করিলেন ॥২৬॥

(২৭) স্নোকেহয়ং সমস্তপুস্তকে নাস্তি । * ‘...ত্রয়োদশাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চদশাধিকঃ...’

‘...সপ্তদশাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চত্রিংশদধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

নবাবিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:ক:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সমুদ্রে তীর্থানি দক্ষিণে ভরতর্ষভঃ ।

অভ্যগচ্ছৎ স্পৃগ্যানি শোভিতানি তপস্বিভিঃ ॥১॥

বর্জয়ন্তি স্ম তীর্থানি পঞ্চ তত্র তু তাপসাঃ ।

অবকীর্ণানি যাত্ৰাসন্ পুরস্তাত্ত্ব তপস্বিভিঃ ॥২॥

অগন্ত্যতীর্থং সৌভদ্রং পৌলোমঞ্চ স্থপাবনম্ ।

কারঙ্কমং প্রসম্নঞ্চ হয়মেধফলঞ্চ তৎ ॥৩॥

ভারত্বাজস্ত তীর্থন্তু পাপপ্রশমনং মহৎ ।

এতানি পঞ্চ তীর্থানি দদর্শ কুরুসন্তমঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্শ্রামিতি । বরাহনাং চিত্রাঙ্গদাম্ । পরিবর্তিত্বং দেশান্তরেষু বিচরিত্বম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি অর্জুনবনবাসেহষ্টাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:ক:—

তত ইতি । দক্ষিণে সমুদ্রে তীর্থানীতি সপ্তদ্বঃ । ভরতর্ষভোহর্জুনঃ ॥১॥

বর্জয়ন্তীতি । অবকীর্ণানি ব্যাপ্তানি । পুরস্তাৎ পূর্বম্ ॥২॥

অগন্ত্যেতি । স্থপাবনমিত্যগন্ত্যতীর্থাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্ । কারঙ্কমং তদাখ্যং

ভারতভাবদীপঃ

“পশ্চেম স্হা শতং হিমাঃ” ইতি বেদে প্রয়োগাচ্চ ॥২৬—২৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৮॥

—:ক:—

তাহার পর, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র জন্মিলে, অর্জুন তাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশভ্রমণের জন্ত চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

—:ক:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অর্জুন দক্ষিণসমুদ্রবর্তী অতিপবিত্র এবং তপস্বিপরিশোভিত তীর্থসমূহের দিকে গমন করিলেন ॥১॥

পূর্বে যে পাঁচটা তীর্থ তপস্বিগণে ব্যাপ্ত থাকিত, কিন্তু তৎকালে সে পাঁচটা তীর্থকে তপস্বীরা বর্জন করিয়াছিলেন ॥২॥

অত্যন্ত পবিত্রতাজনক অগন্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ এবং পৌলোমতীর্থ ; আর

বিবিক্তান্যুপলক্ষ্যাত্তানি তীর্থানি পাণ্ডবঃ ।

দৃষ্ট্বা চ বর্জ্যমানানি মুনিভির্ধর্মবুদ্ধিভিঃ ॥৫॥

তপস্বিনস্ততোহৃচ্ছৎ প্রাজ্ঞলিঃ কুরুনন্দনঃ ।

তীর্থানীমানি বর্জ্যন্তে কিমর্থং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তাপসা উচুঃ ।

গ্রাহাঃ পঞ্চ বসন্ত্যেষু হরন্তি চ তপোধনান্ ।

তত এতানি বর্জ্যন্তে তীর্থানি কুরুনন্দন ! ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষাং শ্রুত্বা মহাবাহুর্বার্যমাণস্তপোধনৈঃ ।

জগাম তানি তীর্থানি দ্রষ্টুং পুরুষসত্তমঃ ॥৮॥

ততঃ সৌভদ্রমাসাণ্ড মহর্ষেস্তীর্থযুত্তমম্ ।

বিগাহ্য সহসা শূরঃ স্নানং চক্রে পরস্তপঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চতুর্থং তীর্থম্ । প্রসন্নং নির্মলজলম্, হৃদযমেধফলম্ অশ্বমেধফলজনকম্ । এতদ্ব্যং কারকম্ভূত
বিশেষণম্ । ভারত্বাজং পঞ্চমং তীর্থম্ ॥৩—৪॥

বিবিক্তানীতি । বিবিক্তানি নির্জনানি । ধর্মবুদ্ধিভিঃ তীর্থেহুপায়তোঁ পাপমিতি
বিদিত্বা তন্নিস্তমিতিভিঃ । ব্রহ্মবাদিভির্ষেদবুদ্ধিভিঃ ॥৫—৬॥

গ্রাহা ইতি । গ্রাহা জলজন্তবঃ, এষু পঞ্চম্ তীর্থেষু । হরন্তি আকৃণ্ডয়ন্তি ॥৭॥

তেষামিতি । তেষাং তাপসানাং মুখ্যং জলচরবৃন্তাস্তং শ্রুত্বা ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ পঞ্চ তীর্থানি আগন্ত্য-সৌভদ্র-পৌলোম-কারকম-ভারত্বাজীয়ানি পঞ্চ
নির্মলজলসম্পন্ন এবং স্নানে অশ্বমেধফলজনক কারকমতীর্থ, আর মহাপাপ-
নাশক ভারত্বাজতীর্থ, এই পাঁচটি তীর্থেকে অর্জুন দর্শন করিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর তিনি সেই পাঁচটি তীর্থেই নির্জন দেখিয়া এবং ধর্মার্থী মুনিরা
সেই পাঁচটি তীর্থেই বর্জন করিতেছেন ইহা লক্ষ্য করিয়া, কৃতাজ্ঞলি হইয়া,
তপস্বিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্রহ্মবাদীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন
করিতেছেন কেন ?’ ॥৫—৬॥

তপস্বীরা বলিলেন—‘অর্জুন ! এই পাঁচটি তীর্থেই পাঁচটি জলজন্ত বাস
করে এবং তাহারা তপস্বিগণকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ; সেই জন্তই তপ-
স্বীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করিয়া থাকেন’ ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জুন তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহারা
বারণ করিতে থাকিলেও সেই তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন ॥৮॥

অথ তং পুরুষব্যাক্রমস্তজ্জলচরো মহান্ ।
 জগ্রাহ চরণে গ্রাহঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥
 স তমাদায় কোন্ত্যেয়ো বিষ্ণুরন্তং জলেচরম্ ।
 উদতিষ্ঠন্নহাবাহুর্বলেন বলিনাং বরঃ ॥১১॥
 উৎকৃষ্ট এব গ্রাহস্ত সোহর্জুনেন যশস্বিনা ।
 বভূব নারী কল্যাণী সর্বাভরণভূষিতা ॥১২॥
 দীপ্যমানা শ্রিয়া রাজন্ ! দিব্যরূপা মনোরমা ।
 তদন্তুতং মহদদৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩॥
 তাং স্ত্রিয়ং পরমপ্ৰীত ইদং বচনমব্রবীৎ ।

কা বৈ ভ্রমসি কল্যাণি ! কুতো বাহসি জলেচরি ! ॥১৪॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৌভদ্রং তদাখ্যম্ । মহর্ষেঃ সহস্রিক্ । বিগাহ অবগাহ ॥২॥
 অথেতি । জলস্তাস্তরন্তজ্জলং তত্র চরতীতি সঃ । গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥১০॥
 স ইতি । বিষ্ণুরন্তং স্পন্দমানম্ । উদতিষ্ঠং তীর ইতি শেষঃ ॥১১॥
 উৎকৃষ্ট ইতি । উৎকৃষ্ট এব আকৃষ্টোপরি নীত এব, গ্রাহো জলজন্তুঃ । প্রিয়া কান্ত্যা ।
 দিব্যরূপা স্বর্গীয়াকৃতিঃ । কুতো বাহসি আগতেতি শেষঃ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তীর্থানি ॥২—৪॥ ধর্মবুদ্ধিভিঃ দুর্মরণজং দোষং তীর্থেনাপ্যবিনাশং পশুন্তিঃ ॥৫—১১॥ উৎকৃষ্ট
 এব উদ্ধতমাত্রঃ ॥১২—২৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে নবাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০০॥

তাহার পর তিনি সৌভদ্রনামক মহাবীর্ষীতীর্থে উপস্থিত হইয়া অবগাহন-
 পূর্বক স্নান করিতে লাগিলেন ॥২॥

তখন জলচারী বিশাল একটা জন্তু আসিয়া অর্জুনের চরণ আক্রমণ
 করিল ॥১০॥

আক্রমণ করিবামাত্র মহাবল অর্জুন বলপূর্বক সেই জন্তুটাকে লইয়া উপরে
 উঠিলেন ; উঠিবার সময়ে সেই জন্তুটা লাফাইতেছিল ॥১১॥

উপরে তুলিবামাত্র সেই জন্তুটা পরমশুন্দরী একটা রমণী হইয়া গেল ;
 তাহার সমস্ত অঙ্গে অলঙ্কার ছিল এবং স্বর্গীয় আকৃতি ছিল, আর সে আপন
 কাস্তিতে আলোকিত ছিল । অর্জুন সেই গুরুতর আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া
 অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই রমণীটাকে এই কথা বলিলেন—‘কল্যাণি ! তুমি
 কে ? কোথা হইতেই বা এই জলের ভিতরে আসিয়াছিলে ? ॥১২—১৪॥

কিমর্থঞ্চ মহৎ পাপমিদং কৃতবতী পুরা ।

বর্গেবাচ ।

অপ্সরাস্মি মহাবাহো ! দেবারণ্যবিহারিণী ॥১৫॥

ইষ্টা ধনপতের্নিত্যাং বর্গা নাম মহাবল ! ।

মম সখ্যাস্ততোহুত্যাঃ সর্বাঃ কামগমাঃ শুভাঃ ॥১৬॥

তাভিঃ সার্কিং প্রয়াতাস্মি লোকপালনিবেশনম্ ।

ততঃ পশ্চামহে সর্বা ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥১৭॥

রূপবস্ত্রমধীয়ানমেকমেকাস্ত্চারিণম্ ।

তস্ম বৈ তপসা রাজন্ ! তদ্বনং তেজসা বৃতম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

আদিত্য ইব তং দেশং কৃৎস্নং স হি ব্যভাসয়ৎ ।

তস্ম দৃষ্ট্বা তপস্তাদৃগ্‌রূপঞ্চাস্তুতমুত্তমম্ ॥১৯॥

অবতীর্ণাঃ স্ম তং দেশং তপোবিস্মচিকীর্ষয়া ।

অহঞ্চ সৌরভেয়ী চ সন্নীচী বুধবুদা লতা ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি । ইদং জলাবস্থানদুঃখহেতুভূতম্ । দেবারণ্যেষ্ণু নন্দনাদিষু বিহারিণী ॥১৫॥

ইষ্টেতি । ইষ্টা দমিতা, ধনপতেঃ কুবেরস্তা । কামগমা ইচ্ছাহুসারেণ গমনশক্তাঃ ॥১৬॥

তাভিরিতি । লোকপালনিবেশনম্ ইন্দ্রভবনম্ । ততো লোকপালনিবেশনাৎ, প্রস্থান-
কাল ইতি শেষঃ । একমেকাকিনম্, একাস্ত্চারিণং তপোবনৈকদেশে বিজ্ঞমানম্ ॥১৭—১৮॥

আদিত্য ইতি । ব্যভাসয়ৎ প্রকাশিতবান্ । অবতীর্ণা আকাশাদিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥

কি জন্মই বা পূর্বে এই গুরুতর পাপ করিয়াছিলে ?' । বর্গা বলিল—‘হে মহাবীর ! আমি দেবোত্তানবিহারিণী অপ্সরা ॥১৫॥

আমার নাম—‘বর্গা’, আমি চিরদিনই কুবেরের প্রিয়তমা । আমার আর চারিটা সখী আছে, তাহারা সকলেও শুভলক্ষণা এবং স্নেহাগামিনী ॥১৬॥

আমি একদা সেই সখীদের সহিত ইন্দ্রপুরীতে গিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে ফিরিবার সময়ে আমরা সকলেই দেখিলাম—নিষ্ঠাবান্ ও রূপবান্ একটা ব্রাহ্মণ তপোবনের একদিকে থাকিয়া একাকী বেদপাঠ করিতেছেন, তাহার তপো-
জনিত তেজে সেই বনটী ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥১৭—১৮॥

এবং তিনি সূর্যের ছায় আপন তেজে সম্পূর্ণ সেই স্থানটাকেই আলোকিত করিতেছেন । তখন আমি, সৌরভেয়ী, সন্নীচী, বুধবুদা ও লতা এই পাঁচ

যৌগপন্তেন তং বিপ্রমভ্যগচ্ছাম ভারত ! ।

গায়ন্ত্যোহথ হসন্ত্যশ্চ লোভয়ন্ত্যশ্চ তং দ্বিজম্ ॥২১॥

স চ নাস্মান্ন কৃতবান্ মনো বীর ! কথঞ্চন ।

নাকম্পত মহাতেজাঃ স্থিতস্তপসি নিশ্চলে ॥২২॥

সৌহৃদপং কুপিতোহস্মান্ন ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ! ।

গ্রাহভূতা জলে যুগং চরিস্ম্যথ শতং সমাঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি অৰ্জুন-
বনবাসে তীর্থগ্রাহবিমোচনে নবাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

যৌগেতি । যৌগপন্তেন সাহচর্যেণ । লোভয়ন্ত্যঃ কটাক্ষপাতাদিনা ॥২১॥

স ইতি । নাকম্পত কামপ্রাহুর্ভাবাবাদিতি ভাবঃ । নিশ্চলে পাপম্পর্শশূন্তে ॥২২॥

স ইতি । গ্রাহভূতা জলজন্তুভূতাঃ । সমা বৎসরান্ ॥২৩॥

* ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অৰ্জুনবনবাসে নবাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

জনেই তাঁহার তপস্যা এবং সেই জাতীয় উত্তম ও অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আকাশ
হইতে সেই স্থানে নামিলাম ॥১৯—২০॥

এবং গান ও হাস্য করিতে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মণকে লুক্ক করিতে করিতে
এক সঙ্গেই তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥২১॥

কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্দোষ তপস্যায় নিরত সেই ব্রাহ্মণ কোন
প্রকারেই আমাদের উপরে মন সমর্পণ করিলেন না বা একটুও বিচলিত
হইলেন না ॥২২॥

পরন্তু তিনি আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে,
‘তোমরা জলজন্তু হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত জলে বিচরণ করিবে’ ॥২৩॥

—:—

* ‘...চতুর্দশাধিকঃ...’ ‘...ষোড়শাধিকঃ...’ ‘...অষ্টাদশাধিকঃ...’ ‘...ষট্টিংশদধিকঃ...’
ইতি পাঠান্তরাণি ।

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বর্গোবাচ ।

ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ সৰ্ব্বা ভারতসত্তম ! ।
 অযাম শরণং বিপ্রং তং তপোধনমচ্যুতম্ ॥১॥
 রূপেণ বয়সা চৈব কন্দর্পেণ চ দর্পিতাঃ ।
 অযুক্তং কৃতবত্যাঃ স্ম ক্ষন্তুমহঁসি নো দ্বিজ ! ॥২॥
 এষ এব বধোহস্মাকং স্থপৰ্য্যাগুত্তপোধন ! ।
 যদ্বয়ং সংশিতাঙ্গানং প্রলোকুং ত্বামিহাগতাঃ ॥৩॥
 অবধ্যাস্তু স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা মন্যন্তে ধর্মচারিণঃ ।
 তস্মাক্ষর্ষণেণ বর্দ্ধং ত্বং নাঙ্গান্ হিংসিতুমহঁসি ॥৪॥
 সর্বভূতেষু ধর্মজ্ঞ ! মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।
 সত্যো ভবতু কল্যাণ ! এষ বাদো মনীষিণাম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অযাম প্রাপ্তম্ । হস্তগা উত্তমপুরুষবহবচনম্ । অচ্যুতং ধর্মাদলষ্টম্ ॥১॥
 রূপেণেতি । দর্পিতা বয়ম্ । অযুক্তম্ অসঙ্গতম্ । নঃ অঙ্গান্ ॥২॥
 এষ ইতি । স্থপৰ্য্যাগস্তঃ সৰ্ব্বথা যথেষ্টঃ । সংশিতাঙ্গানং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৩॥
 অবধ্যা ইতি । বর্দ্ধ বর্দ্ধয় । হিংসিতুং জলচরভক্ষসম্পাদকশাপেন হন্তম্ ॥৪॥
 সর্কেতি । সর্বভূতেষু সর্বপ্রাণিষু । মৈত্রো দয়ালুত্বান্নিগ্রম্ । বাদঃ প্রবাদঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ততো বয়মিতি । অযাম গতবত্যাঃ ॥১—২॥ প্রলোকুং প্রলোভয়িতুম্ ॥৩॥ বর্দ্ধ বর্দ্ধয়

বর্গা বলিল—হে ভারতবংশশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমরা সকলেই অত্যন্ত
 ছুঃখিত হইয়া সেই ধার্মিক ও তপস্বী ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলাম ॥১॥

(এবং বলিলাম—) ব্রাহ্মণ ! আমরা রূপে, বয়সে ও কামে দর্পিত হইয়া
 অসঙ্গত কার্য্য করিয়া বলিয়াছি ; সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ॥২॥

হে তপোধন ! ইহাই আমাদের যথেষ্ট বধ হইয়াছে যে, আমরা জিতে-
 ন্দ্রিয় আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ॥৩॥

ধার্মিকেরা মনে করেন যে, বিধাতা জ্বীলোকদিগকে অবধ্য করিয়া সৃষ্টি
 করিয়াছেন । অতএব আপনি আমাদের বধ করিতে পারেন না ; ধর্ম্মা-
 সারেই আপনি বুদ্ধি লাভ করুন ॥৪॥

(৩)...অস্মাকং স্বয়ং প্রাপ্ততপোধন ।...

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং শিষ্টাঃ কুর্বন্তি পালনম্ ।

শরণং ত্রাং প্রপন্নাঃ স্তম্ভস্ত্রাঙ্কং ক্ষম্মমহঁসি ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ধৰ্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণঃ শুভকৰ্ম্মকৃতঃ ।

প্রসাদং কৃতবান্ বীর ! রবিসোমসমপ্রভঃ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শতং শতসহস্রঞ্চ সৰ্ব্বমক্ষয্যবাচকম্ ।

পরিমাণং শতং হেতম্বেদমক্ষয্যবাচকম্ ॥৮॥

যদা চ বো গ্রাহভূতা গৃহুতীঃ পুরুষান্ জলে ।

উৎকর্ষতি জলাত্তস্মাৎ স্থলং পুরুষসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি । শিষ্টাঃ শাস্ত্রশাসনাধীনাঃ । ত্বঞ্চ শিষ্ট এবতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি । শুভকৰ্ম্মকৃতং পুণ্যকার্যকারী । প্রসাদম্ অপরাঃসহগ্রহম্ ॥৭॥

অথ প্রসাদটীকাধীনাঃ প্রথমং নিজশাপবাক্যস্থশতশব্দার্থং বিবৃণোতি শতমিতি । শতং শতসহস্রঞ্চ ইত্যাদিকং সৰ্ব্বং পদম্, অক্ষয্যবাচকম্ অত্র “পশ্চম শব্দঃ শতম্” ইত্যাদি-
বয়িকুলক্ষণয়া আনন্ত্যবোধকম্ । তু কিন্তু, এতৎ—“গ্রাহভূতা জলে যুগং চরিগ্ৰহ শতং সমাঃ”
ইতি পূর্বোক্তমচ্ছাপবাক্যস্থং শতং শতপদম্, পরিমাণং সংখ্যাবোধকম্, ন পুনরিতং শতপদম্,
অক্ষয্যবাচকম্ আনন্ত্যবোধকম্, তথৈব সঙ্কেতাৎ তদ্বিচ্ছয়োচ্চারিতত্বাচ্চ । এবঞ্চ কালস্ত
নিরবধিকতয়া বধতুল্য এবায়মস্মাকং শাপ ইতি যুগ্মাভিনির্দেশকিত্যমিতি ভাবঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

১৪। মৈত্রঃ সৰ্বভূতহৃৎ এষ বাদো মৈত্রো ব্রাহ্মণ ইত্যাদ্যেবঃ ॥৫—৭॥ শতসহস্রাদয়ঃ শব্দা
অনন্তবাচকাঃ ইহ তু শতশব্দঃ শতমেব বক্তব্যার্থঃ ॥৮॥ যদা চেতি । উৎকর্ষণমেব অবধিঃ ন
শতসংখ্যোতি ভাবঃ ॥৯—৩৫॥

ইতি আদিপবনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১০॥

হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই বন্ধু ।

হে মঙ্গলময় ! জ্ঞানিগণের এই প্রবাদটা সত্য হউক ॥৫॥

শিষ্ট লোকেরা শরণাগত লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব
আমরা আপনাদের শরণাগত হইয়াছি ; আপনি ক্ষমা করুন’ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অপরারা এইরূপ বলিলে, ধৰ্ম্মাত্মা, পুণ্যকার্যকারী
ও চন্দ্র-সূর্যের তুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘শত ও শতসহস্রপ্রভৃতি শব্দ অত্র আনন্ত্যবোধক হয়
বটে ; কিন্তু আমার শাপবাক্যের এই শতশব্দ সংখ্যাবোধক, সে আনন্ত্য-
বোধক নহে ॥৮॥

তদা যুগং পুনঃ সৰ্বাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্বথ ।

অনৃতং নোক্তপূৰ্বং মে হসতাপি কদাচন ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

তানি সৰ্বানি তীৰ্থানি ততঃ শ্রুত্ব চৈব হ ।

নারীতীৰ্থানি নাম্নেহ থ্যাতিং যাস্তস্তি সৰ্বশঃ ।

পুণ্যানি চ ভবিষ্যন্তি পাবনানি মনীষিণাম্ ॥১১॥

বৰ্গোবাচ ।

ততোহভিবাণু তং বিপ্রং কৃষ্ণা চাপি প্রদক্ষিণম্ ।

অচিন্ত্যামোহপন্থতাস্তস্মাদ্দেশাৎ স্নহুঃশ্রিতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অথ তত্রত্যশতপদস্য সংখ্যাবোধকম্বেহপি তস্মাদতিদীৰ্ঘকালত্বং প্রায়েণ বধ এবাসৌ শাপ ইতি নিরতিশয়প্রসাদাশয়েন তং কালমপি সঙ্কোচয়তি যদেতি । কিঞ্চ যঃ কোহপি পুরুষ-সত্তমঃ, প্রাভূতা জলজন্তুভূতাঃ, জলে পুরুষান্ গৃহুতীঃ, বো যুমান্, যদা যন্মিন্নেব কালে অস্ত্ব শো বেত্যর্থঃ, তস্মাজ্জলাং, স্থলম্, উৎকর্ষতি আকৃশ্য নয়তি, তদৈব যুগং সৰ্বা এব, পুনঃ স্বং রূপম্, প্রতিপৎস্বথ লপ্যন্তে । অথ প্রসন্ন এবাসি চেতুদা শাপ এবাসৌ ন স্মাদিতি ক্রহীত্যাহ অনৃতমিতি । যে যদা হসতাপি পরিহাসং কুরুতাপি সত্য, কদাচন, অনৃতং মিথ্যা, ন উক্ত-পূৰ্বং পূৰ্বং নোক্তম্ । এবঞ্চ তথোক্তৌ শাপোক্তির্মিথ্যা স্মাদিতি তথা ন বক্তুমর্হামীতি ভাবঃ ॥১০-১১॥

কিঞ্চৈতচ্ছাপে শুভফলমপীত্যাহ তানীতি । তানি যুগ্মভিগ্রাহভাবেনাধিষ্ঠিতানি । ততঃ শ্রুত্ব যুগ্মাধিষ্ঠানাবধি । নারীতীৰ্থানি ইতি নাম্না । যটপদমিদং পঞ্চম্ ॥১১॥

তত ইতি । অচিন্ত্যামশিস্তিবত্যাঃ, অপন্থতাঃ কিঞ্চিদদ্রুং গতাঃ সত্যঃ ॥১২॥

অতএব তোমরা জলজন্তু হইয়া জলে থাকিয়া লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, যে কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ যখনই তোমাদিগকে সেই জল হইতে স্থলে তুলিয়া লইয়া যাইবে, তখনই তোমরা সকলে আবার আপন আপন রূপ লাভ করিবে । কিন্তু আমি পূর্বে কখনও পরিহাস করিবার সময়ও মিথ্যা কথা বলি নাই (সুতরাং সে শাপবাক্য মিথ্যা হউক একথা বলিতে পারিব না) ॥১০-১১॥

তোমরা জলজন্তু হইয়া যাইয়া প্রবেশ করিলেই সেই সব কয়টা তীর্থ 'নারীতীর্থ' নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং জ্ঞানিগণের পুণ্য ও পবিত্রতা জন্মাইবে ॥১১॥

বর্গা বলিল—‘তাহার পর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই স্থান হইতে একটু দূরে আসিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, চিন্তা করিলাম—॥১২॥

ক নু নাম বয়ং সর্বাঃ কালেনাল্লেন তং নরম্ ।
 সমাগচ্ছেম যো নন্তরুপমাপাদয়েৎ পুনঃ ॥১৩॥
 তা বয়ং চিন্তয়িত্ত্বৈব মুহূর্তাদিব ভারত ! ।
 দৃষ্টবত্যো মহাভাগং দেবর্ষিমুত নারদম্ ॥১৪॥
 সম্প্রহৃষ্টাঃ স্ম তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমমিতদ্রুতিম্ ।
 অভিবাণু চ তং পার্থ ! স্থিতাঃ স্ম ত্রীড়িতাননাঃ ॥১৫॥
 স নোহপৃচ্ছদুঃখমূলমুক্তবত্যো বয়ঞ্চ তৎ ।
 শ্রুত্বা তত্র যথাবৃত্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥
 দক্ষিণে সাগরানুপে পঞ্চ তীর্থানি সন্তি বৈ ।
 পুণ্যানি রমণীয়ানি তানি গচ্ছত মা চিরম্ ॥১৭॥
 তত্রোশু পুরুষব্যাক্রঃ পাণ্ডবেয়ো ধনঞ্জয়ঃ ।
 মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাত্মা হুঃখাদস্ম্যাম সংশয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমচিন্ত্যাম ইত্যাহ কেতি । সমাগচ্ছেম লভেমহি । তৎ পূর্বং রূপম্ ॥১৩॥
 তা ইতি । মুহূর্তাদিব অত্যল্পকালং পরমেব । উতশক্যো হর্ষে ॥১৪॥
 সম্প্রহৃষ্টা ইতি । ত্রীড়িতাননা ত্রীড়য়া অধোবদনাঃ ॥১৫॥
 স ইতি । স নারদঃ, নঃ অস্মান্ । হুঃখস্ত মূলং কারণম্ ॥১৬॥
 দক্ষিণ ইতি । সাগরস্ত অনুপে জলপ্রায়দেশে । “জলপ্রায়মূপং ত্রাৎ” ইত্যমরঃ ॥১৭॥
 তত্রোতি । শুদ্ধাত্মা নির্দোষচিত্তঃ । অস্মাং জলজন্তুভূমিবন্ধনাৎ ॥১৮॥

আমরা সকলে অল্পকালের মধ্যে সে মানুষকে কোথায় পাইব, যিনি
 আবার আমাদেরকে সেই রূপ ধারণ করাইয়া দিবেন ॥১৩॥

আমরা এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মহাত্মা দেবর্ষি নারদকে
 দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

তখন আমরা সেই অসাধারণ তেজস্বী দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া, অত্যন্ত
 আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম’ ॥১৫॥

তখন তিনি আমাদের হুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও তাহা
 বলিলাম । তখন তিনি যথাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া এই কথা বলিলেন— ॥১৬॥

‘দক্ষিণসমুদ্রের উপকূলে মনোহর ও পবিত্র পাঁচটা তীর্থ আছে, তোমরা
 পাঁচ জনই সেই পঞ্চ তীর্থে গমন কর, বিলম্ব করিও না ॥১৭॥

সেখানে নির্মলচিত্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সম্বরই তোমাদিগকে
 এই হুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥১৮॥

তন্তু সৰ্বা বয়ং বীর ! অস্ত্রা বাক্যমিহাগতাঃ ।
 তদিদং সত্যমেবাণ্ড মোক্ষিতাং স্বয়ানঘ ! ॥১৯॥
 এতাস্ত মম তাঃ সখ্যশ্চতশ্চোহন্তা জলে স্থিতাঃ ।
 কুরু কৰ্ম্ম শুভং বীর ! এতাঃ শাপাদ্বিমোচয় ॥২০॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তাঃ পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠঃ সৰ্বা এব বিশাংপতে ! ।
 তস্মাচ্ছাপাদদীনাত্মা মোক্ষয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ॥২১॥
 উখায় চ জলাতস্মাৎ প্রতিলভ্য বপুঃ স্বকম্ ।
 তাস্তদাপ্সরসো রাজন্ ! অদৃশ্যস্ত যথা পুরা ॥২২॥
 তীর্থানি শোধয়িত্বা তু তথামুজ্জায় তাঃ প্রভুঃ ।
 চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রকুং মণিপূরপূরং যযৌ ॥২৩॥
 তস্ত্রামজনয়ৎ পুত্রং রাজানং বজ্রবাহনম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! চিত্রবাহনমব্রবীৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । তন্তু নারদস্ত । তদিদং নারদবাক্যম্ । যেনাহং স্বয় মোক্ষিতা ॥১৯॥
 এতা ইতি । শুভং শাপমোচনরূপশুভজনকম্ । এতাস্ততস্ত্র এব সখীঃ ॥২০॥
 তত ইতি । অদীনাত্মা হৃষ্টচিত্তঃ । বীৰ্য্যবান্, অতএব পূৰ্ব্ববদেব মোক্ষয়ামাস ॥২১॥
 উখায়েতি । স্বকং স্বকীয়ম্, বপুঃপ্সরঃশরীরম্ । অদৃশ্যস্ত লোকৈঃ ॥২২॥
 তীর্থানীতি । শোধয়িত্বা গ্রাহমোচনেন নিবিস্তানি কৃৎবা । অহুজ্জায় গন্তম্ ॥২৩॥

‘হে নিষ্পাপ বীর ! তাঁহার সেই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই এখানে আসিয়াছিলাম । আজ নারদের সেই কথা সত্য হইয়াছে, আপনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন ॥১৯॥

কিন্তু আমার অপর সেই চারিটি সখীও এই জলে রহিয়াছে । অতএব হে বীর ! আপনি শুভকার্য্য করুন, ইহাদিগকেও শাপ হইতে মুক্ত করুন’ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠ বলবান্ অর্জুন হৃষ্টচিত্তে অপর অঙ্গরা কয়টিকেও সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই অঙ্গরারা সেই জল হইতে উঠিয়া আপন আপন শরীর লাভ করিয়া পূর্বের মতই সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥২২॥

(২০)....অস্ত্রা জলে প্রিতাঃ ।...বীর ! এতাঃ সৰ্বা বিমোক্ষয় ।

[২৩]...তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! গোবর্ধনভিত্তোহগমৎ । ইতঃ পরং কচিদধ্যায়-
 সমাপ্তিঃ । তদ্রূপেতৎপরবর্তিনঃ শ্লোকান দৃষ্টবন্তে ।

চিত্ৰাঙ্গদায়াঃ শুক্লং স্বং গৃহাণ বজ্রবাহনম্ ।
 অনেন চ ভবিষ্যামি ঋণান্মুক্তো নরাধিপ ! ॥২৫॥
 চিত্ৰাঙ্গদাং পুনৰ্বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
 ইহৈব ভব ভদ্রং তে বর্দ্ধেথা বজ্রবাহনম্ ॥২৬॥
 ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসং মে স্বং তত্রাপত্যং সংস্থসি ।
 কুন্তীং যুধিষ্ঠিরং ভীমং ভ্রাতরৌ মে কনীয়সৌ ॥২৭॥
 আগত্য তত্র পশ্যেথা অন্যানপি চ বান্ধবান্ ।
 বান্ধবৈঃ সহিতা সর্বৈর্নন্দসে হৃগনিন্দিতে ! ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
 ধর্ম্মে স্থিতঃ সত্যধৃতিঃ কৌন্তেয়মাহ ধ্রুবিষ্ঠিরঃ ।
 জিহ্বা তু পৃথিবীং সর্ব্বাং রাজসূয়ং করিস্মতি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । তস্মাৎ চিত্ৰাঙ্গদায়াম্ । রাজানমিতি ভাবিনি ভূতবহুপচারঃ ॥২৪॥
 চিত্রেতি । চিত্ৰাঙ্গদায়াসুদগ্রহণস্তেত্যর্থঃ । ঋণাৎ ঋণরূপাৎ শপথাত্ ॥২৫॥
 চিত্রেতি । স্থিতা ভব । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । বর্দ্ধেথা বর্দ্ধয়েঃ ॥২৬॥
 ইত্রেতি । সংস্থসি বিহরিষসি । কনীয়সৌ কনীয়াসৌ নকুলসহদেবৌ । তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে ।
 নন্দসে আনন্দিষসি ॥২৭—২৮॥

ধর্ম্ম ইতি । সত্যধৃতির্ধর্ম্মার্থধৈর্য্যশীলঃ । রাজসূয়ং তদাখ্যং মহাযজ্ঞম্ ॥২৯॥

অর্জুন এই ভাবে সেই তীর্থগুলিকে নিরুপদ্রব করিয়া এবং অঙ্গরাদিগকে
 যাইবার অনুমতি দিয়া চিত্ৰাঙ্গদাকে দেখিবার জন্ত পুনরায় মণিপূরে গেলেন ॥২৩॥
 সেখানে যাইয়া অর্জুন চিত্ৰাঙ্গদার গর্ভে বজ্রবাহননামে একটা পুত্র
 উৎপাদন করিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া রাজা চিত্রবাহনকে বলিলেন—॥২৪॥

‘মহারাজ ! চিত্ৰাঙ্গদাকে গ্রহণ করিবার শুক্লস্বরূপ এই বজ্রবাহনকে গ্রহণ
 করুন ; ইহা দ্বারাই আমি আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইব’ ॥২৫॥

অর্জুন আবার চিত্ৰাঙ্গদাকে বলিলেন—‘ভদ্রে ! তুমি এই খানেই থাক,
 তোমার মঙ্গল হউক, বজ্রবাহনকে বড়োইতে থাক ॥২৬॥

পরে, আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া আনন্দিত হইবে এবং সেখানে কুন্তী,
 যুধিষ্ঠির, ভীম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল-সহদেব ও অগ্ন্যত্র বান্ধবগণকে
 দেখিতে পাইবে এবং সেই সকল বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ
 করিবে ॥২৭—২৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপথেই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ধৈর্য্যও অক্ষুণ্ণ রহি-
 য়াছে । সুতরাং তিনি পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয়যজ্ঞ করিবেন ॥২৯॥

তত্রাগচ্ছন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাং নৃপসংজ্ঞিতাঃ ।

বহুনি রত্নাভ্যাদায় আগমিস্থতি তে পিতা ॥৩০॥

একসার্থং প্রয়াতাসি চিত্রবাহনসেবয়া ।

দ্রক্ষ্যামি রাজসূয়ে ত্বাং পুত্রং পালয় মা শুচঃ ॥৩১॥

বভ্রুবাহননাম্না তু মম প্রাণো বহিষ্চরঃ ।

তস্মাস্তরম্ব পুত্রং বৈ পুরুষং বংশবর্দ্ধনম্ ॥৩২॥

চিত্রবাহনদায়াদং ধর্ম্মাৎ পৌরবনন্দনম্ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়ং পুত্রং তস্মাৎ পালয় সর্বদা ॥৩৩॥

বিপ্রয়োগেণ সন্তাপং মা কৃথাস্তমনিন্দিতে ।।

চিত্রাঙ্গদামেবমুক্তদ্বা গোকর্ণমভিতোহগমৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তদ্ব্রজেতি । আগচ্ছন্তীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমানা । রাজশব্দস্ত ক্ষত্রিয়পরমশব্দ্যাহ
নৃপেতি । নূন পাস্তি রক্ষন্তীতি যোগাৎ ক্ষত্রিয়েতরেহপি নররক্ষকাঃ সম্ভবন্তীতি রাজান
ইত্যুক্তম্ ॥৩০॥

একেতি । সমানঃ অর্থো যজ্ঞদর্শনরূপং প্রয়োজনং যেথাং তে সার্থাঃ, একে একত্র
মিলিতাঃ সার্থা যস্মিন্ কর্ণনি তদ্বথা তথা । চিত্রবাহনস্ত স্বংপিতুঃ সেবয়া আহুকুল্যেন ॥৩১॥

বভ্রুতি । বভ্রুবাহননাম্না বিশিষ্টঃ । বহিষ্চরো হৃদয়াহর্ষিবর্তী । ভরম্ব পালয় ॥৩২॥

চিত্রেতি । চিত্রবাহনস্ত রাজ্ঞো দায়াদমুত্তরাধিকারিণম্ । ধর্ম্মাৎ পুত্রিকাপুত্রত্বায়াং ॥৩৩॥

সেই যজ্ঞে পৃথিবীর ক্ষত্রিয় নৃপতির। বহুতর রত্ন লইয়া আগমন করিবেন
এবং তোমার পিতাও যাইবেন ॥৩০॥

তখন তুমি তোমার পিতার আহুকুল্যে এক সঙ্গে সেখানে যাইবে; সেই
যজ্ঞেই আমি তোমাকে আবার দেখিব । তুমি পুত্রটিকে পালন করিতে থাক,
শোক করিও না ॥৩১॥

এটী আমার বভ্রুবাহননামক বাহিরের প্রাণ এবং এই পুরুষটী বংশবর্দ্ধক ।
সুতরাং তুমি এই পুত্রটিকে পালন করিতে থাক ॥৩২॥

এই পুত্রটী পুরুবংশের আনন্দজনক, পাণ্ডবগণের প্রিয়তম এবং ত্বায় অমু-
সারে মহারাজ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইবে । সুতরাং তুমি ইহাকে
সর্বদাই পালন করিবে ॥৩৩॥

আর, সুন্দরি । তুমি আমার বিরহে ছুঃখ করিও না ।' চিত্রাঙ্গদাকে এই-
রূপ বলিয়া অর্জুন গোকর্ণতীরের দিকে গমন করিলেন; যে গোকর্ণতীর

আগ্নং পশুপতেঃ স্থানং দর্শনাদেব মুক্তিদম্ ।

যত্র পাপোহপি মনুজঃ প্রাপ্নোত্যভয়ং পদম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
অৰ্জুনবনবাসেহৰ্জুনতীৰ্থযাত্রায়াং দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

— — — ০:০:০ — — —

একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

— — — ০:০:০ — — —

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহপরাস্তেবু তীর্থানি পুণ্যান্মায়তনানি চ ।

সৰ্ব্বাণ্যেবানুপূৰ্বেণ জগামামিতবিক্রমঃ ॥১॥

সমুদ্রে পশ্চিমে যানি তীর্থান্মায়তনানি চ ।

তানি সৰ্বাণি গত্বা স প্রভাসমুপজগ্মিবান্ ॥২॥

প্রভাসদেশং সম্প্রাপ্তং বীভৎসমপরাজিতম্ ।

সুপুণ্যং রমণীয়ঞ্চ শুশ্রাব মধুসূদনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

বিপ্রেতি । বিপ্রয়োগেণ মম বিরহেণ । গোকর্ণং নাম তীর্থম্ । অভিভো লক্ষ্যীকৃত্য ।
গোকর্ণমেব বিশিনষ্টি আন্তমতি । পশুপতেঃ শিবস্ত । পাপং পাপবানপি ॥৩৪—৩৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি অৰ্জুনবনবাসে দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

— — — ০:০:০ — — —

স ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ, অপরাস্তেবু ভারতপশ্চিমদেশেষু । আহুপূৰ্বেণ ক্রমেণ ॥১॥

অপি চাহ সমুদ্র ইতি । প্রভাসং তদাখ্যং তীর্থম্ ॥২॥

শিবের প্রথম অধিষ্ঠানস্থান, দর্শনমাত্রেই মুক্তি দান করে এবং যে তীর্থে
পাপিষ্ঠ লোকও অভয় পদ লাভ করে ॥৩৪—৩৫॥

— — — ০:০:০ — — —

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অসাধারণবিক্রমশালী অৰ্জুন ভারতবর্ষের পশ্চিম
প্রান্তের সমস্ত তীর্থ এবং সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি ক্রমশঃ বিচরণ করিলেন ॥১॥

এবং তিনি পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, তাহাতেও
ভ্রমণ করিয়া ক্রমে প্রভাসতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২॥

* ‘...পঞ্চদশাধিকঃ...’ ‘...সপ্তদশাধিকঃ...’ ‘...উনবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্তত্রিংশ-
দাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ । (৩) তীর্থান্মুচরন্তঞ্চ শুশ্রাব মধুসূদনঃ ।

ততোহভ্যগচ্ছৎ কোন্তেয়ং সখ্যং তত্র মাধবঃ ।
 দদৃশাতে তদাত্মোন্মৎ প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥৪॥
 তাবাত্মোন্মৎ সমাল্লিঙ্গ্য পৃষ্ঠ্ৱা চ কুশলং বনে ।
 আস্তাং প্রিয়সখ্যারৌ তৌ নরনারায়ণরূপী ॥৫॥
 ততোহর্জুনং বাসুদেবস্তাং চর্য্যাং পর্য্যপৃচ্ছত ।
 কিমর্থং পাণ্ডবৈতানি তীর্থান্যনুচরন্ত্যত ॥৬॥
 ততোহর্জুনো যথারূপং সর্বসমাখ্যাতবাংস্তদা ।
 শ্রুত্বোবাচ চ বাৰ্ষেয় এবমেতদিতি প্রভুঃ ॥৭॥
 তৌ বিহত্য যথাকামং প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ।
 মহীধরং রৈবতকং বাসায়ৈবাভিজগ্মতুঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । স্বপুণ্যং রমণীয়কং প্রভাসদেশমিতি সম্বন্ধঃ । বীভৎস্বমর্জুনম্ ॥৩॥
 তত ইতি । দদৃশাতে ইতি কথ্যব্যতীহারে আত্মনেপদম্ ॥৪॥
 তাবতিতি । আস্তাং স্থিতৌ । নম্র কথং তাবাত্মোন্মৎপ্রবস্তাবিত্যাহ প্রিয়েতি ॥৫॥
 তত ইতি । চর্য্যাং তীর্থবিচরণম্ । উত প্রশ্নে ॥৬॥
 তত ইতি । বাৰ্ষেয়ো বৃক্ষবংশীয়ঃ কৃষ্ণঃ । এবমেতৎ যুক্তমিত্যর্থঃ ॥৭॥
 তাবতিতি । বিহত্য বিচর্য্য । রৈবতকং নাম মহীধরং পর্বতম্ ॥৮॥

তিনি, পরমপবিত্র ও মনোহর প্রভাসতীর্থে আসিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন ॥৩॥

তাহার পর কৃষ্ণ সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ; তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন সেই প্রভাসতীর্থে পরস্পর সাধাৎ করিলেন ॥৪॥

পরে, তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করিয়া এক বনপ্রান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কেন না, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নর-নারায়ণ ঋষি এবং ইহজন্মে পরস্পর প্রিয় সখা ছিলেন ॥৫॥

তাহার পর কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট সেই তীর্থভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘অর্জুন ! কি জন্ম তুমি এই তীর্থভ্রমণ করিতেছ ?’ ॥৬॥

তদনন্তর অর্জুন যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন । তখন তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন যে, ‘এ তীর্থভ্রমণ তোমার সঙ্গত হইয়াছে’ ॥৭॥

কৃষ্ণ ও অর্জুন ইচ্ছানুসারে প্রভাসতীর্থে বিচরণ করিয়া বাস করিবার জন্য রৈবতকপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥৮॥

পূৰ্বমেব তু কৃষ্ণস্ত বচনান্তং মহীধরম্ ।
 পুরুষা মণ্ডয়াঞ্চকুরুপাজ্জহুশ্চ ভোজনম্ ॥৯॥
 প্রতিগৃহ্যার্জুনঃ সৰ্বয়ুপভুজ্য চ পাণ্ডবঃ ।
 সহৈব বাসুদেবেন দৃষ্টবান্ নটনৰ্ত্তকান্ ॥১০॥
 অভ্যনুজায় তান্ সৰ্বানৰ্চয়িত্বা চ পাণ্ডবঃ ।
 সংকৃতং শয়নং দিব্যমভ্যগচ্ছন্নহামতিঃ ॥১১॥
 ততস্তত্র মহাবাহুঃ শয়ানঃ শয়নে শুভে ।
 তীর্থানাং পল্ললানাঞ্চ পৰ্বতানাঞ্চ দৰ্শনম্ ।
 আপগানাং বনানাঞ্চ কথয়ামাস সাত্বতে ॥১২॥
 এবং স কথয়ন্মেব নিদ্রয়া জনমেজয় ! ।
 কোন্তেয়োহপহৃতস্তস্মিন্ শয়নে স্বৰ্গসমিভে ॥১৩॥
 মধুরৈগৈব গীতেন বীণাশব্দেন চৈব হ ।
 প্রবোধ্যমানো বুৰুধে স্তুতিভিৰ্মঙ্গলৈস্তথা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্বমিতি । পুরুষাঃ কৃষ্ণস্ত ভূত্যাঃ । ভুজ্যত ইতি ভোজনং খাদ্যম্ ॥৯॥
 প্রতীতি । নটনৰ্ত্তকান্ তেমাং নৃত্যগীতাদিকম্, দৃষ্টবান্ শ্রুতবাংচ ॥১০॥
 অভীতি । অভ্যনুজায় গন্তুমহুমত্যা । অৰ্চয়িত্বা প্রশস্ত । সংকৃতং স্থসজ্জিতম্ ॥১১॥
 তত ইতি । শয়নে শয্যায়াম্ । পল্ললানাম্ অল্পসরসাম্ । আপগানাং নদীনাম্ ।
 সাত্বতে কৃষ্ণে তং প্রতীত্যর্থঃ । ঘটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
 এবমিতি । কোন্তেয়োহৰ্জুনঃ । শয়নে শয্যায়াম্, স্বৰ্গসমিভে স্বৰ্গীয়শয্যাভূলায়াম্ ॥১৩॥
 কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে তাহার ভৃত্যেরা পূৰ্বেই রৈবতকপৰ্ব্বতটাকে
 সুশোভিত করিয়াছিল এবং খাদ্য আনিয়া রাখিয়াছিল ॥৯॥
 অৰ্জুন সেই সমস্ত গ্রহণ ও ভোজন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া
 নট ও নৰ্ত্তকদিগের নৃত্য দৰ্শন এবং গীত শ্রবণ করিলেন ॥১০॥
 তাহার পর অৰ্জুন তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং যাইবার অনুমতি
 দিয়া সুসজ্জিত দিব্য শয্যায় গমন করিলেন ॥১১॥
 তৎপরে তিনি সেই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া—পূৰ্বে যে সকল তীর্থ,
 ক্ষুদ্র জলাশয়, পৰ্ব্বত, নদী ও বন দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের
 নিকট বলিতে লাগিলেন ॥১২॥
 মহারাজ জনমেজয় ! অৰ্জুন সেই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া ঐরূপ
 বলিতে বলিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥১৩॥

স কৃত্যবশ্যকার্য্যাণি বাঞ্ছে যৈনাভিনন্দিতঃ ।
 রথেন কাঞ্চনাস্তেন দ্বারকামভিজগ্মিবান্ ॥১৫॥
 অলঙ্কতা দ্বারকা তু বভূব জনমেজয় ।।
 কুন্তীপুত্রস্ত পূজার্থমপি নিষ্কটকেষপি ॥১৬॥
 দিদৃক্ষবশ্চ কৌন্তেয়ং দ্বারকাবাসিনো জনাঃ ।
 নরেন্দ্রমার্গমাজগ্মু স্তূর্ণং শতসহস্রশঃ ॥১৭॥
 অবলোকেষু নারীণাং সহস্রাণি শতানি চ ।
 ভোজরুক্ষ্যক্ষকানাক্ষ সমবায়ৌ মহানভূৎ ॥১৮॥
 স তথা সংকৃতঃ সর্বৈর্ভোজরুক্ষ্যক্ষকাত্মজৈঃ ।
 অভিবাচ্চাভিবাচ্চাংশ্চ সর্বৈশ্চ প্রতিনন্দিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মধুরেণেতি । প্রবোধ্যমানো জাগর্ধ্যমাণঃ, বুধে জাগরিতঃ, কৌন্তেয় ইত্যম্বকঃ ॥১৪॥
 স ইতি । অবশ্যকার্য্যাণি সঙ্ঘাবন্দনাদীনী । বাঞ্ছে যেন কৃষ্ণেন, অভিনন্দিত আদৃতঃ ॥১৫॥
 অলঙ্কতেতি । নিষ্কটকেষপি ন কেবলং রাজপথাদিষু গৃহসমীপকৃত্ত্রিমবনেষপি ॥১৬॥
 দিদৃক্ষব ইতি । দিদৃক্ষবো জষ্টুমিচ্ছবঃ । উদন্তপ্রত্যয়স্ত নিষ্ঠাদিহাৎ কৰ্ম্মণি দ্বিতীয়া ॥১৭॥
 অবেতি । অবলোকেষু অর্জুনদর্শনবিষয়ে । সমবায়ঃ সমূহঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি । অপরান্তেষু পশ্চিমসমুদ্রতীরেষু ॥১—১৪॥ কাঞ্চনাস্তেন স্বর্ণময়ধ্বজাদিমতা
 ॥১৫॥ নিষ্কটকেষু গৃহারামেযপি অলঙ্কতা কিমুত রাজমার্গাদিষু ॥১৬—২১॥
 ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১১॥

তাহার পর, মধুর গীত, বীণাশব্দ এবং বৈভালিকগণের মঙ্গল স্তুতি দ্বারা
 জাগরিত হইলেন ॥১৪॥

অর্জুন সঙ্ঘাবন্দনপ্রভৃতি নিত্য কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণের আগ্রহে স্বর্ণময়
 রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥১৫॥

অর্জুনের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত রাজপথ হইতে আরম্ভ করিয়া
 গৃহের নিকটবর্তী কৃত্রিম বনটী পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বারকানগরী সুসজ্জিত করা
 হইয়াছিল ॥১৬॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র দ্বারকাবাসী লোক অর্জুনকে দেখিবার জন্ত
 সস্তর আসিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল ॥১৭॥

অর্জুনকে দেখিবার জন্ত শত শত ও সহস্র সহস্র নারী এবং ভোজ, বৃক্ষ
 ও অঙ্কবংশীয় পুরুষদিগের একটী বিশাল সম্মেলন হইল ॥১৮॥

(১৭) দিদৃক্ষবশ্চ কৌন্তেয়... ।

কুমারৈঃ সৰ্বশো বীরঃ সংকারণাভিচোদিতঃ ।

সমানবয়সঃ সৰ্বানাল্লিয্য স পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

কৃষ্ণস্ত ভবনে রম্যে রত্নভোজ্যসমাবৃত্তে ।

উবাস সহ কৃষ্ণেন বহুলাস্ত্রত শৰ্বরীঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি অৰ্জুন-
বনবাসেহৰ্জুনদ্বারকাগমনে একদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

(১৬। স্বভদ্রাহরণপৰ্ব।)

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কতিপয়াহস্ত তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ ।

বৃক্ষ্যঙ্ককানামভবদুঃসবো নৃপসত্তম ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সংকৃত আদৃতঃ । অভিবাঞ্ছান্ নমস্তান্ ॥১২॥

কুমারৈরিতি । অভিচোদিতঃ স্বয়ংগৃহগমনায় প্রণোদিতঃ । শৰ্বরী রাণীঃ ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অৰ্জুনবনবাসে একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

তত ইতি । কতিপয়াহস্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ । বৃক্ষ্যাদয়ো বংশাঃ ॥১॥

ভোজ্য, বৃক্ষি ও অঙ্ককবংশীয় সকলেই অৰ্জুনের সম্মান করিল ; অৰ্জুনও
নমস্তদিগকে নমস্কার করিলেন ; তখন সেই নমস্তগণও তাঁহাকে আশীৰ্বাদ
করিলেন ॥১৯॥

কুমারগণ বিশেষ আদরের সহিত অৰ্জুনকে আপন আপন ডবনে লইয়া
যাইবার জন্ত আগ্রহ করিতে লাগিল ; তখন অৰ্জুন সমবয়স্ক সেই কুমারগণকে
বার বার আলিঙ্গন করিয়া, বহুৱত্ন ও খাত্তসম্পন্ন মনোহর কৃষ্ণভবনে যাইয়া,
কৃষ্ণের সহিত সেখানে অনেক দিন বাস করিলেন ॥২০—২১॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইলে,
সেই রৈবতকপৰ্বতে বৃক্ষি ও অঙ্ককবংশীয়গণের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল ॥১॥

* ‘...ষোড়শাধিকঃ...’ ‘...অষ্টাদশাধিকঃ...’ ‘...বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্টত্রিংশদধিকঃ...’

ইতি পাঠাস্তরাণি ।

তত্র দানং দহুর্বারা ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ।
 ভোজবৃক্ষ্যঙ্ককাশ্চৈব মহে তস্মা গিরেন্তদা ॥২॥
 প্রাসাদৈ রত্নচিহ্নৈশ্চ গিরেন্তস্মা সমস্ততঃ ।
 স দেশঃ শোভিতো রাজন্ ! কল্পবৃক্ষৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩॥
 বাদিত্রাণি চ তত্রান্মে বাদকাঃ সমবাদয়ন্ ।
 ননৃত্তূর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ ॥৪॥
 অলঙ্কতাঃ কুমারশ্চ বৃক্ষীনাং স্তমহৌজসাম্ ।
 যানৈর্হাটকচিহ্নৈশ্চ চংচূর্য্যন্তে স্ম সর্ববশঃ ॥৫॥
 পৌরাশ্চ পাদচারেণ যানৈরুচ্চাবচৈস্তথা ।
 সদারাঃ সানুযাত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৬॥
 ততো হলধরঃ ক্ষীবো রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ ।
 অমুগম্যমানো গন্ধর্ব্বৈরচরন্তত্র ভারত ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । মহে বার্ষিকোৎসবে । “মহ উদ্ধব উৎসবঃ” ইত্যমরঃ ॥২॥
 প্রাসাদৈরিতি । রত্নশিখা আশ্চর্য্যাত্মকৈঃ । কল্পবৃক্ষৈশ্চ বাদকৈঃ কৃত্রিমবৃক্ষৈঃ ॥৩॥
 বাদিত্রাণি । গেয়ানি গানানি, গানং শিল্পমেযামিতি গায়নাঃ, “গৃহ চ” ইতি গৃহ ॥৪॥
 অলঙ্কতা ইতি । হাটকৈঃ অর্গৈশ্চিহ্নাণি তৈঃ । চংচূর্য্যন্তে স্ম পুনঃ পুনর্বিচরন্তি স্ম ॥৫॥
 পৌরা ইতি । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ । সাহুযাত্রাঃ সাহুচরাঃ । চংচূর্য্যন্তে স্মেত্যলঙ্করঃ ॥৬॥
 তত ইতি । ক্ষীবো মত্তপানেন মত্তঃ, “মত্তে শৌণ্ডোৎকটক্ষীবাঃ” ইত্যমরঃ । রেবত্যা
 তদাখ্যাতা ভাৰ্য্যা সহিতঃ । তৃতীয়চরণে অক্ষরাধিক্যমার্মম্ । এবং পরত্রাপি ॥৭॥

ভোজ, বৃক্ষি ও অঙ্ককবংশীয় বীরগণ রৈবতকপর্ব্বতের সেই উৎসবে সহস্র
 সহস্র ব্রাহ্মণকে নানাবিধ বস্তু দান করিতে লাগিলেন ॥২॥

মহারাজ ! রৈবতকপর্ব্বতের সকল দিকেই রত্নবিচিত্রীকৃত বহুতর অট্টা-
 লিকা এবং কৃত্রিম কল্পবৃক্ষ দ্বারা সে স্থানটী শোভিত হইয়াছিল ॥৩॥

সে স্থানে বাহুকারেরা বাহু বাজাইতেছিল, নর্তকেরা নৃত্য করিতেছিল এবং
 গাথকেরা গান করিতেছিল ॥৪॥

মহাবীর বৃক্ষিবংশীয় কুমারেরা অলঙ্কৃত হইয়া স্বর্ণময় যানে আরোহণ করিয়া
 সকল দিকে বার বার বিচরণ করিতে লাগিল ॥৫॥

আর, শত শত এবং সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ভাৰ্য্যা ও অম্লচরবর্গের সহিত
 মিলিত হইয়া পাদচারে এবং নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে
 থাকিল ॥৬॥

তথৈব রাজা বৃক্ষীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ।
 অনুগম্যমানো গন্ধৰ্বৈঃ স্ত্রীসহস্রসহায়বান্ ॥৮॥
 রৌন্নিগেয়শ্চ শাস্ত্রশ্চ ক্ষীবৌ সমরদুৰ্ম্মদৌ ।
 দিব্যমাল্যাস্বরধরৌ বিজহ্রাতেহমরাবিব ॥৯॥
 অক্রুরঃ সারণশৈচব গদো বজ্রবিদূরথঃ ।
 নিশঠশ্চাক্রুদেষ্ণশ্চ পৃথুৰ্বিপৃথুরেব চ ॥১০॥
 সত্যকঃ সাত্যকিশৈচব ভঙ্গকারমহারবৌ ।
 হাদিক্য উদ্ধবশৈচব যে চান্তে নানুকীৰ্ত্তিতাঃ ॥১১॥
 এতে পরিবৃত্তাঃ স্ত্রীভির্গন্ধৰ্বৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 তমুৎসবং রৈবতকে শোভয়াৎকক্ৰিবে তদা ॥১২॥ (বিশেষকম)
 চিত্রকৌতূহলে তস্মিন্ বৰ্ত্তমানে মহাভূতে ।
 বাসুদেবশ্চ পার্শ্বশ্চ সহিতৌ পরিজগ্মতুঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তথৈতি । তথৈব অচরদিত্যর্থঃ । উগ্রসেনো নাম ॥৮॥
 রৌন্নিগেয় ইতি । রৌন্নিগেয়ঃ প্রহ্মাঃ । ক্ষীবৌ মত্তপানেন মত্তৌ ॥৯॥
 অক্রুর ইতি । অক্রুরাণীনি নামানি । নানুকীৰ্ত্তিতা নামভিঃ । রৈবতকে পৰ্বতে ॥১০—১২॥
 চিত্ৰেতি । চিত্রাণি নানাবিধানি কৌতূহলানি যত্র তস্মিন্ । সহিতৌ মিলিতৌ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ গিরের্মহে পৰ্বতদৈবভ্যে উৎসবে ॥২—৪॥ চক্ষুৰ্যন্তে দেদীপান্তে ॥৫—৬॥

তাহার পর, বলরাম মত্তপানে মত্ত হইয়া, রৈবতীকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ
 করিতে লাগিলেন ; গন্ধৰ্বেরাও তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে থাকিল ॥৭॥

প্রতাপশালী বৃক্ষিরাজ উগ্রসেন বহুতর স্ত্রী সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে
 লাগিলেন ; তাঁহার পিছনেও গন্ধৰ্বেরা বিচরণ করিতে লাগিল ॥৮॥

যুদ্ধহৃদ্বর্ষ প্রহ্মা ও শাস্ত্র মত্তপানে মত্ত হইয়া, দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিধান
 করিয়া, দুইটা দেবতার স্থায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৯॥

অক্রুর, সারণ, গদ, বজ্র, বিদূরথ, নিশঠ, চাক্রদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক,
 সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হাদিক্য ও উদ্ধব ইহারা এবং অস্ফাভ্র অনেক
 লোক স্ত্রীগণ ও গন্ধৰ্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রৈবতকপৰ্বতে
 সেই উৎসবটীকে শোভিত করিলেন ॥১০—১২॥

সেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য উৎসব চলিতে থাকিলে এবং তাহার মধ্যে নানাবিধ

তত্র চংক্রম্যমাণৌ তৌ বহ্নদেবহুতাং শুভাম্ ।
 অলঙ্কৃতাং সখীমধ্যে ভদ্রাং দদৃশুস্তদা ॥১৪॥
 দৃষ্টৌ ব তামর্জুনস্ত কন্দর্পঃ সমজায়ত ।
 তং তদৈকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ ॥১৫॥
 অত্রবীৎ পুরুষব্যাত্রঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 বনেচরস্ত কিমিদং কামেনালোভ্যতে মনঃ ॥১৬॥
 মমৈষা ভগিনী পার্থ ! সারণস্ত সহোদরা ।
 সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা স্ততা ।
 যদি তে বর্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্ ॥১৭॥
 অর্জুন উবাচ ।
 ছুহিতা বহ্নদেবস্ত বাহ্নদেবস্ত চ স্বসা ।
 রূপেণ চৈব সম্পন্না কমিবৈষা ন মোহয়েৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ভজ্জেতি । চংক্রম্যমাণৌ ভ্রূং পাদক্ষেপং কুর্যমাণৌ, তৌ কৃষ্ণাৰ্জুনৌ ॥১৪॥
 দৃষ্টৌতি । কন্দর্পঃ কামঃ । একাগ্রমনসং সঙ্কল্পরতিমহুভবস্তুমিতার্থঃ ॥১৫॥
 অত্রবীদিতি । পুরুষব্যাত্রঃ কৃষ্ণঃ । বনেচরস্ত নিস্পৃহস্ত বনবাসিনঃ ॥১৬॥
 মমেতি । তে তব, ভদ্রং যোগ্যত্বামঙ্গলময়ী । ষটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥
 ছুহিতেতি । এষা কমিব জনং ন মোহয়েৎ, অপি তু সর্বমেবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

কৌতুক ব্যাপার হইতে লাগিলে কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলিত হইয়া সকল দিকে
 বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহারা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া সুলক্ষণা ও অলঙ্কৃতা বহ্নদেবকণ্ঠা
 সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন ॥১৪॥

সুভদ্রাকে দেখিয়াই অর্জুনের কাম আবির্ভূত হইল ; তাই তিনি তাহাকে
 একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ইহা কৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন ॥১৫॥

লক্ষ্য করিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘বনবাসীর মন কামে
 আলোড়িত হইতেছে কেন ? ॥১৬॥

ইনি আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার প্রিয়তমা
 কণ্ঠা ; ইহার নাম—‘সুভদ্রা’ । ইনি তোমার পক্ষে মঙ্গলময়ীই হইবেন ।
 সুভদ্রা তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি নিজেই পিতৃদেবকে বলিব’ ॥১৭॥

কৃতমেব তু কল্যাণং সৰ্বং মম ভবেদ্বৈশ্বৰ্যম্ ।

যদি শ্ৰাম্যম বাঞ্ছয়ী মহিবীয়ং স্বসা তব ॥১৯॥

প্রাপ্তৌ তু ক উপায়ঃ শ্রান্তং ব্রবীহি জনাৰ্দ্দন ! ।

আশ্বাস্তামি তদা সৰ্বং যদি শক্যং নরেন তৎ ॥২০॥

বাসুদেব উবাচ ।

স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষৰ্ভত ! ।

স চ সংশয়িতঃ পার্শ্ব ! স্বভাবস্থানিমিত্ততঃ ॥২১॥

প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্ততে ।

বিবাহহেতোঃ শূরাণামিতি ধৰ্ম্মবিদৌ বিদুঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । কল্যাণং মঙ্গলম্ । বাঞ্ছয়ী বৃক্ষিবংশা, মহিমী ভাৰ্ঘ্যা ॥১৯॥

প্রাপ্তাবিতি । প্রাপ্তৌ ভাৰ্ঘ্যাস্থেন স্বভদ্রায়া লাভে । এতেন “চতুরো ব্রাহ্মণশ্চাত্ত্বান্
প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ । ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়শ্চৈকমাত্মনং বৈশ্বশূদ্রয়োঃ” ইতি শ্রুতেঃ “ব্রাহ্মসো
বৃদ্ধহরণাং” ইতি শ্রুতেশ্চ ক্ষত্রিয়পক্ষপ্রশস্তব্রাহ্মণবিবাহোপায়মেব পৃচ্ছতি, “বক্ষ্যামি পিতরং
স্বয়ম্” ইতি কৃষ্ণেন হৃচিতং ব্রাহ্মণবিবাহঞ্চ নিবাকরোতীতি বোধ্যম্ । আশ্বাস্তামি অব-
লম্বিষ্টে ॥২০॥

অথ স্বয়ম্বরাস্থানং ক্রিয়তাং তত্র চ স্বভদ্রা মাং বরয়েদিত্যাহ স্বয়ম্বর ইতি । হে পুরুষ-
ৰ্ভত ! পার্শ্ব ! ক্ষত্রিয়াণাং স্বয়ম্বরঃ স্বয়ম্বরপ্রযুক্তো বিবাহোহবশ্তি । স চ বিবাহঃ, স্বভাবস্ত
জীচরিত্রস্ত, অনিমিত্ততঃ অনিয়তত্বাং সংশয়িতঃ স্বংপক্ষে সন্দেহবিসমঃ । পুরুষাস্ত্রমপীয়ং
বরয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষীবো মধুমত্তঃ ॥১—১৯॥ বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়মিতি কৃষ্ণেন দাপয়িত্বামীতি হৃচিতেহপি
প্রাপ্তৌ তু ক উপায় ইতি পৃচ্ছয়জ্জুনঃ প্রতিগ্রহং নাহুমম্মত ইতি গম্যতে ॥২০॥ স্বভাবস্ত

অৰ্জুন বলিলেন—‘বাসুদেবের কথ্য, বাসুদেবের ভগিনী, অথ চ রূপবতী ।

সুতরাং ইনি কোন্ পুরুষকে মোহিত না করেন ? ॥১৮॥

অতএব কৃষ্ণ ! তোমার এই ভগিনীটী যদি আমার ভাৰ্ঘ্যা হন, তবে
নিশ্চয়ই আমার সৰ্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয় ॥১৯॥

কিন্তু ইহাকে পাইবার উপায় কি, তাহা বল ; সে উপায় যদি মাতুলের
শক্তিসাধ্য হয়, তবে তাহা আমি অবলম্বন করিব’ ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘অৰ্জুন ! ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর বিবাহ আছে বটে ; তবে
তাহা তোমার পক্ষে সন্দিগ্ধ । কেন না, জীলোকের স্বভাব অনিয়ত (হয় ত
স্বভদ্রা স্বয়ম্বরে অস্ত্র পুরুষকেও বরণ করিয়া ফেলিতে পারেন) ॥২১॥

স হুমজ্জুন ! কল্যাণীং প্রসহ ভগিনীং মম ।

হর স্বয়ম্বরে হস্তাঃ কো বৈ বেদ চিকীৰ্ষিতম্ ॥২৩॥

ততোহজ্জুনঃ কৃষ্ণঃ চ বিনিশ্চিত্যতিকৃত্যতাম্ ।

শীঘ্রগান্ পুরুষানশ্চান্ প্রেষয়ামাসভুস্তদা ॥২৪॥

ধৰ্ম্মরাজায় তৎ সৰ্বমিস্ত্রপ্রস্থগতায় বৈ ।

ঐত্বৈব চ মহাবাহুরনুজ্ঞে স পাণ্ডবঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাদিপর্বণি হুভদ্রা-
হরণে যুধিষ্ঠিরানুজ্ঞায়াং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তর্হি কোহন্তঃ প্রকার ইত্যাহ প্রসংহতি । শূরাণাং ক্ষত্রিয়ণাম্, বিবাহহেতোঃ, প্রসহ বলেন, কস্তায়া হরণঞ্চাপি প্রশস্ততে, “রাক্ষসং ক্ষত্রিয়শ্চৈকম্” ইতি স্মৃতিরিত্তি ভাবঃ । অত-
এবোক্তম্ “ইতি ধর্ম্মবিদো বিহু”রিত্তি ॥২২॥

তদেবোপদিশতি স ইতি । হে অর্জুন ! স হুম্, কল্যাণীং মম ভগিনীম্, প্রসহ বলেন
হর । হি যম্বাং, স্বয়ম্বরে, অস্তাঃ হুভদ্রায়াঃ, চিকীৰ্ষিতং কর্তৃমিষ্টম্, কো বেদ জানাতি,
কোহপি নেত্যর্থঃ । পুরুষান্তরমপি বরয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তত ইতি । ইতিকৃত্যতং প্রসহ হরণে ইতিকর্তব্যতাম্ । তৎ সৰ্বং বক্তৃমিতি শেষঃ ।
স পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ, অনুজ্ঞে হুভদ্রায়া হরণং বিবাহঞ্চানুসমুদয়বান্ । ন চ মাতুল-
কস্তায়াদজ্জুনেন হুভদ্রায়া অবিবাহেহপি কথং ধর্ম্মরাজোহপি তদনুজ্ঞে ইতি বাচ্যম্, বহু-
দেবপিত্রা শূরেন নিজকস্তায়াঃ কুন্ত্যাঃ কুন্তিভোজায় রাজে দত্তকপুত্রবদেব দত্তত্বাং “গোত্র-
ভারতভাবদীপঃ

অনিমিত্ততঃ জীচিস্তস্ত শৌর্ধ্যপাণ্ডিত্যান্তনপেক্ষত্বাং । ত্রিযো হুপরীক্ষিতেহপি পুংসি
অপাততো রমণীয়ে সন্তঃ সকামা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥২১—২৪॥ অনুজ্ঞে অনুজ্ঞাতবান্ ॥২৫॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১॥

তা'র পর, বিবাহের জন্ত বীর ক্ষত্রিয়গণের বলপূর্বক কন্যাহরণও প্রশস্ত
ইহা ধর্ম্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ॥২২॥

অতএব অর্জুন ! তুমি বলপূর্বকই আমার ভগিনী হুভদ্রাকে হরণ কর ।
কারণ, সে স্বয়ম্বরে কাহাকে বরণ করিবে, তাহা কে জানে' ॥২৩॥

তাহার পর, কৃষ্ণ ও অর্জুন হুভদ্রাকে হরণ করিবার বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা
স্থির করিয়া, সে বিষয়ের অমুমতি লইবার জন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট

* ‘...সপ্তদশাধিকঃ...’ ‘...উনবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...একবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...উন-
চত্বারিংশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ । ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকবিশেষে চত্বার এবাদ্বাদ্যা
অধিক দৃশ্যতে ।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংবাদিতে তস্মিন্মনুজ্ঞাতো ধনঞ্জয়ঃ ।

গতাং রৈবতকে কন্থাং বিদিত্বা জনমেজয় ! ॥১॥

বাসুদেবাভ্যনুজ্ঞাতঃ কথয়িত্ত্বৈতিকৃত্যতাম্ ।

কৃষ্ণস্ত মতমাদায় প্রযযৌ ভরতর্ষভঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

রথেন কাঞ্চনাস্তেন কল্লিতেন যথাবিধি ।

শৈব্যস্তুগ্রীবযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

রিক্ধে জনয়িতুর্ন হরেদত্রিমঃ স্ততঃ" ইতি মহাবচনেন দত্তকপুত্রবদেব দত্তকন্যায়। অপি জনক-গোত্রাদিনিবৃত্তিহচনাং স্তভদ্রয়া সহার্জুনস্ত সর্বসম্বন্ধাভাবাৎ । অথ তর্হি ভিন্নগোত্রগতস্ত দত্তকপুত্রস্তাপি জনককন্থা বিবাহা স্তাদিতি চেম, "অসপিণ্ডা চ বা মাতুরসগোত্রা চ বা পিতৃঃ" ইত্যাদিমহাবচনে পিতৃপদেন দত্তকাদীনাং জনকস্তাপি গ্রহণাৎ অন্তথা তর্হ্যেযার্থ্যাৎ শূলপাণিনা সম্বন্ধবিবেকে তর্থেব সিদ্ধান্তিতত্বাৎ । কৃষ্ণার্জুনয়োর্মাতুলপুত্রপিতৃষস্তুপুত্রাদিব্যবহারস্ত ভূতপূর্বগতোতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি স্তভদ্রাহরণে দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

তত ইতি । তস্মিন্ স্তভদ্রায়া হরণে, সংবাদিতে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরয়োরাপি সমস্তত্বাদযুক্ত্যা মিলিতে সতি । অমুজ্ঞাতো দৃত্ত্বারা যুধিষ্ঠিরেণামৃততঃ । কন্থাং স্তভদ্রাম্ । ইতিকৃত্যতাং কথয়িত্বা, তদ্বিষয়ে বাসুদেবাভ্যনুজ্ঞাতঃ সন, পুনশ্চ কৃষ্ণস্ত মতমাদায় হর্ষুং প্রযযৌ ॥১—২॥

ক্রতগামী অস্ত কয়েকটী লোককে পাঠাইয়া দিলেন ; যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াই সে বিষয়ে অমুমতি দিলেন ॥২৪—২৫॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয় ! অর্জুন স্তভদ্রাকে হরণ করার বিষয়ে কৃষ্ণের সম্মতি এবং যুধিষ্ঠিরেরও অমুমতি পাইয়া, স্তভদ্রা রৈব-তকপর্বতে গিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার ইতিকর্তব্যতার বিষয় কৃষ্ণের নিকট বলিয়া, তাহারও অমুমতি পাইয়া, আবারও তাঁহার মত লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

(১) ততঃ সমুদিতে তস্মিন্... । [২]...কৃষ্ণস্ত মতমাজায়... ।

সর্বশস্ত্রোপপন্নেন জীমূতরবনাদিনা ।

জ্বলিতাগ্নিপ্ৰকাশেন দ্বিষতাং হর্ষঘাতিনা ॥৪॥

সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী বদ্ধগোধাস্থলিত্রবান্ ।

মৃগয়াব্যপদেশেন প্রযযৌ পুরুষর্ষভঃ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

হুভদ্রা ত্বথ শৈলেন্দ্রমভ্যর্চ্যেব হি রৈবতম্ ।

দৈবতানি চ সর্বাণি ত্রাঙ্গণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ॥৬॥

প্রদক্ষিণং গিরেঃ কৃত্বা প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ।

তামভিজ্রত্য কোন্ঠেয়ঃ প্রসহারোপয়দ্রথম্ ।

হুভদ্রাং চারুসর্বাঙ্গীং কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কেন প্রযাবিত্যাহ রথেনেতি । কাঙ্কনাস্তেন স্বর্ণময়েন, যথাবিধি কল্পিতেন কৃষ্ণহুমতসারধিনা যোজিতেন, শৈব্যহুগ্রীবৌ তদাখৌ কৃষ্ণস্ত্রবাখৌ তাভ্যাং যুক্তেন, “তুরগাঃ শৈব্যহুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ” ইতি ত্রিকাংশেষঃ । কিঙ্করীজালমেব মালা-
স্তাত্তীতি তেন । জীমূতরববৎ মেঘধ্বনিবৎ নদতীতি তেন । সন্নদ্ধো যুদ্ধায় সজ্জিতঃ । বদ্ধা
বামহস্তপ্রকোষ্ঠে ধৃতা গোধা গুণাঘাতবারণায় চর্মপট্টিকা যেন স বদ্ধগোধঃ, অস্থলিত্রাণি
বাণবর্ষণক্ষতবারণায় অস্থলিষু ধৃতানি চর্মাস্তরাণি অস্ত্র সস্তীতি সঃ অস্থলিত্রবান্, বদ্ধগোধ-
শাসৌ অস্থলিত্রবাংশ্চেতি সঃ । মৃগয়ায় ব্যপদেশেন চ্ছলেন ॥৩—৫॥

হুভদ্রেতি । সর্বাণি দৈবতানি চাভ্যর্চ্যেতি সঙ্গমঃ । অভিজ্রত্য অভিধাব্য ; কোন্ঠেয়ো-
ইর্জুনঃ, প্রসহ্য বলেন । সপ্তমল্লোকঃ ষষ্ঠপাদঃ ॥৬—৭॥

সারথি কৃষ্ণেরই অনুমতিক্রমে এক খানি স্বর্ণময় রথ প্রস্তুত করিয়া
আনিয়াছিল, তাহাতে শৈব্য ও সুগ্রীবনামে দুইটী ঘোড়া সংযোজিত ছিল
এবং কিঙ্করীর মালা ছলিতেছিল, আর তাহার ভিতরে সর্বপ্রকার অস্ত্র ছিল
এবং সে রথখানি প্রজ্জলিত অগ্নির শ্রায় প্রকাশ পাইতেছিল, মেঘের শ্রায়
গম্ভীর শব্দ করিতেছিল এবং শত্রুপক্ষের আনন্দ নষ্ট করিতেছিল । অর্জুন
এহেন রথে আরোহণ করিয়া, কবচ, খড়্গ, তল ও অস্থলিত্র খারণপূর্বক যুদ্ধের
জন্ত সজ্জিত হইয়া হুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্ত যাইতে লাগিলেন ॥৩—৫॥

এদিকে হুভদ্রা সমস্ত দেবতার ও রৈবতকপর্বতের পূজা সমাপ্ত করিয়া,
ত্রাঙ্গণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া এবং রৈবতকপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া
দ্বারকার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে অর্জুন কামবাণে প্রপীড়িত
হইয়া, হঠাৎ যাইয়া, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী হুভদ্রাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া
লইলেন ॥৬—৭॥

ততঃ স পুরুষব্যাস্ত্রস্তামাদায় শুচিস্মিতাম্ ।
 রথেন কাঞ্চনাস্থেন প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি ॥৮॥
 হ্রিয়মাণাস্তু তাং দৃষ্ট্বা স্তভদ্রাং সৈনিকা জনাঃ ।
 বিক্রোশস্তোহদ্রবন্ সৰ্বে দ্বারকামভিতঃ পুরীম্ ॥৯॥
 তে সমাসাগ্র সহিতাঃ স্বধৰ্ম্মামভিতঃ সভাম্ ।
 সভাপালস্তু তৎ সৰ্ব্বমাচখ্যুঃ পার্থবিক্রমম্ ॥১০॥
 তেষাং শ্রদ্ধা সভাপালো ভেরীং সাম্রাহিকীং ততঃ ।
 সমাজগ্নে মহাঘোরং জাম্বুনদপরিষ্কৃতাম্ ॥১১॥
 ক্ষুদ্রাস্তেনাথ শব্দেন ভোজবৃক্ষাকান্তদা ।
 অন্নপানমপাস্থাথ সমাপেতুঃ সমন্ততঃ ॥১২॥
 তত্র জাম্বুনদাঙ্গানি স্পর্দ্যাস্তুরণবন্তি চ ।
 মণিবিক্রমচিত্রাণি জ্বলিতাণিপ্রভাণি চ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ । কাঞ্চনাস্থেন স্বৰ্ণখচিতেন । স্বপুরমিঙ্গপ্রস্থম্ ॥৮॥
 হ্রিয়মাণমিতি । বিক্রোশস্তঃ কোলাহলং কুরুতঃ । অভিতঃ প্রতি ॥৯॥
 ত ইতি । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ । স্বধৰ্ম্মাং নাম । অভিতঃ সৰ্ব্বাঃ দিক্ স্থিতাঃ ॥১০॥
 তেষামিতি । সাম্রাহিকীং যুদ্ধসজ্জাসূচিকাম্ । জাম্বুনদপরিষ্কৃতাং স্বৰ্ণভূষিতাম্ ॥১১॥
 ক্ষুদ্রা ইতি । অন্নমন্নস্ত ভোজনং জলাদেঃ পানঞ্চ, অপাস্ত বিহায় ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । তস্মিন্ বিবাহসন্দেহে ॥১॥ ইতিকৃত্যতাম্ অগ্রেতনীম্ ইতিকর্তব্যতাম্
 ॥২—১০॥ ভেরীং হৃন্মতিম্, সাম্রাহিকীং সম্রাট্বাঃ সৰ্ব্বৈ ভবত ইতি স্বচয়ন্তীম্ ॥১১—১৪॥

তাহার পর তিনি স্বৰ্ণখচিত রথে সেই মধুরহাসিনী স্তভদ্রাকে লইয়া
 ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

অৰ্জুন স্তভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তত্রত্য সৈন্তেরা
 কোলাহল করিতে করিতে দ্বারকানগরীর দিকে ধাবিত হইল ॥৯॥

তাহারা মিলিত হইয়া, স্বধৰ্ম্মাসভায় যাইয়া, সভাপালের চারি দিকে
 দাঁড়াইয়া, তাহার নিকট অৰ্জুনের বিক্রমসম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥১০॥

তখন সভাপাল তাহাদের নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, স্বৰ্ণখচিত বিশালা-
 কৃতি যুদ্ধসজ্জাসূচক মহাভেরী বাজাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তখন সেই শব্দে উদ্বেলিত হইয়া ভোজ, বৃক্ষ ও অন্ধকবংশীয়েরা ভোজন
 ও পান পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আসিতে লাগিলেন ॥১২॥

ভেক্সিরে পুরুষব্যাস্ত্র। বৃক্ষাঙ্ককমহারথাঃ ।
 সিংহাসনানি শতশো ধিক্যানীব হুতাশনাঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 তেষাং সমুপবিষ্টানাং দেবানামিব সময়ে ।
 আচথ্যো চেষ্টিতং জিহ্বাঃ সভাপালঃ সহানুগঃ ॥১৫॥
 তচ্ছ ত্বা বৃষ্ণিবীরাস্তে মদসংরক্তলোচনাঃ ।
 অমুগ্ধমাণাঃ পার্শ্বস্ত সমুৎপেতুরহঙ্কৃতাঃ ॥১৬॥
 যোজয়ধ্বং রথানাশু প্রাসানাহরতেতি চ ।
 ধনুংষি চ মহাহাঁগি কবচানি বৃহস্তু চ ॥১৭॥
 সূতানুচ্চুক্রুশুঃ কেচিদ্রেথান্ যোজয়তেতি চ ।
 স্বয়ং তুরগান্ কেচিদযুগ্মান্ হেমভূষিতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তদ্ব্রতি । তত্র সভামণ্ডপে, জ্ঞানবানানি স্বর্ণখচিতানি, স্পর্শানি উপধানি তত্পর্য্য-
 ক্তরণানি চৈবাং সজীতি তানি । ভেক্সিরে মন্ত্রপার্থম্ । ধিক্যানি তেজাসি ॥১৩—১৪॥
 তেষামিতি । সময়ে সভায়াম্ । জিহ্বারজ্জুনস্ত । সহানুগঃ সাহচরঃ ॥১৫॥
 তদ্বিতি । পার্শ্বাঙ্গুনস্ত, অমুগ্ধমাণা ব্যবহারমসহমানাঃ ॥১৬॥
 যোজয়ধ্বমিতি । প্রাসান্ হস্তান্ । কবচানি চাহরতেতি চাদিদিস্তুরিতি শেষঃ ॥১৭॥
 সূতানিতি । উচ্চক্ৰুশুঃ উচ্চৈরাহৃতবস্তুঃ । ইতি চাদিষ্টবস্তু ইতি শেষঃ ॥১৮॥

তাহারা সেখানে আসিয়া মন্ত্রণা করিবার জন্য স্বর্ণখচিত, গদি ও আস্তর-
 যুক্ত, মণি ও প্রবালশোভিত এবং অগ্নির স্তায় উজ্জলবর্ণ শত শত সিংহাসনে
 উপবেশন করিলেন । তখন তাঁহাদিগকে নিজকিরণাক্রান্ত অগ্নির স্তায় দেখা
 যাইতে লাগিল ॥১৩—১৪॥

দেবগণের স্তায় তাহারা সভায় উপবিষ্ট হইলে, সভাপাল অমুচরবর্ণের
 সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট অৰ্জুনের ব্যবহারের কথা বলিলেন ॥১৫॥

তাহা শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় সেই বীরগণ ক্রোধে আরক্তমন হইয়া, গর্ভ-
 প্রকাশ করিতে থাকিয়া, অৰ্জুনের ব্যবহার সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া গাত্ৰোত্থান
 করিলেন ॥১৬॥

এবং অনেকে আদেশ করিলেন যে, ‘সম্মত রথ প্রস্তুত কর এবং কুন্ত, ধনু
 ও মহামূল্য বৃহৎ কবচ আনয়ন কর’ ॥১৭॥

কেহ কেহ উচ্চস্বরে সারথিগণকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রথ প্রস্তুত
 করিতে বলিলেন এবং কেহ কেহ নিজেরাই স্বর্ণভূষিত অশ্ব আনয়ন করিয়া
 রথে যোগ করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

রথেষানীয়মানেষু কবচেধু ধ্বজেষু চ ।
 অভিক্রন্দে নৃবীরগাং তদাসীতু মূলং মহৎ ॥১৯॥
 বনমালী ততঃ ক্রীবঃ কৈলাসশিখরোপমঃ ।
 নীলবাসা মদোৎসিক্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২০॥
 কিমিদং কুরুথাপ্রাজ্ঞাঃ ! তুষ্টীভুতে জনাৰ্দনে ।
 অস্ত্য ভাবমবিজ্ঞায় সংক্রুদ্ধা মোঘগর্জিতাঃ ॥২১॥
 এষ তাবদভিপ্রায়মাখ্যাতু স্বং মহামতিঃ ।
 যদস্ত্য রুচিতং কৰ্ত্তুং তৎ কুরুধ্বমতস্ত্রিতাঃ ॥২২॥
 ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গ্রাহরূপং হল্যয়ুধাৎ ।
 তুষ্টীভুতান্ততঃ সৰ্ব্বে সাধু সান্নিহিতি চাক্রবন্ ॥২৩॥
 সমং বচো নিশম্যৈব বলদেবস্ত্য ধীমতঃ ।
 পুনরেব সভামধ্যে সৰ্বে তে সমুপাশিশন্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

রথেষ্মিতি । অভিক্রন্দে কোলাহলে । তৎ বৃন্দম্, তুমূলং বিশৃঙ্খলম্ ॥১৯॥
 বনেতি । বনমালী বনপুষ্পমালাধারী । ক্রীবো মস্তপানমন্তঃ । নীলবাসা রায়ঃ ॥২০॥
 কিমিতি । ভাবমভিপ্রায়ম্ । মোঘগর্জিতা ব্যর্থাহঙ্কারবচনাঃ ॥২১॥
 এষ ইতি । এষ জনাৰ্দনঃ । আখ্যাতু ব্রবীতু । রুচিতমভিপ্রেতম্ ॥২২॥
 তত ইতি । গ্রাহরূপং যুক্তিযুক্তস্বাদুপাদেয়লক্ষণম্ । ততস্তুষ্টীভবনাং পূৰ্ব্বক ॥২৩॥
 সমমিতি । সমং যুগপৎ সমুপাশিশ্রিত্তি সহস্রঃ ॥২৪॥

অপর দিকে রথ, কবচ ও ধ্বজপ্রভৃতি আনয়ন করিলে এবং মহাকোলাহল
 চলিতে থাকিলে, বীরগণ ছুটাছুটি করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

তখন বনমালাধারী, মস্তপানমন্ত, কৈলাসপর্বতশৃঙ্গের স্থায় উন্নতদেহ এবং
 মদগর্বিত বলরাম এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

‘হে মুচগণ ! কৃষ্ণ এখনও নীরব রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তোমরা ইঁহার
 অভিপ্রায় না জানিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃথা গর্জন করিতে থাকিয়া এটা কি
 করিতেছ ? ॥২১॥

প্রথমে মহামতি কৃষ্ণ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন ; তা’র পর উঁহার
 যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তোমরা উদ্‌যোগী হইয়া কর’ ॥২২॥

তাহার পর, সেই বীরগণ বলরামের মুখে সেই উপাদেয় বাক্য শুনিয়া ‘সাধু
 সাধু’ বলিয়া নীরব হইলেন ॥২৩॥

[২৪] সৰ্বে বাচং নিশম্যৈব... ।

ততোহব্রবীষচো রামো বাহুদেবং পরস্তপঃ ।
 কিমবাণ্ডপবিষ্টোহসি প্রেক্ষমাণো জনার্দন ! ॥২৫॥
 সংকৃতস্তৎকৃতে পার্থঃ সৰ্বৈরন্যভিরচ্যুত ! ।
 ন চ সোহইতি তাং পূজাং ছুবুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ ॥২৬॥
 কো হি তত্রৈব ভুক্তদ্বামং ভাজনং ভেত্তুমইতি ।
 মন্থমানঃ কূলে জাতমাত্মনং পুরুষঃ কচিৎ ॥২৭॥
 ইচ্ছমেব হি সম্বন্ধং কৃতং পূৰ্ব্বঞ্চ মানয়ন্ ।
 কো হি নাম ভবেনার্থী সাহসেন সমাচরেৎ ॥২৮॥
 সোহিবমন্থ তথা চাস্মাননাদৃত্য চ কেশবম্ ।
 প্রসহ্য হতবানম্ স্তভদ্রাং স্তুত্ব্যমাত্মনঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অবাক্ তৃষ্ণীভূতঃ সন্ । প্রেক্ষমাণো বীরাণামুত্তেজসামিতি শেবঃ ॥২৫॥
 সদিতি । সংকৃতে স্তম্ভিমন্তে তব সন্তোষার্থমেবেত্যর্থঃ, সংকৃতে বিশেষণাদৃতঃ । স
 পার্থঃ । কুলপাংসনঃ স্তভদ্রায়া হরণাদেবাস্মাকং কুলদূষকঃ ॥২৬॥
 ক ইতি । তত্রৈব তস্মিন্ ভাজন এব । কূলে সম্বংশে ॥২৭॥
 ইচ্ছমিতি । কো হি নাম জনঃ, পূৰ্ব্বং পিত্রাদিভিঃ কৃতং সম্বন্ধং মানয়ন্ যোগ্যত্বাৎ ভ্রাতৃ-
 মানঃ, নূতনং সম্বন্ধঞ্চ কৰ্ত্তুমিচ্ছন্, ভবেন লাভেন অর্থী যাচকঃ তৎকুলাদেব চ কন্থাং লব্ধু-
 মিচ্ছমিত্যর্থঃ, সাহসেন কাৰ্য্যং সমাচরেৎ কুৰ্য্যাৎ । কোহপি নেত্যর্থঃ । অৰ্জুনস্ত স্তভদ্রা-
 যাতনমেবোচিতমাসীদिति ভাবঃ । “ভবঃ ক্ষেমেশংসারে সত্যায় প্রাপ্তিজন্মনোঃ” ইতি
 মেদিনী ॥২৮॥

স ইতি । কেশবং সথায়মেব ত্বাম্ । প্রসহ্য বলেন । স্তুত্ব্যং স্তুত্বশ্ৰুত্বপাম্ ॥২৯॥

তাঁহারা সকলে বুদ্ধিমান্ বলরামের বাক্য শুনিয়াই পুনরায় সভামধ্যে
 যুগপৎ উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর, বলবাম কৃষ্ণকে বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! তুমি বীরগণের অবস্থা
 দেখিয়াও নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন ? ॥২৫॥

কৃষ্ণ ! তোমার সন্তোষের জন্তই আমরা সকলে অৰ্জুনের সম্মান করি-
 য়াছি । কিন্তু কুলদূষক সে ছুবুদ্ধি সে সম্মান পাইবার যোগ্য নহে ॥২৬॥

কোন ব্যক্তি আপনাকে সংকুলজাত মনে করিয়া, যে পাত্রে অন্ন ভোজন
 করে, সেই পাত্রখানাকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে ? ॥২৭॥

এবং কোন ব্যক্তি পূৰ্ব্ব সম্বন্ধের গৌরব রাখিয়া এবং নূতন সম্বন্ধ করিবার
 ইচ্ছা করিয়া, অথ চ কোন বস্তুর প্রার্থী হইয়া, সাহসের কার্য্য করে ? ॥২৮॥

[২৮] ইচ্ছমেব হি সম্বন্ধং কৃতপূৰ্ব্বঞ্চ মানয়ন্ । (২৯) সোহিবমন্থ তথাস্মাকম্...

কথং হি শিরসো মध्ये কৃতং তেন পদং মম ।

মৰ্ষয়িষ্যামি গোবিন্দ ! পাদম্পর্শমিবোরগঃ ॥৩০॥

অথ নিষ্কোরবামেকঃ করিষ্যামি বস্করাম্ ।

ন হি মে মৰ্ষণীয়োহয়মর্জুনস্ত ব্যতিক্রমঃ ॥৩১॥

তং তথা গর্জমানস্ত মেঘদুন্দুভিনিশ্বনম্ ।

অধপশুস্ত তে সর্বে ভোজবৃক্ষকাস্তদা ॥৩২॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি স্তভদ্রা-
হরণে বলদেবক্ৰোধে ত্ৰয়োদশাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কৃতমর্পিতম্ । মৰ্ষয়িষ্যামি সহিষ্ণে । উরগঃ সর্পঃ ॥৩০॥

অভেতি । নিষ্কোরবাং কুকবংশশূণ্যাম্ । ব্যতিক্রমঃ কৰ্তব্যলজ্ঞানম্ ॥৩১॥

তমিতি । অধপশুস্ত অধসরন্ শিরঃকম্পনাদিনা অহুমোদিতবস্তুঃ ॥৩২॥

ইতি শ্ৰীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি স্তভদ্রাহরণে ত্ৰয়োদশাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥০॥

— ০:০:০ —

ভারতভাবদীপঃ

সময়ে সমুদায়ে ॥১৫ - ২২॥ ঋত্বা পার্থস্ত বিক্রমং ঋত্বা । গ্রাহ গৃহীত্বা । ঋণম্ উপদেশা-
জ্ঞকম্ আলোকম্ ॥২৩ - ২৭॥ ভবেন ঐশ্বৰ্য্যেণ ॥২৮ - ৩১॥ অধপশুস্ত অহুমোদিতবস্তুঃ ॥৩২॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰয়োদশাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

—:—

অর্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এবং তোমাকেও অগ্রাহ করিয়া আজ
নিজের মৃত্যুস্বরূপ স্তভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে ॥২৯॥

সুতরাং অর্জুন আমার মস্তকের মধ্যস্থানে পদার্পণ করিয়াছে । অতএব
কৃষ্ণ ! সর্পের স্থায় আমি সেই পদার্পণ কি করিয়া সহ্য করিব ? ॥৩০॥

অতএব আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূণ্য করিব । কারণ, অর্জুনের
এই অত্যাচার সহ্য করিবার যোগ্য নহে ॥৩১॥

বলরাম—মেঘ ও দুন্দুভির স্থায় গজীর স্বরে সেইরূপ গর্জন করিতে
লাগিলে, তখন ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়েরা সকলেই তাঁহার কথার অনু-
মোদন করিলেন ॥৩২॥

* ‘...অষ্টাদশাধিকঃ...’ ‘...বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্বাবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...চতুশ্চাবিংশ-
দধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উক্তবস্তো যথাবীৰ্য্যমসকৃৎ সৰ্ব্বস্বয়ঃ ।

ততোহত্রবীৰ্হাভদেবো বাক্যং ধৰ্ম্মার্থসংযুতম্ ॥১॥

নাবমানং কুলস্তাস্ত্র গুড়াকেশঃ প্রযুক্তবান্ ।

সম্মানোহভ্যধিকন্তেন প্রযুক্তোহয়মসংশয়ম্ ॥২॥

অর্থলুকান্ ন বঃ পার্থো মন্যতে সাত্ততান্ সদা ।

স্বয়ম্বরমনাধ্ব্যং মন্যতে চাপি পাণ্ডবঃ ॥৩॥

প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোহনুমন্যতে ।

বিক্রয়কাপ্যপত্যস্ত্র কঃ কুৰ্ঘ্যাৎ পুরুষো ভুবি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উক্তেতি । যথাবীৰ্য্যং শক্ত্যনুসারেণ । ধৰ্ম্মো ন্যায়ো যুক্তিরিতি যাবৎ স এবার্থো বিষয়-
স্তেন সংযুতং যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥১॥

নেতি । গুড়াকেশোহৰ্জুনঃ । তেন অৰ্জুনেন । অয়ং হুভদ্রাপরিগ্রহঃ ॥২॥

নস্বৰ্হদানেনান্যান্ সম্ভোগ্যং কথং হুভদ্রাঃ ন গৃহীতবানিত্যাহ অর্থেনিতি । বো যুয়ান্, সাঙ্ঘ-
তান্ ভঙ্গস্তান্ । তর্হি স্বয়ম্বরে গ্রহণমেবোচিতমাসীদিত্যাহ স্বয়ম্বরমিতি । অনাধ্ব্যম্ অস্ত্রে-
নাপি গ্রহণসম্ভবাৎ অসম্ভবম্ । “ধ্বং প্রসহনে” ইতি চৌরাদিকৃষধাতোঃ ঋতুপধাত্বাৎ ক্যপ্ ॥৩॥

তর্হি ব্রাহ্মবিবাহেন হুভদ্রা গৃহতামিত্যাহ প্রদানমিতি । পশুবৎ, বিক্রমশূন্যবাদিতি
ভাবঃ, কো বীরঃ ক্ষত্রিয়ঃ, অল্পমন্ততে স্বপ্রতিগ্রহায়েতি শেষঃ । তর্হি ক্রয়েণ গৃহতামিত্যাহ
বিক্রয়মিতি । বিক্রয়াভাবে ক্রয়ঃ ধ্বংসস্তব এবেনিতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই শক্তি অনুসারে বার বার
আপনাদের মত ব্যক্ত করিল । তাহার পর কৃষ্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলেন ॥১॥

অৰ্জুন এই বংশের অপমান করেন নাই, বরং তিনি এটা অধিক সম্মানের-
কার্য্যই করিয়াছেন ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

তা’র পর, অৰ্জুন আপনাদিগকে ধনলুক মনে করেন না, বা স্বয়ম্বর
ব্যাপারটাকেও তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না ॥৩॥

আর, কোন ক্ষত্রিয় বীর কন্যাদানের অহুমোদন করিয়া থাকে ? এবং
জগতে কোন পুরুষই বা সম্ভান বিক্রয় করে ? ॥৪॥

এতান্ দোষাংস্ত্ব কৌন্তেয়ো দৃষ্টবানিতি মে মতিঃ ।

অতঃ প্রসহ্য হতবান্ কণ্ঠাং ধর্মেণ পাণ্ডবঃ ॥৫॥

উচিততৈশ্চব সম্বন্ধঃ সুভদ্রা চ যশস্বিনী ।

এষ চাপীদৃশঃ পার্থঃ প্রসহ্য হতবানিতি ॥৬॥

ভরতস্তাশ্বয়ে জাতং শান্তুনোশ্চ যশস্বিনঃ ।

কুন্তিভোজ্যজ্ঞাপুত্রং কো বৃভূষেত নার্ক্জুনম্ ॥৭॥

ন তং পশ্যামি যঃ পার্থং বিজয়েত রণে বলাৎ ।

অপি সর্বেষু লোকেষু সেন্দ্রকুদ্রেষু মারিষ ! ॥৮॥

স চ নাম রথস্তাদৃণ্ড্ মদীয়ান্তে চ বাজিনঃ ।

যোদ্ধা পার্থশ্চ শীত্রাস্ত্রঃ কো নু তেন সমো ভবেৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতানিতি । দৃষ্টবান্ মনসা পর্যালোচিতবান্ । ধর্মেণ ক্ষত্রিয়নিয়মেণ ॥৫॥

ইতশ্চেন্দ্রঃ ভবন্তিরহমস্তবামিত্যাহ উচিত ইতি । ঈদৃশো মহাবীরঃ ॥৬॥

ভরতস্তেতি । বৃভূষেত প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ । “ভূ প্রাপ্তবান্মনেপদী বা” ইত্যস্ত প্রয়োগঃ ॥৭॥

নেতি । হে মারিষ ! আৰ্য্য ! “মারিষস্বার্থাশাকয়োঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥

স ইতি । বাজিনোহস্থাঃ । শীঘ্রম্ অস্রম্ অস্ত্রপ্রয়োগেনৈপুণ্যং যস্ত সঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবস্ত ইতি ॥১—২॥ অনাপ্রপ্ত্যং কণ্ঠাভানিয়মাদনাদেয়ম্ ॥৩॥ প্রদানং প্রতিগ্রহো নীচং কৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥৪—৬॥ বৃভূষেত প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ ॥৭॥ অস্ত্র নিকৌরবামিত্যুক্তম্, তত্রাহ—

অৰ্জুন মনে মনে এই সমস্ত দোষের পর্যালোচনা করিয়াছিলেন ইহাই আমার ধারণা এবং এই জন্তই তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়ম অনুসারে বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন ॥৫॥

তা’র পর, এসম্বন্ধে উচিত, সুভদ্রাও সৌন্দর্য্যনিবন্ধন যশস্বিনী এবং এই রূপ অৰ্জুনই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥৬॥

আর অৰ্জুন, যশস্বী ভরত ও শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছেন । সুতরাং কোন্ ব্যক্তি অৰ্জুনকে পাত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে ? ॥৭॥

তা’র পর, আৰ্য্য ! আমি ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোকপ্রভৃতি সমস্ত লোকের মধ্যেও সেরূপ ব্যক্তিকে দেখি না, যিনি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক অৰ্জুনকে জয় করিতে পারেন ॥৮॥

কারণ, সেই প্রকার রথ, আমার সেই ঘোড়াগুলি এবং যোদ্ধাও লঘুহস্ত অৰ্জুন । অতএব অপর কোন্ ব্যক্তি অৰ্জুনের তুল্য হইতে পারে ? ॥৯॥

(৮) প্রথমার্দ্ধাৎ পরম্ ‘বর্জয়িত্ব বিরূপাক্ষং তগনেন্দ্রহরং হরম্’ ইত্যর্দ্ধমধিকং কচিৎ ।

তমভিচ্ছত্য সাস্থেন পরমেণ ধনঞ্জয়ম্ ।
 নিবর্তয়ত সংহৃষ্টা মমৈষা পরমা মতিঃ ॥১০॥
 যদি নির্জিত্য বঃ পার্থো বলাদগচ্ছৎ স্বকং পুরম্ ।
 প্রণশ্বেদ্যো যশঃ সত্তো ন তু সাস্থে পরাজয়ঃ ॥১১॥
 পিতৃষশ্চ পুত্রো মে সম্বন্ধং নাইতি দ্বিষাম্ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা বাসুদেবস্ত তথা চক্রুর্জনাধিপ ! ॥১২॥
 নিবৃত্তশ্চার্জুনস্তত্র বিবাহং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
 উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ ॥১৩॥
 বিহত্য চ যথাকামং পূজিতো রুঞ্চিনন্দনৈঃ ।
 পুঙ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্জিতবান্ প্রভুঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাস্থেন সাস্থবাদেন । সংহৃষ্টা এব যুগ্মং ন তু ক্রুদ্বা ইতি ভাবঃ ॥১০॥
 যদীদি । সাস্থে সাস্থবাদে তু ন পরাজয়ঃ, যুদ্ধাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
 অথ বয়ং সাঙ্ঘঃ ক্রমঃ স যদি প্রহরেদিত্যাহ পিতৃষশ্চরিতি । ভূতপূর্বগত্যা সম্বন্ধত ইতি
 প্রাগেবোক্তম্ । তথা সাস্থবাদমেব, চক্রুর্ধাদবা ইতি শেষঃ ॥১২॥
 নিবৃত্ত ইতি । তত্র দ্বারকায়াম্ । সংবৎসরাং পরা, অধিকাঃ, ক্ষপা রাজ্ঞীঃ । পুঙ্করে
 তদাখ্যে তীর্থে । শেষং দ্বাদশবৎসরাবশিষ্টম্ । বর্জিতবান্ অবস্থিতবান্ ॥১৩—১৪॥

অতএব আপনারা আনন্দিত হইয়া দ্রুত যাইয়া অতিমধুর বাক্যে অর্জুনকে
 ফিরাইয়া আনুন ; ইহাই আমার সম্পূর্ণ মত ॥১০॥

কেন না, অর্জুন বলপূর্বক আপনাদিগকে জয় করিয়া যদি নিজের ইন্দ্রপ্রস্থে
 যাইতে পারেন, তবে সমস্তই আপনাদের যশ নষ্ট হইবে । কিন্তু মধুরবাক্যে
 ফিরাইয়া আনিলে আপনাদের পরাজয় হইবে না ॥১১॥

তার পর তিনি আমাদের পিস্তাত ভাই হইয়া শত্রুর মত ব্যবহার করিতে
 পারিবেন না । কৃষ্ণের সেই কথা শুনিয়া যাদবেরা সেইরূপ কার্য্যই
 করিলেন ॥১২॥

তখন অর্জুন দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন এবং
 এক বৎসরেরও অধিক দিন দ্বারকায় থাকিয়া, ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া,
 যাদবগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া, বার বৎসরের অবশিষ্ট কাল পুঙ্করতীর্থে যাইয়া
 অভিবাহিত করিলেন ॥১৩—১৪॥

পূৰ্ণে তু ষাদশে বর্ষে ষাণ্ডবপ্রস্থমাত্মনঃ ।
 অভিগম্য চ রাজানং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥১৫॥
 অভ্যর্চ্য ত্রাঙ্গগান্ পার্থো দ্রৌপদীমভিজগ্মিবান্ ।
 তং দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ প্রণয়াং কুরুনন্দনম্ ॥১৬॥ (যুথকম্)
 তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় ! যত্র সা সাত্বতাত্মজা ।
 স্ববন্ধস্তাপি ভারস্ত পূর্ববন্ধঃ স্নথায়তে ॥১৭॥
 তথা বহুবিধং কৃষ্ণাং বিলপন্তীং ধনঞ্জয়ঃ ।
 সাস্থয়ামাস ভূয়শ্চ ক্ষময়ামাস চাসকুৎ ॥১৮॥
 শূভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌষেয়বাসিনীম্ ।
 পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্ণ ইতি । ষাণ্ডবপ্রস্থম্ ইঙ্গপ্রস্থম্ । রাজানং যুধিষ্ঠিরঞ্চাভ্যর্চ্য ইতি সপ্তকঃ । নিয়মেন বনবাসব্রতচাৰেণ, সমাহিতঃ সংযতচিত্তঃ । পার্থোহর্জুনঃ ॥১৫—১৬॥

তত্রৈতি । সাত্বতাত্মজা শূভদ্রা । তত্র হেতুমাং স্ববন্ধস্তেতি । রজ্ঞস্তরেণেতি শেষঃ । নবীনশূভদ্রাপ্রণয়াম্যংপ্রণয়ঃ শিখিলীভূত ইত্যশয়ঃ ॥১৭॥

তথেন্ধি । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । ভূয়ো বহুলম্ । ক্ষময়ামাস ক্ষমাং কারয়ামাস ॥১৮॥

শূভদ্রামিতি । রক্তকৌষেয়ং বস্ত্রং বস্ত্রে পরিধত্ত ইতি তাম্ । গোপবেশস্ত কৃষ্ণস্ত ভগিনী-
 ত্বাং গোপালিকায়্যা গোপবধ্বা ইব বপুঃ কৃত্বা, অন্তথা রাজীবশে দ্রৌপত্য্যো ক্রোধসম্ভব
 ইত্যশয়ঃ, প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা সমীপে ইতি শেষঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন চেতি । অহং তু ভক্ত্যব তেন জিতোহস্মি, পরিশেষাৎ তু হর এব তৎপ্রতিষোদ্ধা নান্ত
 ইতি ভাবঃ ॥৮—১২॥ সংবৎসরপরাঃ সংবৎসরাদধিকাঃ ॥১৩॥ শেষং ষাদশবর্ষপূরণম্ ॥১৪—১৬॥
 স্নথায়তে দৃঢ়তরে বন্ধান্তরে সতি ॥১৭—১৮॥ গোপালিকাবপুঃ বস্ত্রবীবেশম্, গোপালঃ কৃষ্ণঃ

তাহার পর, বার বৎসর পূর্ণ হইলে, অর্জুন বনবাসনিয়মে সংযত থাকিয়াই
 নিজদের ইঙ্গপ্রস্থে যাইয়া যুধিষ্ঠির ও ত্রাঙ্গগণের পূজা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট
 গেলেন । তখন দ্রৌপদী প্রণয়বশতই তাঁহাকে বলিলেন—৥১৫—১৬॥

‘পার্থ ! যেখানে শূভদ্রা রহিয়াছেন, আপনি সেই খানে যান । কারণ,
 কোন বস্ত্র দ্বিতীয় বার বন্ধন করিলে, পূর্বের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়’ ॥১৭॥

দ্রৌপদী সেইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, অর্জুন তাঁহাকে
 অনেক সাস্থনা করিলেন এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর অর্জুন সখর হইয়া রক্তকৌষেয়বসনা শূভদ্রাকে গোপবধুর বেশ
 ধরাইয়া কৃত্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১৯॥

সাদিকং তেন রূপেণ শোভমানা যশস্বিনী ।
 ভবনং শ্রেষ্ঠমাসাচ্চ বীরপত্নী বরাজনা ॥২০॥
 ববন্দে পৃথুতাম্রাক্ষী পৃথাং ভদ্রা যশস্বিনী ।
 তাং কুন্তী চারুসর্ব্বাক্ষীমুপাজিহ্বত মুৰ্দ্ধনি ॥২১॥ (যুগ্মকম)
 প্রীত্যা পরময়া যুক্তা আশীর্ভিমুঞ্জতাতুলম্ ।
 ততোহভিগম্য হরিতা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ॥২২॥
 ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেয়াহমিতি চাত্রবীৎ ।
 প্রত্যাখ্যায় তদা কৃষ্ণা স্বসারং মাধবস্ত চ ॥২৩॥
 পরিষজ্যাবদৎ প্রীত্যা নিঃসপত্তোহস্ত তে পতিঃ ।
 তথৈব মুদিতা ভদ্রা তামুবাচৈবমস্তিতি ॥২৪॥ (বিশেষকম)
 ততস্তে হৃষ্টমনসঃ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ ।
 কুন্তী চ পরমপ্রীতা বভূব জনমেজয় ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । শ্রেষ্ঠং ভবনমাসাচ্চ, তত্রৈব কুন্ত্যাঃ স্থিতবাদিতি ভাবঃ । পৃথুতাম্রাক্ষী বিশাল-
 রক্তনয়না । পৃথাং কুন্তীম্ । তাং ভদ্রাম্ ॥২০—২১॥

প্রীত্যেতি । যুক্ততেত্যর্থঃ প্রয়োগঃ । অযুক্তেত্যর্থঃ । অহং প্রেয়া তব দাসী । কৃষ্ণা
 দ্রৌপদী । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য । নিঃসপত্তঃ শত্রুশৃঙ্গঃ ॥২২—২৪॥

তত ইতি । হৃষ্টমনসো বভূবুরিতি শেষঃ, উভয়ত্রাপি হৃভদ্রায়া লাভাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎ সম্বন্ধাৎ ; পটমহিষাবেশেন দ্রৌপতাঃ কোপো যাকৃদ্বিতি ভাবঃ ॥১৯—২০॥ ভদ্রা হৃভদ্রা

তদনন্তর বিশালরক্তনয়না বীরপত্নী উত্তম রমণী যশস্বিনী সুভদ্রা সেই
 বেশে অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিয়া, প্রধান ভবনে যাইয়া, কুন্তীদেবীকে
 নমস্কার করিলেন ; তখন কুন্তীদেবী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রার মস্তকোচ্চারণ করি-
 লেন ॥২০—২১॥

এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অসাধারণ আশীর্ব্বাদ করিলেন ।
 তাহার পর, পূর্ণচন্দ্রমুখী সুভদ্রা সঙ্ঘর যাইয়া দ্রৌপদীকে নমস্কার করিলেন
 এবং বলিলেন—‘আমি আপনার দাসী’ । তখন দ্রৌপদী উঠিয়া কৃষ্ণের
 ভগিনী সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন—‘তোমার পতি
 শত্রুশৃঙ্গ হউন’ । সেইরূপ সুভদ্রাও আনন্দিত হইয়া বলিলেন—‘এইরূপই
 হউক’ ॥২২—২৪॥

তাহার পর, মহারথ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন এবং কুন্তীদেবীও পরম
 প্রীতি লাভ করিলেন ॥২৫॥

শ্ৰেষ্ঠা তু পুণ্ডরীকাক্ষঃ সংপ্রাপ্তং স্বং পুরোত্তমম্ ।
 অৰ্জুনং পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠমিন্দ্রপ্রস্থগতং তদা ॥২৬॥
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা সহ রামেণ কেশবঃ ।
 বৃষ্যঙ্ককমহামাত্রৈঃ সহ বীরৈর্মহারথৈঃ ॥২৭॥
 ভ্রাতৃভিঃ কুমারৈশ্চ যৌধিষ্ঠিঃ বহুভির্বৃতঃ ।
 সৈন্যেন মহতা শৌরিরভিগুপ্তঃ পরস্তপঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম)
 তত্র দানপতির্দানাজগাম মহাযশাঃ ।
 অক্রুরো বৃষ্ণিবীরণাং সেনাপতিরিন্দমঃ ॥২৯॥
 অনাধৃষ্টির্মহাতেজা উদ্ধবশ্চ মহাযশাঃ ।
 সাক্ষাদবৃহস্পতেঃ শিষ্যো মহাবুদ্ধিমহামনাঃ ॥৩০॥
 সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্ত্বতঃ ।
 প্রহ্ম্যশ্চৈব শাশ্বশ্চ নিশঠঃ শঙ্কুরেব চ ॥৩১॥
 চারুদেয়শ্চ বিক্রান্তো বিল্লী বিপৃথুরেব চ ।
 সারণশ্চ মহাবাহুর্গদশ্চ বিচুয়াং বরঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শ্ৰেষ্ঠেতি । সম্প্রাপ্তমাগতম্ । বৃষ্যঙ্কক্যোর্বংশয়োর্মধ্যে বে মহামাত্রাঃ প্রধানাস্তে ।
 যৌধিষ্ঠিঃ । শ্রুতাপত্যং পৌত্র ইতি শৌরিঃ । অভিগুপ্তঃ সর্বতো রক্ষিতঃ ॥২৬—২৮॥
 তত্রৈতি । দানপতির্দানশোভঃ । অক্রুরো নাম ॥২৯॥
 অনাধৃষ্টিরিতি । অনাধৃষ্টিপ্রভৃতীনি নামানি । সাত্ত্বতস্তৎস্বশীযঃ । বিক্রান্তো বিক্রম-
 ভারতভাবদীপঃ

॥২১॥ যুগ্মত অযুগ্মক ॥২২—২৬॥ মহামাত্রৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥২৭—২৮॥ দানপতিরিত্যক্রুরশ্চৈব
 এদিকে পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠ অৰ্জুন আপনাদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন
 করিয়াছেন ইহা শুনিয়া বৃষ্ণি ও অঙ্কবংশীয় প্রধান প্রধান লোক, বীরগণ,
 মহারণগণ, ভ্রাতৃগণ, কুমারগণ ও যোদ্ধৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বিশাল
 সৈন্যগণে রক্ষিত থাকিয়া, শক্রসম্ভাপী কৃষ্ণ বলরামের সহিত সে স্থানে আগমন
 করিলেন ॥২৬—২৮॥

দানবীর, বুদ্ধিমান, যশস্বী, বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সেনাপতি ও শক্রহস্তা
 অক্রুর সেখানে আসিলেন ॥২৯॥

এবং তেজস্বী অনাধৃষ্টি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিমান, উদারচেতা ও
 যশস্বী উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রহ্ম্য, শাশ্ব, নিশঠ, শঙ্কু, বিক্রমশালী
 চারুদেয়, বিল্লী, বিপৃথু, মহাবাহু সারণ এবং জ্ঞানিশ্ৰেষ্ঠ গদা, ইহার এবং

এতে চান্দ্রে চ বহবো বৃষ্টিভোজাক্ক কস্তথা ।

আজ্ঞাঃ খাণ্ডবপ্রস্থমাদায় হরণং বহু ॥৩৩॥ (কলাপকম্)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা শ্রুত্বা মাধবমাগতম্ ।

প্রতিগ্রহার্থং কৃষ্ণশ্চ যমৌ প্রাস্থাপয়ন্তদা ॥৩৪॥

তাভ্যাং প্রতিগৃহীতস্ত বৃষ্টিচক্রং মহর্দ্ধিমং ।

বিবেশ খাণ্ডবপ্রস্থং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥৩৫॥

সংযুক্তসিন্ধুপস্থানং পুষ্পপ্রকরশোভিতম্ ।

চন্দনশ্চ রসৈঃ শীতৈঃ পুণ্যগন্ধৈর্নিবেষিতম্ ॥৩৬॥

দহতাংগুরুণা চৈব দেশে দেশে স্তৃগন্ধিনা ।

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং বনিগ্ভিরুপশোভিতম্ ॥৩৭॥

প্রতিপেদে মহাবাহুঃ সহ রামেণ কেশবঃ ।

বৃষ্ণাক্ককৈস্তথা ভোজৈঃ সমেতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৩৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

শালী। ত্রিযত ইতি হরণং যৌতুকধনম্। “হরণঞ্চ কৃতৌ দোষি যৌতুকাদিধনেহপি চ।” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৩০—৩৩॥

তত ইতি। প্রতিগ্রহার্থম্ আদরেণাগমনাদীকারার্থম্। যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩৪॥

তাভ্যামিতি। বৃষ্টিচক্রং যাদবসমূহঃ, মহর্দ্ধিমং ধনরত্নাদিভিরতীবসমৃদ্ধম্ ॥৩৫॥

সংযুক্তৈতি। আদৌ সংযুক্তাঃ পরিকৃতাঃ পরঞ্চ সিন্ধু দ্যোতাঃ পস্থানো যত্র তম্। পুষ্পাণাং প্রকরৈর্বিষ্কিষ্টৈঃ সমূহৈঃ শোভিতম্। দহতা দহমানেন, অগুরুণা স্তৃগন্ধিন্যাবিশেষেণ স্তবাসিতমিচ্ছপ্রস্থমিতি শেষঃ। প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ ॥৩৬—৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ষজং নাম ॥২২—৩২॥ হরণং প্রীতিদায়ম্ ॥৩৩॥ প্রতিগ্রহার্থং সম্মানেন আনতুম্ ॥৩৪—৩৭॥

অস্ত্রাশ্চ বহুতর বৃষ্টিবংশীয়, ভোজবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়েরা প্রচুর যৌতুকধন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন ॥৩০—৩৩॥

তাহার পর, রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আদরপূর্বক আনিবার জন্ত তখনই নকুল ও সহদেবকে পাঠাইয়া দিলেন ॥৩৪॥

তাঁহারা যাইয়া আদরপূর্বক প্রবেশ করিবার আগ্রহ জানাইলে, মহাসমৃদ্ধিশালী যাদবগণ পতাকা-ধ্বজ-শোভিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৫॥

এবং বলরামের সহিত কৃষ্ণও আসিয়া প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে বৃষ্টি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়েরাও অনেকেই ছিলেন। তাহার পূর্বেই ইন্দ্র-প্রস্থের সমস্ত পথগুলিকে পরিষ্কার করিয়া প্রক্ষালন করিয়া রাখিয়াছিল,

সম্পূজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ ।
 বিবেশ ভবনং রাজঃ পুরন্দরগৃহোপমম্ ॥৩৯॥
 যুধিষ্ঠিরস্ত রামেণ সমাগচ্ছদযথাবিধি ।
 যুদ্ধি কেশবমাত্রায় বাহুভ্যাং পরিসম্বজে ॥৪০॥
 তং প্রীয়মাণো গোবিন্দো বিনয়েনাভ্যপূজয়ৎ ।
 ভীমঞ্চ পুরুষব্যাত্রং বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ৎ ॥৪১॥
 তাংশ্চ বক্ষ্যন্ধকশ্রেষ্ঠান্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ সৎকারৈর্যথাবিধি যথাগতম্ ॥৪২॥
 গুরুবৎ পূজয়ামাস কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদ্রয়শ্চবৎ ।
 কাংশ্চিদভ্যবদৎ প্রেম্ণা কৈশ্চিদপ্যভিবাদিতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সম্পূজ্যমান ইতি । বিবেশ কেশব ইতি সম্বন্ধঃ । রাজো যুধিষ্ঠিরস্ত ॥৩৯॥
 যুধিষ্ঠির ইতি । যথাবিধি রামস্তাপি কনিষ্ঠত্বাৎ শাশীর্বাদম্ ॥৪০॥
 তমিতি । তং যুধিষ্ঠিরম্ । অভ্যপূজয়ৎ প্রত্যপূজয়ৎ প্রাণমৎ, উভয়োরপি জ্যেষ্ঠত্বাৎ ॥৪১॥
 তানিতি । যথাগতং প্রাচীনেভ্যো যথাগতম্ ॥৪২॥
 গুরুবদिति । কাংশ্চিৎ সম্পর্কেণ বয়সা চ জ্যেষ্ঠান্, পূজয়ামাস পাদগ্রহণেন । কাংশ্চিৎ
 সমবয়স্কান্, পূজয়ামাস আলিঙ্গনেন সম্মানয়ামাস । কাংশ্চিৎ অজ্ঞাতসম্পর্কান্ বয়োমাত্রাণ
 জ্যেষ্ঠান্ । অভ্যবদৎ অভিবাদিতবান্ । কৈশ্চিদ্রয়ঃ কনিষ্ঠৈঃ ॥৪৩॥

নানাবিধ ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সুগন্ধি অগুরু দন্ধ করিতে
 ছিল এবং সে নগরটী হস্ত-পুষ্ট লোক পরিপূর্ণ ও বণিকসমূহে পরিশোভিত
 ছিল ॥৩৬—৩৮॥

কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলে, সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার
 সম্মান করিতে লাগিলেন ; এই অবস্থায় তিনি ইন্দ্রভবনতুল্য যুধিষ্ঠিরভবনে
 যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ করিয়া বলরামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কৃষ্ণের
 মস্তকাজ্ঞা করিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥৪০॥

কৃষ্ণও আনন্দিতচিত্তে বিনয়পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে
 যথানিয়মে প্রণাম করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির প্রাচীনদের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইভাবে
 যথানিয়মে বৃক্ষিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে আদরপূর্বক
 গ্রহণ করিলেন ॥৪২॥

তেষাং দদৌ হবীকেশো জ্ঞার্থে ধনমুত্তমম্ ।
 হরণং বৈ স্তভদ্রায়া জ্ঞাতিদেয়ং মহাযশাং ॥৪৪॥
 রথানাং কাঞ্চনান্নানাং কিক্বিণীজালমালিনাম্ ।
 চতুর্যুজামুপেতানাং সূতৈঃ কুশলশিক্ষিতৈঃ ॥৪৫॥
 সহস্রং প্রদদৌ কৃষ্ণো গবামযুতমেব চ ।
 শ্রীমন্মথুরদেশানাং দোদ্বীপাং পুণ্যবর্চসাম্ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
 বড়বানাঞ্চ শুদ্ধানাং চন্দ্রাংশুসমবর্চসাম্ ।
 দদৌ জনার্দনঃ প্রীত্যা সহস্রং হেমভূষিতম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । জ্ঞার্থে বরস্বিদ্ধজ্ঞনার্থে । “জ্ঞাতো জামাতৃবৎসলঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ।
 হরণং যৌতুকধনম্ । “হরণং যৌতুকত্বব্যে ভূজেহপি হরণং হৃতো” ইতি বিশ্বঃ ॥৪৪॥
 রথানামিতি । কাঞ্চনান্নানাং স্বর্ণখচিতানাম্ । চতুরোহস্থান্ যুজ্ঞত ইতি তেষাম্,
 কুশলং নিপুণং যথা স্তাভয়া শিক্ষিতৈঃ, সূতৈঃ সারথিভিঃ, উপেতানাং যুক্তানাম্ । শ্রীমত্যাঃ
 কাস্তিমত্যন্ত তা মথুরদেশা মথুরাদেশোদ্ভবাস্তেতি তাসাম্, দোদ্বীপাং বহুকীরাণাম্ ।
 “দোদ্বী বহুকীরা” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্তঃ । পুণ্যবর্চসাং দর্শনমাত্রমেব পুণ্যজনক-
 কাস্তীনাম্ ॥৪৫—৪৬॥

বড়বানামিতি । বড়বানামখীনাম্ । চন্দ্রাংশুসমবর্চসাং শুভ্রবর্ণানামিতার্থঃ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ ধাণ্ডবপ্রহ্মমিতি সঙ্ক্ৰঃ ॥৩৮—৪৩॥ জ্ঞার্থে জনী বধুঃ তামহঁতো জ্ঞাতাঃ
 বরপক্ষীয়াঃ তেষামর্থঃ ॥৪৪॥ চতুর্যুজাং বাহচতুষ্কযুজাম্ ॥৪৫॥ সহস্রং রথানাং গবাং দোদ্বীপাম্

এবং তিনি সম্পর্কে ও বয়সে জ্যেষ্ঠ কতকগুলি লোককে গুরুর আয় পূজা
 করিলেন, সমবয়স্কদিগকে বয়স্কের আয় আলিঙ্গন করিলেন, আর কেবল
 বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিলেন ; তখন কেহ কেহ প্রণয়বশতঃ তাঁহাকেও
 অভিবাদন করিল ॥৪৩॥

তাহার পর, যশস্বী কৃষ্ণ বরপক্ষীয়দিগের জ্ঞাতা তাঁহাদের হাতে উৎকৃষ্ট ধন
 উপহার দিলেন এবং স্তভদ্রাকেও জ্ঞাতিগণের দেয় যৌতুক দান করিলেন ॥৪৪॥

আর, তিনি স্বর্ণখচিত, কিক্বিণীমালাসম্পন্ন, চারিটা অশ্বযুক্ত এবং সুশিক্ষিত
 সারথিচালিত সহস্র রথ উপহার দিলেন এবং মথুরাদেশজাত, পরমসুন্দর, প্রচুর
 দুগ্ধশালী ও পবিত্রমুষ্টি দশসহস্র গো দান করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

কৃষ্ণ প্রণয়পূর্বক নির্মল, চন্দ্রের আয় শুভ্রবর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক
 সহস্র অশ্বী দান করিলেন ॥৪৭॥

তথৈবাস্বতরীণাঞ্চ দাস্তানাং বাতরংহসাম্ ।

শতানুজ্ঞনকেশীনাং শ্বেতানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥৪৮॥

স্নানপানোৎসবে চৈব প্রযুক্তং বয়সাস্থিতম্ ।

স্ত্রীণাং সহস্রং গৌরীণাং স্রবশানাং স্রবর্চসাম্ ॥৪৯॥

স্রবর্গশতকণ্ঠীনামরোমাণাং স্রলঙ্কতাম্ ।

পরিচর্য্যাস্র দক্ষাণাং প্রদদৌ পুষ্করেক্ষণঃ ॥৫০॥ (যুগ্মকম্)

প্রষ্ঠানামপি চান্থানাং বাহ্লিকানাং জনার্দনঃ ।

দদৌ শতসহস্রাণি কন্থাধনমনুভ্রমম্ ॥৫১॥

কৃতাকৃতস্ত মুখ্যস্ত কনকস্তাগ্নিবর্চসঃ ।

মনুষ্যভারান্ দাশার্হৌ দদৌ দশ জনার্দনঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেন্টি । দাস্তানাং শিক্ষিতানাম্, বাতরংহসাং বায়বেগানাম্, অজ্ঞনবৎ কেশা যাসাং তাসাম্, অথ চ শ্বেতানাং গাত্রে শ্বেতবর্ণানাম্, পঞ্চ পঞ্চ চ শতানি দদাবিতাহুর্কঃ ॥৪৮॥

স্নানেতি । প্রযুক্তং নিযুক্তপূৰ্ণম্ । বয়সা যৌবনে, “বয়ঃ পক্ষিণি বাল্যাদৌ যৌবনে চ নপুংসকম্” ইতি মেদিনী । গৌরীণাং গৌরবর্ণানাম্ । স্রবর্চসাং শোভনলাবণ্যানাম্ । অরোমাণাং গাত্রে রোমহীনানাম্ । স্রষ্টৃ অলঙ্করস্তীতি তাসাম্ ॥৪৯—৫০॥

প্রষ্ঠানামিতি । প্রষ্ঠানাং বেগাদগ্রগামিনাম্ । কন্থাধনং যৌতুকম্ ॥৫১॥

কৃতেন্টি । কৃতমলঙ্কারাদিরূপেণ ঘটিতঞ্চ তদকৃতং মূলরূপেণ স্থিতক্বেতি কৃতাকৃতং তস্ত । অগ্নিবর্চসঃ অগ্নিবহ্নল্জলস্ত । দশ মনুষ্যভারান্ দশভিমনুষ্যৈকোষ্টুং শক্যান্ বানীন্ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৬॥ বড়বানাম্ অস্থানাম্ ॥৪৭—৪৮॥ গৌরীণাম্ অদৃষ্টরজ্জ্বসাম্ ॥৪৯॥ স্রবর্গশতং স্রবর্গ-মণিশতং কণ্ঠে যাসাং তাসাম্ । অরোমাণাম্ অহস্তিরোমাবলীনাম্ । স্রলঙ্কতাং স্রতরামল-

এবং মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-যুক্তা, গাত্রে শ্বেতবর্ণা, বায়ুর স্থায় বেগবতী ও সুশিক্ষিতা এক সহস্র অশ্বতরী দান করিলেন ॥৪৮॥

আর, এক সহস্র গৌরবর্ণা যুবতি স্ত্রী দান করিলেন ; তাহারা পূৰ্বে স্নানে, পানে ও উৎসবে নিযুক্ত হইত এবং তাহাদের বেশ ও লাভ্য সুন্দর ছিল, কণ্ঠদেশে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ছিল, অঙ্গে লোম ছিল না ; আর তাহারা অস্ত্রকে সাজাইয়া দিতে নিপুণ এবং পরিচর্য্যায় দক্ষ ছিল ॥৪৯—৫০॥

এবং তিনি বাহ্লিকদেশীয় অভিজ্ঞতগামী এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব যৌতুক দিলেন ॥৫১॥

(৪৮)....শ্বেতানাং দশ পঞ্চ চ । [৫০]....অরোমাণাং স্রলঙ্কতাম্.... ।

[৫১] পৃষ্ঠানামপি চান্থানাম্.... ।

গজানাস্ত প্রভিন্নানাং ত্রিধা প্রস্রবতাং মদম্ ।

গিরিকূটনিকাশানাং সমরেধনিবর্তিনাম্ ॥৫৩॥

কুপ্তানাং পটুঘণ্টানাং চারুণাং হেমমালিনাম্ ।

হস্ত্যারোহৈরুপেতানাং সহস্রং সাহসপ্রিয়ং ॥৫৪॥

রামঃ পাণিগ্রহণিকং দদৌ পার্থায় লাক্ষ্মী ।

প্রীয়মাণো হলধরঃ সম্বন্ধং প্রতিমানয়ন্ ॥৫৫॥ (বিশেষকম্)

স মহাধনরত্নৌঘো বস্ত্রকম্বলফেনবান্ ।

মহাগজমহাগ্রাহঃ পতাকাশৈবলাকুলঃ ॥৫৬॥

পাণ্ডুসাগরমাবিধ্য এবিবেশ মহানদঃ ।

পূর্ণমাপূরয়ন্তেষাং দ্বিষচ্ছোকাবহোহভবৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গজানামিতি । প্রভিন্নানাং মতানাম্ । ত্রিধা গণ্ডয়গুদৈঃ । গিরিকূটনিকাশানাং পর্বত-
শৃঙ্গসদৃশানাম্ । কুপ্তানাং সজ্জিতানাম্ । পটবো গুঞ্জনদক্ষা ঘণ্টা যেষাং তেষাম্ । সাহসং
প্রিয়ং যন্ত সঃ । পাণিগ্রহণেন সংস্পষ্টমিতি পাণিগ্রহণিকং যৌতুকম্ । সম্বন্ধং স্তত্র-
পরিণয়নিবন্ধনং সম্পর্কম্, প্রতিমানয়ন্ শ্লাঘমানঃ ॥৫৩—৫৫॥

স ইতি । মহাধনাত্তেব রত্নৌঘো যন্ত সঃ, বস্ত্রাণি কথলানি চ ফেনা অস্ত সন্তীতি সঃ,
মহাগজা এব মহাগ্রাহা মহাস্তো জলজন্তবো যন্ত সঃ, তথা পতাকা এব শৈবলাস্তেরাকুলো
ব্যাগ্ৰঃ, স যৌতুকরাশিরূপো মহানদঃ, আবিধ্য সংস্থজা, ধনৈর্জলৈশ্চ পূর্ণমপি, আপূরয়ন্,
পাণ্ডুঃ পাণ্ডুপুত্রগণ এব সাগরম্, এবিবেশ চ তেষাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্, যে দ্বিষন্তস্তেষাং
শোকাবহঃ অভবৎ । স্তদ্রং সাক্ষ্যমদং রূপকম্ ॥৫৬—৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃতানাম্ ॥৫০॥ পৃষ্ঠানাং পৃষ্ঠবাহিনাম্ । বাহ্লিকানাং বাহ্লিকদেশজানাং ॥৫১॥ কৃত-
কৃতস্ত কৃতমাকরজং ধমনাদিনা সাধিতম্, অকৃতং জাহ্নুনদং স্বতঃসিদ্ধং তন্ত ॥৫২॥ প্রভিন্নানাং

আর, দশ জন মাছুষে বহন করিতে পারে এত পরিমাণে সোণার তৈয়ারি
জিনিষ এবং আদত সোণা যৌতুক দিলেন ॥৫২॥

বলরামও অর্জুনকে এক হাজার হাতী যৌতুক দিলেন ; সেই পর্বতশৃঙ্গ-
প্রমাণ মদমস্ত হাতীগুলি যুদ্ধে ফিরিত না, গণ্ডয়ুগল ও গুহ্যদেশ হইতে মদস্রাব
করিত এবং স্বর্ণমালায় ভূষিত, শিক্তিত ও দেখিতে সুন্দর ছিল ; সে গুলির গল-
দেশে ঘণ্টা ছিল এবং সঙ্গে মাহুত ছিল ॥৫৩—৫৫॥

সেই যৌতুকরূপ মহানদ বাইয়া পাণ্ডবরূপ সাগরে প্রবেশ করিল ; ধন-
রাশি ছিল তাহার রত্নসমূহ, বস্ত্র ও কম্বল ছিল তাহার ফেন, বিশাল হস্তিগণ

প্রতিজ্ঞগ্রাহ তৎ সৰ্বং ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 পূজয়ামাস তাংশৈচ বৃষ্যদ্ধকমহারথান্ ॥৫৮॥
 তে সমেতা মহাত্মানঃ কুরুবৃষ্যদ্ধকোত্তমাঃ ।
 বিজহুঃ রমরাবাসে নরাঃ হ্রুতিনো যথা ॥৫৯॥
 তত্র তত্র মহাযানৈরুৎকৃষ্টতলনাদিতৈঃ ।
 যথামোগং যথাশ্রীতি বিজহুঃ কুরুবৃষ্যয়ঃ ॥৬০॥
 এবমুত্তমবীৰ্য্যাস্তে বিহত্য দিবসান্ বহুন্ ।
 পূজিতাঃ কুরুভিজ্ঞাঃ পুনর্দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । তৎ যৌতুকরূপং সৰ্বং ধনম্ । পূজয়ামাস শুশ্রূষালাপাদিভিঃ ॥৫৮॥
 ত ইতি । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ । অমরাবাসে স্বৰ্গলোকে । হ্রুতিনঃ পুণ্যবন্তঃ ॥৫৯॥
 তত্রৈতি । উৎকৃষ্টানি উচ্চৈঃশক্তিতানি যানি তলানি নিম্নচক্রাণি তৈর্নাদিতৈঃ
 শক্তিতৈঃ ॥৬০॥

এবমিতি । উত্তমবীৰ্য্য মহাবলাঃ, তে যাদবাবাঃ । কুরুভিযুধিষ্ঠিরাদিভিঃ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

মত্তানাম্, ত্রিধা গণ্ডগুহকর্ণমূলৈঃ ॥৫৩—৫৫॥ সরস্বতৌষঃ পাণ্ডুসাগরং প্রবিবেশ ইতি সখন্ধঃ
 ॥৫৬॥ আবিদ্ধঃ সৰ্ব্বতো বিপ্রকীর্ণঃ, মহাধনো বহুমূল্যঃ ॥৫৭—৫৯॥ তত্রৈতি । তলশুভ্রীনাং
 ছিল বিশাল জলজন্তুসমূহ এবং পতাকা ছিল শৈবল (সেওলা) । এহেন মহানদ
 সেই পূর্ণ সমুদ্রকে অধিক পূর্ণ করিয়া পাণ্ডবশত্রুগণের উদ্বেগ জন্মাইয়া-
 ছিল ॥৫৬—৫৭॥

ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সে সমস্ত যৌতুকধনই গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভাষণ ও
 সন্ধ্যাবহার দ্বারা সেই বৃষিকবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় মহারথদিগকে সম্মানিত
 করিলেন ॥৫৮॥

তাহার পর সেই কুরু, বৃষি ও অন্ধকবংশীয় মহাত্মারা মিলিত হইয়া,
 পুণ্যবান্ লোকেরা যেমন স্বৰ্গলোকে বিহার করেন, সেইরূপ বিহার করিতে
 লাগিলেন ॥৫৯॥

তাঁহারা উত্তম উত্তম যানে আরোহণ করিয়া সুবিধা অল্পসারে এবং
 আমোদ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের যানভ্রমণের সময়ে
 সুল্লর চক্রশব্দ হইত ॥৬০॥

বলবান্ যাদবগণ এই ভাবে অনেক দিন আমোদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি-
 কর্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় দ্বারকানগরে গমন করিলেন ॥৬১॥

[৬০] তত্র তত্র মহানাদৈঃ... । [৬১]...পুনর্দ্বারবতীং প্রতি ।

রামং পুরস্কৃত্য যযুর্ব্যাক্ককমহারথাঃ ।
 রত্নান্যাদায় শুভ্রাণি দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ ॥৬২॥
 বাহুদেবস্তু পার্থেন তত্রৈব সহ ভারত ! ।
 উবাস নগরে রম্যে শক্রপ্রস্থে মহামনাঃ ॥৬৩॥
 ব্যচরদযমুনাতীরে মৃগয়াং স মহাযশাঃ ।
 মৃগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ রেমে সার্কিং কিরীটিনা ॥৬৪॥
 ততঃ সূভদ্রা সৌভদ্রং কেশবস্ত প্রিয়া স্বসা ।
 জয়ন্তমিব পৌলোমী খ্যাতিমন্তমজীজনং ॥৬৫॥
 দীর্ঘবাহুং মহোরঙ্গং বৃষভাক্ষমরিন্দমম্ ।
 সূভদ্রা স্মরুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ষভম্ ॥৬৬॥
 অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব ততস্তমরিন্দমম্ ।
 অভিমন্যুমিতি প্রাহুরাজ্জুনিং পুরুষর্ষভম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

অথ সর্ব্ব এব কিং জগ্মুরিত্যাহ রামমিতি । শুভ্রাণি নিম্মলানি ॥৬২॥
 বাহুদেব ইতি । পার্থেন অর্জুনেন, সখিষ্মেন যোগ্যত্বাৎ । শক্রপ্রস্থে ইন্দ্রপ্রস্থে ॥৬৩॥
 ব্যচরদ্বিতি । স বাহুদেবঃ । রেমে আনন্দ । কিরীটিনা অর্জুনেন ॥৬৪॥
 তত ইতি । স্বসা ভগিনী । পৌলোমী ইন্দ্রাণী । খ্যাতিমন্তং যশস্বিনম্ ॥৬৫॥
 দীর্ঘেতি । মহোরঙ্গং বিশালবক্ষসম্ । বৃষভাক্ষং বৃষতুল্যানয়নম্ । সর্ব্বমিদং ভাবিনি
 ভূতবহুপচারং ॥৬৬॥

নর্যভিমন্যুনাং কোহর্থ ইত্যাহ অভিরিতি । ন বিজ্ঞতে ভীতয়ং যস্ত সঃ অভিঃ । বৃষভ-
 মাধম্ । মন্যুমান্ ক্রোধী, “মন্যুদৈন্তে ক্রোধী ক্রোধি” ইত্যমরঃ । অর্জুনিমর্জুনাপত্যম্ ॥৬৭॥

তাঁহারা যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত নিম্মল ধন-রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক বলরামকে অগ্রবর্ত্তী
 করিয়া চলিয়া গেলেন ॥৬২॥

কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত সেই মনোহর ইন্দ্রপ্রস্থনগরেই রহিলেন ॥৬৩॥

তিনি মৃগয়া করতঃ যমুনাতীরে বিচরণ করিতেন এবং অর্জুনের সহিত
 মিলিত হইয়া হরিণ ও শূকর বিদ্ধ করতঃ আনন্দিত হইতেন ॥৬৪॥

তাহার পর, শতীদেবী যেমন যশস্বী জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সূভদ্রা অভিমন্যুকে প্রসব করিলেন ॥৬৫॥

ক্রমে, সেই অভিমন্যু দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, বৃষতুল্যানয়ন, শক্রহস্তা,
 মহাবীর ও নরশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥৬৬॥

[৬৫]...খ্যাতিমন্তমজীজনং । [৬৭] অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব... ।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব

সপ্তদশখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমল্লীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-
স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকনূরিবঙ্গ-সিদ্ধান্তবিভাগলয়াৎ
সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

স সাক্ষ্যত্যাগতিরথঃ সম্বভূব ধনঞ্জয়াৎ ।
 মথৈ নিশ্বথনেনেব শমীগর্ভাদহতাশনঃ ॥৬৮॥
 যস্মিন্ জ্ঞাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অযুতং গা বিজ্ঞাতিভ্যঃ প্রাদান্নিকং চ ভারত ! ॥৬৯॥
 দয়িতো বাসুদেবস্ত বাল্যাৎ প্রভৃতি চাভবৎ ।
 পিতৃণ্যৈকৈব সর্কেবাং প্রজানামিব চন্দ্রমাঃ ॥৭০॥
 জন্মপ্রভৃতি কৃষ্ণং চ চক্রে তস্ত ক্রিয়াঃ শুভাঃ ।
 স চাপি বরুধে বালঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥৭১॥
 চতুষ্পাদং দশবিধং ধনুর্বেদমরিন্দমঃ ।
 অর্জুনোদেদ বেদজ্ঞঃ সকলং দিব্যমানুষম্ ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সাক্ষ্যত্যাং সাক্ষতবংশায়াং হৃতদ্রায়াম্ । মথৈ যজ্ঞে ॥৬৮॥
 যস্মিন্ ইতি । নিশ্বান্ স্বর্ণালঙ্কারান্ । “পলমণ্ডনয়োনিষ্কঃ” ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরিঃ ॥৬৯॥
 দয়িত ইতি । দয়িতঃ প্রিয়ঃ । পিতৃণ্যং পিতৃপর্যায়ানাং যুধিষ্ঠিরাদীনাম্ ॥৭০॥
 জন্মেতি । ক্রিয়াঃ সংস্কারকর্মানি, চক্রে বাৎসল্যাতিশয়াৎ প্রতিনিধিষ্মেন ॥৭১॥
 চতুষ্পাদমিতি । চত্বারঃ পাদাঃ শিক্ষাভ্যাসপ্রয়োগোপসংহারবিষয়কা অবয়বা যস্ত তম্ ।

ভারতভাবদীপঃ

গায়স্তো বাদয়ন্ত্যং বিজহু রিতার্থঃ ॥৬০—৬৬॥ অভিনির্ভরঃ, অভিরিতি হ্রস্বস্বার্থম্, মহ্যমান্
 ক্রোধবান্ অতিশূর ইত্যর্থঃ ॥৬৭॥ শমীগর্ভাৎ শমীগর্ভে জাতাদশ্বখাৎ । নিশ্বথনেন অধরা-
 রণাং সজ্বর্ধনেন, অজ্রাশ্বখবদজ্জুনঃ “তস্তাক্ষৌ বা এষ আত্মনো যৎপত্নী” ইতি শ্রুতেরথঃ স্বাধ-
 দেহরূপদাদধরারণীবৎ হৃতদ্রা, অগ্নিবদভিমহারিতি সাম্যম্ ॥৬৮॥ নিশ্বান্ স্বর্ণবর্ণমণিমালাঃ
 ॥৬৯—৭০॥ ক্রিয়াঃ লালনপালনালঙ্করণাদিকাঃ ॥৭১॥ চতুষ্পাদমিতি—“মন্ত্রমুক্তং পাপিমুক্তং

পুরুষশ্রেষ্ঠং সেই অর্জুনপুত্রের ভয় ছিল না এবং ক্রোধ ছিল বলিয়া সকলেই
 তাঁহাকে ‘অভিমহ্য’ বলিত ॥৬৭॥

যজ্ঞে মন্থন করায় শমীবৃক্ষের ভিতর হইতে অগ্নির ছায়, সেই অতিরথ
 অভিমহ্য অর্জুন হইতে হৃতদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥৬৮॥

যিনি জন্মিলে পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার গরু এবং স্বর্ণালঙ্কার
 দান করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

চন্দ্র যেমন লোকের প্রিয়, সেইরূপ অভিমহ্য বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণ
 ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির প্রিয় হইয়াছিলেন ॥৭০॥

এই জন্মই কৃষ্ণ অভিমহ্যর জন্ম হইতেই তাঁহার সমস্ত শুভকার্য্য করিয়া-
 ছিলেন এবং অভিমহ্যও শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ছায় বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥৭১॥

বিজ্ঞানেষপি চাস্ত্রাণাং সৌষ্ঠবে চ মহাবলঃ ।

ক্রিয়ামপি চ সৰ্বাস্থ বিশেষানভ্যশিক্ষয়ৎ ॥৭৩॥

আগমে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যমিবাশ্বনা ।

ভূতোষ পুত্রং সৌভদ্রং শ্রেয়মাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

দশবিধং ভরত সাত্ত্বত-কান্তপ-কৌশিকালীচ-প্রত্যালীচামুপদ-বিশাখ-দুর্ধর-মণ্ডল-বিস্তৃততয়া দশপ্রকারম্ । বেদ শিষ্যকে । দিব্যঃ স্বর্গীয়শাস্ত্রো মাছুষো মর্ত্যীয়শ্চেতি তম্ ॥৭২॥

বিজ্ঞানেষিতি । বিজ্ঞানেষু বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞানেষু । সৌষ্ঠবেষু সূক্ষ্মপ্রয়োগেষু । মহাবলো-
হর্জুনঃ । ক্রিয়াম্ উৎপন্নাদিদৈহিকব্যাপারেষু । বিশেষান্ অতিরেকান্, অভ্যশিক্ষয়ৎ
সাকল্যেনাশিক্ষয়ৎ, অভিমম্ব্যমিতি শেষঃ ॥৭৩॥

আগম ইতি । আগমে অস্মাণাং জ্ঞানে, প্রয়োগে তেবাং চালনে চ । সৰৈঃ সংহতস্তে

ভারতভাবদীপঃ

মুক্তামুক্তং তথৈব চ । অমুক্তঞ্চ ধনুর্বেদে চতুশ্চাক্ষরমীরিতম্ ॥” যন্ত প্রয়োগ এবান্তি ন
তু উপসংহারঃ তদাত্মম্, বাণাদি দ্বিতীয়ম্, প্রয়োগোপসংহারাভ্যাং যুক্তং তৃতীয়ম্, চতুর্থং
মন্ত্রসাধিতং ধ্বজাদি, যদ্বর্ণনাদেব শব্দবঃ পলায়ন্তে, যদ্বা স্বজ্ঞশিক্ষাপ্রয়োগরহস্তানীতি চত্বারো
গ্রন্থপাঠাঃ । দশবিধং গ্রন্থার্থাত্মকানং যথা—“আদানমথ সন্ধানং মোক্ষণং বিনিবৰ্তনম্ ।
স্থানং মুষ্টিঃ প্রয়োগশ্চ প্রায়শ্চিত্তানি মণ্ডলম্ । রহস্তক্ষেতি দশধা ধনুর্বেদাক্ষমিত্তে ॥”
আদানং বাণস্ত নিষক্কাং, সন্ধানং মৌৰ্য্যা যোগঃ, মোক্ষণং লক্ষ্যে নিপাতনম্, বিনিবৰ্তনং
হীনশক্তৌ লক্ষ্যে পাতিতশাস্ত্রস্ত প্রত্যাবৰ্তনম্, স্থানং মধ্যমূপমধ্যং বা ধনুৰ্থো জ্ঞায়াশ্চ ধারণে
শরসন্ধানেন চ, মুষ্টিঃ ত্র্যাম্বলিচতুরম্বলিকা, প্রয়োগঃ তর্জনীমধ্যময়োঃ মধ্যমাম্বলুর্যোগো মধ্যেন
বাণসংযোগজনম্, প্রায়শ্চিত্তানি স্বতঃ পরতো বা প্রাপ্তস্ত প্রাপ্যমানস্ত বা জ্ঞায়াতশরণাভাদে-
রভিঘাতার্থান্তলজ্ঞাপ্রত্যাহাদিবিধয়ঃ, মণ্ডলানি চক্রবৎ ভ্রমতা রথেন ভ্রাম্যমাণস্ত লক্ষ্যস্ত
বেধঃ, রহস্তং শব্দাদিবেধো যুগপদনেকেষু লক্ষ্যেষু শরপাত ইত্যাদি । দিব্যং ব্রহ্মবাদি,
মাছুষং ঋগ্ভগাদি ॥৭২॥ অস্মাণামকালে প্রয়োগাণাং বিজ্ঞানে বিশিষ্টে জ্ঞানে । সৌষ্ঠবে
অস্ত্রেষাং প্রয়োগপটুত্বে । ক্রিয়াম্ শারীরীযু উৎসর্গপ্ৰসর্পণাদিষু । বিশেষান্ আধিক্যানি ।
অভিভঃ সাকল্যেন অশিক্ষয়দর্জুনঃ পুত্রম্ ॥৭৩॥ আগমে শাস্ত্রে প্রয়োগেহম্বষ্ঠানে ॥৭৪॥ সর্ব-

শক্রবিজয়ী অভিমম্ব্য বেদ এবং সমস্ত ধনুর্বেদ অর্জুনের নিকট শিক্ষা
করিয়াছিলেন ; যে ধনুর্বেদের চারিটা পাদ ও দশটি অবস্থা আছে এবং যাহা
স্বর্গে ও মর্ত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥৭২॥

অর্জুন অভিমম্ব্যকে অস্ত্রজ্ঞানে ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিজেব তুল্যই করিয়া-
ছিলেন এবং তিনি অভিমম্ব্যকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন ॥৭৩॥

কেন না, অভিমম্ব্য শক্রবিজয়ের সমস্ত কৌশল জানিতেন, সর্বপ্রকার
সুলক্ষণে লক্ষিত ছিলেন এবং বিবৃতমুখ সর্পের স্তায় দুর্ধ্ব ও মহাধনুর্ধ্ব

সৰ্বসংহননোপেতং সৰ্বলক্ষণলক্ষিতম্ ।

তুৰ্দ্ধৰ্ম্মমুখভস্কঃ ব্যাত্তাননমিবোরগম্ ॥৭৫॥

সিংহদৰ্পং মহেষ্ণাসং মত্তমাতঙ্গবিক্রমম্ ।

মেঘদুন্দুভিনিৰ্যোষণং পূৰ্ণচন্দ্রনিভাননম্ ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)

কৃষ্ণস্ত সদৃশং শৌৰ্য্যে বীৰ্য্যে ৰূপে তথাকৃতৌ ।

দদৰ্শ পুত্ৰং বীভংস্ৰম'ঘবানিব তং যথা ॥৭৭॥

পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণা ।

লেভে পঞ্চ স্ততান্ বীরান্ শ্ৰেষ্ঠান্ পঞ্চাচলানিব ॥৭৮॥

যুধিষ্ঠিরাং প্ৰতিবিক্ষ্যঃ স্ততসোমং বুকোদরাং ।

অৰ্জুনাস্চ তু কৰ্ম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিম্ ॥৭৯॥

সহদেবাচ্ছ তু সেনমেতান্ পঞ্চ মহারথান্ ।

পাঞ্চালী সুষুবে বীরানাদিত্যানদিতিৰ্থথা ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শত্ৰব এভিৰিতি সংহননানি কৌশলানি তৈঃ । ব্যাত্তাননং বিবৃতমুখম্ । মহেষ্ণাসং মহা-
ধৰ্ম্মধৰ্ম্মম্ । মেঘদুন্দুভ্যোরিব নিৰ্যোষণো গম্ভীরঃ কণ্ঠস্বরো যন্ত তম্ ॥৭৪—৭৬॥

কৃষ্ণস্তেতি । মঘবান্ ইন্দ্রঃ, যথা তং বীভংস্ৰং দদৰ্শ, তথা বীভংস্ৰরজুনোইপি, পুত্ৰমভি-
মহ্যাম্, শৌৰ্য্যে, বীৰ্য্যে, ৰূপে সৌন্দৰ্য্যে, তথা আকৃতৌ, কৃষ্ণস্ত সদৃশং দদৰ্শ ॥৭৭॥

পাঞ্চালীতি । পাঞ্চাল্যপি দ্রৌপদ্যপি । অচলান্ পৰ্ব্বতানিব ॥৭৮॥

অথ পাঞ্চালী কতমাং পত্ন্যঃ কং স্ততং লেভে ইত্যাহ যুধিষ্ঠিরাদিতি । নকুলশ্রাপত্যমিতি
নাকুলিস্তম্ । পাঞ্চালী দ্রৌপদী । আদিত্যান্ দেবান্ ॥৭৯—৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

সংহননোপেতং সৰ্বৈঃ সংহননৈঃ পৰাভিভাবকৈণ্ডণৈকপেতম্ ॥৭৫—৭৬॥ কৃষ্ণস্তেতি ।

ছিলেন ; আর তাঁহার স্বয়ংর আয় স্কন্ধ, সিংহের আয় দৰ্প, মত্ত হস্তির আয়
বিক্রম, মেঘ ও দুন্দুভির আয় গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং পূৰ্ণচন্দ্রের আয় সুন্দর মুখ
ছিল ॥৭৪—৭৬॥

পূৰ্বে ইন্দ্র যেমন অৰ্জুনকে কৃষ্ণের তুল্য দেখিয়াছিলেন, তেমন অৰ্জুনও
অভিমন্যুকে শৌৰ্য্যে, বীৰ্য্যে, সৌন্দৰ্য্যে ও আকৃতিতে কৃষ্ণেরই তুল্য দেখি-
তেন ॥৭৭॥

এদিকে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চ পতি হইতে পঞ্চ পৰ্ব্বতের আয় পাঁচটা
শ্ৰেষ্ঠ বীর পুত্ৰ লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৮॥

অদিতি যেমন দেবগণকে প্ৰসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির

শাস্ত্রতঃ প্রতিবিদ্যং তমূর্চুবিপ্রা যুধিষ্ঠিরম্ ।

পরপ্রহরণজ্ঞানে প্রতিবিদ্যো ভবত্বয়ম্ ॥৮১॥

সুতে সোমসহস্রে তু সোমার্কসমতেজসম্ ।

সুতসোমং মহেষ্ণাসং সুষুবে ভীমসেনতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতং কৰ্ম মহং কৃতা নিবৃন্তেন কিরীটিনা ।

জাতঃ পুত্রস্তথৈত্যেবং শ্রুতকৰ্ম্মা ততোহভবৎ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ তেবাং প্রতিবিদ্যাদিনামহ কো হেতুরিত্যাহ পঞ্চভিঃ শাস্ত্রত ইতি । অয়ং যুধিষ্ঠিরপুত্রঃ, পরপ্রহরণজ্ঞানে শত্রুকৃতপ্রহারাবগমে বিষয়ে, বিদ্যাস্ত পৰ্কতস্ত প্রতি প্রতিপক্ষো ভবতু বিদ্যাপৰ্বত ইব পরপ্রহারং তুচ্ছং মন্ততামিত্যর্থঃ; ইত্যুক্তা বিপ্রাঃ, তং যুধিষ্ঠিরং যুধিষ্ঠিরপুত্রম্, শাস্ত্রতো ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারেণ প্রতিশব্দবিদ্যাশব্দমোর্ধোগাৰ্ধানুসন্ধানেনৈত্যর্থঃ, প্রতিবিদ্যামূচুঃ ॥৮১॥

সুত ইতি । সোমসহস্রে সোমাখ্যাগসমূহে, সুতে কৃতে সতি, পাঞ্চালী ভীমসেনতঃ, সোমার্কসমতেজসম্, মহেষ্ণাসং মহাধনুর্দ্ধরম্, সুতসোমং সুষুবে । সুতে সোমে জাতত্বাং সুতসোমো নামৈত্যাশয়ঃ ॥৮২॥

শ্রুতমিতি । তথা, শ্রুতং লোকবিশ্রুতং মহং তীর্থপর্যটনাশ্রয়ং কৰ্ম্ম কৃতা নিবৃন্তেন, কিরীটিনা অৰ্জুনেন করণেন, পুত্রো জাতঃ, ততঃ শ্রুতকৰ্ম্মা ইত্যেবং তস্ত নাম অভবৎ ॥৮৩॥

ভারতভাবদীপঃ

“নরাণাং মাতুলক্রমঃ” ইতি জ্ঞায়েন । রেতঃসেকুনিত্যং কৃষ্ণায়াশ্বেন বা কৃষ্ণস্ত সদৃশম্ । তম অৰ্জুনং যথা মঘবান্ ॥৭৭-৮০॥ পরপ্রহরণজ্ঞানে শত্রুকৃতপ্রহারবেদনায়াং বিদ্যা ইব নির্নিজ্ঞান ইতি প্রতিবিদ্যাঃ, স্পষ্টার্থমন্তঃ ॥৮১-৮২॥

ইতি আদিপৰ্কণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দশাধিকষিণততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৪॥

হইতে প্রতিবিদ্যাকে, ভীম হইতে সুতসোমকে, অৰ্জুন হইতে শ্রুতকৰ্ম্মাকে, নকুল হইতে শতানীককে এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেনকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥৭৯-৮০॥

‘এই যুধিষ্ঠিরের পুত্র অশ্বের প্রহার বুঝিবার বিষয়ে বিদ্যাপৰ্কবত্তের তুল্য হউক’ এই কথা বলিয়া ব্যাকরণ অনুসারে সেই যুধিষ্ঠিরপুত্রকে ‘প্রতিবিদ্যা’ বলিতেন ॥৮১॥

বহুতর সোমযাগ করিবার পরে জ্যোপদী ভীমসেন হইতে চন্দ্র ও সূর্যের তুল্য তেজস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল—‘সুতসোম’ ॥৮২॥

অৰ্জুন লোকবিশ্রুত মহৎ কৰ্ম্ম (তীর্থপর্যটন) করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুত্রের নাম হইয়াছিল—‘শ্রুতকৰ্ম্মা’ ॥৮৩॥

শতানীকস্ত রাজর্ষেঃ কৌরব্যস্ত মহাত্মনঃ ।
 চক্রে পুত্রং সনামানং নকুলঃ কীর্তিবর্দ্ধনম্ ॥৮৪॥
 ততস্ত্বজীজনং কৃষ্ণা নক্ষত্রে বহ্নিদৈবতে ।
 সহদেবাং হুতং তস্মাৎ ঋতসেনেতি তং বিদুঃ ॥৮৫॥
 একবর্ষান্তরাস্তেতে দ্রৌপদেয়া যশস্বিনঃ ।
 অম্বজায়ন্ত রাজেন্দ্র! পরম্পরহিতৈষিণঃ ॥৮৬॥
 জাতকর্মাণ্যানুপূর্ব্যা চূড়োপনয়নানি চ ।
 চকার বিধিবদ্ধোন্ম্যন্তেবাং ভরতসন্তম ! ॥৮৭॥
 কৃষ্মা চ বেদাধ্যয়নং ততঃ সূচরিতব্রতাঃ ।
 জগৃহুঃ সর্বমিষস্ত্রমর্জুনাদিব্যমানুষম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

শতেতি । কৌরব্যস্ত কুরুবংশীয়স্ত । সমানং নাম যস্ত তম্ ॥৮৪॥
 তত ইতি । বহ্নিদৈবতে কৃত্তিকাখ্যে । অত্রায়মাশয়ঃ—স্বক্ষঃ খলু কৃত্তিকাস্থ জাততয়া
 প্রশস্তসেনদ্বায়মাসেন ইত্যাদিনায়াধায়তে, তদ্বদয়ং সহদেবহুতোহপি কৃত্তিকানক্ষত্রে জাত-
 তয়া বিষ্ণুতসেনদ্বাং ঋতসেনেত্যুপাত্যামিতি ॥৮৫॥
 একেতি । একেন বর্ষেণ অন্তরং ব্যবধানং যেবাং তে একৈকবৎসরকনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥
 জাতেতি । জাতকর্মাণি জাতকর্মাণীনি, আনুপূর্ব্যা জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ॥৮৭॥
 কৃষ্মেতি । ততশ্চ উপনয়নং পরম্, সূচরিতব্রতাঃ সম্যগহুতব্রতব্রতচর্য্যানিয়মাঃ পাণ্ডব-
 কুমারাঃ, বেদাধ্যয়নং কৃষ্মা দিব্যানুশ্রবণং স্বর্গীয়মভ্যাসম্, সর্বম্, ইষদ্বং বাণাশ্রমম্, অর্জুনাং,
 জগৃহুঃ শিশিক্ষিরে ॥৮৮॥

কুরুবংশে শতানীকনামে এক মহাত্মা রাজর্ষি ছিলেন; তাহারই নাম
 অনুসারে নকুল কীর্তিবর্দ্ধক নিজ পুত্রটীর নাম করিয়াছিলেন—‘শতানীক’ ॥৮৪॥
 তাহার পর, দ্রৌপদী: কৃত্তিকানক্ষত্রে সহদেবসমুত একটী পুত্র প্রসব করেন;
 তাহাতেই তাহার নাম হইয়াছিল—‘ঋতসেন’ (টীকা দ্রষ্টব্য) ॥৮৫॥
 মহারাজ ! এই দ্রৌপদীর পুত্রগণ এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়াছিল
 এবং তাহারা যথাসময়ে যশস্বী ও পরম্পরহিতৈষী হইয়াছিল ॥৮৬॥
 ধোম্যপুরোহিত জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং যথাবিধানে তাহাদের জাতকর্ম্মপ্রভৃতি
 সংস্কার এবং চূড়া ও উপনয়নসংস্কার করিয়াছিলেন ॥৮৭॥
 তাহার পর, তাহারা যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকিয়া এবং
 বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্জুনের নিকট সর্বপ্রকার দেবাস্ত্র ও মহুশাস্ত্র শিক্ষা
 করিয়াছিল ॥৮৮॥

(৮৫)...সহদেবাং হুতং যস্মাৎ ।... ঋতসেনেতি যং বিদুঃ ।

দিব্যগর্ভোপঠৈঃ পুত্রৈর্বাঢ়োরৈশ্চর্মহারথৈঃ ।

অস্থিতা রাজশাঙ্গী ! পাণ্ডবা মুদমাগ্নবু ॥৮৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি
হরণাহরণে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

— : * : —

(১৮ । খাণ্ডবদাহপর্ব ।)

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

— : * : —

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে জয় রত্নান্নরাধিপান্ ।

শাসনাদধৃতরাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ শাস্তনবস্ত চ ॥১॥

আশ্রিত্য ধর্মরাজানং সর্বলোকোহবসৎ স্বথম্ ।

পুণ্যলক্ষণকর্মাণং স্বদেহমিব দেহিনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যোতি । দিব্যগর্ভোপঠৈঃ স্বর্গীয়বালকতুল্যৈঃ, বাঢ়োরৈশ্চৈঃ স্বদৃঢ়বক্ষাভিঃ ॥৮৯॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়াদিপর্বণি হরণাহরণে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

— : * : —

ইন্দ্রেতি । তে পাণ্ডবাঃ, জয়ঃ সৈন্তাদিহননেন বিজিতবস্তঃ । শাসনাদাদেশাং ॥১॥

আশ্রিত্যেতি । দেহিনঃ পুণ্যানি পুণ্যহচকানি পুণ্যজনকানি চ লক্ষণানি উর্দ্ধরেখাদীনি
চিহ্নানি বাগাদীনি কর্মাণি চ যন্ত তৎ তথোক্তম্, স্বদেহমিব, সর্বলোকঃ, পুণ্যলক্ষণকর্মাণং
ধর্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্, আশ্রিত্য, স্বথমবসৎ । ধর্মরাজানমিত্যর্থাৎদদন্তত্বাভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্ত ইতি ॥১॥ পুণ্যানি লক্ষণানি উর্দ্ধরেখাদীনি গাষ্ঠীর্ধ্যাদীনি চ কর্মাণি

মহারাজ । এই ভাবে পাণ্ডবগণ দেববালকতুল্য, স্বদৃঢ়বক্ষা ও মহারথ
সেই পুত্রগণের সহিত মিলিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিতে থাকিলেন ॥৮৯॥

— : * : —

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে থাকিয়া রাজা
ধৃতরাষ্ট্রের ও ভীষ্মের আদেশে অস্ত্রাশ্রয় রাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥১॥

* ‘...উনবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...একবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রয়োবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্ত-
চত্বারিংশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

স সমং ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্ সিবেবে ভরতৰ্ভ ! ।

জীনিবাস্তসমান্ বন্ধূন নীতিমানিব মানয়ন্ ॥৩॥

তেষাং সমবিভক্তানাং ক্তিতৌ দেহবতামিব ।

বভৌ ধৰ্ম্মার্থকামানাং চতুৰ্থ ইব পার্থিবঃ ॥৪॥

অধ্যোতারং পরং বেদান্ প্রয়োক্তারং মহাধ্বরে ।

রক্ষিতারং শুভাল্লোকান্ লেভিরে তং জনাধিপম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হে ভরতৰ্ভ ! নীতিমান্ স ধৰ্ম্মরাজঃ, জীনেব ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্, আত্মসমান্ জীন্ বন্ধূনিব, মানয়ন্ উপকারিত্বাৎ সেবাস্থেন যন্তমানঃ সন্, তানাত্মসমান্ জীন্ বন্ধূনিব, তাজীনেব ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্, সমং সমানং যথা শ্রান্তথা, সিবেবে । অন্তথা কস্তচিং সেবায় নানুচ্ছে যদ্বোরিব তস্ত আক্রোশ ইব ব্যাঘাতঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥৩॥

তেষামিতি । ক্তিতৌ পৈতৃকাদিধনগ্রহণায় বিবাদাৎ পরং মধ্যস্থেন সমবিভক্তানাং জয়াপাং দেহবতাং নরাপাং যথা চতুৰ্থঃ স মধ্যস্থো উপকারিত্বাচ্ছাতি ; তথা স পার্থিবো যুধিষ্ঠিরঃ, সেবাস্থে সমবিভক্তানাং সমানমেব সেবায়মানামিত্যর্থঃ, তেষাং ধৰ্ম্মার্থকামানাম্, চতুৰ্থ ইব সন্, উপকারিত্বাভৌ । যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মার্থকামানামপি প্রত্যাপকার্য্য আসীদिति ভাবঃ ॥৪॥

অধ্যোতারমিতি । পরম্ অভ্যন্তমেব, বেদান্ অধ্যোতারম্ । অতএব “বিত্তা দদাতি বিনয়ম্” ইত্যুক্তেবিনয়িনমিতি ভাবঃ । মহাধ্বরে জ্যোতিষ্ঠোমাদৌ, ঋত্বিজঃ প্রয়োক্তারম্ । অতএব ধার্ম্মিকমিত্যাশয়ঃ । তথা শুভান্ সচ্চরিত্রান্ লোকান্ রক্ষিতারম্ । তেন চ নীতিজমিত্যভিপ্রায়ঃ । তং যুধিষ্ঠিরম্, জনাধিপং রাজানম্, লেভিরে, ভাগ্যবশাদেব প্রজা ইতি শেবঃ । অধ্যোতারমিত্যাদৌ তাক্ষীল্যে ত্বনুপ্রত্যয়াৎ সর্বত্র কন্ধণি যট্টানিষেধাঙ্কিতীয়ৈব ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

আরম্ভকাণি ক্রিয়মাণানি যন্ত তম্ ॥২॥ সমং পরস্পরাপীড়য়া ॥৩॥ তেষামিতি । যথা জয়াপা-মমাত্যানাং চতুৰ্থো রাজা আরাধ্যস্বেন ভাতি, যথা বা ধৰ্ম্মার্থকামানাং জয়াপাং চতুৰ্থো মোক্ষ-স্বরূপ আত্মা আরাধ্যস্বেন ভাতি তথৈনং ধৰ্ম্মাদয়ঃ স্বয়মুপতিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ ॥৪॥ পরম্ অধ্যো-তারং পরস্ত ব্রহ্মণৌহিগন্তারং বেদান্ বেদানাং ব্রহ্মকৰ্ম্মনীতিনিষ্ঠমিতি বিশেষণত্রয়ার্থঃ ॥৫॥

প্রাণিগণ সুলক্ষণ ও সংকৰ্ম্মাঙ্কিত আপন দেহ অবলম্বন করিয়া যেমন সুখে বাস করে, তেমন তৎকালীন সমস্ত লোকই সুলক্ষণ ও সংকৰ্ম্মাঙ্কিত ধৰ্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলম্বন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল ॥২॥

তৎকালে নীতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামকে আত্মতুল্য তিনটী বন্ধুর জ্ঞায় মনে করিয়া সমানভাবে সেই তিনটির সেবা করিতেন ॥৩॥

রাজা যুধিষ্ঠির তিনটী মহুস্তোর জ্ঞায় সেই ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামকে সমানভাবে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চতুৰ্থের জ্ঞায় হইয়া পৃথিবীতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

অধিষ্ঠানবতী লক্ষ্মীঃ পরায়ণবতী মতিঃ ।
 বর্দ্ধমানোহথিলো ধর্ম্মস্তেনাসীৎ পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥৬॥
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা চতুর্ভিরধিকং বভৌ ।
 প্রযুজ্যমানৈর্বিততো বেদৈরিব মহাধরঃ ॥৭॥
 তং তু ধোম্যাদয়ো বিপ্রাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে ।
 বৃহস্পতিসমা মুখ্যাঃ প্রজাপতিমিবামরাঃ ॥৮॥
 ধর্ম্মরাজে হৃতিপ্রীত্যা পূর্ণচন্দ্র ইবামলে ।
 প্রজানাং রেমিরে তুল্যং নেত্রাণি হৃদয়ানি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধীতি । তেন অধিপতিনা যুধিষ্ঠিরেণ করণেন, পৃথিবীক্ষিতাং তদধীনানাং রাজ্যাম্, চঞ্চলাপি লক্ষ্মীঃ, অধিষ্ঠানবতী চিরস্থিরা আসীৎ ; মতিবুদ্ধিঃ, পরায়ণং আয়ৈকাগ্রতা তদ্বতী আসীৎ ; অথিলো ধর্ম্মশ্চ বর্দ্ধমান আসীৎ ; সর্বত্র প্রভোযুধিষ্ঠিরস্ত শাসনানুসরণাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

ভ্রাতৃভিরিতি । প্রযুজ্যমানৈর্ধর্ম্মাঙ্কানং ব্যাপাধ্যম্যৈঃ, চতুর্ভিবেদৈঃ, বিততো বিস্তারেনা-
 মুষ্টিভিঃ, মহাধরো মহাযজ্ঞ ইব, উপযুক্তকর্ম্মহু প্রযুজ্যমানৈঃ, ভীমাভিভিচ্চতুর্ভিঃ ভ্রাতৃভিঃ
 সহিতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, অধিকং বভৌ রাজস্ব শুভে ॥৭॥

তমিতি । পরিবার্য পরিবেষ্টা । মুখ্যাঃ প্রধানাঃ । প্রজাপতিং ব্রহ্মাণমিব ॥৮॥

ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে । রেমিরে আনন্দঃ । হৃদয়ানি মনঃসি ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানেতি । চলাপি লক্ষ্মীদৃঢ়াঙ্গাদা অভূৎ, পরায়ণং পরা কাঠা তদ্বতী তাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ
 ॥৬॥ মহান্ অর্থস্ববেদোক্ততত্ত্বকর্ম্মাধোপাসনামুক্তঃ স্বগৃহজুঃসামসাধ্যো জ্যোতিষ্টোমাধিঃ

বিশেষভাবে বেদাধ্যায়ী, মহাযজ্ঞকারী এবং সচ্চরিত্র লোকের রক্ষক
 যুধিষ্ঠিরকে প্রজারা ভাগ্যবশতই রাজা পাইয়াছিল ॥৫॥

যুধিষ্ঠির সম্রাট হইলে, তাঁহার অধীনস্থ রাজগণের লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী
 হইয়াছিল, বুদ্ধি আয়পরায়ণতা লাভ করিয়াছিল এবং সমস্ত ধর্ম্মই বুদ্ধি
 পাইয়াছিল ॥৬॥

চারিটী বেদবিধানে অমুষ্টিত মহাযজ্ঞের আয় যুধিষ্ঠির চারিটী ভ্রাতার
 সহিত মিলিত হইয়া অধিক শোভা পাইলে লাগিলেন ॥৭॥

দেবতার। যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করেন, সেইরূপ ধোম্যপ্রভৃতি বৃহস্পতি-
 তুল্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন ॥৮॥

নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের তুল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রণয়বশতঃ প্রজাদের নয়ন ও মন
 সমানভাবে আঁতিলান করিত ॥৯॥

ন তু কেবলদৈবেন প্রজা ভাবেন রেমিরে ।

যদ্বভূব মনঃ কাস্তং কৰ্ম্মণা স চকার তৎ ॥১০॥

নহযুক্তং ন চাসত্যং নাসহ্যং ন চ বিপ্রিয়ম্ ।

ভাষিতং চারুভাষস্ত জ্ঞে পার্থস্ত ধীমতঃ ॥১১॥

স হি সর্বস্ত লোকস্ত হিতমাত্মন এব চ ।

চিকীৰ্ষন্ হুমহাতেজা রেমে ভরতসত্তমঃ ॥১২॥

তথা তু মুদিতাঃ সৰ্বে পাণ্ডবা বিগতজ্বরঃ ।

অবসন্ পৃথিবীপালাংস্তাপয়ন্তঃ স্বতেজসা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রজা জনাঃ, কেবলদৈবেন একমাত্রতৎকালীনশুভাদৃষ্টেন, ন রেমিরে ন আনন্দঃ, তু কিন্তু, ভাবেন স্বব্যবহারেণাপি রেমিরে । যদ্ যস্মাং, কৰ্ম্মণা তাসামেব পরস্পর-ব্যবহারেণ তাসাং মনঃ, কাস্তং নির্মলং বভূব । তৎ তাদৃশঞ্চ কৰ্ম্ম, স যুধিষ্ঠির এব, চকার শাসনগুণেন সম্পাদয়ামাস ॥১০॥

নহীতি । চারু স্বভাবমধুরা ভাষা যস্ত তস্ত । পার্থস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত ॥১১॥

স ইতি । লোকহিতকরণাদেবানন্দে ভরতসত্তমহাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥

তথেন্ধি । বিগতজ্বরাস্তিরোহিতসৰ্বসস্তাপাঃ । স্বতেজসা নিজবিক্রমেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

৥৭—৮॥ তুল্যং যুগপৎ, তুল্যমিত্যত্র “দ্ব্যত্যা” ইতি পাঠে—দ্ব্যত্যা নেদ্ব্যপি প্রীত্যা হৃদয়ানি চ রেমিরে ইত্যর্থঃ ॥৯॥ দৈবেন দেবো রাজা তৎকৰ্ম্মণা পালনেন ন কেবলং রেমিরে অপি তু ভাবেন ভক্ত্যা, তত্র হেতুঃ যদিতি । মনঃকাস্তং মনোরমং প্রজ্ঞানাম্ ॥১০॥ কৰ্ম্মণা প্রিয়-করমুক্তা বাঞ্ছনসাভ্যামপি তদাহ ষাভ্যাম্—ন হীতি । অসহ্যং দুঃখদম্, “অহিতম্” ইতি পাঠেইপি স এবার্থঃ । অপ্রিয়ং প্রীত্যহুৎপাদকম্ । ভাষিতং বচনম্ । জ্ঞে প্রাদুর্লভ্য

তৎকালে প্রজারা কেবল শুভাদৃষ্টের প্রভাবে নহে, কিন্তু পরস্পরের ব্যবহারেও আনন্দ লাভ করিত । কারণ, তাহাদের মন পরস্পরের ব্যবহারে নির্মল হইয়া গিয়াছিল ; সে রূপ ব্যবহারটা যুধিষ্ঠিরই জন্মাইয়া দিয়া-ছিলেন ॥১০॥

বুদ্ধিমান্ ও মধুরভাষী যুধিষ্ঠির অসঙ্গত, অসত্য এবং লোকের অসহ্য বা অপ্রিয় কথা বলিতেন না ॥১১॥

অসাধারণ প্রভাবশালী ও ভরতবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সমস্ত লোকের এবং নিজের হিতসাধন করিয়াই আনন্দ লাভ করিতেন ॥১২॥

(১০) প্রভাবেণ চ রেমিরে... । [১১]...ন চ বাইপ্রিয়ম্ । ভাষিতং চারুভাষস্ত... ।

ততঃ কতিপয়াহস্ত কীডংহঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ।

উষ্ণানি কৃষ্ণ ! বর্তম্বে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি ॥১৪॥

সুহৃজ্জনবৃতৌ তত্র বিহৃত্য মধুসূদন ! ।

সায়াক্ষে পুনরেষ্যাবো রোচতাং তে জনাৰ্দ্দন ! ॥১৫॥

বাহুদেব উবাচ ।

কুন্তীমাতর্মমাপ্যেতদ্রোচতে যদ্বয়ং জলে ।

সুহৃজ্জনবৃত্যঃ পার্থ ! বিহরেম যথাস্থখম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আমন্ত্র্য তৌ ধৰ্ম্মরাজমনুজ্ঞাপ্য চ ভারত ! ।

জগ্মতুঃ পার্থগোবিন্দৌ সুহৃজ্জনবৃতৌ ততঃ ॥১৭॥

বিহরন্ খাণ্ডবপ্রশ্চে কাননেষু চ মাধবঃ ।

পুষ্পিতোপবনাং দিব্যাং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কতিপয়াহস্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ । উষ্ণানি গ্রীষ্মদিনানি ॥১৪॥

সুহৃদীতি । রোচতাম্ অশ্বিন্ বিষয়ে তবাপ্যভিপ্রায়ে ভবতু ॥১৫॥

কুন্তীতি । কুন্তী মাতা যন্তেতি তৎসম্বোধনম্ । আৰ্গত্বাদং প্রত্যয়াভাবঃ ॥১৬॥

আমন্ত্রোতি । আমন্ত্র্য গমনমাপুচ্ছ্য । অনুজ্ঞাপ্য গমনানুমতিং কারয়িত্বা ॥১৭॥

বিহরমিতি । বিহবন্ কৃতবিহারঃ । পুষ্পিতানি সজ্জাতপুষ্পাণি উপবনানি যন্তাস্তাম্ ॥১৮॥

পাণ্ডবেরা সকলেই আনন্দিত ও সম্ভাপশূণ্ণ থাকিয়া আপন প্রভাবে অগ্ন্যাগ্ন রাজাকে উদ্বিগ্ন রাখিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর কিছু দিন অতীত হইলে, অৰ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! বড়ই গ্রীষ্ম পড়িয়াছে ; সুতরাং চল, আমরা যমুনায় যাই ॥১৪॥

কৃষ্ণ ! আমরা সুহৃজ্জনে পরিবেষ্টিত হইয়া দিনের বেলা সেখানে বিচরণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসিব ; এবিষয়ে তোমারও অভিপ্রায় হউক’ ॥১৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘অৰ্জুন ! আমরাও ইচ্ছা এই যে, আমরা সুহৃজ্জনে পরিবৃত্ত হইয়া যথাস্থখে জলবিহার করি’ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, সুহৃজ্জনে পরিবৃত্ত হইয়া, যমুনায় গমন করিলেন ॥১৭॥

কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রশ্চে এবং তত্রত্য উদ্ভানসমূহে পূৰ্ব্বেই বিচরণ করিয়াছিলেন,

১৮ শ্লোকাদারভ্য অয়ঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি ।

তস্তাস্তীরে বনং দিব্যং সর্বভূতমুন্মোহনম্ ।
 আলয়ং সর্বভূতানাং খাণ্ডবং খড়্গচৰ্ম্মভূৎ ॥১৯॥
 দদর্শ কুংসং তং দেশং সহিতঃ সব্যসাচিনা ।
 ঋক্ষগোমায়ুশাদ্ৰূল-বৃক্কৃষ্ণমৃগান্বিতম্ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
 বিহারদেশং সম্প্রাপ্য নানাক্রমমনুত্তমম্ ।
 গৃহৈরুচ্চাবটৈষু ভ্রুং পুরন্দরপুরোপমম্ ॥২১॥
 ভৈক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ রসবন্তিমহাধনৈঃ ।
 মাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈষু ভ্রুং বাক্ষৈর্গর্গায়োঃ ॥২২॥
 বিবেশান্তঃপুরং তূর্ণং দ্রবৈরুচ্চাবটৈঃ শুভৈঃ ।
 যথোপজোষণং সর্বশ্চ জনশ্চিক্রীড় ভারত ! ॥২৩॥ (বিশেষকম্)
 স্ত্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোগ্যশ্চারুপীনপয়োধরাঃ ।
 মনস্বলিতগামিণ্যশ্চিক্রীড়ুর্বামলোচনাঃ ॥২৪॥

ভারতকোয়ূদী

তস্তা ইতি । খড়্গচৰ্ম্মভূতাদিব ইতি পূর্বানুবৃত্তিঃ । ঋক্ষো ভল্লকঃ ॥১৯—২০॥
 বিহারেতি । নানা ক্রমা বহু তম্ । উচ্চাবটৈরনেকবিধৈঃ । বাক্ষৈর্গর্গায়োঃ কৃষ্ণা-
 র্কুনমোঃ সর্বে জন ইতি সম্বন্ধঃ । যথোপজোষণং যথাস্থম্, “ভূক্ষ্যমর্থে স্নুখে জোষম্”
 ইত্যমরঃ ॥২১—২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১১—১৬॥ উৎপাদি নিদাঘদিনানি ॥১৪—১৫॥ কুন্তী মাতা যন্তেতি, হে কুন্তীমাতাঃ ! হে
 এখন যাইয়া মনোহর যমুনানদী দর্শন করিলেন ; তৎকালে যমুনার তীরবর্তী
 উদ্যানগুলিতে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল ॥১৮॥

খড়্গা ও চৰ্ম্মধারী কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া, যমুনার তীরবর্তী
 খাণ্ডববন এবং তাহার নিকটবর্তী সমস্ত স্থান দর্শন করিলেন । সে খাণ্ডববন সকল
 ঋতুতেই অভ্যন্তমনোহর এবং সর্বপ্রকার প্রাণীর বাসস্থান ছিল, তার তাহাতে
 ভল্লক, শৃগাল, ব্যাজ, ক্ষুদ্র ব্যাজ ও কৃষ্ণসার মৃগ পিচরণ করিত ॥১৯—২০॥

কৃষ্ণ ও অর্জুন যাইয়া বিহারস্থানে উপস্থিত হইলেন ; সে স্থানটা নানা-
 বিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ গৃহ থাকায় ইন্দ্রপুরীর স্তায় শোভিত ছিল এবং সেখানে
 সুস্বাদু খাদ্য, পেয়, মহামূল্য মালা, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও মাজলিক নানাবিধ
 দ্রব্য ছিল । তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহচর সমস্ত লোকই সত্বর যাইয়া অন্তঃ-
 পুরে প্রবেশ করিল এবং যথাস্থখে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥২১—২৩॥

(২৩)০০ রত্নকুচ্চাবটৈঃ... ।

বনে কাশ্চিজ্জলে কাশ্চিৎ কাশ্চিৎশাশ্চ চাক্কাঃ ।

যথাদেশং যথাশ্রীতি চিক্রীড়ুঃ পার্থক্করয়োঃ ॥২৫॥

ক্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্তাভরণানি চ ।

প্রায়চ্ছতাং মহার্হাণি ক্রীণাং তে স্ম মদোৎকটে ॥২৬॥

কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননুতুশ্চ কুশুশ্চ তথাপরাঃ ।

জহস্শ্চাপরা নার্য্যঃ পপুশ্চান্ধা বরাসবম্ ॥২৭॥

রুরধুশ্চাপরাস্তত্র প্রজঘ্নুশ্চ পরস্পরম্ ।

মস্ত্রয়ামাস্বরশ্চ রহস্তানি পরস্পরম্ ॥২৮॥

বেণুবীণামৃদঙ্গানাং মনোভ্রাতানাঞ্চ সর্বশঃ ।

শব্দেনাপূর্য্যতে হ স্ম তদ্বনং স্তসমৃদ্ধিমৎ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিম ইতি । বিপুলশ্রোশ্রো বিশালনিতম্বাঃ । বামলোচনাঃ স্তম্বরনয়নাঃ ॥২৪॥

বন ইতি । পার্থক্করয়োরাদেশমনতিক্রমোতি যথাদেশম্, যথাশ্রীতি চ তয়োরেব ॥২৫॥

ক্রৌপদীতি । মহার্হাণি মহামূল্যানি । তে ক্রৌপদীসুভদ্রে, মদেন উৎকটে বিহ্বলে ॥২৬॥

কাশ্চিদিতি । কুশুশ্চরাহুতবত্যাঃ । বরাসবম্ উত্তমমস্তম্ ॥২৭॥

রুরধুরিতি । রুরধুগৃহাভাস্তরে । প্রজঘ্নুঃ সলীলং প্রহতবত্যাঃ । রহস্তানি গুণানি ॥২৮॥

এবং বিশালনিতম্বা, স্তম্বর-পীন-স্তনী, মদবিহ্বলগামিনী ও মনোহরনয়না রমণীরাও ক্রীড়া করিতে থাকিল ॥২৪॥

কৃষ্ণ ও অর্জুনের আদেশক্রমে এবং তাহাদের শ্রীতি অনুসারে রমণীদের মধ্যে কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে এবং কেহ কেহ গৃহে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥২৫॥

তখন ক্রৌপদী ও সুভদ্রা মদে বিহ্বল হইয়া সেই রমণীগণকে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দিত হইয়া নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ ডাকিতে থাকিল, কেহ কেহ হাসিতে থাকিল এবং কেহ কেহ উত্তম মস্ত্র পান করিতে লাগিল ॥২৭॥

কোন কোন রমণী অস্ত্রাস্ত্র রমণীকে রুদ্ধ করিল, কেহ কেহ লীলার সহিত পরস্পর প্রহার করিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্তালাপ করিতে লাগিল ॥২৮॥

তখন বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর শব্দ সেই সমৃদ্ধিশালী সমস্ত উপ-বনটাকেই পরিপূর্ণ করিল ॥২৯॥

তস্মিন্স্থথা বর্তমানে কুরুদাশার্হনন্দনো ।
 সমীপে জগ্নতুঃ কক্ষিহুদ্দেশং স্তম্বনোরমম্ ॥৩০॥
 তত্র গত্বা মহাত্মানো কৃষ্ণো পরপূরঞ্জয়ো ।
 মহার্বাসনয়ো রাজন্ ! ততস্তৌ সন্নিবীদতুঃ ॥৩১॥
 তত্র পূর্বব্যতীতানি বিক্রাস্তানীতরাণি চ ।
 বহুনি কথয়িত্বা তৌ রেমাতে পার্থমাধবৌ ॥৩২॥
 তত্রোপবিষ্টৌ মুদিতৌ নাকপৃষ্ঠেহশ্বিনাবিবা ।
 অভ্যাগচ্ছন্তদা বিপ্রো বাহুদেবধনঞ্জয়ো ॥৩৩॥
 বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ প্রতপ্তকনকপ্রভঃ ।
 হরিপিঙ্গোজ্জলশাশ্রুঃ প্রমাণায়ামতঃ সমঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

বেধিতি । সর্বশঃ সর্বম্ । বনম্ উপবনম্, স্তম্বমুদ্ভিষং ধনরত্নাদিভিঃ ॥২৯॥
 তস্মিন্নিতি । তস্মিন্নস্থংসবে । কুরুদাশার্হনন্দনো অর্জুনকৃষ্ণৌ । উদ্দেশং স্থানম্ ॥৩০॥
 তত্রোতি । কৃষ্ণো কৃষ্ণার্জুনৌ । সন্নিবীদতুঃ উপবিবিশতুঃ ॥৩১॥
 তত্রোতি । বিক্রাস্তানি বিক্রমচরিত্রাণি, ইতরাণি চ বৃত্তানি ॥৩২॥
 তত্রোতি । নাকপৃষ্ঠে স্বর্গোপরি । অতি লক্ষ্যকৃত্য । বৃহচ্ছালপ্রতীকাশো বিশাল-
 শালবৃক্ষতুল্যঃ । হরিভিরংগুভিঃ পিঙ্গানি পিঙ্গলবর্ণানি উজ্জলানি চ শাশ্রুণি যন্ত সঃ, প্রমাণায়া-
 মতো দৈর্ঘ্যাহৌল্যভ্যাম্, সমঃ সঙ্গতাকৃতিঃ । তরুণাদিত্যসঙ্কাশো নবোদিতসূর্য্যাসদৃশঃ, চির-
 ভারতভাবদীপঃ

অর্জুন ! ॥১৬—২০॥ গৃহঃ মধোযমুনং নিশ্চিহ্নৈঃ ক্রীড়াব্যাপ্যাদিশূকৈঃ ॥২১—২২॥ ভক্ষ্যাঞ্জ-
 যুক্তং বিহারস্থানং বিবেশ, অন্তঃপুরং কর্তুং রৈবৈযুক্তম্ ॥২৩—২৪॥ উদ্দেশং প্রদেশম্

সেই উৎসব সেই ভাবে চলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটবর্তী কোন
 একটি মনোহর স্থানে গমন করিলেন ॥৩০॥

মহারাজ ! শত্রুপূর্ববিজয়ী মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুন সেই স্থানে যাইয়া দুই
 খানি মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥৩১॥

তঁাহারা সেখানে উপবেশন করিয়া পূর্ববর্তী বিক্রম এবং অশ্রাশ্র বহু বিষয়
 আলোচনা করিতে থাকিয়া আরাম করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

স্বর্গের উপরিভাগে উপবিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শ্রায় তঁাহারা সেখানে
 উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন একটি ব্রাহ্মণ
 তঁাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন ; তঁাহার শরীরটী বিশাল শাল-
 বৃক্ষের শ্রায় দীর্ঘ, তঁাহার বর্ণ উত্তম স্বর্ণের তুল্য, শাশ্রুগুলি পিঙ্গলবর্ণ ও

তরুণাদিত্যসঙ্কাস্তীরবাসা জটধরঃ ।

পদ্মপত্রাননঃ পিঙ্গন্তেজসা প্রজ্জলমিব ॥৩৫॥ (বিশেষকম্)

উপস্থ্যক্তু তং কৃষ্ণো ভ্রাজমানং দ্বিজোত্তমম্ ।

অৰ্জুনো বাসুদেবশ্চ তূর্ণমুৎপত্য তস্থতুঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি খাণ্ডব-

দাহে ব্রাহ্মণরূপ্যনাগমনে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—:—

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহব্রবীদৰ্জুনৈব বাসুদেবঞ্চ সাত্ততম্ ।

লোকপ্রবীরো তিষ্ঠন্তৌ খাণ্ডবশ্চ সমীপতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বাসাঃ কোপীনধারী । পদ্মপত্রবৎ আননম্ আননগতং নয়নং যন্ত সঃ । তেজসাপি পিঙ্গঃ পিঙ্গলবর্ণঃ ॥৩৩—৩৫॥

উপেতি । অৰ্জুনো বাসুদেবশ্চৈতৌ কৃষ্ণো, ভ্রাজমানং তেজসা দীপ্যমানং তং দ্বিজোত্তমম্, উপস্থ্যক্তু সন্নিহিতম্, দৃষ্টেতি শেষঃ, তূর্ণম্, উৎপত্য উখায়, তস্থতুঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— o : * : o — — —

স ইতি । স ব্রাহ্মণঃ । সাত্ততং তদ্বংশীয়ম্ । লোকে মর্ত্যভূবনে প্রবীরৌ প্রধানশূরৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৥৩০—৩৩॥ হরিপিক্ : নীলপীতাখিলাঙ্গঃ, জলশ্রুশ্রুঃ জালাবৎ শ্রুশ্রুঃ ॥৩৪—৩৫॥ উপস্থ্যক্তু সমীপাগতমূলক্য উৎপত্য আসনাত ॥৩৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকঙ্কীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

ও উজ্জল, আকারটা যেমন দীর্ঘ তেমন স্কুল ; আর তিনি নবোদিত সূর্য্যের
আয় তেজস্বী, কোপীন ও জটধারী এবং পিঙ্গলবর্ণ তেজ দ্বারা যেন জলিতে-
ছিলেন ; আর তাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের আয় সুন্দর ছিল ॥৩৩—৩৫॥

তিনি নিকটে আসিয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও অৰ্জুন সত্তর গাত্রোপাখান করিয়া
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

* ‘...বিশত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্বাবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...চতুর্বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্ট-
চত্বারিংশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ব্রাহ্মণো বহুভোক্তাস্মি ভুঞ্জেৎপরিমিতং সদা ।

ভিক্ষে বাক্ষ্যে'য়পার্থো' । বামেকাং তৃপ্তিঃ প্রযচ্ছতম্ ॥২॥

এবমুক্তৌ তমক্রতাং তাবুভৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ।

কেনামেন ভবাংস্তৃপ্যন্তস্থানস্ত যতাবহে ॥৩॥

এবমুক্তস্ত ভগবানব্রবীৎ পাবকস্ততঃ ।

ভাষমাণৌ তদা বীরৌ কিমমং ক্রিয়তামিতি ॥৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহমমং বুভুক্ষে বৈ পাবকং মাং নিবোধতম্ ।

যদমমনুরূপং মে তদ্যুবাং সম্প্রযচ্ছতম্ ॥৫॥

ইদমিন্দ্রঃ সদা দাবং খাণ্ডবং পরিরক্ষতি ।

ন চ শক্রো'ম্যহং দন্ধুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ ইতি । হে বাক্ষ্যে'য়পার্থো' কৃষ্ণার্জুনৌ ! বাং যুবাম্, ভিক্ষে প্রার্থয়ে ॥২॥

এবমিতি । তং ব্রাহ্মণম্ । তস্ত অন্নস্ত সংগ্রহায়েতি শেষঃ ॥৩॥

এবমিতি । পাবকো ব্রাহ্মণরূপী বহিদেবঃ । কিমমমাবাভ্যাং ক্রিয়তামিতি ভাষমাণৌ ॥৪॥

নেতি । বুভুক্ষে ভোক্তুমিচ্ছামি । নিবোধতং জানীতম্ । অন্নং খাদ্যম্ ॥৫॥

ইদমিতি । দাবং বনম্, “দবদাবৌ বনারণ্যবকৌ” ইত্যমরঃ । মহাত্মনা তেনৈশ্বরেণ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ, খাণ্ডববনের সন্নিহিত ভূমণ্ডলमध्ये প্রধান বীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন— ॥১॥

‘আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমি সর্বদাই অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকি । অতএব হে কৃষ্ণার্জুন ! আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা একটাবার মাত্র আমার তৃপ্তি সম্পাদন করুন’ ॥২॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই জনেই তাঁহাকে বলিলেন— ‘আপনি কি খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ? আমরা সেই খাদ্য সংগ্রহের জন্তই চেষ্টা করিব’ ॥৩॥

‘আমরা কি খাদ্য সংগ্রহ করিব’ এই কথা কৃষ্ণ ও অর্জুন বলিলে, ব্রাহ্মণ-রূপী ভগবান্ অগ্নি তাঁহাদিগকে কহিলেন— ॥৪॥

ব্রাহ্মণরূপী অগ্নি বলিলেন—‘আমি অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি না । কারণ, আপনারা আমাকে অগ্নিদেব বলিয়া জাহ্নুন । অতএব যে অন্ন আমার যোগ্য হয়, তাহাই আপনারা আমাকে দান করুন ॥৫॥

[৩]...ততস্তৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ... । [৪]...অব্রবীত্তাবুভৌ ততঃ... ।

বসত্যত্র সখা তস্ত তক্ষকঃ পন্নগঃ সদা ।
 সগণস্তৎকৃতে দাবং পরিরক্ষতি বজ্রভৃৎ ॥৭॥
 তত্র ভূতান্যনেকানি রক্ষ্যন্তে স্ম প্রসঙ্গতঃ ।
 তং দিধক্ষুর্ন শক্ৰোমি দধুং শক্রস্ত তেজসা ॥৮॥
 স মাং প্রজ্জলিতং দৃষ্ট্বা মেঘাস্তোভিঃ প্রবর্ষতি ।
 ততো দধুং ন শক্ৰোমি দিধক্ষুর্দাবমীপ্সিতম্ ॥৯॥
 স যুবাভ্যাং সহায়্যভ্যামস্ত্রবিদ্যাং সমাগতঃ ।
 দহেয়ং খাণ্ডবং দাবমেতদমং বৃতং ময়া ॥১০॥
 যুবাং হ্যদকধারাস্তা ভূতানি চ সমন্ততঃ ।
 উত্তমাস্ত্রবিদৌ সম্যক্ সর্বতো বারয়িষ্যথঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কথং তেন রক্ষ্যমাণমিত্যাহ বসতীতি । তস্ত ইন্দ্রস্ত । সগণঃ সপরিবারঃ । বজ্রভৃদিদ্রঃ ॥৭॥
 তজ্জ্যেতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । রক্ষ্যন্তে ইজ্জ্যেণেব । দিধক্ষুর্দধুমিচ্ছুঃ ॥৮॥
 স ইতি । স ইন্দ্রঃ । দৈপ্সিতং দাবং বনম্ । দিধক্ষুরপি সন্ ॥৯॥
 স ইতি । সোহহম্ । সমাগতঃ সম্মিলিতঃ । এতদীদৃশম্ । বৃতং প্রার্থিতম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সোহব্রবীদিতি ॥১॥ বাং ভিক্ষে যুবাং দাতুং সমর্থৌ প্রার্থয়ে ॥২॥ তস্ত অন্নস্ত দানে ॥৩॥
 ক্রিয়তামিতি ভাষমাণে তৌ প্রত্যব্রবীদিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ ভূতানি বহিনির্গন্তকামানি

ইন্দ্র এই খাণ্ডববনটিকে সর্বদাই রক্ষা করেন । তিনি রক্ষা করিতে থাকতেই আমি ইহা দধু করিতে পারি না ॥৬॥

ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ সর্বদাই সপরিবারে এই বনে বাস করে ; তাহার জগুই ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন ॥৭॥

ইন্দ্র সেই তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার প্রসঙ্গে অত্রত্য অনেক প্রাণীকেই রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাহাতেই আমি এই বনটিকে দধু করিতে ইচ্ছা করিয়াও ইন্দ্রের প্রভাবে দধু করিতে পারি না ॥৮॥

আমি জলিয়া উঠিয়াছি ইহা দেখিয়াই ইন্দ্র মেঘ হইতে জল বর্ষণ করিতে থাকেন ; তাহাতেই আমি অভীষ্ট বনটিকে দধু করিতে ইচ্ছা করিয়াও দধু করিতে পারি না ॥৯॥

আপনারা হুই জনই অল্পজ্ঞ ; সুতরাং আপনাদের সহায়তায় আমি খাণ্ডব-বন দধু করিতে পারিব । এই অন্নই আমি প্রার্থনা করিয়াছি ॥১০॥

(৮)....রক্ষ্যন্তে স্ম প্রসঙ্গতঃ... । (১১)....সর্বতো বারয়িষ্যতঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ খাণ্ডবং দন্ধুমিচ্ছতি ।

রক্ষ্যমাণং মহেন্দ্রেন নানাসত্ত্বসমায়ুতম্ ॥১২॥

নহেতৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! অল্পং সম্প্রতিভাতি মে ।

যদদাহ স্তসংক্রুদ্ধঃ খাণ্ডবং হব্যবাহনঃ ॥১৩॥

এতদ্বিস্তরশো ব্রহ্মন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

খাণ্ডবস্ত পুরা দাহো যথা সমভবন্মুনে ! ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু মে ব্রহ্মবতো রাজন্ ! সৰ্বমেতদ্যথাতথম্ ।

যন্নিমিত্তং দদাহাগ্নিঃ খাণ্ডবং পৃথিবীপতে ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যুযামিতি । উদকধারা মেঘানাম্ । ভূতানি প্রাণিনশ্চ ॥১১॥

ক্ৰিমিতি । নানা সত্বৈৰ্ৰহভিজ্ঞস্ততিঃ সমায়ুতম্ ॥১২॥

নহীতি । সম্প্রতিভাতি সমাগজ্ঞানবিষয়ীভবতি । হব্যবাহনো বহিঃ ॥১৩॥

এতদ্বিতি । তত্ত্বতো যথার্থভাবেন । যথা যৎ ॥১৪॥

শ্রুতি । “রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাং” ইত্যুক্তেঃ হে রাজন্ ! প্রকৃতিরঞ্জক ! ইতাপোন-
কৃত্যম্ ॥১৫॥

আপনারা উত্তম অস্ত্রজ্ঞ । অতএব আপনারা সেই জলধারাকে এবং সমস্ত
প্রাণীকে সকল দিক্ হইতেই সম্যক্রূপে বারণ করিবেন’ ॥১১॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি ! নানাপ্রাণিসমষ্টিত খাণ্ডববনটিকে ইন্দ্র
রক্ষা করিতেছিলেন ; এ অবস্থায় অগ্নি তাহা দন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন
কেন ? ॥১২॥

যে কারণে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া খাণ্ডববন দন্ধ করিয়াছিলেন, সে কারণটা যে
ক্রুদ্ধ হইবে, তাহা আমার মনে হয় না ॥১৩॥

অতএব মহর্ষি ! যে কারণে পূর্বকালে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, তাহা আমি
বিস্তরক্রমে ও যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রজারঞ্জক জনমেজয় ! যে জন্তু অগ্নি খাণ্ডববন
দন্ধ করিয়াছিলেন, সে বৃন্তান্ত আমি যথাযথভাবে সমস্তই বলিতেছি ; আপনি
শ্রবণ করুন ॥১৫॥

হস্ত তে কথয়িষ্যামি পৌরাণীমুখিসংস্কৃতাম্ ।
 কথামিমাং নরশ্রেষ্ঠ ! খাণ্ডবস্ত বিনাশিনীম্ ॥১৬॥
 পৌরাণঃ শ্রয়তে তাত ! রাজা হরিহরোপমঃ ।
 শ্বেতকির্নাম বিখ্যাতো বলবিক্রমসংযুতঃ ॥১৭॥
 যজ্ঞা দানপতিধীমান্ যথা নাশ্যোহস্তি কশ্চন ।
 ঈজে চ স মহাযজ্ঞঃ ক্রতুভিচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১৮॥
 তস্য নান্যভবদ্বুদ্ধির্দিবসে দিবসে নৃপ ! ।
 সত্রে ক্রিয়াসমারম্ভে দানেষু বিবিধেষু চ ॥১৯॥
 ঋত্বিজ্জিহ্বাঃ সহিতো ধীমানবমীজে স ভূমিপঃ ।
 ততস্ত ঋত্বিজ্জচ্চাস্ত ধূমব্যাকুললোচনাঃ ॥২০॥
 কালেন মহতা খিমান্ত্যজ্জুস্তে নরাধিপম্ ।
 ততঃ প্রচোদয়ামাস ঋত্বিজ্জন্তান্ মহীপতিঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হস্তেতি । হস্ত হর্ষে । হর্ষশ্চ উত্তমকথা কথনসম্ভবাৎ । ঋষিভিঃ সংস্কৃত্যং প্রশস্ত্যাম্ ॥১৬॥
 পৌরাণ ইতি । পৌরাণঃ পুরাণশাস্ত্রোক্তঃ । হরিহরোপম ইন্দ্রতুল্যঃ ॥১৭॥
 যজ্ঞেতি । যজ্ঞা বিধিনা কৃতযজ্ঞঃ, দানপতিদানমত্তঃ । ঈজে দেবান্ পূজিতবান্ । সশো-
 মকো যজ্ঞঃ, নিঃসোমকশ্চ কতুরিতি ভেদঃ । আশ্বা প্রচুরা দক্ষিণা যেষাং তৈঃ ॥১৮॥
 তস্তেতি । বৃহ বুদ্ধিরভবদিত্যাহ সত্ৰ ইতি । সত্রে যজ্ঞে, কৃপাদিক্রিয়াসমারম্ভে চ ॥১৯॥
 ঋত্বিজ্জিহ্বাঃ ইতি । যজ্ঞঃ কৃতবান্ । প্রচোদয়ামাস যজ্ঞকরণায় প্রণোদয়ামাস ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

১৮—১৭ ॥ মহাযজ্ঞঃ পঞ্চভির্দেবযজ্ঞাদিভিঃ স্মার্তৈঃ ক্রতুভিঃ, শ্রোতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ ।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিকট আমি খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত বলিব ; এই বৃত্তান্ত পুরাণোক্ত এবং মুনিরাও ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥১৬॥

বৎস ! পুরাণশাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্রের তুল্য বল-বিক্রমশালী ‘শ্বেতকি’ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন ॥১৭॥

তিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিতেন এবং দানে মত্ত ছিলেন ; সে বিষয়ে অশ্রু কোন রাজাই তাঁহার তুল্য ছিলেন না । তিনি প্রচুর-দক্ষিণায়ুক্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিতেন ॥১৮॥

মহারাজ ! তাঁহার অশ্রু দিকে বুদ্ধি ছিল না, প্রত্যাহই কেবল যজ্ঞ, নানাবিধ সংকার্য্য এবং নানাবিধ দানের দিকে বুদ্ধি যাইত ॥১৯॥

(১৭) পৌরাণঃ শ্রয়তে রাজন্ !... । (২০) ইতঃপ্রভৃতি সাক্ষ্যলোকত্রয়ম্ অশ্বংপিতামহ-পুস্তকে নাশ্চি ।

চক্ষুর্বিবলতাং প্রাপ্তা ন প্রপেতুশ্চ তে ক্রতুম্ ।
 ততস্তেষামনুমতে তদ্বিপ্রেস্তু নরাধিপঃ ॥২২॥
 সত্রং সমাপয়ামাস ঋত্বিগ্ভিরপরৈঃ সহ ।
 তশ্চৈবং বর্তমানস্ত কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে ॥২৩॥
 সত্রমাহর্তু কামস্ত সংবৎসরশতং কিল ।
 ঋত্বিজো নাভ্যপত্তন্ত সমাহর্তুং মহাত্মনঃ ॥২৪॥ (বিশেষকম্)
 স তু রাজাহকরোদ্বজ্জং মহাস্তং সম্বহজ্জনঃ ।
 প্রণিপাতেন সাস্ত্বেন দানেন চ মহাযশাঃ ॥২৫॥
 ঋত্বিজোহনুনয়ামাস ভূয়োভূয়স্তদন্তিতঃ ।
 তে চাস্ত তমভিপ্রায়ং ন চক্রুরমিতৌজসঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চক্রুরিতি । চক্ষুর্বিবলতাং প্রাপ্তা যজ্ঞধূমেন নেত্ররোগগ্রস্তাঃ । অতএব তে ঋত্বিজঃ, ক্রতুং যজ্ঞম্, ন প্রপেতুঃ সমাপয়িতুং ন গতাঃ । তদ্বিপ্রেস্তুরপরাধিগ্ভিঃ সহেতি সম্বন্ধঃ । সত্রম্ আরকং যজ্ঞম্ । কালস্ত পর্য্যয়ে অতিক্রমে । সংবৎসরশতং বাবৎ, সত্রং যজ্ঞম্, আহর্তু-কামস্ত পুনরপাহৃষ্টাতুমিচ্ছতঃ, মহাত্মনঃ শ্বেতকেনুপতেঃ, তৎ সত্রং সমাহর্তুং সম্পাদয়িতুম্, ঋত্বিজো নাভ্যপত্তন্ত নাদীকৃতবস্তুঃ ॥২২—২৪॥

স ইতি । সম্বহজ্জনৈঃ সহেতি সম্বহজ্জনঃ । সাস্ত্বেন মধুববাকোন । অনুনয়ামাস যজ্ঞং সম্পাদয়িতুমনিনায় । অতন্তিতঃ অনলসঃ । অমিতৌজসো রাজ্ঞঃ ॥২৫—২৬॥

বুদ্ধিমান্ সেই শ্বেতকি রাজা এই ভাবে পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া কেবল যজ্ঞই করিতেন ; তাহাতে তাঁহার পুরোহিতগণের নয়ন ধূমে আকুল হইয়া পড়িত ; তাই তাঁহারা দীর্ঘকালের পর ক্রান্ত হইয়া রাজাকে ত্যাগ করিলেন । তথাপি রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞে প্রণোদিত করিলেন ॥২০—২১॥

কিন্তু তাঁহারা নয়নরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর সে যজ্ঞ সমাপন করিতে গেলেন না । তাহার পর রাজা তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে তাঁহাদেরই সম্পর্কিত অন্ত্যস্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া সে যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন । এইরূপ ঘটনা ঘটবার পর অনেক দিন চলিয়া গেল ; তাহার পর কোন সময়ে শ্বেতকি রাজা আবার শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু পুরোহিতেরা তাহা করিতে স্বীকার পাইলেন না ॥২২—২৪॥

তথাপি রাজা বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রণিপাত, সাস্ত্রবাদ এবং ধনদানপূর্ব্বক বার বার পুরোহিতগণের অনুনয় করিলেন । কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা রাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না ॥২৫—২৬॥

স চাশ্রমস্থান রাজবিস্তারুবাচ কুশাস্বিতঃ ।

যত্নং পতিতো বিপ্রাঃ ! শুশ্রূষায়াং ন বঃ স্থিতঃ ॥২৭॥

আশু ত্যাজ্যোহস্মি যুগ্মাভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ ।

তন্নাইথ ক্রতুশ্রদ্ধাং ব্যাঘাতয়িতুমশ্য তাম্ ॥২৮॥

অস্থানে বা পরিত্যাগং কর্তুং মে দ্বিজসত্তমাঃ ! ।

প্রপন্ন এব বো বিপ্রাঃ ! প্রসাদং কর্তুমর্হথ ॥২৯॥

সাম্বদানাদিভির্বাক্যৈস্তদ্বতঃ কার্য্যবত্তয়া ।

প্রসাদয়িত্বা বক্ষ্যামি যমঃ কার্য্যং দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বো যুগ্মকম্, শুশ্রূষায়ামপি, ন স্থিতো ন যোগ্যঃ পতিতত্বাৎ ॥২৭॥

আশ্বিতি । ত্যাজ্যোহস্মি, পতিতশ্চেদিত্যশয়ঃ । জুগুপ্সিতো নিন্দিতো ভবেয়ম্ ।

তত্ত্ব নেত্যাশয়ঃ । ক্রতুশ্রদ্ধাং যজ্ঞং প্রতি বিশ্বাসম্ । নাইথ, স্বাগ্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ ॥২৮॥

অস্থান ইতি । হে দ্বিজসত্তমাঃ ! অস্থানে পাতিত্যাভাবদবিষয়ে বা মে পরিত্যাগং কর্তুম্, নাইথেতি প্রবাহকথঃ । হে বিপ্রাঃ ! বো যুগ্মানেবাহং প্রপন্ন আশ্রিজ্যার্থং প্রাপ্তঃ । অতো ময়ি প্রসাদং কর্তুমর্হথ ॥২৯॥

সাঙ্ঘেতি । হে দ্বিজোত্তমাঃ ! তদ্বতো যথার্থতঃ কার্য্যবত্তয়া প্রয়োজনবত্তয়া হেতুনা, সাম্বদানাদিভিঃ সামদানাদিসূচকৈর্বাক্যৈঃ, প্রসাদয়িত্বা, নঃ অশ্বাকং যুগ্মাভির্ঘং কার্য্যম্, তদ্বক্ষ্যামি ॥৩০॥

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, আশ্রমে যাইয়া, সেই পুরোহিতদিগকে বলিলেন—
'ব্রাহ্মণগণ ! আমি যদি পতিত হইয়া থাকি, তবে ত আপনাদের পরিচর্যা করিবারও যোগ্য নহি ॥২৭॥

এবং সঙ্করই আমি আপনাদের পরিত্যাজ্য, আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকটই নিন্দনীয় । কিন্তু আমি পতিত নহি । সূতরাং আপনারা আজ আমার সেই যজ্ঞের প্রতি বিশ্বাসটাকে নষ্ট করিতে পারেন না ॥২৮॥

কিংবা আমাকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন না । আমি আপনাদেরই আশ্রয় লইয়াছি ; সূতরাং আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণগণ ! যথার্থই আমার প্রয়োজন আছে ; তাই আমি সাম ও দানাদিসূচক বাক্য দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া, পরে আপনারা আমার যে কার্য্য করিবেন তাহা বলিব ॥৩০॥

[২৮]...ব্যাঘাতয়িতুমশ্যতাম্, ব্যাঘাতয়িতুমশ্যতাম্ । [৩০] অয়ং শ্লোকঃ কচিং পরশ্লোকং
পন্নং বিব্রজতঃ ।

অথবাং পরিত্যক্তো ভবন্তির্ষকারণাং ।

ঋজ্বিজোহন্যান্ গমিষ্যামি যাজ্ঞনার্থং দ্বিজোক্তমাঃ ॥৩১॥

এতাবচ্ছন্দা বচনং বিররাম স পার্থিবঃ ।

যদা ন শেকু রাজানং যাজ্ঞনার্থং পরন্তপ ! ॥৩২॥

ততস্তে যাজকাঃ ক্রুদ্ধাস্তমুচুর্নৃপসন্তমম্ ।

তব কৰ্ম্মাণ্যজস্রং বৈ বর্তন্তে পার্থিবোক্তম ! ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ততো বয়ং পরিশ্রান্তাঃ সততং কৰ্ম্মবাহিনঃ ।

শ্রমাদম্মাং পরিশ্রান্তান্ স ত্বং নস্ত্যক্তুর্মহিসি ॥৩৪॥

বুদ্ধিমোহং সমাস্থায় স্বরাসস্তাবিতোহনঘ ! ।

গচ্ছ রুদ্রসকাশং ত্বং স হি ত্বাং যাজয়িষ্যতি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । ময়ি ঘেব এব কারণং তস্মাৎ । গমিষ্যামি প্রাপ্যামি ॥৩১॥

এতাবদিতি । যদা তে যাজকাঃ, যাজ্ঞনার্থং রাজানং গ্রহীতুং ন শেকুঃ, ততস্তদা, ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ, তং নৃপসন্তমমুচুঃ । কিমুচুরিত্যাহ তবৈত্যাди ॥৩২—৩৩॥

তত ইতি । কৰ্ম্মবাহিনঃ কৰ্ম্মনিৰ্ব্বাহাজ্ঞকভারবাহিনঃ । নঃ অম্মান্ ॥৩৪॥

বুদ্ধীতি । বুদ্ধিমোহম্ অম্মাকং শ্রাস্তদ্বানবগমাৎ বুদ্ধিস্রংগম্ । স্বরয়া সস্তাবিতো গ্রন্থঃ, অম্মানাগত ইতি শেষঃ । রুদ্রশ্চ শিবশ্চ সকাশং গচ্ছ, অম্মাকমধীকারাং ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

“মহাসত্রৈঃ” ইতি পাঠে সত্রমম্মদানং লোকপ্রসিদ্ধে ॥১৮॥ সত্রৈ যজ্ঞে ॥১৯—৩৪॥ বুদ্ধিমোহং

অথবা বিদ্বৈষবশতঃ যদি আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি যাজনের জন্তু অথ পুরোহিতদিগের নিকট যাইব’ ॥৩১॥

স্বৈতকি রাজা এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন । কিন্তু সেই যাজকেরা যখন যাজনের জন্তু রাজাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার যজ্ঞকার্য্য অনবরত চলিয়াছে ॥৩২—৩৩॥

তাহাতে আমরা সেই ভার বহন করিতে থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি । অতএব আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥৩৪॥

আপনি বুদ্ধিবৈকল্যবশতঃ ব্যস্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা পারিব না । আপনি রুদ্রের নিকট যান, তিনিই আপনার যাজন করিবেন’ ॥৩৫॥

সাধিক্ষেপং বচঃ শ্রদ্ধা সংক্লেশঃ শ্বেতকিন্ৰপঃ ।
 কৈলাসং পৰ্বতং গহ্বা তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ ॥৩৬॥
 আরাধয়ন্নহাদেবং নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ ।
 উপ্বাসপরো রাজন্ ! দীৰ্ঘকালমতিষ্ঠত ॥৩৭॥
 কদাচিদ্বাদশে কালে কদাচিদপি ষোড়শে ।
 আহারমকরোদ্ভোজা মূলানি চ ফলানি চ ॥৩৮॥
 উৰ্দ্ধবাহুস্থনিমিষস্তিষ্ঠন্ স্থাণুরিবাচলঃ ।
 যথাসানভবদ্ভোজা শ্বেতকিঃ হুসমাহিতঃ ॥৩৯॥
 তং তথা নৃপশাৰ্দূলং তপ্যমানং মহন্তপঃ ।
 শঙ্করঃ পরমপ্ৰীত্যা দর্শয়ামাস ভারত ! ॥৪০॥
 উবাচ চৈনং ভগবান্ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ।
 প্ৰীতোহস্মি নঃশাৰ্দূল ! তপসা তে পরস্তপ ! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সাধিক্ষেপং “বুদ্ধিমোহং সমাস্থায়” ইত্যুক্তত্বাৎ সতিরঙ্কারম্ ॥৩৬॥
 আরাধয়মিতি । নিয়তে। ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ, সংশিতব্রতঃ হৃদচব্রহ্মচর্য্যঃ ॥৩৭॥
 কদাচিদতি । কালে মুহূর্তে । ষোড়শে চ মুহূর্তে ॥৩৮॥
 উৰ্দ্ধেতি । যথাসান্ যাবৎ, স্থাণুনিঃশাখবৃক্ষ ইব অচলঃ অভবদিতি সঙ্কল্পঃ ॥৩৯॥
 তমিতি । তপ্যমানং পুৰ্ব্বাগম্ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥৪০॥
 উবাচেতি । ভগবান্ স শঙ্করঃ । কিমুবাচেত্যাহ প্ৰীতোহস্মীতি ॥৪১॥

শ্বেতকি রাজা ব্রাহ্মণগণের সেই তিরস্কারবাক্য শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈলাসপর্বতে যাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥৩৬॥

তিনি ধ্যানী, ব্রহ্মচারী ও উপবাসী হইয়া, মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকিয়া, দীৰ্ঘকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৭॥

শ্বেতকি রাজা কোন দিন দ্বাদশ মুহূর্তের সময়, কোন দিন বা ষোড়শ মুহূর্তের সময় ফল-মূল আহার করিতেন ॥৩৮॥

তিনি ছয় মাস যাবৎ উৰ্দ্ধবাহু ও নিনিমেষনয়ন হইয়া সমাহিতচিত্তে স্থাণুর আয় অচল হইয়া রহিলেন ॥৩৯॥

মহারাজ । শ্বেতকি রাজা সেই ভাবে গুরুতর তপস্যা করিতে লাগিলে, মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন ॥৪০॥

এবং তিনি স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে রাজাকে বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৪১॥

বরং বৃগীষ ভদ্রং তে যং ত্বমিচ্ছসি পাথিব ! ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রুদ্রশ্রামিততেজসঃ ॥৪২॥
 . প্রণিপত্য মহাত্মানং রাজর্ষিঃ প্রত্যভাষত ।
 যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৪৩॥
 স্বয়ং মাং দেবদেবেশ ! যাজ্ঞশ্চ সুরেশ্বর ! ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাজ্ঞা তেন প্রভাষিতম্ ॥৪৪॥
 উবাচ ভগবান্ প্রীতঃ স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ।
 নান্ম্যাকমেঘ বিষয়ো বৰ্ত্ততে যাজ্ঞনং প্রতি ॥৪৫॥ (কলাপকম্)
 ত্বয়া চ স্তমহত্তপুং তপো রাজন্ ! বরাধিনা ।
 যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সময়েন পরন্তপ ! ॥৪৬॥
 সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 সততং ত্বাজ্যধারাভির্বিদি তর্পয়সেহ্ননম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলং তদাত্মকমিত্যর্থঃ । মহাত্মানং রুদ্রম্ । ভগবান্
 মহাত্ম্যবান্ ভবান্ । স্বয়মাত্মনা । অস্ম্যকং দেবানাম্, যাজ্ঞনং প্রতি, এষ বিষয়ঃ অধি-
 কারো ন বৰ্ত্ততে, “তির্য্যক্পজ্জুহ্যার্থেদেবানাং নাত্মাধিকারঃ” ইতি মায়াংসকোক্তেরিতি
 ভাবঃ ॥৪২—৪৫॥

ত্বয়েতি । সময়েন ত্বয়া কৃতেন কেনচিন্নিয়মেন ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বুদ্ধিবৈকল্যম্, ত্বয়াসম্ভাবিতঃ ত্বয়াবশঃ অস্মদীয়শ্রমাজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৩॥ যাজ্ঞনং প্রতি
 যাজ্ঞনমুদ্ভিষ্ট ত্বয়া চ স্তমহং তপন্তপ্তম্, এতদ্যাজ্ঞনমস্ম্যকং বিষয়েন বৰ্ত্ততে ইতি সৰ্ব্বদ্ব্যং, বয়ং

রাজা ! আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপ মাজলিক বর গ্রহণ করুন’ ।
 রাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—‘সর্ব-
 লোকপূজিত । আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে হে দেবদেব !
 আপনি নিজেই আমার যাজ্ঞন করুন’ । রাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব
 সন্তুষ্ট হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, এই কথা বলিলেন—‘মহারাজ ! আমাদের
 যাজ্ঞন করিবার অধিকার নাই’ ॥৪২—৪৫॥

রাজা ! আপনি বরপ্রার্থী হইয়া গুরুতর তপস্তা করিয়াছেন ; সুতরাং
 আপনি একটা নিয়ম স্বীকার করিলে, আমি আপনার যাজ্ঞন করিব ॥৪৬॥

আপনি বার বৎসরপর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি সৰ্ব্বদাই

কামং প্রার্থয়সে যং ত্বং মন্তঃ প্রাপ্যসি তং নৃপ ! ।
 এবমুক্তস্ত রুদ্রেণ শ্বেতকির্মুজাধিপঃ ॥৪৮॥
 তথা চকার তং সর্বং যথোক্তং শূলপাণিনি ।
 পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে পুনরায়াম্বেহেশ্বরম্ ॥৪৯॥ (বিশেষকম)
 দৃষ্টৌব চ স রাজানং শঙ্করো লোকভাবনঃ ।
 উবাচ পরমগ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসত্তমম্ ॥৫০॥
 তোষিতোহহং নৃপশ্রেষ্ঠ ! অয়েহ শ্বেতকর্ষণা ।
 যাজনং ব্রাহ্মণানাস্তু বিধিদৃষ্টং পরস্তপ ! ॥৫১॥
 অতোহহং ত্বাং স্বয়ং নাচ যাজয়ামি পরস্তপ ! ।
 মমাংশস্ত ক্ষিতিতলে মহাভাগো দ্বিজোত্তমঃ ॥৫২॥
 দুর্বাসা ইতি বিখ্যাতঃ স হি ত্বাং যাজয়িষ্যতি ।
 মমিয়োগান্মহাতেজাঃ সন্তারাঃ সন্ত্রিয়স্ত তে ॥৫৩॥ (যুগ্মকম)

ভারতকৌমুদী

অথ কোহসৌ সময় ইত্যাহ সমা ইতি । সমা বৎসরান্ । সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ । তদা,
 কাম্যত ইতি কামঃ অভীষ্টঃ পদার্থন্তম্ । মন্তো মম সকাশাৎ । আয়াদাগতবান্ ॥৪৭—৪৯॥
 দৃষ্টৌতি । লোকান্ ভাবয়তীতি লোকভাবনো জগৎসৃষ্টিকর্তা ॥৫০॥

তোষিত ইতি । শ্বেতকর্ষণা নির্মলকার্ষোণ তপসা । বিধিদৃষ্টং বেদাবগতম্ । তথা
 চ “যজ্ঞনং যাজনং ঐবোধ্যনাধ্যাপনে তথা । দানং প্রতিগ্রহক্ষেতি যট্ ক্রমাণ্যগ্রজ্ঞানঃ ॥”
 ইতি মহাবচনদর্শনেন তনুলীভূতবেদানুমানাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥

অত ইতি । মহাভাগন্তপঃপ্রভাবান্নহাভাগ্যধরঃ । সন্তারা যজ্ঞোপকরণানি, সন্ত্রিয়স্ত
 সন্ত্রিয়স্তাম্ আযোজ্যস্তামিত্যর্থঃ, তে ত্বয়া । পরশ্চৈষদমার্থম্ ॥৫২—৫৩॥

যুতধারা দ্বারা অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করেন, তবে আপনি যাহা প্রার্থনা
 করিবেন, তাহাই আমার নিকট পাইবেন’ । মহাদেব এই কথা বলিলে,
 শ্বেতকি রাজা তাঁহার কথা অনুসারে সে সমস্তই করিলেন এবং বার বৎসর
 পূর্ণ হইলে পুনরায় মহাদেবের নিকট গেলেন ॥৪৭—৪৯॥

জগতের সৃষ্টিকর্তা মহাদেব শ্বেতকি রাজাকে দেখিয়াই পরম সন্তুষ্ট হইয়া
 তাঁহাকে বলিলেন—॥৫০॥

‘মহারাজ ! আপনি তপস্যা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু
 বেদে দেখা যায় যে, যাজন কার্য্যটা ব্রাহ্মণদেরই ॥৫১॥

অতএব আমি নিজে আপনার যাজন করিব না ; কিন্তু ভূমণ্ডলে আমারই
 অংশসম্বৃত অত্যন্ত ভাগ্যবান ‘দুর্বাসা’ নামে বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন ;

[৪৮] কামং প্রার্থয়সে যং মন্তঃ প্রাপ্যসি তন্ন প ! । (৫১) ‘অয়েহাচ্ছেন কর্ণণা ।...

এতচ্ছৃণ্বা তু বচনং রুদ্রেন সমুদাহৃতম্ ।
 স্বপুং পুনরাগম্য সন্তারান্ পুনরার্জয়ৎ ॥৫৪॥
 ততঃ সন্তৃতসন্তারো ভূয়ো রুদ্রমুপাগমৎ ।
 সন্তৃত্য মম সন্তারাঃ সর্বোপকরণানি চ ॥৫৫॥
 ত্বংপ্রসাদাম্মহাদেব ! শ্বো মে দীক্ষা ভবেদिति ।
 এতচ্ছৃণ্বা তু বচনং তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫৬॥
 দুর্বাসস্য সমাহুয় রুদ্রো বচনমব্রবীৎ ।
 এষ রাজা মহাভাগঃ শ্বেতকিনৃপসন্তমঃ ॥৫৭॥
 এনং যাজ্ঞয় বিপ্রেন্দ্র ! মমিযোগেন ভূমিপম্ ।
 বাঢ়মিত্যেব বচনং রুদ্রং ত্বংধিরুবাচ হ ॥৫৮॥ (বিশেষকম্)
 ততঃ সত্রং সমভবন্তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।
 যথাবিধি যথাকালং যথোক্তং বহুদক্ষিণম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদिति । সন্তারান্ যজ্ঞোপকরণানি, আর্জয়ৎ সংগৃহীতবান্ শ্বেতকিরিতি শেষঃ ॥৫৪॥
 তত ইতি । সন্তৃত্যঃ সংগৃহীতঃ সন্তারা উপকরণানি যেন সঃ । মম ময়া ॥৫৫॥
 ত্বদिति । শ্বঃ পরদিনে । দুর্বাসস্য মুনিম্ । বাঢ়ং যাজ্ঞম্যোবেত্যর্থঃ ॥৫৬—৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তু ন যাজ্ঞনে অধিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥৫৫—৫৬॥ সততং তু আজ্ঞাধারাভিঃ অজ্জিগম্য আজ্য-
 ধারয়া, বহুসমবয়বাভিপ্রায়ম্ ॥৫৭—৫৮॥ অস্তেন অনাদিবেদবোধিতেন, বিধিদৃষ্টং “ব্রাহ্মণানা-
 সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণই আমার আদেশে আপনায় যাজ্ঞন করিবেন । সুতরাং
 আপনি যাইয়া তাহার উপকরণ সংগ্রহ করুন’ ॥৫২—৫৩॥

শ্বেতকি রাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পুনরায় আপন রাজধানীতে
 আসিয়া যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিলেন ॥৫৪॥

সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার পর আবার মহাদেবের নিকট যাইয়া
 বলিলেন—‘আমি সমস্ত দ্রব্য এবং উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি ॥৫৫॥

মহাদেব । আপনার অমুগ্রহে আগামী কল্য আমার দীক্ষা হইবে’ ।
 মহাত্মা শ্বেতকি রাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব দুর্বাসা মুনিকে ডাকিয়া
 বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ইনি মহাত্মা শ্বেতকি রাজা ; আমার আদেশ
 অমুসারে তুমি ইহার যাজ্ঞন কর’ । তখন দুর্বাসা বলিলেন—‘অবশ্যই
 করিব’ ॥৫৬—৫৮॥

(৫৫)...নূপো রুদ্রমুপাগমৎ... (৫৯)...সত্রঞ্চ বহুদক্ষিণম্ ।

তস্মিন্ পরিসমাণে তু রাজঃ সত্রে মহান্ননঃ ।
 দুর্বাসদাভ্যমুজ্জাতাঃ প্রযযুঃ সর্বযাজকাঃ ॥৬০॥
 যে তত্র দীক্ষিতাঃ সত্রে সদশ্শাশ্চ মহোজসঃ ।
 সোহপি রাজা মহাভাগঃ স্বপূরং প্রাবিশত্তদা ॥৬১॥
 পূজ্যমানো মহাভাগৈত্র্যাক্ষগৈর্বেদপারগৈঃ ।
 বন্দিভিঃ স্তুয়মানশ্চ নাগরৈশ্চাভিনন্দিতঃ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)
 এবংবৃত্তঃ স রাজর্ষিঃ শ্বেতকিন্ পসন্তমঃ ।
 কালেন মহতা চাপি যযৌ স্বর্গমভিকটুতঃ ॥৬৩॥
 ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সদশ্শাশ্চ সমন্বিতঃ ।
 তস্য সত্রে পপৌ বহ্নির্হবির্দ্বাদশ বৎসরান্ ॥৬৪॥ (যুগ্মকম্)
 সততঞ্চাজ্যধারাভিরেকাত্যো তত্র কস্মণি ।
 হবিষা চ ততো বহ্নিঃ পরাং তৃপ্তিমগচ্ছত ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সত্ৰং যজ্ঞঃ । উক্তম্ ঋত্বিকৃদসমুদয়াদিভিরভিতমনতিক্রমোতি যথোক্তম্ ॥৬০॥
 তস্মিন্মিতি । প্রযযুঃ স্বস্থানমিতি শেবঃ ॥৬০॥
 য ইতি । দীক্ষিতাঃ প্রবৃত্তাঃ, তেহপি প্রযযুরিত্যমুভূতিঃ । বন্দিভির্বৈতালিকৈঃ ॥৬১—৬২॥
 এবমিতি । এবমিথং বৃত্তং চরিত্রং যস্ত সঃ । তস্য শ্বেতকে, সত্রে যজ্ঞে ১৬৩—৬৪॥

তাহার পর, যথাবিধানে, যথাসময়ে, ব্রতীদিগের উপদেশক্রমে এবং
 প্রচুরদক্ষিণায়ুক্ত অবস্থায় সেই মহাত্মা শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ হইয়া গেল ॥৬৩॥
 মহাত্মা শ্বেতকি রাজার সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে, দুর্বাসার অনুমতি-
 ক্রমে সমস্ত যাজকেরা স্বস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৬০॥

যাহারা সেই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সদস্যেরাও চলিয়া গেলেন এবং
 সেই মহাত্মা শ্বেতকি রাজাও আপন রাজধানীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ।
 তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার গৌরব করিতে লাগিলেন, বৈতালিকেরা স্তব
 করিতে লাগিল এবং পুরবাসীরা প্রশংসা করিতে থাকিল ॥৬১—৬২॥

এইরূপ-চরিত্র-সম্পন্ন সেই শ্বেতকি রাজা সকলের প্রশংসাজনন হইয়া
 দীর্ঘকালের পর সমস্ত পুরোহিত ও সমস্ত সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গ-
 ধামে চলিয়া গেলেন । ওদিকে সেই শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অগ্নিদেব বার
 বৎসরপর্য্যন্ত হৃত পান করিয়াছিলেন ॥৬৩—৬৪॥

[৬০]...বিপ্রতনুঃ স যাজকাঃ । [৬১] যে তত্র দীক্ষিতাঃ সর্বৈঃ...সোহপি রাজন !
 মহাভাগঃ... । [৬২] ইমং লোকমারভ্য পঞ্চ লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি ।

ন চৈচ্ছৎ পুনরাদাতুং হবিরন্যস্ত কশ্চচিৎ ।
 পাণ্ডুবর্ণো বিবৰ্ণশ্চ ন যথাবৎ প্রকাশতে ॥৬৬॥
 ততো ভগবতো বহুবিকারঃ সমজায়ত ।
 তেজসা বিপ্রহীণশ্চ গ্লানিশ্চেনং সমাবিশৎ ॥৬৭॥
 স লক্ষয়িত্বা চাত্মানং তেজোহীনং হতাশনঃ ।
 জগাম সদনং পুণ্যং ব্রহ্মাণো লোকপূজিতম্ ॥৬৮॥
 তত্র ব্রহ্মাণমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ।
 ভগবন্ ! পরমা শ্রীতিঃ কৃতা শ্বেতকিনা মম ॥৬৯॥
 অরুচিশ্চাভবন্তীত্রা তাং ন শক্যোম্যপোহিতুম্ ।
 তেজসা বিপ্রহীণোহস্মি বলেন চ জগৎপতে ! ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

সততমিতি । ঐকাত্ম্যে একীভাবে সংশ্রবেন সংযোগে সতীত্যর্থঃ ॥৬৫॥
 নেতি । আদাতুং গ্রহীতুম্ । অন্তস্ত যজ্ঞমানস্ত । পাণ্ডুবর্ণঃ, অতএব বিবৰ্ণঃ ॥৬৬॥
 তত ইতি । বিকারো জঠরায়মান্যম্ । গ্লানিবিস্ময়ম্ ॥৬৭॥
 স ইতি । লক্ষয়িত্বা দৃষ্টা, আত্মানং স্বদেহম্ । সদনং ভবনম্ ॥৬৮॥
 তত্র ইতি । আসীনমুপবিষ্টম্ । শ্বেতকিনা তদাখ্যেয় রাজা ॥৬৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মিদং হবিঃ" ইতি চতুর্ধাকরণমন্ত্রলিঙ্গাহ্মমিতবিধিদৃষ্টম্ ॥৫১॥ অত ইতি । স্বয়ং যজ্ঞভোক্তা
 ভূত্বা ঋত্বিজানভঙ্গভয়াৎ স্বয়ং ন যজ্ঞয়ামীত্যর্থঃ ॥৫২—৬০॥ দীক্ষিতাঃ কশ্চন নিষ্কাতাঃ

সেই যজ্ঞে অনবরত ঘৃতের ধারা পড়িতে থাকায় অগ্নিদেব অত্যন্ত তৃপ্তি
 লাভ করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

তাহাতে তিনি অস্থ্য কোন ব্যক্তিরই ঘৃত পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা
 করিতেন না এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যথাযথভাবে প্রকাশ পাইতেন না ॥৬৬॥

তৎপরে ক্রমশঃ অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্যরোগই জন্মিল; তাহাতে তিনি
 তেজোহীন হইয়া পড়িলেন এবং সেই রোগের যাতনাও আসিয়া উপস্থিত
 হইল ॥৬৭॥

তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন লক্ষ্য করিয়া, জগৎপূজিত ও পবিত্র
 ব্রহ্মভবনে গমন করিলেন ॥৬৮॥

সেখানে বাইয়া ব্রহ্মাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট এই কথা বলিলেন
 'ভগবন্ ! শ্বেতকি রাজা আমার অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মাইয়া দিয়াছেন ॥৬৯॥

[৬৯]...শ্রীতিঃ কৃতা মে শ্বেতকেতুনা ।

ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদেন চাত্মনঃ প্রকৃতিং স্থিরাম্ ।

এতচ্শ্রদ্ধা তু বচনং ভগবান্ সৰ্বলোককৃৎ ॥৭১॥

হব্যবাহমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ।

ত্বয়া দ্বাদশ বর্ষাণি বসোধারাহুতং হবিঃ ॥৭২॥

উপযুক্তং মহাভাগ ! তেন ত্বাং গ্লানিরাবিশৎ ।

তেজসা বিপ্রহীণত্বাৎ সহসা হব্যবাহন ! ॥৭৩॥

মা গমন্তুং ব্যাথাং বহুে ! প্রকৃতিহো ভবিষ্যসি ।

অরুচিং নাশয়িষ্যামি সময়ং প্রতিপদ্য তে ॥৭৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

অরুচিরিতি । অরুচির্ভোজনানিচ্ছারোগঃ । অপোহিতুং দূরীকর্তৃম্ ॥৭০॥

ইচ্ছেয়মিতি । প্রকৃতিং স্বাস্থ্যম্ । সৰ্বলোককৃৎ ব্রহ্মা । হব্যবাহমিদেবম্ । বসো-
র্হোমীয়পাত্রবিশেষাৎ ধারয়া হুতং ত্যক্তং হবিস্বতম্, উপযুক্তং পীতম্ । গ্লানিরগ্নিমাত্মাদি-
রোগঘাতনা । বিপ্রহীণত্বাৎ রহিতত্বাৎ, ব্যাথাং মনোহুঃখম্, মা গমঃ ন প্রাপ্নুহি । যেন হি
সহসা অচিরমেব ত্বং প্রকৃতিহো ভবিষ্যসি । সময়ম্ ঔষধসেবনকালম্, প্রতিপদ্য প্রাপ্য,
অহং তে তব অরুচিং রোগং নাশয়িষ্যামি ॥৭১—৭৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৬১—৭০॥ প্রকৃতিং স্বভাবম্ ॥৭১॥ বসোধারী পাত্রবিশেষঃ, যেন হুয়মানং ঘৃতজব্যং
সম্বতধারারূপেণ রক্ষতি, তেন হুতং হবিরখ্যং ঘৃতমেব, “বসোধারীং জুহোতি” ইতু্যপক্রম্য
“ঘৃতস্ত বা এবমেধা ধারা” ইতি বাক্যশেষাৎ ॥৭২॥ উপযুক্তং ভুক্তম্ ॥৭৩॥ মা গমঃ
গ্লানিমিতি বিপরিণামেন অন্নভজ্যতে, যথেষ্টাশ্ব যথাপূৰ্ণমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥ কিং তৎ ষাণ্ডব-

তাহাতে আমার গুরুতর অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, সে রোগকে আমি দূর
করিতে পারিতেছি না ; তাহাতে আমি তেজ ও বলশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ॥৭০॥

অতএব আমি ইচ্ছা করি যে, আপনার অনুগ্রহে আমার আমার স্থায়ী
স্বাস্থ্য হউক ।’ অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতেই যেন
তাহাকে এই কথা বলিলেন—‘অগ্নি ! তুমি বার বৎসরপর্যন্ত পাত্র হইতে
ধারাক্রমে আহুত ঘৃত পান করিয়াছ ; তাহাতেই তোমার এই গ্লানি উপস্থিত
হইয়াছে । সে যাহা হউক, অগ্নি । তুমি তেজোহীন হইয়াছ বলিয়া হুঃখিত
হইও না, অচিরকাল মধ্যেই তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে ; যথাসময়ে আমিই তোমার
অরুচিরোগ সারিয়া দিব’ ॥৭১—৭৪॥

[৭১]...এতচ্শ্রদ্ধা হব্যবাহুগবান্... । [৭৪]...অরুচিং নাশয়িষ্যে তে সময়ং প্রতি-
পদ্যসে, অরুচিং নাশয়িষ্যেহং সময়ং প্রতিপদ্যতে ।

পুরা দেবনিয়োগেন যত্নয়া ভস্মসাৎ কৃতম্ ।
 আলয়ং দেবশক্রগাং হৃষোরং খাণ্ডবং বনম্ ॥৭৫॥
 তত্র সৰ্ব্বাণি সত্বানি নিবসন্তি বিভাবসো ! ।
 তেষাং হুং মেদসা তৃণ্ডঃ প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)
 গচ্ছ শীঘ্রং প্রদগ্ধুং হুং ততো মোক্ষ্যসি কিল্বিষাৎ ।
 এতচ্শ্রদ্ধা তু বচনং পরমেষ্ঠিমুখাচ্চ্যুতম্ ॥৭৭॥
 উত্তমং বেগমাস্থায় প্রতুদ্রাব হতাশনঃ ।
 আগম্য খাণ্ডবং দাবমুত্তমং বীৰ্য্যমাস্থিতঃ ।
 সহসা প্রাজ্বলচ্চাগ্নিঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসমীরিতঃ ॥৭৮॥ (যুগ্মকম্)
 প্রদীপ্তং খাণ্ডবং দৃষ্ট্বা যে স্ম তত্র নিবাসিনঃ ।
 পরমং যত্নমাতিষ্ঠন্ পাবকস্ত প্রশান্তয়ে ॥৭৯॥
 কঠৈস্ত করিণঃ শীঘ্রং জলমাদায় সত্বরাঃ ।
 সিঞ্চিচুঃ পাবকং ক্রুদ্ধাঃ শতশোহিথ সহস্রশঃ ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । দেবশক্রগাং ময়দানবাদীনাম্, আলয়ং বাসস্থানকৃতম্, যং খাণ্ডবম্ । তত্র
 খাণ্ডববনে । সত্বানি জন্তবঃ । মেদসা শরীরধাতুবিশেষণ ॥৭৫—৭৬॥

গচ্ছেতি । কিল্বিষাৎ পাপাং পাপজনিতাগ্নিমান্দাদিরোগাৎ । পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণো
 মুখাং, চ্যুতং নির্গতম্ । দাবং বনম্ । আস্থিত আশ্রিতঃ । পরশ্লোকঃ ঘটপাদঃ ॥৭৭—৭৮॥
 প্রদীপ্তমিতি । যে জন্তবঃ । আতিষ্ঠন্ অবলম্বন্ত । পাবকস্ত অগ্নেঃ ॥৭৯॥

অগ্নি ! তুমি পূৰ্বে দেবগণের আদেশে দেবশক্রগণের বাসস্থান অতি-
 ভয়ঙ্কর যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলে, সে বনে এখন আবার সকল জন্তু বাস
 করিতেছে ; তুমি তাহাদের মেদ (ধাতুবিশেষ) পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া
 প্রকৃতিস্থ হইবে ॥৭৫ - ৭৬॥

শীঘ্র সেই বন দগ্ধ করিবার জন্ত গমন কর, সেই বন দগ্ধ করিতে পারিলেই
 সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে' । অগ্নিদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া
 মহাবেগ অবলম্বন করিয়া ধাবিত হইলেন এবং খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া,
 তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে জলিয়া উঠিলেন ; বায়ুও তখন তাঁহাকে উত্তেজিত
 করিতে লাগিলেন ॥৭৭—৭৮॥

সেই খাণ্ডববনে যে সকল প্রাণী বাস করিত, তাহারা খাণ্ডববন জলিয়া
 উঠিয়াছে দেখিয়া অগ্নিনির্বাপণের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল ॥৭৯॥

[৭৮] উত্তমং জবমাস্থায়...উত্তমং জবমাস্থিতঃ । [৭৯]...যে স্বাস্ত্রজ নিবাসিনঃ... ।

বহুশীর্ষাস্তথা নাগাঃ শিরোভিজ্জলসস্তুতিম্ ।

মুমূচুঃ পাবকাভ্যাসে সত্বরঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥৮১॥

তথৈবান্মানি সত্বানি নানাগ্রহরণোত্তমৈঃ ।

বিলয়ং পাবকং শীঘ্রমনয়ন্ ভরতবর্ষ ! ॥৮২॥

অনেন তু প্রকারেণ ভূয়ো ভূয়শ্চ প্রজ্বলন্ ।

সপ্তকৃষ্ণঃ প্রশমিতঃ খাণ্ডবে হব্যবাহনঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি খাণ্ডব-
দাহে অগ্নিপরাভবে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

করৈরিতি । করৈঃ শুণ্ডাভিঃ । সত্বর্য ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮০॥

বস্তুতি । শিরোভিমন্তকাবয়বমুখৈঃ । পাবকস্ত্রায়েঃ অভ্যাসে উপরীত্যর্থঃ ॥৮১॥

তথেন্তি । সত্বানি বানরাদয়ে জন্তবঃ, নানাগ্রহরণানাং তরুশাখাদীনাম্ উত্তমৈরুত্তম-
পূর্বকতাড়নৈঃ, বিলয়ং নির্কাণম্, পাবকমগ্নিম্ ॥৮২॥

অনেনেন্তি । সপ্তকৃষ্ণঃ সপ্তবারানেনব, প্রশমিতস্তত্রৈতর্জন্তুভিরেব ॥৮৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসদিক্শাস্ত্রব্যাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পুরাবৃত্তং আরয়তি পুরেতি ॥৭৫—৭৬॥ কিম্বিধাং শ্লানিরূপাং ॥৭৭—৮১॥
নানাগ্রহরণোত্তমৈঃ নানাবিধৈঃ গ্রহরণৈঃ পাংস্বগ্রন্থপবৃক্ষশাখাতাড়নাদিভিঃ, উত্তমৈঃ জল-
সেকাদিভিঃ ॥৮২—৮৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

শত শত ও সহস্র সহস্র হস্তী ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া শুঁড়ে করিয়া সত্বর জল
আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিতে লাগিল ॥৮০॥

বহুমন্তক নাগসমূহ ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া মুখে করিয়া জল আনিয়া আগুনের
উপরে ঢালিতে থাকিল ॥৮১॥

এবং অশ্রান্ত প্রাণীরাও নানাবিধ উপায়ে সত্বরই সে অগ্নিকে নির্কাপিত
করিল ॥৮২॥

এই ভাবে অগ্নি বার বার খাণ্ডববনে জলিয়া উঠিলেন এবং তত্রত্য প্রাণীরাও
এই ভাবে সাত বারই তাঁহাকে নির্কাপিত করিল ॥৮৩॥

* ‘...একবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রয়োবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...উন-
পঞ্চাশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তু নৈরাশ্রমাপন্নঃ সদা গ্লানিসমম্বিতঃ ।

পিতামহমুপাগচ্ছৎ সংক্লোহো হব্যবাহনঃ ॥১॥

তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তং ব্রহ্মণে স শ্রবেদয়ৎ ।

উবাচ চৈনং ভগবান্ মুহূর্ত্তং স বিচিন্ত্য তু ॥২॥

উপায়ঃ পরিদৃষ্টৌ মে যথা ত্বং ধক্ষ্যসেহনঘ ! ।

কালঞ্চ কক্ষিৎ ক্ষমতাং ততস্ত্বং ধক্ষ্যসেহনল ! ॥৩॥

ভবিষ্যতঃ সহায়ৌ তে নরনারায়ণৌ তদা ।

তাভ্যাং ত্বং সহিতৌ দাবং ধক্ষ্যসে হব্যবাহন ! ॥৪॥

এবমস্তিতি তং বহ্নির্ব্রহ্মাণং প্রত্যভাষত ।

সম্ভূতৌ তৌ বিদিত্বা তু নরনারায়ণাবুধী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নৈরাশ্রমাপন্নঃ, তত্রতৈর্জন্তুভিরেব পুনঃ পুনর্বাধাদানাদিতি ভাবঃ ॥১॥

তদ্বিতি । যথাবৃত্তং যথাঘটিতম্ । স হব্যবাহনঃ । স ব্রহ্মা ॥২॥

উপায় ইতি । মে ময়া । ধক্ষ্যসে খাণ্ডবদাহং করিষ্যসি । ক্ষমতাং সহতাম্ ॥৩॥

ভবিষ্যত ইতি । নরনারায়ণৌ রূপান্তরগতাবিতি ভাবঃ । দাবং খাণ্ডববনম্ ॥৪॥

এবমিতি । সম্ভূতৌ কৃষ্ণার্জুনরূপেণ জাতৌ ইতি বিদিত্বা বহ্নিঃ প্রত্যভাষত ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অগ্নিদেব (পূর্ব্বোক্ত কারণে) খাণ্ডবদাহে নিরাশ্র হইয়া পড়িলেন, অথচ সর্ব্বদাই রোগের যাতনা ভোগ করিতেন; তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গেলেন ॥১॥

ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তিনি যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্তই ব্রহ্মাকে জানাইলেন । তখন ব্রহ্মা একটু কাল চিন্তা করিয়া অগ্নিকে কহিলেন—৥২॥

‘অগ্নি । যে ভাবে তুমি খাণ্ডবদাহ করিতে পারিবে, আমি তাহার উপায় দেখিয়াছি । তুমি কিছু কাল অপেক্ষা কর, তাহার পরেই খাণ্ডব দহ করিতে পারিবে ॥৩॥

নর-নারায়ণ ঋষি তোমার সহায় হইবেন ; তুমি তখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববন দহ করিতে পারিবে’ ॥৪॥

সেই নর-নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া অগ্নিদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘এই রূপই ইউক’ ॥৫॥

কালস্ত মহতো রাজন্ ! তস্ত বাক্যং শ্রয়ন্তু বঃ ।
 অনুস্মৃত্য জগামাথ পুনরেব পিতামহম্ ॥৬॥
 অত্রবীচ্চ তদা ব্রহ্মা যথা ত্বং ধক্ষ্যসেহনল ! ।
 খাণ্ডবং দাবমগ্নেব মিশতোহস্ত শচীপতেঃ ॥৭॥
 নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পূৰ্বদেবৌ বিভাবসৌ ! ।
 সম্প্রাপ্তৌ মানুষ্যং লোকং কার্যার্থং হি দিবৌকসাম্ ॥৮॥
 অৰ্জুনং বাহুদেবঞ্চ যৌ তৌ লোকৌহভিমম্মতে ।
 তাবেতৌ হি স্থিতৌ তত্র খাণ্ডবস্ত সমীপতেঃ ॥৯॥
 তৌ ত্বং যাচস্ব সাহায্যে দাহার্থং খাণ্ডবস্ত চ ।
 ততো ধক্ষ্যসি তং দাবং রক্ষিতং ত্রিদশৈরপি ॥১০॥
 তৌ তু সদ্ধানি সৰ্ব্বাণি যত্নতো বারয়িষ্যতঃ ।
 দেবরাজঞ্চ সহিতৌ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কালস্তেতি । মহতঃ কালস্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ । শ্রয়ন্তুবো ব্রহ্মণঃ ॥৬॥
 অত্রবীদিতি । মিশতঃ পশুতঃ, পশুস্তং শচীপতিমিক্রমনাদৃত্যোত্যাৰ্থঃ ॥৭॥
 নরেতি । পূৰ্বদেবৌ পূৰ্বঃ দেবগণমধ্যে গণ্যৌ আস্তাম্ । দিবৌকসং দেবানাম্ ॥৮॥
 অৰ্জুনমিতি । অৰ্জুনং বাহুদেবঞ্চ নাম্না । তাবেতৌ অৰ্জুনবাহুদেবৌ ॥৯॥
 তাবিতি । তং দাবং খাণ্ডবং বনম্ । ত্রিদশৈর্দেবৈ রক্ষিতমপি ॥১০॥

মহারাজ । তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, অগ্নিদেব ব্রহ্মার সেই
 কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গেলেন ॥৬॥

তখন ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন—‘অগ্নি ! তুমি অত্নই প্রত্যক্ষদর্শী ইন্দ্রকে
 অগ্রাহ্য করিয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে ॥৭॥

অগ্নি ! সেই যে নর-নারায়ণ ঋষি পূৰ্বে দেবগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন,
 তাঁহারাই এখন দেবগণের কার্য সাধন করিবার জন্ত মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন ॥৮॥

মনুষ্যলোক যাহাদিগকে অৰ্জুন ও কৃষ্ণ বলিয়া মনে করে, তাঁহারাই সেই
 নর-নারায়ণ ঋষি ; তাঁহারা এখন সেই খাণ্ডববনের নিকটেই রহিয়াছেন ॥৯॥

তুমি যাইয়া খাণ্ডবদাহের সাহায্যের জন্ত তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা কর ;
 তাঁহারা সাহায্য করিলে, দেবতারার রক্ষা করিলেও তুমি খাণ্ডব দাহ করিতে
 পারিবে ॥১০॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু বচনং স্মরিতো হব্যবাহনঃ ।
 কৃষ্ণপার্থীবুপাগম্য যমর্থং ত্বভ্যভাষত ॥১২॥
 তং তে কথিতবানস্মি পূৰ্বমেব নৃপোত্তম ! ।
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং স্মেৰ্বীভংস্মৰ্জাতবেদসম্ ॥১৩॥
 অত্রবীমৃপশাদ্দূল ! তৎকালসদৃশং বচঃ ।
 দিধক্ষুং খাণ্ডবং দাবমকামস্ত শতক্রতোঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম)
 অৰ্জুন উবাচ ।

উত্তমাস্ত্রাণি মে সন্তি দিব্যানি চ বহুনি চ ।
 যৈরহং শক্রুয়াং যোদ্ধুমপি বজ্রধরান্ বহুন্ ॥১৫॥
 ধনুৰ্মে নাস্তি ভগবন্ ! বাহুবীৰ্য্যেণ সন্মিতম্ ।
 কুৰ্ব্বতঃ সমৰে যত্নং বেগং যদ্বিষহেন্মম ॥১৬॥
 শটৈশ্চ মেহর্থো বহুভিরক্ষয়ৈঃ ক্ষিপ্ৰমস্ততঃ ।
 নহি বোচুং রথঃ শতঃ শরান্ মম যথেষ্পিতান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । তৌ সহিতৌ সন্তৌ, সৰ্ব্বাণি সত্ত্বানি জহুন্ দেবরাজঞ্চ বারয়িত্বতঃ ॥১১॥
 এতদ্বিতি । যম্ অর্থং বিষয়ম্ ! বীভংস্মরজুনঃ, অকামস্ত খাণ্ডবদাহমনিচ্ছতঃ,
 শতক্রতোরিদ্রস্ত, তমনাদৃত্যেতি অনাদরে যদ্বী, খাণ্ডবং দাবং বনম্, দিধক্ষুং দধুমিচ্ছম্,
 জাতবেদসমগ্নিম্, তৎকালসদৃশং বচঃ অত্রবীং ॥১২—১৪॥

উত্তমেতি । দিব্যানি অলৌকিকানি । বঃন্ বজ্রধরান্ ইন্দ্রানপি ॥১৫॥

সেই কৃষ্ণ ও অৰ্জুন মিলিত হইয়া যত্নপূৰ্ব্বক সমস্ত জন্তুদিগকে এবং দেব-
 রাজকে বারণ করিবেন ; সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই' ॥১১॥

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অগ্নিদেব সহস্র কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের নিকট যাইয়া
 যাহা বলিয়াছিলেন, রাজা ! তাহা আপনার নিকট আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি ।
 এদিকে খাণ্ডববন দগ্ধ হয় এরূপ ইচ্ছা ইন্দ্ৰের ছিল না, তাই তাঁহাকে অগ্রাহ্য
 করিয়াই অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এই অবস্থায়
 অৰ্জুন অগ্নির সেই কথা শুনিয়া তৎকালোচিত বাক্যই অগ্নিকে বলি-
 লেন ॥১২—১৪॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘অগ্নিদেব ! আমার বহুতর অলৌকিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র
 আছে, যে গুলি দ্বারা আমি বহুতর ইন্দ্ৰের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি ॥১৫॥

কিন্তু আমি যত্নের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে যে ধনু আমার বেগ সহ
 করিতে পারে, এমন বাহুবলোপযোগী ধনু আমার নাই ॥১৬॥

অশ্বাংশ্চ দিব্যানিচ্ছেয়ং পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ ।

রথঞ্চ মেঘনির্ঘোষণং সূর্য্যপ্রতিমতেজসম্ ॥১৮॥

তথা কৃষ্ণস্ত বীর্ঘোণ নান্মুখং বিদ্রুতে সমম্ ।

যেন নাগান্ পিশাচাংশ্চ নিহন্তান্মাধবো রণে ॥১৯॥

উপায়ং কৰ্ম্মসিদ্ধৌ চ ভগবন্ ! বন্তু মর্হসি ।

নিবারয়েয়ং যেনেন্দ্রং বর্ষমাণং মহাবনে ॥২০॥

পৌরুষেণ তু যৎ কার্য্যং তৎ কৰ্ত্তারৌ স্ম পাবক ! ।

করণানি সমর্থানি ভগবন্ ! দাতুমর্হসি ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডব-
দাহে অৰ্জ্জুনাসংবাদে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধহুরিতি । বাহুবীর্ঘোণ সমিতং বাহবলোপযোগি । বিষহেং বিশেষেণ সহেত ॥১৬॥

শরৈরিতি । অর্থঃ প্রয়োজনমস্তি । অন্ততঃ শরানিব ক্ৰিপতঃ । নহি অন্তীতি শেষঃ ॥১৭॥

অশ্বানিতি । পাণ্ডুরান্ শ্বেতান্, বাতরংহসো বায়ুবধেগশালিনঃ । রথক্ষেচ্ছেয়ম্ ॥১৮॥

তথেন্তি । বীর্ঘোণ সমং বলোপযোগি, আয়ুধময়ম্ ॥১৯॥

উপায়মিতি । কৰ্ম্মণঃ খাণ্ডবদাহস্ত সিদ্ধৌ বিষয়ে । বর্ষমাণং জলং বর্ষন্তম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

স স্থিতি ॥১—৬॥ মিবতঃ পশুতঃ ॥৭—১৩॥ শতক্রতোঃ সধ্বজি ॥১৪—২০॥ করণানি
যুদ্ধসাধনানি ধহুরাদীনি ॥২১॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

এবং সত্বর বাণক্ষেপ করিবার সময়ে বহুতর অক্ষয় বাণ থাকা আমার
আবশ্যক । আর, বহুতর অভীষ্ট বাণ বহন করিতে পারে, এমন রথও আমার
নাই ॥১৭॥

তা'র পর, শ্বেতবর্ণ, বায়ুর তুল্য বেগবান্ এবং অলৌকিকশক্তিশালী অশ্বও
আমি চাই এবং সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মেঘের তুল্য গন্তীরনাদী এক খানি
রথও চাই ॥১৮॥

এবং কৃষ্ণেরও বলোপযোগী কোন অস্ত্র নাই, যাহা দ্বারা উনি যুদ্ধে নাগ ও
পিশাচদিগকে বধ করিবেন ॥১৯॥

অতএব অগ্নিদেব ! আপনি কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিতে পারেন কি ? যে
উপায়ে আমি খাণ্ডববনে বর্ষণ করিবার সময়ে ইন্দ্রকে বারণ করিতে পারিব ॥২০॥

(২০) ...ভগবন্ ! কৰ্ত্তুমর্হসি... । * ‘...ছাবিশত্যাধিকঃ...’ ‘...চতুর্বিংশত্যাধিকঃ...’
‘...ষড়্‌বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চাশদধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ ধুমকেতুহ্ তাননঃ ।

চিন্তয়ামাস বরুণং লোকপালং দিদৃক্ষয়া ॥১॥

আদিত্যমুদকে দেবং নিবসন্তং জলেশ্বরম্ ।

স চ তচ্চিস্তিতং জ্ঞাত্বা দর্শয়ামাস পাবকম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

তমব্রবীদ্ধুমকেতুঃ প্রতিগৃহ্য জলেশ্বরম্ ।

চতুর্থং লোকপালানাং দেবদেবং সনাতনম্ ॥৩॥

সোমেন রাজ্ঞা যদন্তং ধনুশ্চৈবেয়ুধী চ তে ।

তৎ প্রযচ্ছোভয়ং শীঘ্রং রথঞ্চ কপিলক্ষণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পৌরুষেণেতি । কার্যং কর্তুং শক্যম্ । কর্তারৌ করিগ্ৰাবঃ । করণানি সাধনানি ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ষাণ্ডবদাহে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

এবমিতি । ধুমঃ কেতুর্লজ্জ ইব যন্ত সঃ । আদিত্যম্ অদিতে: পুত্রম্, উদকে জলে নিবসন্তম্ । স বরুণশ্চ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ । পাবকমগ্নিম্ ॥১—২॥

তমিতি । ধুমকেতুরগ্নিঃ । চতুর্থং স্ব্যতিরেক্ষণ ॥৩॥

সোমেনেতি । ইয়ুধী তুগীরষয়ম্ । কপিলক্ষণং বানরলক্ষণম্ ॥৪॥

পুরুষকার দ্বারা যাহা করা যাইবে, তাহা আমরা করিব । কিন্তু তাহার উপযুক্ত উপকরণ আপনি দিতে পারিবেন কি ? ॥২১॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জুন এইরূপ কহিলে, মহাআত্মাশ্রী ধুমক্ষজ অগ্নিদেব, অদিতির পুত্র জলনিবাসী ও জলের অধিপতি লোকপাল বরুণদেবকে দেখিবার ইচ্ছায় স্মরণ করিলেন । তখন বরুণদেব সেই স্মরণের বিষয় জানিয়া অগ্নিদেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন ॥১—২॥

তখন অগ্নিদেব চতুর্থ লোকপাল, দেবদেব ও সনাতনমুষ্টি বরুণদেবকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বলিলেন—৩॥

‘চন্দ্রদেব আপনাকে যে ধনু, যে দুইটা তুগীর এবং বানরলক্ষণ যে রথ দিয়া-ছিলেন, সে সমস্ত ই শীঘ্র আমাকে দান করুন ॥৪॥

কার্যঞ্চ স্মহং পার্থো গাণ্ডীবেন করিস্মতি ।
 চক্রেণ বাহুদেবশ্চ তস্মাচ্চ প্রদীয়তাম্ ॥৫॥
 দদানীত্যেব বরুণঃ পাবকং প্রত্যভাষত ।
 তদদ্ভুতং মহাবীৰ্য্যং যশঃকীর্ত্তিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥৬॥
 সৰ্ব্বশস্ত্রৈরনাম্ভুয়ং সৰ্ব্বশস্ত্রপ্রমাণি চ ।
 সৰ্ব্বায়ুধমহামাত্রং পরসৈন্যপ্রধৰ্ষণম্ ॥৭॥
 একং শতসহস্রৈশ্চ সন্মিতং রাষ্ট্রবৰ্দ্ধনম্ ।
 চিত্রমুচ্চাবচৈৰ্বর্ণৈঃ শোভিতং ল্লঙ্কমব্রণম্ ॥৮॥
 দেবদানবগন্ধৰ্ব্বৈঃ পূজিতং শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
 প্রাদাচ্চৈব ধনুৰভ্রমক্ষযো চ মহেশ্বরী ॥৯॥ (কলাপকম্)
 রথঞ্চ দিব্যাস্থযুজং কপিপ্রবরকেতনম্ ।
 উপেতং রাজতৈরশ্বৈর্গান্ধৰ্ব্বৈহেমমালিভিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্যমিতি । পার্থোবর্জুনঃ । বাহুদেবশ্চ চক্রেণ স্মহং কার্যং করিষ্যতীত্যদ্বয়ঃ ॥৫॥
 দদানীতি । “শৌৰ্য্যাদিপ্রভব। কীর্ত্তিদানাদিপ্রভবং যশঃ” ইত্যুক্তেৰ্ধশঃকীর্ত্ত্যোৰ্ভেদঃ ।
 অত্র চ ষাণ্ডবদানেন যশঃ, ইন্দ্রবিজয়েন চ কীর্ত্তিরিতি বোধ্যম্ । অনাম্ভুয়মজ্ঞ্যম্ । সৰ্ব্বেষাং
 শস্ত্রাণাং প্রমাণি বিজয়ি । সৰ্ব্বেষাম্ভুয়ৈশ্চ মধ্যে মহতী মাত্রা প্রমাণং যন্ত তৎ । একমপি,
 শতসহস্রৈশ্চ ধনুযাং লক্ষ্যেণ, সন্মিতং তুল্যম্ । উচ্চাবচেনানাবিধৈঃ । ল্লঙ্কং মন্থণম্, অব্রণং
 কীটক্ষতাদিরহিতম্ । সমা বৎসরান্ দীৰ্ঘকালমিত্যর্থঃ । অক্ষযো ক্ষেতুমশক্যে সৰ্বদৈব
 বাণপূর্ণে, মহেশ্বরী মহাত্মনাম্ভুয়ম্ ॥৬—৯॥

অৰ্জুন সেই গাণ্ডীবধনু দ্বারা এবং কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা গুরুতর কার্য
 সাধন করিবেন ; অতএব সেগুলি আমাকে এখনই দিন’ ॥৫॥

তখন বরুণদেব অগ্নিদেবকে কহিলেন—‘অবশ্যই দিব’ । এই বলিয়া বরুণ-
 দেব সেই ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব এবং অক্ষয় দুইটা তুণ সমর্পণ করিলেন । সেই
 গাণ্ডীব অত্যন্তভারসহ ও অদ্ভুত ছিল, যশ ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিত, সমস্ত অস্ত্রের
 অজেয়, অথ চ সমস্ত-অস্ত্র-বিজয়ী ছিল, সমস্ত অস্ত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ
 বৃহৎ ছিল, সে ধনু শত্রুসৈন্যকে জয় করিত এবং এক হইয়াও অস্ত্র লক্ষ ধনুর
 তুল্য ছিল, রাজ্যবৃদ্ধি করিত এবং নানাবর্ণে বিচিত্র ও শোভিত ছিল ; আর
 তাহা ল্লঙ্ক (পালিস) ও ব্রণশূন্য ছিল এবং দেব, দানব ও গন্ধৰ্ব্বেরা দীৰ্ঘকাল
 তাহার পূজা করিয়াছিলেন ॥৬—৯॥

(৯)....অক্ষযো চ মহেশ্বরী ।

পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকশৈর্মনোবায়ুসমৈর্জবে ।

সর্বোপকরণৈষু'ভ্রমজযাং দেবদানবৈঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভানুমন্তং মহাঘোষং সর্বভূতমনোরমম্ ।

সসর্জ যং হৃতপসা ভৌমনো ভুবনপ্রভুঃ ॥১২॥

প্রজাপতিরনির্দেশ্যং যন্ত রূপং রবেরিব ।

যং স্ম সোমঃ সমারুহ দানবানজয়ং প্রভুঃ ॥১৩॥

নবমেঘপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব চ শ্রিয়া ।

আশ্রিতৌ তং রথশ্রেষ্ঠং শক্রায়ুধসমাবুভৌ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

রথমিতি । কপিপ্রবরকেতনং বিশালবানররজম্ । রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ, গান্ধর্বৈর্গন্ধর্ব-
দেশজাতৈঃ । পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকশৈঃ শুভ্রমেঘতুল্যৈঃ । জবে বেগে । রথঞ্চ প্রাদাদিত্যহ-
কর্ণঃ ॥১০—১১॥

ভাষিতি । ভানুমন্তমুজ্জলম্ । সসর্জ নির্ঘমৌ, হৃতপসা অতিকষ্টেন, ভৌমনো বিশ্বকর্মা ।
অনির্দেশ্যম্ অনির্বচনীয়ম্ । আশ্রিতৌ আরুঢৌ । শক্রায়ুধসমৌ বসনগাত্রবর্ণবৈচিত্র্যাদিঙ্গ-
ধহস্তলৌ, উভৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ আদিত্যমদিত্তে পূজম্ ॥২॥ প্রতিগৃহ পূজাদিনা স্বায়ত্তীকৃত্য ৩—৬॥
মহামাত্রম্ অতিপ্রমাণং সমৃদ্ধং প্রধানং বা ৭—৯॥ রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ ১০—১১॥ ভানু-
মন্তং দাপ্তিমন্তম্, ভৌমনো বিশ্বকর্মা ১২—১৩॥ শক্রায়ুধসমৌ দেহবাসচ্ছবিভাং নীল-

বরুণদেব একখানি রথও দিলেন; তাহাতে চারিটী দিব্য অশ্ব যোজিত
ছিল এবং তাহার ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর ছিল । সেই চারিটী
অশ্বই রৌপ্যের আয় উজ্জল, গন্ধর্বদেশে উৎপন্ন, স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, নির্জল
মেঘের আয় শুভ্রবর্ণ এবং বেগে মন ও বায়ুর তুল্য ছিল । সেই রথখানিতে
যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল, আর সে রথ দেবগণ এবং দানবগণেরও
অজ্ঞেয় ছিল ॥১০—১১॥

মহাত্মা বিশ্বকর্মা অতিকষ্টে উজ্জল, গম্ভীরশব্দশালী এবং সমস্ত লোকের
মনোহর করিয়া যে রথখানিকে নির্মাণ করিয়াছিলেন; যে রথখানির রূপ
সূর্য্যের রূপের আয় অনির্বচনীয় ছিল এবং প্রজাপতি চন্দ্র যে রথে আরোহণ
করিয়া দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন; ইন্দ্রধনুর তুল্যবর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জুন
নবমেঘতুল্য সেই উজ্জল রথে আরোহণ করিলেন ॥১২—১৪॥

(১৪) ...আশ্রিতৌ তৌ রথশ্রেষ্ঠম্...

তাপনীয়া সুরুচিরা ধ্বজযষ্টিরনুত্তমা ।
 তস্তাস্ত্র বানরো দিব্যঃ সিংহশাৰ্দূলকেতনঃ ॥১৫॥
 দিধক্ষ্মিব তত্র স্ম সংস্থিতো মুৰ্দ্ধ্যুশোভত ।
 ধ্বজে ভূতানি তত্রাসন্ বিবিধানি মহাস্তি চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
 নাদেন রিপুসৈন্যানাং তেবাং সংজ্ঞা প্রণশ্চতি ।
 স তং নানাপতাকাভিঃ শোভিতং রথসত্তমম্ ॥১৭॥
 প্রদক্ষিণমুপারৃত্য দৈবতেভ্যঃ প্রণম্য চ ।
 সম্রদ্ধঃ কবচী খড়্গী বন্ধগোধানুলিত্রকঃ ॥১৮॥
 আরুরোহ তদা পার্থো বিমানং স্ককুতী যথা ।
 তচ্চ দিব্যং ধনুঃশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নিম্নিতং পুরা ॥১৯॥
 গাণ্ডীবমুপসংগৃহ্য বভূব মুদিতোহৰ্জুনঃ ।
 হতাশনং পুরস্কৃত্য ততস্তদপি বীর্যবান্ ॥২০॥
 জগ্রাহ বলমাস্থায় জ্যয়া চ যুযুজে ধনুঃ ।
 মৌৰ্ব্যাস্ত্র যোজ্যমানায়াং বলিনা পাণ্ডবেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তাপনীয়েতি । তাপনীয়া স্বর্ণনির্মিতা । সিংহশাৰ্দূলয়োরিব কেতনং চিহ্নং যস্ত সঃ ।
 “তপনীয় শাতকুণ্ডম্” ইতি স্বর্ণপর্য্যায়েরঃ । “কেতনং সদনে চিহ্নে কৃত্যে চোপনিষত্ত্বং”
 ইতি হেমচন্দ্রঃ । দিধক্ষ্ম পরবলং দৃষ্টুমিচ্ছন্নিব, তত্র মুৰ্দ্ধি, ধ্বজোপরীত্যর্থঃ, সংস্থিতঃ সম-
 শোভত । ভূতানি প্রাণিনঃ ॥১৫—১৬॥

নাদেনেতি । তেবাং ভূতানাং নাদেন । সঃ অৰ্জুনঃ । উপারৃত্য পরিবৃত্য । সম্রদ্ধঃ
 কৃতযুদ্ধসজ্জঃ । বন্ধে ধ্বজে গোধানুলিত্রে চর্ম্ময়প্রকোষ্ঠাঘাতানুল্লাঘাতবারণে যেন সঃ ।

সেই রথখানিতে স্বর্ণনির্মিত একটা সুন্দর ধ্বজ ছিল ; তাহার উপরে
 সিংহ ও ব্যাঘ্রের আয় ভীষণাকৃতি একটা বানর ছিল এবং সে বানরটা যেন
 শত্রুগণকে দৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছিল ; আর সেই ধ্বজে নানাবিধ বৃহৎ
 বৃহৎ জন্তু বাস করিতেছিল ॥১৫—১৬॥

সেই জন্তুগণের গর্জনে শত্রুসৈন্যের চৈতন্য লোপ পাইত । অৰ্জুন সেই
 পতাকায়ুক্ত রথখানিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অভীষ্ট দেবতাদিগকে নমস্কার
 করিয়া কবচ, খড়্গ, তলবারণ ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্বক সজ্জিত হইয়া, পুণ্যবান্
 লোক যেমন বিমানে আরোহণ করেন, সেইরূপ সেই রথে আরোহণ করিলেন,
 তৎপরে ব্রহ্মার নির্মিত সেই অলৌকিক গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া আনন্দিত
 হইলেন এবং অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া বলপ্রয়োগপূর্বক সেই ধনুতে গুণা-

যেহশৃণু কৃজিতং তত্র তেবাং বৈ ব্যধিতং মনঃ ।

লব্ধ্বা রথং ধনুশ্চৈব তথাহক্ষযো মহেশুধী ॥২২॥

বভূব কল্যাঃ কোন্তেয়ঃ প্রহরকঃ সাহকর্ষণি ।

বজ্রনাভং ততশ্চক্রং দদৌ কৃষায় পাবকঃ ॥২৩॥ (কুলকম্)

আগ্নেয়মস্ত্রং দদিতং স চ কল্যোহভবত্তদা ।

অত্রবীৎ পাবকশ্চৈবমেতেন মধুসূদন ! ॥২৪॥

অমানুষানপি রণে জেষ্যসি ত্বমসংশয়ম্ ।

অনেন তু মনুষ্যাণাং দেবানামপি চাহবে ॥২৫॥

রক্ষঃপিশাচদৈত্যানাং নাগানাঞ্চাধিকস্তথা ।

ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ প্রবরোহপি নিবর্হণে ॥২৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বকৃতী পুণ্যবান্ । উপসংগৃহ ধৃত্বা । তদপি ধহুঃ । জয়া গুণেন । মৌর্য্যাং গুণে ।
কৃজিতং শব্দম্ । সাহকর্ষণি অগ্নেঃ সাহায্যার্থে যুদ্ধে, কল্যাঃ সঙ্কঃ । সাহায্যার্থে সাহসকো
মূনিরুচ ইতি প্রাগেবোক্তম্ । “কল্যো সঙ্কনিরাময়ো” ইত্যমরঃ । বজ্রমিব নাভিমধ্যদেশে
যন্ত তৎ ॥১৭—২৩॥

আগ্নেয়মিতি । স কৃষ্ণশ্চ ভদ্রা আগ্নেয়মস্ত্রমিব দদিতং প্রিয়ম্, তদস্ত্রং চক্রম্, আদায়তি

ভারতভাবদীপঃ

পিশঙ্গবর্ণো ॥১৪॥ তাপনীয়া সৌবর্ণী, সিংহশাঙ্গদূলবৎ ভয়ঙ্করঃ কেতনঃ কাণ্ডো যন্ত সঃ,
“কেতনং লাক্ষনে কাণ্ডে” ইতি বিশ্বঃ ॥১৫—১৬॥ নাদেন যেযাম্ ॥১৭—২০॥ জয়া মৌর্য্যা
৥২১—২২॥ কল্যাঃ সমর্থঃ, সাহকর্ষণি সাহায্যকে, বজ্রং বরত্রা সা নার্ভো যন্ত তৎ স্ত্রবৎ-
শকুনিবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োক্তুর্হস্তমায়াভীত্যর্থঃ । “বজ্রং ত্রপুবরত্রয়োঃ” ইতি মেদিনী ॥২৩॥

রোপণ করিলেন । তিনি গুণারোপণ করিবার সময়ে যে শব্দ হইল, তাহা
শুনিয়া সকলের হৃদয় কম্পিত হইল । অর্জুন সেই রথ, ধনু ও অক্ষয় তুগীর
ছুইটা লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত হইলেন । তখন
অগ্নিদেব কৃষ্ণকে একটা চক্র দান করিলেন ; সেই চক্রটীর মধ্যস্থানটা বজ্রের
স্থায় ছিল ॥১৭—২৩॥

কৃষ্ণও আগ্নেয় অস্ত্রের স্থায় প্রিয় সেই চক্র লাভ করিয়া তখনই যুদ্ধের জন্ত
সজ্জিত হইলেন । সেই সময়ে অগ্নিদেব তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—‘কৃষ্ণ ।
আপনি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবতাপ্রভৃতিকেও জয় করিতে পারিবেন ; এ
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; আর আপনি এই চক্রের প্রভাবে দেবতা, মনুষ্য,

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং রণে চৈতদ্বয়া মাধব ! শত্রুযু ।
 হত্বাহপ্রতিহতং সংখ্যে পাণিমেষ্যতি তে পুনঃ ॥২৭॥
 বরুণশ্চ দদৌ তস্মৈ গদামশনিনিষ্পনাম্ ।
 দৈত্যান্তকরণীং ঘোরাং নাম্না কৌমোদকীং প্রভুঃ ॥২৮॥
 ততঃ পাবকমক্রতাং প্রহৃষ্টাবর্জ্জ্বনাচ্যুতো ।
 কৃতান্ত্রৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ রথিনৌ ধ্বজিনাবপি ॥২৯॥
 কল্যৌ স্তো ভগবন্ ! যোদ্ধু মপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ।
 কিং পুনর্ব্বজ্জিগৈকেন পন্নগার্থে যুযুৎসতা ॥৩০॥

অর্জুন উবাচ ।

চক্রপাণিহৃষীকেশো বিচরন্ যুধি বীর্য্যবান্ ।
 চক্রেণ ভাস্মসাৎ সর্বং বিশৃঙ্খেন তু বীর্য্যবান্ ।
 ত্রিষু লোকেষু তন্মাস্তি যন্ন কুর্য্যাজ্জনর্দনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

শেষঃ, কল্যো যুদ্ধায় সজ্জিতোহভবৎ । আহবে যুদ্ধে । অধিকঃ প্রবলঃ । নিবর্হণে শত্রু-
 বিনাশনে, প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২৪—২৬॥

চক্রস্ত গুণমাহ ক্ষিপ্তমিতি । অপ্রতিহতম্ অক্ষতং সং । সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৭॥
 বরুণ ইতি । তস্মৈ কৃষ্ণায় । অশনিনিষ্পনাম্ বজ্রবদগর্জিনীম্ ॥২৮॥
 তত ইতি । পাবকমগ্নিদেবম্ । কৃতান্ত্রৌ শিক্ষিতান্ত্রৌ, তদানীঞ্চ শস্ত্রসম্পন্নৌ ॥২৯॥
 কল্যাণিতি । কল্যৌ সজ্জিতৌ । বজ্জিগা ইজ্জিগ । পন্নগার্থে তক্ষকরক্ষার্থে ॥৩০॥

রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য ও নাগদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবল হইয়া তাহাদিগকে বধ
 করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই ॥২৪—২৬॥

আর কৃষ্ণ ! আপনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুগণের প্রতি এই চক্র বার বার
 ক্ষেপ করিলেও, ইহা সেই শত্রুকে বধ করিয়া অক্ষত থাকিয়া আবার আপনার
 হাতে আসিবে' ॥২৭॥

তখন বরুণও কৃষ্ণকে 'কৌমোদকী' নামে ভয়ঙ্কর একটা গদা দান করিলেন ;
 সে গদা বজ্রের স্তায় গর্জন করিত এবং দৈত্যগণকে বিনাশ করিত ॥২৮॥

তাহার পর, অস্ত্রবিষ্ঠায় সুশিক্ষিত এবং তৎকালে উপযুক্ত অস্ত্রসম্পন্ন,
 রথারোহী ও ধ্বজশালী কৃষ্ণ ও অর্জুন আনন্ডিত হইয়া অগ্নিদেবকে বলি-
 লেন— ॥২৯॥

'ভগবন্ ! আমরা এখন সমস্ত দেবদানবগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে সমর্থ ।
 অতএব তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধার্থী একমাত্র ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ
 করিবার কথা আর কি বলিব' ॥৩০॥

গাণ্ডীবং ধনুৰাদায় তথাক্ষেপ্য মহেশ্বৰী ।

অহমপুংসহে লোকান্ বিজ্ঞেতুং যুধি পাবক ! ॥৩২॥

সৰ্বতঃ পৰিবার্যৈব দাবমেতং মহাপ্ৰভো ! ।

কামং সম্প্ৰজ্জ্বলাষ্টেব কলৌ স্বঃ সাহকৰ্ম্মণি ॥৩৩॥

যদি খাণ্ডবমেত্ৰ্যতি প্ৰমাদাৎ সগণো বা পৱিৰক্ষিতুং মহেন্দ্ৰঃ ।

শৱতাড়িতগাত্ৰকুণ্ডলানাং কদনং দ্ৰক্ষ্যতি দেববাহিনীনাং ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ দাশার্হেণার্জুনেন চ ।

তৈজসং ৰূপমাশ্ৰায় দাবং দন্ধুং প্ৰচক্ৰমে ॥৩৫॥

ভাৰতকৌমুদী

চক্ৰেতি । বীৰ্য্যবান্ একত্র দৈহিকবলবান্ অস্ত্ৰ মানসিকবলবান্ । বিহৃষ্টেন নিক্ষিপ্তেন ।

যং সৰ্বং ভস্মসান্ কুৰ্যাদিতি সম্বন্ধঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

গাণ্ডীবমিতি । উৎসহে শক্লোমি । লোকান্ ত্ৰীণি ভুবনানি ॥৩২॥

সৰ্বত ইতি । পৰিবার্য্য পৱিবেষ্টা, দাবং বনম্ । কামং পৰ্য্যাপ্তম্ । অষ্টেব ইদানী-
মেব । কলৌ সজ্জিতৌ । সাহকৰ্ম্মণি সাহসকাৰ্য্যে যুদ্ধে ॥৩৩॥

যদীতি । সগণঃ সৈন্তসহিতঃ । কদনং ছৱবস্থাম্ ॥৩৪॥

এবমিতি । সঃ অগ্নিদেবঃ । দাশার্হেণ কৃষ্ণেন । তৈজসং তেজোময়ম্ ॥৩৫॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘দৈহিক ও মানসিক-শক্তিশালী কৃষ্ণ চক্ৰ ধারণপূৰ্ব্বক
যুদ্ধে বিচরণ কৰিতে লাগিলে, ত্ৰিভুবনে তেমন কোন বস্তু নাই, যাহা উনি
চক্ৰ নিক্ষেপ কৰিয়া বিধ্বস্ত কৰিতে পাৰেন না ॥৩১॥

এবং আমিও গাণ্ডীবধনু এবং অক্ষয় তুণীৰ দুইটা লইয়া যুদ্ধে সমস্ত
ত্ৰিভুবনকেই জয় কৰিতে পাৰি ॥৩২॥

অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি এখনই এই খাণ্ডববনটাকে পৱিবেষ্টন
কৰিয়া সকল দিকেই পৰ্য্যাপ্তৰূপে জ্বলিয়া উঠুন ; আমরা আপনাত সাহায্য
কৰিবার জন্ত প্ৰস্তুত হইয়াছি ॥৩৩॥

যদি দেবৰাজ অনবধানতাবশতঃ সৈন্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই খাণ্ডব-
বন রক্ষা কৰিবার জন্ত আগমন করেন, তবে আমার বাণে অঙ্গ ও কুণ্ডল
তাড়িত হইতে থাকিলে, সেই দেবসৈন্তগণের কিৰূপ ছৱবস্থা হয় তাহা
দেখিতে পাইবেন’ ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ও অৰ্জুন এইৰূপ বলিলে, অগ্নিদেব ব্ৰাহ্মণৰূপ

(৩৩)...দাবমেতং মহং প্ৰভো !, দাবমেতং মহাপ্ৰভম্...কলৌ স্বঃ সহকৰ্ম্মণি ।

(৩৪) অয়ং শ্লোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব দৃষ্টতে ।

সর্বতঃ পরিবার্থাথ সপ্তার্চ্ছিন্তনস্তদা ।

দদাহ খাণ্ডবং দাবং যুগাস্তমিব দর্শয়ন্ ॥৩৬॥

প্রতিগৃহ্য সমাবিশ্য তদ্বনং ভরতর্ষভ ! ।

মেঘস্তনিতনির্ঘোষঃ সর্বভূতান্শকম্পয়ৎ ॥৩৭॥

দহতস্তস্মৈ চ বভৌ রূপং দাবস্ত ভারত ! ।

মেরোরিব নগেন্দ্রস্ত কীর্ণশ্চাংশুমতোহংশুভিঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি খাণ্ডব-

দাহে গাণ্ডীবাদিনানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

সর্বত ইতি । পরিবার্থ্য পরিবেষ্ট্য । দাবং বনম্ । যুগাস্তং প্রলয়ম্ ॥৩৬॥

প্রতীতি । প্রতিগৃহ্য ধ্বংসা সংলগ্নীভূয়েত্যর্থঃ । সর্বভূতানি তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ ॥৩৭॥

দহত ইতি । হে ভারত ! দহতঃ অগ্নিনা দহমানস্ত, তস্ত দাবস্ত বনস্ত রূপম্, অংশু-
মতঃ সূর্য্যস্ত অংশুভিঃ, কীর্ণস্ত ব্যাপ্তস্ত নগেন্দ্রস্ত মেরৌ রূপমিব বভৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

অতএব আগ্নেয়মন্ত্রমিবাস্তম্ ॥২৪—২৬॥ তদেবাহ—ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তমিতি ॥২৭—২৯॥ যুষ্মৎ-
সত্য যোদ্ধৃমিচ্ছতা ॥৩০—৩৫॥ সপ্তার্চ্ছিঃ কালীকরালীপ্রভৃতিসপ্তজিহ্বাবান্ ॥৩৬—৩৭॥
দহতো দহমানস্ত ॥৩৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৮॥

পরিভ্যাগপূর্ব্বক তেজোময়রূপ ধারণ করিয়া খাণ্ডববন দহ করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥৩৫॥

তখন তিনি সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, প্রলয়কালের অবস্থাই যেন
দেখাইতে থাকিয়া খাণ্ডববন দহ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ ! অগ্নি সেই খাণ্ডববনে লাগিয়া এবং তাহার ভিতরে প্রবেশ
করিয়া মেঘের স্তায় গর্জন করিতে থাকিয়া, তত্রত্য সমস্ত প্রাণীকে কম্পিত
করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সেই খাণ্ডববন দহ হইতে লাগিলে, সূর্য্যের কিরণে পরিব্যাপ্ত স্মেরু-
পর্ব্বতের আকৃতির স্তায় তাহার আকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৮॥

* ‘...জয়োবিশতাধিকঃ...’ ‘...পঞ্চবিশতাধিকঃ’ ‘...সপ্তবিশতাধিকঃ...’ ‘...এক-
পঞ্চাশদধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

গাণ্ডীবং ধনুৰাদায় তথাক্ষ্যে মহেশ্বৰী ।

অহমপুংসহে লোকান্ বিজ্ঞেতুং যুধি পাবক ! ॥৩২॥

সৰ্বতঃ পৰিবার্যৈব দাবমেতং মহাপ্ৰভো ! ।

কামং সম্প্ৰজ্জ্বলাষ্টেব কলৌ স্বঃ সাহকৰ্ম্মণি ॥৩৩॥

যদি খাণ্ডবমেত্ৰতি প্ৰমাদাৎ সগণো বা পৱিৱক্ষিতুং মহেন্দ্ৰঃ ।

শৱতাড়িতগাত্ৰকুণ্ডলানাং কদনং দ্ৰক্ষ্যতি দেববাহিনীনাং ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ দাশাৰ্হেণাৰ্জুনেন চ ।

তৈজসং ৰূপমাশ্ৰায় দাবং দন্ধুং প্ৰচক্ৰমে ॥৩৫॥

ভাৱতকৌমুদী

চক্ৰেতি । বীৰ্য্যবান্ একত্র দৈহিকবলবান্ অস্ত্ৰ মানসিকবলবান্ । বিহৃষ্টেন নিক্ষিপ্তেন ।

যং সৰ্বং ভস্মসাৎ কুৰ্যাদিতি সম্বন্ধঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

গাণ্ডীবমিতি । উৎসহে শক্লোমি । লোকান্ ত্ৰীণি ভুবনানি ॥৩২॥

সৰ্বত ইতি । পৰিবার্য্য পৱিবেষ্টা, দাবং বনম্ । কামং পৰ্য্যাপ্তম্ । অষ্টেব ইদানী-
মেব । কলৌ সজ্জিতৌ । সাহকৰ্ম্মণি সাহসকাৰ্য্যে যুদ্ধে ॥৩৩॥

যদীতি । সগণঃ সৈন্তসহিতঃ । কদনং ছৱবস্থাম্ ॥৩৪॥

এবমিতি । সঃ অগ্নিদেবঃ । দাশাৰ্হেণ কৃষ্ণেন । তৈজসং তেজোময়ম্ ॥৩৫॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘দৈহিক ও মানসিক-শক্তিশালী কৃষ্ণ চক্ৰ ধাৱণপূৰ্ব্বক
যুদ্ধে বিচৰণ কৰিতে লাগিলে, ত্ৰিভুবনে তেমন কোন বস্তু নাই, যাহা উনি
চক্ৰ নিক্ষেপ কৰিয়া বিধ্বস্ত কৰিতে পাৱেন না ॥৩১॥

এবং আমিও গাণ্ডীবধনু এবং অক্ষয় তুণীৰ দুইটা লইয়া যুদ্ধে সমস্ত
ত্ৰিভুবনকেই জয় কৰিতে পাৰি ॥৩২॥

অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি এখনই এই খাণ্ডববনটাকে পৱিবেষ্টন
কৰিয়া সকল দিকেই পৰ্য্যাপ্তৰূপে জ্বলিয়া উঠুন ; আমৱা আপনাৰ সাহায্য
কৰিবাৰ জন্তু প্ৰস্তুত হইয়াছি ॥৩৩॥

যদি দেবৰাজ অনবধানতাবশতঃ সৈন্তগণেৰ সঙ্গ মিলিত হইয়া এই খাণ্ডব-
বন ৰক্ষা কৰিবাৰ জন্তু আগমন কৰেন, তবে আমাৰ বাণে অঙ্গ ও কুণ্ডল
তাড়িত হইতে থাকিলে, সেই দেবসৈন্তগণেৰ কিৰূপ ছৱবস্থা হয় তাহা
দেখিতে পাইবেন’ ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ও অৰ্জুন এইৰূপ বলিলে, অগ্নিদেব ব্ৰাহ্মণৰূপ

(৩৩)...দাবমেতং মহং প্ৰভো !, দাবমেতং মহাপ্ৰভম্...কলৌ স্বঃ সহকৰ্ম্মণি ।

(৩৪) অয়ং শ্লোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব দৃষ্টতে ।

দৈবকদেশা বহবো নিকৃষ্টাশ্চ তথাহপরে ।
 ক্ষুটিতাক্ষা বিশীর্ণাশ্চ বিপ্লুতাশ্চ তথা পরে ॥৫॥
 সমালিন্ধ্য স্তনানন্তে পিতৃন্ ভ্রাতৃনথাপরে ।
 ত্যক্তুং ন শেকুঃ স্নেহেন তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥
 সন্দর্শদশনাশ্চান্তে সমুৎপেতুরনেকশঃ ।
 ততস্তেহতীব ঘূর্ণন্তঃ পুনরায়ৌ প্রপেদিরে ॥৭॥
 দন্ধপক্ষাক্ষিচরণা বিচেষ্টন্তো মহীতলে ।
 তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে বিনশ্যন্তঃ শরীরিণঃ ॥৮॥
 জলাশয়েষু তপ্তেষু কাথ্যমানেষু বহিনা ।
 গতসন্ধাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কুর্শ্মমৎস্তাঃ সমস্ততঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দধেতি । নিষ্টপ্তা অর্দ্ধদন্ধাঃ । ক্ষুটিতাক্ষা বিদীর্ণনয়নাঃ । বিশীর্ণাঃ ক্ষীণাঃ । বিপ্লুতা
 গলিতাক্ষা আসন্নিত্তি সর্বত্র শেষঃ ॥৫॥

সমিতি । ত্যক্তুং ন শেকুঃ, অতএব তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥

সন্দেষেতি । অতীব ঘূর্ণন্তঃ অগ্নিতাপেনেতি ভাবঃ । প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥৭॥

দধেতি । বিচেষ্টন্তঃ স্পন্দমানাঃ । শরীরিণঃ পক্ষিণ এব ॥৮॥

জলেতি । কাথ্যমানেষু পচ্যমানেষু সংস্থ । গতসন্ধা নিশ্চাণাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অলাতচক্রবৎ ভ্রমিতাবেব ॥৩—৪॥ নিষ্টপ্তা অতিতপ্তাঃ, বিশীর্ণাঃ কর্কটাক্ষবৎ বিদীর্ণাঃ,

অনেকের শরীরের একদেশ দন্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি অর্দ্ধদন্ধ হইল,
 কতকগুলির চোখ ক্ষুটিয়া গেল এবং অনেকগুলি বিশীর্ণ ও গলিতাক্ষ হইয়া
 গেল ॥৫॥

কতকগুলি প্রাণী সন্তানদিগকে, কতকগুলি প্রাণী পিতৃগণকে এবং কতক-
 গুলি প্রাণী ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, কিন্তু স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে
 ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহাতেই তাহারা সেই থানেই মরিয়া গেল ॥৬॥

অস্ত্র অনেক প্রাণী দন্ত দংশন করিয়া উঠিল, আবার অত্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে
 যাইয়া আগুনের ভিতরেই পড়িল ॥৭॥

নানাস্থানেই দেখা যাইতে লাগিল যে, পক্ষীগুলির পক্ষ, চক্ষু ও চরণ দন্ধ
 হইলে তাহারা মাটিতে ছটফট করিতে করিতে মরিয়া যাইতেছে ॥৮॥

আরও দেখা যাইতে লাগিল যে, অগ্নির উত্তাপে জলাশয়গুলি প্রথমে
 উত্তপ্ত হইল, ক্রমে তাহার জল ফুটিতে লাগিল; তখন কচ্ছপ ও মৎস্য সকল
 প্রাণত্যাগ করিতে থাকিল ॥৯॥

শরীরৈরপরৈর্দীপৈর্দেহবস্ত ইবাগ্নয়ঃ ।
 অদৃশ্যন্ত বনে তত্র প্রাণিনঃ প্রাণসংক্ষয়ে ॥১০॥
 কাংশ্চিদ্রূপততঃ পার্থঃ শরৈঃ সংছিন্ন খণ্ডশঃ ।
 পাতয়ামাস বিহগান্ প্রদীপ্তে বহ্নরেতসি ॥১১॥
 তে শরাচিতসর্বাঙ্গা বিনদন্তো মহারবান্ ।
 উর্দ্ধমুৎপত্য বেগেন নিপেতুঃ খাণ্ডবে পুনঃ ॥১২॥
 শরৈরব্যাহতানাঞ্চ সংঘশঃ স্ম বনৌকসাম্ ।
 বিরাবঃ শুশ্রূষে ঘোরঃ সমুদ্রেশ্চৈব মথ্যতঃ ॥১৩॥
 বহুশ্চাপি প্রদীপ্তস্ত খমুৎপেতুম্ হার্কিষঃ ।
 জনয়ামাস্রুদ্বৈগং হুমহাস্তং দিবৌকসাম্ ॥১৪॥
 তেনার্চিষা হুমন্তপ্তা দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ ।
 ততো জগ্মুর্মহাত্মানঃ সর্ব এব দিবৌকসঃ ।
 শতক্রতুং সহস্রাক্ষং দেবেশমস্রাদিনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরীরৈরতি । দীপ্তৈঃ প্রজ্জলিতৈঃ অপরৈঃ শরীরৈরিত্যভেদে তৃতীয়া ॥১০॥
 কাংশ্চিদতি । বিহগান্ পক্ষিণঃ, প্রদীপ্তে প্রজ্জলিতে, বহ্নরেতসি বহ্নৌ ॥১১॥
 ত ইতি । শরৈরাচিতানি ব্যাণ্ডানি সর্বাণ্যঙ্গানি যেষাং তে, তে অপরে পক্ষিণঃ ॥১২॥
 শরৈরতি । অব্যাহতানাঞ্চ অতাড়িতানামপি । মথ্যতো মথ্যমানস্ত ॥১৩॥
 বহুরিতি । প্রদীপ্তস্ত প্রজ্জলিতস্ত, ধমাক্ষশম্ । দিবৌকসাম্ দেবানাম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপ্লুতাঃ ভয়াং বিজ্ঞতাঃ ॥৫—২॥ শরীরৈঃ দীপ্তৈঃ লোহপ্রতিমাবৎ অত্যন্ততপ্তৈঃ ॥১০॥

সেই বনে অগ্নি প্রাণিগণের শরীরে আগুন লাগিয়া জ্বলিতে থাকিলে, সে অগ্নিকেই মূর্তিমান্ বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥১০॥

বহুবলি পক্ষী যেই উড়িতে লাগিল, অমনি অর্জুন বাণ দ্বারা সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নির ভিতরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অর্জুনের বাণে সমস্ত অঙ্গ বিদ্ধ হইলে, অপর পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর রব করিয়া বেগে উপরে উঠিয়া আবার খাণ্ডববনেই পড়িতে থাকিল ॥১২॥

যে সকল প্রাণীর শরীর অর্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়াছিল না, তাহাদেরও মথ্যমান সমুদ্রের গ্রায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥১৩॥

সেই প্রজ্জলিত অগ্নির দিশাল শিখা যাইয়া আকাশে উঠিল এবং দেবগণের গুরুতর উদ্বেগ জন্মাইতে থাকিল ॥১৪॥

দেবা উচুঃ ।

কিং শ্রিমে মানবাঃ সৰ্ব্বৈ দহন্তে চিত্রভানুনা ।

কচ্চিন্ন সংক্ষয়ঃ প্রাপ্তো লোকানামমরেশ্বর ! ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্শ্রেষ্ঠা বৃত্রহা তেভ্যঃ স্বয়মেবাস্ববেক্ষ্য চ ।

খাণ্ডবস্তা বিমোক্ষার্থং প্রযযৌ হরিবাহনঃ ॥১৭॥

মহতা রথবৃন্দেন নানারূপেণ বাসবঃ ।

আকাশং সমবাকীৰ্য্য প্রববর্ষ হ্রেশ্বরঃ ॥১৮॥

ততোহক্ষমাত্রা ব্যস্জন্ ধারাঃ শতসহস্রশঃ ।

চোদিতা দেবরাজেন জলদাঃ খাণ্ডবং প্রতি ॥১৯॥

অসম্প্রাপ্তাস্তু তা ধারাস্তেজসা জাতবেদসঃ ।

খ এব সমশুষ্যন্ত ন কাশ্চিৎ পাবকং গতাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । ঋষিভিঃ সহ পুরো গচ্ছন্তীতি তে । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

কিমিতি । চিত্রভানুনা অগ্নিনা । সংক্ষয়ঃ প্রলয়ঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

তদ্বিতি । বৃত্রহা বৃত্রাসুরবধকর্তা মহাবল ইত্যাদয়ঃ । হরিবাহনঃ ইন্দ্রঃ ॥১৭॥

মহতেতি । বাসব ইন্দ্রঃ । সমবাকীৰ্য্য ব্যাপ্য, প্রববর্ষ মেঘজলানীতি শেষঃ ॥১৮॥

তত ইতি । অক্ষো জপমালা তস্ত মাত্রা ইব মাত্রা প্রমাণং যাসাং তাঃ ॥১৯॥

অসমিতি । জাতবেদসো বহুঃ । খ এব আকাশ এব । পাবকমগ্নিম্ ॥২০॥

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সেই অগ্নির তেজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন ;
তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের নিকট গেলেন ॥১৫॥

দেবগণ বলিলেন—‘দেবরাজ ! অগ্নি কি সমস্ত মনুষ্যকেই দগ্ধ করিতেছেন ?
জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয় নাই ত ?’ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ তাঁহাদের মুখে সেই কথা শুনিয়া এবং
নিজের দেখিয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার জন্ত গমন করিলেন ॥১৭॥

তিনি যাইয়া নানাজাতীয় অসংখ্য রথ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া জল
বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন দেবরাজের আদেশে মেঘসমূহ খাণ্ডববনের উপরে জপমালার জায়
বড় বড় বিন্দুর শত সহস্র জলধারা বর্ষণ করিতে থাকিল ॥১৯॥

কিন্তু অগ্নির তেজে সে জলধারাগুলি উপস্থিত হইতে না হইতেই আকাশেই
তুকাইয়া গেল, অগ্নির ভিতরে পড়িল না ॥২০॥

ততো নমুচিহা ক্লক্কো ভূশমর্চিগ্নতন্তদা ।

পুনরেব মহামেঘৈরন্তাংসি ব্যন্তজ্বহু ॥২১॥

অর্চিধারাবিসম্বন্ধং ধূমবিদ্যুৎসমাকুলম্ ।

বভূব তদ্বনং ঘোরং স্তনয়িত্ব সমাকুলম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি খাণ্ডব-
দাহে ইন্দ্রকোণ্ডে উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — — — —

বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

— — — — —

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্তাথ বর্ষতো বারি পাণ্ডবঃ প্রত্যবারয়ৎ ।

শরবর্ষণে বীভৎসরক্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নমুচিহা ইন্দ্রঃ । অর্চিগ্নতঃ অগ্নেরূপরি । বহু প্রচুরং যথা স্রাত্তথা ॥২১॥

অর্চিরিতি । অর্চিধারাব্যাম্ অগ্নিশিখাজলধারাব্যামভিসম্বন্ধং সংযুক্তম্, ধূমেন বিদ্যতে
চ সমাকুলং ব্যাপ্তম্ । স্তনয়িত্ব ভিমে বৈঃ সমাকুলম্ আবৃতম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি খাণ্ডবদাহে উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— — — — —

তস্তেতি । তস্ত ইন্দ্রস্ত । উত্তমাস্ত্রাণি উত্তমাস্ত্রপ্রয়োগকৌশলানি ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বহুরেতসি বহৌ ॥১১—১২॥ মথাতো মথামানস্ত ॥১৩—১৮॥ অক্কো রথচক্রঘসন্ধানকাষ্ঠং
তৎপ্রমাণাঃ অক্ষমাত্রাঃ ॥১৯—২২॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১০॥

— — — — —

তাহার পর, ইন্দ্র ক্লক্ক হইয়া তখনই সেই অগ্নির উপরে মহামেঘসমূহ
দ্বারা পুনরায় প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তখন অগ্নির শিখায় অথচ জলধারায় এবং ধূমে ও বিদ্যতে ব্যাপ্ত হইয়া
মেঘাচ্ছাদিত সেই খাণ্ডববন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥২২॥

* ‘...চতুর্বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...ষড়্‌বিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...অষ্টাবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...দ্বিগুণাশ-
দধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

খাণ্ডবঞ্চ বনং সৰ্ব্বং পাণ্ডবো বহুভিঃ শরৈঃ ।
 প্রাচ্ছাদয়দমোয়াস্ত্রা নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥২॥
 ন চ স্ম কিকিচ্ছক্ৰোতি ভূতং নিশ্চরিত্ত্বং ততঃ ।
 সংছাণ্ড্যমানে খে বাণৈরশ্রুতা সব্যসাচিনা ॥৩॥
 তক্ষকস্ত ন তত্রাসীন্মাগরাজো মহাবলঃ ।
 দহ্মমানে বনে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রং গতো হি সঃ ॥৪॥
 অশ্বসেনোহভবত্তত্র তক্ষকশ্চ স্ততো বলী ।
 স যত্নমকরোত্তীত্রং মোক্ষার্থং জাতবেদসঃ ॥৫॥
 ন শশাক স নির্গন্ত্বং নিরুদ্ধোহর্জুনপত্রিভিঃ ।
 মোক্ষয়ামাস তং মাতা নিগীৰ্য্য ভুজগাত্মজা ॥৬॥
 তস্ম পূৰ্ব্বং শিরো গ্রন্থং পুচ্ছমশ্রু নিগীৰ্য্য চ ।
 নিগীৰ্য্যমাণা সাক্রামৎ স্ততং নাগী মুমুক্ষয়া ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

নহু শরবর্ষণ কথং বারিবর্ষণং প্রত্যাবারয়দিত্যাহ খাণ্ডবমিতি ॥২॥
 নেতি । ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিত্ত্বং নির্গন্ত্বম্, ততঃ খাণ্ডবাং । খে আকাশে ॥৩॥
 তক্ষক ইতি । তস্মিন্ বনে খাণ্ডবে । স তক্ষকঃ ॥৪॥
 অশ্বসেনি । অভবৎ স্থিত ইতি শেষঃ । জাতবেদসো বহুঃ সকাশাং ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্র জলবর্ষণ করিতে লাগিলে, অর্জুন অস্ত্রপ্রয়োগের উত্তম কৌশল দেখাইতে থাকিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সে জলবর্ষণ বারণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

চন্দ্র যেমন নীহার দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন, অর্জুনও তেমন বহুতর বাণ দ্বারা সমস্ত খাণ্ডববনটা আচ্ছাদিত করিলেন ॥২॥

লঘুহস্ত অর্জুন বাণ দ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিলে, কোন প্রাণীই সে খাণ্ডববন হইতে নির্গত হইতে পারিল না ॥৩॥

এই ভাবে খাণ্ডববন দহ হইতে থাকিলে, মহাবল নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিল না, সে পূৰ্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিল ॥৪॥

কিন্তু তাহার বলবান পুত্র অশ্বসেন সেখানে ছিল ; সে অগ্নি হইতে মুক্ত হইবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিল ॥৫॥

কিন্তু অর্জুনের বাণে নিরুদ্ধ থাকায় সে অশ্বসেন নির্গত হইতে পারে নাই, তবে তাহার মাতা তাহাকে গিলিয়া লইয়া মুক্ত করিয়াছিল ॥৬॥

(৭) পুচ্ছমশ্রু নিগীৰ্য্যতে... ।

তস্তাঃ শরেণ তীক্লেন পৃথুধারেণ পাণ্ডবঃ ।
 শিরশ্চিচ্ছেদ গচ্ছন্ত্যাস্তামপশ্যচ্ছটীপতিঃ ॥৮॥
 তং মুমোচয়িসুৰ্বজী বাতবৰ্ষেণ পাণ্ডবম্ ।
 মোহয়ামাস তৎকালমশ্বসেনস্বমুচ্যত ॥৯॥
 তাক্ষ মায়াং তদা দৃষ্ট্বা ঘোরাং নাগেন বন্ধিতঃ ।
 দ্বিধা ত্রিধা চ খগতান্ প্রাণিনঃ পাণ্ডবোহচ্ছিনৎ ॥১০॥
 শশাপ তঞ্চ সংক্ৰুদ্ধো বীভৎসজিহ্মগামিনম্ ।
 পাবকো বাহুদেবশ্চাপ্যপ্রতিষ্ঠো ভবিষ্যসি ॥১১॥
 ততো জিহুঃ সহস্রাক্ষং খং বিতত্যাশুগৈঃ শরৈঃ ।
 যোধয়ামাস সংক্ৰুদ্ধো বন্ধনাং তামনুস্মরন ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । সঃ অশ্বসেনঃ । অৰ্জুনস্ত গজিহ্মগামিনঃ । মাতা তন্তব ॥৬॥
 তন্তেতি । তস্ত অশ্বসেনস্ত । স্বতং নিগীৰ্ঘ্যমাণা নিগিরজী । অক্রামগিগতা ॥৭॥
 তস্তা ইতি । তস্তান্তককপত্ন্যাঃ । পৃথুধারেণ স্বধারেণ, অতএব তীক্লেন ॥৮॥
 তমিতি । তমশ্বসেনম্ । বজ্রী ইন্দ্রঃ । অমুচ্যত মাতৃকদরারিগত্য ॥৯॥
 তামিতি । নাগেন অশ্বসেনেন । খগতান্ আকাশগতান্ ॥১০॥
 শশাপেতি । জিহ্মগামিনং সৰ্পমশ্বসেনম্ । অপ্রতিষ্ঠ আশ্রয়রহিতঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্তাথেতি ॥১—৬॥ নিগীৰ্ঘ্যতে যাবতা কালেন তাবতৈব নিগীৰ্ঘ্যমাণা অৰ্জুনেন হস্ত-
 মানা সতী আক্রাম্য ক্রান্তবতী খমিতি শেষঃ । মুক্ষমা মোচনেচ্ছয়া ॥৭—১০॥ অপ্রতিষ্ঠো

তক্ষকপত্নী প্রথমে অশ্বসেনের মস্তক গিলিল, ক্রমে তাহার লেজপর্যন্ত
 গিলিয়া একেবারে উদরের ভিতরে নিয়া তাহাকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় নির্গত
 হইল ॥৭॥

তখন অৰ্জুন সুধার সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই তক্ষকপত্নীর মস্তকচ্ছেদন
 করিলেন ; সেই অবস্থায় তাহাকে ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন ॥৮॥

সুতরাং ইন্দ্র অশ্বসেনকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় বায়ুবর্ষণ করিয়া অৰ্জুনকে
 মোহিত করিলেন ; এই অবসরে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া গেল ॥৯॥

তখন ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর মায়া দেখিয়া এবং অশ্বসেন প্রতারণা করিয়া গিয়াছে
 বুঝিয়া অৰ্জুন আকাশস্থ প্রাণিগণকে ছুই তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে
 লাগিলেন ॥১০॥

আর, কৃষ্ণ, অগ্নি ও অৰ্জুন ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অশ্বসেনকে অভি-
 সম্পাত করিলেন যে, 'তুই নিরাশ্রয় হইবি' ॥১১॥

দেবরাজোহপি তং দৃষ্ট্বা সংরক্তং সমরেহর্জুনম্ ।
 স্বমস্ত্রমশ্বজন্তীত্রং ছাদয়িত্বাহথিলং নভঃ ॥১৩॥
 ততো বায়ুম'হাঘোষঃ ক্ষোভয়ন্ সর্বসাগরান্ ।
 বিয়ৎস্থোহজ্জনয়ম্মেঘান্ জলধারাসমাকুলান্ ॥১৪॥
 ততোহশনিমুচো ঘোরাংস্তড়িত্তনিতনিষনান্ ।
 তদ্বিবাতার্থমশ্বজদর্জুনোহপ্যস্ত্রমুত্তমম্ ॥১৫॥
 বায়ব্যমভিমস্ত্রাণ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ।
 তেনেন্দ্রাশনিমেঘানাং বীৰ্য্যোজস্তদ্বিনাশিতম্ ॥১৬॥ (যুদ্ধকম)
 জলধারাস্ত তাঃ শোষণং জগ্মুর্নেশুশ্চ বিদ্যুতঃ ।
 ক্ষণেন চাভবদ্যোম সম্প্রশান্তরজস্তমঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জিহ্বরজ্জুনঃ, সহস্রাক্ষমিশ্রম্, ঋমাকাশম্, বিতত্য ব্যাপ্য ॥১২॥
 দেবেতি । সংরক্তং ক্রুদ্ধম্ । অখিলং সর্বম্, নভ আকাশম্ ॥১৩॥
 তত ইতি । বিয়ৎস্থ আকাশস্থঃ । ইয়মপীন্দ্রশ্রব ক্রিয়া ॥১৪॥
 তত ইতি । অশনিমুচো বজ্রক্ষেপিণঃ । তড়িতাং বিদ্যুতাং স্তনিতং গর্জনমেব নিষনো
 যেমাং তান্ মেঘান্ বিলোক্যোতি শ্বেষঃ, প্রতিপত্তিবিশারদঃ প্রতীকারনিপুণঃ অর্জুনোহপি,
 উত্তমং বায়ব্যমস্ত্রমভিমস্ত্রা তদ্বিবাতার্থমশ্বজং প্রযুক্তবান্ । অথ তেন বায়ব্যাস্থেপ, ইন্দ্রাশনি-
 মেঘানাং তদ্বীৰ্য্যোজঃ, বিনাশিতম্ ॥১৫—১৬॥
 জলেতি । সম্প্রশান্তে নিবৃত্তে রজস্তমসী ধ্বাঙ্ককারো যন্ত তৎ ॥১৭॥

তাহার পর অর্জুন ইন্দ্রের সেই প্রভারণা স্মরণ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া,
 শীত্ৰগামী বাণ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-
 লেন ॥১২॥

ইন্দ্রও যুদ্ধে অর্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া,
 নিজের তীব্র অস্ত্র ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাগর্জনশালী বায়ু সমস্ত সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া, আকাশে
 থাকিয়া, জলধারাবর্ষী মেঘ সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর, ভয়ঙ্কর মেঘ সকল বজ্রপাত, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও গম্ভীর গর্জন
 করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য প্রতীকারনিপুণ অর্জুনও মস্ত্রপাঠ-
 পূর্বক উত্তম বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের বজ্র ও মেঘসমূহের
 প্রভাব ও তেজ নষ্ট হইল ॥১৫—১৬॥

এবং ক্ষণকালের মধ্যে সেই সকল জলধারা তিরোহিত হইল, বিদ্যুৎ
 লুকাইয়া গেল এবং আকাশের ধূলি ও অন্ধকার দূর হইল ॥১৭॥

সুখশীতানিলবহং প্রকৃতিস্বাক্ষরমণ্ডলম্ ।

নিম্প্রতীকারহৃৎ হতভুগ্ বিবিধাকৃতিঃ ॥১৮॥

সিচ্যমানো বসৌঘৈস্তেঃ প্রাণিনাং দেহনিঃসৃতৈঃ ।

প্রজ্জ্বালাথ সৌহর্চিমান্ স্বনাদৈঃ পূরয়ন্ জগৎ ॥১৯॥

কৃষ্ণাভ্যাং রক্ষিতং দৃষ্ট্বা তঞ্চ দাবমহঙ্কতাঃ ।

খমুৎপেতুর্মহারাজ ! সুপর্ণাচ্চাঃ পতন্ত্রিণঃ ॥২০॥

গরুড়া বজ্রসদৃশৈঃ পক্ষতুণ্ডনথৈস্তদা ।

প্রহর্তু কামা নৃপতম্মাকাশাং কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥২১॥

তথৈবোরগসংঘাতাঃ পাণ্ডবস্ত্র সমীপতঃ ।

উৎসৃজন্তো বিষং ঘোরং নিপেতুজ্জলিতাননাঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সুখেনিতি । সুখং সুখজনকং শীতং শীতলঞ্চ অনিলং বায়ুং বহতীতি তৎ, তথা প্রকৃতিস্ব-
মক্ৰমণ্ডলং যত্র তত্তাদৃশঞ্চ ব্যোম অভবদ্বিতি পূর্যাহুকর্ষঃ । তথা বিবিধাকৃতিঃ দীর্ঘব্রহ্মাদিভেদেন
নানাপ্রকারমূর্তিঃ, হতভুগ্ অগ্নিচ্ছ, নিম্প্রতীকারেণ প্রতিবন্ধকাভাবেন হৃষ্টঃ, অভবৎ ॥১৮॥

সিচ্যমান ইতি । বসাস্তরলা ধাতুবিশেষান্তাসামোঘৈঃ সমূহৈঃ । অর্চিয়মানয়িঃ ॥১৯॥

কৃষ্ণাভ্যামিতি । কৃষ্ণাভ্যাং কৃষ্ণাঙ্কুনাভ্যাম্ । দাবং বনম্ । অহঙ্কতা গর্বিণঃ সন্তঃ
কৃষ্ণাঙ্কুনয়োঃ স্বপক্ষত্বাদেবেতি ভাবঃ । সুপর্ণাচ্চা গরুড়বংশীয়াঃ ॥২০॥

গরুড়া ইতি । গরুড়াগুহ্মংশীয়াঃ । প্রহর্তু কামা বিপক্ষান্ । নৃপতন্ আগতবস্ত্রঃ ॥২১॥

তথেনিতি । উরগসংঘাতাঃ সর্পসমূহাঃ । পাণ্ডবস্ত্রাঙ্কনস্ত্র সমীপতঃ সমীপে ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাশ্রয়ঃ অসম্ভতিরী ॥১১—১৭॥ নিম্প্রতীকারং বলবদাশ্রয়াৎ ভাবিয়ানিহীনং হৃষ্টং হর্ষো

আর, সুখস্পর্শ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃতিস্ব হইল এবং
নানাবিধমূর্ত্তিধারী অগ্নিও প্রতিবন্ধক না থাকায় আনন্দিত হইলেন ॥১৮॥

প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত সেই বসাপ্রবাহে সিক্ত হইতে থাকিয়া অগ্নিও
আপন গর্জনে জগৎ পূর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিলেন ॥১৯॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অঙ্কুনে সেই খাণ্ডববন রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া গরুড়-
বংশীয় পক্ষিগণ গর্বিত হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল ॥২০॥

এবং অগ্ন্যস্ত্র গরুড়বংশীয় পক্ষীরী বজ্রতুল্য পক্ষ, চক্ষু ও নখ দ্বারা বিপক্ষ-
গণকে প্রহার করিবার ইচ্ছায় আকাশ হইতে কৃষ্ণ ও অঙ্কুনের নিকট
আসিল ॥২১॥

জ্বলিতমুখ সর্পসমূহ ভয়ঙ্কর বিষ উদিগরণ করিতে করিতে অঙ্কুনের নিকট
যাইয়া পড়িতে লাগিল ॥২২॥

তাংশচকর্ত শরৈঃ পার্থঃ স্বরোষাগ্নিসমম্বিতৈঃ ।

বিবিশ্বশ্চাপি তং দীপ্তং দেহাভাবায় পাবকম্ ॥২৩॥

ততোহস্রাঃ সগন্ধৰ্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।

উৎপেতুন দিমতুলমুৎসজস্তো রণাধিনঃ ॥২৪॥

অয়ঃকনকচক্রাশ্চতুৰ্মুখ্যুচ্চতবাহবঃ ।

কৃষ্ণপার্শ্বো জিহ্বাসম্ভুঃ ক্রোধসংমুচ্ছিতৌজসঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

তেষামতিব্যাহরতাং শস্ত্রবৰ্ষক মুঞ্চতাম্ ।

প্রমমাথোত্তমাক্তানি বীভৎসুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৬॥

কৃষ্ণশ্চ স্তমহাতেজাশ্চক্রেণারিবিনাশনঃ ।

দৈত্যদানবসংঘানাং চকার কদনং মহৎ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । তান্ উরগসংঘাতান্ । দেহস্ত অভাবায় নাশায় ॥২৩॥

তত ইতি । ততঃ, অয়ঃকনকরোগৌহর্ষণরোক্তক্রে অশ্বা পাৰাণঃ তুৰ্ব্বণী অগ্নিবিশেষক উচ্চতা যেষু তে তাদৃশা বাহবো যেষাং তে, ক্রোধেন সংমুচ্ছিতম্ সংবদ্ধিতম্ ওজো বলং যেষাং তে চ, কৃষ্ণপার্শ্বো, জিহ্বাসম্ভো হস্তমিচ্ছন্তঃ সগন্ধৰ্বা অস্রাঃ, যক্ষরাক্ষসপন্নগাশ্চ, রণাধিনঃ, অতএবাতুলং নাদমুৎসজস্তঃ, সম্ভু উৎপেতুঃ ॥২৪—২৫॥

তেষামিতি । অতিব্যাহরতাম্ অতীবকোলাহলং কুৰ্ব্বতাম্ । উত্তমাক্তানি শিরাংসি ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যন্ত সঃ ॥১৮—২৪॥ অয়ঃকণান্ লোহণুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমায়েয়োষধবলেন গর্ত-সম্বৃত্তা লোহণুলিকান্তারকা ইব বিকীৰ্য্যন্তে যেন তৎ যন্তম্ অয়ঃকণং লোহময়ম্, তথা চক্রাশ্চসংজ্ঞং যন্ত ভ্রমিবলেন মহাশ্বেদ্যপি পাৰাণা অতিদূরে কিপান্তে তৎ কাষ্ঠময়ং যন্তম্, তুৰ্ব্বণী চৰ্ম্মরজ্জুময়ং যন্তং পাৰাণক্ষেপণমেব, তৈরুচ্চতাঃ বাহবো যেষাং তে অস্রবাদয়ঃ অয়ঃ-

অৰ্জুনও আপন ক্রোধাগ্নিসমম্বিত বাণ দ্বারা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; তখন তাহারা যাইয়া মরণের জন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥২৩॥

তাহার পর বলবান্ অস্রর, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, লোহার ও সোণার চক্র, পাথর এবং তুৰ্ব্বণী উত্তোলনপূর্বক যুদ্ধার্থী হইয়া, গুরুতর সিংহনাদ করিতে করিতে উপস্থিত হইল ॥২৪—২৫॥

তাহারা আসিয়া অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলে এবং অস্ত্রবৰ্ষণ করিতে থাকিলে, অৰ্জুন স্তম্ভার বাণ দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

অথাপরে শরৈর্বিদ্ধাশ্চক্রবেগেরিতাস্তথা ।
 বেলামিব সমাসাচ্চ ব্যতিষ্ঠন্নমিতৌজসঃ ॥২৮॥
 ততঃ শক্রোহতিসংক্রুদ্ধস্ত্রিদশানাং মহেশ্বরঃ ।
 পাণ্ডুরং গজমাংসায় তাবুভৌ সমুপাদ্রবৎ ॥২৯॥
 বেগেনাশনিমাদায় বজ্রমস্ত্রঞ্চ সোহস্রজং ।
 হতাবেতাবিতি প্রাহ সুরানসুরসূদনঃ ॥৩০॥
 ততঃ সমুত্ততাং দৃষ্ট্বা দেবেশ্চেন মহাশনিম্ ।
 জগৃহঃ সৰ্ব্বশস্ত্রাণি স্থানি স্থানি সুরাস্তথা ॥৩১॥
 কালদণ্ডং যমো রাজন্ । গদাশৈব ধনেশ্বরঃ ।
 পাশাংশ্চ তত্র বরুণো বিচিত্রাঞ্চ তথাহশনিম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণ ইতি । কদনং বিনাশেন ছুরবস্থাম্ ॥২৭॥
 অথেতি । স্রোতোবেগেনেরিতাত্ত্বাদয়ো বেলান্ তীরমিব দূরে ইত্যর্থঃ ॥২৮॥
 তত ইতি । ত্রিদশানাং দেবানাম্ মহেশ্বরো মহারাজঃ । পাণ্ডুরং শ্বেতম্ ॥২৯॥
 বেগেনেতি । বজ্রং হীরকং তৎস্ফুটমস্ত্রকেতাপোনক্কাম্ । অস্রজং স্রষ্টুমুদ্যতঃ ॥৩০॥
 তত ইতি । সমুত্ততাং নিক্ষেপায় সমুত্তোলিতাম্ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ণপটক্রাশ্চতুঃশৃঙ্গতবাহবঃ । ক্রোধসংমুচ্ছিতৌজসঃ ক্রোধেন সংবদ্ধিততেজসঃ ॥২৫॥
 অতিব্যাহরতাং কথমানানাম্ ॥২৬—২৭॥ যথা চক্রবেগেণ জলাবর্তপ্রবাহেণ দৈরিতাত্ত্বাদয়ো
 বেলান্ প্রাপ্য বিষ্টিতঃ স্তব্ধং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি, এবং চক্রবেগেণ অস্ত্রবলজ্বনে দৈরিতা
 অম্বরাষ্টাঃ কৃষ্ণার্জুনৌ প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ । “চক্রঃ কোকে” ইত্যুপক্রম্য “কুস্তকারোপ-
 অত্যস্ত বলবান্ এবং শক্রহস্তা কৃষ্ণও চক্র দ্বারা দৈত্য ও দানবগণের
 গুরুতর ছুরবস্থা করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

জলের বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া তৃণপ্রভৃতি যেমন ভীরে সংলগ্ন হয়,
 তেমন অপর শক্ররা অর্জুনের শরে বিদ্ধ এবং কৃষ্ণের চক্রের বেগে তাড়িত
 হইয়া দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥২৮॥

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিয়া
 কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

তিনি বেগে বজ্র এবং হীরকখচিত অশ্রু অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং নিক্ষেপ
 করিতে উদ্যত হইয়া দেবগণকে বলিলেন—‘ইহারা হত হইল’ ॥৩০॥

তৎপরে দেবরাজকে বজ্র উত্তোলন করিতে দেখিয়া অস্ত্রাশ্রু দেবতারাও
 আপন আপন সমস্ত অস্ত্র ধারণ করিলেন ॥৩১॥

স্কন্দঃ শক্তিঃ সমাদায় তস্মৈ মেরুরিবাচলঃ ।

ওষধীদীপ্যমানাশ্চ জগৃহাতেহশ্বিনাবপি ॥৩৩॥

জগৃহে চ ধনুর্দ্ধাতা মুষলস্ত জয়ন্তথা ।

পৰ্বতঞ্চাপি জগ্রাহ ক্রুদ্ধস্তৃষ্ণা মহাবলঃ ॥৩৪॥

অংশস্ত শক্তিঃ জগ্রাহ মৃত্যুদেবঃ পরশ্বধম্ ।

প্রগৃহ্য পরিষং ঘোরং বিচচার্য্যমা অপি ॥৩৫॥

মিত্রশ্চ ক্ষুরপর্য্যস্তং চক্রমাদায় তস্থিবান্ ।

পুষা ভগশ্চ সংক্রুদ্ধঃ সবিতা চ বিশাংপতে ॥৩৬॥

আত্কাশ্মুর্কনিস্ত্রিংশাঃ কৃষ্ণপার্থো প্রতুঙ্কবুঃ ।

রুদ্রাশ্চ বসবশ্চৈব মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কালোতি । কালায় সংহারায় দণ্ডঃ কালদণ্ডস্তম্ । ধনেশ্বরঃ কুবেরঃ ॥৩২॥

স্কন্দ ইতি । দীপ্যমানা উজ্জ্বলাঃ, ওষধীঃ প্রাণনাশিকা লতাঃ ॥৩৩॥

জগৃহ ইতি । ধাতা জয়ন্তা চ দেববিশেষাঃ ॥৩৪॥

অংশ ইতি । অংশোহপি দেববিশেষাঃ । অর্ধ্যমা সূর্য্যঃ ॥৩৫॥

মিত্র ইতি । ক্ষুরপর্য্যস্তং ক্ষুরবৎ সূধারমিতার্থঃ । তস্থিবান্ স্থিতবান্ ॥৩৬॥

আতোতি । আত্মা গৃহীতাঃ কাশ্মুর্কনিস্ত্রিংশা ধনুঃখড়গা যৈস্তে ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

করণান্নয়োঃ । জলাবর্ধেহপি ইতি মেদিনী ॥২৮—৩১॥ গদাং চৈবেত্যত্র “শিবিকাম্” ইতি পাঠে—শিবিকা গদোতি প্রাকঃ, “শিদ্ধিকাম্” ইতি সাহস্বারপাঠে তু তৎসদৃশমীষজ্ঞ-মায়ুধমিতি তু তত্বম্, তচ্চ দ্রবিড়কৈবর্ভেষু প্রসিদ্ধং দারুময়ম্, লোহময়মপি বলবৎস্থ সম্ভাব্যত এব ॥৩২—৩৩॥ পৰ্বতঞ্চাপীত্যত্র “বিচক্রং পরিজগ্রাহ” ইতি পাঠে—বিচক্রং

যম কালদণ্ড, কুবের গদা এবং বরুণ পাশ ও বিচিত্র বজ্র ধারণ করিলেন ॥৩২॥

কার্ত্তিক শক্তি গ্রহণ করিয়া স্কমেরুপৰ্ব্বতের স্থায় অচল হইয়া রহিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উজ্জ্বল ওষধি লইলেন ॥৩৩॥

ধাতা ধনু লইলেন, জয় মুষল ধরিলেন এবং মহাবল তৃষ্ণা ক্রুদ্ধ হইয়া একটা পৰ্ব্বত গ্রহণ করিলেন ॥৩৪॥

অংশ শক্তি গ্রহণ করিলেন, মৃত্যুদেব পরশু লইলেন এবং সূর্য্যও ভয়ঙ্কর পরিষ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মিত্র, পুষা, ভগ ও সবিতা ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরের স্থায় সূধার চক্র ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

বিশ্বদেবাস্তুথা সাধ্যা দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা ।
 এতে চাত্রে চ বহবো দেবাস্তৌ পুরুষোত্তমৌ ॥৩৮॥
 কৃষ্ণপার্থো জিঘাংসন্তঃ প্রতীযুর্বিবিধায়ুধাঃ ।
 তত্রাঙ্কুতান্দ্দৃশ্যন্ত নিমিত্তানি মহাহবে ॥৩৯॥
 যুগান্তসমরূপাণি ভূতসম্মোহনানি চ ।
 তথা দৃষ্ট্বা স্তসংরক্ণং শক্রং দেবৈর্জয়াচ্যুতো ॥৪০॥
 অতীতো যুধি দুর্ধর্যো তস্থতুঃ সজ্যকাম্যুর্কৌ ।
 আগচ্ছতস্ততো দেবানুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥৪১॥
 ব্যতাড়য়েতাং সংক্রুদ্ধৌ শরৈর্বজ্রোপমৈস্তদা ।
 অসকৃদ্ভগ্নসংকল্পাঃ স্তরাশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪২॥
 ভয়াদ্রণং পরিত্যজ্য শক্রমেবাভিশিপ্রিয়ুঃ ।
 দৃষ্ট্বা নিবারিতান্ দেবান্ মাধবেনার্জুনেন চ ॥৪৩॥
 আশ্চর্য্যমগমংস্তত্র মুনয়ো নভসি স্থিতাঃ ।
 শক্রশ্চাপি তয়োর্বীৰ্য্যমুপলভ্যাসকৃদ্রণে ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেদেবা ইতি । প্রতীযুঃ প্রতিজ্ঞাঃ । নিমিত্তানি দুর্লক্ষণানি উদ্ধাপাতাদীনি । যুগান্ত-
 সমরূপাণি প্রলয়কালীনতুল্যানি, ভূতানাং প্রাণিনাং সম্মোহনানি । স্তসংরক্ণম্ অতীবকৃদ্ভম্ ।
 দেবৈঃ সহ । জয়াচ্যুতো অর্জুনকৃষৌ । উভৌ কৃষ্ণাৰ্জুনৌ । ভগ্নসংকল্পা দুরীকৃতজয়েচ্ছাঃ ।

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিশূলম্ ॥৩৪॥ অর্ধায়া অপীত্যত্র সন্ধিরবিবক্ষিতঃ ॥৩৫—৩৮॥ নিমিত্তানি হৃৎকানি উদ্ধা-

আর মহাবল একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইহারা
 প্রত্যেকেই ধনু ও তরবারি ধারণপূর্বক কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি ধাবিত হই-
 লেন ॥৩৭॥

আপন আপন তেজে উজ্জলমুষ্টি বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যাদেবগণ এবং অস্ত্রাস্ত্র
 বহুতর দেবতা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ
 করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন । তখন সেই মহাযুদ্ধে প্রলয়কালের স্তায়
 প্রাণিগণের মোহজনক আশ্চর্য্য দুর্লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল । এদিকে
 যুদ্ধদুর্ধর্য কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে অত্যন্তক্রুদ্ধদেখিয়াও নির্ভয়-
 চিন্তে ধনু ধারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহার পর দেবতার
 আসিবামাত্র বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়ন করিলেন । এই ভাবে

বভ্রুব পরমগীতো ভূয়শ্চৈতাবোধয়ৎ ।

তোহশ্ববর্ষং স্তমহদ্ ব্যস্রজৎ পাকশাসনঃ ॥৪৫॥ (কুলকম্)

ভূয় এব তদা বীৰ্য্যং জিজ্ঞাসুঃ সব্যাসাচিনঃ ।

তচ্ছরৈরর্জুনো বর্ষং প্রতিজ্ঞেহন্ত্যমর্ষিতঃ ॥৪৬॥

বিফলং ক্রিয়মাণং তৎ সমবেক্ষ্য শতক্রতুঃ ।

ভূয়ঃ সংবর্দ্ধয়ামাস তদ্বর্ষং পাকশাসনঃ ॥৪৭॥

সোহশ্ববর্ষং মহাবেগৈরিমুভিঃ পাকশাসনিঃ ।

বিলয়ং গময়ামাস হর্ষয়ন্ পিতরং তথা ॥৪৮॥

তত উৎপাট্য পাণিভ্যাং মন্দরাচ্ছিধরং মহৎ ।

সদ্রুমং ব্যস্রজচ্ছকৌ জিঘাংসুঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অভিশিপ্রিয়ুরাশ্চিতবন্তঃ । নভসি আকাশে । উপলভ্য দৃষ্ট । অশ্ববর্ষং পাষাণবর্ষণম্ ।
পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৩৮—৪৫॥

ননুশতং বজ্রং পরিহায় কথমিন্দ্রঃ পাষাণবর্ষণমকরোদিত্যাহ ভূয় ইতি । জিজ্ঞাসুর্জাত-
মিচ্ছুরাসীৎ । পুত্রস্তার্জুনস্ত বলপরীক্ষ্যেবজ্রস্ত প্রয়োজনং ন পুনর্ঋৎ ইতি ভাবঃ ॥৪৬॥

বিফলমিতি । সংবর্দ্ধয়ামাস আধিক্যেণ চকার, তদ্বর্ষং পাষাণবর্ষণম্ ॥৪৭॥

স ইতি । পাকশাসনিরিন্দ্রপুত্রোহর্জুনঃ । বিলয়ং নাশম্ ॥৪৮॥

তত ইতি । মন্দরাৎ পর্বতাৎ । জিঘাংসুর্হস্তমিচ্ছুরিব ॥৪৯॥

বার বার তাঁহার। ব্যর্থসঙ্কল্প হইয়া, ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া, ইন্দ্রের
আশ্রয় লইলেন । তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছেন
দেখিয়া আকাশস্থ মূনিগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ইন্দ্রও যুদ্ধে বার বার কৃষ্ণ
ও অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ
করিলেন, পরে তিনি গুরুতর পাষাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৮—৪৫॥

কারণ, তখন ইন্দ্র আবারও অর্জুনের বল জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ।
অত্যন্তক্রুদ্ধ অর্জুনও বাণ দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন ॥৪৬॥

ইন্দ্র সেই পাষাণবৃষ্টি নিষ্ফল হইল দেখিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণে সেই
পাষাণবৃষ্টিই করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

তখন অর্জুন পিতৃদেব ইন্দ্রকে আনন্দিত করতঃ মহাবেগসম্পন্ন বাণসমূহ
দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টিকেও বিনষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

তৎপরে ইন্দ্র অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াই যেন হস্তযুগল দ্বারা
বৃক্ষের সহিত মন্দরপর্বতের বৃহৎ একটা শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ
করিলেন ॥৪৯॥

ততোহৰ্জুনো বেগবন্তিহ্ন লিতাগৈরজিহ্নাগৈঃ ।

শরৈর্বিধ্বংসয়ামাস গিরেঃ শৃঙ্গং সহস্রধা ॥৫০॥

গিরের্বিশীৰ্য্যমাণস্ত তস্ত রূপং তদা বভৌ ।

সার্কচন্দ্রগ্রহস্তেব নভসঃ পরিশীৰ্য্যতঃ ॥৫১॥

তেনাভিপততা দাবং শৈলেন মহতা ভৃশম্ ।

শৃঙ্গেণ নিহতাস্তত্র প্রাণিনঃ খাণ্ডবালয়াঃ ॥৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকামাদিপৰ্বণি খাণ্ডব-

দাহে দেবকৃষ্ণার্জুনযুদ্ধে বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জলিতাগৈরজ্জ্বলাগ্রদেশৈঃ, অজিহ্নাগৈঃ সরলগামিভিঃ ॥৫০॥

গিরেরিতি । তদা বিশীৰ্য্যমাণস্ত অৰ্জুনশরৈঃ খণ্ডখণ্ডীক্ৰিয়মাণস্ত, তস্ত গিরের্বিশীৰ্য্যমাণস্ত রূপম্, পরিশীৰ্য্যতঃ কুতোহপি কারণাং পরিশীৰ্য্যমাণস্ত ভজ্যমানস্তেতাং, অর্কেণ চন্দ্রেণ তদিতরগ্রহৈশ্চ সহতি তস্ত, নভস আকাশস্ত, রূপমিব বভৌ, গিরিশৃঙ্গখণ্ডানাং যণিময়স্বা-
দর্কাদিবহুজ্জ্বলাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥

তেনেতি । দাবং খাণ্ডববনম্, শৈলেন শৈলসম্বন্ধিনা ॥৫২॥

ইতি শ্রীহরিশাসনিকাস্তবাসীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি খাণ্ডবদাহে বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

পাতাদীনী ॥৩৯—৫০॥ গিরেঃ গিরিশৃঙ্গস্ত ॥৫১॥ শৈলেন শিলাসমূহেন করণেন, শৃঙ্গেণ
কর্ত্রী ॥৫২॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২০॥

তখন অৰ্জুন বেগবান্, উজ্জ্বলমুখ ও সরলগামী বাণসমূহ দ্বারা সেই শৃঙ্গটাকে
সহস্রখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥৫০॥

সেই সময়ে ভজ্যমান আকাশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ পড়িতে
থাকিলে যেমন দেখা যায়, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে থাকিলেও
তেমন দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

সেই বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ খাণ্ডববনের উপরে পড়িয়া তত্রত্য প্রাণিগণকে
বিধ্বস্ত করিল ॥৫২॥

* ‘...পঞ্চবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...সপ্তবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...উনত্রিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রিংশত্যাধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

(১৯ । ময়দর্শনপর্ক ।)

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা শৈলনিপাতেন ভীষিতাঃ খাণ্ডবালয়াঃ ।

দানবা রাক্ষসা নাগাস্তরক্ষুঃ শ্ববনৌকসঃ ॥১॥

দ্বিপাঃ প্রভিন্নাঃ শার্দূলাঃ সিংহাঃ কেশরিণস্তথা ।

মৃগাশ্চ মহিষাশ্চৈব শতশঃ পক্ষিণস্তথা ॥২॥

সমুদ্বিগ্না বিসম্পূরপন্থতাঃ ভূতজাতয়ঃ ।

তং দাবং সমুদৈক্ষন্ত কৃষ্ণো চাভ্যুতাতায়ুর্ধো ।

উৎপাতনাদশকেন ত্রাসিতা ইব চাভবন্ ॥৩॥

তে বনং প্রসন্নীক্যাপ দহমানমনেকধা ।

কৃষ্ণমভ্যুতাতান্ত্রঞ্চ নাদং মুমুচুর্নৃপং ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । তথা তাদৃশেন । ভীষিতা ভয়ং প্রাপিতাঃ । তরক্ষবঃ ক্ষুদ্রব্যাভ্রাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ অন্তে বনৌকসো বনবাসিনো বানরাদয়শ্চ তে ॥১॥

দ্বিপা ইতি । দ্বিপা হস্তিনঃ, প্রভিন্নান্তেনৈব শৈলনিপাতেন বিদারিতাঃ ॥২॥

সমুদ্বিগ্না ইতি । বিসম্পূরপন্থতাঃ । ভূতজাতয়ঃ প্রাণিসমূহাঃ । কৃষ্ণো কৃষ্ণার্জুনৌ । উৎপাতনাদো নির্ধাতাদিশব ইব শব্দন্তেন । ইবশব্দ এবার্থে । ষট্‌পদমিদং পঞ্চম ॥৩॥

ত ইতি । তে দানবাদয়ঃ । উষণ্মার্ত্তিব্যঞ্জকমৃৎকটম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি । তরক্ষবঃ ঋক্ষব্যাভ্রাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ ॥১॥ প্রভিন্না মদচ্যুতাঃ, কেশরিণ উৎপন্ন-
কেশরাঃ যুবান ইত্যর্থঃ ॥২॥ দাবং বনয়, উৎপাতনাদাঃ নির্ধাতাদয়ঃ তচ্ছবেন সস্ত্রাসিতে,

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই পর্বতশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় খাণ্ডববাসী দানব,
রাক্ষস, নাগ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইল ॥১॥

এবং শত শত হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, হরিণ, মহিষ ও পক্ষী চূর্ণ হইয়া গেল ॥২॥

অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইয়া সরিয়া গেল এবং সরিয়া যাইয়া সেই বনের
দিকে এবং অস্ত্রধারী কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, আর,
নির্ধাতশব্দের তুল্য সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্তভীত হইয়া পড়িল ॥৩॥

(৩)...তং দাবং সমুদৈক্ষন্ত... । উৎপাতনাদশকেন সংত্রাসিত ইব স্থিতাঃ... ।

তেন নাদেন রৌদ্রেণ নাদেন চ বিভাবসোঃ ।
 ররাস গগনং কৃৎস্নগুৎপাতজ্বলদৈরিব ॥৫॥
 ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ স্বতেজোভাস্বরং মহৎ ।
 চক্রেং ব্যস্জদভূত্যাং তেবাং নাশায় কেশবঃ ॥৬॥
 তেনার্তা জাতয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ সদানবনিশাচরাঃ ।
 নিকৃত্তাঃ শতশঃ সৰ্বা নিপেতুরনলং ক্ৰণাৎ ॥৭॥
 তত্রাদৃশ্যন্ত তে দৈত্যাঃ কৃষ্ণচক্রেবিদারিতাঃ ।
 বসারুধিরসংপ্লুতাঃ সন্ধ্যায়ামিব তোয়দাঃ ॥৮॥
 পিশাচান্ পক্ষিণো নাগান্ পশুংশ্চৈব সহস্রশঃ ।
 নিম্নংশ্চরতি বাফে'য়ঃ কালবদ্ভত্র ভারত ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । রৌদ্রেণ ভীষণেন । ররাস জগজ্জ । উৎপাতজ্বলদৈকৃৎপাতস্চক্রেমেঘৈঃ ॥৫॥
 তত ইতি । স্বস্ত চক্রে'স্তব তেজসা ভাস্বরং দীপ্তিমং । তেবাং দানবাদীনাম্ ॥৬॥
 তেনেতি । তেন চক্রেণ । ক্ষুদ্রাঃ প্রাণিনাং জাতয়ো হরিণাশ্চাঃ । নিকৃত্তাশ্ছিন্নাঃ ॥৭॥
 তত্রেতি । বসা শরীরস্থে ধাতুবিশেষঃ । বসারুধিরৈঃ সংপ্লুতা লিপ্তাভাঃ ॥৮॥
 পিশাচানিতি । নিম্নং নাশয়ন, বাফে'য়ঃ কৃষ্ণঃ, চরতি স্ম ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বনে ইতি শেষঃ, “সাক্ষারিতে” ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ ॥৩—৪॥ ররাস শব্দং কৃতবান্

তাই তাহারা দহমান বন ও অস্ত্রধারী কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 ভয়ঙ্কর আর্দ্রনাদ করিতে লাগিল ॥৪॥

সেই দারুণ শব্দে ও অগ্নির শব্দে সম্পূর্ণ আকাশটাই যেন ঔৎপাতিকমেঘ
 দ্বারা গর্জন করিতে লাগিল ॥৫॥

তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্ত উজ্জ্বল, বিশাল ও
 ভীষণ চক্রে নিক্ষেপ করিলেন ॥৬॥

তাহাতে দানব, রাক্ষস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর প্রাণীরা পীড়িত ও শত খণ্ডে
 ছিন্ন হইয়া তৎক্ৰণাৎ আগুনের ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥৭॥

তখন সেই সকল দৈত্য কৃষ্ণের চক্রে বিদারিত হওয়ায় তাহাদের শরীর-
 গুলি বসা ও রুধিরে লিপ্ত হইল ; তাই তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের স্রায়
 দেখা যাইতে লাগিল ॥৮॥

মহারাজ । কৃষ্ণ তখন যমের স্রায় সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও
 পশুকে হত্যা করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং পুনশ্চক্রং কৃষ্ণশ্যামিত্রঘাতিনঃ ।

ছিদ্বানেকানি সন্ধানি পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥

তথা তু নিয়ন্তস্তস্য পিশাচোরগরাক্সান্ ।

বভূব রূপমত্যাগ্ৰং সৰ্বভূতান্ননস্তদা ॥১১॥

সমেতানাস্ত সৰ্বেষাং দানবানাঞ্চ সৰ্বশঃ ।

বিজেতা নাভবৎ কশ্চিৎ কৃষ্ণপাণ্ডবয়োৰ্ম্মধে ॥১২॥

তয়োৰ্ব্বলাৎ পরিত্রাতুং তঞ্চ দাবং যদা হুৱাঃ ।

নাশকুবন্ শময়িতুং তদাভূবন্ পরাভুখাঃ ॥১৩॥

শতক্রতুস্ত সংশ্ৰেক্ষ্য বিমুখানমরাংস্তথা ।

বভূব মুদিতো রাজন্ ! শ্ৰেংসন্ কেশবাজ্জুনো ॥১৪॥

নিবৃত্তেষথ দেবেষু বাণ্ডবাচাশরীরিণী ।

শতক্রতুং সমাভাষ্য মহাগন্তীরনিষ্মনা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্তমিতি । সন্ধানি জন্তু । অমিত্রঘাতিনঃ কৃষ্ণস্ত পাণিমেতি অ ॥১০॥

তথ্যেতি । তস্ত কৃষ্ণস্ত । সৰ্বাপ্যেব ভূতানি আত্মানঃ স্বরূপাণি যস্ত তস্ত ॥১১॥

সমেতানামিতি । সমেতানামুপস্থিতানাং, সৰ্বেষাং দেবানাং দানবানাঞ্চ মধ্যে কশ্চি-
দপি, যুধে যুদ্ধে, কৃষ্ণপাণ্ডবয়োৰ্বিজ্যেতা নাভবৎ ॥১২॥

তয়োৱিতি । তয়োঃ কৃষ্ণার্জুনয়োঃ । দাবং বনম্ । শময়িতুং কৃষ্ণার্জুনাবিতি শেষঃ ॥১৩॥

শতেতি । শতক্রতুরিদ্ভঃ । মুদিতঃ পুস্তবীরত্বদৰ্শনাদানন্দিতঃ ॥১৪॥

নিবৃত্তেষিতি । অশরীরিণী অশরীরিপ্রযুক্তা । সমাভাষ্য সঘোষ্য ॥১৫॥

কৃষ্ণ বার বার চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অথচ সে চক্র বার বারই
অনেক জন্তু ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে আসিতে লাগিল ॥১০॥

সৰ্বভূতাত্মা কৃষ্ণ সেই ভাবে পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে
লাগিলে, তখন তাঁহার আকৃতি অতিভয়ঙ্কর হইল ॥১১॥

কিন্তু উপস্থিত দেবগণ ও দানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও
অৰ্জুনকে জয় করিতে পারিলেন না ॥১২॥

যখন দেবগণ কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের পরাক্রমে সে খাণ্ডববনকে রক্ষা করিতে
পারিলেন না, বা তাঁহাদিগকে নিরস্ত ও করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা
পরাভুখ হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু ইন্দ্র তখন দেবগণকে পরাভুখ দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণ ও
অৰ্জুনের শ্ৰেংসা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ন তে সখা সন্নিহিতস্তক্ষকো ভুজগোত্তমঃ ।
 দাহকালে খাণ্ডবস্ত কুরুক্ষেত্রং গতো হুর্সো ॥১৬॥
 ন চ শক্যো যুধা জেতুং কথঞ্চিদপি বাসব ! ।
 বাহুদেবার্জ্জুনাবেতো নিবোধ বচনাম্মম ॥১৭॥
 নরনারায়ণাবেতো পূর্বদেবো দিবি ঋতৌ ।
 ভবানপ্যভিজানাতি যদ্বীৰ্য্যো যৎপরাক্রমৌ ॥১৮॥
 নৈতো শক্যো দূরাধৰ্যো বিজেতুমজিতৌ যুধি ।
 অপি সৰ্বেষু লোকেষু পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥১৯॥
 পূজনীয়তনাবেতাবপি সৰ্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ।
 যক্ষরাক্ষসগন্ধৰ্বনরকিন্নরপন্নগৈঃ ॥২০॥
 তস্মাদিতঃ সুরৈঃ সার্কং গন্তুমর্হসি বাসব ! ।
 দিক্চৈ চাপ্যনুপশ্চৈতৎ খাণ্ডবস্ত বিনাশনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । তক্ষকস্তাসন্নিহিতত্বাদেব যুদ্ধাকং যুদ্ধং নিম্প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥১৬॥
 অথ তদ্বাসস্থানরক্ষার্থমেব যুদ্ধং সম্প্রয়োজনমিত্যাহ নেতি । যুধা যুদ্ধেন ॥১৭॥
 কথং জেতুং ন শক্যাবিত্যাহ নরৈতি । পূর্বং দেবো পূর্বদেবো । দিবি স্বর্গে ॥১৮॥
 নেতি । সর্বস্তামেব যুধি অজিতৌ অসম্ভাবিতজয়ৌ, ঋষিসত্তমত্বাদেব ॥১৯॥
 কিস্ত যুদ্ধমিদমকার্যমেব যুদ্ধাকমিত্যাহ পূজনীয়তনাবিতি । অপি চার্থে ॥২০॥
 তস্মাদিতি । দিক্চৈ দৈবং দৈবপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ । অমুপশ্য পর্যালোচয় ॥২১॥

দেবতারা নিবৃত্তি পাইলে, একটা দৈববাণী ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহা-
 গন্তীরশকে এই কথা বলিল— ॥১৫॥

‘দেবরাজ ! আপনার সখা নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডবদাহের সময়ে এখানে
 ছিলেন না, তিনি পূর্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন ॥১৬॥

আপনারা যুদ্ধ করিয়া কোন প্রকারেই এই কৃষ্ণার্জুনকে জয় করিতে
 পারিবেন না ; তাহার কারণ আমার নিকট শুনুন ॥১৭॥

ইহারা পূর্বে স্বর্গে নর-নারায়ণ নামে বিখ্যাত দেবতা ছিলেন । সুতরাং
 ইহাদের যতটুকু শক্তি বা পরাক্রম আছে, তাহা আপনিও জানেন ॥১৮॥

ইহারা প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ, দুর্জয় এবং সর্বত্র অপরাজিত । সুতরাং ইহা-
 দিগকে জিতুবনের মধ্যে কোন লোকই যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না ॥১৯॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহারা সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব, নর, কিন্নর
 ও নাগদিগের পূজনীয় ॥২০॥

ইতি বাক্যমুপশ্রুত্যা তথ্যমিত্যমরেশ্বরঃ ।
 ক্রোধামর্যো সমুৎস্রজ্য সম্প্রতস্থে দিবং তদা ॥২২॥
 তং প্রস্থিতং মহাত্মানং সমবেক্ষ্য দিবৌকসঃ ।
 সহিতাঃ সেনয়া রাজম্নুজগুঃ পুরন্দরম্ ॥২৩॥
 দেবরাজং তদা যান্তুং সহ দেবৈরবেক্ষ্য তু ।
 বাহুদেবাজ্জুনৌ বীরৌ সিংহনাদং বিনেদতুঃ ॥২৪॥
 দেবরাজে গতে রাজন্ ! প্রহৃষ্টৌ কেশবাজ্জুনৌ ।
 নির্বিশঙ্কং বনং বীরৌ দাহয়ামাসতুস্তদা ॥২৫॥
 স মারুত ইবাব্রাণি নাশয়িত্বাজ্জুনঃ স্তরান্ ।
 ব্যধমচ্ছরসংঘাতৈর্দেহিনঃ খাণ্ডবালয়ান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তথ্যম্ এতদুক্তং সত্যম্, ইতি যথ্যেতি শেষঃ । অমর্যঃ অসহিষ্ণুতা ॥২২॥
 তমিতি । দিবৌকসঃ অস্ত্রে দেবাস্থিঃ ॥২৩॥
 দেবেতি । সিংহস্তেব নাদো যস্মিন্ কৰ্ম্মণি তদ্বথা তথা ॥২৪॥
 দেবেতি । নির্বিশঙ্কং নির্ভয়ং যথা শ্রান্তথা, বনং খাণ্ডবম্ ॥২৫॥
 স ইতি । মারুতো বায়ুঃ, অব্রাণি মেঘানিব । নাশয়িত্বা প্রস্থাপ্য । ব্যধমৎ ব্যনাশয়ং,
 শরাণাং সংঘাতৈঃ সমূহৈঃ । খাণ্ডবালয়ান্ খাণ্ডববাসিনঃ ॥২৬॥

অতএব দেবরাজ । আপনি অস্ত্রাস্ত্র দেবগণের সহিত এস্থান হইতে চলিয়া
 যাইতে পারেন । এখন ইহাই পর্যালোচনা করুন যে, এই খাণ্ডবদাহ দৈব-
 প্রযুক্ত ॥২১॥

দেবরাজ এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া 'ইহা সত্য' এইরূপ মনে করিয়া ক্রোধ
 ও অসহিষ্ণুতাপরিভ্যাগপূর্বক তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥

তখন অস্ত্রাস্ত্র দেবতারা দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্তগণের
 সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥২৩॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অৰ্জুন দেবগণের সহিত দেবরাজকে প্রস্থান করিতে
 দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

মহারাজ । দেবরাজ চলিয়া গেলে, মহাবীর কৃষ্ণ ও অৰ্জুন আনন্দিত
 হইয়া নির্ভয়চিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করাইতে লাগিলেন ॥২৫॥

বায়ু যেমন মেঘ সরাইয়া দেয়, সেইরূপ অৰ্জুন দেবগণকে সরাইয়া দিয়া
 বাণসমূহ দ্বারা খাণ্ডববাসী জন্তুগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ন চ স্ম কিঞ্চিচ্ছক্ৰোতি ভূতং নিশ্চরিত্বং ততঃ ।
 সংছিদ্ব্যমানমিষুভিরস্মতা সব্যাসাচিনা ॥২৭॥
 নাশরু বংশচ্ছ ভূতানি মহাস্ত্যাপি রণেহর্জুনম্ ।
 নিরীক্ষিতুমমোঘাস্ত্রং যোদ্ধুঞ্চাপি কুতো রণে ॥২৮॥
 শতৈকৈকেন বিব্যাধ শতেনৈকং পতন্ত্রিণাম্ ।
 ব্যসবন্তেহপতন্নগ্নৌ সাক্ষাৎ কালহতা ইব ॥২৯॥
 ন চালভন্ত তে শর্ম্ম রোধঃস্ব বিষমেষু চ ।
 পিতৃদেবনিবাসেষু সন্তাপশ্চাপ্যজায়ত ॥৩০॥
 ভূতসংঘাশ্চ বহবো দীনাস্চক্রুর্মহাশ্বনম্ ।
 রুরুভূর্ব্বারণাশ্চৈব তথা মৃগতরক্ষবঃ ॥৩১॥
 তেন শকেন বিত্রেস্তুর্গন্ধোদধিচরা ঝষাঃ ।
 বিদ্যাধরগণাশ্চৈব যে চ তত্র বনৌকসঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিত্বং নির্গন্তম্ । অস্ততা বাণান্, সব্যাসাচিনা অর্জুনেন ॥২৭॥
 নেতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । যোদ্ধুং গ্রহণুঞ্চ কৃতঃ অশরুবন্, কুতোহপি নেত্যর্থঃ ॥২৮॥
 শতমিতি । অর্জুন একেন শরেন, পতন্ত্রিণাং ক্ষুদ্রাণাং পক্ষিণাং শতং বিব্যাধ, শরাণাং
 শতেন চ পতন্ত্রিণাং মধ্যে বৃহন্তমেকং বিব্যাধ । ব্যসবো নিশ্চাণাঃ ॥২৯॥
 নেতি । তে পতন্ত্রিণাঃ, শর্ম্ম স্ত্রুগম্, রোধঃস্ব নদীতীরেষু, বিষমেষু উন্নতাবনতস্থানেষু,
 পিতৃনিবাসেষু শ্মশানেষু, দেবনিবাসেষু দেবালয়েষু ন চালভন্ত ॥৩০॥
 ভূতেতি । ভূতসংঘা মহিষাদিপ্রাণিসমূহাঃ । বারণা হস্তিনঃ । তরক্ষুঃ ক্ষুদ্রব্যাঘ্রঃ ॥৩১॥

অনবরত বাণক্ষেপকারী অর্জুনের বাণে ছিন্ন হইতে থাকায় কোন প্রাণীই
 খাণ্ডবন হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পারিল না ॥২৭॥

বড় বড় প্রাণীরাও যুদ্ধে অমোঘাস্ত্র অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে
 পারিল না, কি করিয়া আর প্রহার করিবে ॥২৮॥

অর্জুন এক একটা বাণ দ্বারা এক একশত ক্ষুদ্র পক্ষীকে এবং এক একশত
 বাণ দ্বারা বৃহৎ এক একটা পক্ষীকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ; তখন তাহারা
 সাক্ষাৎ কৃতান্তনিহতের স্থায় প্রাণশূন্য হইয়া অগ্নির ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥২৯॥

তজ্জাত্য পক্ষিগণ নদীতীর, উচু-নীচ স্থান, শ্মশান এবং দেবালয় ইহার কোন
 স্থানেই শাস্তি পাইল না, সর্বত্রই তাহাদের অশাস্তি হইতে লাগিল ॥৩০॥

বহুতর প্রাণী কাতর হইয়া গুরুতর আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং হস্তী,
 হরিণ ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল রোদন করিতে থাকিল ॥৩১॥

ন স্বৰ্জ্জনং মহাবাহো ! নাপি কৃষ্ণং জনার্দনম্ ।

নিরীক্ষিতুং বৈ শক্ৰোতি কশ্চিদেবাঙ্কুং কূতঃ পুনঃ ॥৩৩॥

একায়নগতা যেষ্যপি নিষ্পেতুস্তত্র কেচন ।

রাক্ষসা দানবা নাগা ক্রম্যে চক্রৈশ্চ তান্ হরিঃ ॥৩৪॥

তে তু ভিন্নশিরোদেহাশ্চক্রবেগাদগতাসবঃ ।

পেতুরন্তে মহাকায়াঃ প্রদীপ্তে বহ্নরেতসি ॥৩৫॥

স মাংসরুধিরৌঘৈশ্চ বসাবিষাচাপি তর্পিতঃ ।

উপর্য্যাকাশগো ভূত্বা বিধুমঃ সমপশ্যত ॥৩৬॥

দীপ্তাক্ষো দীপ্তজিহ্বশ্চ সম্প্রদীপ্তমহাননঃ ।

দীপ্তোর্দ্ধ্বকেশঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিবন্ প্রাণভূতাং বসাম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভেনেতি । গন্ধোদধিচরা অতিদূরবর্তিনোহপীত্যর্থঃ, বাবা মৎস্তাঃ ॥৩২॥

নেতি । যোঙ্কুং কূতঃ পুনঃ শক্ৰোতি অ কূতোহপি নেত্যর্থঃ ॥৩৩॥

একেতি । একায়নগতা একশ্রেণিস্থিতাঃ । নিষ্পেতুরুপস্থিতাঃ ॥৩৪॥

ত ইতি । গতাসবো নির্গতপ্রাণাঃ । বহ্নরেতসি অগ্নৌ ॥৩৫॥

স ইতি । সঃ অগ্নিঃ । বিধুমো ধুমশৃঙ্গঃ । অত্র দীপ্তাক্ষাদিকং প্রজলিতাগ্নিরাশেরেব তত্ত্বস্থানে কল্পিতম্, পরত্র “শরীরবান্ জটী ভূষে”ত্যুক্তেঃ ॥৩৬—৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৩১॥ গন্ধোদধিচরা ইতি অতিদূরস্থোপলক্ষণম্ ॥৩২—৩৩॥ একায়নগতাঃ সজ্জীভূতাঃ

সেই শব্দে অতিদূরবর্তী মৎস্তগণ এবং তত্রত্য বিজ্ঞাধরগণও অত্যন্তভীত হইল ॥৩২॥

কোন প্রাণীই অর্জুনের বা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না ; স্মৃতরাং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আর সমর্থ হইবে কি করিয়া ॥৩৩॥

তখন যে কোন দানব, রাক্ষস, বা নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল, কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহারা এবং বিশালদেহ অস্রাশ্র প্রাণীরা কৃষ্ণের চক্রের বেগে মস্তক ও দেহ বিদীর্ণ হওয়ায় প্রাণশূন্য হইয়া প্রজলিত অগ্নির ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥৩৫॥

অগ্নি প্রাণিগণের বস পান করিয়া এবং মাংস ও রুধির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া, আকাশে উঠিয়া, ধুমশৃঙ্গ, দীপ্তনয়ন, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তযুগ্ম, দীপ্তকেশ এবং পিঙ্গল-নয়ন হইলেন ॥৩৬—৩৭॥

তাং স কৃষ্ণার্জুনকৃতাং হৃদাং প্রাপ্য হৃতাশনঃ ।
 বভূব মুদিতস্তৃপ্তঃ পরাং নিবৃতিমাংগতঃ ॥৩৮॥
 তথাহিস্রং ময়ং নাম তক্ষকস্ত নিবেশনাৎ ।
 বিপ্রদ্রবস্তং সহসা দদর্শ মধুসূদনঃ ॥৩৯॥
 তমগ্নিঃ প্রার্থয়ামাস দিধক্ষুর্বাতসারথিঃ ।
 শরীরবান্ জটী ভূত্বা নদম্বিব বলাহকঃ ॥৪০॥
 জিঘাংসুর্ক্বাহুদেবস্তং চক্রমুত্তম্য বিষ্ঠিতঃ ।
 স চক্রমুত্তমং দৃষ্ট্বা দিধক্ষুস্তথ্য পাবকম্ ॥৪১॥
 অভিধাবার্জ্জুনেত্যেবং ময়স্ত্রাহীতি চাত্রবীৎ ।
 তস্তা ভীতস্বনং শ্রুত্বা মা ভৈরিতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৪২॥
 প্রত্যুবাচ ময়ং পার্থো জীবয়ন্মিব ভারত ! ।
 তং ন ভেতব্যমিত্যাহ ময়ং পার্থো দয়াপরঃ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তামিতি । তাং বসাদিরূপাম্, হৃদামমৃতম্, তথ্যং তৃপ্তিকরবাদিতি ভাবঃ ॥৩৮॥
 তথ্যেতি । নিবেশনাস্তবনাৎ । বিপ্রদ্রবস্তং পলায়মানম্ ॥৩৯॥
 তমিতি । নদন্ বলাহকো মেঘ ইবেতি প্রার্থনাবাক্যস্বরগাভীর্ঘ্যে সাম্যম্ ॥৪০॥
 জিঘাংসুরিতি । বিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ । স ময়ঃ । দিধক্ষুস্তম্যাত্মনং দধু মিচ্ছন্তম্ । হে
 অর্জুন ! অভিধাব মাং প্রতি ক্রতমাগচ্ছ । অতিশয়েনাশ্বাসার্থং 'ন ভেতব্যম্' ইতি
 পুনরুক্তম্ । পার্থোহর্জুনঃ ॥৪১—৪৩॥

অগ্নি কৃষ্ণার্জুন-সম্পাদিত সেই বসারূপ অমৃত লাভ করিয়া আনন্দিত,
 তৃপ্ত এবং অত্যন্তসুস্থ হইলেন ॥৩৮॥

সেই সময়ে ময়নামে একটা অশুর তক্ষকের ভবন হইতে ক্রত পলায়ন
 করিতেছিল, এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

এদিকে বায়ুসারথি অগ্নিও তাহাকে দধু করিতে ইচ্ছা করিয়া, মূর্ত্তিমান্ ও
 জটীধারী হইয়া, গর্জনকারী মেঘের আয় গম্ভীরস্বরে তাহাকে প্রার্থনা করি-
 লেন ॥৪০॥

তখন কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া চক্র উত্তোলনপূর্বক অবস্থান
 করিলেন । সেই সময়ে কৃষ্ণের চক্র উত্তোলিত হইয়াছে, অগ্নিও দধু করিবার
 ইচ্ছা করিতেছেন ইহা দেখিয়া ময়দানব বলিল—'অর্জুন ! সত্বর আসুন,

(৪০) স্নোকাৎ পরম্ 'বিজ্ঞায় দানবেস্ত্রাণাং ময়ং বৈ শিল্পিনাং বরম্' ইত্যাক্ষমধিকং
 কতিপয়পুস্তকে দৃশ্যতে । (৪১)...চক্রমুত্তম্য বিষ্ঠিতঃ... । (৪২) অভিধাবার্জ্জুনেত্যেবম্... ।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

—:—

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং শাস্ত্রকানগ্নিনং দদাহ তথা গতে ।

তস্মিন্ বনে দহ্যমানে ব্রহ্মস্মৈতৎ প্রচক্ষু মে ॥১॥

অদাহে হৃদ্বসেনস্ত দানবস্ত ময়স্ত চ ।

কারণং কীর্তিতং ব্রহ্মান্ ! শাস্ত্রকাণাং ন কীর্তিতম্ ॥২॥

তদেতদন্তুতং ব্রহ্মান্ ! শাস্ত্রকাণামনাময়ম্ ।

কীর্তয়স্বাগ্নিসম্মর্দে কথং তে ন বিনাশিতাঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদর্থং শাস্ত্রকানগ্নিনং দদাহ তথাগতে ।

তত্তে সৰ্বং প্রবক্ষ্যামি যথাভূতমরিন্দম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি । তথা গতে তাদৃশ্যামবস্থায়ামিত্যর্থঃ । প্রচক্ষু প্রকর্ষণে ক্রহি ॥১॥

অদাহ ইতি । শাস্ত্রকাণামদাহে কারণং ন কীর্তিতমিত্যর্থঃ ॥২॥

তদ্বিতি । অনাময়ং নিরুপজবতেতি তাৎপর্যম্ । অগ্নিনা সম্মর্দে সংঘর্ষে ॥৩॥

যদর্থমিতি । ভূতং জাতমনতিক্রম্যেতি যথাভূতং যথাযথমিত্যর্থঃ । অত্রেদং পর্যা-
লোচনীয়ম্—খাণ্ডববনং চিত্তম্, তরুলতাদীনামিব নানাবৃতীনামাশ্রয়ত্বাৎ । অগ্নিস্তদ্বজ্জানম্,
বনগততরুলতাদীনামিব চিত্তগতনানাবৃতীনাম্ দাহকত্বাৎ “ভিত্ততে হৃদয়গ্রহিষ্ণুস্তন্তে সৰ্ব-
সংশয়াঃ” ইত্যুক্তত্বাৎ । মন্দপালীমূনিরাচাৰ্য্যঃ, বীৰ্য্যঘাৱেণেব উপদেশধারেণ শমদমাদীনামুৎ-
পাদকত্বাৎ । জরিতা মায়া, জ্ঞানেন জীর্ণীকরণীয়ত্বাৎ স্বাশ্রিতানামপি কুপথপ্রবর্তনাৎ । বিলং
প্রবৃত্তিমার্গঃ, তৎপ্রবৃত্তিনাং ধ্বংসাবশ্যজ্ঞাবাৎ । আশ্রয়হানিমোহঃ, বিলগতমাংসস্তেব প্রবৃত্তি-
মার্গগতস্ত গ্রাসনাৎ । শ্রেনো বিবেকঃ, আধোরিব মহামোহস্ত হরণাৎ । জরিতাঃ শম-
গুণী, স্বপ্রভাবেন কামক্ৰোধাদীনামরীণাং জীর্ণীকরণাৎ । সারিস্বকো দমগুণী, দ্যুতগতসারীণা-

জনমেজয় কহিলেন—‘ব্রাহ্মণ । সেই খাণ্ডববন দহ্ব হইতে থাকায় তত্রত্য
সমস্ত প্রাণীরই সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে, অগ্নি শাস্ত্রক পক্ষী কয়টাকে দহ্ব
করেন নাই কেন ? ইহা আপনি আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন ॥১॥

অশ্বসেন ও ময়দানবকে দহ্ব না করার কারণ আপনি বলিয়াছেন ;
কিন্তু শাস্ত্রকদিগকে দহ্ব না করার কারণ বলেন নাই ॥২॥

ব্রাহ্মণ । শাস্ত্রকপক্ষী কয়টির এই নিরুপজবে থাকা আশ্চর্য্যই বটে ।
অতএব সেই অগ্নিসংঘর্ষের সময়ে সেই শাস্ত্রক পক্ষীর বিনষ্ট হয় নাই কেন,
তাহা বলুন ॥৩॥

ধৰ্মজ্ঞানাং মুখ্যতমস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ ।

আসীন্মহর্ষিঃ শ্রুতবান্ মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ ॥৫॥

স মার্গমাশ্রিতো রাজমৃষীগমুর্দ্ধরেতসাম্ ।

স্বাধ্যায়বান্ ধৰ্মরতস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬॥

স গহ্বা তপসঃ পারং দেহমুৎসৃজ্য ভারত !

জগাম পিতৃলোকায় ন লেভে তত্র তৎফলম্ ॥৭॥

স লোকানফলান্ দৃষ্ট্বা তপসা নির্জিতানপি ।

পপ্রচ্ছ ধৰ্মরাজস্ম্য সমীপস্থান্ দিবৌকসঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

মিব কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সম্ভাবে চালনাৎ । শুদ্ধমিত্রো বৈরাগ্যশুণী, তরুণতাদিস্তদ্ব্যমাত্রস্ত স্বাশ্রয়-
ত্বেন মিত্রীকরণাৎ । দ্রোণশ্চ তিতিক্ষাশুণী, দ্রোণশ্চৈব (কলসশ্চৈব) শীতোষ্ণাদিসহনাৎ ।
ইথঞ্চ মায়ারূপয়া অরিতয়া প্রযুক্তিমার্গরূপে বিলে প্রবেশয়িতুং ভূষণং প্রগুহ্যমানানামপি শম-
শুণাদিশালিনাং তত্র ন প্রবেশঃ, প্রভূত অগ্নিতুল্যজ্ঞানাবলম্বনেনাচিরাদেব মুক্তিলাভ ইতি
রূপকমুপেখনাধ্যায়িকাতাপর্ধ্যমিতি ॥৪॥

ধৰ্ম্মেতি । মুখ্যতমঃ প্রধানতমঃ । শ্রুতবান্ শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ॥৫॥

স ইতি । মার্গং পদ্ধতিং রীতিমিতি যাবৎ । স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠী ॥৬॥

স ইতি । পিতৃলোকায় পিতৃলোকবাসায় । তৎ ফলং বাসরূপং ফলম্ ॥৭॥

স ইতি । লোকান্ পিতৃলোকান্, অফলান্ প্রতিবন্ধবাসান্ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই অবস্থাতেও যে জন্ম অগ্নি
শাস্ত্রকদিগকে দন্ধ করেন নাই, সে সমস্তই আমি যথাযথভাবে আপনার
নিকট বলিব ॥৪॥

ধৰ্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শাস্ত্রজ্ঞানশালী
মন্দপালনামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন ॥৫॥

বেদপাঠী, ধৰ্ম্মনিরত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় সেই মন্দপাল উর্দ্ধরেতা
ঋষিদিগের রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৬॥

মহারাজ ! সেই মন্দপাল তপস্কার পরপারে যাইয়া দেহ পরিত্যাগ
করিয়া পিতৃলোকে বাস করিবার জন্ম গেলেন, কিন্তু তথায় সে ফল
পাইলেন না ॥৭॥

তপস্কার প্রভাবে পিতৃলোক প্রাপ্য হইলেও তাহা পাইলেন না দেখিয়া
মন্দপাল ধৰ্ম্মরাজের নিকটবর্তী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

(৮) স্নোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিং ।

মন্দপাল উবাচ ।

কিমর্থমাবৃত্তা লোকা মমৈতে তপসার্জিতাঃ ।

কিং ময়া ন কৃতং তত্র যশ্চৈতৎ কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥৯॥

তত্রাহং তৎ করিষ্যামি যদর্থমিদমাবৃত্তম্ ।

ফলমেতস্মৈ তপসঃ কথয়ধ্বং দিবৌকসঃ ! ॥১০॥

দেবা উচুঃ ।

ঋগিনো মানবা ব্রহ্মণ ! জায়ন্তে যেন তচ্ছৃণু ।

ক্রিয়াভিত্ত্বৈচ্ছাচর্য্যেণ প্রজয়া চ ন সংশয়ঃ ॥১১॥

তদপাক্রিয়তে সৰ্বং যজ্ঞেন তপসা স্মৃতৈঃ ।

তপস্বী যজ্ঞকৃচ্ছাসি ন চ তে বিচ্যতে প্রজা ॥১২॥

ত ইমে প্রসবস্ত্যার্থে তব লোকাঃ সমাবৃত্তাঃ ।

প্রজায়স্ব ততো লোকানুপভোক্যসি পুঙ্কলান্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আবৃত্তাঃ পিহিতদ্বারাঃ । অর্জিতাঃ প্রাপ্তিযোগ্যা অপি ॥৯॥

তত্রৈতি । তত্র কৰ্ম্মভূমৌ মর্ত্যলোকে গতা । হে দিবৌকসো দেবাঃ ! ॥১০॥

ঋগিন ইতি । ক্রিয়াভিরিত্যাদৌ ধাত্বেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া । এবঞ্চ যজ্ঞ-
ক্রিয়াত্মকমুণং দেবানাম্, ব্রহ্মচর্যাশ্রমকমুণমৃষীগাম্, সন্তানাত্মকমুণঞ্চ পিতৃণাম্ । আতিথ্যাশ্রম-
কমুণঞ্চ মহুজাগামিতি তু পুরাণান্তরেযুক্তম্ । তদেবমৃগিনঃ সন্ত এব মানবা জায়ন্তে ॥১১॥

অথ কস্তেযাং পরিশোধনোপায় ইত্যাহ উদিতি । অপাক্রিয়তে পরিশোধ্যতে । তত্র
যজ্ঞেন দেবঋণম্, তপসা ঋষিঋণম্, স্মৃতেষু পিতৃঋণম্, অপাক্রিয়তে । প্রজা সন্তানঃ ।
এবঞ্চৈদানীমপি স্বং পিতৃঋণগ্রস্ত এব স্থিত ইতি ভাবঃ ॥১২॥

মন্দপাল বলিলেন—‘দেবগণ ! আমি তপস্তা করিয়া পিতৃলোক জয়
করিয়াছি, তথাপি আমার পক্ষেই ইহার দ্বার রুদ্ধ হইল কেন ? আমি মর্ত্য-
লোকে কোন্ কার্য্য করি নাই, যাহার এই ফল হইল ? ॥৯॥

আমি মর্ত্যলোকে যাইয়া সে কার্য্য করিব, যাহার জন্ত এই দ্বার রুদ্ধ
হইল । দেবগণ ! আমার এই তপস্তার ফল কি হইল বলুন’ ॥১০॥

দেবগণ বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! মনুষ্যেরা যে ভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়াই জন্ম
গ্রহণ করে, তাহা শুভ্রন—জন্ম হইতেই তাহাদের যজ্ঞ, তপস্তা ও সন্তান এই
ত্রিবিধ ঋণ থাকে ; এ বিষয়ে কোন সম্ভেদ নাই ॥১১॥

তা’র পর, তাহারা যজ্ঞ, তপস্তা ও সন্তান দ্বারা সে সমস্ত ঋণই পরিশোধ
করিয়া থাকে । তবে আপনি তপস্তাও করিয়াছেন, যজ্ঞও করিয়াছেন বটে,
কিন্তু আপনার সন্তান নাই ॥১২॥

পুম্নান্নো নরকাং পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং ঋতিঃ ।

তস্মাদপত্যসন্তানে যতশ্চ ব্রহ্মসত্তম ! ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা মন্দপালস্ত বচস্তেষাং দিবৌকসাম্ ।

ক নু শীত্রমপত্যং শ্রাদ্ধহুলঞ্চৈত্যচিন্তয়ৎ ॥১৫॥

স চিন্তয়ন্নভ্যগচ্ছৎ স্ববহুপ্রসবান্ থগান্ ।

শার্ঙ্গিকাং শার্ঙ্গকৌ ভূত্বা জরিতাং সমুপেযিবান্ ॥১৬॥

তস্মাং পুত্রানজনয়চ্চতুরো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তানপাস্ত স তত্রৈব জগাম লপিতাং প্রতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । এসবস্ত পুত্রস্ত । লোকাঃ পিতৃলোকাঃ, সমাবৃতাঃ পিহিতদ্বারাঃ । অতএব
প্রজায়ন্ত জায়ায়াং সন্তানরূপেণ জায়ন্ত পুত্রমুৎপাদয়েতার্থঃ । ততশ্চ পুঙ্কলান্ প্রচুরান্, লোকান্
পিতৃলোকভোগস্থানি উপভোক্তাসি ॥১৩॥

অত্রার্থে ঋতিমপি প্রমাণয়তি পুন্মায় ইতি । অপত্যস্ত সন্তানে বিস্তারেশোৎপাদনে ॥১৪॥

তদিতি । ক কস্তাং ত্রিয়াম্ । শীত্রং বহুলঞ্চ অপত্যং শ্রাদ্ধিতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

স ইতি । স্ববহবঃ প্রসবাঃ সন্তানা যেষাং তান্ । জরিতাং নাম ॥১৬॥

তস্মামিতি । স মুনিঃ, মাত্না জরিতয়া সহ, অণুগতান্ তান্ বালান্ হতান্, অপাস্ত
ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—৮॥ আবৃতাঃ প্রতিষিদ্ধভোগাঃ ॥২—১২॥ প্রজায়ন্ত প্রজেক্ষাং কুরু
॥১৩॥ অপত্যসন্তানে সন্ততেরবিচ্ছেদে ॥১৪—১৫॥ জরিতাং নাম ভাৰ্য্যাম্ ॥১৬॥ লপিতাং

সুতরাং আপনার সন্তান না থাকার জন্তই আপনার পক্ষে পিতৃলোকের
দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । অতএব আপনি পুত্র উৎপাদন করুন, তাঁর পরে
প্রচুর পরিমাণে পিতৃলোকবাসস্থ ভোগ করিবেন ॥১৩॥

এ বিষয়ে ঋতিও রহিয়াছে—‘পুত্র পিতাকে ‘পুং’-নামক নরক হইতে
উদ্ধার করে’ । অতএব আপনি বহুপরিমাণে সন্তান জন্মাইবার জন্ত চেষ্টা
করুন ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা
করিলেন—‘কোন দ্বীর গর্ভে সত্তর বহুতর সন্তান জন্মিতে পারে’ ॥১৫॥

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রচুরসন্তানশালী পক্ষিগণের মধ্যে গেলেন
এবং সেখানে যাইয়া খঞ্জনপক্ষী হইয়া জরিতানারী কোন খঞ্জনপক্ষিগীর সহিত
রমণ করিলেন ॥১৬॥

এবং তাহার গর্ভে চারিটী বেদবাদী পুত্র জন্মাইলেন । তাহার পর, সেই

বালান্ স্ততানগুগতান্ সহ মাত্ৰা মুনিৰ্বনে ।

তস্মিন্ গতে মহাভাগে লপিতাং প্রতি ভারত ! ॥১৮॥

অপত্যস্নেহসংযুক্তা জরিতা বহুচিন্তয়ৎ ।

তেন ত্যস্তানসংত্যাজ্যান্ধীনগুগতান্ বনে ॥১৯॥

ন জর্হো পুত্রশোকাকর্ষা জরিতা খাণ্ডবে স্ততান্ ।

বভার চৈতান্ সঞ্জাতান্ স্ববৃত্ত্যা স্নেহবিক্লবা ॥২০॥ (কলাপকম্)

ততোহয়িং খাণ্ডবং দঙ্ঘুমায়াস্তং দৃষ্টবান্ধৃষিঃ ।

মন্দপালশচরংস্তস্মিন্ বনে লপিতয়া সহ ॥২১॥

তং সঙ্কল্পং বিদিত্বায়েজ্ঞর্ষা পুত্রাংশ্চ বালকান্ ।

সোহভিভূক্তাব বিপ্রর্ষির্ত্রাক্ষণৌ জাতবেদসম্ ॥২২॥

পুত্রান্ প্রতি বদন্ ভীতো লোকপালং মহৌজসম্ ।

মন্দপাল উবাচ ।

ত্বমগ্নে ! সর্বলোকানাং মুখং ত্বমসি হব্যবাট্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বিহায়, তজ্জৈব খাণ্ডবে বনে, লপিতাং নামাপরাং শাস্তিকাং প্রতি পুত্রাশ্চপাদয়িতুং জগাম ।
তেন মুনির্না । আত্মনা তু অসংত্যাজ্যান্ । স্ববৃত্ত্যা নিজপক্ষিজীবিকানিৰ্কাহোপযোগি-
ততুলকপাঙ্জাহরণেন । স্নেহেন বিক্লবা বিহ্বলা ॥১৭—২০॥

তত ইতি । তস্মিন্ বন এব লপিতয়া সহ চরনিত্তি সঙ্কল্পঃ ॥২১॥

তমিতি । পুত্রান্ প্রতি ভীতঃ সন, মহৌজসং জাতবেদসময়িম্, লোকপালং বদনিত্তি

মন্দপালমুনি জরিতার সহিত অগুগত (ডিমের ভিতরে স্থিত) সেই শিশু
পুত্র চারিটাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই খাণ্ডববনেই লপিতানাম্নী অপর খঞ্জন-
পক্ষিণীর সহিত রমণ করিতে গেলেন । তিনি লপিতার দিকে চলিয়া গেলে,
সন্তানস্নেহশালিনী জরিতা অনেক বার চিন্তা করিল যে, ‘এই মুনিপুত্র কয়টী
এখনও ডিমের ভিতরে রহিয়াছে ; তথাপি মুনি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন
বটে, আমি ত ত্যাগ করিতে পারিব না ।’ এইরূপ ভাবিয়া পুত্রশোকাকর্ষা
জরিতা পুত্র কয়টীকে পরিত্যাগ করিল না, বরং স্নেহে বিহ্বল থাকিয়া আপন
বৃত্তি দ্বারাই তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল ॥১৭—২০॥

তাহার পর, একদা মন্দপালমুনি সেই খাণ্ডববনেই লপিতার সহিত বিচরণ
করিতে থাকিয়া দেখিলেন অগ্নি খাণ্ডববন দঙ্ঘু করিতে আসিতেছেন ॥২১॥

ত্বমন্তঃ সৰ্বভূতানাং গুচশ্চরসি পাবক ! ।

ত্বামেকমাহঃ কবয়ত্বামাহস্ত্রিবিধং পুনঃ ॥২৪॥

ত্বামক্ৰুধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞবাহমকল্পয়ন্ ।

ত্বয়া বিশ্বমিদং সৃষ্টং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥২৫॥

ত্বদূতে হি জগৎ কৃৎস্নং সত্যো নশ্চেদ্ধুতাশন ! ।

তুভ্যং কৃত্বা নমো বিপ্রাঃ স্বকৰ্ম্মবিজিতাং গতিম্ ॥২৬॥

গচ্ছন্তি সহ পত্নীভিঃ স্ত্রীতৈরপি চ শাস্ত্রতীম্ ।

ত্বামগ্নে ! জলদানাহঃ খে বিষক্তান্ সবিদ্যাতঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সম্বন্ধঃ । সৰ্ব্বেষাং লোকানাং দেবানাম্, “অগ্নির্দেবানাং মুখম্” ইতি শ্রুতেঃ । হব্যং
দ্ব্যতাদিকং বহসি হোমাদাবিতি হব্যবাত্ ॥২২—২৩॥

অমিতি । গুচশ্চরসি জীবাশ্চরুপেণ । একং পাকাদিকৰ্ত্তৃত্বেনৈকরূপং ভৌমম্ । ত্রিবিধং
যজ্ঞে দক্ষিণায়ি-গার্হপত্যাহবনীয়তয়া ভেদাৎ ॥২৪॥

ত্বামিতি । অক্ৰুধা অষ্টম্ হোমকুণ্ডে অষ্টপ্রকারম্, যজ্ঞবাহং যজ্ঞসম্পাদকম্ ॥২৫॥

ত্বদিতি । স্ত্রীতে বিনা । নশ্চেৎ, জঠরানলাভাবেন তুতশ্চব্যাপাকাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।
নমো নমস্কারম্ । স্বকৰ্ম্মবিজিতাং নিজকৰ্ম্মপ্রাপ্যাম্ । শাস্ত্রতীং অর্গাদৌ চিরস্থায়িনীম্ ।
খে আকাশে, বিষক্তান্ লগ্নান্, সবিদ্যাতো জলদান্ মেধান্ ॥২৬—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাম্যপরাং ভাৰ্য্যাম্ ॥১৭॥ তান্ বালানপাত্তেতি সম্বন্ধঃ ॥১৮—২২॥ মুখমিতি । জীবরুপেণ
ভোকৃত্বম্ ॥২৩॥ গুচ ইতি ব্রহ্মরুপেণাগোচরম্, ত্রিবিধং দিব্যং ভৌমমৌর্ধ্যক ॥২৪॥ অক্ৰুধা
পঞ্চভূতাত্মনা সূৰ্য্যচন্দ্রযজ্ঞমানরুপেণ চ, যজ্ঞবাহং যজ্ঞনির্বাহকম্ ॥২৫॥ ত্বয়া সজ্জপেণ বিনা
নশ্চেৎ অদর্শনং গচ্ছেৎ নিরখিষ্টানকল্পমাযোগাদিত্যর্থঃ । কন্দিগাং ত্বমেব গতিরিত্যাহ তুভ্যমিতি
স্তব করিতে লাগিলেন । মন্দপাল বলিলেন—“অগ্নি ! তুমি সমস্ত দেবতার
মুখ, তুমি যজ্ঞকার্য্যে হব্য বহন করিয়া থাক ॥২২—২৩॥

অগ্নি ! তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়েই গূঢ়ভাবে বিচরণ কর । জ্ঞানীরা
তোমাকে এক এবং ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

মহর্ষিরা তোমাকে অষ্টবিধ কল্পনা করিয়া যজ্ঞসম্পাদক করিয়া থাকেন
এবং তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ—এই কথা বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

অগ্নি ! তুমি না থাকিলে সমস্ত জগৎ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ।
ব্রাহ্মণেরা তোমাকে নমস্কার করিয়া স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপন কর্ম্ম অল্পস্বারে
চিরস্থায়িনী গতি লাভ করিয়া থাকেন । আবার মহর্ষিরা তোমাকে
আকাশস্থ বিদ্যাৎসমম্বিত মেঘ বলিয়া থাকেন ॥২৬—২৭॥

দহন্তি সৰ্বভূতানি স্বন্তো নিষ্কৰ্ম্য হেতয়ঃ ।

জাতবেদন্তুয়েবেদং বিশ্বং সৃষ্টং মহাদ্ব্যতে ! ২৮॥

তৰৈব কৰ্ম্ম বিহিতং ভূতং সৰ্বং চরাচরম্ ।

অয্যাপো বিহিতাঃ পূৰ্ব্বং অয়ি সৰ্বমিদং জগৎ ২৯॥

অয়ি হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ।

অমেব দহনো দেব ! ত্বং ধাতা ত্বং বৃহস্পতিঃ ৩০॥

অশ্বিনৌ যমো মিত্রঃ সোমস্তুমসি চানিলঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স্তুতস্তদা তেন মন্দপালেন পাবকঃ ৩১॥

তুতোষ তস্ম নৃপতে ! য়নৈরমিততেজসঃ ।

উবাচ চৈনং প্রীতাত্মা কিমিষ্টং করবাণি তে ৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দহন্তীতি ! হেতয়ো জালাঃ । হে জাতবেদঃ ! অগ্নে ! সৃষ্টং ব্রহ্মরূপেণ ২৮॥

তবেতি । চরাচরং বিহিতং সৰ্বং ভূতং প্রাণী, তৰৈব কৰ্ম্ম সৃষ্টিঃ । পূৰ্ব্বং অয়ি আপো জলম্, অয়েব বিহিতাঃ, “অয়েরাপঃ” ইত্যাদিশ্রুতে: । তথা পরব্রহ্মরূপে অয়ি, ইদং সৰ্বং জগৎ স্থিতমিতি শেষঃ, “তস্মিন্নোতঞ্চ” ইত্যাদিশ্রুতে: ২৯॥

অয়ীতি । অয়ি দেবপিতৃভ্যকে ব্রহ্মণি, হব্যং দেবেভ্যো দেয়ং দ্ব্যুতাদি, কব্যং পিতৃভ্যো দেয়মগ্নাদি চ, যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । দহনো বহ্নিঃ ৩০॥

অমিতি । অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ । পাবকোহয়িঃ । এনং মন্দপালম্ ৩১—৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

২৮॥ পালনং সংহারক্ তৰৈব কৰ্ম্মণী ইত্যাহ—আমিতি ২৭॥ হেতয়ো জালাঃ, জগৎসৃষ্টিঃ স্বস্ত এব ইত্যাহ—জাতবেদ ইতি ২৮॥ তৰৈবেতি কৰ্ম্মবিধায়কো বেদোহপি তৰৈব বাক্যম্, “নিঃশ্বসিতমেতদৃধেদ” ইত্যাদিশ্রুতে:, আপ ইতি ভূতান্তরোপলক্ষণম্, অয়ি

অগ্নি ! তোমা হইতে শিখা নির্গত হইয়া সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং তুমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ ২৮॥

অগ্নি ! স্বাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমার সৃষ্টি, তুমিই তোমাতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং তোমাতেই এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে ২৯॥

আর দেব ! তোমাতেই যথানিয়মে হব্য ও কব্য রহিয়াছে এবং তুমিই অগ্নি, তুমিই ধাতা এবং তুমিই বৃহস্পতি ৩০॥

তা’র পর তুমিই অশ্বিনীকুমার, তুমিই যম, তুমিই মিত্র, তুমিই চন্দ্র এবং

(৩১) অশ্বিনৌ যমৌ মিত্রঃ... ।

তমব্রবীষ্মন্দপালঃ প্রাজ্ঞলিহব্যবাহনম্ ।

প্রদহন্ খাণ্ডবং দাবং মম পুত্রান্ বিসর্জয় ॥৩৩॥

তথেনি তৎ প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনঃ ।

খাণ্ডবে তেন কালেন প্রজ্জ্বাল দিধক্ষয়া ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ময়-
দর্শনে শাক্ককোপাখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:~:~:—

ভারতকৌমুদী

তমিতি । হব্যবাহনমগ্নিম্ । কিমব্রবীদিত্যাহ প্রদহন্নিত্যাদি । দাবং বনম্ ॥৩৩॥

তথেনি । তথা ইত্যুক্ত্যা, তন্মন্দপালপ্রার্থিতং প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনো বহিঃ,
তেনৈব কালেন, দিধক্ষয়া অপুত্রান্ প্রাপিন এব দধু মিচ্ছয়া, খাণ্ডবে বনে, প্রজ্জ্বাল । প্রতি-
শ্রুতানুসারেণ শাক্ককোপাং পরিত্যাগেচ্ছা তু স্থিতৈবেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাণীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:~:~:—

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানে ॥২২॥ হব্যাদিপ্রতিষ্ঠা ভোক্তৃশ্চেন ফলদাতৃশ্চেন চ স্বমেব ইত্যাহ—স্বয়ীতি
॥৩০—৩৩॥ খাণ্ডবে বনে, তেন হেতুনা, কালে দাহবেলায়াম্, শাক্ককোপাং দিধক্ষয়া ন
প্রজ্জ্বাল ॥৩৪॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

—:~:~:~:—

তুমিই বায়ু' । বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি এইরূপ স্তব করিলে, অগ্নি-
দেব সেই অমিততেজা মহর্ষির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে
বলিলেন—‘মহর্ষি ! আপনার কোন্ অভীষ্ট সম্পাদন করিব’ ॥৩১—৩২॥

তখন মন্দপালমুনি কৃতাজ্জলি হইয়া অগ্নিদেবকে বলিলেন—‘দেব ! আপনি
খাণ্ডববন ত দগ্ধ করিবেন, কিন্তু আমার পুত্র কয়টীকে পরিত্যাগ করিবেন’ ॥৩৩॥

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ অগ্নি অন্ত্রাস্ত্র প্রাণীকে
দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই সময়েই খাণ্ডববনে জলিয়া উঠিলেন ॥৩৪॥

—:~:~:~:—

* ‘...সপ্তবিংশত্যধিকঃ...’ ‘...উনত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...ষাট্রিংশদধিকঃ...’ ‘...পঞ্চ-
পঞ্চাশদধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রজ্জলিতে বহৌ শাস্ত্রকাস্তে স্ফুঃখিতাঃ ।

ব্যথিতাঃ পরমোদ্বিগ্না নাথিজগ্মুঃ পরায়ণম্ ॥১॥

নিশম্য পুত্রকান্ বালান্ মাতা তেষাং তপস্বিনী ।

জরিতা দুঃখশোকাক্তা বিললাপ স্ফুঃখিতা ॥২॥

জরিতোবাচ ।

অয়মগ্নিদ হন্ কক্ষমিত আয়াতি ভীষণঃ ।

জগৎ সন্দীপয়ন্ ভীমো মম দুঃখবিবৰ্দ্ধনঃ ॥৩॥

ইমে চ মাং কর্ষয়ন্তি শিশবো মন্দচেতসঃ ।

অবহীশ্চরণৈর্হীনাঃ পূর্বেষাং নঃ পরায়ণাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ব্যথিতা অগ্নিকিরণপ্রসরণাং সন্তপ্তাঃ । পরায়ণং রক্ষকম্ ॥১॥

নিশম্যোতি । পুত্রকান্ বালান্, নিশম্য পর্যালোচ্য । তপস্বিনী দীনা ॥২॥

অয়মিতি । কক্ষং শুদ্ধবনম্, “কক্ষো বীৰুধি দোমুলে কচ্ছে শুদ্ধবনে ভূগে” ইতি হেম-
চন্দ্রঃ । জগৎ দৃশ্যমানং সর্বং স্থানম্, সন্দীপয়ন্ আলোকয়ন্ ॥৩॥

ইম ইতি । মন্দচেতসঃ শিশুস্বাদেবালজ্ঞানাঃ, অবহী অল্পপন্নপূজাঃ, চরণৈর্হীনাঃ, নঃ
অশ্রাকম্, পূর্বেষাং পুরুষাণাম্, পরায়ণা বংশরক্ষকভ্রাতৃ পরমাশ্রয়াঃ, ইমে চ শিশবঃ পুত্রাঃ,
মাং কর্ষয়ন্তি স্নেহেনাকবন্তি । অত এতান্ বিহায গম্য ন শঙ্কোমীতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে, সেই খঞ্জন-
শাবক কয়টা দুঃখিত, সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু কাহাকেও রক্ষক
পাইল না ॥১॥

তখন তাহাদের মাতা জরিতা বালক পুত্র কয়টির বিষয় পর্যালোচনা
করিয়া দুঃখে ও শোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥২॥

জরিতা বলিল—‘আমার দুঃখবৰ্দ্ধক এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত স্থান
আলোকিত করিয়া শুদ্ধ বন দহু করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥৩॥

এদিকে আমার এই শিশু পুত্র কয়টির এখন পর্যন্তও জ্ঞান অল্প, পুচ্ছ
বা চরণ জন্মে নাই ; অথচ ইহারাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের পরম অবলম্বন ।
সুতরাং ইহারাই আমাকে আকর্ষণ করিতেছে ॥৪॥

ত্রাসয়ংচ্চায়মায়াতি লেলিহানো মহীৰুহান্ ।

অজাতপক্ষাশ্চ হতা ন শক্তাঃ সরণে মম ॥৫॥

আদায় চ ন শকোমি পুত্রাংস্তরিতুমাত্মনা ।

ন চ ত্যক্তুমহং শক্তা হৃদয়ং দূয়তীব মে ॥৬॥

কং তু জহামহং পুত্রং কমাদায় ব্রজাম্যহম্ ।

কিমু মে শ্রাৎ কৃতং কৃহ্মা মন্ত্ৰধ্বং পুত্রকাঃ ! কথম্ ॥৭॥

চিন্তয়ান্না বিমোক্ষং বো নাধিগচ্ছামি কিঞ্চন ।

ছাদয়িষ্যামি বো গাত্রৈঃ করিষ্যে মরণং সহ ॥৮॥

জরিতারৌ কুলং হেতজ্জ্যেষ্ঠ্যেহন প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সারিসৃকঃ প্রজায়েত পিতৃণাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ত্রাসয়ম্ভিতি । লেলিহানঃ পুনঃ পুনর্লিহন্থ গ্রসন । সরণে গমনে ॥৫॥

আদায়েতি । তরিতুম্ এতদ্বনমতিক্রমিতুম্ । দূয়তীব উপায়াভাবাধিদীর্ঘাত ইব ॥৬॥

তর্হি যং কক্ষিদেকমাদায় গচ্ছেত্যাহ কমতি । জহ্মাং ত্যজ্যেযম্ । কিং কার্য্যং কৃহ্মা, মে কৃতং সাধু করণং হু শ্রাৎ । হে পুত্রকাঃ ! যুযং বা কথং কিং মন্ত্ৰধ্বম্ ॥৭॥

চিন্তয়ানেতি । বিমোক্ষং বিমোক্ষোপায়ম্, বো যুগ্মাকম্ । বো যুগ্মান্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । পরায়ণং ত্রাতারম্ ॥১॥ নিশম্য আলোচ্য ॥২॥ কক্ষং বনম্ ॥৩॥ কর্ষন্তি পীড়য়ন্তি, অবর্হা অজাতপক্ষাঃ, পরায়ণাত্মাতারঃ ॥৪॥ সরণে গমনে ॥৫॥ তরিতুং বনং লজ্জিতম্, “নিঃসারয়িতুমন্ততঃ” ইতি পাঠে, অন্ততো নিরয়িদেধে ॥৬॥ কিং যিতি । কিং

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত প্রাণীকেই উদ্বিগ্ন করিয়া বৃক্ষ সকল গ্রাস করিতে করিতে এদিকেই আসিতেছে ; অথচ আমার পুত্র কয়টির এখনও পাখা উঠে নাই, সুতরাং উহারা নিজেরা চলিয়া যাইতে পারিবে না ॥৫॥

আমিও নিজে উহাদের সকলকে লইয়া এই বন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না, কিংবা ত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিব না । অতএব আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥৬॥

তা’র পর, আমি কোন্ পুত্রটিকেই বা ত্যাগ করিয়া যাইব, কোন্ পুত্রটীকেই বা লইয়া যাইব এবং কি করিলেই বা আমার ভাল করা হইবে (তাহা বুঝিতেছি না) । পুত্রগণ ! তোমরাই বা কি ভাল মনে কর ? ॥৭॥

আমি ত চিন্তা করিয়াও তোমাদের কোন মুক্তির উপায় পাইতেছি না । সুতরাং আমি আপন অঙ্গে তোমাদিগকে আবৃত করিব, তাহার পর এক সঙ্গে মরিব ॥৮॥

স্তম্বমিত্রস্তপঃ কুৰ্যাদ্ভ্রোণো ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা প্রযযৌ পিতা বো নিম্বগ্নঃ পুরা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

কম্পাদায় শক্যেয়ং তৰ্ত্তুং কষ্টাপদুতমা ।

কিম্ব কুত্বা কৃতং কার্য্যং ভবেদিতি চ বিহ্বলা ।

নাপশ্যৎ স্বধিয়া মোক্ষং স্বস্বতানাং তদালয়াৎ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ক্রবাণাং শার্ঙ্গ্যন্তে প্রত্যাচুরথ মাতরম্ ।

স্নেহমুৎসজ্য মাতস্তং পত যত্র ন হব্যবাট্ ॥১২॥

অস্মাস্বিহ বিনষ্টেষু ভবিতারঃ স্ততাস্তব ।

ত্বয়ি মাতর্বিনষ্টায়াং ন নঃ স্মাৎ কুলসন্ততিঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারাবিতি । জরিতারি-সারিস্বক-স্তম্বমিত্র-ভ্রোণাখ্যাস্তদ্বারন্তে শার্ঙ্গকাঃ । কুল-বর্ধনঃ প্রজায়েত ভবেৎ । ব্রহ্মবিদাং বরো ভবেৎ । বো যুগ্মকম্ । নিম্বগ্নো নির্দয়ঃ ॥১০॥

কমিতি । কম্পায়ম্ । কষ্টা কষ্টদায়িনী, উত্তমা প্রধানা, ইয়মাপৎ, তৰ্ত্তুং শক্যা । কিং কার্য্যং কুত্বা, কার্য্যং কর্তব্যং কৃতং ভবেৎ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

এবমিতি । যত্র হব্যবাট্, অগ্নিনিষ্ঠি, তত্র পত গচ্ছ ॥১২॥

অস্মাস্বিতি । নঃ অস্মাকম্, কুলস্ত সন্ততিরবিচ্ছেদঃ । অস্মাকং বিনাশসম্ভবাৎ ॥১৩॥

‘জ্যেষ্ঠ বলিয়া জরিতারির উপরে আমার বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সারিস্বক পৈতৃককুলবর্ধক হইবে, স্তম্বমিত্র তপশ্যা করিবে এবং ভ্রোণ ব্রহ্মজ্ঞজ্যেষ্ঠ হইবে’ এই কথা বলিয়া তোমাদের নির্দয় পিতা চলিয়া গিয়াছেন ॥১০-১০॥

আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রেশদায়িনী এই গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং কি করিলেই বা কর্তব্য করা হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া জরিতা আকুল হইয়া আপন বুদ্ধিতে সে স্থান হইতে পুত্রদিগের মুক্তির কোন উপায় দেখিল না ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মাতা জরিতা এইরূপ বলিতে লাগিলে, পুত্রগণ তাহাকে বলিল—‘মা । আপনি স্নেহ ত্যাগ করিয়া যেখানে অগ্নি নাই সেই খানে যান ॥১২॥

কারণ, আমরা এখানে বিনষ্ট হইলেও আপনার অপর পুত্র হইতে পারিবে, কিন্তু মা । আপনি বিনষ্ট হইলে, আমাদের বংশ না থাকিতেও পারে ॥১৩॥

অম্ববেক্ষ্যৈতদুভয়ং ক্ষেমং শ্রাদ্ধং কুলস্ত নঃ ।
 তদ্বৈ কর্ত্ত্বং পরঃ কালো মাতরেণ ভবেত্তব ॥১৪॥
 মা ত্বং সর্ববিনাশায় স্নেহং কার্ষীঃ স্তুতে পুনঃ ।
 নহীদং কৰ্ম্ম মোঘং শ্রাল্লোককামস্ত নঃ পিতুঃ ॥১৫॥

জরিতোবাচ ।

ইদমাখৌবিলং ভূমৌ বৃক্ষশ্রাস্ত্র সমীপতঃ ।
 তদাবিশম্বং সুরিতা বহ্নেরত্র ন বো ভয়ম্ ॥১৬॥
 ততোহহং পাংশুনা ছিদ্ৰমপিধাশ্রামি পুত্রকাঃ । ।
 এবং প্রতিকৃতং মন্ত্রে জ্বলতঃ কৃষ্ণবস্ত্রনঃ ॥১৭॥
 তত এশ্বাম্যতীতেহমৌ বিহস্তুং পাংশুসঞ্চয়ম্ ।
 রোচতামেষ বো বাদৌ মোক্ষার্থঞ্চ হতাশনাং ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অধিতি । অম্ববেক্ষ্য পর্য্যালোচ্য । পর উত্তমঃ ॥১৪॥
 মেতি । ইদমশ্রুত্বপাদনরূপম্ । মোঘং ব্যর্থম্ । লোককামস্ত লোকাখ্যবর্ণগেচ্ছাঃ ॥১৫॥
 ইদমিতি । আখৌম্বিকস্ত, বিলং গৰ্ভঃ । বো যুযাকম্ ॥১৬॥
 তত ইতি । ছিদ্ৰং ছিদ্ৰমুখম্, অপিধাশ্রামি আবরিষ্টামি । কৃষ্ণবস্ত্রনোহগ্নেঃ ॥১৭॥
 তত ইতি । বিহস্তুম্ অপসারয়িতুম্ । এষ বাদৌ মম বাক্যম্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষা কৃতকৃত্য। শ্রামিত্যর্থঃ ॥১৭—৮॥ প্রজায়তে প্রজারূপেণোৎপত্তেত ॥২—১০॥ গন্তুং
 লজ্জিতম্ ॥১১॥ পত গচ্ছ ॥১২—১৪॥ নোহস্বাকম্, সর্ববিনাশায় সর্বেষাং বিনাশায়, স্তুতেম্
 মা । এই দুই দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে আমাদের বংশের মঙ্গল
 হয়, তাহা করিবার পক্ষে আপনার এ-ই উত্তম সময় ॥১৪॥

আপনি সর্বনাশের জন্য পুত্রের উপরে স্নেহ করিবেন না; আমাদের
 স্বর্গকামী পিতার এই পুত্রোৎপাদনকার্য্য কখনও ব্যর্থ হইবে না ॥১৫॥

জরিতা বলিল—‘পুত্রগণ । এই গাছের নিকটে মাটিতে একটা ইচ্ছুরের গৰ্ভ
 আছে; তোমরা উহার ভিতরে সন্ধ্য প্রবেশ কর; তাহা হইলে আর তোমাদের
 আগুনের ভয় হইবে না ॥১৬॥

কেন না, তোমরা প্রবেশ করিলে পর আমি মাটি দিয়া উহার মুখ
 আবৃত করিয়া ফেলিব । এইরূপ করিলেই প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতীকার হইবে
 ইহা আমি মনে করি ॥১৭॥

তার পর আগুন চলিয়া গেলে ঐ মাটি সরাইয়া ফেলিবার জন্য আমি

শাক্ৰ'কা উচুঃ ।

অবহীন্ মাংসভূতান্ নঃ ক্ৰব্যাদাখুৰ্বিনাশয়েৎ ।

পশুমানা ভয়মিদং প্রবেষ্টুং নাত্র শক্লুমঃ ॥১৯॥

কথমগ্নিন নো ধক্ষ্যেৎ কথমাখুৰ্ন নাশয়েৎ ।

কথং ন স্মাৎ পিতা মোঘঃ কথং মাতা ধ্রিয়েত নঃ ॥২০॥

বিল আখৌৰ্বিনাশঃ স্মাদয়েরাকাশচারিণঃ ।

অম্ববেক্ষ্যেতভূভয়ং শ্ৰেয়ান্ দাহো ন ভক্ষণম্ ॥২১॥

গর্হিতং মরণং নঃ স্মাদাখুনা ভক্ষিতে কিল ।

শিক্ষাদিক্ষঃ পরিত্যাগঃ শরীরস্থ হতাশনাৎ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি ময়-
দর্শনে জরিতাবিলাপে ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবহীনানি । অবহীন্ অমুৎপন্নপুচ্ছান্ । ক্ৰব্যাং মাংসভোজী, আখুম্বিকঃ ॥১৯॥

কথমিতি । মোঘো ব্যর্থসন্তানোৎপাদনঃ । ধ্রিয়েত জীবদিত্যর্থঃ ॥২০॥

বিল ইতি । বিলে স্থিতৌ আখোঃ, উপরিস্থিতৌ অগ্নেরিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

গর্হিতমিতি । শিষ্টাংশিষ্টাং দেবকেনোৎকৃষ্টাদিত্যর্থঃ, ইষ্টঃ অভিলষিতঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ময়দর্শনে ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

আবার আসিব । অগ্নি হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আমার এই কথায় তোমরা
সম্মত হও' ॥১৮॥

শাক্ৰ'কগণ বলিল—‘মা । আমাদের পাখা হয় নাই ; সুতরাং আমরা
এখনও মাংসপিণ্ডমাত্র ; এ অবস্থায় মাংসভোজী ইহুঁর আমাদিগকে নষ্ট করিবে ;
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা এ গর্ভে প্রবেশ করিতে পারিব না ॥১৯॥

উপরে থাকিলে অগ্নি আমাদিগকে কেন দক্ষ করিবে না, আবার গর্ভে
প্রবেশ করিলে ইহুঁরই বা কেন খাইবে না । হুই প্রকারেই পিতার চেষ্টা কেন
ব্যর্থ হইবে না, মাতা বা কি করিয়া বাঁচিবেন ॥২০॥

গর্ভে ইহুঁর হইতে মৃত্যু এবং উপরে আকাশচারী অগ্নি হইতে মৃত্যু ; এই
দুই পক্ষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—আমাদের দক্ষ হওয়াই ভাল, কিন্তু
ভক্ষিত হওয়া নহে ॥২১॥

* ‘...অষ্টাবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...ত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...ত্রয়স্বিংশদধিকঃ...’ ‘...ষট্‌পঞ্চাশ-
দধিকঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

চতুর্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

জরিতোবাচ ।

অস্মাদ্বিলাম্পিতিতমাখুং শ্চেনো জহার তম্ ।

কুদ্ৰং পন্ত্যাং গৃহীত্বা চ যাতো নাত্র ভয়ং হি বঃ ॥১॥

শাক্ষ'কা উচুঃ ।

ন হতং তং বয়ং বিদ্যাং শ্চেনেনাখুং কথঞ্চন ।

অন্তোহপি ভবিতারোহত্র তেভ্যোহপি ভয়মেব নঃ ॥২॥

সংশয়ো বহিরাগচ্ছেদদৃকং বায়োনিবর্তনম্ ।

মৃত্যুর্নো বিলবাসিভ্যো বিলে স্মাত্বা সংশয়ঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্মাদিতি । নিস্পতিতং নির্গতম্, আখুং মুষিকম্, শ্চেনো হিংস্রঃ পক্ষী ॥১॥

নেতি । অন্তোহপি আখবঃ, ভবিতারঃ স্বাতারঃ, অত্র বিলে ॥২॥

সংশয় ইতি । অত্র বহিরাগচ্ছেদিত্যর্থো সংশয়ঃ । যেন হি এতদ্বিগ্গামিনো বায়োনিব-
র্তনং পরিবর্তনং দৃষ্টম্ । বিলবাসিভ্যো জঙ্ঘন্তরেভ্যঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

স্নেহং মা কার্ষীরিতি সম্বন্ধঃ ॥১৫—১৭॥ বিহন্তঃ দুরীকর্তৃম্, বাদো বচনম্ ॥১৮॥ কব্যাধাখুঃ
মাংসাদ উন্মুকঃ, পন্ত্যানাঃ পন্ত্যন্তঃ ॥১৯॥ মোঘো নিফলাপত্যোৎপত্তিঃ, ত্রিয়েত জীবেত
॥২০—২১॥ শিষ্টাদিষ্টঃ শিষ্টৈরাদিষ্টঃ ॥২২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

—:~:—

কেন না, ইচ্ছুরে খাইলে আমাদের মৃত্যুটা গর্হিত হইবে । সুতরাং উৎকৃষ্ট
অগ্নি হইতে মৃত্যুই আমাদের অভীষ্ট ॥২২॥

—:~:~:~:—

জরিতা বলিল—‘সেই কুদ্ৰ ইচ্ছুরটা যখন এই গর্ত হইতে নির্গত হইয়াছিল,
তখন একটা শ্চেনপাক্ষী পা ছু'খানা দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া
গিয়াছে । সুতরাং এ গর্তে তোমাদের কোন ভয় নাই’ ॥১॥

শাক্ষ'কগণ বলিল—‘শ্চেনপক্ষী কখনও সে ইচ্ছুরটাকে নিয়া যায় নাই,
ইহা আমরা জানি । তা'র পর, এই গর্তে অত্র ইচ্ছুরও ত থাকিতে পারে ।
সুতরাং তাহা হইতে আমাদের ভয় ত হইবেই ॥২॥

তা'র পর, এদিকে আগুন আসিবে কি না সন্দেহ ; কারণ, বায়ু কিরিয়া

নিঃসংশয়াং সংশয়িতো মৃত্যুর্মাতর্বিশিষ্টতে ।

চর খে ত্বং যথাত্মায়ং পুত্রানাপ্যসি শোভনান্ ॥৪॥

জরিতোবাচ ।

অহং বেগেন তং যাস্তুমদ্রাক্ষং পততাং বরম্ ।

বিলাদাখুং সমাদায় শ্চেনং পুত্রা মহাবলম্ ॥৫॥

তং পতন্তুং মহাবেগাদ্বরিতা পৃষ্ঠতোহম্বগাম্ ।

আশিষোহস্তু প্রযুজ্জানা হরতো মুখিকং বিলাৎ ॥৬॥

যো নো দ্বেষ্টারমাদায় শ্চেনরাজ ! প্রধাবসি ।

ভব ত্বং দিবমাস্থায় নিরমিত্রো হিরণ্ময়ঃ ॥৭॥

স যদা ভক্ষিতস্তেন শ্চেনেনাখুং পতত্রিণা ।

তদাহং তমুজ্জাপ্য প্রত্যাপায়াং পুনর্গৃহম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি । নিঃসংশয়াৎ তাতঃ । বিশিষ্টতে প্রেষয়েন মত্ৰতে । খে আকাশে ॥৪॥

অহমিতি । পততাং পক্ষিণাম্ । হে পুত্রাঃ ! ॥৫॥

তমিতি । তং শ্চেনম্, পতন্তুং গচ্ছন্তম্ । প্রযুজ্জানা, শক্রনাশকবাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

আশীঃপ্রকারমাহ য ইতি । নিরমিত্রঃ শক্রশূত্রঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়দেহঃ ॥৭॥

স ইতি । অলুজ্জাপ্য গমনালুজ্জাং কাব্যিষ্য । প্রত্যাপায়াং প্রত্যাগচ্ছম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্বাদিতি ॥১—২॥ বহিরাগচ্ছেদিত্যত্র সংশয়ঃ যতো বায়োঃ সকাশাধেহ্নিবর্তনং
গিয়াছে । কিন্তু গর্ভে প্রবেশ করিলে, গর্ভবাসী জন্তু হইতে যে আমাদের
মৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

অতএব মা । নিশ্চিত মৃত্যু হইতে সন্দিদ্ধ মৃত্যু ভাল । সুতরাং আপনি
যথানিয়মে আকাশে চলিয়া যান ; আবার সুন্দর পুত্র পাইবেন' ॥৪॥

জরিতা বলিল—‘পুত্রগণ । পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল শ্চেনপক্ষী গর্ভ হইতে সেই
ইচ্ছরটাকে লইয়া যে বেগে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি ॥৫॥

সে যখন গর্ভ হইতে ইচ্ছরটাকে লইয়া মহাবেগে যাইতেছিল, তখন আমি
তাহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে গিয়াছিলাম ॥৬॥

শ্চেনরাজ । যে তুমি আমাদের শক্রকে লইয়া চলিয়াছ, সেই তুমি স্বর্গে
যাইয়া শক্রশূত্র এবং স্বর্ণময়দেহ হইও ॥৭॥

তা'র পর যখন সেই শ্চেনপক্ষী সেই ইচ্ছরটাকে ভক্ষণ করিল, তখন আমি
তাহার অনুমতি লইয়া পুনরায় গৃহে আসিলাম ॥৮॥

প্রবিশধ্বং বিলং পুত্রাঃ ! বিশ্বক্কা নাস্তি বো ভয়ম্ ।

শ্চেনেন মম পশ্চন্ত্যা হত আধুম'হাঙ্গনা ॥৯॥

শাঙ্গ'কা উচুঃ ।

ন বিদ্যহে হতং মাতঃ ! শ্চেনেনাখুং কথঞ্চন ।

অবিজ্ঞায় ন শক্যামঃ প্রবেষ্টুং বিবরং ভুবঃ ॥১০॥

জরিতোবাচ ।

অহং তমভিজ্ঞানামি হতং শ্চেনেন মুষিকম্ ।

নাস্তি বোহত্র ভয়ং পুত্রাঃ ! ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১১॥

শাঙ্গ'কা উচুঃ ।

ন ত্বং মিথ্যোপচারেণ মোক্ষয়েথা ভয়াক্শি নঃ ।

সমাকুলেষু জ্ঞানেষু ন বুদ্ধিকৃতমেব তৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশধ্বং বিলং বিলভাঃ সন্তঃ । আধুম'বিকঃ ॥৯॥

নেতি । ন বিদ্যহে বয়ং ন জানীমঃ । অবিজ্ঞায় স্বয়মিতি ভাবঃ ॥১০॥

অহমিতি । বচনং বচনানুসারেণ কার্যম্ ॥১১॥

নেতি । হে মাতঃ ! ত্বম্, মিথ্যোপচারেণ মিথ্যোপস্তাসেন, নোহস্মান্, ভয়াং, ন মোক্ষ-
য়েথা মোচয়িতুং প্রবর্তেথাঃ । এতদ্বিষয়কেষু জ্ঞানেষু, সমাকুলেষু সন্দেহেন বিহ্বলেষু সংস্র,
তদ্বিলপ্রবেশনম্, অস্বাকং বুদ্ধ্যা কৃতং নৈব উচিতমিতি শেষঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টম্ ॥৩—৬॥ দিবমান্থায় নিরমিত্রো নিঃশত্রুর্ভব অক্ষয়ঃ স্বর্গন্তেহুত্তিতি ভাবঃ । হিরণ্যয়ো
দিব্যাদেহঃ ॥৭॥ প্রত্যাগাম্যং প্রত্যাগতবতামি ॥৮—১১॥ ন স্বমিতি । অস্মাংস্ত্যক্তা গন্ত-
মিচ্ছন্ত্যন্তব মিথ্যৈব অয়মুপচারো ন বাস্তব ইতি ভাবঃ । সমাকুলেষু সন্দেহেষু জ্ঞানেষু
জ্ঞাতব্যকার্যেষু তৎ বিলপ্রবেশনম্, বুদ্ধিকৃতং বুদ্ধিমদাচরিতং নৈব, বিলে শত্রুসন্তাবশক্যাং

অতএব পুত্রগণ ! তোমরা বিশ্বস্ত হইয়া গর্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন
ভয় নাই । কারণ, আমার সাক্ষাতেই শ্চেনপক্ষী ইঁদুরটাকে লইয়া গিয়াছিল ॥৯॥

শাঙ্গ'কগণ বলিল—‘মা । আমরা নিজেরা জানি না যে, কখনও শ্চেনপক্ষী
ইঁদুরকে নিয়াছে । সুতরাং নিজেরা না জানিয়া আমরা গর্তে প্রবেশ করিতে
পারি না ॥১০॥

জরিতা বলিল, ‘আমি জানি যে, শ্চেনপক্ষী ইঁদুরটাকে নিয়াছে । সুতরাং পুত্র-
গণ ! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা আমার বাক্যানুসারে কার্য কর’ ॥১১॥

শাঙ্গ'কগণ বলিল—‘মা । আপনি মিথ্যা বলিয়া আমাদেরকে ভয় হইতে
মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না । ও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকায় ইচ্ছা-
পূর্বক গর্তে প্রবেশ করা আমাদের উচিত নহে ॥১২॥

ন চোপকৃতমস্মাভিন্ চাস্মান্ বেথ যে বয়ম্ ।

পীড্যমানা বিভধ্যস্মান্ কা সতী কে বয়ং তব ॥১৩॥

তরুণী দৰ্শনীয়াসি সমৰ্থা ভৰ্ত্তুরেষণে ।

অনুগচ্ছ পতিং মাতঃ ! পুত্রানাপ্যসি শোভনান্ ॥১৪॥

বয়মগ্নিং সমাবিশ্চ লোকানাপ্যাম শোভনান্ ।

অথাস্মান্ দহেদগ্নিরায়াস্বং পুনরেব নঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা ততঃ শার্ঙ্গী পুত্রানুৎসজ্য খাণ্ডবে ।

জগাম ত্বরিতা দেশং ক্ষেমমগ্নেরনাময়ম্ ॥১৬॥

ততস্তীক্ষ্ণার্চ্চিরভ্যাগাদ্বরিতো হব্যবাহনঃ ।

যত্র শার্ঙ্গা বভূবুস্তে মন্দপালস্ত পুত্রকাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । কিঞ্চ, অস্মাভিগুব ন কিঞ্চিদুপকৃতম্, শিশুত্বাৎ ; স্বক্ বয়ং যে, তানস্মান্ ন বেথ জানাসি । মহর্ষিপুত্রা বয়ম্ অগ্নিনা ন দাশা এবতি ভাবঃ । পীড্যমানা আহাৰ্য্যাদানাদিনা ক্লিষ্টমানা জন্ম, অস্মান্ বিভধি ; অথ চ সতী স্বম্ অস্মাকং কা, বয়ঞ্চ তব কে । ক্ষণ-ভঙ্গুরত্বাচ্ছ এবাং জননীপুত্রত্বাদিসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

তরুণীতি । দৰ্শনীয়া সুল্লরী । এষণে অেষেষণে । অনুগচ্ছ অগ্নিচ্ছ ॥১৪॥

বয়মিতি । অথ পক্ষান্তরে । আয়া আগচ্ছেঃ । নঃ অস্মাকং সমীপে ॥১৫॥

এবমিতি । অগ্নেরনাময়ম্ অগ্নেরূপত্ববহিতম্, অতএব ক্ষেমং মঙ্গলম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

সত্যং বলাৎ তত্র প্রবেশো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥১২॥ ন চেতি । অস্মান্ অগ্নে বোপকর্তৃনু ভূতভাব্যুপকারশূন্যান্ কিমিতি বিভধি, বয়ং তব কে ন কেহপীত্যর্থঃ, স্বং বা সতী অস্মাকং কা ন কাপি মাতৃসম্বন্ধস্ত ভ্রান্তিকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৩—১৪॥ আয়াঃ আগচ্ছেঃ, নোহস্মান্

আমরা আপনার কোন উপকার করি নাই ; তাঁর পর আমরা যাহারা, তাহাও আপনি জানেন না ; অথচ আপনি হৃৎক-কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে পালন করিতেছেন । কিন্তু আপনিই বা আমাদের কে এবং আমরাই বা আপনার কে ? ॥১৩॥

মা । আপনি যুবতি এবং সুল্লরী ; সুতরাং পতির অেষেষণে সমৰ্থ ।

অতএব আপনি সেই পতির অেষেষণ করুন, আবার সুল্লর পুত্র পাইবেন ॥১৪॥

আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মনোহর স্বৰ্গ লাভ করিব ; অথবা অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ না করিলে, আপনি আবার আমাদের নিকট আসিবেন ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শার্ঙ্গকগণ এইরূপ বলিলে, জ্বরিতা পুত্রগণকে খাণ্ডব-বনে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নির উৎপাতশূন্য মঙ্গলময় স্থানে সঙ্ঘর চলিয়া গেল ॥১৬॥

ততস্তং জ্বলিতং দৃষ্ট্ৱা জ্বলনং তে বিহঙ্গমাঃ ।

জরিতারিস্ততো বাক্যং শ্রাবয়ামাস পাবকম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ময়-
দর্শনে শার্ঙ্গকোপাখ্যানে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

জরিতারিরূবাচ ।

পূরতঃ কৃচ্ছ্রকালস্ত্র ধীমান্ জাগৰ্ভি পুরুষঃ ।

স কৃচ্ছ্রকালং সম্প্রাপ্য ব্যথাং নৈবেতি কহিচিৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হব্যবাহনোহগ্নিঃ । বভূবুর্জিত অস্তে প্রয়োগঃ ॥১৭॥

তত ইতি । জ্বলনমগ্নিম্ । তে বিহঙ্গমাঃ শার্ঙ্গকা ভীতা ইতি শেষঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাপ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

পূরত ইতি । ধীমান্ পুরুষো জ্ঞানী জনঃ, কৃচ্ছ্রকালস্ত্র আগমিত্যতঃ কষ্টকালস্ত্র, পূরতঃ পূৰ্ণমেব, জাগৰ্ভি ততঃ স্বমোচনায় সতর্কো ভবতি । অতোহন্যভিরপি অগ্ন্যাগমাৎ পূৰ্ণমেব সতর্কৈর্ভবিতব্যমিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১৫—১৬॥ তত ইতি । অগ্নিদাহাৎ প্রাগেব তক্ষকবৎ জরিতাপি গতা, অতো দাহাৎ যড়ৈব মুক্তা ইতি পূর্বোক্তমবিরুদ্ধম্ ॥১৭—১৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

—:—

তাহার পর, তীক্ষ্ণশিখাশালী অগ্নি সত্ত্বরই সেই দিকে আসিয়া পড়িল, যে
খানে সেই মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকগণ রহিয়াছিল ॥১৭॥

তদনন্তর সেই শার্ঙ্গকগণ প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখিয়া অত্যন্তভীত হইল,
তখন জরিতারি অগ্নিকে এইরূপ বাক্য শুনাইতে লাগিল ॥১৮॥

—:—

জরিতারি বলিল—‘বুজিমান্ লোক কষ্টের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই
সতর্ক হয় । সুতরাং সে, কখনও কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে দুঃখ পায় না ॥১॥

* ‘...উনত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...একত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...চতুত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...সপ্তপঞ্চাশ-
দধিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

যন্ত কৃচ্ছ মনুপ্রাপ্তং বিচেতা নাববুধ্যতে ।

স কৃচ্ছকালে ব্যথিতো ন শ্রেয়ো বিন্দতে মহৎ ॥২॥

সারিস্বক্ উবাচ ।

ধীরস্তুমসি মেধাবী প্রাণকৃচ্ছমিদঞ্চ নঃ ।

প্রাজ্ঞঃ শূরো বহুনাং হি ভবত্যেকো ন সংশয়ঃ ॥৩॥

স্তম্বমিত্র উবাচ ।

জ্যেষ্ঠস্ত্রাতা ভবতি বৈ জ্যেষ্ঠো মুঞ্চতি কৃচ্ছ তঃ ।

জ্যেষ্ঠশ্চেন্ন প্রজান্নাতি কনীয়ান্ কিং করিস্মতি ॥৪॥

দ্রোণ উবাচ ।

হিরণ্যরেতাস্থরিতো জ্বলন্ময়াতি নঃ ক্ষয়ম্ ।

সগুজিহ্বাননঃ ক্রুরো লেলিহানো বিসর্পতি ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । বিচেতা মন্দবুদ্ধিঃ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, বিন্দতে লভতে ॥২॥

ধীর ইতি । বহুনাং মধ্যে এক এব জনঃ, প্রাজ্ঞঃ শূরশ্চ ভবতি । অস্বাকং চতুর্গাং মধ্যে তথৈব অমিত্যস্বাং প্রাণকৃচ্ছাদিস্বাস্থকরেত্যাশয়ঃ ॥৩॥

জ্যেষ্ঠ ইতি । ত্রাতা রক্ষকঃ । মুঞ্চতি মোচয়তি । প্রজান্নাতি বিপন্নিবৃত্ত্যুপায়ম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্র সংসারাটব্যং মহামোহানলব্যাপ্তায়াং মাতাপি ন ত্রাতুং সমর্থ, কিন্তু সর্বের স্বার্থ-কামা এবেতি সংসৃত্য ত্রিষ্টিত্ব এব সর্বাস্ত্রাতুং সমর্থ ইতি অশ্বিন্নধ্যায়ে সূচ্যতে, কথাপক্ষে তু স্পষ্ট এবার্থঃ । তত্র জরিতারিনাশিতকামাদিশক্রগণ আহ—পুরত ইতি । মরণাৎ প্রাগেব জ্ঞানার্থং যত্নতবাম্, ততশ্চ মরণব্যথাং জ্ঞানী ন প্রাপ্নোতি, “ন তস্ত প্রাণা উৎ-ক্রামন্ত্যত্বেব সমবনীয়ন্ত” ইতি শ্রুতেরিতি আশ্বল্লোকতত্ত্বম্ । কৃচ্ছকালো মরণকালঃ, ব্যথাং প্রাগেৎক্রমণপীড়াম্ ॥১॥ এতদেব ব্যতিরেকমুখেনাহ—যথিতি । বিচেতাঃ অজিত-চিন্তঃ, ব্যথিতো দেহান্তরে নিপাত্য কৰ্ম্মণা বশীকৃতঃ, মহৎ শ্রেয়ো মোক্ষম্ ॥২॥ উক্তব্যথা-নাশঃ সংসর্গাদেব ভবতি ইত্যদ্যব্যতিরেকাত্যামাহ দ্বাত্যাম্—ধীর ইতি । ধীরো ধ্যানবান্,

আর, যে অল্পবুদ্ধি লোক বিপদ আসিবার পূর্বে তাহা বুঝিতে পারে না, সে, সে বিপদের সময়ে ছুঃখভোগ করে এবং বিশেষ মঙ্গললাভ করিতে পারে না” ॥২॥

সারিস্বক্ বলিল—‘আপনি বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ; এদিকে আমাদেরও এই প্রাণের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । বহুলোকের মধ্যে একটীমাত্র লোকই বুদ্ধিমান ও বীর হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই’ ॥৩॥

স্তম্বমিত্র বলিল—‘জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠদিগের রক্ষক হইয়া থাকেন এবং জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন । সুতরাং জ্যেষ্ঠ যদি বিপদ নিবা-রণের উপায় না জানেন, তবে কনিষ্ঠ কি করিবে’ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সম্ভাষ্য তেহনোক্তং মন্দপালশ্চ পুত্রকাঃ ।

তুষ্ঠবুঃ প্রয়তা ভূত্বা যথাগিং শৃণু পার্থিব ! ॥৬॥

জরিতারিরুবাচ ।

আত্মাসি বায়োজ্জ্বলন ! শরীরমসি বীরুধাম্ ।

যোনিরাপশ্চ তে শুক্রং যোনিম্ভুমসি চান্ডসঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

হিরণ্যোতি । হিরণ্যরেতা অগ্নিঃ । ক্ষয়ং গৃহম্ । লেলিহানো গ্রসন্ ॥৫॥

এবমিতি । সম্ভাষ্য আলপ্য । প্রয়তাঃ সংযতচিত্তাঃ । তথা শ্রুতিভ্যর্থঃ ॥৬॥

অথ “তস্মাৎ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্বৃতঃ, আকাশাধায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অস্ত্যঃ পৃথিবী” ইতি হুত্বাত্মরূপেণ প্রথমমগ্নিং স্তোতি আশ্রোতি । হে জলন ! অগ্নে ! ত্বং বায়োরাত্মা আত্মজোহসি । বীরুধাম্ উজ্জ্বলৌষধীনাম্, শরীরমসি, অস্ত্যথোজ্জ্বলত্বানুপ-
পত্তেরিতি ভাবঃ । যোনিঃ পৃথিব্যাঃ কারণীভূতাঃ, আপো জলক, তে তব, শুক্রং বীৰ্য্যম্, অতএব ত্বম্, অস্ত্যসো জলশ্চ, যোনিঃ কারণমসি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মেধাবী উহাপোহকুশলঃ অতন্তমেব অস্মান্ পাহীতি ভাবঃ ॥৩॥ হৃদমুগ্রহং বিনা নাশ্চি-
তরণোপায় ইত্যাহ জ্যেষ্ঠ ইতি ॥৪॥ দ্রোণবাক্যে ক্ষয়ং গৃহম্, অধ্যাত্মত্ব—হরতীতি হিরণ্যং
বিষয়বাসনা সৈব রেতো বীজং যন্ত স মোহো মরণকালিকঃ ক্ষয়ং দেহং হেমবেতি । সপ্ত-
জিহ্বাঃ—“কালী মনোজবা ধৃত্বা করালী লোহিতা তথা । ক্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বকটিঃ সপ্তজিহ্বা
বিভাবসোঃ ॥” পক্ষে পক্ষেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনসী চ তদযুক্তম্ আননং মুখং ভোগসাধনং যন্ত সঃ ।
লেলিহানো গ্রসিগ্ধন, বিসর্পতি ব্যাপ্নোতি, অতঃ স্বমোক্ষায় স্বয়মেব যতিতব্যমিতি ভাবঃ
॥৫—৬॥ এবমধিকারিণমুখ্যাপ্য অগ্নিস্ত্বতিব্যাজেন তত্ত্বমুপদিশতি “ব্রহ্মৈতদ্ব্যাকৃতং স্বয়া”
ইতু্যপসংহারেঃপরিবাক্যং, তত্র মুখ্যব্রহ্মবিজ্ঞাদিকারার্থং সমষ্ট্যুপাসনাং জরিতারিরাহ—
আত্মানীতি স্বাভ্যাম্ । বায়োঃ হুত্বাত্মনঃ “বায়ুর্বে গৌতম ! তৎশুক্রং বায়ুরেব ব্যাপ্তির্বাযুঃ
সমষ্টিঃ” ইতি শ্রুতেঃ । আত্মাসি আত্মস্বরূপমসি, শরীরমসি বীরুধামিতি বিরোড়াত্মকমুক্তম্ ।
বীরুধাং যোনিঃ পৃথ্বী আপশ্চ তে তব শুক্রং বীজং তদুৎপন্নম্ । “অগ্নেরাপঃ অস্ত্যঃ পৃথিবী”
ইতি চ শ্রুতেঃ । আপশ্চ শুক্রমিত্যন্ত ব্যাখ্যা যোনিম্ভুমসি চান্ডস ইতি । যদা বায়োরাত্মা
অন্তরীক্ষং মরীচিশক্তিতম্, বীরুধাং যোনিঃ পৃথ্বী মরশক্তিতা “যৎ পৃথিব্যা অধস্তাৎ তদাপো
যৎ দিব উপরিষ্ঠাৎ তদন্তঃ” তথাচ লোকশৃষ্টিকল্পা ভবতি । “অদোহন্তঃ পরেণ দিবং ষ্ঠোঃ

দ্রোণ বলিল—প্রজ্জলিত অগ্নি সম্বরআমাদের বাসস্থানের দিকে আসিতেছে
এবং সপ্তজিহ্ব ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ঐ অগ্নি গ্রাস করিতে করিতে বিস্তৃত হইতেছে’ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ । সেই মন্দপালের পুত্রগণ পরস্পর এই-
রূপ আলোচন করিয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, যে ভাবে অগ্নির স্তব করিল, তাহা
শুন— ॥৬॥

উৰ্দ্ধকাংশচ সৰ্পস্তি পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতন্তথা ।

অচ্চিষন্তে মহাবীৰ্য্য ! রশ্ময়ঃ সবিতুৰ্যথা ॥৮॥

সারিসৃক উবাচ ।

মাতা প্রণষ্টা পিতরং ন বিদ্যঃ পক্ষা জাতা নৈব নো ধূমকেতো ! ।

ন নন্দ্রাতা বিঘতে বৈ হৃদন্তস্তস্মাদস্ম্যাজ্রাহি বালাংস্ত্বময়ে ! ॥৯॥

যদগ্রে ! তে শিবং রূপং যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ ।

তেন নঃ পরিরক্ষ স্বমার্তান্ বৈ শরণৈষিণঃ ॥১০॥

ত্বমৈবৈকন্তপসে জাতবেদো নাশস্তপ্তা বিঘতে গোষু দেব ! ।

ঋষীনস্মান্ বালকান্ পালয়স্ব পরেণাস্মান্ প্রৈহি বৈ হব্যবাহ ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং ব্যষ্টরূপেণ স্তোতি উৰ্দ্ধমিতি । হে মহাবীৰ্য্য ! যথা সবিতুঃ সূর্য্যস্ত রশ্ময়ঃ, তথা তে তব, অচ্চিষঃ শিখাঃ, উৰ্দ্ধম্ অধঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ, সৰ্পস্তি প্রসরস্তি ॥৮॥

ব্যষ্টরূপেণৈব দ্ব্যভ্যাং স্তোতি মাতেতি । প্রণষ্টা অদর্শনং প্রাপ্তা ॥৯॥

যদিতি । হে অগ্রে ! তে তব, যৎ, শিবং মঙ্গলকরং রূপম্, যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ শিখাঃ, ত্বম্, তেন শিবেন রূপেণ হেতিসপ্তকেন চ, আন্তান্ শরণৈষিণশ্চ নঃ অস্মান্ পরিরক্ষ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিষ্ঠান্তরীক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাং তা আপঃ" ইত্যেতরেয়ে শ্রুতী লোকসৃষ্টি-কৃত্য ভবতি । "স ইমান্ লোকানসৃজাতান্তো মরীচিমরমাপ" ইতু্যপক্রম্য অত্র লোকাঅশ্বেন স্ততিঃ ন লোককৰ্ত্ত্ব্যেন ইত্যতঃ সমষ্টুপাসনায়ামেব তাৎপর্য্যম্ ॥৭—৮॥ অত্র অনধিকারী সারিণী স্বকে স্কন্ধিণী গলগভৌ যন্ত সঃ সারিসৃকো বাহুভোগাসক্তো জীবঃ ব্যষ্টরূপমেবাণি প্রার্থয়তে—মাতেতি । প্রনষ্টা অদর্শনং গত ॥৯॥ শিবং শাস্তং লোকহিতক, হেতমো

জরিতারি বলিল—“অগ্নি ! তুমি বায়ুর পুত্র এবং উজ্জল লতার শরীর ; আর পৃথিবীর কারণীভূত জল তোমারই বীৰ্য্য ; সুতরাং তুমি জলের কারণ ॥৭॥

হে মহাবীৰ্য্য ! সূর্য্যের রশ্মির দ্বায় তোমার শিখা সকল উৰ্দ্ধে, নিম্নে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে ॥৮॥

সারিসৃক বলিল—‘হে ধূমকেতু ! হে অগ্নি ! আমাদের মাতা দৃষ্টির অগোচর হইয়া গিয়াছেন, পিতার সংবাদ জানি না এবং এখনও আমাদের পাখা জন্মে নাই, আমরা বালক । সুতরাং তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহই আমাদের রক্ষক নাই ; অতএব তুমিই আমাদের রক্ষা কর ॥৯॥

অগ্নি ! আমরা তোমার উত্তাপে উত্তপ্ত এবং তোমার শরণাগত ; সুতরাং তোমার যে মঙ্গলময় রূপ এবং সাতটি শিখা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ॥১০॥

(১০)....তেন নঃ পরিপাহি স্বমার্তান্ নঃ শরণৈষিণঃ ।

স্তম্বমিত্র উবাচ ।

সৰ্বমগ্নে ! স্বমেবৈকন্তুয়ি সৰ্বমিদং জগৎ ।

ঋং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ঋং বিভর্ষি চ ॥১২॥

ত্বমগ্নির্হব্যবাহন্তুং ত্বমেব পরমং হবিঃ ।

মনীষিণস্ত্বাং জানন্তি বহুধা চৈকধাপি চ ॥১৩॥

সৃষ্টু। লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ ! কালে প্রাপ্তে পচসি পুনঃ সমিদ্ধঃ ।

ঋং সৰ্বস্য ভুবনস্ত প্রসূতিস্ত্বমেবাগ্নে ! ভবসি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পুনরষ্টতষ্টৈতরূপাভ্যাং জ্যোতি স্বমিতি । হে দেব ! জাতো বেদো যস্মাৎ স এক এব
ত্বম্ । “তদেতন্নহতো ভূতস্ত নিখসিতং যদ্বৈদঃ” ইতি শ্রুতে: “একমেবাষ্টিতীয়ম্” ইতি
শ্রুতেশ্চ । তপসে সৰ্ব্বতপস্তায়া উদ্দেশ্যঃ । তথা গোষু পৃথিবীষু, তদন্তঃ, তপ্তা তপস্বী, ন বিভক্তে,
জীবানামপি তবৈব রূপত্বাৎ “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুতে: । হে হব্যবাহ ! ত্বমস্মান্ বালকান্
ঋণীন্ পালয়স্ব ; পরেণ পরমেণ পালকতয়া বহুরূপেণেতার্থঃ, অস্মান্, প্রৈহি প্রাপুহি ॥১১॥

ত্রিভি: পরব্রহ্মরূপেণ জ্যোতি সৰ্বমিতি । হে অগ্নে ! ত্বমেব এক সৰ্বম্, “সৰ্বং খণ্ডিৎ
ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতে: । ইদং সৰ্বং জগৎ ত্বয়ি তিষ্ঠতি, “তস্মিন্নোতঞ্চ” ইত্যাদিশ্রুতে: । অত-
এব ঋং ভূতানি প্রাপিনো ধারয়সি । কিঞ্চ ঋং ভুবনমেব বিভর্ষি ॥১২॥

স্বমিতি । ঋং জ্যৈরোহগ্নিঃ, কিঞ্চ ঋং বাহো হব্যবাহোহগ্নিঃ, সৰ্বাস্বকত্বাৎ ত্বমেব
পরমং হবিঃ । অপি চ মনীষিণো জানিনঃ, ঋং বহুধা জীবরূপেণ, একধা ব্রহ্মরূপেণ চ
জানন্তি, “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুতে: ॥১৩॥

ভারতভাবদীপ:

জালা: পূৰ্ব্বোক্তা: ॥১০॥ গোষু রবিরশ্মিষু । রবিরপি ত্বমেব ইত্যর্থ: । পরেণাস্মান্
অস্মন্তো দূরে প্রৈহি, পরেণ ইতি এনবন্তম্ ॥১১॥ এবং বাষ্ট্যুপাসনাসিদ্ধস্ত সার্বাণ্ড্যোপাসনাং
“সৰ্বং খণ্ডিৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধাং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞাদিরূপাং স্তম্বমিত্রাখ্যা: সৰ্বপ্রাণি-
সমুদায়সখা আহ সৰ্বমিত্যাদিনা, ত্রয়ীদং কনকে কুণ্ডলাদিবৎ ॥১২॥ বহুধা কার্যরূপেণ,
একধা কারণরূপেণ ॥১৩॥ জীন্ লোকানিতি ব্রহ্মাণ্ডোপলক্ষণম্, পচসি সংহরসি, সমিদ্ধ:

দেব ! তোমা হইতে বেদ জন্মিয়াছে এবং একমাত্র তুমিই তপস্তার উদ্দেশ্য ;
আবার পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন অন্য তপস্বী নাই । অগ্নিদেব ! আমরা বালক
ঋষি ; সুতরাং তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর এবং তুমি বহুরূপে আমাদের
আশ্রয় হও’ ॥১১॥

স্তম্বমিত্র বলিল—‘অগ্নি ! এক তুমিই সমস্ত এবং তোমাতেই এই সমস্ত
জগৎ রহিয়াছে । সুতরাং তুমি সমস্ত প্রাণীকে, এমন কি সমস্ত জগৎটাকেই
ধারণ করিতেছ ॥১২॥

দেব ! তুমি ভিতরের ও বাহিরের অগ্নি এবং তুমিই উৎকৃষ্ট হবি ; আর
জ্ঞানীরা এক তোমাকেই বহুরূপে এবং একরূপে জানিয়া থাকেন ॥১৩॥

জ্যোণ উবাচ ।

অমরং প্রাণিভির্ভুক্তম্ অন্তর্ভূতো জগৎপতে ! ।

নিত্যং প্রবুদ্ধঃ পচসি অয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্নেতি । হে হব্যবাহি ! অসিমান্ জীন্ লোকান্ স্বপ্না, পুনঃ কালে প্রাপ্তে সতি সমীক্শো ষাটশাদিত্যরূপেণ উদীপ্তঃ সন্ পচসি সংহরসি । কিঞ্চায়ে ! অম্, সৰ্বস্তু ভুবনস্ত, প্রস্তুতিঃ প্রস্তুতিবৎ পালয়িতা, পুনশ্চমেব চ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ো ভবসি, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি” ইত্যাদিশ্রুতে: ॥১৪॥

বিরাদ্ভূতাক্রূপে: স্তোতি অসিতি । হে জগৎপতে ! অম্, প্রাণিভির্ভুক্তমমম্, “অন্ততে-
হস্তি চ ভূতানি তন্মানমং তদ্ব্যচ্যতে” ইতি শ্রুতে: । কিঞ্চ জীবরূপেণাত্ত্বত: । অপি চ
নিত্যং স্থিত:, প্রবুদ্ধো ব্যাপী চ, পচসি কালরূপেণ সংহরসি, “সৎ প্রযন্তি” ইতি শ্রুতে: ।
সৰ্বঞ্চ অয়ি প্রতিষ্ঠিতম্, “তন্নিম্নোতম্” ইত্যাদিশ্রুতে: ॥১৫॥

ভারতভাবদীপ:

তমোগুণেন প্রবুদ্ধ:, অত্র হেতুং শ্রোতং দর্শয়তি—অং সৰ্বস্তুশ্চেতি । প্রস্তুতিরূপস্তিস্থানম্,
প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যস্থানম্, এতেন “এষ যোনি: সৰ্বস্তু প্রভবাগায়ো হি ভূতানাম্” ইতি শ্রুতেরর্থো
দর্শিত: ॥১৪॥ যন্তু নাস্ত:প্রজ্ঞামিত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং তুরীয়ং নিরীক্শেৎ তদন্তং “জ্যোণো ব্রহ্ম-
বিদাং বর” ইতু্যপক্রমাং “ব্রহ্মৈকত্বাচ্ছান্তং অয়ি” ইত্যয়িনাপি জ্যোণস্তৈব স্বতত্বাচ্ছ জ্যোণবাক্যস্ত
বিষয় ইতি জ্ঞায়তে । অত্র চ নাস্ত:প্রজ্ঞাদিবাক্যার্থো ন চ দৃশ্যতে ; অত: কষ্টমেতৎ, স্ততিবলে-
নৈব স্পষ্টীকৃত্য: । অমরমিতি । হে জগৎপতে ! অমমম্ । “অন্ততেহস্তি চ ভূতানি তন্মানমং তদ্ব্য-
চ্যতে” ইতি শ্রুতে: বিরাদ্ভূতসি, কিমর্শো নিত্য: ? ন ইত্যাহ প্রাণিভির্ভুক্তমিতি । প্রাণ: স্রষ্টা
স উপাস্ত্রায়েন অস্তি যথাং তে প্রাণিন: স্রষ্টোপাসকা: তৈর্ভুক্তমুপসংহতম্ । এতেন স্থলস্ত
স্থলং লয় উক্ত: । তথা অন্তমধ্যে ভূতানি স্রজশরীরারম্ভকপি অপকীর্ত্তবিষয়াদীনী যন্ত স অং
অন্তর্ভূতোহসি ভূতলক্ষ্যস্থানমপ্যসি, এতেন স্থলস্ত কারণে বিলাপনমুক্তম্ । অতএব হে জগত:
স্থলস্থলকার্য্যস্ত পতে । স্রষ্টিসংহারঘো: স্বতন্ত্র ! অং নিত্যং প্রবুদ্ধোহসি, কার্য্যকারণত্রয়ণো:
সোপাধিক্যৈক্যোপাধিতিরোভাবাবির্ভাবাহুয়ারি প্রবুদ্ধম্; নিরূপাধিকস্ত তু নিত্যমেব তং । অয়ি
শ্রুত্রে প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্মমিবোবগাদিকক্ষ্মীভূতং অং পচসি সংহরসি ।
এবঞ্চ—“নাস্ত:প্রজ্ঞং ন বহি:প্রজ্ঞং নোভয়ত: প্রজ্ঞম্” ইত্যাদিশ্রুতেরর্থ: স্থলস্থলকারণ-
রূপাতীতং নিষ্কলং শিবশব্দভিধেয়ং প্রতিপাদিতম্ ॥১৫॥ স্বর্ঘ্য ইতি । হে শুক ! শুক ! সর্বো-

দেব ! তুমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া, আবার কাল উপস্থিত হইলে
উদীপ্ত হইয়া সংহার করিয়া থাক এবং মাতার জ্ঞায় সমস্ত জগতের পালন
কর, আর সমস্ত জগতের আশ্রয়রূপে অবস্থান কর’ ॥১৪॥

জ্যোণ বলিল—‘জগদীশ্বর ! তুমিই প্রাণিগণের ভূক্ত অন্ন এবং তুমিই
জীবাত্মা ; আবার তুমিই নিত্য ও সর্বব্যাপী কালরূপে সংহার কর এবং
তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥১৫॥

সূর্যো ভূত্বা রশ্মিভিজ্জীতবেদো ভূমেরন্তে। ভূমিজ্জাতান্ রসাংশ্চ ।

বিশ্বানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা ভাবয়সীহ শুক্র ! ॥১৬॥

বৃত্ত এতাঃ পুনঃ শুক্র ! বীরুধো হরিতচ্ছদাঃ ।

জায়ন্তে পুষ্করিণ্যশ্চ হৃভজ্জশ্চ মহোদধিঃ ॥১৭॥

ইদং বৈ সন্ম তিগ্মাংশো ! বরুণস্ত পরায়ণম্ ।

শিবস্ত্রাতা ভবান্মাকং মাহস্মানস্ত বিনাশয় ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সর্বোৎপাদকত্বরূপেণ ত্তোতি সূর্য ইতি । হে শুক্র ! শুক্র ! চিৎস্বরূপতয়া নির্মলেতি
যাবৎ, জাতবেদঃ ! অগ্নে ! স্বং সূর্যো ভূত্বা, রশ্মিভিঃ কিরণৈঃ, ভূমে: সকাশাদন্তো জলম্,
বিশ্বান্ সর্বান্ ভূমিজ্জাতান্ রসাংশ্চ, আদায় পুনঃ কালে উৎসৃজ্য, বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা, ইহ জগত্যাং,
ভাবয়সি শস্ত্রাদৌহৎপাদয়সি ॥১৬॥

বৃত্ত ইতি । হে শুক্র ! অগ্নে ! সূর্যরূপাদেব বৃত্তঃ সকাশাং, পুনরেতাঃ, হরিতচ্ছদা
হরিষ্পগজাঃ, বীরুধো লতাঃ, পুষ্করিণ্যো জলাশয়াশ্চ জায়ন্তে, হৃভজ্জঃ প্রাণিনামতীব্রমঙ্গল-
করো মহোদধিঃ জায়তে, বৃষ্টিবশাদেবেতি ভাবঃ ॥১৭॥

ইদমিতি । হে তিগ্মাংশো ! তীক্ষ্ণকিরণ ! অগ্নে ! ইদং মহোদধিরূপম্, বরুণস্ত
জলাধিপতে: পরায়ণং পরমাত্ময়ভূতম্, সন্ম গৃহম্ । এতদুৎপাদকতয়া অমতিমহানেবেতি
ভাবঃ । অমস্মাকম্, অস্ত শিবো মঙ্গলকরঃ, জাতা রক্ষকশ্চ ভব । অস্মান্ বা বিনাশয় ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

পাথিকালুপ্তহীন ! স্বং সূর্যো ভূত্বা রসানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা ভাবয়সীতি সৰ্ব্বদাঃ । স্বং
ভূম্যাদীনাং রসান্ সন্ধানি আদায় সংহত্য সূর্যঃ কারণাত্মা ভূত্বা বীজমাত্ররূপেণ স্থিযা পুনঃ
প্রাবোধকালে বৃষ্ট্যা চিৎসত্তাপ্রদানেন পৃথিব্যাदीনি জনয়সীত্যর্থঃ ॥১৬॥ এতাঃ রসস্ত ব্রহ্মসত্তায়া
আশ্রয়েন দৃষ্টমানাঃ সং সং ইতিপ্রত্যয়বিষয়ভূতা বীরুদাদয়ো জড়পদার্থা অপি বৃত্ত এবোৎ-
পত্তা ইত্যর্থঃ । তেন প্রাধান্যাদে: কারণস্বং নিরস্তম্ । হৃভজ্জশ্চেত্যত্র “সমুজ্জশ্চ” ইতি পাঠে—
মহোদধিশব্দেন মহাস্তি ব্রহ্মাণ্ডাধিঃস্থিতানি উদকানি দীপ্তস্তেহস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অনেক-
ব্রহ্মাণ্ডশক্তিসংপূর্নপ্রায়ভূতো জলাবরণরূপঃ সমুদ্রো গ্রাহ্যঃ, তচ্চ আবরণান্তরাধায়গ্যাপলক্ষণম্
॥১৭॥ এবং পরাপরব্রহ্মরূপেণাগ্নিঃ স্তব্ধা উপস্থিতভয়নিবৃত্তিং প্রার্থয়তে ইদমিতি । হে তিগ্মাংশো !
তীক্ষ্ণকরবহু ! সন্মৈব সন্ম শরীরম্, বরুণস্ত রসনৈজিয়াধিপতে: পরায়ণম্ অত্যন্তালবনম্, পক্ষি-
মেধেন হি সর্করসাখ্যাহো লভ্যতে, অতঃ শিবঃ অন্তরাষ্ট্রা অস্মাকং জাতা ভব ॥১৮॥ সাগরস্ত

অগ্নিদেব ! তুমি সূর্য হইয়া কিরণ দ্বারা পৃথিবী হইতে জল এবং পৃথিবী-
জাত সমস্ত রস গ্রহণ করিয়া, যথাসময়ে সে গুলিকে আবার বর্ষণ করিয়া,
সেই প্রচুর বৃষ্টি দ্বারাই এই জগতে শস্ত্রপ্রভৃতি জন্মাইয়া থাক ॥১৬॥

অগ্নিদেব ! তোমা হইতেই আবার এই সকল হরিষ্পগপত্রসম্পন্ন লতা এবং
জলাশয় জন্মিয়া থাকে, আর জগতের মঙ্গলকারী মহাসমুদ্রও জন্মিয়া থাকে ॥১৭॥

হে তীক্ষ্ণকিরণ ! এই মহাসমুদ্রই বরুণদেবের পরম আশ্রয় গৃহস্বরূপ ।

পিত্রাক ! লোহিতগ্রীব ! কৃষ্ণবস্ত্র ! হতাশন ! ।

পরেণ প্রৈহি মুঞ্চাস্মান্ সাগরস্ত গৃহানিব ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো জাতবেদা দ্রোণেন ব্রহ্মবাদিনা ।

দ্রোণমাহ প্রতীতাত্মা মন্দপালপ্রতিজ্ঞয়া ॥২০॥

অগ্নিরুবাচ ।

ঋষির্দ্রোণস্তমসি বৈ ব্রহ্মৈতদ্ব্যাহতং ত্বয়া ।

ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি ন চ তে বিঘ্নতে ভয়ম্ ॥২১॥

মন্দপালেন বৈ যুয়ং মম পূর্বং নিবেদিতাঃ ।

বর্জয়েঃ পুত্রকান্ মহ্যং দহন্ দাবমিতি স্ম হ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ব্যষ্টিরূপেণ স্তোতি পিতৃতি । কৃষ্ণো দম্বভ্যাং কৃষ্ণবর্ণো বস্ত্রী পহা যস্ত তৎসম্বোধনম্ । পরেণ পরদাহোদ্বেশেন, প্রৈহি প্রতিষ্ঠয়, কিন্তু সাগরস্ত গৃহান্ অভ্যন্তরস্থগর্তানিব অস্মান্, মুঞ্চ পরিত্যজ ॥১৯॥

এবমিতি । ব্রহ্মবাদিনা দ্রোণেনাপীতার্থঃ, জরিতারিপ্রভৃতিভিরপি ব্রহ্মত্বেন বদনাং, এবমুক্তো জাতবেদা অগ্নিঃ, প্রতীতাত্মা সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্, মন্দপালে এবাং পিতরি যা প্রতিজ্ঞা পূর্বোক্তা প্রতিশ্রুতিস্তয়া হেতুনা, সন্নিহিতবাদ্দ্রোণমেবাহ স্ম ॥২০॥

ঋষিরিতি । ত্বমেতু্যাপলক্ষণং যুযাভিরিতার্থঃ, এতৎ স্তুতিরূপম্, ব্রহ্ম ময়ি ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকং বাক্যম্, ব্যাহতমুক্তম্ । তেনাহং প্রীতোহস্মীতি ভাবঃ । ত ইত্যপ্যুপলক্ষণং যুযাকমিতি তাৎপর্যম্ ॥২১॥

মন্দেতি । ত্বং দাবং ষাণ্ডবং দহন্, মহ্যং মম, পুত্রকান্ বর্জয়েরিতি যুয়ং নিবেদিতাঃ ॥২২॥ দেব ! তুমি আজ মঙ্গলময় হইয়া আমাদের রক্ষক হও, কিন্তু আমাদেরকে বিনষ্ট করিও না ॥১৮॥

হে পিতৃলনয়ন ! হে লোহিতবর্ষ্ঠ ! হে কৃষ্ণবস্ত্র ! হে হতাশন ! তুমি অস্ত্র বস্ত্র দম্ব করিবার জন্য প্রস্থান কর, আর সমুদ্রগর্ভস্থ গর্তের দ্বায় আমাদেরকে পরিত্যাগ কর' ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মবাদী দ্রোণও এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি মন্দপালের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে নিকটবর্তী দ্রোণকে কহিলেন—॥২০॥

অগ্নি বলিলেন—‘তুমি দ্রোণ ঋষি এবং তোমরা আমাদের পর ব্রহ্ম মনে করিয়াই এই সকল স্তব করিয়াছ । সুতরাং আমি তোমাদের অভীষ্ট সম্পাদন করিব এবং তোমাদের কোন ভয় নাই ॥২১॥

তোমাদের পিতা মন্দপালমুনিও পূর্বে তোমাদের বিষয় আমার নিকট

তস্য তদ্বচনং দ্রোণ ! স্বয়া যচ্চেহ ভাবিতম্ ।

উভয়ং মে গরীয়স্তু ক্রুহি কিং করবাণি তে ।

ভূশং প্রীতোহস্মি ভদ্রং তে ব্রহ্মণ ! স্তোত্রেন সত্তম ! ॥২৩॥

দ্রোণ উবাচ ।

ইমে মার্জ্জারকাঃ শুক্র ! নিত্যমুত্তেজয়ন্তি নঃ ।

এতান্ কুরুষ্ব দক্ষাংস্তুং হতাশন ! সবাঙ্কবান্ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা তৎ কৃতবানগিরভ্যানুজ্ঞায় শাস্ত্ৰকান্ ।

দদাহ খাণ্ডবং দাবং সমিক্ধো জনমেজয় ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্বণি ময়-
দর্শনে শাস্ত্রকোপাখ্যানে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । গরীয়ো গরীয়স্বাদলক্ষ্যনীয়ম্ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ইম ইতি । হে শুক্র ! অগ্রে ! । মার্জ্জারকা ইত্যনেন কামাদয়ঃ সূচ্যন্তে ॥২৪॥

তথেন্তি । তৎ শাস্ত্রকাণাং বর্জনং মার্জ্জারকাণাং দহনঞ্চ । সমিক্ধ উদীপ্তঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়াদিপৰ্বণি ময়দর্শনে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহান্ নদীপ্রবাহানিব অনভিভাব্যান্ স্বাভিভাবকাংশ্চ জ্ঞাস্বা মুঞ্চ ॥১৯॥ প্রতীত্যস্মা দ্বষ্টে
॥২০—২১॥ মহৎ মম ॥২২—২৫॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

জানাইয়াছেন যে, ‘আপনি খাণ্ডব দগ্ধ করিবেন—করুন, কিন্তু আমার পুত্র
কয়টাকে ত্যাগ করিবেন ॥২২॥

দ্রোণ ! তাঁহার সেই বাক্য এবং তোমরা এখন যে সকল বাক্য বলিলে, এ
দুই-ই আমার নিকট গুরুতর । অতএব বল তোমাদের কি করিব ? ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ !
তোমাদের স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমাদের মঙ্গল হউক ॥২৩॥

দ্রোণ বলিল—‘অগ্নিদেব ! এই বিড়ালগুলি সর্বদাই আমাদের উদ্বেগ
জন্মায়; অতএব আপনি বন্ধুবর্গের সহিত উহাদিগকে দগ্ধ করুন’ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয় ! অগ্নিদেব শাস্ত্রকণ্ঠের কথায়
অল্পমোদন করিয়া তাহা করিলেন; পরে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে
থাকিলেন ॥২৫॥

* ‘...জিংশদধিকঃ...’ ‘...ষাতিংশদধিকঃ...’ ‘...পঞ্চত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...অষ্টপঞ্চাশ-
দধিকঃ...’ ইতি পাঠাভাবাদি ।

ষড়্ বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

মন্দপালোহপি কৌরব্য ! চিন্তয়ামাস পুত্রকান্ ।

উক্তাপি চ স তিগ্নাংশং নৈব শম্মাধিগচ্ছতি ॥১॥

স তপ্যমানঃ পুত্রার্থে লপিতামিদমত্রবীৎ ।

কথং নু শক্তাঃ সরণে লপিতে ! মম পুত্রকাঃ ॥২॥

বর্দ্ধমানে হ্রতবহে বাতে চাশু প্রবায়তি ।

অসমর্থ্য বিমোক্ষায় ভবিষ্যন্তি মমাত্মজাঃ ॥৩॥

কথং নু শক্তা ত্রাণায় মাতা তেষাং তপস্বিনী ।

ভবিষ্যতি হি শোকাক্তা পুত্রত্রাণমপশ্যতী ॥৪॥

কথং গুডয়নেহশক্তান্ পতনে চ মমাত্মজান্ ।

সন্তপ্যমানা বহুধা বাশমানা প্রধাবতী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মন্দেতি । উক্তাপি পুত্ররক্ষণং প্রার্থ্যাপি । তিগ্নাংশমগ্নিম্ । শম্য হ্রম্ ॥১॥

স ইতি । সরণে গমনে, শক্তাঃ কথং নু সমর্থ্য জাতাঃ কিম্ ॥২॥

বর্দ্ধমান ইতি । হ্রতবহে অগ্নৌ, বাতে বায়ৌ । প্রবায়তি প্রবহতি সতি ॥৩॥

কথমিতি । তপস্বিনী দীনী । পুত্রাণাং ত্রাণং ত্রাণোপায়ম্, অপশ্যতী অপশ্যন্তী ॥৪॥

কথমিতি । পতনে ভ্রমাবেবাপসরণে । বাশমানা আর্তস্বরেণ শব্দায়মানা । “বাস্থ শব্দে” ইত্যস্ত প্রয়োগঃ । প্রধাবতী ইত্যন্ততঃ সজাসং গচ্ছন্তী বর্তত ইতি শেষঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! মন্দপালমুনিও পুত্রদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । কারণ, তিনি অগ্নির নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াও শাস্তি পাইতেছিলেন না ॥১॥

তিনি পুত্রদের জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া লপিতাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—
‘লপিতা ! আমার পুত্রগণ চলিতে কিরিতে সমর্থ হইয়াছে কি ? ॥২॥

আগুন বাড়িয়া উঠিলে এবং বায়ু বহিত হইতে থাকিলে, আমার পুত্রেরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না ॥৩॥

তাহাদের দুর্বল মাতা কি করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ; সে পুত্রগণের রক্ষার উপায় না দেখিয়া শোকাক্ত হইয়াই পড়িলে ॥৪॥

হায় ! আমার পুত্রগণকে উড়িতে বা চলিতে অসমর্থ দেখিয়া তাহাদের মাতা কেবল সন্তাপ করিবে, আর্তস্বরে বহুবার চীৎকার করিবে এবং এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিবে ॥৫॥

(২)...কথং নু শক্তাঃ সরণে... । (৫) কথং গুডয়নেহশক্তান্...বাসমানা... ।

জরিতারিঃ কথং পুত্রঃ সারিস্বকঃ কথঞ্চ মে ।
 স্তম্বমিত্রঃ কথং দ্রোণঃ কথং সা চ তপস্বিনী ॥৬॥
 লালপ্যমানং তম্বুধিং মন্দপালং তথা বনে ।
 লপিতা প্রত্যাবাচেদং সা সূর্যমিব ভারত ! ॥৭॥
 ন তে পুত্রেষবেক্ষান্তি যান্বীমুক্তবানসি ।
 তেজস্বিনো বীৰ্য্যবন্তো ন তেবাং জ্বলনাস্তয়ম্ ॥৮॥
 স্বয়ামৌ তে পরীতাশ্চ স্বয়ং হি মম সমিধৌ ।
 প্রতিশ্রুতং তথা চেতি জ্বলনেন মহাত্মনা ॥৯॥
 লোকপালো ন তাং বাচমুক্তা মিথ্যা করিষ্যতি ।
 সমর্থাস্তে চ সংসর্তুং ব্যোতু তেহুস্মানসম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারিরিতি । কথং কীদৃশাবস্থঃ, তিষ্ঠতীতি সৰ্বত্র শেষঃ ॥৬॥
 লালপ্যমানমিতি । তথা লালপ্যমানং পুনঃ পুনর্লপন্তং বদন্তম্ ॥৭॥
 নেতি । অবেক্ষা ভয়সম্ভাবনা । তত্র হেতুমাং যানিত্যাदि । জ্বলনাদগ্নেঃ ॥৮॥
 স্বয়েতি । তে পুত্রাঃ পরীতা রক্ষণীয়ম্ভেন জ্ঞাপিতাঃ । মম সন্নিধাবৃত্তিমিতি শেষঃ ॥৯॥
 লোকেতি । লোকপালোহগ্নিঃ, তাং নির্ভয়দানসমর্থিনীং বাচমুক্তা মিথ্যা ন করিষ্যতি ।
 তে তব পুত্রাশ্চ সংসর্তুং ততোহপসর্তুং সমর্থাঃ । অতএব তে অহুস্মানসং ব্যোতু বিপরীতং
 ভবতু হুস্মানসমেব ভবদ্বিত্যর্থঃ ॥১০॥

পুত্র জরিতারি কি অবস্থায় রহিয়াছে, সারিস্বক কেমন আছে, স্তম্বমিত্র
 এবং দ্রোণই বা কি ভাবে আছে, আর সেই দীনা জরিতাই বা কি করিতেছে ॥৬॥

মন্দপালমুনি বনের ভিতরে বার বার সেইরূপ বলিতে লাগিলে, লপিতা
 অসূয়ার সহিতই যেন এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৭॥

তোমার পুত্রদের সম্বন্ধে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই । কেন না, তুমিই
 যাহাদিগকে ঋষি বলিয়াছ । সুভরাং তাহারা তেজস্বী ও বলবান্ হইয়াছে ;
 অতএব তাহাদের অগ্নিভয় হইতে পারে না ॥৮॥

তাঁর পর তুমি নিজেই আমার নিকট বলিয়াছ যে, তুমি অগ্নির নিকট
 তাহাদের বিষয় জানাইয়াছিলে, তখন মহাত্মা অগ্নি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন
 বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥৯॥

সুভরাং অগ্নি লোকপাল হইয়া সেইরূপ কথা বলিয়া কার্য্যের বেলায় মিথ্যা
 করিবেন না । বিশেষতঃ তোমার পুত্রেরা সরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে ।
 সুভরাং তোমার মন সুস্থ হউক ॥১০॥

তামেব তু মমামিত্রাং চিন্তয়ন্ পরিতপ্যসে ।

ঋবং ময়ি ন তে স্নেহো যথা তন্ত্ৰাং পুরাভবৎ ॥১১॥

নহি পক্ষবতা স্নায্যং নিস্নেহেন স্নহজ্ঞানে ।

পীড্যমান উপদ্রষ্টুং শক্তেনাত্মা কথঞ্চন ॥১২॥

গচ্ছ ত্বং জরিতামেব যদর্থং পরিতপ্যসে ।

চরিত্বাম্যহমপ্যেকা যথা কুপুরুষাশ্রিতা ॥১৩॥

মন্দপাল উবাচ ।

নাহমেবং চরে লোকে যথা স্তমভিমম্মসে ।

অপত্যহেতোর্বিচরে তচ্চ কৃচ্ছ্ৰু গতং মম ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । অমিত্রাং সপত্নীম্ । পুরা তৎসহবাসকালে ॥১১॥

নহীতি । পক্ষবতা একস্তাং রমণ্যাং পক্ষপাতশালিনা, অস্তজ স্নহজ্ঞানে রমণ্যাম্, নিস্নেহেন স্নেহশূন্যেন, পূৰ্ব্বাং রমণীমেব গন্তুং শক্তেন পুরুষেণ, পীড্যমানঃ তন্ত্ৰাবং প্রদর্শয়তা ক্লিষ্টমানঃ, আত্মা আত্মীয়ঃ অন্তরমণীত্যাং, কথঞ্চনাপি উপদ্রষ্টুং নহি স্নায্যম্ । “শক্যং স্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তম্” ইতি ভাট্টোদাহরণবদত্রোপপত্তিঃ ॥১২॥

এতদুক্তেঃ ফলমাহ গচ্ছতি । যথা কুপুরুষাশ্রিতা অন্ত্যনাযিক্যেতি শেষঃ ॥১৩॥

নেতি । যথা কামস্বখলাভায় । তচ্চাপত্যম্, কৃচ্ছ্ৰু গতং কষ্টপ্রাপ্তম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্দপাল ইতি । উক্তা মম পুত্রান্ মা দহ ইতি প্রার্থ্যাপি ॥১॥ শরণে গৃহে কথং হু ন কথমপি ॥২—৪॥ উড্ডীয়নে উৰ্দ্ধপতনে, পতনে তিৰ্য্যগ্গমনে, বাশমানা কদম্বী ॥৫—৮॥ পরীতাঃ জ্ঞাপিতাঃ ॥৯॥ সমক্ষমিতি । হে স্বহৃৎ । তে তব মানসং ভেন হেতুনা বন্ধুকৃত্য-লক্ষণে রক্ষণে সমক্ষমভিমুখং ন কিন্তু তামেবেত্যাদিম্পষ্টোহর্থঃ ॥১০—১১॥ নহীতি । পক্ষ-বতা সহায়বতা, স্নহজ্ঞানেন নিঃস্নেহেন নিরতাং স্নেহবতা শক্তেন চ পীড্যমান আত্মা পুত্রদার-রূপঃ কথঞ্চন উপদ্রষ্টুং উপেক্ষিতুং ন হি স্নায্যম্ ॥১২॥ অতস্বং জরিতামেব গচ্ছ ইত্যাদি-

কিন্তু তুমি আমার সেই সপত্নীকে চিন্তা করিয়াই পরিতপ্ত হইতেছ ; অতএব নিশ্চয়ই পূৰ্বে তাহার উপরে তোমার যেমন স্নেহ ছিল, আমার উপরে তেমন স্নেহ হয় নাই ॥১১॥

প্রথম জ্বীর উপরে অমুরাগী, দ্বিতীয় জ্বীর উপরে অমুরাগহীন, অথ চ সে দ্বিতীয় জ্বীকে ত্যাগ করিতেও সমর্থ ; এমন অবস্থায় সে দ্বিতীয় জ্বীর সহিত দেখা করা পুরুষের কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥১২॥

অতএব তুমি যাহার জন্ত পরিতপ্ত হইতেছ, সেই জরিতার নিকটেই যাও । আমিও কুপুরুষাশ্রিত রমণীর স্নায় একাকিনীই বিচরণ করিব’ ॥১৩॥

মন্দপাল বলিলেন—‘তুমি যাহা মনে কর, আমি সে ভাবে জগতে বিচরণ

ভূতং হিহা চ ভাব্যার্থে বোহবলম্বেৎ স মন্দধীঃ ।

অবমম্বেত তং লোকো যথেষ্টসি তথা কুরু ॥১৫॥

এষ হি প্রজ্ঞলম্ময়িলেহিহানো মহীকুহান্ ।

আবিগ্নে হৃদি সন্তাপং জনয়ত্যশিৎ মম ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভর্তুর্হি বাক্যং সা শ্রুত্বা লপিতা হৃঃখিতাভবৎ ।

সাস্তুয়ামাস চ পুনঃ পতিং পতিপরায়ণা ॥১৭॥

তস্মাদ্দেশাদতিক্রান্তে জ্বলনে জরিতা পুনঃ ।

জগাম পুত্রকানেন স্বরিতা পুত্রগৃহ্নিনী ॥১৮॥

সা তান্ কুশলিনঃ সর্বান্ বিযুক্তান্ জাতবেদসঃ ।

রোরুয়মাণান্ দদৃশে বনে পুত্রান্ নিরাময়ান্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ মন্দার্থেহপি তে পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যাহ ভূতমিতি । অবলম্বেতিভিন্নং কুর্ধ্যাৎ ॥১৫॥

এষ ইতি । লেহিহানো গ্রসন্ । আবিগ্নে উদ্বিগ্নে । অশিৎ অমল্লাশক ॥১৬॥

ভর্তুরিতি । সাস্তুয়ামাস, যিযাহুং তং নিবর্তয়িতুমিতি ভাবঃ ॥১৭॥

তস্মাদিতি । তস্মাদ্জরিতারিপ্রভৃত্যশ্রিতাৎ । জ্বলনে বহৌ । পুত্রগৃহ্নিনী তৎ-
স্নেহাকুলা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষিপ্যাহ—গচ্ছতি ॥১৩॥ এবং কামবৃত্তো নাহং চরে ন চরামি ॥১৪॥ ভূতং জরিতায়া-
মপত্যম্ । ভাব্যার্থে স্বয়ং জনয়িতব্যে অপত্যে ॥১৫—১৭॥ জরিতা নামতঃ জরা সঙ্ঘাতা
করি না । আমি সন্তানের জন্মই বিচরণ করি, সে সন্তান আমার বিপদে
পড়িয়াছে ॥১৪॥

যাহা হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের উপরে
নির্ভর করে, সে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি ; সুতরাং মানুষ তাহাকে অবজ্ঞা করে । অতএব
তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥১৫॥

হায়! এই প্রজ্বলিত অগ্নি তরুলতাপ্রভৃতি গ্রাস করিতে থাকিয়া আমার
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে হৃঃখ ও অমঙ্গলের আশঙ্কা জন্মাইতেছে' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পতিব্রতা লপিতা পতির কথা শুনিয়া হৃঃখিত
হইল এবং পুনরায় পতির নিকট অমুনয় করিতে লাগিল ॥১৭॥

এদিকে সেই স্থান হইতে আগুন সরিয়া গেলে, পুত্রস্নেহাকুলা জরিতা
পুনরায় সস্তর পুত্রদের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৮॥

(১৫)....বোহবলম্বেত মন্দধীঃ.... । (১৭) . অয়ং লোকঃ সর্বত্র ন দৃষ্টতে ।

(১৮)....জরিতা পুত্রগৃহ্নিনী ।

অঞ্জাণি মুমুচে তেবাং দর্শনাং সা পুনঃ পুনঃ ।
 একৈকশো নতান্ সর্বান্ ক্রোশমানাহ্বপদ্বত ॥২০॥
 ততোহভ্যগচ্ছৎ সহসা মন্দপালোহপি ভারত ! ।
 অথ তে সর্ব এবৈতং নাভ্যনন্দংস্তদা হতাঃ ॥২১॥
 লালপ্যমানমেকৈকং জরিতাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
 ন চৈবোচুস্তদা কিঞ্চিৎমুষ্ণিং সাধ্বসাধুবা ॥২২॥

মন্দপাল উবাচ ।

জ্যেষ্ঠঃ হতস্তে কতমঃ কতমন্তুশ্চ চানুজঃ ।
 মধ্যমঃ কতমশৈব কনীয়ান্ কতমশ্চ তে ॥২৩॥
 এবং ক্রবন্তুঃ দুঃখার্থং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ।
 কৃতবানপি বন্ত্যাং নৈব শাস্তিমিতো লভে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । জাতবেদসো বহুঃ । বোদ্ধয়মাগান্ ভৃশং কদতঃ, মদৃশে দদর্শ ॥১৯॥
 অঞ্জাণীতি । নতান্ কৃতনমস্কারান্ । ক্রোশমানা আশ্রয়ন্তী, অহ্বপদ্বত প্রাপ্তা ॥২০॥
 তত ইতি । নাভ্যনন্দন ন সখ্যানিভবন্তঃ, তন্নির্দয়তানিবন্ধনবৈমনস্তাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥
 লালপ্যোতি । লালপ্যমানং পুনঃ পুনর্লপন্তং বদন্তম্ । পুনঃ পুনর্বদন্তমিতি শেষঃ ॥২২॥
 জ্যেষ্ঠ ইতি । মধ্যমোহজ তৃতীয় এব বিবক্ষিতঃ ॥২৩॥
 এবমিতি । বো মুখ্যাকম্ । ইতোহন্তর নৈব শাস্তিঃ লভে লব্বান্ ॥২৪॥

সে উপস্থিত হইয়া দেখিল—পুত্রেরা সকলেই কুশলে আছে, অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ রহিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত রোদন করিতেছে ॥১৯॥

তখন তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়ায় জরিতা বার বার অশ্রু মোচন করিল ; ক্রমে তাহারা এক একটী আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলে, জরিতা তাহাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া কোলে করিতে থাকিল ॥২০॥

তাহার পর মন্দপালমুনিও সম্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তখন সে পুত্রেরা তাঁহার সম্মান করিল না ॥২১॥

তথাপি মন্দপালমুনি পুত্রদের মধ্যে এক এক জনকে এবং জরিতাকে লক্ষ্য করিয়া বার বার অনেক কথা বলিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলিল না ॥২২॥

মন্দপাল বলিলেন—‘জরিতা ! কোন্টী তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কোন্টী তাহার পুত্র অগ্নিয়াছিল, কোন্টী তৃতীয় এবং কোন্টীই বা কনিষ্ঠ ? ॥২৩॥

আমি দুঃখার্থ হইয়া এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তুমি প্রত্যাশার দিকেছ না

(২৪)---কৃতবানপি হি ত্যাগম্... ।

জরিতোবাচ ।

কিম্ম জ্যেষ্ঠেন তে কার্য্যং কিমনস্তরঞ্জন তে ।
কিং বা মধ্যমজ্ঞাতেন কিং কনিষ্ঠেন বা পুনঃ ॥২৫॥
যাং স্বং মাং সর্ব্বতো হীনাযুঃস্বজ্যাসি গতঃ পুরা ।
তামেব লপিতাং গচ্ছ তরুণীং চারুহাসিনীম্ ॥২৬॥

মন্দপাল উবাচ ।

ন জ্ঞীণাং বিদ্বতে কিঞ্চিদম্ভত্র পুরুষাস্তরাং ।
সাপত্নকস্মৃতে লোকে নাশ্চদৰ্ধবিনাশনম্ ।
বৈরাগিদ্দীপনকৈব ভূশমুদ্বেষকারি চ ॥২৭॥
স্বত্রতা চাপি কল্যাণী সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা ।
অরুন্ধতী মহাত্মনাং বশিষ্ঠং পর্য্যশঙ্কত ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কিম্বুতি । অনস্তরঞ্জন দ্বিতীয়েন । মধ্যমজ্ঞাতেন তৃতীয়েনেত্যর্থঃ ॥২৫॥

যামিতি । পুরা স্বং সর্ব্বতো হীনাং যামুঃস্বজ্যা যাং গতেহনীত্যর্থঃ ॥২৬॥

নেতি । জ্ঞীণাং পুরুষাস্তরাং পুরুষাস্তরসেবনাং, অম্ভত্র অম্ভং, কিঞ্চিদপি গর্হিতং ন বিদ্বতে । তথা লোকে সাপত্নকং সপত্নীবিষেষম্, ঋতে বিনা, অম্ভত্র, কিঞ্চিদপি, অর্থবিনাশনং কার্য্যনাশকম্, বৈরাগিদ্দীপনং শত্রুতানলোত্তেজকম্, ভূশমুদ্বেষকারি চ ন বিদ্বতে । অতন্তুভয়মপি জ্ঞীণাং ত্যাগ্যমিতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥

সপত্নীবিষেবেণেনার্থবিনাশে দৃষ্টান্তমাহ স্বত্রতেতি । স্বত্রতা শাস্ত্রোক্তনিয়মবতী, কল্যাণী পত্ন্যৰ্জলকারিণ্যপি । পর্য্যশঙ্কত পারদারিকত্বেন সন্দিগ্ধবতী ॥২৮॥

কেন ? আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, অম্ভত্র যাইয়া কিছুতেই শাস্তি পাই নাই' ॥২৪॥

জরিতা বলিল—‘জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইবে, তাহার পর-বর্ত্তী দ্বারাই বা কি হইবে এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ দ্বারাই বা কি হইবে ? ॥২৫॥

আমি সর্ব্বপ্রকারেই নিরুপ্তা কি না, তাই আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া পূৰ্বে যাহার নিকট গিয়াছিলেন, সেই সুবত্তি ও চারুহাসিনী লপিতার নিকটেই যান’ ॥২৬॥

মন্দপাল বলিলেন—‘জরিতা ! অম্ভ পুরুষের সেবা অপেক্ষা জ্ঞীলোকের গর্হিত কার্য্য কিছুই নাই এবং তাহাদের সপত্নীবিষেব ব্যতীত অম্ভ কোন কার্য্যই সেরূপ কার্য্যনাশক নহে, বৈরানলোদ্ধীপক নহে এবং অত্যন্ত উদ্বেষ-জনকও নহে ॥২৭॥

(২৭)...কিঞ্চিদম্ভত্র পুরুষাস্তরাং...

বিশুদ্ধভাবমত্যস্তং সদা প্রিয়হিতে রতম্ ।

সপ্তবিমধ্যাং ধীরমবমেনে চ তং মুনিম্ ॥২৯॥

অপধ্যানেন সা তেন ধুমারুণসমপ্রভা ।

লক্ষ্যালক্ষ্যা নাভিরূপা নিমিত্তমিব পশ্চতি ॥৩০॥

অপত্যাহেতোঃ সম্প্রাপ্তং তথা স্বমপি মামিহ ।

ইষ্টমেবং গতে হি ত্বং সা তথৈবাগ্ন বর্ততে ॥৩১॥

নহি ভার্য্যেতি বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ পুংসা কথঞ্চন ।

নহি কার্য্যমমুধ্যাতি নারী পুত্রবতী সতী ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বিশুদ্ধেতি । বিশুদ্ধভাবং নির্দোষচরিত্রম্ । অবমেনে অরুদ্ধতীতি পূর্বানুবৃত্তিঃ ॥২৯॥

অপেতি । সা অরুদ্ধতী, তেন অপধ্যানেন অবজ্ঞয়া তন্নিবন্ধনপাণেনেত্যর্থঃ, ভূতপূর্ব-গৌরবর্ণাপি ইদানীং ধুমারুণসমপ্রভা, লক্ষ্যালক্ষ্যা কদাচিদদৃশ্য কদাচিদদৃশ্য, নাভিরূপা নাভি-মনোজ্ঞাকৃতিশ্চ সতী, নিমিত্তং স্বকীয়তদূরবস্থায়াঃ কারণম্, পশ্চতীবা পর্য্যালোচয়তীবা । অত-স্তবাপি তথৈব ভবিতেন্তি ভাবঃ ॥৩০॥

অপত্যেতি । স্বমপি, অপত্যাহেতোরেব লপিতাং সম্প্রাপ্তং গতং মাম্, তথা অরুদ্ধতীব-দেব ইহ পারদারিকং শব্দস ইতি শেষঃ । এবমিথমেব, ময়ি ইষ্টং দয়িতং পুত্রগণম্, গতে প্রাপ্তে সতি, স্বমিব, সা লপিতাপি, তথৈব পারদারিকমাশঙ্কমানৈব বর্ততে ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্তাঃ সা করিতা সর্কেন্দ্রিয়ব্যাকুলা ॥১৮—২৬॥ জ্ঞানামমুত্র পরলোকে পুরুষান্তরাদৃতে সাপ-দ্বকঞ্চ ঋতে অন্তঃ তৃতীয়মর্থনাশনং পুরুষার্থঘাতকং নাতি ॥২৭॥ তদুভয়ং নিন্দতি বৈরাগীতি । এতচ্চ অপরিহার্য্যং সতীনামগীত্যাহ—সূত্রতেতি ॥২৮—২৯॥ নিমিত্তং ভর্তৃলক্ষণমিব পশ্চতি কপটেন, অতএব নাভিরূপা প্রচ্ছন্নবেশী । তেন হেতুনা লক্ষ্যা অলক্ষ্যা চ ॥৩০॥ ইষ্টম্ আপ্তং তথা অরুদ্ধতীব শঙ্কমানা স্বমিব সাপি তথৈব, ময়ি অপত্যাহেতোর্ব্যাকুলে সতি সা লপিতাপি

ত্রতচারিণী জগদ্বিখ্যাতা অরুদ্ধতীদেবী ভর্তার মঙ্গলার্থিনী হইয়াও সেই ভর্তা মহাত্মা বিশিষ্টদেবকে পারদারিক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

নির্দোষচরিত্র, সর্বদা জীর প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত, সপ্তবিংদিগের অন্তর্গত এবং জ্ঞানী বিশিষ্টমুনিকে তিনি অবজ্ঞাও করিয়াছিলেন ॥২৯॥

সেই অবজ্ঞার ফলে অরুদ্ধতীদেবী ধুমারুণবর্ণা, কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য এবং অমনোহরমূর্ত্তি হইয়া নিজের সেই ছয়বস্ত্রার কারণই যেন পর্য্যালোচনা করিতেছেন ॥৩০॥

আমি সন্তানোৎপাদনের জন্যই লপিতার নিকট গিয়াছিলাম; সূত্ররাজ তুমিও অরুদ্ধতীর মতই আমাকে আশঙ্কা করিয়াছ; আবার প্রিয়-পুত্রগণের নিকট আমি আসিলে, তোমারই মত যে লপিতাও আমাকে আশঙ্কা করিতেছে ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততন্তে সৰ্ব্ব এবৈনং পুত্রাঃ সম্যগুপাসতে ।

স চ তানাস্থজান্ সৰ্ব্বানাস্থাসয়িতুমুত্তমতঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি ময়-
দৰ্শনে শাঙ্গকোপাধ্যানে ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:৪:—

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:৫:—

মন্দপাল উবাচ ।

যুগ্মাকমপবর্গার্থং বিজ্ঞপ্তো জ্ঞানো ময়া ।

অগ্নিনা চ তথৈত্রেয়ং প্রতিজ্ঞাতং মহাস্থনা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অতএবোপসংহরতি নহীতি । কার্ধ্যং কর্তব্যং তৰ্ভুঃ প্রসাদং নামুধ্যাতি ন চিন্তয়তি ॥৩২॥
তত ইতি । ততো মন্দপালস্তাপতোয়াৎপাদনমাজ্ঞোদেস্তবোধায়ং পরম্ । এনং পিতরং
মন্দপালম্ । উপাসতে অভিবাচনাদিনা সম্মানিতবন্তঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ময়দৰ্শনে ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:৬:—

যুগ্মাকমিতি । অপবর্গার্থম্ অগ্নিতো মুক্তার্থম্ । জ্ঞানঃ অগ্নিঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

তদৈব বর্ততে ॥৩১॥ অতঃ ক্রীণাম্ আগ্নৌ নাস্তীত্যাহ—নহীতি । কার্ধ্যং তৰ্ভুত্বক্যাদি
অমুধ্যাতি মনসি কৰোতি ॥৩২—৩৩॥

ইতি আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

অতএব ভাৰ্য্যা বলিয়া বিশ্বাস করা কোন প্রকারেই পুরুষের উচিত নহে ।

কেন না, নারী পুত্রবতী হইয়া আর ভৰ্ত্তার কার্য্যের চিন্তা করে না ॥৩২॥

তাহার পর, সেই পুত্রেরা সকলেই মন্দপালমুনির সম্মান করিল এবং মন্দ-
পালমুনিও সমস্ত পুত্রকেই আশ্বস্ত করিতে উদ্ভূত হইলেন ॥৩৩॥

—:৭:—

মন্দপাল বলিলেন—‘পুত্রগণ । তোমাদের মুক্তির জন্য আমি অগ্নিকে
জানাইয়াছিলাম ; তখন মহাত্মা অগ্নিও ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন ॥১॥

* ‘...একত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...দ্বয়ত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...ষট্‌ত্রিংশদধিকঃ...’ ‘...ঊনত্রি-
শিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

অগ্নের্বচনমাজ্জায় মাতুর্ধর্মজ্ঞতাক্ষ বঃ ।

ভবতাক্ষ পরং বীৰ্য্যং পূর্বং নাহমিহাগতঃ ॥২॥

ন সন্তাপো হি বঃ কার্য্যঃ পুত্রক্য হৃদি মাং প্রতি ।

ঋষীন্ বেদ হতাশোহপি ব্রহ্ম তদ্বিদিতক বঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাখ্যাস্ত তান্ পুত্রান্ ভার্য্যামাদায় স ব্রিজঃ ।

মন্দপালস্ততো দেশাদন্যং দেশং জগাম হ ॥৪॥

ভগবানপি তিগ্মাংশুঃ সমিদ্ধঃ খাণ্ডবং ততঃ ।

দদাহ সহ কৃষাভ্যাং জনয়ন্ জগতো ভয়ম্ ॥৫॥

বসামেদোবহাঃ কুল্যাস্তত্র পীত্বা চ পাবকঃ ।

জগাম পরমাং তৃপ্তিং দর্শয়ামাস চার্জুনম্ ॥৬॥

ততোহস্তরীকান্তগবানবতীৰ্য্য পুরন্দরঃ ।

মরুদগণৈর্বৃতঃ পার্থং কেশবক্ষেদমব্রবীৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিরিতি । ধর্মজ্ঞতাং পাতিব্রাত্যম্ । তদ্বর্ধগ্রভাবাদেব পুত্রস্থিতিসম্ভব ইত্যশয়ঃ ॥২॥

নেতি । বো যুয়াকম্, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানম্, তেন হতাশেন বিদিতং জ্ঞাতম্ ॥৩॥

এবমিতি । আখ্যাস্ত নিজনির্দোষভাজ্ঞাপনেন তেযাঞ্চ শত্ৰু্যল্লেনে প্রসান্ত ॥৪॥

ভগবানিতি । তিগ্মাংস্তরয়িঃ, সমিদ্ধঃ প্রজ্জলিতঃ । কৃষাভ্যাং কৃষার্জুনভ্যাম্ ॥৫॥

বসতি । কুল্যাঃ কুত্ৰাঃ কুত্রিমা নদীঃ । তাং তৃপ্তিম্, দর্শয়ামাস জাপয়ামাস ॥৬॥

তত ইতি । পুরন্দর ইন্দ্রঃ । মরুদগণৈর্দেবদমূহৈঃ । পার্থমর্জুনম্ ॥৭॥

সুতরাং অগ্নির সেই প্রতিজ্ঞা, তোমাদের মাতার ধার্মিকতা এবং তোমা-
দের বিশেষ প্রভাব জানিয়াই আমি পূর্বে এখানে আসি নাই ॥২॥

অতএব পুত্রগণ । তোমরা আমার বিষয়ে কোন ছুঃখ করিও না । অগ্নিও
তোমাদিগকে ঋষি বলিয়া জানিয়াছেন এবং তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ও
তিনি অবগত হইয়াছেন ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালযুনি পুত্রগণকে এই ভাবে আশ্বস্ত করিয়া,
তাহাদিগকে এবং স্ত্রিতাকে লইয়া, সে স্থান হইতে অন্ত স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪॥

এদিকে ভগবান্ অগ্নিও প্রজ্জলিত হইয়া, সকলের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, কৃষ্ণ
ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দহ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

অগ্নি সে স্থানে প্রাণিগণের বসা ও মেদের স্রোত পান করিয়া পরম তৃপ্তি
লাভ করিলেন এবং সে তৃপ্তির বিষয় অর্জুনকে জানাইলেন ॥৬॥

(৪) এবমাখ্যাসিতান্ পুত্রান্... । (৫)...জনয়ন্ জনতো হিতম্ ।

কৃতং যুবাভ্যাং কশ্মেদমমরৈরপি ছুরম্ ।
 বরং বৃগীতং তুষ্ণোহস্মি দুর্লভং পুরুষেষুহি ॥৮॥
 পার্থস্ত বরয়ামাস শক্রাদস্ত্রাণি সৰ্ব্বশঃ ।
 প্রদাতুং তচ্চ শক্রস্ত কালং চক্রে মহাদ্রুতিঃ ॥৯॥
 যদা প্রসম্মো ভগবান্ মহাদেবো ভবিষ্যতি ।
 তদা তুভ্যং প্রদাস্তামি পাণ্ডবাস্ত্রাণি সৰ্ব্বশঃ ॥১০॥
 অহমেব চ তং কালং বেৎস্তামি কুরুনন্দন ! ।
 তপসা মহতা চাপি দাস্তামি ভবতোহপ্যহম্ ॥১১॥
 আগ্নেয়ানি চ সৰ্ব্বাণি বায়ব্যানি চ সৰ্ব্বশঃ ।
 মদীয়ানি চ সৰ্ব্বাণি গ্রহীষ্যসি ধনঞ্জয় । ॥১২॥
 বায়ুদেবোহপি জগ্রাহ প্রীতিং পার্থেন শাস্ত্রতীম্ ।
 দদৌ সুরপতিশ্চৈব বরং কৃষ্ণায় ধীমতে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । ইদং ষাণ্ডবদাহনরূপম্ । বৃগীতং যুভামিতি শেষঃ ॥৮॥
 পার্থ ইতি । শক্রাদিত্রাং । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি । কালং ভাবিনঃ কক্ষিং সময়ম্ ॥৯॥
 কোহসৌ কাল ইত্যাহ যদেতি । হে পাণ্ডব ! অৰ্জুন ! সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি ॥১০॥
 অথ কদাসৌ ভগবান্ প্রসম্মো ভবিষ্যতীতি কথং জ্ঞাস্তামীত্যাহ অহমেবেতি । বেৎস্তামি
 জ্ঞাস্তামি । মহতা তপসা চ অহমপি ভবতো দাস্তামি নিজজ্ঞাপীতি শেষঃ ॥১১॥
 আগ্নেয়ানীতি । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রয়োগোপসংহারোপদেশৈঃ সহৈত্যর্থঃ ॥১২॥

তাহার পর, ভগবান্ দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ হইতে
 অবতরণ করিয়া কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে এই কথা বলিলেন—৥৭॥

‘আপনারা দেবগণেরও ছুর এই কার্য্য করিয়াছেন ; অতএব আমি সন্তুষ্ট
 হইয়াছি । সুতরাং জগতে মানুষের দুর্লভ বর আপনারা গ্রহণ করুন’ ॥৮॥

তখন অৰ্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু ইন্দ্র তাহা দান
 করিতে স্বীকৃত হইয়া একটা সময় নির্দিষ্ট করিলেন ॥৯॥

‘অৰ্জুন । ভগবান্ মহাদেব যখন তোমার উপরে প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি
 তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ॥১০॥

কুরুনন্দন । আমিই সে সময় জানিতে পারিব । তোমার গুরুতর তপস্তায়
 সন্তুষ্ট হইয়া তখন আমিও তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ॥১১॥

ধনঞ্জয় । তখন তুমি আমার সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র এবং সমস্ত বায়ব্য অস্ত্র
 গ্রহণ করিবে’ ॥১২॥

এবং দত্তা বরং তাভ্যাং সহ দেবৈর্মরুৎপতিঃ ।
 হতাশনমমুজ্ঞাপ্য জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥১৪॥
 পাবকঞ্চ তদা দাবং দধু। সমুগপক্ষিণম্ ।
 অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম স্থ তর্পিতঃ ॥১৫॥
 জধু। মাংসানি পীত্বা চ মেদাংসি রুধিরাণি চ ।
 মুক্তঃ পরময়া প্রীত্যা তাবুবাচাচ্যুতার্জুনো ॥১৬॥
 যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তর্পিতোহস্মি যথাস্থম্ ।
 অমুজ্ঞানামি বাং বীরৌ ! চরতং যত্র বাঙ্কিতম্ ॥১৭॥
 এবং তৌ সমমুজ্ঞাতৌ পাবকেন মহাত্মনা ।
 অর্জুনো বাহুদেবচ্চ দানবচ্চ ময়স্তুথা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বাহুদেব ইতি । পার্থেন অর্জুনেন সহ, শাস্ত্রীং চিরস্থায়িনীম্ ॥১৩॥
 এবমিতি । মরুৎপতির্দেবরাজঃ । হতাশনমগ্নিম্ । ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥১৪॥
 পাবক ইতি । দাবং খাণ্ডববনম্ । যুগপক্ষিঃ সহৈতি সমুগপক্ষিণম্ । পঞ্চ চৈক-
 ক্ষেতি ষড়্ভিত্যর্থঃ । এতচ্চ শাক্ত্যপ্যাপারং পরং বেদিতব্যম্ । তেন তদ্ব্যাপারং পূর্বং
 নবাহানি পরঞ্চ ষড়্ভাহানীতি মিলিত্বা পঞ্চদশাহানীত্যর্থঃ । ততশ্চ “অহানি দশ পঞ্চ চ” ইতি
 পূর্বোক্ত্যা সহ ন বিরোধঃ ॥১৫॥
 জধুতি । জধু। ভক্ষয়িত্বা । “যপি চানো জধিঃ” ইত্যদের্জম্যাদেশঃ ॥১৬॥
 যুবাভ্যামিতি । পুরুষাগ্র্যাভ্যাং পুরুষশ্রেষ্ঠাভ্যাম্ । হে বীরৌ ! বাং যুবাম্ ॥১৭॥
 এবমিতি । মহাত্মনা পাবকেন অগ্নিনা, তৌ কৃষ্ণার্জুনৌ, এবং সমমুজ্ঞাতৌ । হে

কৃষ্ণও অর্জুনের সহিত চিরস্থায়ী প্রণয় প্রার্থনা করিলেন ; ইন্দ্রও কৃষ্ণকে
 সেই বর দান করিলেন ॥১৩॥

দেবরাজ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ বর দান করিয়া, অগ্নিদেবের অনুমতি
 লইয়া, দেবগণের সহিত পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৪॥

তার পর অগ্নিদেবও পশু-পক্ষিগণের সহিত খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া, অত্যন্ত
 তৃপ্ত হইয়া, ষষ্ঠ দিনে বিরত হইলেন ॥১৫॥

অগ্নিদেব খাণ্ডববনস্থ প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং রক্ত ও মেদ পান
 করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন— ॥১৬॥

‘আপনারা আমাকে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করাইয়াছেন । অতএব হে বীর-
 যুগল ! আমি আপনাদিগকে অনুমতি দিতেছি, আপনারা এখন যেখানে ইচ্ছা
 করেন, সেই খানেই বাইতে পারেন’ ॥১৭॥

মহাত্মা অগ্নিদেব কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অনুমতি দিলেন ; তাহার পর

পরিক্রম্য ততঃ সৰ্কে ত্রয়োহপি ভরতৰ্ভত ! ।

রমণীয়ে নদীকূলে সহিতাঃ সমুপাविशन् ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্কণি

ময়দৰ্শনে বরপ্রদানে সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তক্ষেদমাদিপৰ্ক ॥০॥

—:—

ভারতকৌমুদী

ভরতৰ্ভত ! ততশ্চ অৰ্জুনো বাহুদেবশ্চ তথা ময়ো দানবশ্চ এতে ত্রয়ঃ সৰ্কেহপি, পরিক্রম্য
পাদক্ষেপেণ গতা, সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ, রমণীয়ে নদীকূলে সমুপাविशन् ।

অত্র সম্মেলনপূৰ্বকসমুপবেশনাভিধানেন সংলাপস্থচনয়। সভাবিষয়কসংলাপস্থচনাস্তাবি-
সভাপৰ্ধ স্থচিতমিতি বৈদিতব্যম্ ॥১৮—১৯॥

দ্বি-পঙ্ক-নাগেন্দ্রুমিতে শকাঙ্কে আষাঢ়মাসে দিবসে চতুৰ্থে ।

নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়ং গতাদিপৰ্কার্ধিকৃত্তা সমাপ্তিম্ ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহান্নশিষ্যভিধানঃ ।

তত্রত্য-গঙ্গাধর-শৰ্ম্ম-স্বৰ্ঘঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশৰ্ম্মা ॥২॥

চিরমুশিষ্যানিবাসিন। কলিকাতানগরপ্রবাসিন।

নহু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশৰ্ম্মণ। ॥৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপৰ্কণি ময়দৰ্শনে সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তক্ষেদমাদিপৰ্ক ॥০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

যুগ্মকমিতি ॥১॥ মাতৃধৰ্ম্মজ্ঞাতাকং বঃ মাতুঃ, বঃ যুগ্মংসম্বন্ধিতয়া ধৰ্ম্মজ্ঞাতাং যুগ্মীয়ং পরমং
ধৰ্ম্মজ্ঞানং মাতুরন্তীতি বিজ্ঞায়েতার্থঃ ॥২॥ ব্রহ্ম তথেষান্তসিদ্ধম্ ॥৩—১৬॥ চরতং যত্র বাহ্নিত-
মিত্যনেন অগ্রতিহতগতিত্বং ঘোষোপি দত্তং ময়েত্যর্থঃ ॥১৭—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্কণি শ্রীমৎপদ্মবাক্যপ্রমাণ-

মৰ্ধ্যাদাধুরত্বচতুর্ভববংশাবতঃশ্রীপোবিন্দস্বরিস্বহুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতো ভারতভাবদীপে

আদিপৰ্কার্ধপ্রকাশে সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

—:—

কৃষ্ণ, অৰ্জুন ও ময়দানব ইহারা তিন জনেই বাইয়া, মনোহর নদীতীরে সম্মিলিত
হইয়া উপবেশন করিলেন ॥১৮—১৯॥

আদিপৰ্কের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

—:—

* ‘...বাহ্নিশব্দধিকঃ...’ ‘...চতুর্ভববংশাবতঃ...’ ‘...সপ্তবিংশত্যাধিকঃ...’ ‘...বহ্মাধিকঃ...’

ইতি পাঠান্তরাপি ।

মহাভারতম্



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

—:~:—

আদিপর্ব

—:~:—

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শকাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

—:~:—

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকনূরিবঙ্গ-সিদ্ধান্তবিদ্যালয়াং

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

କଳିକାତା ୪୧ ସଂଖ୍ୟାକ-ସୂରିବର୍ତ୍ତନ-

ସିଦ୍ଧାନ୍ତସମ୍ମେ

ସହକାରିସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀହେମଚନ୍ଦ୍ରଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟେ ମୁଦ୍ରିତମ୍ ।

নিবেদন

কল্পপার্ক পরমেশ্বরের অল্পগ্রহে মহাত্মারতের আদিপর্ক প্রকাশিত হইল। ইহা আমার
মৌখিক উক্তিমাঝ নহে, আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, আমি
পরমেশ্বরের অল্পগ্রহের
ভরসা।
দরিদ্র এবং এ পর্যন্ত কোন ধনী লোকও আমার সহায় হন নাই।
হুতরাং বেড়ন দিয়া কোন উপযুক্ত পণ্ডিত বা কর্মচারী রাখিয়া
যে প্রয়োজনীয় কার্যের সাহায্য লইব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। অতএব আমার
অসম্ভব প্রকৃত্তর ভাৱ এ মহাত্মারতেরও মূল পর্যালোচনা, সুবিবেচিত সম্পূর্ণ মূল লেখা, নূতন
টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা এবং শেষ প্রকটী সংশোধন করা, এ সমস্তই একমাত্র আমাকেই করিতে
হইয়াছে। হুতরাং এইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আমি অল্প শরীরে এবং বিনা বিয়ে
আদিপর্ক প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। তা'র পর, নিজের অর্থ না থাকায় গ্রাহকমহোদয়গণের
প্রদত্ত অর্থের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।
তাহাতে এখন অনেক সময় গিয়াছে, যখন গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট হইতেও প্রয়োজনীয়
অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, বা অল্প কোন প্রকারেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায়
দেখি নাই, উৎসে অধীক হইয়া পড়িয়াছি; তখন অত্যন্তভাবে কোথা হইতে যেন
প্রয়োজনীয় অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ ঘটনা একমাত্র
পরমেশ্বরের অল্পগ্রহ ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে।
এখন—সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের এইরূপ অল্পগ্রহই গ্রন্থসমাপ্তিপর্ধ্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই
প্রার্থনা।

একটীমাত্র লোকের বহুসংখ্যক পুস্তক পর্যালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন
দেশীয় চান্দ্রিখানি আত্র পুস্তক আদর্শ লইয়াছি; তাহার
আদর্শ পুস্তক।
মধ্যে আমার পিতামহ অধিতীয় পৌরাণিক ৮কাশীচন্দ্রবাচস্পতি-
মহাশয় বহুতে যে পুস্তকখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে
পুস্তকখানি অন্যান্য কুড়িবার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের পাঠকতায় ও ধারকতায় ব্যবহৃত ও পর্যা-
লোচিত হইয়া গিয়াছে, সেই পুস্তকখানিই আমার প্রধান আদর্শ; তত্ত্ব দান্ধিপাত্য কুন্তযোগ
হইতে প্রকাশিত পুস্তক, পণ্ডিতগণের ৮কাশীবরবেদান্তবাগীশমহাশয়দ্ব্যম্পাদিত পুস্তক এবং
বঙ্গবাসী কাঞ্চীলয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক, এই তিনখানি পুস্তকও আদর্শরূপে সর্বদা ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। এই চারিখানি পুস্তক পর্যালোচনা করায় পরেও বর্ধন বর্ধন সন্দেহ থাকিয়া
যায়, তখন তখনই বঙ্গীকানুসারদের প্রকাশিত পুস্তক এবং সোলাইটী হইতে প্রকাশিত
পুস্তকপ্রভৃতিও পর্যালোচনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে দান্ধিপাত্য-
পুস্তকে কবিপরিমলিত অংশকা অব্যাক ও শ্লোক উভয়ই অধিক; অপর কয়খানি পুস্তকে
অব্যাক অধিক, শ্লোক কম; অব্যাকের মিল প্রায়ই নাই, শ্লোক ও শব্দের মিল প্রায়ই আছে
এবং শ্লোকের মিল প্রায়ই নাই, উপাখ্যানের মিল প্রায়ই আছে; আর হস্তলিখিত পুস্তকে
শ্লোক নাই।

পুস্তকসমূহের এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই বুঝা

পুস্তকসমূহের অসামঞ্জস্যের
কারণ।

যায় যে, এই গ্রন্থ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের রচিত
হইয়াছিল; সেই সময় হইতে মুদ্রাবদ্ধ প্রচলনের পূর্ব সময়পর্যন্ত

হস্তলিখিত পুস্তকই সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বিভিন্ন দেশের

বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগত বৈষম্য ত চিরদিনই আছে, একই দেশের একই ভাষার হস্তাক্ষরের
মধ্যেও কালভেদে যথেষ্ট বৈষম্য হইয়া আসিতেছে এবং ব্যক্তিতেও বিশেষ বৈষম্য হইয়া
থাকে। সুতরাং প্রাচীন হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকের সমস্ত অক্ষর বৃথিতে না পারায় অভিজ্ঞ
লেখকের হস্তলিখিত নূতন পুস্তকে প্রথম শব্দের বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তা'র পর,
হস্তলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার হইতে পারে না বলিয়া হয় ত পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে একখানি
মাত্র পুস্তক থাকিত; সে খানিও কালক্রমে ছিন্নপত্র ও কীটদষ্ট হইয়া যাইত; সেই পুস্তক
আদর্শ করিয়া নূতন পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করায় ছিন্নপত্রস্থানে অন্ত্রোপায় হইয়া সাহসী
লেখক অধ্যায়সমাপ্তি লিখিয়া বসিতেন, কিন্তু সে অধ্যায়সমাপ্তির পূর্বের ও পরের কতকগুলি
শ্লোক লিখিতে পারিতেন না; আর কীটদষ্টস্থানে প্রকৃত শব্দ বৃথিতে না পারিয়া নিজের
বিবেচনা অনুসারে সমস্ত শব্দ লিখিয়া যাইতেন। তাহাতেই সেই নূতন পুস্তকে অধ্যায়
বেশী, শ্লোক কম এবং শব্দগত পাঠান্তর ঘটিয়া থাকিত; তা'র পর অনেক কাল অতীত হইলে,
অন্য পুস্তকের সহিত মিলাইতে আরম্ভ করিলেই সেই অসামঞ্জস্য ধরা পড়িত। আর, কথক-
মহাশয়েরা সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, নূতন নূতন
শ্লোক রচনা করিয়া, মূল পুস্তকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্রোড়পত্র করিয়া রাখিয়া দিতেন;
সেই কথকমহাশয়দের অভাব হইলে, লেখকেরা সেই নূতন শ্লোকগুলিকেও মূলের ভিতরে
লিখিয়া ফেলিতেন। এই কারণেই শ্লোকসংখ্যা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্বিত্ত, স্বার্থান্ধ
লোকেরা যে ইচ্ছাপূর্বক সর্বত্রই প্রক্ষিপ্ত করিয়া এই অসামঞ্জস্য ঘটাইয়া দিয়াছে, বা একে-
বারেই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে চাহি না। সুতরাং গ্রন্থকারও আসিয়া প্রতিবাদ
করিতে পারিবেন না, কিংবা গ্রন্থও কথা বলিতে পারিবে না, এইরূপ স্থবিধা বুঝিয়া অনেক
সমালোচকই যে প্রায় সর্বত্রই প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণা করেন এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ বৃথিবার
উপায়ও নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা গুরুতর-ভ্রম-বিজ্ঞপ্তি বলিয়াই মনে করি এবং
যাহারা এককাল পরে সেই বেদব্যাসপ্রণীত খাঁটি মূল অংশ বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা
করেন, তাঁহারাও আকাশকুসুম নির্মাণেরই চেষ্টা করেন, ইহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে
পারি। তবে, পুস্তকে সহস্র বৈষম্য থাকিলেও ভগবানের গুণানুবাদ এবং সজ্ঞনের চরিত্রবর্ণন
আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্মও হইবে এবং ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে, ইহা
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, ডেজাল বী ব্যবহার করিলেও শরীরের উপকার হয় এবং
তাত্রমিশ্রিত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলেও সুন্দর দেখা যায়।

আমার মত অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ লোকের এইরূপ অসাধারণ দৃষ্টির কার্যে হতক্ষেপ করা যে

অত্যন্ত ভ্রাসাহসের কার্য, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম;

এই সংকল্পের বিশেষত্ব। তথাপি, অধিতীয় পৌরাণিক পিতামহদের ৮কাণ্ডের

বাচস্পতিমহাশয়ের নিকট পাঠ্য অবস্থায় যে অনুদ্য

উপদেশ পাইয়াছিলাম এবং সে উপদেশ—শিষ্যদের ৮পঞ্চাবলিভাষ্যকারমহাশয়ের ও

শিষ্যবাদের উপদেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভারত-

কৌমুদীটীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং কতিপয় ধার্মিক প্রধান পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। তাঁর পর, অত্যন্ত প্রকাশকের দ্বারা আমিও অনেক আদর্শ পুস্তকের অনুসরণ করিয়াই এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তবে, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, স্বয়ং মহর্ষি আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পর্বে যতগুলি অধ্যায় ও শ্লোক আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে; তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। এই জন্যই এই আদিপর্বে সেই ঋষিপরিশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইবে। সে বিষয়ে পাঠকমহাশয়গণের সুবিধার জন্য স্থানান্তরে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভারতকৌমুদীটীকার প্রত্যেক শ্লোকেরই অর্থমুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং সেই ভাবে যথাস্থির উপাখ্যানপৰ্য্যন্ত ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকালের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গ্রাহকমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আপত্তি করায় এবং সরল শ্লোকের ওরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকায় পরবর্তী ভারতকৌমুদীটীকার প্রত্যেক শ্লোকের বিশেষ বিশেষ স্থানেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কিন্তু একটু কঠিন শ্লোক হইলেই তাহার অর্থমুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে। তন্নিম্ন সর্বত্রই ভাব, যুক্তি, উপপত্তি ও সমালোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ টীকার একটি শ্লোকও বাদ দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গানুবাদটীকে সরল, সুখপাঠ্য, অণ্ড মূলানুগত করিবার জন্য যথাস্থি চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে, যে স্থানে মূলানুগত করিবার কোনই উপায় ছিল না, সেই স্থানেই তাৎপর্যানুবাদ করা হইয়াছে।

উক্ত চারিখানি আদর্শ পুস্তকের মধ্যে যে স্থানে যে খানির পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থানে সেই খানির পাঠই মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অপর পাঠ নিয়ে লিখিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই নিয়মগুলি পরবর্তী পর্বগুলিতেও অমুসৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঁহারা এই বিরাট ব্যাপ্যারে অর্থসাহায্য করিয়া বা নিঃস্বার্থভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ আনন্দকূল্য করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আর আমার সাহিত্যদর্পণের টীকার প্রথমে যে শ্লোকটি লিখিয়াছি— এই স্থানে দৃঢ়তার সহিত সেই শ্লোকটীর পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

“দোষাকরং পরবিকাসপরং বিলোক্য তুষ্ণান্তি বেৎজগুণমাজ্জুশঃ সুধীরাঃ।

দোষাধিতামপি রতাদপরপ্রকাশে টীকাং বিধাতুমিহ মে পরমাপ্রসঙ্গে ॥” ইতি।

চিরবিধেয়—

শ্রীহরিনাদেবশর্মা

৪১ নং সুরিনেন. কলিকাতা।

পাণ্ডবগণের কুলপঞ্জিকা । *

পুরুষের নাম	স্ত্রীর নাম	পুরুষের নাম	স্ত্রীর নাম
১। নারায়ণ		২৮। ভৃকু	... জালিনী
২। ব্রহ্মা		২৯। দ্রুপদ	... রথন্তরী
৩। মরীচি		৩০। দ্রুপদ	... শকুন্তলা
৪। কশ্যপ	... অদিতি	৩১। ভরত	... সুনন্দা
৫। বিবস্বান্		৩২। ভ্রমর	... বিজয়া
৬। মনু		৩৩। সুহোত্র	... সুবর্ণা
৭। ইলা		৩৪। হস্তী	... যশোধরা
৮। পুরুরবঃ	... উরুশী	৩৫। বিকূর্টন	... সুদেবা
৯। আয়ু		৩৬। অজযীত	... কৈকেয়ী
১০। নহুব		৩৭। সম্বরণ	... তপতী
১১। যযাতি	... শর্শ্বিষ্ঠা	৩৮। কুরু	... শুভাদী
১২। পুরু	... কোশল্যা	৩৯। বিদূরথ	... সপ্তিম্না
১৩। জনমেজয়	... অনস্তা	৪০। অনন্য	... অমৃতা
১৪। প্রাচীষান্	... অশ্বকী	৪১। পরিক্ষিৎ	... সুযশা
১৫। সংযাতি	... বরাদী	৪২। ভীমসেন	... কুমারী
১৬। অহংযাতি	... ভানুমতী	৪৩। প্রতীশ্রবা	...
১৭। সার্কভোম	... সুনন্দা	৪৪। প্রতীপ	... সুনন্দা
১৮। জয়ৎসেন	... সুশ্রবা	৪৫। শান্তনু	... সত্যবতী
১৯। অবাচীন	... মর্যাদা	৪৬। বিচিত্রবীৰ্য্য	... অশালিকা
২০। অরিহ	... অঙ্গী	৪৭। পাণ্ডু	... কুন্তী
২১। মহাভোম	... সুযজ্ঞা	৪৮। অর্জুন	... সুভদ্রা
২২। অমৃতানারী	... কামা	৪৯। অভিমন্যু	... উত্তরা
২৩। অক্রোধন	... করন্তা	৫০। পরীক্ষিৎ	... মাত্রবতী
২৪। দেবাতিথি	... মর্যাদা	৫১। জনমেজয়	... বপুষ্টমা
২৫। অরিহ	... সুদেবা	৫২। শতানীক	... বৈদেহী
২৬। অক্ষ	... জিহ্মলা	৫৩। অশমেধদত্ত	... (বালক)
২৭। মতিনার	... সরস্বতী		

* মহাভারত—আদিপর্ক—৯০ অধ্যায় পর্য্যায়ক্ৰমে এই বিবরণ লিখিত আছে।

পাঠক্রমে মহাভারতের রহৎ সূচীপত্র ।

—:—
আদিপর্ব্ব ।
—:—

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
মঙ্গলাচরণ ...	১		বৃহৎ মহাভারতে বাট লক্ষ		
নৈমিষারণ্যে সৌতির আগমন	৬	১	শ্লোক এবং শ্লোকভেদে তাহার		
সৌতির নিকট কোন ঋষির প্রার্থনা	৯	৭	বিভাগ ও বক্তা ...	৪২	৬৭
সৌতির উত্তর ...	১০	৯-	দুইটি শ্লোকে মহাভারতের		
সৌতির নিকট ঋষিগণের মহা-			তাৎপর্য্য কথন ...	৪৩	৭১-
ভারতব্রহ্মবর্ণনা প্রকাশ ...	১৩	১৭-	সংক্ষেপে মহাভারতের বৃত্তান্ত		
সৌতির ঈশ্বরনন্দার	১৪	২২-	কথন ...	৪৪	৭৩
মহাভারতপ্রশংসা ...	২৩	২৫	ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তি কথন	৫৩	১০২-
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ...	২৪	২৯-	ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ ...	৫৬	১১১-
ব্রহ্মার উৎপত্তি ...	২৬	৩২	সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের সাঙ্খ্যন।	৮০	১৮৪
একবিংশতি প্রজাপতির উৎপত্তি	২৬	৩৩	মহাভারতলগ্নের ফল ...	৮৮	২১৬-
বিশ্বেদেবাদের উৎপত্তি ...	২৭	৩৪	মহাভারতের উৎকর্ষের কারণ	৮৯	২১৭
সংক্ষেপে দেবাদিসৃষ্টি ...	২৯	৪১	প্রথমাধ্যায়ের নাম-অনুক্রমণিকা	৯২	২২৪
বেদব্যাসের সর্ব্বজ্ঞতা ...	৩৩	৪৮-	প্রথমাধ্যায়-পাঠ ও শ্রবণের ফল	৯২	২২৪
* কোন্ স্থান হইতে মহাভারত			শ্রাঙ্কে প্রথমাধ্যায় বা তাহার		
আরম্ভ, এ বিষয়ে মতভেদ ...	৩৫	৫২	একটি শ্লোকের একটি পাদপাঠের		
বেদবিভাগের পর মহাভারত-			ফল ...	৯৪	২২৮
রচনা ...	৩৬	৫৪	‘মহাভারত’ এই নামের কারণ	৯৫	২৩৩
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির পরলোকগমনের			সমস্তপঞ্চকদশের উপাখ্যান	৯৮	২
পর মহাভারতরচনা ...	৩৯	৫৮	কলি ও দ্বাপরের সন্ধি সময়ে		
মহাভারতে লক্ষ শ্লোক ...	৪০	৬৩	কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ...	১০১	১৩
উপাখ্যান ব্যতীত মহাভারতে			* অকৌহিলীর পরিমাণ ...	১০৩	১৯
চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোক ...	৪১	৬৪	আঠারদিন যুদ্ধের দিনবিভাগ	১০৬	৩০
সার্বভৌমশ্লোকান্বক সফলিত মহাভারত	৪১	৬৫	আদিপর্ব্বের উপপর্ক ...	১০৯	৪১
প্রথম স্কন্ধে অধ্যাপনা ...	৪১	৬৬	সভাপর্ব্বের উপপর্ক ...	১১১	৪৭
			বনপর্ব্বের উপপর্ক ...	১১২	৪৯

* আত্মীকপর্ব্বসমাপ্তিপর্ব্ব প্রথম অংশ যে মহাভারতের প্রত্যেক ইহা এই ৫২ শ্লোকের ভারতকৌমুদী-দ্বারা সূচিত আছে ।

* ১০৫ পৃষ্ঠার অকৌহিলীর সংখ্যা বিন্দুভাবে দেখান হইয়াছে ।

বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক
বিরাটপর্বের উপপর্ক ...	১১৩	৫৭	শল্যপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬৫	২২০
উদ্যোগপর্বের উপপর্ক ...	১১৪	৫৯	সৌপ্তিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬৫	২২২
ভীষ্মপর্বের উপপর্ক ...	১১৬	৬৮	সৌপ্তিকপর্বের অধ্যায় ও		
দ্রোণপর্বের উপপর্ক ...	১১৬	৭০	শ্লোকসংখ্যা ...	১৬৯	৩১০
কর্ণ ও শল্যপর্বের উপপর্ক...	১১৭	৭৩	জ্ঞাপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭০	৩১৩
সৌপ্তিকপর্বের উপপর্ক ...	১১৭	৭৪	জ্ঞাপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৭২	৩২৩
জ্ঞাপর্বের উপপর্ক ...	১১৭	৭৫	শান্তিপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭২	৩২৫
শান্তিপর্বের উপপর্ক ...	১১৮	৭৮	শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৭৩	৩২৯
অম্বুশাসনিকপর্বের উপপর্ক	১১৯	৮০	অম্বুশাসনপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৩	৩৩২
আশ্বমেধিকপর্বের উপপর্ক...	১১৯	৮১	অম্বুশাসনপর্বের অধ্যায়		
আশ্রমবাসিকপর্বের উপপর্ক	১১৯	৮২	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৪	৩৩৭
মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্ণা-			আশ্বমেধিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৫	৩৩৯
রৌহণিকপর্বের উপপর্ক ...	১১৯	৮৩	আশ্বমেধিকপর্বের অধ্যায়		
হরিবংশের উপপর্ক ...	১১৯	৮৪	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৬	৩৪৪
আদিপর্বের বৃত্তান্তকথন ...	১২০	৮৭-	আশ্রমবাসিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৬	৩৪৬
আদিপর্বের অধ্যায় ও			আশ্রমবাসিকপর্বের অধ্যায়		
শ্লোকসংখ্যা ...	১৩১	১৩২	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৮	৩৫২
সভাপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৩২	১৩৪	মৌসলপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৮	৩৫৪
সভাপর্বের অধ্যায় ও			মৌসলপর্বের অধ্যায় ও		
শ্লোকসংখ্যা ...	১৩৪	১৪৩	শ্লোকসংখ্যা ...	১৮১	৩৬৩
বনপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৩৪	১৪৫	মহাপ্রস্থানিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৮১	৩৬৫
বনপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৪৮	২০৬	মহাপ্রস্থানিকপর্বের অধ্যায় ও		
বিরাটপর্বের বৃত্তান্ত ..	১৪৮	২০৮	শ্লোকসংখ্যা ...	১৮২	৩৬৮
বিরাটপর্বের অধ্যায় ও			স্বর্ণপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৮২	৩৭০
শ্লোকসংখ্যা ...	১৫০	২১৭	স্বর্ণপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৮৪	৩৭৮
উদ্যোগপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫১	২২০	হরিবংশের বৃত্তান্ত ...	১৮৫	৩৮১
উদ্যোগপর্বের অধ্যায় ও			হরিবংশের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৮৬	৩৮৯
শ্লোকসংখ্যা ...	১৫৬	২৪৪	মহাভারতের প্রণয়ন ...	১৮৭	৩৯২
ভীষ্মপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫৭	২৪৭	জনমেজয়ের দীর্ঘকালীন		
ভীষ্মপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৫৮	২৫৪	যজ্ঞ ও তাঁহার ব্রাহ্মগণের নাম	১৯৩	১
দ্রোণপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫৮	২৫৬	জনমেজয়ের ব্রাহ্মগণকর্তৃক		
দ্রোণপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬১	২৬৯	কুরু-রাজ্য ...	১৯৩	২
কর্ণপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬২	২৭২	জনমেজয়ের প্রতি দেবতানীর ...		
কর্ণপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬৩	২৭৯	অভিসম্পাত ...	১৯৪	৩
শল্যপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬৩	২৮১	জনমেজয়ের পুরোহিতবরণ ...	১৯৬	৪

পাঠক্রমে আদিপর্বের বহু সূচীপত্র।

৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
জনমেজয়ের তপশিলা জয় ...	১২৭	২২	সৌতির নিকট শৌনকের		
আরুণির উপাখ্যান ...	১২৮	২৩	ভৃগুবংশজিজ্ঞাসা ...	২৫৮	৩
উপমহ্যুর উপাখ্যান ...	২০১	৩৬	সৌতির ভৃগুবংশবর্ণন	২৫৯	৬-
উপমহ্যাকর্ষক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের			ভৃগুর আশ্রমে পুলোম-		
স্তব ...	২০৭	৬২	রাক্ষসের আগমন...	২৬১	১৪
বেদের উপাখ্যান ...	২১৯	৮২	অগ্নির সহিত পুলোম-		
উত্তরের উপাখ্যান ...	২২১	৮৮	রাক্ষসের কথোপকথন ...	২৬৩	২১-
উত্তরের দাঁড়াইয়া আচমন ...	২২৫	১০৫	পুলোমরাক্ষসকর্ষক ভৃগুভাষ্য।		
উত্তরের বসিয়া আচমন ...	২২৮	১১৪	হরণ ...	২৬৭	১
উত্তরের ক্ষপণকদর্শন ...	২৩৩	১৩৪	চ্যবনের উৎপত্তি ...	২৬৭	২
ক্ষপণকল্পপি-ভক্ষককর্ষক			পুলোমরাক্ষসের মৃত্যু ...	২৬৮	৩
কুণ্ডল হরণ ...	২৩৩	১৩৬	বধূসরা নদীর উৎপত্তি ...	২৬৮	৬-
উত্তরকর্ষক মাগদিগের স্তব ...	২৩৫	১৪৪-	অগ্নির প্রতি ভৃগুর শাপ ...	২৭১	১৪
উত্তরের আশ্চর্যদর্শন ...	২৩৮	১৫৩-	মিথ্যাশাস্ত্রের দোষ ...	২৭২	১৭
উত্তরকর্ষক বর্ষচক্র প্রভৃতির			অগ্নির তিরোধান...	২৭৪	২৬
স্তব ...	২৩৯	১৫৬-	ব্রহ্মাকর্ষক অগ্নির সান্ধ্বনা ...	২৭৬	৩২-
ভক্ষককর্ষক কুণ্ডল			অগ্নির পুনরায় আবির্ভাব ...	২৭৮	৩৯
প্রতাপর্ণ ...	২৪৩	১৬৫	রুকচরিত ...	২৮০	৩-
গুরুপত্নীকে উত্তরের কুণ্ডলদান	২৪৪	১৭১	রুককর্ষক প্রমথরাপ্রার্থনা ...	২৮২	১৪
উত্তর নাগলোকে যে সকল			প্রমথরার চরণে সর্পদংশন ...	২৮৩	১৮
আশ্চর্য দেখিয়াছিলেন,			প্রমথরার মৃত্যু ...	২৮৪	২০
গুরু নিকট সে সমস্তের প্রশ্ন...	২৪৫	১৭৬-	প্রমথরার শোকে রুকর বিলাপ	২৮৬	২-
সে বিষয়ে গুরুর উত্তর ...	২৪৬	১৮২-	রুকর আত্মর অর্ক্ষে প্রমথরার		
ভক্ষকে শান্তি দিবার			জীবনলাভ ...	২৯১	২১
অস্ত্র উত্তরের হস্তিনাগমন ...	২৪৮	১৮৬	রুক ও প্রমথরার বিবাহ ...	২৯২	২৩
উত্তরকর্ষক জনমেজয়			রুকর ভুগুভৃত্যার উজ্জম ...	২৯৩	২৭
রাজার উত্তেজনা ...	২৪৯	১৯০	রুক ও ভুগুভের কথোপকথন	২৯৪	১-
ভক্ষকের প্রতি জনমেজয়ের			সহস্রপাদমুনির ভুগুভরূপ		
ক্রোধ ...	২৫২	২০২	পরিত্যাগ ...	২৯৯	২০
কি বলিবেন সে বিষয়ে			সৌতির নিকট শৌনকের		
সৌতির জিজ্ঞাসা ...	২৫৪	২	সর্পসজ্জিজ্ঞাসা ...	৩০৪	১
সৌতির নিকট ঋষিগণ-			জরৎকারুর বর্ণনা ...	৩০৬	১৪-
কর্ষক শৌনকের আগমন-			জরৎকারুর পিতৃপুরুষদর্শন ...	৩০৭	১৪
প্রতীক্ষার প্রার্থনা ...	২৫৬	৮	পিতৃপুরুষগণের সহিত		
যজ্ঞসভায় শৌনকের আগমন	২৫৬	১১	জরৎকারুর কথোপকথন ...	৩০৭	১৫-

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
জরৎকারুর কস্তাভিকা ...	৩১৩	২	এই শাণে ব্রহ্মার অমুখোদন ...	৩৫৩	১০-
জরৎকারুর দারপরিগ্রহ ...	৩১৪	৭	উচ্চৈশ্রবার বর্ণ-পর্যায়ের জন্ত		
কস্তপের নিকট কক্ষ ও			কক্ষ ও বিনতার গমন ...	৩৫৬	২
বিনতার পুত্রবর গ্রহণ ...	৩২০	৮	সমুদ্রবর্ণন ...	৩৫৬	৩-
সর্পগণের উৎপত্তি ...	৩২১	১৫	উচ্চৈশ্রবার কৃষ্ণবর্ণ লোম		
অরুণের উৎপত্তি ...	৩২২	১৭	হওয়ার জন্ত সর্পগণের মন্ত্রণা ...	৩৬০	১-
বিনতার প্রতি অরুণের শাপ ...	৩২২	১৮	কক্ষ ও বিনতার সমুদ্র পার		
অরুণকে হৃষ্যের সারণি করণ ...	৩২৩	২৪	হওয়া ...	৩৬১	৪-
গরুড়ের উৎপত্তি ...	৩২৪	২৬	পথে জয় লাভ করায় কক্ষর		
সমুদ্রমন্ডনের জন্ত দেবগণের মন্ত্রণা ৩২৬		৫-	বিনতাকে দাসী করা ...	৩৬৩	৩
অনন্তকর্তৃক মন্দরপর্যন্ত উত্তোলন ৩৩০		৮	অণু হইতে গরুড়ের বাহির হওয়া ৩৬৩		৫
সমুদ্রমন্ডন আরম্ভ ...	৩৩২	১৩	দেবগণকর্তৃক গরুড়ের স্তব ...	৩৬৬	১৫-
চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা, উচ্চৈশ্রবা			দেবগণের প্রতি হৃষ্যের		
অশ্ব, কোম্বভমণি, পারিজাতবৃক্ষ			আক্রোশ ...	৩৭৩	৭-
ও সুরভিগাভীর উৎপত্তি ...	৩৩৭	৩৫-	অরুণকর্তৃক হৃষ্যের আবরণ ...	৩৭৬	১২-
অমৃত লইয়া ধ্বস্তির			বিনতাকর্তৃক কক্ষর ও গরুড়কর্তৃক		
উৎপত্তি ...	৩৩৯	৪০	সর্পগণের বহন ...	৩৭৮	৫
ঐরাবতহস্তীর উৎপত্তি ...	৩৩৯	৪২	কক্ষকর্তৃক ইন্দ্রের স্তব ...	৩৭৯	৭-
কালকূটবিষের উৎপত্তি ...	৩৩৯	৪৩	ইন্দ্রকর্তৃক জলবর্ষণ ...	৩৮২	১৯
শিবের কালকূটবিষপান			বিনতার দাস্তম্ভির জন্ত		
ও নীলকণ্ঠ হওয়া ...	৩৪০	৪৪-	গরুড়ের প্রতি সর্পগণের অমৃত		
নারায়ণের মোহিনীরূপ ধারণ এবং			আনয়নের আদেশ ...	৩৮৯	১৬
দেবগণকে অমৃত পান করান ...	৩৪১	৪৭-	গরুড়ের প্রতি বিনতার নিষাদ-		
দেবতার রূপ ধারণ করিয়া রাহুর			ভক্ষণের ও ব্রাহ্মণপরিভ্যাগের		
অমৃত পান, চন্দ্র ও হৃষ্যকর্তৃক তৎ-			আদেশ ...	৩৯০	৩
কখন, নারায়ণকর্তৃক রাহুর মস্তক-			গরুড়ের নিষাদ ভক্ষণ ...	৩৯৪	২০-
ছেদন এবং রাহুকর্তৃক চন্দ্র ও			গরুড়ের কণ্ঠ হইতে ব্রাহ্মণ ও		
হৃষ্যগ্রাস ...	৩৪৩	৪-	নিষাদীর নির্গমন ...	৩৯৭	৫
দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ ...	৩৪৪	১১-	গজ-কচ্ছপের পূর্ববৃত্তান্ত ...	৩৯৯	১৬-
অসুরগণের পরাজয় ...	৩৪৯	২৯	গরুড়কর্তৃক গজকচ্ছপ ধারণ ...	৪০৫	৩৯
নারায়ণের হস্তে অমৃত রক্ষার			গরুড়ের বটবৃক্ষশাখা ভঞ্জন ...	৪০৭	৪৮
ভার সমর্পণ ...	৩৫০	৩১	বাণশিখ্যগণকর্তৃক 'গরুড়' নাম		
উচ্চৈশ্রবার বর্ণবিধরে			করণ ও তাহার ব্যুৎপত্তি ...	৪১০	৭
কক্ষ ও বিনতার পণ ...	৩৫১	২-	পর্যন্তের উপরে গরুড়ের বটশাখা		
সর্পগণের প্রতি কক্ষর শাপ ...	৩৫৩	৮	পরিভ্যাগ ...	৪১৪	২৫

পাঠক্রমে আদিপর্বের বৃহৎ সূচীপত্র ।

৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	স্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	স্লোক
গুরুড়ের গজকচ্ছপ ভক্ষণ	৪১৬	৩০	ভক্ষণে অপর মুনিকুমার-		
গুরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিবার			কর্তৃক শূদ্রীর উত্তেজনা	৪১১	২৯-
জন্তু দেবগণের সম্মিলিত হওয়া	৪১৯	৪৫	পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ	৪২৫	১২-
ইন্দ্রকর্তৃক বাণখিল্যমুণিগণ ভক্ষণ	৪২৪	১০	শূদ্রীর প্রতি শমীকের উপদেশ	৪২৭	২০-
বাণখিল্যগণের কৰ্ম্মাহুত্বানের			পরীক্ষিতের নিকট শমীকের গোর-		
ফলে গুরুড়ের ক্ষমতা লাভ	৪২৮	২৭	মুখ্যনামক শিষ্টশ্রেণণ	৫০৪	১৩-
দেবগণের সহিত গুরুড়ের যুদ্ধ			পরীক্ষিতের আশ্বরক্ষার চেষ্টা	৫০৯	২৯-
ও জয়লাভ	৪৩১	১-	পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্ত		
অমৃতভাণ্ডের নিকটে গুরুড়ের			পথে কাশ্মপের আগমন	৫১০	৩৩
লৌহময়বৈদ্যতিকয়ন্ত ও দৃষ্টিবিষ			পথে তক্ষক ও কাশ্মপের		
সর্পদর্শন	৪৩৮	২-	কথোপকথন	৫১১	৩৭-
গুরুড়কর্তৃক সেই সর্পসংহার			তক্ষককর্তৃক বটরক্ষদংশন	৫১৩	৪-
ও যন্তুভক্ষণ	৪৩৯	৯-	কাশ্মপকর্তৃক বটরক্ষের পুনরুজ্জীবন	৫১৪	৯-
গুরুড়ের অমৃতহরণ	৪৪০	১১	তক্ষকের নিকট ধন লাভ করিয়া		
নারায়ণের নিকট গুরুড়ের বরলাভ	৪৪০	১৩-	কাশ্মপের নিবৃত্তি	৫১৭	১৯
নারায়ণকে গুরুড়ের বরদান	৪৪১	১৬-	পরীক্ষিতের তক্ষকদংশন	৫২১	৩৬
গুরুড়ের 'স্বপর্ণ' নাম ও			জনমেজয়ের রাজ্যলাভ	৫২৩	৬
ইন্দ্রের সহিত সখিহ লাভ	৪৪৩	২৩-	জনমেজয়ের বিবাহ	৫২৪	৯
গুরুড়ের বলবর্ধন	৪৪৫	৫-	জরৎকারুর পৃথিবীপার্ষ্যটন,		
ইন্দ্রের নিকট গুরুড়ের বরলাভ	৪৪৮	১৪	পিতৃপুরুষদর্শন এবং তাঁহা-		
বিনতার দাস্ত মোচন	৪৫০	২২	দের অবস্থাপ্রবণ	৫২৫	১-
সর্পগণের বিজিত্বতা	৪৫১	২৭	জরৎকারুকর্তৃক কষ্টাপ্রার্থনা	৫৩৮	১৩-
সর্পগণের নাম রুথন	৪৫৪	৫-	জরৎকারুমুনির বিবাহ	৫৪২	৫
অনন্তনাগের উপস্তা	৪৫৬	২-	জরৎকারুর ভাৰ্য্যা ত্যাগ	৫৫১	৪৩
অনন্তনাগের পৃথিবীধারণ	৪৬২	২২	আস্ত্রীকের জন্ম	৫৫৬	১৭
বাহুকির নাগরাজ্যে অভিষেক	৪৬৩	২৬	'আস্ত্রীক' নামের কারণ	৫৫৬	২০
মাতৃশাপনিবৃত্তির জন্ত সর্প-			পরীক্ষিতের প্রজাপালন	৫৬০	৮
গণের মন্ত্রণা	৪৬৪	৩-	'পরীক্ষিত' নামের কারণ	৫৬১	১৪-
মাতৃশাপনিবৃত্তিবিষয়ে			ষাট বৎসর বয়সে পরীক্ষিতের মৃত্যু	৫৬২	১৭
এলাপত্রনাগের উক্তি	৪৭৩	১-	বৃদ্ধ মল্লিগণের নিকট অনমেজয়-		
ভগিনীদান করিবার জন্ত বাহুকি-			কর্তৃক পরীক্ষিতের মৃত্যু শ্রবণ	৫৬৬	১-
কর্তৃক জরৎকারুমুনির অধেষণ	৪৮২	১৩-	বৃদ্ধ মল্লিগণের নিকট কাশ্মপ		
জরৎকারুনামের ব্যুৎপত্তি	৪৮৩	৩-	ও তক্ষকের কার্য্য নিবেদন	৫৭৬	৪০-
পরীক্ষিতের মৃগয়া ও শরীকমুনির			তক্ষকের চরিত্র ও নিরা জনমে-		
কর্তৃক বৃদ্ধ সর্প সমর্পণ	৪৮৬	১০-	জয়ের ক্রোধ	৫৭৮	৪২-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক
জনমেজয়ের সর্পসত্রপ্রতিজ্ঞা	৫৮০	১-	মহাভারত কথনের প্রস্তাব ...	৬৩১	৬-
স্থপতিকর্তৃক সর্পসত্রের ভাবি বিষ-			মহাভারত বলিবার জন্ত ব্যাস-		
কখন ...	৫৮৪	১৫-	কর্তৃক বৈশম্পায়নের নিয়োগ	৬৩৮	২১
সর্পসত্রারম্ভ ও সর্পসংহার	৫৮৫	১-	সংক্ষেপে মহাভারত কখন ...	৬৪১	৬-
সর্পসত্রে ত্রতী ব্রাহ্মণগণের নাম	৫৮৮	৫-	বিস্তরক্রমে মহাভারত বলিবার জন্ত		
তক্ষককর্তৃক ইন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ	৫৯০	১৫	জনমেজয়ের প্রার্থনা ...	৬৫৪	৩
তক্ষককে ইন্দ্রের অভয় দান ...	৫৯১	১৬-	মহাভারতের প্রশংসা ...	৬৫৬	১৫
সর্পনাশে বাহুবলির উৎসেগ ...	৫৯২	২১	মহাভারত ইতিহাস ও		
আত্মীককর্তৃক বাহুবলির			তাহার নাম—‘জয়’ ...	৬৫৭	২০
আশ্বাস দান ...	৫৯৮	১৭-	ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিবিশয়ে		
সর্পসত্রনিবারণের জন্ত			মহাভারতে যাহা আছে, তাহা		
আত্মীকের গ্রন্থান ...	৬০০	২৬-	অজ্ঞাত আছে ; মহাভারতে যাহা		
আত্মীককর্তৃক সর্পসত্রের ও			নাই, তাহা অজ্ঞাত নাই ...	৬৫৮	২৪
জনমেজয়রাজার স্তুতি ...	৬০২	১-	প্রকারান্তরে মহাভারতনামের		
আত্মীকের প্রতি জনমেজয়ের সন্তোষ ৬০৭		১	ব্যুৎপত্তি ...	৬৬২	৩৮
তক্ষককে আনিবার জন্ত			তিন বৎসরে বেদব্যাসের মহা-		
পুরোহিতগণের দ্বারা ...	৬০৮	২-	ভারতরচনা ...	৬৬৩	৪০
তক্ষকের সহিত ইন্দ্রের			ব্রহ্মচর্যাদিনিয়মযুক্ত হইয়া		
আগমন ...	৬১০	৮-	মহাভারত শ্রোতব্য ...	৬৬৩	৪১
ইন্দ্রের সহিতই তক্ষককে দণ্ড			মহাভারত-পুস্তক-দানের ফল ...	৬৬৫	৪৮
করিবার জন্ত জনমেজয়ের			উপরিচর-রাজার উপাখ্যান ...	৬৬৬	১-
প্ররোচনা ...	৬১১	১১	শুক্ৰিমতীর গর্ভে গিরিক। ও		
তক্ষককে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের			একটি পুরুষের উৎপত্তি ...	৬৭৮	৫০
পলায়ন ...	৬১২	১৪	উপরিচরকর্তৃক গিরিকাকে		
তক্ষকের যজ্ঞীয় অগ্নিসমীপে			মহিষী করণ ...	৬৭৮	৫৩
আগমন ...	৬১২	১৫	উপরিচর রাজার যুগয়ায় গমন	৬৭৯	৫৬
আত্মীককর্তৃক যজ্ঞসমাপ্তির			উপরিচরকর্তৃক শ্রেনপক্ষী দ্বারা		
বরপ্রার্থনা ...	৬১৩	২১	গিরিকার নিকট নিজ শুক্রপ্রেরণ,		
দণ্ড সর্পগণের নাম কখন ...	৬১৬	৫-	সেই শুক্রের যযুনাঙ্কলে পতন এবং		
আত্মীকের বাক্যে তক্ষকের			মৎস্তরূপিনী অত্রিকা অশ্বরা-		
আকাশে স্থিতি ...	৬২২	৫-	কর্তৃক সেই শুক্রভক্ষণ ...	৬৮২	৬৯
জনমেজয়কর্তৃক যজ্ঞসমাপ্তির			সেই মৎস্তরূপিনী অত্রিকার		
অহুমোদন ...	৬২২	৭	গর্ভে মৎস্তরাজ ও সভাবতীর		
আত্মীককর্তৃক সর্পগণের নিকট			উৎপত্তি ...	৬৮৪	৭৭
মাতৃঘের সর্পভ্রমনিবারণের প্রার্থনা ৬২৬		২১-	সভাবতীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত ...	৬৮৮	৯২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক
পরশুরের সহিত সত্যবতীর সঙ্গ			দক্ষকন্যাগণের সম্প্রদান ...	৭৩৫	১৩
এবং 'গন্ধবতী ও বোজনগন্ধা'			মহু, প্রজাপতি ও অষ্ট বহুর		
নাম ...	৬৯৫	১২০-	উৎপত্তি ...	৭৩৬	১৭
বেদব্যাসের জন্ম ...	৬৯৬	১২৪	অষ্ট বহুর নাম ...	৭৩৬	১৮
'ঐশ্যায়ন' নামের কারণ ...	৬৯৬	১২৬	অষ্ট বহুর পুত্রগণের নাম	৭৩৭	২১-
বেদবিভাগনিবন্ধন 'ব্যাস' নাম	৬৯৭	১২৭	অষ্টম বহু প্রভাস হইতে		
স্বমন্তপ্রভৃতিকে বেদব্যাসের বেদ ও			বিশ্বকর্নার উৎপত্তি ...	৭৩৮	২৮
মহাভারত অধ্যাপনা ...	৬৯৭	১২৮-	ধর্মের উৎপত্তি ...	৭৩৯	৩১
সংক্ষেপে অগ্নীমাতৃব্যার উপাখ্যান	৬৯৮	১৩১-	অগ্নিনীকুমারবায়ের উৎপত্তি	৭৪০	৩৫
কৃষ্ণের উৎপত্তি ...	৬৯৯	১৩৮	ভৃগুর উৎপত্তি ও তাঁহার বংশ	৭৪১	৪১
পরশুরামকর্তৃক পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়-			ধাতা ও বিধাতার উৎপত্তি	৭৪৪	৫০
করার পর ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের			অধর্মের উৎপত্তি ...	৭৪৫	৫৩
উৎপত্তি ...	৭০৯	৭	নানাবিধ পশু-পক্ষীর উৎপত্তি	৭৪৬	৫৬-
সমস্ত লোকের সূত্রে বাস ...	৭১০	১৪-	বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের উৎপত্তি	৭৪৯	৬৯
অম্বরগণের মর্ত্যলোকে			সম্প্রতি ও জটায়ুর উৎপত্তি	৭৫০	৭৪
জন্মগ্রহণ ...	৭১৪	২৭	যে অম্বর যে ব্যক্তি হইয়া		
অম্বরভারাক্রান্তা পৃথিবীর			জন্মিয়াছিল, তাহার পরিচয়	৭৫২	৪-
ব্রহ্মার নিকট গমন ...	৭১৬	৩৭	কালনেমির কংসরূপে জন্ম	৭৬২	৬৮
মর্ত্যলোকে জন্মবার জন্ত			বৃহস্পতির অংশে দ্রোণা-		
দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার আদেশ	৭১৯	৪৮	চার্যের জন্ম ...	৭৬৩	৭০
দক্ষের যে তেরটী কন্যা কশ্যপের			মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধের		
ভার্যা হইয়াছিলেন,			অংশে অশ্বখামার জন্ম ...	৭৬৩	৭৩-
তাঁহাদের নাম ...	৭২৪	১২-	শকুনিরূপে দ্বাপরের জন্ম ...	৭৬৪	৭৯
অদিতিপ্রভৃতি সেই কশ্যপ-			কশির অংশে দুর্যোধনের জন্ম	৭৬৬	৮৯
ভার্যাদিগের সন্তানগণের নাম	৭২৪	১৪-	দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণরূপে		
কশ্যপের ভার্যা কপিলা হইতে			রাবাকসগণের জন্ম ...	৭৬৬	৯১
কান্তপগোত্রীয় ব্রাহ্মণের			দুর্যোধনপ্রভৃতি একশত		
উৎপত্তি ...	৭৩১	৫৩	ভ্রাতার নাম ...	৭৬৭	৯৫-
একাদশ ক্রুরের নাম ...	৭৩৩	২-	অভিমন্যুরূপে চক্রপুত্র বর্কীর জন্ম	৭৭০	১১৪
ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের নাম	৭৩৩	৪	শুর হইতে বহুদেব ও পৃথার		
অঙ্গিরাপ্রভৃতির পুত্রগণের নাম	৭৩৪	৫-	জন্ম ...	৭৭৪	১৩০
দক্ষের উৎপত্তি ...	৭৩৪	১০	শুরকর্তৃক হুত্তিভোজরাজার হস্তে		
দক্ষভার্যার উৎপত্তি এবং			পৃথাকে দান ...	৭৭৪	১৩১-
তাঁহার গর্ভে দক্ষের পঞ্চাশটী			হুর্কাসা যুনির নিকট পৃথার (হুতীর)		
কন্যার উৎপত্তি ...	৭৩৫	১১	পুরুষাবর্ষক-মহু-শাত	৭৭৫	১৩৫-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	লোকান্ত	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	লোকান্ত
কর্ণের উৎপত্তি ...	১৭৫	১৩৮	কচের প্রস্থানের সময় দেবযানীর		
ইন্দ্র হইতে একপুরুষধাতিনী শক্তি			সহিত তাঁহার কথোপকথন ...	৮২১	২-
লাভ করিয়া তাঁহাকে কর্ণের			কচের প্রতি দেবযানীর শাপ	৮২৪	১৬
কবচ ও কুণ্ডল দান ...	১৭৭	১৪৬	দেবযানীর প্রতি কচের শাপ	৮২৫	১৯
কুরুক্ষেত্রে নারায়ণের জন্ম ...	১৭৮	১৫২	শশ্বিষ্ঠা ও দেবযানীর কলহ	৮২৯	৮-
বলরামক্ষেত্রে অনন্তদেবের জন্ম	১৭৯	১৫৩	শশ্বিষ্ঠাকর্তৃক দেবযানীর কুপে		
লক্ষ্মীর অংশে কৃষ্ণদেবের জন্ম ...	১৭৯	১৫৭	* নিপাতন ...	৮৩০	১২
শটীর অংশে দ্রৌপদীর জন্ম ...	১৮০	১৫৮	কুপ হইতে ষষাভিকর্তৃক দেবযানীর		
কুন্তীক্ষেত্রে দিকির, মাতীক্ষেত্রে			উদ্ধার ...	৮৩৩	২২
যুতির এবং গান্ধারীক্ষেত্রে মতির			জ্ঞক ও দেবযানীর কথোপকথন	৮৩৫	৩৪-
জন্ম ...	১৮০	১৬১	দেবযানীর প্রতি জ্ঞকের উপদেশ	৮৩৯	১-
মরীচি হইতে কস্তুরের, কস্তুর			জ্ঞকের নিকট দেবযানীর সহস্রতর	৮৪২	১২-
হইতে স্বর্ঘ্যের, স্বর্ঘ্য হইতে যম,			জ্ঞকের দেশভ্যাগেচ্ছা প্রকাশ	৮৪৮	৮-
যমুনা ও ময়ূর উৎপত্তি ...	১৮৬	১৩-	জ্ঞক ও বৃষপক্ষীর কথোপকথন	৮৪৯	১০-
ময়ূর পুত্রগণের নাম ...	১৮৭	১৮	বৃষপক্ষিকর্তৃক দেবযানীর অমুনয়	৮৫১	২০
ময়ূর কন্তা ইলা হইতে পুরুষবীর			শশ্বিষ্ঠাকর্তৃক দেবযানীর দাসী-		
উৎপত্তি ...	১৮৮	২১	বৃত্তি স্বীকার ...	৮৫৩	২৮
পুরুষবীর পুত্রদিগের নাম ...	১৮৯	২৭	যযাতি ও দেবযানীর কথোপকথন	৮৫৭	১০
আয়ুর পুত্র নহবের প্রশংসা ...	১৯০	২৯-	যযাতির নিকট দেবযানীর		
নহবের পুত্র যযাতির প্রশংসা	১৯১	৩৪	পানিগ্রহণ প্রার্থনা ...	৮৬০	২৩
যযাতির সংক্ষিপ্ত চরিত্র ...	১৯১	৩৬-	যযাভিকর্তৃক দেবযানীর		
দেবগণকর্তৃক বৃহস্পতিক			প্রত্যাখ্যান ...	৮৬১	২৪-
এবং অশ্বরগণকর্তৃক জ্ঞকের			দেবযানী ও যযাতির বাদাম্বাদ	৮৬১	২৬-
পৌরোহিত্যে বরণ ...	১৯২	৬	দেবযানীকে বিবাহ করিবার জন্ত		
সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্ত			যযাতির নিকট জ্ঞকের অমুরোধ	৮৬৬	৩৯-
কচের জ্ঞকসমীপে গমন ...	৮০২	১৭	যযাতির কিঞ্চিৎ সম্মতি ...	৮৬৬	৪১
অম্বরকর্তৃক কচের প্রথমবার			* যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ	৮৬৭	৪৫
হত্যা ...	৮০৫	২৮-	দেবযানীকে অন্তঃপুরে এবং		
অম্বরকর্তৃক কচের দ্বিতীয়বার			শশ্বিষ্ঠাকে উদ্ধানে স্থাপন ...	৮৬৯	১-
হত্যা ...	৮০৮	৪২	যযাতির নিকট শশ্বিষ্ঠার		
অম্বরকর্তৃক কচের তৃতীয়বার			আপন ঋতুরকার প্রার্থনা ...	৮৭১	১৩
হত্যা ...	৮০৯	৪৪	ঐ বিষয়ে যযাতির আপত্তি	৮৭১	১৫
কচের সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ ...	৮১৫	৬৪			
জ্ঞককর্তৃক সুরাপানের					
নিয়মকরণ ...	৮১৮	৭২			

*এই বিবাহ যে প্রতিলোমবিবাহের দৃষ্টান্ত বহুই তাহা
তত্ত্বজ্ঞ ৪৫ লোকের ভারতকৌমুদীসকায় প্রমাণিত করা
হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পরিহাসপ্রভৃতি পাঁচটা বিষয়ে মিথ্যা			অষ্টকের সহিত যযাতির আলাপ	৯১৬	১-
বলিলেও পাণ হয় না ...	৮৭২	১৬	অষ্টকের প্রস্ন ও যযাতির উত্তর	৯২৫	১-
শর্মিষ্ঠার সহিত যযাতির সঙ্গ	৮৭৫	২৫	প্রতর্দন, বহুমান, শিবি ও অষ্টকের		
যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে			সহিত যযাতির কথোপকথন	৯৪৬	১-
যজ্ঞ ও তুর্বসুর উৎপত্তি	৮৭৮	২	পুরুবংশ কথন	৯৬৪	৪-
যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভে ক্রুহা,			হুমন্তের রাজত্বসময়ে		
অম্বু ও পুরুর উৎপত্তি ...	৮৭৮	১০	প্রজাবর্গের সুখ ও শান্তি ...	৯৬৮	২-
কৃত্রের নিকট দেবযানীর প্রস্থান			মৃগয়া করিবার জন্ত		
এবং যযাতিকর্তৃক তাঁহার অহসরণ	৮৮১	২৪-	হুমন্তের বনযাত্রা	৯৭১	৩-
জরাগ্রস্ত হইবার বিষয়ে যযাতির			হুমন্তের মৃগয়া	৯৭৪	১২-
প্রতি কৃত্রের অভিলাষ ...	৮৮৩	৩১	হুমন্তকর্তৃক কথমুনির আশ্রম দর্শন	৯৮১	১৮
কামুকী স্ত্রীর সহিত সঙ্গ	না		কথমুনির আশ্রম বর্ণন	৯৮৩	৩৭-
করিলে পাণ হয় ...	৮৮৪	৩৪	কথের আশ্রমে হুমন্তের প্রবেশ	৯৮৮	৫২
যযাতির জরাপ্রাপ্তি	৮৮৫	৩৬	হুমন্ত ও শকুন্তলার পরস্পর		
জরাগ্রহণের জন্ত যজ্ঞপ্রভৃতি চারি			দর্শন ও আলাপ	৯৮৯	৪-
পুত্রের নিকট যযাতির অহরোধ ও			শকুন্তলার আশ্রয় কথন	৯৯২	১৮-
প্রত্যাখ্যানপ্রাপ্তি ...	৮৮৭	২-	বিশ্বামিত্রের আশ্রমে মেনকার গমন	৯৯৮	৪৪
জরাগ্রহণের জন্ত পুরুর নিকট			বিশ্বামিত্র ও মেনকার বিহার	১০০০	৮
যযাতির অহরোধ এবং পুরুর			মালিনীনদীর নিকটে শকুন্তলার জন্ম	১০০১	১০
স্বীকার ...	৮৯৩	২২-	শকুন্তলানামের কারণ	১০০২	১৬
পুরুর জরাপ্রাপ্তি	৮৯৪	৩৫	ভার্যা করিবার জন্ত শকুন্তলার		
যযাতির ঘোবনলাভ ও ভোগ	৮৯৪	১-	নিকট হুমন্তের প্রার্থনা	১০০৩	১৮-
যযাতির নির্বেদ	৮৯৭	১২	অষ্টপ্রকার বিবাহ কথন	১০০৬	১৪-
পুরুর রাজ্যাভিষেক এবং			গাঙ্ধর্ববিধানে হুমন্ত ও		
যযাতির ভপোবনগমন	৯০১	৩২-	শকুন্তলার বিবাহ	১০০৯	২৫-
যজ্ঞ হইতে যাদব, তুর্বসু			এই বিবাহে কথের অল্পমোদন	১০১১	৩২
হইতে যবন, ক্রুহা হইতে			শকুন্তলার পুত্র উৎপত্তি	১০১৩	১
ভোজ এবং অম্বু হইতে			ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেই শকুন্তলার		
শ্রেষ্ঠজাতির উৎপত্তি	৯০১	৩৪	পুত্রের বিক্রম	১০১৪	৫-
যযাতির তপস্তা	৯০৪	১৩-	শকুন্তলাপুত্রের 'সর্বদমন'		
যযাতির স্বর্ণে গমন	৯০৬	১৭	নাম করণ	১০১৪	৮-
ইন্দ্রের সহিত যযাতির আলাপ	৯০৭	৪-	কথমুনিগণের সহিত শকুন্তলার		
যযাতির অহম্বার	৯১২	২	হস্তিনার গমন	১০১৫	১৪
যযাতির স্বর্ণ হইতে পতন ও			হুমন্তকর্তৃক শকুন্তলার		
অষ্টকের প্রেরণ	৯১৪	৬-	প্রত্যাখ্যান	১০১৬	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
হৃদয়ের প্রতি শ্রুতগার			মহাভিবরাকার প্রতি ব্রহ্মার শাপ ১০৭৮	৬	
সতিরকার প্রবোধবাক্য ... ১০১৮	২৫-		অষ্ট বহুর প্রতি বশিষ্ঠের শাপ ১০৮০	১৩	
চন্দ্র-স্বর্ষাঐত্বিকর্ষক মনুস্তের			বহুগণের সহিত গলার		
সমস্ত বৃদ্ধান্তজ্ঞান ... ১০১৯	৩০		কথোপকথন ... ১০৮০	১৫-	
শ্রুতগার প্রতি হৃদয়ের তিরকার ১০২৯	৭৩		প্রতীপ রাজার সহিত		
হৃদয়ের প্রতি শ্রুতগার তিরকার ১০৩১	৮২		গলার কথোপকথন ... ১০৮৩	৪-	
সত্যের প্রশংসা ... ১০৩৬	১০২		পুত্রবধু হওয়ার জন্য গলার নিকট		
হৃদয়ের প্রতি নৈববানী ... ১০৩৭	১১০		প্রতীপ রাজার অমরোহ ... ১০৮৫	১১	
শ্রুতলাপুত্রের 'ভরত'-নাম ১০৩৮	১১৪		শান্তমুর উৎপত্তি ... ১০৮৭	১৮	
হৃদয়কর্ষক শ্রুতগার সাধনা			গঙ্গাতীরে শান্তমুর যুগ্ম ... ১০৮৮	২৫	
এবং গ্রহণ ... ১০৪০	১২১-		ভাৰ্য্যা হইবার জন্য গলার		
ভরতের যৌবরাজ্যভিষেক ১০৪১	১২৬		নিকট শান্তমুর প্রার্থনা ... ১০৮৯	৩১	
হৃদয়ের স্বর্ণলাভ ... ১০৪১	১২৭		গলার সহিত শান্তমুর সঙ্গ ... ১০৯১	৩৭	
ভরতের নানাবিধ-যজ্ঞানুষ্ঠান ১০৪৩	৪-		গঙ্গাকর্ষক নিজপুত্রহত্যা ... ১০৯২	৪৪	
ভরতবংশবর্ণন ... ১০৪৪	১০-		ভীষ্মের জন্ম ... ১০৯৩	৪৬	
সম্রাটের রাজত্বকালে প্রজ্ঞানান			গঙ্গাকর্ষক শান্তমুর পরিতাগ ১০৯৫	৫৪	
ও নানাবিধ উৎপাত ... ১০৪৬	২৩-		বরুণ হইতে বশিষ্ঠের উৎপত্তি		
সম্রাটের রাজ্যনাশ ও পর্বত আশ্রয় ১০৪৭	২৫-		ও তাঁহারই নাম 'আপব' ... ১০৯৬	৫	
সম্রাটকর্ষক বশিষ্ঠকে			কঙ্কণপন্নী-সুরভির কস্তা		
পৌরোহিত্যে বরণ ... ১০৪৮	৩২		নন্দিনীকে হোমধেয়রূপে		
বশিষ্ঠের প্রভাবে পুনরায়			বশিষ্ঠের লাভ ... ১০৯৭	৯	
সম্রাটের রাজ্যলাভ ... ১০৪৮	৩৩		বহুগণের প্রতি বশিষ্ঠ-		
সম্রাট হইতে কুরু জন্ম ... ১০৪৯	৩৬		শাপের কারণ ... ১০৯৮	১১-	
কুরু উপত্যায় কুরুক্ষেত্রের তীর্থলাভ ১০৪৯, ৩৮			'দু'-নামক বহুর ভীষ্ম-		
কুরুবংশ বর্ণন ... ১০৪৯	৩৮-		রূপে উৎপত্তি ... ১১০৩	৩৮	
ব্রহ্মা হইতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি-			ভীষ্মকে লইয়া গলার অন্তর্ধান ১১০৫	৪৬	
পর্বত বংশবর্ণন ... ১০৫৫	৭-		শান্তমুর গুণবর্ণনা ... ১১০৬	১-	
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতার			শান্তমুর ভীষ্মকে লাভ ... ১১১৪	৪১	
ক্রোপনী ভিন্ন অপর অপর			শান্তমুর সভাবতীকে প্রার্থনা ১১১৬	৫১	
ভাৰ্য্যা ও পুত্রলাভ ... ১০৭২	১০২-		শান্তমুর ও ভীষ্মের উক্তি-প্রত্যাশ ১১১৭	৬০-	
অর্জুন হইতে অভিমহা, অভিমহা			ভীষ্মকর্ষক দাসরাজের নিকট		
হইতে পরাক্ষিৎ, পরাক্ষিৎ হইতে			সভাবতীকে প্রার্থনা ... ১১২১	৭৫	
অনমেজয়, অনমেজয় হইতে শতানীক			চিরকুমার থাকিবার জন্য		
এবং শতানীক হইতে			দাসরাজের নিকট ভীষ্মের		
অশ্বমেধযজ্ঞের উৎপত্তি ... ১০৭৪	১০৮-		প্রতিজ্ঞা ... ১১২৫	৯৫	

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
সেই প্রতিজ্ঞাবশতঃ শাস্ত্র-			দীর্ঘতমার গৌতমপ্রভৃতি		
নন্দনের 'ভীষ্ম' নাম লাভ ... ১১২৬	১০১		পুত্রলাভ ... ১১৫৮	২৪	
শাস্ত্রকর্তৃক ভীষ্মকে ইচ্ছা-			দীর্ঘতমাকর্তৃক (মৈথুনবিষয়ে)		
মৃত্যু বর দান ... ১১২৭	১০২-		গোধর্ষপ্রচারের চেষ্টা ১১৫৮	২৫-	
শাস্ত্র ও সভ্যবতীর বিবাহ ১১২৮	১		* দীর্ঘতমাকর্তৃক স্ত্রীজাতির এক-		
সভ্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও			মাত্র পতি হইবার নিয়ম স্থাপন ১১৬০	৩০-	
বিচিত্রবীর্ষ্যের উৎপত্তি ... ১১২৮	৩-		পুত্রগণকর্তৃক দীর্ঘতমার গর্ভাঙ্কলে		
চিত্রাঙ্গদের রাজ্যলাভ ... ১১২৯	৬		বিসর্জন ... ১১৬২	৩৭	
গর্ভাবস্থার সহিত চিত্রাঙ্গদের			বলিরাজ্যার দীর্ঘতমাকে গ্রহণ ১১৬৩	৪১	
যুদ্ধ ও মৃত্যু ... ১১৩০	১৪		দীর্ঘতমাকর্তৃক বলিরাজ্যার দাসীর		
বিচিত্রবীর্ষ্যের রাজ্যলাভ ... ১১৩১	১৬		গর্ভে পুত্র উৎপাদন ১১৬৩	৪৫	
ভীষ্মকর্তৃক কাশীরাজের তিনটী			দীর্ঘতমার বরে বলিরাজ্যার অঙ্গ-		
কস্তা হরণ ... ১১৩৫	১৯		বঙ্গ-প্রভৃতি পুত্রগণের উৎপত্তি ১১৬৫	৫১	
ভীষ্মের সহিত রাজাদের যুদ্ধ ১১৩৭	২৫-		সভ্যবতীর আশ্রয়ভাঙা প্রকাশ ১১৬৬	১-	
ভীষ্মের সহিত শাস্ত্ররাজ্যার যুদ্ধ ও			ষেপায়নের 'ব্যাস' ও 'কৃষ্ণ'		
পরাজয় ... ১১৪০	৪১-		নামের কারণ ... ১১৬৮	১৫	
'আমি মনে মনে শাস্ত্ররাজ্যকে			বিচিত্রবীর্ষ্যের ভাষ্যার গর্ভে পুত্র		
বরণ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া			উৎপাদন করিবার জন্য ব্যাসের		
জ্যোতিঃ অশ্বর গ্রহণ ... ১১৪৪	৬১		প্রতি সভ্যবতীর আদেশ ... ১১৭৩	৩৬-	
অধিকা ও অধালিকার সহিত			পুত্রোৎপাদনবিষয়ে সভ্যবতী-		
বিচিত্রবীর্ষ্যের বিবাহ ... ১১৪৪	৬৫		কর্তৃক অধিকাকে সম্মত করা ১১৭৫	৪৭-	
অত্যন্ত ক্রীসঙ্গবশতঃ বন্দা রোগে			অধিকার সহিত ব্যাসের সঙ্গ ১১৭৮	৬	
বিচিত্রবীর্ষ্যের মৃত্যু ... ১১৪৬	৭০-		হৃতরাষ্ট্রের জন্ম ... ১১৭৯	১৩	
বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্রে সন্তান			অধালিকার সহিত ব্যাসের সঙ্গ ১১৮০	১৫	
উৎপাদনের জন্য ভীষ্মের নিকট			পাত্তুর জন্ম ... ১১৮১	২৪	
সভ্যবতীর অনুরোধ এবং ভীষ্ম-			বিষ্ণুর জন্ম ... ১১৮৩	৩২	
কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান ১১৪৭	১-		মাণ্ডব্যের উপাখ্যান ... ১১৮৫	২-	
ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জ্ঞীর গর্ভে			মাণ্ডব্যকে শূলে দান ... ১১৮৭	১২	
পুত্র উৎপত্তির ইতিহাস ১১৫৪	৬-		মাণ্ডব্যের অগ্নীমাণ্ডব্য-নাম ১১৯০	৮	
বৃহস্পতির উত্তথ্যপত্নীগমন ১১৫৫	১০		বালকের কার্যে পাণ না হইবার		
উত্তথ্যপুত্রের প্রতি বৃহস্পতির			নিয়ম স্থাপন ... ১১৯১	১৪	
অভিশাপ ... ১১৫৭	২১		কর্ণের প্রতি মাণ্ডব্যের শাপ ১১৯২	১৬	
সেই অভিশাপে উত্তথ্যপুত্রের দীর্ঘ-					
জন্ম নাম ধারণ ... ১১৫৭	২২				
দীর্ঘতমার ভাষ্যলাভ ১১৫৭	২৩				

* পুরুষের অনেক ভাঙা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর অনেক পতি হইতে পারে না, ইহার মূল্য যুক্তি ও ভাঙা ৩৩
জ্যোতির ভারতকৌতুকীয় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
বিহ্বরঙ্গের ধর্মের জন্ম ...	১১৯২	১৮	দুর্ঘোষধনকে পরিত্যাগ করিবার		
কুরুবাজের উন্নতি ...	১১৯৩	১৭	জন্ম হুতরাষ্ট্রের প্রতি বিহ্বরপ্রভৃতির		
হুতরাষ্ট্রের বিবাহ ...	১২০১	১২	উপদেশ ...	১২৩৬	৩৫
গান্ধারীকর্তৃক নিজের নেত্রবন্ধন	১২০২	১৪	হুতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে		
পুনরায় কুন্তীর উপাখ্যান	১২০৪	২৭	হুতরাষ্ট্রের উৎপত্তি ...	১২৩৭	৪১
পুনরায় কর্ণের উৎপত্তি কথন	১২০৮	২১	হুতরাষ্ট্রকর্তা হুশলার জন্ম ...	১২৪১	১৮
অশ্বে কর্ণকে স্বর্গের উপদেশ	১২০৯	৩০	পুনরায় হুতরাষ্ট্রের পুত্রগণের		
ইন্দ্রকে কর্ণের কবচ দান	১২১১	৩৮	নাম কথন ...	১২৪২	২৭
ইন্দ্রের নিকট কর্ণের শক্তিলাভ	১২১২	৪২	পাণ্ডুকর্তৃক মৃগরূপধারী মৈথুনপ্রবৃত্ত		
কুন্তীর প্রথম পুত্রের 'কর্ণ ও			কিম্বদন্ত্যমুদিকে বাণবিদ্ধ করণ	১২৪৫	৬
বৈকর্তন' নাম হওয়ার কারণ	১২১২	৪৪	পাণ্ডুর প্রতি ঐ মূর্তির শাপ	১২৫১	৩১
অশ্বথরে কুন্তীকর্তৃক পাণ্ডুকে			মুনিহত্যানিবন্ধন পাণ্ডুর বিলাপ	১২৫৩	২৭
বরণ ...	১২১৪	৭	পাণ্ডুর কর্তব্যনিশ্চয় ...	১২৫৪	৮
মন্ত্ররাজের নিকট ভীষ্মকর্তৃক			পাণ্ডুর বনবাস অবলম্বন ...	১২৬২	৩৮
মাতীর প্রার্থনা ...	১২১৭	৬	ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার		
প্রচুর-ধন-দানপূর্বক মাতীকে			জন্ম ঋষিগণের প্রস্থান ...	১২৬৫	৫
লইয়া ভীষ্মের আগমন ...	১২১৯	১৪	চতুর্বিধ ঋণযুক্ত হইয়াই মাধবের		
পাণ্ডুর মাতীকে বিবাহ ...	১২২০	১৮	জন্ম গ্রহণ হয় ...	১২৬৮	১৮
পাণ্ডুর দ্বিধিজয়যাত্রা ...	১২২১	২৪	সেই ঋণ হইতে মুক্তির উপায়	১২৬৯	২০
পাণ্ডুর দ্বিধিজয় ...	১২২১	২৫	পুত্র উৎপাদনের জন্ম পাণ্ডু-		
মৃগয়ার্থ পাণ্ডুর বন গমন ...	১২২৭	৬	কর্তৃক কুন্তীর নিয়োগ ...	১২৭১	২৮
বিহ্বরের বিবাহ ...	১২২৮	১৩	দ্বাদশপ্রকার পুত্র কথন ...	১২৭২	৩৪
বিহ্বরের পুত্রোৎপাদন ...	১২২৮	১৪	শারদভায়নীর উপাখ্যান ...	১২৭৫	৩৯
বেদব্যাসের নিকট গান্ধারীর			জন্ম পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদনে		
শতপুত্রলাভের বর লাভ ...	১২৩০	৮	কুন্তীর আপত্তি ...	১২৭৬	২৭
গান্ধারীকর্তৃক নিজগর্ভ পাতন	১২৩১	১১	ব্যবিত্যষের উপাখ্যান ...	১২৭৭	৭
গান্ধারীর মাংসপেশী প্রসব	১২৩১	১২	পূর্বকালে জীলোকেরা অনবরুদ্ধ,		
সেই মাংসপেশীর শত খণ্ড			খেচ্ছাচারী ও স্বতন্ত্র ছিল ...	১২৮৪	৪
হওয়া ...	১২৩২	১৯	খেতকেতুকর্তৃক জীলোকদের		
সেই শতখণ্ডকে শত কুন্তে স্থাপন	১২৩৩	২১	নিয়ম স্থাপন ...	১২৮৭	১৬
দুর্ঘোষধনের জন্ম ...	১২৩৩	২৪	অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনে		
জন্ম অহুসারে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ	১২৩৪	২৫	কুন্তীর সম্মতি ...	১২৯৩	৪২
ভীম ও দুর্ঘোষধনের একদিনে জন্ম	১২৩৪	২৬	ধর্মকে আবাহন করিবার জন্ম		
দুর্ঘোষধনের জন্মমাত্র অমললের			কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর আদেশ	১২৯৪	৪৫
নানা লক্ষণ প্রকাশ ...	১২৩৪	২৭	কুন্তীকর্তৃক ধর্মের আবাহন	১২৯৬	১

পাঠ্যক্রমে আদিপর্বের বৃহৎ সূচীপত্র।

১৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক
ধর্মের সহিত কুন্তীর			পরশুরামের নিকট দ্রোণের		
সন্ধ্যা ... ১২৯৭	৬		অশ্বশিক্ষা ১৩৮৯	৪২	
যুধিষ্ঠিরের জন্ম ... ১২৯৮	৮		ঋষিদের নিকট হইতে পাণ্ডবগণের		
যুধিষ্ঠিরের কোন্টি ... ১২৯৯	=		পরিচয় লাভ ... ১৩৪১	৩১-	
ভীমের জন্ম ... ১৩০২	১৬		ঋষিগণের অন্তর্ধান ... ১৩৪৩	৪২	
কুন্তীর ক্রোড় হইতে ভীমের			পাণ্ডু ও মাত্রীর দাহ ... ১৩৪৪	১	
পতনে প্রস্তুতভঙ্গ ... ১৩০২	১৭-		সকলের বিলাপ ... ১৩৪৮	২৪-	
যে দিনে ভীমের জন্ম, সেই			পাণ্ডুর উদ্দেশে তর্পণ ... ১৩৪৯	২৯-	
দিনেই দ্রুপ্যোধনের জন্ম ... ১৩০৩	২১		পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ ... ১৩৫১	১	
ভীমের জন্মসময় ... ১৩০৩	২২		সত্যবতী, অযিকা ও অম্বালিকার		
ভীমের কোন্টি ... ১৩০৪	=		তপোবনে গমন এবং মৃত্যু ১৩৫৩	১২-	
দ্রুপ্যোধনের কোন্টি ... ১৩০৫-	=		পাণ্ডব ও কৌরবগণের বালকীড়া ১৩৫৪	২-	
অর্জুনের জন্ম ... ১৩০৯	৩৮		ভীমের বিষপান ... ১৩৬১	৩৩	
অর্জুনের জন্মসময় ... ১৩১০	৩৯		দ্রুপ্যোধনকর্তৃক ভীমের জলে		
অর্জুনের কোন্টি ... ১৩১০-	=		নিষ্ক্ষেপ ... ১৩৬২	৪০	
দ্বাদশ আদিভ্যের নাম ... ১৩১৭	৭০-		সর্পগণকর্তৃক ভীমের দংশন ১৩৬৩	৪২	
অশ্ব পুরুষ দ্বারা মাত্রীর পুত্র			সেই বিষে পূর্ববিষনাথ ১৩৬৩	৪৩	
উৎপাদন করাইবার জন্য কুন্তীর			নাগলোকে ভীমের রসায়নপান ১৩৬৫	৫৬	
নিকট পাণ্ডুর অমুরোধ ... ১৩২২	৯-		ভীমের অঘেষণ ... ১৩৭০	১৫	
নকুল ও সহদেবের জন্ম ... ১৩২৩	১৭		রসায়নপাননিবন্ধন ভীমের দশ		
ব্রাহ্মণগণকর্তৃক পাণ্ডুর পুত্রগণের			সংগ্রহ হস্তীর বল লাভ ... ১৩৭১	২৪	
নাম করণ ... ১৩২৪	২০-		কুন্তীর নিকট ভীমের আগমন ১৩৭৩	৩১	
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি হইতে ভীমপ্রভৃতি			রূপাচার্য্যের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন ১৩৭৬	২-	
এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ (কিন্তু			গোতমের নিকট রূপের		
নকুল ও সহদেব যমজ) ... ১৩২৪	২৩		অশ্বশিক্ষা ১৩৭৯	২২-	
মাত্রীর সহিত পাণ্ডুর সন্ধ্যা			রূপাচার্য্যের নিকট কুরুবালক-		
এবং মৃত্যু ... ১৩৩০	১৪		গণের অশ্বশিক্ষা ... ১৩৮০	২৪-	
মাত্রীর সহায়ণ ... ১৩৩৪	৩৩		দ্রোণের জন্মবৃত্তান্তবর্ণন ১৩৮২	৯-	
পাণ্ডু ও মাত্রীর শব এবং কুন্তী			অগ্নিবেশের নিকট দ্রোণের		
ও পাণ্ডবগণকে লইয়া ঋষিগণের			আয়েশের অশ্বশিক্ষা ... ১৩৮৪	১৫	
হস্তিনায় গমন ... ১৩৩৬	৭		ক্রপদের সহিত দ্রোণের প্রণয় ১৩৮৪	১৮	
পাণ্ডবগণ কত কত বয়সে হস্তিনায়			দ্রোণের বিবাহ ... ১৩৮৫	২২	
গিরাছিলেন এবং তাঁহারা কত			অশ্বখামার জন্ম ... ১৩৮৫	২৩	
কত সময় কোন্ কোন্ কাজ			পরশুরামের নিকট দ্রোণের		
করিয়াছিলেন তাহার হিসাব ১৩৩৭	১১-		গমন ১৩৮৭	২৯	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	মৌকাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	মৌকাঙ্ক
পরশুরামের নিকট দ্রোণের			পরীক্ষায় অর্জুনের প্রাধান্ত নিশ্চয় ১৪২৭	২৭	
ধনপ্রার্থনা ...	১৩৮৮	৩৬	জলজন্তুকর্ষক দ্রোণকে		
ঋণদরাজার নিকট দ্রোণের			আক্রমণ ...	১৪২৭	১০০
গমন ও সখা বলিয়া পরিচয় দান ১৩৯০	১		অর্জুনকর্তৃক জলজন্তুবধ ও		
ঋণদকর্তৃক দ্রোণের তিরস্কার ১৩৯১	৪-		দ্রোণরক্ষা ...	১৪২৮	১০২
দ্রোণের হস্তিনায় গমন ১৩৯৩	১৩		দ্রোণকর্তৃক অর্জুনকে 'ব্রহ্ম-		
দ্রোণকর্তৃক কুপ হইতে বীটা			শির' নামক অস্ত্র দান ...	১৪২৮	১০৬
(৩টা) উত্তোলন ...	১৩৯৬	২৯	দ্রোণশিষ্যগণের অস্ত্র শিক্ষা-		
দ্রোণকর্তৃক কুপ হইতে আঁটা			কৌশলপ্রদর্শনের জন্ত		
উত্তোলন ...	১৩৯৭	৩২-	রত্নস্থাননির্মাণ ...	১৪৩১	৮-
ভীষ্মের নিকট দ্রোণের আশ্ব-			কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা-		
বৃত্তান্ত কথন ...	১৩৯৮	৪০-	কৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৩৫	২৫-
অশ্বখামার পিটুলির জল পান			অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করিতে		
ও নৃত্য ...	১৪০১	৪৪	করিতে ভীম ও দ্রুপ্যোধনের		
ভীষ্মকর্তৃক দ্রোণের গ্রহণ ১৪০৬	৭৮-		জুদ্ধ হওয়া এবং তাঁহাদিগকে		
অস্ত্রশিক্ষার জন্ত দ্রোণের নিকট			অশ্বখামার নিবারণ ...	১৪৩৯	৫
ভীষ্মের পোত্রগণসমর্পণ ...	১৪০৭	১-	অর্জুনকর্তৃক নানাবিধ অস্ত্র-		
শিষ্যগণের নিকট দ্রোণের অভীষ্ট			কৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৪১	১২-
পুরণের প্রার্থনা ...	১৪০৯	১২	রত্নস্থানে কর্ণের প্রবেশ ...	১৪৪৫	১-
তাহাতে অর্জুনের প্রতিশ্রুতি ১৪১০	১৩		অর্জুনের নিকট কর্ণের		
দ্রোণকর্তৃক অর্জুন ও অশ্বখামার			আফালন ...	১৪৪৬	৯
সখিহ স্থাপন ...	১৪১০	১৫	অর্জুনের ভুল্যাই কর্ণের অস্ত্র-		
দ্রোণকর্তৃক অস্ত্রশিক্ষা দান ১৪১০	১৮		শিক্ষাকৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৪৭	১২
শিষ্যগণের মধ্যে অর্জুনের প্রাধান্ত ১৪১১	২৩		কর্ণ ও দ্রুপ্যোধনের সখিহ ...	১৪৪৭	১৪
অস্ত্রশিক্ষাদানে দ্রোণের শঠতা ১৪১২	২৫-		কর্ণ ও অর্জুনের পরস্পর কটুক্তি ১৪৪৮	১৮-	
অস্ত্রশিক্ষার জন্ত একলব্যের			কৃপাচার্য্যকর্তৃক কর্ণ ও		
আগমন ও তাহার প্রত্যাখ্যান ১৪১৫	৪০-		অর্জুনের হৃদ্যনিবারণের চেষ্টা ১৪৫১	৩১-	
দ্রোণের হুঁতিনির্মাণপূর্বক			দ্রুপ্যোধনকর্তৃক কর্ণের		
একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা ...	১৪১৬	৪২-	অদুর্যো অভিষেক ...	১৪৫২	৫৬
একলব্যের অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্য ১৪১৭	৪৯		ব্রত ও কল্মিত অবস্থায় কর্ণ-		
একলব্যকর্তৃক নিজের অর্জু			পিতা অধিরথের প্রবেশ ...	১৪৫৩	১
ছেদন করিয়া দ্রোণকে দান ১৪২১	৬৭		কর্ণগর্ভে ভীম ও দ্রুপ্যোধনের		
কোন্ বিষয়ে কে প্রধান			উজ্জি-প্রত্নুক্তি ...	১৪৫৪	৬-
হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ১৪২২	৭০-		শিষ্যগণের নিকটে দ্রোণের		
দ্রোণকর্তৃক শিষ্যগণের পরীক্ষা ১৪২৩	৭৬-		অস্ত্রশিক্ষা স্থাপন ...	১৪৫৯	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পাশ্চাত্যসৈন্তের সহিত কুরু-			দুর্যোধনকর্তৃক পুরোচনকে		
সৈন্তের যুদ্ধ ...	১৪৬০	১০	কুমন্ত্রণা দান ...	১৪২২	৩-
দুর্যোধনপ্রভৃতির সহিত			পুরোচনকর্তৃক জতুগৃহ-নির্মাণ	১৪২৬	১৯
পাশ্চাত্যগণের যুদ্ধের সময়ে			পাণ্ডবগণের বারণাবতে যাত্রা	১৪২৮	১-
পাণ্ডবগণের দুরে অবস্থান ...	১৪৬১	১৪	পাণ্ডবগণকে নির্বাসিত হইতে		
দুর্যোধনপ্রভৃতির পরাজয়	১৪৬৩	২৫	দেখিয়া পুরবাসিগণের আক্ষেপ	১৪২৭	৭-
পাণ্ডবগণের যুদ্ধে গমন ...	১৪৬৩	২৮	ব্যাসকূট শ্লোক ...	১৪৩০	২০
অর্জুনের সহিত সভ্যজিহের			যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদ্রুয় স্নেহ-		
যুদ্ধ ও পরাজয় ...	১৪৬৬	৪৫-	ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার		
অর্জুনপ্রভৃতিকর্তৃক ক্রপদকে			সংস্কাভাম্বাদ ...	১৪৩১	২১-
ধরিয়া লইয়া যাইয়া দ্রোণের			বিদ্রোহে বিষয় বুঝিবার জন্য		
নিকট গুরুদক্ষিণারূপে সমর্পণ	১৪৭০	৬৩	কুন্তীর প্রশ্ন ...	১৪৩৫	৩০-
ক্রপদকৃত পূর্বভিরঙ্কারের			বিদ্রোহে বিষয় কুন্তীকে		
দ্রোণকর্তৃক প্রচ্যুতের	১৪৭০	৬৪	বুঝাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরের উত্তর	১৪৩৬	৩২-
দ্রোণকর্তৃক ক্রপদের			পাণ্ডবগণের বারণাবতে উপ-		
রাজ্যভাগ ...	১৪৭১	৭০	স্থিত হইবার তারিখ ...	১৪৩৬	৩৪
দ্রোণকর্তৃক ক্রপদের মুক্তি	১৪৭১	৭২	পাণ্ডবগণ বারণাবতে যাইয়া		
তৎকালে ক্রপদের রাজধানী			প্রথম একখানি পুরাতন বাড়িতে		
মাকন্দীনগরী ...	১৪৭১	৭৩	বাস করেন ...	১৪৩৮	১০
দ্রোণের রাজধানী অহিচ্ছত্রনগরী	১৪৭২	৭৬	তাহারা সেখানে দশ দিন		
যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে			থাকিয়া নতুন বাড়ীতে যান	১৪৩৮	১১-
অভিষেক ...	১৪৭৩	১	সে বাড়ীখানি আশ্বেষদ্রব্য-		
বলরামের নিকট ভীমের			নির্মিত ইহা বৃষ্টিতে পারায়		
অস্ত্রশিক্ষা ...	১৪৭৩	৪	ভীমের নিকট যুধিষ্ঠিরের সে		
পাণ্ডবগণের অন্তান্ত রাজ্য জয়	১৪৭৬	২০	বিষয় জ্ঞাপন ...	১৪৩৯	১৪-
শ্রুতরাষ্ট্রকে কণিকের উপদেশ	১৪৮০	৫-	ভীম ও যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি	১৪৪০	২০-
ব্যাঘ্র ও অশ্বকপ্রভৃতির			বিদ্রুয় যে স্নেহভাষায় জতুগৃহের		
উপাখ্যান ...	১৪৮৬	২৬-	বিষয় যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়া-		
পুরবাসিগণের আলোচনা ...	১৪৯০	২৫-	ছিলেন, তাহার প্রমাণ	১৪৪৫	৬
শ্রুতরাষ্ট্রের সহিত দুর্যোধনের			পরিধাননির্মাণচ্ছলে খনককর্তৃক		
কুমন্ত্রণা ...	১৪৯৩	৪২-	একটা বিশাল গর্ভ এবং স্বরূপ		
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকৈ বারণাবতে			নির্মাণ ...	১৪৪৭	১৬-
পাঠাইবার জন্য শ্রুতরাষ্ট্রের উক্তি	১৪৯৯	৭-	দিনের বেলায় পাণ্ডবগণের		
বারণাবতে যাওয়ার বিষয়ে			সুগ্ধা এবং রাজিতে সেই		
যুধিষ্ঠিরের লগ্নতি ...	১৪২০	১১	গর্ভে বাস ...	১৪৪৮	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
ভীমকর্তৃক জতুগৃহে অগ্নিদান	১৫৫০	১০	হিড়িম্বের প্রতি ভীমের কটুক্তি	১৫৮৪	২৫-
সুরকপথে পাণ্ডবগণের প্রস্থান	১৫৫২	১৮-	ভীম ও হিড়িম্বের যুদ্ধ	১৫৮৭	৩৮-
বিদ্বরের প্রেরিত অপর লোক			কুন্তী ও হিড়িম্বার আলাপ	১৫৮৯	৩-
যাইয়া পাণ্ডবগণকে কলের			অর্জুন ও ভীমের কথোপকথন	১৫৯২	১৮-
নৌকা দেখাইল	১৫৫৩	৫-	ভীমকর্তৃক হিড়িম্ববধ	... ১৫৯৪	৩০-
সেই কলের নৌকায় গঙ্গা পার			কুন্তীর প্রতি হিড়িম্বার প্রার্থনা	১৫৯৭	৫-
হইয়া পাণ্ডবগণের প্রস্থান	১৫৫৬	১৬	হিড়িম্বার সহিত ভীমের রমণে		
বারণাবতবাসিলোককর্তৃক			যুধিষ্ঠিরের সম্মতি	... ১৬০০	১৬-
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবগণের			হিড়িম্বার সহিত ভীমের রমণ	১৬০১	২১-
মৃত্যু জ্ঞাপন ...	১৫৫৮	৯	ঘটোৎকচের উৎপত্তি	... ১৬০২	৩১
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতিকর্তৃক পাণ্ডব-			‘ঘটোৎকচ’ নামের ব্যুৎপত্তি	১৬০৩	৩৮
গণের ভূর্ণণ ...	১৫৫৯	১৫-	ঘটোৎকচের প্রস্থান	... ১৬০৫	৪৫
কুন্তী ও দ্রাভৃগণকে বহন করিয়া			পাণ্ডবগণের প্রতি ব্যাসের উপদেশ		
লইয়া ভীমের গমন ...	১৫৬২	২৮	ও আশ্বাস দান	১৬০৭	৭-
সন্ধ্যাকালে বনপ্রান্তে পাণ্ডব-			একচক্রাপুরীতে কোন ব্রাহ্মণের		
গণের উপস্থিতি	১৫৬৪	৮-	বাড়ীতে পাণ্ডবগণকে রাখিয়া।		
জল আনয়ন করিতে ভীমের			ব্যাসের প্রস্থান	১৬০৮	১২-
গমন	১৫৬৬	১৮	পাণ্ডবগণের ভিক্ষা করণ	১৬১১	৪
ভূতলে নিম্নিত মাতা ও দ্রাভৃ-			ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের অর্দ্ধ ভীম এবং		
গণকে দেখিয়া ভীমের দুঃখ	১৫৬৭	২২	অপর অর্দ্ধ অস্ত্র সকলে ভোজন		
কুন্তী গোরবর্ণা ছিলেন	১৫৬৭	২৬	করিতেন	১৬১২	৬
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির উপরে ভীমের			ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে আর্তিনাদ		
আক্রোশ	১৫৭০	৩৭-	শুনিয়া কুন্তী ও ভীমের		
পাণ্ডবগণকে দেখিয়া হিড়িম্বার			কথোপকথন	১৬১২	৯-
প্রতি হিড়িম্বের উক্তি ...	১৫৭৩	৮-	ব্রাহ্মণের বিলাপ	১৬১৪	২০-
ভীমকে দেখিয়া হিড়িম্বার			ব্রাহ্মণীর উক্তি	১৬২১	১-
কামোদ্বেগ	১৫৭৫	১৮	ব্রাহ্মণের কস্তার উক্তি	... ১৬২৯	২-
হৃন্দরীর রূপ ধারণ করিয়া			ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের উক্তি	১৬৩৩	২৩-
হিড়িম্বার ভীমের সহিত			বকরাব্রাহ্মণের ভোজনের নিয়ম-কথন	১৬৩৬	৭-
কথোপকথন	১৫৭৬	২৪-	কুন্তী ও ব্রাহ্মণের উক্তি-প্রত্যাভি	১৬৩৯	১৯-
হিড়িম্বকে আসিতে দেখিয়া			যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর উক্তি-প্রত্যাভি	১৬৪৪	৩-
ভীম ও হিড়িম্বার উক্তি-			খান্ন লইয়া ভীমের বকবনে গমন	১৬৫০	৪-
প্রত্যাভি	১৫৮০	৪-	বকরাব্রাহ্মণকে দেখিয়াও ভীমের		
হিড়িম্বাকে মাহুদী দেখিয়া			সেই অন্ন ভক্ষণ	১৬৫১	১১
হিড়িম্বের আক্রোশ ...	১৫৮৩	১৭-	ভীম ও বকরাব্রাহ্মণের যুদ্ধ	১৬৫৩	১৯-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
ভীমকর্তৃক বক্রাক্ষসবধ	১৬৫৪	২১	পাণ্ডবগণের নিকটে ব্যাসকর্তৃক		
বক্রাক্ষসের শব নগরধ্বারে			মুনিকঙ্কার উপাখ্যানকথন	১৬৮৫	৬-
নিক্ষেপ করিয়া ভীমের প্রস্থান	১৬৫৬	৭	মুনিকঙ্কার তপস্তা ...	১৬৮৫	৮
নগরবাসীদের নিকটে ব্রাহ্মণকর্তৃক			শিবের নিকট পাঁচ বার মূনি-		
বকবধবৃত্তান্ত কথন ...	১৬৫৮	১৬-	কঙ্কার পতিবর প্রার্থনা	১৬৮৫	১০
পাণ্ডবগণের নিকটে আগন্তুক-			‘জন্মান্তরে তোমার পাঁচটা পতি		
ব্রাহ্মণকর্তৃক দ্রৌপদীর			হইবে’ এইরূপ মুনিকঙ্কার প্রতি		
স্বয়ম্বর কথন ..	১৬৬১	৭-	শিবের বর দান ...	১৬৮৬	১৩
পুনরায় দ্রোণের উৎপত্তি-			সেই মুনিকঙ্কা দ্রৌপদীরূপে		
প্রভৃতি বৃত্তান্ত কথন ...	১৬৬৩	১-	জন্মিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী		
দ্রোণহস্তা পুত্র জন্মাইবার			হইবে এইরূপ শিবের নির্দেশ	১৬৮৬	১৪
উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্ত			পাঞ্চালরাজ্য লক্ষ্য করিয়া		
ক্রপদরাজার ব্রাহ্মণ-অবেষণ	১৬৬৯	১-	পাণ্ডবগণের উত্তরমুখে গমন	১৬৮৭	১০
যজ্ঞ করিবার জন্ত ক্রপদ			উঁহাদের অগ্রে অগ্রে মণাল		
রাজার পুরোহিত বরণ ...	১৬৭৩	২২-	ধরিয়া অর্জুনের গমন ...	১৬৮৮	৪
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুরোহিত			গন্ধর্ব ও অর্জুনের বিবাদ ...	১৬৮৮	৮-
কর্তৃক হবিভক্ষণের জন্ত			গন্ধর্ব ও অর্জুনের যুদ্ধ ...	১৬৯৩	২৫-
মহিবীক আস্থান ...	১৬৭৬	৩৬	গন্ধর্বের পরাজয় এবং অর্জুন-		
মহিবীর বিলম্ব ...	১৬৭৬	৩৭	কর্তৃক তাহার কেশাকর্ষণ	১৬৯৪	৩২-
পুরোহিতকর্তৃক অগ্নিতে হবি			যুধিষ্ঠিরের নিকট গন্ধর্বপত্নী-		
নিক্ষেপ এবং যজ্ঞাগ্নি হইতে			কর্তৃক গন্ধর্বের মুক্তি প্রার্থনা	১৬৯৫	৩৫
ধৃষ্টদ্যায়ের উৎপত্তি ...	১৬৭৭	৩৯	গন্ধর্বকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত		
যজ্ঞবেদি হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি	১৬৭৮	৪৪	অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের আদেশ	১৬৯৫	৩৬
দ্রৌপদী শ্রামবর্ণা ছিলেন ..	১৬৭৮	৪৫	অর্জুনের গন্ধর্ব পরিত্যাগ	১৬৯৫	৩৭
মহিবীকর্তৃক ধৃষ্টদ্যায় ও			গন্ধর্বের অগ্নারপণ নাম ত্যাগ		
দ্রৌপদীকে পুত্র ও কন্যা করণ	১৬৭৯	৫১	ও ‘চিত্ররথ’ নাম ধারণ	১৬৯৫	৩৮-
ধৃষ্টদ্যায়নামের কারণ ...	১৬৮০	৫৩	গন্ধর্বকর্তৃক অর্জুনের নিকট		
দ্রৌপদীর কৃষ্ণানামের কারণ	১৬৮০	৫৪	উঁহার আশ্রয়ে অস্ত্র ও সখিত্ব		
দ্রোণকর্তৃক ধৃষ্টদ্যায়কে অস্ত্র-			প্রার্থনা ...	১৭০০	৫৭
শিক্ষা দান ...	১৬৮০	৫৫	পুরোহিতবরণের আবশ্যকতা	১৭০৭	৭৫
পাঞ্চালরাজ্যে গমনসম্বন্ধে			তপতীর উপাখ্যান ...	১৭০৭	৫-
কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আলোচনা	১৬৮২	৩-	বশিষ্ঠ ব্রাহ্মার মানস পুত্র ...	১৭০০	৫
পাণ্ডবগণের পাঞ্চালরাজ্যে			বশিষ্ঠনামের ব্যুৎপত্তি	১৭০০	৬
গমনের উদ্যোগ ...	১৬৮৩	১১	পাণ্ডবগণের প্রতি পুরোহিত		
ব্যাসের আগমন ...	১৬৮৪	১	করিবার জন্ত গন্ধর্বের উপদেশ	১৭০২	১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
কান্তকুজের রাজা গাধি হইতে			পুত্রশোকে বশিষ্ঠের নানা উপায়ে		
বিখ্যামিত্রের উৎপত্তি ...	১৭০৩	৩-	আশ্বহৃত্যার চেষ্টা ...	১৭৫৩	৪৪-
বিখ্যামিত্রের মৃগয়ায় গমন	১৭০৩	৫	বশিষ্ঠের নদীজলে মজ্জন ...	১৭৫৫	৪-
বশিষ্ঠকর্তৃক বিখ্যামিত্রের অতিথি-			নদীকর্তৃক তাঁহাকে তীরে		
সংকার ...	১৭০৪	৭-	উত্তোলন ...	১৭৫৫	৫
বিখ্যামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠের			তাঁহাতে নদীর নাম হইল 'বিপাশা' ১৭৫৫		৬
কামধেনুপ্রার্থনা ...	১৭০৬	১৮	অন্ত নদীতে বশিষ্ঠের মজ্জন	১৭৫৬	৮
বশিষ্ঠ ও বিখ্যামিত্রের			বশিষ্ঠকে তীরে তুলিয়া দিয়া		
বাণাস্থবান ...	১৭০৬	১৯-	সেই নদীর শতগুণ বেগে প্রস্থান,		
বিখ্যামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠের			তাঁহাতেই তাঁহার 'শতক্র' নাম	১৭৫৬	৯
কামধেনু হরণ ...	১৭০৭	২৩	বশিষ্ঠকর্তৃক রাক্ষসভাব হইতে		
কামধেনু-নন্দিনীর সহিত			কন্যাধিপাদের যোচন ...	১৭৫৯	২৭
বশিষ্ঠের কথোপকথন ...	১৭০৮	২৫-	বশিষ্ঠের ঔরসে কন্যাধিপাদ রাজার		
কামধেনুর অঙ্গ হইতে শক-			পত্নীর গর্ভে অশ্বকরাজার উৎপত্তি ১৭৬৩		৪৫
যবনপ্রভৃতির উৎপত্তি ...	১৭৪০	৩৭-	বশিষ্ঠের পৌত্র উৎপত্তি ...	১৭৬৪	১
বশিষ্ঠসৈন্য ও বিখ্যামিত্র-			বশিষ্ঠপৌত্রের 'পরশর' এই		
সৈন্যের যুদ্ধ ...	১৭৪১	৪০-	নাম করণ ...	১৭৬৫	৩
বশিষ্ঠের প্রতি বিখ্যামিত্রের			সমস্ত রাক্ষসবিনাশের জন্য		
অস্ত্রবর্ষণ ...	১৭৪২	৪৫	পরশরের ক্রোধ ...	১৭৬৬	৯
বিখ্যামিত্রের পরাজয় ...	১৭৪৩	৫২	বশিষ্ঠকর্তৃক পরশরকে নিবারণ ১৭৬৬		১০
বিখ্যামিত্রের তপস্তা ও ব্রাহ্মণত্ব-			ক্ষত্রিয়গণকর্তৃক ভার্গবগণের		
লাভ ...	১৭৪৪	৫৬	হত্যা এবং ভার্গবভাষ্যানের		
বশিষ্ঠপুত্র শক্তিকে কন্যা-			গর্ভপর্যন্ত বিনাশ ...	১৭৬৮	১৯
পাদরাজার কশাঘাত ...	১৭৪৬	১১	কোন ভার্গবপত্নীকর্তৃক উরুতে		
কন্যাধিপাদের প্রতি শক্তির			গর্ভ ধারণ ...	১৭৬৮	২১
অভিসম্পাত ...	১৭৪৭	১৩	সেই গর্ভ নির্গত হইয়া ক্ষত্রিয়দের		
বিখ্যামিত্রের আদেশে কন্যা-			দৃষ্টি হরণ ...	১৭৬৯	২৪
পাদের শরীরে রাক্ষসের প্রবেশ ১৭৪৮		২১	ক্ষত্রিয়গণকর্তৃক ব্রাহ্মণীর নিকট		
কন্যাধিপাদের প্রতি পুনরায়			দৃষ্টি প্রার্থনা ...	১৭৬৯	২৫
ব্রহ্মশাপ ...	১৭৫১	৩৫-	সেই বালকের 'ঔর্ব' নাম ধারণ ১৭৭২		৮
রাক্ষসরূপি-কন্যাধিপাদকর্তৃক			ঔর্বকর্তৃক নিজ ক্রোধানলকে		
শক্তিকে ভক্ষণ ...	১৭৫২	৪০	সমুদ্রে নিক্ষেপ ...	১৭৭৯	২১
বিখ্যামিত্রের প্রেরোচনায়			সেই ঔর্বের ক্রোধানলই বহুবানল ১৭৭৯		২২
রাক্ষসরূপি-কন্যাধিপাদকর্তৃক			রাক্ষসবধের জন্য পরশরকর্তৃক		
বশিষ্ঠের সমস্ত পুত্রভক্ষণ	১৭৫২	৪১-	বল্লাহুতান ...	১৭৮১	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পুলতাকর্তৃক সেই বজ্র হইতে			অৰ্জুনের ধনু ধারণ, তাহাতে		
পরাশরকে নিবারণ ...	১৭৮৪	২১	গুণারোপণ, বাণসজ্জান এবং		
রাক্ষসরূপি-কঙ্কাবপাদকর্তৃক			লক্ষ্যভেদ	১৮১৯	১৮-
ব্রাহ্মণতক্ষণ	১৭৮৮	১৫	অৰ্জুনের কণ্ঠে দ্রৌপদীর		
রাক্ষসরূপী কঙ্কাবপাদকে			বরমালা সমর্পণ	১৮২২	২৮
ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাত ...	১৭৮৮	১৮-	ক্রপদরাজা দ্রৌপদীকে অৰ্জুনের		
পাণ্ডবগণকর্তৃক ধোমাকে			হস্তে দান করিবার ইচ্ছা করিলে		
পৌরোহিত্যে বরণ ...	১৭৯১	৬	আগত রাজাদের ক্রোধ ও		
পাণ্ডবগণের পাঞ্চালদেশে গমন ১৭৯৩		১-	পরস্পর আলোচনা	১৮২৩	১-
পাঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-			স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অনধিকার	১৮২৪	৭
গণের কুন্তকারগৃহে বাস ...	১৭৯৮	৬	রাজাদের যুদ্ধোপক্রম ...	১৮২৫	১২
অৰ্জুনের হস্তেই দ্রৌপদীকে দান			শাস্তির জন্য ক্রপদকর্তৃক		
করিবার ইচ্ছা ক্রপদরাজার ছিল ১৭৯৮		৮	ব্রাহ্মণদের আশ্রয় গ্রহণ ...	১৮২৫	১৪
আকাশে লক্ষ্যরূপে একটি কৃত্রিম			রাজাদের বিরুদ্ধে ভীম ও		
বহ্নিনির্মাণ	১৭৯৮	১০	অৰ্জুনের যুদ্ধোপক্রম ...	১৮২৬	১৭-
ক্রপদকর্তৃক কন্ডাদানের পণ			কৃষ্ণকর্তৃক বলরামের নিকট ভীম		
বোধনা	১৭৯৯	১১	ও অৰ্জুন প্রভৃতির পরিচয় দান ১৮২৬		২০-
স্বয়ম্বরসভায় রাজগণের আগমন ১৭৯৯		১২-	অৰ্জুনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ১৮২৯		৭
স্বয়ম্বরসভায় দ্রৌপদীর আগমন ১৮০৩		৩০	ভীমের সহিত শল্যের যুদ্ধ ১৮২৯		৮
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক পণ জ্ঞাপন ...	১৮০৪	৩৫-	ব্রাহ্মণদের সহিত দুর্যোধন-		
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রৌপদীর নিকট			প্রভৃতির যুদ্ধ	১৮২৯	৯
রাজাদের পরিচয় দান ১৮০৫		১-	কর্ণের পলায়ন	১৮৩৩	২৭
দুর্যোধনপ্রভৃতি অনেক রাজাই			শল্যের পরাজয়	১৮৩৪	৩৩
ধনুতে গুণারোপণ করিতে			ভীম ও অৰ্জুনকে ব্রাহ্মণ মনে		
পারিলেন না	১৮১২	১৫-	করিয়া রাজাদের যুদ্ধ হইতে		
কর্ণকর্তৃক ধনুতে গুণারোপণ ও			নিবৃত্তি	১৮৩৫	৩৯-
বাণসজ্জান	১৮১৩	২১	শেষ বেলায় দ্রৌপদীকে লইয়া		
দ্রৌপদীকর্তৃক কর্ণের প্রত্যাখ্যান ১৮১৪		২৩	ভীম ও অৰ্জুনের সেই কুন্তকার-		
শিশুপালের অক্ষমতা ...	১৮১৪	২৪-	গৃহে গমন	১৮৩৭	৫০
জরাসন্ধের অক্ষমতা ...	১৮১৪	২৬	ভীম ও অৰ্জুন দ্রৌপদীকে লইয়া		
শল্যের অক্ষমতা ...	১৮১৫	২৮	যাইয়া কুটীরস্থিত কুত্বীকে জানা-		
ব্রাহ্মণসভা হইতে অৰ্জুনের			ইলেন যে 'মা ! ভিক্ষা		
উত্থান	১৮১৬	১	আনিয়াছি'	১৮৩৮	১
তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের			কুত্বীও না দেখিয়াই বলিলেন		
নানাপ্রকার ব্যবহার	১৮১৬	২-	যে, 'সকলে মিলিয়া ভোগ কর' ১৮৩৮		২

বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
যুধিষ্ঠিরের নিকট কুন্তীর			ঋণদকর্জুক পাণ্ডবদের পরিচয়-		
উদ্বেগপ্রকাশ ...	১৮৩৯	৪-	জিজ্ঞাসা ...	১৮৬১	১-
যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের			যুধিষ্ঠিরকর্জুক আপনাদের		
আলোচনা ...	১৮৪০	৭-	পরিচয়দান ...	১৮৬৩	৮-
‘দ্রৌপদী সকলেরই ভার্য্যা হইবেন’			বিবাহসম্বন্ধে ঋণদ ও যুধিষ্ঠিরের		
যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মত প্রকাশ	১৮৪১	১৬	উক্তি-প্রত্যুক্তি ...	১৮৬৫	২০-
পাণ্ডবগণের নিকটে বৃষ্ণ ও			ব্যাসের আগমন ...	১৮৬৯	৩৩
বলরামের গোপনে আগমন			ব্যাসের নিকট ঋণদের মত		
এবং প্রস্থান ...	১৮৪২	১৮-	প্রকাশ ...	১৮৭১	৭-
পূর্বে ভীম ও অর্জুন যখন			ব্যাসের নিকট ধৃষ্টদ্যায়ের মত		
কুন্তিকারের গৃহে আসিতেছিলেন,			প্রকাশ ...	১৮৭১	১০-
তখন তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ			ব্যাসের নিকট যুধিষ্ঠিরের মত		
গোপনে ধৃষ্টদ্যায়ের আগমন,			প্রকাশ ...	১৮৭২	১৩
তাঁহাদের ব্যবহার দর্শন ও			গৌতমী জটিলার সাতটা পতি		
আলাপ শ্রবণ ...	১৮৪৪	১-	ছিল ...	১৮৭২	১৪
তৎপরে ধৃষ্টদ্যায়ের ঋণদের			মুনিকস্তা বাকীর দশটা পতি		
নিকট গমন ...	১৮৪৭	১৩	ছিল ...	১৮৭২	১৫
ধৃষ্টদ্যায়ের নিকট ঋণদের প্রদ্র	১৮৪৮	১৫-	ঋণদকে লইয়া ব্যাসের গৃহান্তরে		
ঋণদের নিকট ধৃষ্টদ্যায়ের			প্রবেশ ...	১৮৭৩	২১
সমস্ত বৃত্তান্ত কখন ...	১৮৫০	২-	পঞ্চোদ্রোপাখ্যান ...	১৮৭৫	১-
পাণ্ডবগণের নিকটে ঋণদকর্জুক			পঞ্চ ইন্দ্রের পঞ্চ পাণ্ডবরূপে এবং		
পুরোহিতপ্রেরণ ...	১৮৫৩	১৪	স্বর্ণলক্ষীর দ্রৌপদীরূপে জন্ম	১৮৮৪	৩৫
পুরোহিতকর্জুক পাণ্ডবদের			ব্যাসকর্জুক ঋণদকে দিয়া চক্ষু		
নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা ...	১৮৫৩	১৬-	দান এবং ঋণদকর্জুক পঞ্চ		
যুধিষ্ঠিরের উত্তর ...	১৮৫৫	২৩	পাণ্ডবকে পঞ্চ ইন্দ্ররূপে ও দ্রৌপ-		
পাণ্ডবদের নিকটে দূতের আগমন	১৮৫৬	২৯	দীকে স্বর্ণলক্ষীরূপে দর্শন ...	১৮৮৫	৩৮-
রাজবাড়ীতে যাইবার জন্ত দূত-			পুনরায় ঋষিকস্তার উপাখ্যান	১৮৮৬	৪৪-
কর্জুক পাণ্ডবদের আস্থান ...	১৮৫৭	১-	এক দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী		
ঋণদের বাড়ীতে পাণ্ডবদের			হইবার জন্ত দান করিতে		
গমন ...	১৮৫৭	৩	ঋণদের সম্মতি ...	১৮৮৯	১-
লক্ষ্যভেদকারীর আভিনিষ্টকের			দেবাবতারদের মধ্যেই অনেক		
জন্ত বিবিধ দ্রব্য স্থাপন ..	১৮৫৮	৫	পুরুষের একটা স্ত্রী হওয়া সম্ভব,		
জন্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া			মাহুষদের মধ্যে নহে ...	১৮৯০	৫
যুদ্ধোপকরণের গৃহে পাণ্ডবদের			দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের		
প্রবেশ ...	১৮৬০	১৪	বিবাহ ...	১৮৯৩	১৬-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকান্ব	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকান্ব	
পর পর চারি দিনে দ্রোণদীর সহিত			পাণ্ডবগণের প্রতি নারদের উপদেশ	১২৫৭	১৮	
ভীমপ্রভৃতি চারি জনের বিবাহ	১৮২৪	২১	সুন্দ ও উপসুন্দের উপাখ্যান	১২৫৯	২-	
দ্রোণদীর সহিত প্রত্যেক পাণ্ডবের			বিশ্বকর্মান্বকর্তৃক তিলোত্তমার সৃষ্টি	১২৭৪	১১-	
কিরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা			তিলোত্তমান্বকর্তৃক সুন্দ ও উপ-			
নিরূপণ	...	১৮২৪	২৩	সুন্দের প্রলোভন	১২৮১	৯-
দ্রোণদীর প্রতি কুন্তীর আশীর্বাদ	১৮২৭	৫-	তিলোত্তমার জন্ম সুন্দ ও উপ-			
পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণের উপহার দান	১৮২৯	১০-	সুন্দের যুদ্ধ এবং মৃত্যু	১২৮৩	১৮-	
ক্রপদের রাজধানী হইতে বিয়গ			দ্রোণদীর সহবাসসম্বন্ধে পাণ্ডব-			
হৃদয়ে রাজাদের গ্রহণ	১২০২	৮-	গণের নিয়মবিধান	১২৮৪	২৭-	
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবসম্বন্ধে			দম্ব্যকর্তৃক ব্রাহ্মণের গোহরণ	১২৮৭	৫	
চর্যোদনের কুমন্ত্রণা	১২০৮	৪-	পাণ্ডবদের প্রতি ব্রাহ্মণের উক্তি	১২৮৭	৭-	
পাণ্ডবসম্বন্ধে কর্ণের মত	১২১২	১-	সেই উক্তি শুনিয়া মনে মনে			
ভীষ্মকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে কর্তব্যোপ-			অর্জুনের পর্যালোচনা	১২৮৯	১৫-	
দেশ	১২১৮	১-	যে ঘরে অস্ত্র থাকিত, সেই ঘরে			
দ্রোণকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে			দ্রোণদীর সহিত যুদ্ধিষ্টির ছিলেন ;			
কর্তব্যোপদেশ	১২২২	১-	তথাপি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া			
কর্ণ ও দ্রোণের পরস্পর কটুক্তি	১২২৫	১০-	অস্ত্র লইয়া অর্জুনের ব্রাহ্মণগো-			
বিদুরকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে			রক্ষার্থ গমন	১২২১	২২-	
কর্তব্যোপদেশ	১২২৯	১-	অর্জুনকর্তৃক দম্ব্যদের হস্ত হইতে			
পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্ত			ব্রাহ্মণের গোখন প্রত্যানয়ন	১২২১	২৪-	
বিদুরের গমন	১২৩৭	৭-	অর্জুনকর্তৃক আপন বনবাসের			
ক্রপদের নিকট বিদুরের প্রিয়			প্রস্তাব	১২২১	২৭-	
ভাষণ	১২৩৯	১৬-	অর্জুনের বনবাসসম্বন্ধে তাঁহার			
বিদুরের নিকট ক্রপদের প্রীতি-			সহিত যুদ্ধিষ্টির আলোচনা	১২২২	২৯-	
নিবেদন এবং পাণ্ডবগণের			অর্জুনের বনবাসার্থ গমন	১২২৩	৩৫	
হস্তিনাগমনে সম্মতি জ্ঞাপন	১২৪১	১-	অর্জুনের সহিত ব্রাহ্মণদের			
পাণ্ডবগণের হস্তিনায় গমন	১২৪৩	১০-	গমন	১২২৪	১-	
পাণ্ডবগণের শিষ্ট ব্যবহার	১২৪৫	২৪-	গঙ্গাধারে অর্জুনের আশ্রম নির্মাণ	১২২৫	৬	
অর্জু রাজ্য পাইয়া ইজ্ঞপ্রস্থে			গঙ্গানান করিয়া উঠিবার সময়ে			
যাইবার জন্ত পাণ্ডবগণের প্রতি			উল্লুপীকর্তৃক অর্জুনকে হরণ	১২২৬	১৩	
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ	১২৪৮	৩৭-	* অর্জুনের নিকট উল্লুপীর সম্ম			
পাণ্ডবগণের ইজ্ঞপ্রস্থে গমন	১২৪৮	৪০	প্রার্থনা	১২২৭	১৮-	
ইজ্ঞপ্রস্থ সংস্কার	১২৪৯	৪২-				
পাণ্ডবগণের নিকটে নারদের						
আগমন	১২৫৬	৯				

* উল্লুপী যে বিধবা ছিল না, এই বিষয়টি তত্ত্ব ২৭
শ্লোকের ভারতবৌদ্ধীমণির প্রমাণিত করা হইয়াছে।

* উল্লুপী যে বিধবা ছিল না, এই বিষয়টি ভ্রমভ্র ২০

লোকের ভ্রান্তকৌতুহলিকার প্রমাণিত করা হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক
সম্রমে অর্জুনের আপত্তি ...	১৯৯	২১	অর্জুনের স্তম্ভজ্ঞানতসম্বন্ধে		
দ্রোণদীড়িগ্ন অস্ত্র রমণীসম্রমে			কৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা	২০২৬	১৬-
ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবে না, এই বিষয়ে			• অর্জুনের স্তম্ভজ্ঞাপরিণয়ে		
উল্লগীকর্তৃক যুক্তিপ্রদর্শন ...	১৯৯৮	২৪-	যুক্তির অমুমোদন ...	২০২৮	২৫
উল্লগীর সহিত অর্জুনের সম্রম	২০০০	৩০-	কৃষ্ণের অমুমতিক্রমে অর্জুন-		
অর্জুনের তীর্থপর্য্যটন ...	২০০১	২-	কর্তৃক স্তম্ভজ্ঞাহরণ ...	২০২৯	১-
অর্জুনের মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা			অর্জুন স্তম্ভজ্ঞাকে হরণ করিয়াছেন		
দর্শন ...	২০০৪	১৫-	ইহা সভাপালের নিকট শুনিয়া		
অর্জুনের চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা	২০০৪	১৭-	যাদবগণের যুদ্ধোদ্যোগ ...	২০৩২	১৫-
অর্জুনের সেই প্রার্থনায় চিত্রাঙ্গ-			বীরগণের প্রতি বলরামের		
দার শিতার সম্রতি ...	২০০৫	১৯-	উপদেশ ...	২০৩৩	২১-
অর্জুনের চিত্রাঙ্গদাপরিণয় ও			কৃষ্ণের প্রতি বলরামের		
বহুবাহনের জন্ম ...	২০০৬	২৬-	উত্তেজনা প্রকাশ ...	২০৩৪	২৫-
অর্জুনের দক্ষিণতীর্থে গমন	২০০৭	১-	বলরামপ্রজ্বতির নিকট কৃষ্ণের		
জলজন্তুকর্তৃক অর্জুনকে আক্রমণ	২০০৯	১০	সুপারামর্শদান ...	২০৩৬	২-
অর্জুনকর্তৃক জলজন্তুকে উত্তোলন	২০০৯	১১	অর্জুনের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন		
সেই জলজন্তুর ত্রোদ্রাণ ধারণ	২০০৯	১২	এবং স্তম্ভজ্ঞাকে বিবাহ করণ	২০৩৮	১৩-
সেই জীকর্তৃক আশ্ববস্ত্রান্ত কথন	২০১০	১৫-	দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে স্তম্ভ-		
অর্জুনকর্তৃক অস্ত্র চারিট			জ্ঞাকে লইয়া অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে		
অঙ্গরার উদ্ধার ...	২০১৬	২১-	আগমন ...	২০৩৯	১৫-
অর্জুনের পুনরায় মণিপুরে গমন	২০১৬	২৩	স্তম্ভজ্ঞার শিষ্টাচার ...	২০৪০	২১-
চিত্রাঙ্গদাকে আশ্রয় করিয়া			প্রচুর উপহার লইয়া কৃষ্ণ ও		
অর্জুনের গোকর্ণতীর্থে গমন	২০১৭	২৫-	বলরামপ্রজ্বতি যাদবগণের		
অর্জুনের পশ্চিম তীর্থপর্য্যটন ও			ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন ...	২০৪১	২৭-
প্রভাসতীর্থে গমন ...	২০১৯	১-	কৃষ্ণকর্তৃক উপহার দান ...	২০৪৪	৪৪-
কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মেলন ...	২০২০	৪	বলরামকর্তৃক উপহার দান	২০৪৬	৫০-
কৃষ্ণ ও অর্জুনের রৈবতকপর্ব্বতে			বলরামপ্রজ্বতি যাদবগণের		
বাস ...	২০২১	১১-	দ্বারকায় প্রতিগমন ...	২০৪৮	৬২
অর্জুনের দ্বারকায় গমন	২০২২	১৫	কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান ...	২০৪৮	৬৩
রৈবতকপর্ব্বতে মহোৎসব ...	২০২৩	১	অভিমন্যুর জন্ম ...	২০৪৮	৬৫
রৈবতকপর্ব্বতে পুনরায় কৃষ্ণ ও					
অর্জুনের আগমন ...	২০২৫	১৩			
অর্জুনের স্তম্ভজ্ঞাদর্শন ...	২০২৬	১৪			
স্তম্ভজ্ঞাকে দেখিয়াই অর্জুনের					
কামোদ্বেগ ...	২০২৬	১৫			

• অর্জুনের স্তম্ভজ্ঞাপরিণয় পাঠ্যসম্বন্ধে ইহাছিল, এই
বিষয় তদ্রূপ ২৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীকার প্রমাণ
নিশ্চিত হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লোক
'অভিমহা'-নামের ব্যুৎপত্তি	২০৪৮	৬৭	খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণ ও অর্জুনের		
অর্জুনের নিকটেই অভিমহা			সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্ত		
অগ্রশিক্ষা ...	২০৪৯	৭২	অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ...	২০৮০	১০
জ্যোশীল গর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে			অগ্নির নিকট অর্জুনের ধর্ম, বাণ		
প্রতিবিম্বের, ভীম হইতে স্ত্র-			ও রথের অভাব জ্ঞাপন ...	২০৮১	১৫-
সোমের, অর্জুন হইতে শতকর্ম্মার,			অগ্নিকর্তৃক অর্জুনকে গীতাব,		
নকুল হইতে শতানীকের এবং			ধর্ম, দুইটি অক্ষর তুণ এবং		
সহদেব হইতে শতসেনের উৎপত্তি	২০৫১	৭৯-	কপিধ্বজ রথ প্রদান ...	২০৮৪	৬-
প্রতিবিম্বপ্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি	২০৫২	৮১-	অগ্নিকর্তৃক কৃষ্ণকে স্তম্ভন		
অর্জুনের নিকটেই প্রতিবিম্ব-			চক্র দান ...	২০৮৭	২৩-
প্রভৃতির অগ্রশিক্ষা ...	২০৫৩	৮৮	বরুণকর্তৃক কৃষ্ণকে কোমোদকী		
যুধিষ্ঠিরের শাসনে প্রজাদের			গদা দান ...	২০৮৮	২৮
স্বপ্নে বাস ...	২০৫৪	২	অগ্নিকর্তৃক খাণ্ডবদাহ আরম্ভ	২০৮৯	৩৫
রাজত্বকালে যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার	২০৫৫	৩	খাণ্ডবদাহ আরম্ভ হইলে ভরত		
কৃষ্ণ ও অর্জুনের যমুনাগমন	২০৫৮	১৭	প্রাণিগণের অবস্থা ...	২০৯১	৪-
যমুনাভীরু উদ্ভানে কৃষ্ণ ও			ইন্দ্রের নিকট দেবগণকর্তৃক		
অর্জুনের আয়োদ্যপ্রমোদ ...	২০৫৯	১৯-	খাণ্ডবদাহ জ্ঞাপন ...	২০৯৪	১৬
উদ্ভানের নিকটবর্তী একটি স্থানে			খাণ্ডববনের অগ্নি নির্ধারণের জন্ত		
কৃষ্ণ ও অর্জুনের অবস্থান ...	২০৬১	৩১	ইন্দ্রকর্তৃক জলবর্ষণ ...	২০৯৪	১৮-
কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকটে ব্রাহ্মণ-			অর্জুনকর্তৃক জলপতন নিবারণ	২০৯৫	১
রূপী অগ্নির আগমন ...	২০৬১	৩৩	ভক্ষকনাগ তখন খাণ্ডববনে		
কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকট অগ্নির			ছিল না, কুরুক্ষেত্রে ছিল ...	২০৯৬	৪
খাণ্ডবদাহের প্রার্থনা ...	২০৬৩	৫-	ভক্ষকপুত্র অশ্বসেনকে উদ্বারের		
অগ্নির খাণ্ডবদাহের কারণ ...	২০৬৫	১৫-	ভিতরে রাখিয়া মুক্ত করিবার		
ঐতিহাসিক উপাখ্যান ...	২০৬৬	১৭-	জন্ত ভক্ষকপুত্রের চেষ্টা ...	২০৯৬	৭
ঐতিহাসিক উপাখ্যান বন্ধে বার			দেবগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের		
বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নির ঘৃত পান	২০৭৪	৬৪	যুদ্ধ ...	২০৯৭	১২-
তাহাতেই অগ্নির অগ্নিমান্দ্য-			দেবগণের পরাজয় ...	২১০৩	৪২-
রোগের উৎপত্তি ...	২০৭৫	৬৭	ইন্দ্রের প্রতি দৈববাণী ...	২১০৮	১৫-
অগ্নিমান্দ্যরোগের নিবৃত্তি			যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রের প্রস্থান ...	২১১০	২২
উল্লেখ্য খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার			কৃষ্ণকর্তৃক ময়দানবের হত্যার চেষ্টা	২১১৩	৭১
জন্ত অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ	২০৭৭	৭৫-	অর্জুনকর্তৃক ময়দানবকে অভয় দান	২১১৩	৪৩
অগ্নির সাত বার খাণ্ডববনে			* মন্যপালয়নির উপাখ্যান ...	২১১৫	৪-
প্রজলন এবং ভরতপ্রাণিগণ-					
কর্তৃক নির্ধারণ ...	২০৭৮	৮৩			

* এই ৪ লোকের ভারতকৌতুকীয় আখ্যায়িকার আখ্যায়িক বাণী আছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোক
মন্দপালকর্তৃক অগ্নির স্তব ...	২১১৯	২৩-	পুত্রগণের নিকট মন্দপালের		
পুত্রগণের সহিত জরিতার			আগমন ...	২১৪৫	২১
কথোপকথন ...	২১২৬	১৬-	জরিতার সহিত মন্দপালের উক্তি	২১৪৬	২৫
মন্দপালের পুত্রগণকর্তৃক অগ্নির			ভাষ্যা ও পুত্রদের সহিত		
স্তব ...	২১৩৪	৭-	মন্দপালের অন্ত্র গমন ...	২১৪৯	৪
পুত্রগণের জ্ঞাত মন্দপালের চিন্তা	২১৪১	১-	ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বর		
দাপিতার সহিত মন্দপালের উক্তি-			দান ...	২১৫০	৮
প্রত্যাশিত ...	২১৪২	৭-	কৃষ্ণ, অর্জুন ও ময়নাবের একত্র		
			উপবেশন ...	২১৫১	১৮-

পাঠক্রমে আদিপর্বের বহুৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥০।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম ।

১। আদিপর্ব ।	১০। সৌপ্তিকপর্ব ।
২। সভাপর্ব ।	১১। জীপর্ব ।
৩। বনপর্ব ।	১২। শান্তিপর্ব ।
৪। বিরাটপর্ব ।	১৩। অমুশাসনপর্ব ।
৫। উদযোগপর্ব ।	১৪। আশ্বমেধিকপর্ব ।
৬। ভীষ্মপর্ব ।	১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব ।
৭। দ্রোণপর্ব ।	১৬। মোসলপর্ব ।
৮। কর্ণপর্ব ।	১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব ।
৯। শল্যপর্ব ।	১৮। স্বর্গারোহণপর্ব ।
	হরিবংশ-খিল (অর্থাৎ সমাপ্তিগ্রন্থ)

আদিপর্বের উপপর্ব ।

উপপর্বের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	উপপর্বের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। অমুকুমণিকাপর্ব ...	১-	১১। চৈত্ররথপর্ব ...	১৬৬০-
২। পর্বসংগ্রহপর্ব ...	৯৮-	১২। স্বয়ম্বরপর্ব ...	১৭৯৩-
৩। পৌণ্ড্রপর্ব ...	১৯৩-	১৩। বৈবাহিকপর্ব ...	১৮৪৯-
৪। পোলোমপর্ব ...	২৫৩-	১৪। বিদুরাগমন-রাজ্য-	
৫। আত্মীকপর্ব ...	৩০৪-	লাভপর্ব ...	১৯০১-
৬। আমিবংশাবতারপর্ব ...	৬৩০-	১৫। অর্জুনবনবাসপর্ব ...	১৯৮৬-
৭। সম্ভবপর্ব ...	৭২১-	১৬। হুভদ্রাহরণপর্ব ...	২০২৩-
৮। জতুগৃহপর্ব ...	১৫০৫-	১৭। হরণাহরণপর্ব ...	২০৩৬-
৯। হিড়িম্ববধপর্ব ...	১৫৭২-	১৮। শান্তবদাহপর্ব ...	২০৫৪-
১০। বকবধপর্ব ...	১৬১১-	১৯। ময়দর্শনপর্ব ...	২১০৬-

আদিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ।

— :: —

মহর্ষি নিজেই পুরুষগ্রহাধ্যায়ে (আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আদিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

“অধ্যায়ানাং শতে শ্বে তু সংখ্যাতে পরমর্ষিণা ।

সপ্তবিংশতিরধায়া ব্যাসেনোক্তমভেজসা ॥১৩২॥

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ ।

শ্লোকান্ধ চতুর্দশীতিমুনিনোক্তা মহাত্মনা ॥১৩৩॥”

অর্থাৎ—মহর্ষি বেদব্যাস আদিপর্বে ২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোক বলিয়াছেন ।

পাঠকমহোদয়গণ নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, আদিপর্বে উক্ত অধ্যায়সংখ্যার ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে ।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১	...	২৫৬	৩১	...	২৬
২	...	৪০৬	৩২	...	৩৩
৩	...	২০৪	৩৩	...	২২
৪	...	১৩	৩৪	...	১৪
৫	...	৩৪	৩৫	...	৩২
৬	...	৪২	৩৬	...	৩৩
৭	...	২৬	৩৭	...	৪২
৮	...	২৮	৩৮	...	৩৬
৯	...	৩৪	৩৯	...	১১
১০	...	৩১	৪০	...	৩৪
১১	...	১৮	৪১	...	২৩
১২	...	২৭	৪২	...	৪৩
১৩	...	১৩	৪৩	...	২২
১৪	...	৪৯	৪৪	...	৩১
১৫	...	৩১	৪৫	...	৪৪
১৬	...	১৬	৪৬	...	১৭
১৭	...	১৮	৪৭	...	১০
১৮	...	১২	৪৮	...	২৬
১৯	...	২৭	৪৯	...	৩০
২০	...	২০	৫০	...	১৭
২১	...	২৫	৫১	...	২৭
২২	...	১৬	৫২	...	২৫
২৩	...	২২	৫৩	...	৩৪
২৪	...	৪৮	৫৪	...	১০
২৫	...	৫২	৫৫	...	২৪
২৬	...	৩৫	৫৬	...	৫৫
২৭	...	২৫	৫৭	...	৫০
২৮	...	২৫	৫৮	...	১৬৬
২৯	...	৩০	৫৯	...	৫৪
৩০	...	১৯	৬০	...	৫৭
১৪৮২		১০৫৮		১৩৮০	

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
৯১	২২	১৩৭	১৯	১৮৩	৫০
৯২	৫৫	১৩৮	১৯	১৮৪	২৫
৯৩	৪৯	১৩৯	৩৪	১৮৫	১৮
৯৪	১০৩	১৪০	৩১	১৮৬	২৯
৯৫	১৮	১৪১	২১	১৮৭	১৫
৯৬	৭৩	১৪২	২২	১৮৮	৩৩
৯৭	২৭	১৪৩	১৬	১৮৯	২৩
৯৮	৫৪	১৪৪	২৮	১৯০	৫৩
৯৯	৫২	১৪৫	৪৭	১৯১	২৭
১০০	৩৬	১৪৬	৩৭	১৯২	১৯
১০১	১৭	১৪৭	৪৫	১৯৩	৩১
১০২	১৯	১৪৮	৩৬	১৯৪	২০
১০৩	২৬	১৪৯	৪৬	১৯৫	২৫
১০৪	১৯	১৫০	২১	১৯৬	১৯
১০৫	৪৪	১৫১	৫০	১৯৭	২৮
১০৬	১০	১৫২	৩৮	১৯৮	৩০
১০৭	৪৪	১৫৩	২৬	১৯৯	২৬
১০৮	১৪	১৫৪	৩৮	২০০	৬৫
১০৯	৪২	১৫৫	২৭	২০১	২৪
১১০	১৯	১৫৬	২৮	২০২	৩৩
১১১	১৭	১৫৭	২১	২০৩	২৭
১১২	৩৪	১৫৮	১২	২০৪	৩৩
১১৩	৫০	১৫৯	২৭	২০৫	৩১
১১৪	৪২	১৬০	৫৬	২০৬	৩৫
১১৫	৩৭	১৬১	১১	২০৭	৩৬
১১৬	৪৯	১৬২	১৬	২০৮	২৭
১১৭	৮২	১৬৩	৮০	২০৯	২৩
১১৮	৩৩	১৬৪	৪৪	২১০	৩৫
১১৯	৩৩	১৬৫	২৫	২১১	২১
১২০	৪৩	১৬৬	৫০	২১২	২৫
১২১	৩২	১৬৭	১৬	২১৩	৩২
১২২	১৩	১৬৮	৫৭	২১৪	৮৯
১২৩	৫৮	১৬৯	৪৯	২১৫	৩৬
১২৪	৪২	১৭০	৪৮	২১৬	৮৩
১২৫	২৫	১৭১	২৮	২১৭	২১
১২৬	৪৩	১৭২	২২	২১৮	৩৮
১২৭	৭৯	১৭৩	২৩	২১৯	২২
১২৮	১১১	১৭৪	২৩	২২০	৫২
১২৯	৩৬	১৭৫	২৬	২২১	৪৬
১৩০	৩২	১৭৬	১২	২২২	৩৪
১৩১	৪১	১৭৭	২০	২২৩	২২
১৩২	২৫	১৭৮	৩৭	২২৪	১৮
১৩৩	৭৭	১৭৯	২৪	২২৫	২৫
১৩৪	২৭	১৮০	২৯	২২৬	৩৩
১৩৫	৯৮	১৮১	৩০	২২৭	১৯
১৩৬	৬২	১৮২	২৫
১২৬৭		১৪৪১		১৪৫৬	

$$\text{একুণ—১৫৮২+১০৫৮+১৩৮০+১৯৬৭+১৪৪১+১৪৫৬=৮৮৮৪}$$